INDEX

ERRATA

Page—22 dated 20 3. 68 for	Question No.	379	Read—	879
Page—28 dated 18. 3. 68 for	Question No.	648	Read—	684
Page—83 dated 22. 3. 68 ,,	,,	731	,,	781
Page—60 dated 22. 3. 68 ,,	,,	683	,,	685
Page—23 dated 5. 4. 68 ,,	,,	255	,,	855

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963

26th March, 1968.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A.M. on Tuesday, the 26th March. 1968.

PRESENT.

Shri Manindra Lal Bhowmick, Speaker in the Chair, the Chief Minister, Dy, Speaker, Dy. Minister, four Ministers and twenty Members.

QUESTIONS.

Mr. Speaker—To day in the list of business are the following Questions to be answered by the Minister concerned. Starred Questions. Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath—Question No. 772.

QUESTION

ক) ১৯৬৩ইং হইতে ১৯৬৭ইং পর্য্যন্ত কৈলাসহর ও ধর্ম্মনগর সাব ডিভিসনে কতটা নূতন gun license issue করা হইয়াছে। তন্মধ্যে Tribal দিগকে কত এবং non-tribal দিগকে কত ?

খ) ইহা কি সত্য বহুলোক ধন সম্পত্তি, ক্ষেত কৃষি ও আত্মরক্ষার জন্য gun license এর প্রার্থনা করিয়া দীর্ঘদিন যাবত পাইতেছে না ?

ANSWER

ক)

বিভাগের নাম	প্রদত্ত বন্দুকের লাইসেন্সের সংখ্যা—১৯৬৩-১৯৬৭ ইং সন		মোট সংখ্যা
	ট্রাইবেল	নন ট্রাইবেল	
ধর্ম্মনগর	২৬	৭	৩৩
কৈলাসহর	২৫	৫	৩০

খ) প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পর gun License দেওয়া হয়।

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, এই সমস্ত লাইসেন্সের জন্য প্রেয়ার করা সত্বেও দীর্ঘদিন যাবত, থানাতে, সি, আই অফিসে, বিভিন্ন জায়গায় ঘুরাঘুরি করেও এইসব লাইসেন্স না পাওয়ার কারণ কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—এখানে বলাই হয়েছে যে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পর গান লাইসেন্স দেওয়া হয়। সেটা হচ্ছে—The area of the land they have, the total number of guns in the village or in the neighbouring areas. If any Member of the family has any gun, the instances of crops damaged by wild animals in this area, how much revenue they are paying to the Government annually, have the applicants since cleared all the dues in connection with the land revenue, their services to the communities and Government and their performance in clearing dues to the Government. All these informations are taken.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, এই যে ক্ষতি হচ্ছে, মানুষের ক্ষেত কৃষি নষ্ট হয়, ইহা কি জনসাধারণের এবং সরকারে ক্ষতি হয় না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—নিশ্চয়ই এটা সরকারের ক্ষতি, জনসাধারণের ক্ষতি এবং সমাজের ক্ষতি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই সমস্ত লাইসেন্স যাতে তাড়াতাড়ি পেতে পারে তার চেষ্টা করবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—ফরমেলিটীজগুলি অবজার্ভ করতে যে সময় লাগবে, সেটা করতে হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—এই ফরমেলিটীজগুলি যাতে অল্প সময়ের মধ্যে হতে পারে তার চেষ্টা করবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—উই হ্যাভ টু গো থ্রু অল দি ফরমেলিটীজ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই ফরমেলিটীজগুলি মেইনটেইন করতে, একটা দরখাস্ত স্ক্রুটিনি করতে কত সময় লাগে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ--It depends on the situation of the land and place of the applicant for the license.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কতটা দরখাস্ত ১৯৬৩ সালে করা হয়েছিল ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—আমি নোটিশ নাই।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বন্দুকের লাইসেন্সের প্রার্থনা দাখিল করার পর একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, অন্যুন ছয় মাসের মধ্যে দরখাস্তকারী বন্দুক পাবে কি পাবেনা, এটা জানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কি না, এই সম্পর্কে আশ্বাস দিতে পারেন কি না ?

Shri S. L. Singh :—All the information is to be collected. So it depends on the land and place of the party who raised a prayer for the license

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :— ত্রিপুরার মত একটা ক্ষুদ্র রাজ্যে, যার সাবডিভিশান সংখ্যা মাত্র ১০টি, আয়তন ৪০১৬ বঃ মাঃ, ছয় মাস সময় কি যথেষ্ট নয় ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আয়তন শুধু ৪০১৬ বঃ মাঃ হলেই হবেনা, তার সাথে সাথে তার সারকাম স্টন্সের, এনভায়রোনমেন্ট ইত্যাদি দেখতে হবে। সেই জায়গাতে যেতে হলে পরে যে যে অসুবিধা আছে সেগুলি এখনও দূরিকৃত হয়নি। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া আসার অসুবিধা আমাদের আছে। বেঙ্গল বা অন্যান্য জায়গার মত আমাদের ট্রাম, বাস ইত্যাদি নাই।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :—দুর্গম স্থানের যথারীতি তদন্ত হওয়ার পরও আগরতলা অফিসে এসে যাতে দুই তিন বছর পরে না থাকে, এই আশ্বাস মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিতে পারেন কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার :—আগরতলা অফিসে দীর্ঘকাল পরে থাকে সেটা ত্বরান্বিত করা যায় কি না, মাননীয় সদস্য জানতে চেয়েছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি খবর রাখেন, যারা বন্দুকের লাইসেন্সের জন্য প্রার্থনা করেন, তাদের দরবারের খরচ বন্দুকের দামের চেয়ে বেশী হয় ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি তাহা মনে করিনা। দরবারের জন্য খরচ হয় বলে মাননীয় সদস্য যদি নাম ধাম বলতে পারেন, তাহলে সেটা সুবিধা হয়।

শ্রীরাধিকারঞ্জন গুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কাঞ্চনপুর এবং ছামনু এলাকায় মিজো রাইভেল একটিভিটীজ এবং অন্যান্য এন্টি সোশ্যাল একটিভিটীজ যেটা চলছে সেটা চিন্তা করে, গান লাইসেন্স যাদের দেওয়া হচ্ছে এবং দেওয়া হবে, সেইসব লাইসেন্স হোল্ডারসরা বন্দুক রক্ষা করতে পারবে কি না, সেটা লাইসেন্স দেওয়ার পূর্ব্বে তদন্ত করে দেখা হয় কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—অল দীজ ফরমালিটীজ আর ডান।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ফরমালিটীজগুলি কি কি ? হোয়াট আর দোজ ফরমালিটীজ ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি আগেই বলেছি—the area of the land they have, the total number of guns in the village or in the neighbouring areas, If any Member of the family has any gun, the instances of crops damaged by wild animals in the area, how much revenue they are paying to the Government annually, have the applicants since cleared all the dues in connection with the land revenue, their services to the communities and Government and their performance in clearing dues to the Government.

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 829.

Shri Prafulla Kr. Das :—Question No. 829 Sir.

QUESTION	ANSWER
1) Whether it is a fact that a convict has been escaped from Agartala Central Jail,	No.
2) if so, date of escape and how it took place ?	Does not arise.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—কিছুদিন আগে হাবিদ আলী নামে একজন কয়েদী বটতলা বাজার থেকে পাকিস্তান পলাইয়া গিয়াছিল, সেই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

Shri Prafulla Kr. Das ;--A convict No. 1/68, Habid Ali, son of Magadh Ali of village Gakulnagar, P. S. Bishalgarh, Tripura who was convicted on 4.4.56 to rigorous imprisonment for life under section 359/396 I. P. C. escaped from the custody of a head warder Shri Amarkrishna Sen who took him to Battala Bazar to help him in selling of Jail vegitables there on the 29th January, 1968. The matter has been reported to the Kotwali Police, Agartala. The case is under investigation and the proceedings at the same time is in progress.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, গত ১৯৬৭ সালের আগষ্ট মাসে তাকে মুক্তি দেয়বার জন্য জেলখানার যে আই, জি, পি, ত্রিপুরা সরকার মারফত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটা প্রস্তাব পাঠান হয়েছিল কিনা এবং যদি পাঠান হয়ে থাকে, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এই সম্পর্কে কি নির্দ্দেশ এসেছে ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ ঃ—এইরকম কোন প্রস্তাব পাঠান হয়নি ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, জেল কোডের ৬৬৫ ধারা মতে কয়েদীদের পাচ বছরের বেশী হয়ে গেলে জেলের বাইরে যাওয়ার পারমিশান দেওযার কোন নিয়ম আছে কিনা ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ :—একটা মেকসিমাম পিরিয়ড যদি হাজত খাটে, তারপর তার একষ্ট্রা মব্যাল লেবার করার জন্য বিধান আছে । জেলে থাকাকালীন তার কনডাক্ট বিচার করে সুপারিনটেনডেন্ট তা এলাউ করতে পারেন ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—গত ২৮।১।৬৮ ইং তারিখে জেলখানার হেড ওয়ার্ডার বিনোদ দত্ত হাবিদ আলীকে নিয়ে বাজারে গিয়েছিল কিনা ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ :—দি ম্যাটার ইজ আণ্ডার ইনভেষ্টিগেশান ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই যে প্রশ্নের উত্তরে নো বললেন, পরবর্ত্তী প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করলেন, এই সম্পর্কে জুডিশ্যাল এনকোয়ারী করতে রাজী আছেন কিনা ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ :—আমি নো বলেছি এইজন্য জেল থেকে এসকেপ করেনি, সে বটতলা বাজার থেকে এসকেপ করেছে। প্রশ্নটা ছিল জেলখানা থেকে এসকেপ করছে কিনা ?

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যেদিন বিনোদ দত্ত তাকে বটতলা বাজারে নিয়ে গিয়েছিল, আবুল তাহের নামে একজন জমাদার সেখানে যায় এবং তারা সেখান থেকে রয়েজ অরফেন স্কুলে চলে যায় ? সেই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ :—বিনোদ দত্ত নামে কেউ নিয়ে গেছে বলে জানি না। দি ম্যাটার ইজ আণ্ডার ইনভেষ্টিগেশন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—এই ইনভেষ্টিগেশান কতদিন পর্য্যন্ত চলবে ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ :—তথ্য যতদিন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত চলবে।

মিঃ স্পীকার :—যতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীতাড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৯৯ স্যার।

QUESTION

(ক) কুকুরে কামড়াইলে Antirafic treatment centre হইতে যে injection দেওয়া হয়, তাহা কোন কোন লক্ষণে* পর নির্ভর করিয়া দেওয়া হইতেছে ;

(খ) Injection দেওয়ার পূর্ব্বে কো . া পরীক্ষা করা হয় কিনা ;

(গ) বিনা প্রয়োজনে injection দেওয়া জনিত বিষক্রিয়া হইয়াছে, এইরূপ কোন ঘটনা এ যাবত (১৯৬১ ইং সনের ডিসেম্বর অবধি) ঘটিয়াছে কি ?

(ঘ) ঘটিয়া থাকিলে উহার পরিণাম ;

(ঙ) ইহা হইতে রক্ষা করিবার উপায় কি ;

(চ) উক্ত বিষয়ে training দেওয়ার কোন Institution আছে কি, ত্রিপুরা অথবা ত্রিপুরার বাহিরে ?

ANSWER

(ক) পাগলা কুকুরের দ্বারা দ্রঃষ্ট বলিয়া অনুমতি রোগীকে Antirafic treatment centre এ উক্ত অনুমানের বশবর্ত্তী চিকিৎসা (Presumption treatment) করা হয়। সাধারণতঃ ক্ষতের পাগলা কুকুর দংশন করিবার ১০ দিনের ভিতর মারা যায়। কুকুরের মৃত্যু, দংশনের স্থান এবং গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া পরবর্ত্তী কালে বিস্তারিত চিকিৎসা করা হয়।

(খ) রোগীকে ইন্‌জেকশান্ দিবার পূর্ব্বে ঐ ইনজেকশান ভাল ভাবে পরীক্ষা করা হয়।

(গ) প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনা ঘটিবার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

(ঘ) প্রশ্নের 'গ' অংশের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠেনা।

(ঙ) প্রশ্নের 'গ' এবং 'ঘ' অংশের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠেনা।

(চ) উপযুক্ত শিক্ষাদিবার কেন্দ্র কলিকাতায় আছে, ত্রিপুরায় নাই।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—উত্তরে পাওয়া গেছে যে প্রিভেন্‌টিভ হিসাবে দেওয়া হয়, পাগলা কুকুরে কামড়েছে সেটা কি করে বুঝা যায়?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—এটা টেকনিক্যাল ব্যাপার। একটা জিনিষ হচ্ছে কুকুরটা যদি দশ দিনের মধ্যে মারা যায় তাহলে বুঝা যাবে যে কুকুরটা পাগল। কোন কোন ক্ষেত্রে কুকুরটাকে যদি ট্রেস করা না যায় তাহলে যাকে কামড়েছে তার ষ্টেটমেন্টের উপর নির্ভর করে কতগুলি চিকিৎসা করার ব্যবস্থা আছে। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যারা আছেন তারা অবস্থা অনুযায়ী তার ব্যবস্থা করে থাকেন।

শ্রী যতীন্দ্র কুমার মজুমদার—এইরকম বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এই ত্রিপুরা রাজ্যে কতজন আছেন।

শ্রী তড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত—আজকাল যারা এম, বি, বি কোর্স পাশ করে আসেন তাদের সমস্ত বিষয়েই শিক্ষিত করে দেওয়া হয়। আগে এল, এম, এফ কোর্সে এটা ভাল করে পড়ানো হতনা। কিন্তু আজকাল সমস্ত বিষয়েই এম, বি, বি, কোর্সে পড়ানো হয়। তাছাড়া স্পেশ্যালিষ্ট কোর্স আছে, তার ট্রেনিং এরও ব্যবস্থা আছে।

শ্রী যতীন্দ্র কুমার মজুমদার—কুকুরে কামড়ালে পরে যদি জলাতংক রোগ হয়, তার চিকিৎসা যদি করতে হয়, সেই চিকিৎসার ব্যবস্থা আগরতলায় আছে কি না?

শ্রী তড়িৎ মোহন দাস গুপ্ত—জলাতংক রোগ আরম্ভ হয়ে গেলে তার ভাল রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত নাই।

মিঃ স্পীকার—শ্রী বাজুবন রিয়াং

শ্রী বাজুবন রিয়াং—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯০৭

শ্রী এস, এল, সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯০৭।

Question

১। ১৯৬৭-৬৮ইং সনে কতজন উপজাতিকে Housing grant দেওয়া হইয়াছে এবং কতটাকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে?

২। ইহা কি সত্য যে জুমিয়া পুনর্বাসনের টাকা ও জমি পায় নাই এমন উপজাতি স্ত্রী ও পুরুষ Housing grant পাইয়াছে?

৩। যাহারা Housing grant পাইয়াছে তাহারা grant এর টাকা পাইয়া ঘর নির্মাণ করিয়াছে কি না?

Answer

১। ৬৬জন, প্রত্যেকে ৩০০ (তিনশত টাকা) করিয়া পাইয়াছে।

২। যে সমস্ত উপজাতি জুমিয়া পুনর্বাসনের টাকা ও জমি পায় নাই তাহাদের গৃহ নির্ম্মাণের বা সংস্কারের টাকা পাইতে বাধা নাই।

৩। হাঁ। কেহ কেহ নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করিয়াছে, কেহ করিতেছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৬৬।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯২৬।

Question

১। কমলপুর বিভাগের শিকাড়ীবাড়ী ট্রাইবেল কলোনী কোন সালে কত পরিবারকে লইয়া আরম্ভ হয় এবং বর্ত্তমানে সেখানে কত পরিবার স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে।

২। ১৯৬৭-৬৮ সন পর্য্যন্ত উক্ত কলোনীতে কোন কোন খাতে কত টাকা ব্যয় হইয়াছে।

৩। উক্ত কলোনীকে পুনর্গঠন করিবার কোন পরিকল্পনা সরকারের হাতে আছে কি না,

৪। থাকিলে কবে নাগাদ আরম্ভ হইবে?

Answer

১। ১৯৫৭-৫৮ সালে ৪০টি জুমিয়া পরিবার লইয়া শিকারীবাড়ী ট্রাইবেল কলোনী হইয়াছে। বর্ত্তমানে সেখানে ১৮টি পরিবার বসবাস করিতেছে।

২। জুমিয়া পুনর্বাসন বাবত ২০,০০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। গৃহনির্ম্মাণ বাবত ৪০টি পরিবারকে ১৫০ টাকা করিয়া মোট ৫০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। সুপারভাইসরের বাসস্থান, সংস্কৃতি কেন্দ্র ও গুদাম ঘর করা বাবত ৫,৪৯৪ টাকা খরচ করা হইয়াছে। ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ সুপারভাইসরের ঘর, সংস্কৃতি কেন্দ্র ও গুদাম মেরামত করা বাবত ২,৩১৯ টাকা খরচ হইয়াছে।

৩। ও ৪। বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :— এই যে হাজার হাজার টাকা খরচ করে ৪০টি পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হল, তার মধ্যে মাত্র ১৮টি পরিবার বর্ত্তমানে সেখানে আছে। বাকিগুলি সেখান থেকে চলে যাওয়ার কারণ কি?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—চলে যাওয়ার নানা রকম কারণ থাকতে পারে। প্রথম কারণ হতে পারে সাইকলজিক্যাল। জমি করে ঘর বাড়ী করে বসবাস করতে যাওয়া এটা একটা বিরাট কমপেল্কস, ইনষ্ট্রুমেন্টাল লেবার তাতে দরকার। জুম করতে হতো উইত ওয়ান ইনষ্ট্রুমেন্ট। কৃষি কার্য্য করতে গেলে পরে তার কোদাল, খুনতা, কুঁড়াল থেকে আরম্ভ করে এডুকেশান পর্য্যন্ত এই যে একটা কমপ্লেক্স, প্রডাকশান মেথড, সেটা হল সবচেয়ে বড় কথা।

এখন সেই জায়গাতে যাদের সাইকলজিক্যাল চেঞ্জ আনা হয় তারা সেখানে থাকেন আর যাদের হয় না তারা চলে যান। আরেকটা হল এই যে এমন একটা দল থাকেন যারা তাদেরকে সেখান থেকে কেবলমাত্র টাকা নাও এবং জুম কর এই শিক্ষাটা অনবরত দিতে থাকেন একে তাদের সাইকলজিক্যাল প্রিপারেশান নাই, তার উপর যদি এণ্টি শোশ্যাল এলিমেণ্টস থেকে ঐরকম শিক্ষা দেওয়া হয়, স্বভাবতঃই তারা সাইকলজিক্যাল ইকুইলিব্রিয়াম হারিয়ে ফেলে, এটা হল প্রধানতম অন্তরায়।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, শিকারীবাড়ী কলোনীতে যে পুনর্বাসন দেওয়া হল, সেখানে কর্ষণ যোগ্য ভূমি নাই, তাদেরকে টীলার মধ্যে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, সেইজন্য তারা চলে গেছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—টীলা হলে পরে জমির পরিমাণবৃদ্ধি করা হয়। তাছাড়া টীলাতেও আজকার ধান, পাট, মেস্তা ফলানো চলে, ফলের চাষ করা চলে, পিগারী পোলট্রি করা চলে, ডায়েরী ফার্ম করা চলে। অতএব কেবল মাত্র লুঙা হলেই যে থাকবে আর টীলা হলে থাকবেনা তার কোন কারণ নাই। আমি বলেছি যে ফাষ্টএণ্ড ফোরমোষ্ট হচ্ছে প্রিপারেশান অব মাইণ্ড তাদের নাই। আর তাছাড়া কতকগুলি এনটি সোশ্যাল এলিমেণ্টস তাদের উস্কানী দেয় যার ফলে তারা তাদের মেনটাল ইকুইলিব্রিয়াম হারিয়ে ফেলে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা কি সত্য যে অমরপুর শিকারিবাড়ী কলোনিটি লংথরাই পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— লংথরাই পাহাড়ের উপর অবস্থিত শিকারিবাড়ী নয়। লংথরাই পাহাড়ের পীক সেটা কৈলাশহরে অবস্থিত।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :— যাহারা শিকারীবাড়ী কলোনিতে পুনর্বাসন পেয়েছিল, তারা কলোনির আশেপাশে জুম করে আছে। তারা শিকারীবাড়ী কলোনির এরিয়া থেকে যায়নি, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— জুম তারা নিশ্চয়ই করছে, দেয়ার ইজ নো ডাউট। এর বেশী কিছু বলা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :— আমার কথাটা হল এই যে, হয় পরিচালকদের ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনার জন্য, নয়ত স্কীমের ত্রুটিপূর্ণতার দরুণ তারা চলে গেছে এবং কলোনির আশেপাশে আছে।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আমার কথা হচ্ছে যে একদল এণ্টি সোশ্যাল এলিমেণ্ট তাদের সাইকলজিক্যাল ইকুইলিব্রিয়াম নষ্ট করার জন্য উসকানি দেয়, সেটাই হচ্ছে তাদের চলে যাওয়ার প্রধানতম কারণ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— শিকারীবাড়ীতে যে স্কুলটি আছে, সেই স্কুলটিতে কতজন ছাত্র আছে বর্ত্তমানে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আমি নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— ইহা কি সত্য যে উক্ত স্কুলে মাত্র তিনজন ছাত্র এবং পাঁচজন শিক্ষক আছেন? এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করবেন কি না?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— এখানে বর্ত্তমানে মাত্র ১৮টি পরিবার আছে এবং এই পরিবারের লোক সংখ্যা ৯০ জনের বেশী হবে না। ফাইভ পারসেণ্ট করে যদি ধরা হয় তাহলে কতজন হতে পারে সেটা অনুমান করা চলে। অতএব অবিশ্বাস করার কোন কারণ নাই।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :— ইহা কি সত্য যে শিকারীবাড়ী কলোনিতে যে সমস্ত সুপারভাইজার পোষ্টিং করা হয়েছিল, তারা সেখানে না থেকে কাঞ্চনপুর বাজারে থাকত। সুপারভিশানের অভাবে তারা চলে গেছে?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আমি নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— যে সব টিনের ঘর ঐ সব কলোনিতে জুমিয়াদের দেওয়া হয়েছিল, সেইসব টিনের ঘর বিক্রি হয়ে গেছে কি না, এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করবেন কি?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আমি নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— শিকারীবাড়ী কলোনীতে জুমিয়াদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন হতে পারে কি না, এবং তাদের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করে তাদের অন্যত্র সরানোর ব্যবস্থা করা হবে কি না?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— অর্থনৈতিক পুনর্ব্বাসনের কথা আগেই আমি বলেছি যে সাইকলজিক্যাল প্রিপেরাশান যদি না থাকে, তার সাথে সাথে যদি এণ্টিপ্রিচীং চলতে থাকে, তাহলে যত কিছুই করিনা কেন, হোয়াটএভার মাইট বি দ্যাট, দে ক্যান নেভার বি সেটেলড ইন এনি প্লেস।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— শিকারীবাড়ী কলোনিতে যে ১৯৫৭-৫৮'এ পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে সেটা আমার মতে একটা ওয়েষ্টেজ অব মানী এবং সেটা যিনি দিয়েছেন রেসপনসিবিলিটি তার উপর ফিক্স আপ করা উচিত। তবে আমি এই আবেদন করব এটার তদন্ত করা হউক। তদন্ত করে যদি দেখা যায় যে এই ৪০টি পরিবারকে সেখানে পুনর্ব্বাসন দিয়ে অর্থের অপচয় করা হয়েছে, তা হলে যিনি বা যে সব অফিসার এটা করেছেন তাদের উপর রেসপনসিবিলিটি ফিক্স আপ করা হবে কি না?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— অর্থের অপচয় মোটেই করা হয়নি। এই ৪০টি পরিবারের উন্নতিকল্পে সাফিস্যাণ্ট লাণ্ড দেওয়া হয়েছে। আমরা এই বিশ্বাস করি যে যারা জুমিয়া তাদেরকে গৃহ বাড়ী দিতে হবে, তাদেরকে ল্যাণ্ডে সেটেল করতে হবে। অনেক দিন থেকে তার চেষ্টা চলছে। হাজার হাজার বছর ধরে যারা জুম পদ্ধতিতে অভ্যস্ত ছিল, এগ্রিকালচারেল সিসটেম'এ

তাদের আনতে গেলে পরে যা হবে সেটা আমাদের প্রত্যেকেরই জানা দরকার, বুঝা দরকার। অতএব এটাকে জোর করে তাদের সেখানে রাখতে পারি এই রকম কোন ক্ষমতা নাই। তাছাড়া এণ্টি সোশ্যাল এলিমেণ্টস যারা আছে তারা এবং এই সমস্ত মিলে একটা জিনিষ সেখানে হচ্ছে যার ফলে কেউ হয়ত মনের দিক থেকে ঠিক থাকতে পারে তারা সেখানে থাকেন, আর যারা মনের ইকুইলিব্রিয়াম হারিয়ে ফেলে তারা সেখানে থেকে চলে যায়। কাজেই এই পুনর্বাসন স্কীমকে অর্থের অপব্যয় হচ্ছে বলে আমি বলতে পারি না।

Mr. Speaker :— Too many supplementaries have been asked. Supplementary can not be wider than the original one.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অন ক্ল্যারিফিকেশান আমি বলছি যে আমি জুমিয়া পুনর্বাসন স্কীমকে আক্রমণ করিনি। জুমিয়া পুনর্বাসন স্কীমে যে শিকারীবাড়ীতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে সেটার কথা আমি বলছি। জুমিয়া সেটেলমেণ্ট স্কীমকে আমি ডিসকারেজ করিনি, আমি সেটাকে ওয়েলকাম করছি, কিন্তু সিলেকশান অব প্লেস সম্পর্কে আমি বলছি যে যেখানে কোন রকম লেভেল টীলা ল্যাণ্ড নাই, যেখানে মুরামের জন্য কনট্রাকটাররা অনুসন্ধান করতে পারে সেখানে এই সেটেলমেণ্ট দেওয়া হয়েছে কাজেই সেটেলমেণ্ট দিয়ে অর্থের অপচয় করা হয়েছে সে কথা আমি বলেছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, বর্ত্তমানে যে সমস্ত জুমিয়া পরিবার সেখানে আছে, তাদের জীবিকার প্রধান সম্বল কি ?

শ্রীএস. এল, সিংহ :— আঠারটি পরিবার সেখানে বসবাস করছেন সেই সম্পর্কে বলা হয়েছে। তারা কি কি ফসলাদি উৎপাদন করছেন যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তা হলে আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন শিকারীবাড়ী কলোনিতে লাংগল চষার মত ভূমির পরিমাণ কত হবে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আগেই বলা হয়েছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কেবল মাত্র নাল জমিই দেওয়া হয় না। নাল জমি কত দিবে তার একটা পরিমাণ আছে আর টিলা জমি কত দিতে হবে তার একটা পরিমাণ আছে। সেই পরিমাণের উপর নির্ভর করে সেখানে জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— টিলা জমি আছে, তেছড়া ইত্যাদি আছে। আমার কথা হচ্ছে যে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করার মত কি পরিমাণ সমতল জায়গা আছে।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— প্রথমে কোন জায়গা প্লেন ল্যাণ্ডে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করার মত অবস্থায় থাকে না। চাষের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হয়। সেটা লুঙ্গাই হউক আর টিলাই হউক বা তেছড়াই হউক। অতএব সেই অনুসারে আমাদের কাজ চলছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— আমার কথা হচ্ছে চাষোপযোগী, গরু, মহিষ দিয়ে চাষ করার মত জায়গার পরিমাণ কত আছে ? তেছড়া বা খাড়া টিলাতেত গরু, মহিষ দিয়ে চাষ করা চলে না।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— যে কোন জায়গাতে আজকালকার আধুনিক পদ্ধতিতে ট্রাক্টার ইউটিলাইজ করে চাষ করা চলে এবং সায়েনটিফিক নলেজ এবং সায়েনটিফিক মাইনডের উপর সেটা নির্ভর করে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে সেখানে আধুনিক পদ্ধতিতে টাট্র্যাকার দিয়ে চাষ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— সমগ্র রাজ্যে ৬ লক্ষ একরের উপর চাষোপযোগী জমি আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— আমি সমগ্র রাজ্যের কথা বলছি না। স্পেসিফিক শিকারাবাড়ীর কলোনির কথা আমি বলছি।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আমি নোটিশ চাই।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :— আদিবাসীদের সাইকলজিক্যাল সেনস বাড়িয়ে চাষে অভ্যস্ত করার জন্য কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— কোন জায়গাতে হর্টিকালচার হচ্ছে, কোন জায়গাতে টেরেসিং সিষ্টেম চলছে, কোন জায়গাতে আবার হাফ্ জুমিয়া এবং হাফ্ এগ্রিকালচার চলছে। কোন জায়গাতে রিক্লেমেশান ট্রাক্টার দিয়ে করা হয় এবং কোন জাগায়াতে লেবার খাটিয়ে রিক্লেমেশান করা হয়। এই সমস্ত কাজ আপাততঃ আমরা করছি।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :— তাতে আদিবাসীদের সাইকলজিক্যাল সেন্স এসেছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— এসেছে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— শিকারীবাড়ী কলোনিটি লংথ্রাই পাহাড়ে এবং সীলেভেল থেকে এক হাজার ফিট উঁচুতে অবস্থিত কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :— শিকারীবাড়া কলোনিতে যে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে তার বন্দোবস্তের পরচা ইত্যাদি তারা পেয়েছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আমি নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৩৬।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৩৬ স্যার।

QUESTIONS	ANSWERS
1. whether there are nearly 8 kanies cultivatable paddy field within the boundary of newly constructed Veterinary Hospital at Kunjaban	1. Yes,
2. if so, who are cultivating the land and who is managing said land and how ;	2. The land, in question was taken over by the Engg. Deptt. on 17. 8. 1963. It is not known to the Animal Husbandry Department whether any body is cultivating the land or not.
3. details of income from crops grown there for last 3 years ?	3. Not known.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এই কোয়েশ্চানটা স্টার্ড কোয়েশ্চান হিসাবে একসেপটেড হয়েছে। এখানে প্রথম কোয়েশ্চানের উত্তরে বলা হয়েছে 'ইয়েস', ২য় কোয়েশ্চানের উত্তরে বলা হয়েছে 'জানা নাই'। কাজেই এখানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে জমি কে বা কাহারা চাষ করে ?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশ :—এখানে বলা হয়েছে যে ভেটারিনারি হসপিটাল, লেবরাটারি ইত্যাদি করার জন্য এই ল্যাণ্ডটা এনিমেল হাজবেন্ড্রি থেকে নিয়েছে এবং কনসট্রাকশানের জন্য পি. ডবল্যু. ডি'র কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে কনসট্রাকশানের কাজ শেষ করে এনিমেল হাজবেনড্রি ডিপার্টমেন্টের কাছে হ্যাণ্ড ওভার করলে পরে, তখন তার আওতায় সেটা আসবে। এখন ল্যাণ্ডটা পি. ডবল্যু ডি'র অধীনে। আমরা এখন দেখছি সেখানে কোন আন-অথারাইজ অকুপেশান বা এনক্রোচমেন্ট হয়েছে কিনা। যদি দেখা যায় আন-অথারাইজড অকুপেশান বা এনক্রোচ-মেন্ট আছে তাহলে সেটার সুটএবল এ্যাকশান নেওয়া হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি একথা বলতে পারেন না যে জমিটা চাষ হচ্ছে না পতিত পড়ে আছে ?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশ :—ইনভেসটিগেশান করে দেখা হচ্ছে কি অবস্থায় আছে সেটা।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৬৩।

Shri S. L. Singh : Question No. 963. Sir.

QUESTIONS	ANSWERS.
1. Who has been given the contract for the construction of Kanchanpur-Manpai Road. Is the contractor an enlisted contractor of Tripura ?	Materials are under collection.
2. Is it a fact that the enlisted contractors of Tripura seldom get chance of having any contract of the similar bigger valuations ?	
3. What are the difficulties in splitting up such contract of bigger valuation, so that the enlisted cantractors of Tripura may have the chance to compete for the same.	

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 843.

Shri S. L. Singh :—Question No. 843, Sir,

১। পুরাণ বোধজং দীঘির উত্তর ও পশ্চিম পাড়ের পর যে ড্রেইনটি আছে তাহা পাকা construction করার পরিকল্পনা আছে কিনা।

২। যদি থাকে আগামী কোন সনে এই কাজ আরম্ভ করা হবে? যদি হইয়া না থাকে যথোপযুক্ত কারণ?

ANSWER

১। এরূপ কোন কারণ নাই।

২। ইহা একটি সাব ড্রেইন। এই ড্রেইনের জল থানা রোডের পূর্ব পার্শ্বস্থ মেইন ড্রেইনের যোগে নিকাশ করা হয়। উক্ত মেইন ড্রেইনও পাকা করা হয় নাই। এই ড্রেইনটি অন্যান্য ড্রেইনের মতই মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার করা হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই ড্রেইনটা পাকা করার জন্য খুঁটি ইত্যাদি বসানো হয়েছে?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই ড্রেইটনটা পাকা ড্রেনেজ্ না করার কি কারণ আছে?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মেইন ড্রেন কাচ্চা রেখে এটা পাকা করার কথা চিন্তা করা যাচ্ছেনা, তাই মাঝে মাঝে এটা পরিষ্কার করানো হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি খবর রাখেন, এই ড্রেইনটা বর্ষার সময়ে অধিকাংশ সময়েই বন্ধ থাকে ? সামান্য বৃষ্টি হলেই সমগ্র উত্তর বনমালীপুর ফ্লাডে পরিণত হয় ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—ইহা অবগত আছি। সেইজন্যই মাঝে মাঝে পরিষ্কার করানো হয়ে থাকে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা। শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯১২।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯১২ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। সরকার শুকরের চাষ পরিকল্পনায় কোন কোন ট্রাইবেল কলোনীকে সাহায্য দিয়াছেন।	১। নিম্নলিখিত ট্রাইবেল কলোনীকে শুকর চাষ পরিকল্পনায় উৎসাহ দিবার জন্য সরকার সাহায্য দিয়াছেন :— ক) গণ্ডাছড়া ট্রাইবেল কলোনী। খ) লালছড়া ট্রাইবেল কলোনী। গ) কাঠালিয়াছড়া ট্রাইবেল কলোনী। ঘ) রাণীকিল্লা ট্রাইবেল কলোনী। ঙ) করমছড়া ট্রাইবেল কলোনী।
২। কিসের ভিত্তিতে উক্ত সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।	২। শতকরা ৮০ % ভরতুকি সাহায্য হিসাবে দেশী শুকরগুলিকে উন্নত করিবার অভিপ্রায়ে এবং উপজাতির সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি কল্পে।
৩। তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ ?	৩। সরকার ইহা জ্ঞাত হইয়াছেন যে বিতরিত শুকরের দ্বারা উন্নত জাতের শুকর বংশ বৃদ্ধি আশানুরূপ হইতেছে এবং উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে আধুনিক উপায়ে শুকর পালনের জন্য অধিক উৎসাহ দেখা যাইতেছে।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—প্রথম অবস্থায় তাদের যে শুকর দেওয়া হল তার মূলধন কত এবং বর্ত্তমানে তাদের আয়ের পরিমাণ কত ?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশ :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—ধর্ম্মনগর ভুইশোভা কলোনীতে কোন শুকর দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশ :—যেখানে যেখানে দেওয়া হয়েছে তা আমি বললাম, এর বাইরে দেওয়া হয়নি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯১৩

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯১৩ স্যার।

QUESTION

১) কৈলাসহরের মনু প্রাইমারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আরো সিট বাড়াইয়া দিবার (বর্ত্তমানে ছয়টি সিট মাত্র) প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা সরকার সমীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন কিনা ?

২) যদি সমীক্ষা করিয়া দেখিয়া থাকেন তবে উক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া যায় কিনা দেখিবেন কি ?

৩) অথবা সমীক্ষা করিয়া না থাকিলে অতি সত্বর সমীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন কি ?

ANSWER

১) হ্যাঁ।

২) হ্যাঁ, বরাদ্দ অনুসারে গুরুত্ব লক্ষ্য করে অগ্রাধিকার বিবেচনা করা হইবে ?

৩) প্রশ্নই উঠে না।

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma interested in question of Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 915

Shri S. L. Singh :—Question No. 915 Sir.

প্রশ্ন	উত্তর
১) খোয়াই বিভাগের লক্ষ্মীনারায়ণপুর মৌজায় ট্রাইবেল এবং বাংগালী কৃষকদের মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিরোধ আজও অমীমাংসিত রহিয়াছে কি না, ২) যদি অমীমাংসিত থাকিয়া থাকে তাহা মীমাংসা করার জন্য সরকার পক্ষ হইতে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে. ৩) এই বিরোধের ফলে যেসব উপজাতি কৃষক নিজেদের দখল করা জমি হইতে উচ্ছেদ হইয়া গেল তাহাদের সেই জমি ফেরত দেওয়ার কোন সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে কি না ?	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৩২

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৩২, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) আগরতলা সেন্ট্রাল জেলে যাহারা আটক বন্দী আইনে তাহাদের মধ্যে কাহাকে কত সময়ের জন্য কোন তারিখে ইন্টারভিউ গ্র্যান্ট করা হইয়াছে তাহার বিবরণ.	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
২) ত্রিপুরা প্রিভেনটিভ ডিটেনশান অর্ডার ১৯৫৭ অনুসারে আটক বন্দীদের কত সময় ইন্টারভিউ দেওয়ার কথা.	
৩) যদি ইন্টারভিউর সময় সংকুচিত করা হইয়া থাকে, কোন আইনে সংকুচিত করা হইয়াছে.	
৪) ইহা কি সত্য জেলে আত্মীয় স্বজন ইন্টারভিউ লইতে আসিলে ঘন্টার পর ঘন্টা বট গাছ তলায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হয় এবং অনেক দিন ফিরিয়া যাইতে হয়,	
৫) যদি সত্য হয়, ইহার প্রতিকার হইবে কি ?	

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma interested in Question of Shri Bidya Ch. Deb barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 916.
Shri Prafulla Kr. Das :—Question No. 916 Sir.

QUESTIONS.	ANSWERS.
১) আগরতলা সেন্ট্রাল জেলে পি,ডি, এ্যাক্টের আটক বন্দীদের মধ্যে যাহারা 'বি' শ্রেণীভুক্ত তাহাদের সকলকে বিছানা পত্র, মশারী, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি আসবাবপত্র দেওয়া হইয়াছে কি,	1) Yes, all of them have been provided with beddings, mosquitonets etc, as provided for in the rules and common table and chair separately for reading and writing.

QUESTIONS	ANSWERS
২) যদি প্রত্যেককে তাহা না দেওয়া হইয়া থাকে তাহার কারণ কি,	2) Every one of them has not been given a table and a stool or chair separately to keep their living apartment free from congestion.
৩) উক্ত বন্দীদের নিজেদের জন্য রান্নার আলাদা করার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে কি,	3) Their food is cooked separately in the general kitchen.
৪) যদি সুযোগ দেওয়া না হইয়া থাকে তাহার কারণ,	4) There is no provision to set up separate kitchen under their own supervision for such class of prisoners.
৫) উক্ত বন্দীদের মধ্যে দুইজনকে কি অন্যান্য-দের নিকট হইতে আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছে,	5) 2 of them were kept separately for a few days.
৬) যদি আলাদা করিয়া রাখা হইয়া থাকে তাহার কারণ।	6) As they themselves preferred separate accommodation.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কিসের ভিত্তিতে জেলখানার মধ্যে যারা ডেটীন্যু তাদের এ, বি, সি ক্ল্যাসিফিকেশান ইত্যাদি করা হয় ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—এটা জেলের দেখার ব্যাপার নয়। সেটার এপ্রপ্রিয়েট অথারিটি ডিস্ট্রীক্ট মেজিষ্ট্রেট। তিনি আইনানুযায়ী সেটা ক্ল্যাসিফিকেশান করে থাকেন। এটা জেলের কনসারণ্ও নয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি হচ্ছেন জেল মিনিস্টার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে ক্ল্যাসিফিকেশান কিসের ভিত্তিতে করা হয়, এটা জেলের ব্যাপার হু উইল আনসার ইট ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ :—আপনি সেপারেট কোয়েশ্চান করুন।

মিঃ স্পীকার :—ক্ল্যাসিফিকেশান ডিষ্ট্রীক্ট মেজিষ্ট্রেট করেছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—এনাদার কোয়েশ্চান ৯৩

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৩৩ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) আগরতলা সেন্টাল জেলের "সি" শ্রেণীর আটক বন্দীদের খেলাধুলার কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে ;	১) তাস ও দাবা খেলার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।
২) Tripura Preventive Detention order 1957 অনুসারে তাহাদের জন্য outdoor games এর ব্যবস্থা করা হইয়াছে কি না ;	২) Tripura Preventive Detention Order 1957 অনুযায়ী outdoor games এর ব্যবস্থা করিতেই হইবে এমন কান বিধান নাই।
৩) ব্যবস্থা না করা হইয়া থাকিলে কখন করা হইবে ;	৩) কোনও ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে মনে হয় না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি জেলের মধ্যে প্রিভেনটিভ ডিটেনশান এ্যাক্টে যাদের আটক করা হয়ে থাকে তাদের জন্য আউটডোর গেমের ব্যবস্থা করা হয় কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :-মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রিভেনটিভ ডিটেনশান এ্যাক্টে করতে হবে বা করতে হবে না এই রকম কোন কথা নাই। সেটা নির্ভর করছে আমাদের আউটডোর গেমের জায়গার বন্দোবস্ত আছে কিনা। আমাদের জায়গার ডিফিকালটীজ রয়েছে, তারপর অর্থের প্রশ্নও আছে। আমাদের অর্থ এবং জায়গা নাই সেইজন্যই সেটা আমরা করতে পারছি না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে সমস্ত আটক বন্দী জেলে আছেন, তাদের এই খেলার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় কি কি কারণে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—বয়স আছে, দৈহিক অবস্থা আছে, মুক্ত জীবন, এই সমস্ত জিনিষ'এর চাহিদা অনুসারে খেলাধূলার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—যদি জেলের বন্দীদের স্বাস্থ্যের জন্য খেলাধূলার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে অন্যান্য জেলে যেটা আছে, আগরতলার মধ্যে সেটা না করার কারণ কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—জায়গার সংকোচন হওয়াতে আমরা সেটা করতে পারছিনা।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ইন্টারেষ্টেড ইন কোয়েশ্চান অব শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯১৯।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯১৯ স্যার।

QUESTIONS

(১) সদর বিভাগের বুড়াখা নামক উপজাতি অধ্যষিত এলাকায় অ-উপজাতি সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিদের জমি দখলের প্রচেষ্টা চলিতেছে কি না ; চলিয়া থাকিলে কত অ-উপজাতি পরিবার তথায় বসতি স্থাপন করিয়াছে ?

(২) উক্ত বোরাখা অঞ্চল ওঁমহারাজা বীর বিক্রম কর্ত্তৃক সৃষ্ট উপজাতি রিজার্ভ (Scheduled area exclusively for tribals) অন্তর্ভূক্ত কি না।

(৩) উক্ত এলাকায় উপজাতি ভূমিহীনরা পুনর্বাসনের আশায় জমি আবাদও দখল করিয়া আসিতেছে কি না ?

(৪) অ-উপজাতিদের অনুপ্রবেশের ফল এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়াছে কি না ?

(৫) বিরোধ দেখা দিয়া থাকিলে তাহা মীমাংসার কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে ?

ANSWERS

(১) না, তবে সেখানে ২০০ শত অ-উপজাতি পরিবার বসতি স্থাপন করিয়াছে।

(২) না।

(৩) হ্যাঁ।

(৪) না।

(৫) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই এলাকায় বর্ত্তমানে কত অ-উপজাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ— আমি নোটীশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— যে সমস্ত অ-উপজাতিদের পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে সেটা কি সরকারী উদ্যোগে না বে-সরকারী উদ্যোগে হচ্ছে।

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ— আমি নোটীশ চাই।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে সমস্ত জায়গায় উপজাতিরা পূর্ব্বের থেকে দখল করে ছিল, সেই সমস্ত জায়গাতে অ-উপজাতি দখল করাতে সেখানে বিভিন্ন গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে এবং সরকারের কাছে দরখাস্ত পেশ করেছেন, এই সম্বন্ধে কোন রিপ্রেজেনটেশান সরকার পেয়েছেন কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ— এই বোরাখা অঞ্চল বিরাট ফরেষ্ট অঞ্চল, গাছপালা বৃক্ষাদি সেখানে ছিল এবং এখনও আছে। যদি কেউ বলে থাকেন ঐ জায়গা পরিষ্কার করে লোক বসেছে, তাহলে সত্যের অপলাপ করা হবে। সেই অঞ্চল এখন ঘন বনে ঢাকা। এখন প্রিপারেশান চলছে সেই জায়গাতে জুমিয়া পুনর্বাসন এবং ল্যাণ্ডলেস, সিড্যুল কাষ্ট যারা আছে, তাদের পুনর্বাসন দেওয়া যায় কি না, সেই বিষয়ে আমরা চিন্তা করছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ইতিপূর্ব্বে এই বোরাখা অঞ্চলে এক্স সোলজারদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছিল কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আমি নোটীশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, লাস্ট ফিনানশ্যাল ইয়ারে বোরাখা এলাকাতে উপজাতিদের অর্থাৎ ট্রাইবেল কলোনী করার একটি স্কীম ছিল কি না ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— আমি নোটীশ চাই।

Mr. Speaker:— There is no Unstarred Question. So we pass on to the next item.

RULING ON THE POINT OF ORDER. RAISED BY SHRI AGHORE DEB BARMA, M. L. A. ON 12. 3. 68.

Mr. Speaker :— On 12. 3, 68 Shri Aghore Deb Barma, M. L. A. raised a point of Order with regard to arrest of Members and thereby debarring them from attending Assembly Sessions. Shri Deb Barma further contended that in arresting the Members and dis-allowing them to attend the Session of the House, District Magistrate, Tripura, has committed a breach of privilege of the Members.

The fact of Shri Deb Barma's contention is as follows :—

That the Administrator under Section 6(1) of the Union Territories Act of 1963 summoned the Tripura Legislative Assembly to be held from the 11th March, 1968 and the Secretary, Tripura Legislative Assembly issued notices to all the Members under the rule 3(ii) of the Rules of Procedure & Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly.

But the District Magistrate, Tripura, arrested and detained Sarvasree Abhiram Deb Barma and Bidya Ch. Deb Barma under Section 3(1) (2) of the Preventive Detention Act. The aforesaid Members having been arrested and detained in the Central Jail, Agartala were not in a position to join the Assembly Session. The point raised by Shri Deb Barma are (i) if arrest made by the District Magistrate, Tripura, under aforesaid provision of the Preventive Detention Act can supersede the provision of the Union Territory Act, 1963 and (ii) if District Magistrate, Tripura, has committed any breaeh of privilege by detaining them and thereby dis-allowing them to attend the Assembly Session.

I have gone through the case and have also discussed with Shri Aghore Deb Barm, M. L. A., to have his point clarified.

My observation on the Point of Order will be as follows :—

The Administrator summons the Assembly, and the Secretary, Legislative Assembly issues notices to all concerned. But it is up to the Members if they would attend the Session or not. The summons calling the House is not a compulsive force to a Member. He may remain absent for many reasons from the sittings of the House. The summons of the Administrator, notified by the Secretary, Legislative Assembly is not comparable to the summons of the criminal case issued for specific purpose namely to give evidence or produce documents to which are added penalty clause under statutory provision, for failure to attend.

This conclusion is re-inforced by the provisions of the Union Territories Act providing for leave for absence under Section 13(3) of the Union Territories Act, 1963. It is clear from the language of Section 13(3) of the Union Territories Act, 1963 that a member of the House can afford to be absent from all meetings of the House for whatever period he likes, notwithstanding the probable danger of his seat being declared vacant. But while holding that the general summons issued at the inception of a session of the Legislature lacks in compulsive force as regards the attendance of the Members, I must hasten to add that it is furthest from me to say that there is no power to secure the attendance of Members. The power of this House is to secure attendance of Members on any special occasion or for any special business is un-disputed and without doubt.

In May's "Parliamentary Practice", 16th edition, at pages 236 and 237, the same thing is stated. "On ordinary occasions, the attendance of Members upon their service in Parliament is not enforced by either House".

Sarvasree Abhiram Deb Barma and Bidya Ch. Deb Barma have been arrested under section 3(1)(2) of the Preventive Detention Act for their act of inciting the public, for their violance resistence against procurement of paddy by the Gavernment on requisition and for inciting the people to destroy forest plantation within the Reserve Forest area.

In this context I would safely say that the question of supersession of the provision of the Union Territories Act, 1963 by the provision of the Preventive Detention Act as contained by Shri Aghore Deb Barma cannot stand.

I must refer in this connection to the decision in the case of Kunan Nadar Vs. The State, reported in A. I. R. 1955 TC/154. It was held in that case that, where a Member of Legislative Assembly has been arrested

and detained and his detention should be subordinated to his right to attend the proceedings of the Legislative Assembly ; he cannot therefore pray for a writ of mandamus directing the State Government to enable him to attend the Session of the Legislative Assembly ; there is no statutory provision granting such privilege of immunity.

Next as to the question of breach of privilege committed by the District Magistrate, Tripura in detaining Sarvasree Abhiram Deb Barma and Bidya Ch. Deb Barma and thereby disallowing them to attend the Assembly Session, I must refer to the judgement of Mack J., 'A member of the Legistative Assembly could claim no privilege from arrest and detention under Preventive Detention Legislation. Once a member is arrested and lawfully detained, though without actual trial, under any Preventive Detention Act, there can be no doubt that under the law as it stands he cannot be permitted to attend the sittings of the House.

In view of the foregoing considerations, I am of the opinion that the contentions of Shri Aghore Deb Berma are without any foree and the point of order raised by him must fail.

Mr. Speaker :—Now Voting on Demands for Grants for 1968-69.

Next item in the list of business 10 Demands viz Demand Nos. 12. Police, 15-Medical, 16—Public Health, 37—Capital Outlay of Improvement of Public Health, 1—Taxes on Income other than Corporation Tax—Agricultural Income Tax, 3—State Excise Duties, 4—Taxes on Vehicles, 5—Other Taxes and Duties, 6—Stamps and 7—Registration Fees are to the disposed of :—

Member have received the list of business alongwith the Appendix showing Demands to be moved by the Finance, Minister. Now the Finance Minister will move his demands standing in his name one by one when called by me and as soon as the Finance Minister has moved his Demands, there will the discussion on the Demands. Thereafter when the debate is closed I shall disposed of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister to move the Demand Nos. 15, 16, 2 & 37 together, Nos. 1, 3, 4 & 5 together and Nos. 6 & 7 together respectively and I shall have one general debate on these demands as they are of allied nature ; of course I shall dispose of the demand separately.

Now, I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 12—Police.

Shri Krishnadas Bhattacherjee (Finance Minister) :—On the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,39,68,000/- [Inclusive of the sums specified in column 3 of the

Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 12—Police.

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিশ বাজেটে এখানে ১,৩৯,৬৮,০০০ ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কিসের জন্য পুলিশ। পুলিশ সম্পর্কে বলতে গেলে সাধারণতঃ বলা হয় যে দেশের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগারিকদের নিরাপত্তার গ্যারাণ্টি দেওয়া ইত্যাদি যে সমস্ত চুরি ডাকাতি এবং সমাজ বিরোধী কার্য্যকলাপ হচ্ছে সেগুলিকে বন্ধ করা। তার জন্য ১,৩৯,৬৮,০০০ টাকা এখানে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, তারজন্য আজকে বহু লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে B.M.P., P.A.C., A.P.S.P. ইত্যাদি আমরা এখানে রাখছি। আজকে যদি আমরা বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করি তবে প্রশ্ন জাগবে যে পূর্বোক্ত কাজগুলি ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা। যদি আমরা আজকে তলিয়ে দেখি তাহলে দেখব যে আজকে ruling Party পুলিশকে তার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। অর্থাৎ বিরোধী দলগুলিকে কিভাবে দমন করা যায় তারই চেষ্টা করা হচ্ছে পুলিশের সাহায্যে। কিভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করা যায় তার জন্যই আজকে পুলিশ ব্যবহার করা হচ্ছে। অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার জন্যই পুলিশ ব্যবহার করা হচ্ছে। ২ নং প্রশ্ন হচ্ছে শান্তি রক্ষার নামে যেখানে সেখানে পুলিশ দিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করা, জন নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা অর্থাৎ এক কথায় দেশের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করা। ৩নং point হচ্ছে সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ যেমন চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যাদি যে সমস্ত ঘটনা ঘটে থাকে কিন্তু আমরা দেখছি পুলিশ থাকা অবস্থায়ই এই সমস্ত ঘটনা ঘটছে এবং তা দিন দিন বাড়ছে। ৪নং point হচ্ছে দেশের মধ্যে আজকে traffic control করার জন্য অনেক traffic Police রাখা হয়। বিভিন্ন জায়গায় Check Postএ পুলিশ রাখা হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থা কিসের জন্য করা হয়? যাতে overload কম হয়, accident যাতে কম হয়, জন সাধারণের জীবনের নিরাপত্তার যাতে গ্যারাণ্টি থাকে। কিন্তু আজকে কি ঘটছে। আজকে কংগ্রেসের মধ্যে যদি কোন সৎ সদস্য থেকে থাকেন তবে নিশ্চয়ই বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন না যে এই পুলিশগুলিকে ঐ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। ওরা কি করছে? ওরা এটাকে বে-আইনীভাবে রোজগারের একটা পথ হিসাবে বেছে নিয়েছে। আরেকটা Point হয়েছে সীমান্ত রক্ষা করার জন্য, সীমান্তের জনসাধারণ ও গবাদি পশু ও ধন সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে B.M.P., P.A.C., A.P.S.P. 1st Battalion ও 2nd Battalion পালন করছি। কিন্তু ত্রিপুরার সমস্ত সীমান্ত এলাকার ঘটনা যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা কি দেখতে পাই? আমরা দেখছি যে আমরা যতই পুলিশ বাড়াচ্ছি তার চেয়েও বেশী গো-পাচার, ধন সম্পত্তি লুট, জীবন হানি ইত্যাদি হচ্ছে। অর্থাৎ এক কথায় সীমান্তবর্তী জনসাধারণের নিরাপত্তার অভাব দিনের পর দিন বাড়ছে। আরেকটা

Point হচ্ছে লেভীর ধান সংগ্রহ করা সম্পর্কে। সেখানে গ্রামে অনেক নির্ব্বাচিত সংস্থা অর্থাৎ গ্রাম পঞ্চায়েত ইত্যাদি আছে। এই সমস্ত সংস্থাকে উপেক্ষা করে আজকে পুলিশ দিয়ে কৃষক জনসাধারণের বীজের ধান পর্য্যন্ত বলপূর্ব্বক নিয়ে আসা হচ্ছে। অর্থাৎ এক কথায় জুলুম বাজী। আর একটা কি হচ্ছে? না নীরিহ জনসাধারণের উপর পুলিশের অত্যাচার, শান্ত জনসাধারণকে গুলি করে হত্যা করাই হচ্ছে পুলিশের কাজ। আজকে যে purpose এ এখানে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে সে সম্বন্ধে একটা সাধারণ রেফারেনস আমি টানব।

আমাদের এখানকার ত্রিপুরার জাগরণ পত্রিকার ১২ই এপ্রিল তারিখের সংখ্যায় আছে যে, বিলোনীয়া ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ সন। বিলোনীয়া সীমান্ত পাচারকারীদের স্বর্গরাজ্য। আর একটা আছে ২১শে মার্চ ১৯৬৮, জাগরণের প্রথম পাতায় "বিলোনীয়া সীমান্তের মধ্যে পাক গুপ্তচরদের বারংবার সীমান্ত লঙ্ঘন," বহু আছে এরকম ঘটনা—আমি ডিটেইলস্ বলব না।

আজকে শান্তি, শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই পুলিশ রাখা হয়। কিন্তু গত পরশুদিন গ্রামের মধ্যে আমরা একটা জনসভা করেছিলাম। আমরা Children Parkএর mikeএর Permission D. M. থেকে নিয়েই মিটিং করেছি। তথাপি মিটিংটাকে যেহেতু বন্ধ করতে হবে কাজেই মোহনপুর থেকে দলে দলে যারা এই মিটিংএ আসছিলেন তাদের পুলিশ ঘেরাও করে এবং বলে যে তাদের নামে ওয়ারেন্ট আছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি করানোর এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোকে ঠেঙানোর জন্যেই এই পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

গত আর্থিক বৎসরের ঘটনার দিকে তাকালেও আমরা দেখতে পাই যে, টাকারজলা; জম্পুইজলা এবং জিরানীয়া এলাকার মধ্যে দিনে দুপুরে পর্যান্ত ডাকাতি হচ্ছে এবং ক্রমশঃই তা বাড়ছে। সেখানে পুলিশ আছে, কিন্তু ডাকাতি বন্ধ হচ্ছে না এবং ধরাও পড়ছে না। তার মানে ঘটনা একটা ঘটার অর্থই হ'ল পুলিশের বে-আইনি ভাবে টাকা রোজগারের একটা পন্থা।

জীরানীয়ায় আমাদেরই এক কর্ম্মী বর্ত্তমানে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। তথাপি তিনি যে একজন সৎ ব্যক্তি একথা আমি স্বীকার করি। উনি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর একজন পরম বন্ধু। এম, এল, এ'দের সাথে আলাপ করলেই তিনি বুঝতে পারবেন কি ভাবে, সেখানকার ও, সি টাকা রোজগার করছে বে-আইনি ভাবে সে সম্বন্ধে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে বহুবার জানিয়েছেনও। কিন্তু কোন ফল হয়নি। অর্থাৎ চুরি ডাকাতি বন্ধ করার নামে, সমাজদ্রোহীদের দমনের নামে আজ বে-আইনি ভাবে পুলিশ টাকা রোজগার করছে। এটা টাকা রোজগারের একটা পথ। হাজার হাজার টাকা কামাই করা হচ্ছে আর এক দিকে ডাকাতি বাড়ছে। যেমন একখানে গিয়ে শুনলাম একজন ডাকাত ধরে নিয়ে আসল তার পর একটা Condition করে ছেড়ে দেওয়া হল। এমন বহু ঘটনা আছে, সেটা কর্ত্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে, আমি detail বলতে চাচ্ছি না। যেমন গত বৎসর টাকারজলা এলাকাতে শ্যামনগরে একটা

ডাকাতি হয়েছিল। সেখানে টাকারজলা এলাকাতে Police out Post আছে। সেখানে যখন খবর দেওয়া হল, তখন তাকে ধমকাইয়া বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হল। যদি দুইজন পুলিশ নিয়েও আসত তবে ডাকাতগুলি সব ধরা পরত। কিন্তু তারা আসল না। আর একখানে কি ঘটনা হল? ডাকাতেরা একটা জায়গাতে সমস্ত জিনিষ এনে জমা করল। তখন পুলিশকে খবর দেওয়া হল। বোধ হয় অন্য ভাবে ব্যবস্থা করা হল। পুলিশ সেখানে আর গেল না। জনসাধারণ যদি এই সমস্ত কার্য্যকলাপ দমন করার জন্য অগ্রসর হয় তখন উল্টা তাদের ধমক খেতে হয়, হয়ত তাদের উল্টা অর্থ দণ্ড দিতে হয়, এই হল অবস্থা। চোর ধরে যে থানায় আনবে তাকে উল্টা হাজত খাটতে হয় এই হল ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কিছু দিন আগে পত্রিকায় উঠেছে আগরতলা সহরে রাহাজানি পর্য্যন্ত হয়। এটা কারা করেন। অনেক সময় দেখা যায় কোন মন্ত্রীর বা যদি কোন বড় অফিসারের খাতিরের লোক হয় তখন পুলিশের করার কিছুই থাকে না। কারন পুলিশরা জানেন তাদেরও চাকুরী বজায় রাখতে হবে। তাদের অনুমতি ইত্যাদির প্রশ্ন আছে। এই সমস্ত কারণে অনেক সময় অপরাধীকে ধরা সম্ভব হয় না। এবং তাদের শাস্তি হয় না। বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় যে ডাকাতির ঘটনা হয়েছিল সেখানে দুই জন কনেষ্টবল armed police রাইফেল নিয়ে যায়। সেখানে তারা বর্তমানে arrested আছে, এই হচ্ছে ঘটনা। পুলিশ পর্য্যন্ত involved কাজেই এই যে ঘটনা গুলি, আজকে সামগ্রিক ভাবে দেশে শান্তি শৃঙ্খলার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। কিন্তু কার্য্যতঃ জনসাধারণের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন জুলুম বাজি ইত্যাদি করা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় একটা ছোট ঘটনা আমি হাউসের মধ্যে রাখছি। সেটা হচ্ছে, আশালক্ষ্মী ত্রিপুরা, বাড়ী হচ্ছে গঙ্গারিয়া। গত ৩রা ফাল্গুন রাত্র অনুমান ১০টা কি ১২টা হবে। তার বাড়ী সোনামুড়া সহর হতে ৪ | ৫ মাইল দূরে হবে। সেখানে তার বাড়ীতে পাকিস্তানী দুর্ব্বৃত্তকারীরা এসে ধান এবং, গরু নিয়ে যাবার জন্য আসল। গরুর দড়ি যখন তারা খুলতে আরম্ভ করল তখন গৃহস্বামীকে তারা বেদম মার দিতে লাগল। তার স্ত্রী দা দিয়ে আক্রমণ করল। তার স্ত্রীর নাম হচ্ছে আশালক্ষ্মী ত্রিপুরা। স্বামীর নাম হচ্ছে বিষময়ী ত্রিপুরা, বাড়ী হচ্ছে গঙ্গারিয়া, তাদের দুইজনকে গুলি করল। আশালক্ষ্মী ত্রিপুরা আট মাসের গর্ভবতী সঙ্গে সঙ্গে সে মারা যায়। সেখানে নিকটে B.M.P. এর Out post ছিল। সেখানে খবর দেওয়া হল। সোনামুড়ার মাননীয় সদস্য দেবু বাবু পর্য্যন্ত এই ঘটনা সম্বন্ধে জানান যে জিনিষটা সত্য। পুলিসকে বলা হলে তারা বলল উপর থেকে আমাদের কোন আদেশ নাই, ময়নামতি চিটাগাংএ পাকিস্তানের বহু সৈন্য সামান্ত আছে। এই ডাকাতদের সঙ্গে contract আছে। তারা সৈন্যদের জন্য গরু supply করে। কাজেই ত্রিপুরা থেকে জোর জবরদস্তি করে গরু নিয়ে যাচ্ছে। গরু ত নেয়ই, মানুষকে পর্য্যন্ত গুলি করে। ইদানিং একটা ঘটনা ঘটল আমার নির্ব্বাচনের এলাকাতে, গ্রামের নাম হল রাঙ্গাপানিয়া। সেখানে এক বাড়ীতে রাত্র প্রায় ১০।১১টার সময় ডাকাতদল গরু পাচার করবার জন্য আসল। তারপর গ্রামের লোকেরা তাদের দেখে

তাড়িয়ে দিল। তারপর ২ ঘন্টা বা আড়াই ঘন্টা পর তারা আবার এসে তার ঘরবাড়ী সব জ্বালাইয়া দিল। এমন কি তার থাকার ঘরটা পর্য্যন্ত নাই। এটার পাশাপাশি গ্রামে শ্রীলক্ষ্মীচন্দ্র দেববর্ম্মার বাড়ীতে arms and amunition নিয়ে রাত্র প্রায় ১২টায় ডাকাতদল হানা দেয়। তার ১১।১২টা মহিষ জোর করে ডাকাতেরা গৃহস্বামীকে দিয়েই সীমান্ত পর্য্যন্ত পার করাইয়া নেয়, তার পর গৃহস্বামীকে ছেড়ে দেওয়া হল। এই হল অবস্থা। আজকাল সীমান্ত বসবাসকারী জনসাধারণ এভাবে একটা অরাজকতার মধ্যে বাস করছে। আজকে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে আমরা border এ B M P পুলিশ ইত্যাদি পালন করছি border সুরক্ষিত করার জন্য এবং সীমান্ত এলাকার জনসাধারণের ধনপ্রাণ রক্ষা করার জন্য। কিন্তু এতে জনসাধারণের বিশেষ নিরাপত্তা হচ্ছে বলে মনে হয় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বললে অনেকে হয়ত বিশ্বাস না ও করতে পারে, আজকে মানুষের গরুর সঙ্গে ঘুমাইতে হয়। গরুর সঙ্গে ঘুমান টাও বিপদ, তাকে চিঠি লিখে দিয়ে যাওয়া হয় "বাপু হে তুমি গরুর সঙ্গে ঘুমাবে না, তাহলে তোমার বিপদ হবে।" আজকে বিলোনীয়া, সিধাই, মোহনপুর ইত্যাদি সমস্ত border এলাকাতে এই সন্ত্রাসজনক অবস্থা চলছে। পুলিসরা দেশের নিরীহ জনসাধারণের উপর শুধু অত্যাচার, উৎপীড়ন বীরত্ব দেখাতে পারে কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের দমন করার ব্যাপারে তারা নীরব দর্শক মাত্র। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিলোনীয়া মহকুমার মতোই বাড়ীতে যে ঘটনা হয়েছে তাতে তাদের অপরাধ হয়েছে যে তারা নাকি plantation এ আগুন দিয়েছে। কিন্তু যেখানে ঘটনাটা হল সেখানে reserve থেকে অনেক দূরে শুধু ৩টি মহিলা পুলিশ forceকে কিভাবে আক্রমন করতে পারে? কাজেই সেখানে নাম দেওয়া হল তারা plantationএ আগুন দিয়েছে, তাদের নাম দেওয়া হয়েছে প্রমীলা বাহিনী।

তারা নাকি বহু plantationএ আগুন দিয়েছে। মাত্র ৩টি মহিলা, ইচ্ছা করলে সহজেই তাদের ধরা যায় এবং তার মতে দোষী সাব্যস্ত হলে তাদের বিচারে শাস্তি দেওয়া যায়। কিন্তু প্রমিলা বাহিনী নাম দিয়ে তাদের গুলি করার কি যৌক্তিকতা আছে সেটা হল আমার প্রশ্ন। তারপর আর একটি ঘটনা ঘটল সূর্য্যময়ী জমাতিয়ার বাড়ীতে। সেই সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য রবি রাংখল আরও কয়েকজন লোক নিয়া সেখানে গিয়াছিলেন। গ্রামের মধ্যে কে কত পরিমান ধান দিবে তারজন্য উনারা ঐ গ্রামে গিয়েছিলেন। এইভাবে তাহারা একটা assessment করে S, D. Oকে জানাইয়া দিলেন। তারপর কালীপদ জমাতিয়া যখন এক জায়গায় যাইতেছিলেন তখন গ্রামবাসীদের সকলকে বলে গিয়েছিলেন যে S. D. O. আসিলে আমি না আসা পর্য্যন্ত তোমরা তাকে ধান দিওনা। S D O আসলে গ্রামবাসীরা এ কথা বলার পর S D O বললেন আমি হাকিম, গাঁও প্রধানের কথা আমি মানিনা। গ্রাম বাসীরা বলল আমাদের দেওয়ার কোন আপত্তি নাই, তবে পঞ্চায়েত প্রধান আমাদের একথা বলে গেলেন।

আজকে গণতন্ত্রের আমলে যদি রবি রাংখল বিধান সভার মেম্বার এক গাঁও প্রধানদের কথা যদি আপনি না মানেন তাহলে আপনার কথাও আমরা মানব না—এই হচ্ছে ঐ এলেকার জনসাধারণের কথা। এরপর S D O সাহেব trunk call করে তিন গাড়ী পুলিশ সেখানে

নিয়ে গেল। তাতেও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটত না যদি না মেয়েদের উপর অত্যাচার করা হত। অনায়াসে তাহারা ধান নিয়ে আসতে পারত কেউ তাদের বাঁধা দিত না। হঠাৎ পুলিশ বাহিনী সেখানে গিয়ে সামনের মেয়েদের ধরে টানা হেচরা করতে থাকে। সেখানে বেয়নেট চার্জ করার ফলে একজন জমাতিয়ার পেটের এদিক ওদিক হয়ে যায়, বহু মেয়েদের উপর অত্যাচার করা হয়। মাথায়ও বেয়নেট চার্জ করা হয়েছে, বুকের মধ্যে গুলি করা হয়েছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিশের বাজেটে ১ কোটি টাকার উপর ধরা হয়েছে, পুলিশ ফাঁড়ি করে আজকের যে রুলিং পার্টি কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলী তাদের স্বার্থে পুলিশ কাজে লাগিয়ে বিরোধী পক্ষকে কোনটাসা করার জন্য। চাউলের দাম দিনের পর দিন যেভাবে বাড়ছে াতে জনসাধারণকে একটা অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে আজকের কংগ্রেসী সরকার রাখছে।
জিনিষের দাম দিনের পর দিন যে ভাবে বাড়ছে তাতে জনসাধারণ দিশাহারা। জনসাধারণকে অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে এই কংগ্রেস সরকার। আজকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক বেকার। জনসাধারণের এই দুরাবস্থার মধ্যে আজকে তাদের উপর আবার অত্যাচার করা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তাই আজকে চিন্তার কথা হচ্ছে ভাবতে হচ্ছে পুলিশ বাজেট এত বেশী ধরার কোন অর্থ নেই। আমার কথা শুনে মাননীয় সদস্যরা হৈ চৈ করে উঠছেন। কিন্তু তাও আজকে বিচার করার দরকার আছে। বর্ডার অঞ্চল সুরক্ষিত করার জন্য জনসাধারণের ধন সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য আজকে বাহির হতে অনেক Police Personnel আনতে হয়েছে। আজকে ত্রিপুরার বেকারের সংখ্যা যে ভাবে বাড়ছে তাতে আমার কথা হচ্ছে বাহির হতে লোক না এনে আমাদের local Peopleকে যদি আমরা তাতে absorbe করতে পারি তাহলে আমাদের এখানকার বেকার সমস্যার অনেক সমাধান হবে। আজকে পুলিশ শান্তি রক্ষার নামে জনসাধারনের নিরাপত্তা রক্ষার নামে জনসাধারণের উপর অত্যাচার, অবিচার করছে। যত বেশী পুলিশ ফাঁড়ি হচ্ছে জনসাধারণও তত বেশী নির্য্যাতিত হচ্ছে। অর্থাৎ আজকে ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করা হচ্ছে। তার যে গণতান্ত্রিক অধিকার তাতে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। আগরতলা সহরের উপর অকারণে সব সময় পুলিশ আইন জারী করে রেখে দেওয়া হয়েছে। আজকে রুলিং পার্টি গনতন্ত্রের বড় বড় কথা বলেন আর অন্যদিকে পুলিশের দ্বারা জনসাধারণের যে নাগরিক অধিকার, যে মৌলিক অধিকার তাতে হস্তক্ষেপ করছে। জনসাধারণ তাদের গনতান্ত্রিক আন্দোলনকে যেন কার্য্যকরী করতে না পারে। তাদের কণ্ঠরোধ করার জন্য কংগ্রেসী সরকার পুলিশকে তাদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে, কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই পুলিশ বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—Will any member participate in the debate.

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত—Mr Speaker, Sir, এই পুলিশ বাজেটে ১২৯·৬৮ lakhs এর Demand যে এনেছেন আমি তাহা সমর্থন করছি। এই Demaned এর বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে মাননীয় সদস্য শ্রী অঘোর বাবু যে সমস্ত কথা বলছেন, আমি তার কথা থেকে বলতে

পারি যে ১৯৫০ সাল থেকে আমরা শুনে আসছি দেখে আসছি যে এই ত্রিপুরায় সমাজ দ্রোহী দল এবং Comumnist party পুলিশের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে আসছেন, মানুষকে ক্ষেপানোর চেষ্টা করে আসছেন। দেশের শান্তি শৃঙ্খলা আমাদের রক্ষা করতে হবে। কারণ শান্তি শৃঙ্খলাই যদি রক্ষা করা না যায় তাহলে আমাদের এই উন্নয়ন প্রচেষ্টা বানচাল হতে বাধ্য। অতীতে আমরা দেখেছি যখন রাস্তা ঘাট তৈরী হতে চলেছে তখন সেখানে সেই সমাজ দ্রোহীরা বাধা দিয়েছে স্কুল ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছেন, আর ও বিভিন্ন ভাবে উন্নয়নের যে প্রচেষ্টা পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার যে প্রচেষ্টা তা ব্যহত করার জন্য তারা তৎপর ছিলেন। আজকের যে ত্রিপুরা, সেই ত্রিপুরায় আমরা দেখছি যে একদিকে Mizoরা তৎপর অন্যদিকে ত্রিপুরার দক্ষিণে বন আইন সংশোধনের নামে বনের পর বন জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবং তার সাথে আছে পাকিস্তানের গুপ্তচরেরা এবং Mizoদের সাথে C, I. র ও একটা সম্পর্ক থাকতে পারে। কাজেই এ রকম অবস্থায় ত্রিপুরার আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলার যে প্রশ্ন তার গুরুত্ব অনেকখানি। কাজেই এদিক থেকে ত্রিপুরার যে পুলিশ বাজেট, তার যে সংখ্যা বৃদ্ধি তা সমর্থন যোগ্য। তবে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে সমাজের যারা শত্রু, দেশের যারা শত্রু, বিদেশের হয়ে যারা এই ত্রিপুরার বুকে কাজ করে তাদের তৎপরতা আগের চেয়ে আজকে বেশী এবং তারা একটি সুসংঘটিত দল হয়ে বিদেশীদের সাহায্যে পুষ্ট হয়ে আজকে ত্রিপুরার বুকে অশান্তি অরাজকতা সৃষ্টি করতে তৎপর। কাজেই আমাদের পুলিশকেও আজকে তাদের এই সমস্ত কাজের মোকাবিলা করার জন্য বিশেষ করে বিদেশীর দালাল যারা তাদের কার্য্যকলাপ জানার জন্য এবং তাদের সায়েস্তা করার জন্য আরো অনেক বেশী তৎপর হতে হবে। আমি যতটুকু জানি পুলিশের যে শাখা I. B. বিভাগ সেইটা হয়তঃ বর্ত্তমান অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। সুতরাং আমি অনুরোধ করব যেন সেই শক্তিকে আরো বাড়ানো হয় যাতে যারা মিজো nationalist, মিজো ফ্রন্ট, সেই পাকিস্তানী চালাচর এবং C.I.Aদের কার্য্যকলাপ আমরা জানতে পারি। মাননীয় অঘোর বাবু বলছেন যে পরশুদিনের সভায় মোহনপুরে তাদের অনেক লোককে পুলিশ আটকে দিয়েছে। এটা যে একটা অবাস্তব কথা তা সহজেই বুঝা যায়। কারণ শুনে অসছি যে যখন Communist partyর সভায় কোন লোক জমে না তখন সেই লোকসমাগম না হওয়ার জন্য দোষ চাপান পুলিশের উপর বা সরকারের উপর। কিন্তু শুনেছি যে, কিছুদিন আগে নাকি পাটনাতে তাদের একটা সম্মেলন হয়ে গেছে, তাদের এই নাকি Thesis। তারা বললে আমি শুনে সুখী হব, নিজেদের যে প্রচেষ্টা, তাদের যে কার্য্যকলাপ সেই কার্য্যকলাপের দরুণই আজকে ত্রিপুরার জনসাধারণ তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। কাজেই মিটিংএ যদি লোক সমাগম না হয় পুলিশকে দায়ী করে কোন লাভ হবে না। যদি তারা তাদের যে Programme, যে কার্য্যকলাপ তা পরিবর্ত্তন না করেন। তারপর কথা হচ্ছে যে, আজকে যে গরু পাচার হচ্ছে এটা সত্যি কথা। রাত্রিতে পাকিস্তানের লোকেরা গরু চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে সেই পাকিস্তানী গরু চোরদের সঙ্গে ত্রিপুরার কিছু লোকের যোগাযোগ আছে, নতুবা তিন চার মাইল বা দশ মাইল ভিতর থেকে গরু চুরি করে নিয়ে যেতে

পারে না যদি না তাদের সাথে আমাদের ত্রিপুরার কিছু লোকের যোগাযোগ না থাকে। সুতরাং আমার অনুরোধ, যারা পাকিস্তানীদের সঙ্গে গরু চোরের ও অন্যান্য ব্যাপারে সহযোগীতা করছেন আমাদের এই দেশে বসে, তাদের সম্পর্কে যেন আই, বি, বিভাগ সতর্ক হন। কারণ আমরা যদি গরু চুরি বন্ধ করতে না পারি তাহলে গরুর অভাবে কৃষকরা ফসল ফলাতে পারবে না। আমাদের দেশে বসে যারা এইভাবে বিদেশীদের সাহায্য করছে তাদেরকে সায়েস্তা করার জন্য আমি পুলিশ মন্ত্রীকে অনুরোধ করব যেন তিনি তাহার পুলিশ বিভাগকে এই ব্যাপারে সতর্ক করে দেন। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের চারিদিকে শত্রুরা ওৎ পেতে বসে আছে আমাদের এই ক্ষুদ্র রাজ্য দখল করার জন্য। আমাদের পশ্চিমদিকেই শুধু শত্রুরা অপেক্ষা করছে না, আমাদের পূর্ব্বদিকেও তারা রয়েছে। আমাদের পশ্চিমদিকের মহকুমাগুলির থানা বেশ সক্রিয়। কিন্তু পূর্ব্ব সীমান্তে তার ব্যতিক্রম আমরা দেখতে পাচ্ছি। যথাসময়ে পুলিশ পাওয়া যায় না। তারা যথাযথ কাজ করতে পারছে না। কাজেই ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থানের দিকে নজর রেখে আমাদের থানাগুলাকে যেন পুনর্বিন্যাস করা হয় বা পূর্ব্ব সীমান্তের অঞ্চলগুলাতে যেন নূতন থানা বসানো হয় এবং তাতে যেন উপযুক্ত staff দেওয়া হয়। আমি জানি মনু থানাতে পুলিশের অভাব আছে আর সেখানে তো কোন চৌকিদারই নেই। আমার যতটুকু জানা আছে, তাতে দেখেছি একটা থানাতে অন্তত: পক্ষে ৮।১০ জন চৌকিদার থাকে বিভিন্ন এলাকার খবরাখবর দেওয়ার জন্য। ঐ থানাতে মাত্র দুইজন চৌকিদার আছে। এটা খুব কঠিন কাজ নয়। ইচ্ছা করলেই তা করা যায়। কাজেই আমি অনুরোধ করব শুধু নামকেওয়াস্তে একটা থানা না রেখে সেই থানাতে যাতে প্রয়োজনীয় staff থাকে, কর্ম্মচারী থাকে, পুলিশ থাকে, A.S.I. থাকে, Sub-Inspector থাকে সেইদিকে যেন আমাদের সরকারের দৃষ্টি থাকে। কারণ আমাদের অভ্যন্তরের লোকদের সাহায্যে আজকে শত্রুরা পুষ্ট। কাজেই তাদেরকে রুখতে হলে আমাদের পুলিশকে অনেক সক্রিয় হতে হবে। সেই অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now I call on Hon'ble Member, Shri Promode Ranjan Das Gupta.

Shri Promode Ranjan Das Gupta :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের সামনে যে পুলিশ বাজেট রয়েছে তাতে আমরা দেখতে পাই যে ১,৩৯,৬৮০০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। কিন্তু গত বৎসরে এই বাজেটে ধরা হয়েছিল ১,৫৭,৫৬০০০ টাকা। এ বছর এই টাকার পরিমাণ অনেক কমে গিয়েছে। কিন্তু এই কমানোর দিকটা আমাদের মাননীয় অঘোর বাবু দেখেননি বা দেখতে চাননি। তিনি এই ১,৩৯,৬৮০০০ টাকার যে বাজেট তা তিনি সমর্থন করছেন না। অর্থাৎ ত্রিপুরা রাজ্য থেকে পুলিশ ফোর্স উঠিয়ে দাও। যদি এই টাকা না ধরা হয় তাহলে ত্রিপুরায় আর কোন পুলিশ থাকবে না। অতএব ত্রিপুরার অবস্থা যে কি হবে তা সাধারণ মানুষও বুঝতে পারবে। তিনি পুলিশের কাজের সমালোচনা করতে পারেন কিন্তু পুলিশ যে থাকার দরকার শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এবং শান্তি ও শৃঙ্খলার

জন্য শুধু ত্রিপুরায় নয়, ভারতে নয়—রাশিয়াই হওক, চীনই হওক, যে কোন রাষ্ট্রেই হউক পুলিশ আছে। পুলিশ না থাকলে প্রত্যেকটি নাগরিকের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়বে। এই অবস্থায় মানুষ এখন পৌঁছায়নি, মানুষ এখনও দেবতা হয়নি। জানি না, সেটা হবে কিনা—যদি সবাই দেবতা হয়ে যায় তা হলে অবশ্য পুলিশের দরকার হবে না। তবে তিনি গণতন্ত্রের কথা বলেছেন। গণতন্ত্র অবশ্য Democracy is not indulgence or licence, indulgence অথবা licenceকে democracy বলা চলে না। অতএব যদি কোন নাগরিক, যদি কোন ব্যক্তি, কিংবা কোন দল সমাজের শান্তি বিঘ্নিত করতে চায়, যদি কেউ এই সমাজের যে নীতি বা শাসনতন্ত্র বা শাসন ব্যবস্থা তাকে যদি ব্যহত করতে চায়, যদি কেউ সংবিধানকে অবমাননা করতে চায়, এবং গণতন্ত্রের যে শাসন এবং প্রতিটি মানুষের যে রাজনৈতিক এবং বাঁচার সমান অধিকার তার স্বাধীন মত ব্যক্ত করবার অধিকার সে তাকে যদি ব্যহত করতে চায় তাহলে পুলিশ তাকে রক্ষা করবেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, কোন কোন জায়গায় পুলিশের যেহেতু সে একজন মানুষ, তারও দোষত্রুটী থাকতে পারে। সেখানে আমাদের সরকার বা পুলিশের উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই বাঞ্ছনীয়। দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার ফলাফল যদি পাওয়া না যায়, তার যদি কোন তদন্ত না হয়, তারজন্য মাঠে ঘাটে অথবা বিধান সভায় বক্তৃতা করা উচিত। কিন্তু প্রথমতঃ এটাকে সাংঘটনিকমতে ও সংবিধানিক মতে আমাদের উচিত উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, যদি কোন পুলিশ তার যে কাজ এবং কর্ত্তব্য তা যদি অবহেলা করে। তারপর ত্রিপুরার এই পুলিশ বাজেটের কথা বলতে গিয়ে আমি গতদিনও বলেছি যে আমাদের দেশে B. M. P., P.A.C. আছে, অন্ধ্র প্রদেশ পুলিশ আছে তারা আমাদের Border রক্ষা করতে এসেছে তাদের আমরা অভিনন্দন জানাই এবং তার সাথে সাথে আমরা এটা ও অনুভব করি যে যতদিন পর্যান্ত আমাদের যুবশক্তির মধ্যে দিয়ে পুলিশ বাহিনী গঠন করা সম্ভবপর না হবে ততদিন পর্য্যন্ত যেহেতু ত্রিপুরা ভারতেরই একটা অংশ সেইহেতু আমাদের ত্রিপুরার সীমান্তকে রক্ষা করার জন্য বাহিরের পুলিশ আনতে হবে। আরো বিশেষ কথা হচ্ছে যে আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের উত্তর ত্রিপুরায় একটা বিশেষ আন্দোলন চলছে, এই যে সাম্প্রদায়িক অন্দোলন, আজকে সারা ভারতে যে ভাষা আন্দোলন তাকে ভিত্তি করে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন প্রাদেশিকতার আন্দোলন এমনকি সংরক্ষিত এলাকার নাম ভিত্তি করে আন্দোলন এবং নানা রকম ধ্বংসাত্বক আন্দোলন চলছে তার থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার দায় দায়িত্ব পুলিশকে নিতে হবে। আজকে স্যাংক্রাকের নাম করে যে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন চলছে এবং সেই আন্দোলনের নামে আপনারাও জানেন গোবিন্দপুর এবং অনেক জায়গায় জনসাধারনকে হত্যা করা হয়েছে। সেখানে যদি আমরা পুলিশ বাজেটেকে খতম করে দিই তাহলে তাদের রক্ষা করবে কে? আজকে তাই আমাদের পুলিশ বাজেটেকে সমর্থন করা উচিত হবে তার সাথে সাথে আজকে আমাদের সীমান্তের যে অবস্থা তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তার জন্য আমাদের মাননীয় পুলিশ মন্ত্রীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কয়েকটি

বিষয়ে। ১৯-৩-৬৮ তারিখে কিংকর দেবনাথ নামে একটি লোক সে হচ্ছে রাঙ্গামুড়ার তাকে পাকিস্থানের পুলিশ জোর করে ধরে নিয়েছে। পাকিস্তানের লোক গ্রামের ভিতরে ঢুকে একটা নয় দুটী নয় শত শত গাছ এবং গোপাল নগর চা বাগানের অন্তর্ভূক্ত গাছ গুলিকে কেটে ফেলে দিচ্ছে এবং আমার যতটুকু জানা আছে আমাদের যে B,O,P, কৃষ্ণনগরে তা খুব বেশী দূরে না। সে দিক দিয়ে আমাদের পুলিশ যাতে আরো সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে তার জন্য আমি আবেদন রাখব এবং তার সাথে সাথে আমি এই আবেদনও রাখব যে আজকে পাকিস্থানের যে পুলিশ এবং তার সাথে সাথে পাকিস্তানের লোক ঢুকে শুধু তা নয় সীমনা থেকে ছয়টী ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়েছে তারা ভারতের ভিতরে চা বাগানের মধ্যে থেকে কাঠ নিয়ে যাচ্ছিল তাদের পর্য্যন্ত জোর করে ধরে নিয়ে গেছে এই রকম ঘটনা আজকে প্রত্যেকটা সীমান্তেই হচ্ছে। সেই দিক দিয়ে আরো শক্ত ব্যবস্থা করা দরকার এবং আমাদের সীমান্তে যে সব পুলিশ আছে তাদের আরো শক্ত নির্দেশ দেওয়া দরকার। আর একটি জিনিষে আমি মাননীয় পুলিশ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দেখা যাচ্ছে যে বেআইনি পথে বহু refugee ভারতে আসছে আমরা তাদের বাধা দিতে চাই না। কারণ সেই যে uprooted humanity, oppressed young humanity যারা পাকিস্তানে আছে তারা আজকে ভারতবর্ষে আসছে, সেটাতে আমাদের বাধা দেওয়ার কথা উঠে না। কিন্তু আজকে দেখা যায় ৫০।৬০ জন করে করে অনেক লোক পাকিস্থান থেকে এখানে এসে আবার পাকিস্তানে চলে যায়। এবং নির্বিঘ্নে চলে যাচ্ছে। আমি যদি বলি যে এইসব লোকদের মধ্যে যে পাকিস্থানী Spy নেই সেটাই বা কি? তা থাকতে ও পারে। আমাদের ভিতরকার খবরাখবর নিয়ে চলে যাচ্ছে, তারা আমাদের B,O,P, ক্যাম্পের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু তাদের আটকানো হচ্ছে না। এই রকম ঘটনা আমাদের কাতলামারাতে অহঃরহ হচ্ছে এবং সেই দিক দিয়ে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমাদের মাননীয় পুলিশ মন্ত্রীর। কারণ আমাদের ভিতরকার খবরাদি নিয়ে তারা পাকিস্থান চলে যাচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে Cattle lifting. আমার বিশেষ দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে হাজার হাজার গরু পাচার হয়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু কটি লোক ধরা পড়েছে? কিন্তু এই Cattle lifting এর ফলে আমাদের কৃষি কার্য্যেরও ব্যাঘাত হচ্ছে। এই দিকে আমি আমাদের মাননীয় পুলিশ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে Cattle lifting এর ব্যাপারে যাতে আমাদের সীমান্ত পুলিশেরা বিশেষ সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করে। কারণ আমি নিজেও একজন গ্রামবাসী। আমার বাড়ী সীমান্তে। আমি জানি যে আমারও সতরটি গরু পাকিস্তানীরা নিয়ে গেছে, এই অবস্থা চলেছে। এটাও সত্য যে অনেক লোক পাকিস্থানে নিজেই গরু পাচার করে দিয়ে দাম বেশী নেয়। তার সাথে সাথে এটিও সত্য যে অনেক লোকের গরু পাকিস্থানে নিয়ে যাচ্ছে সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। পুলিশ বাজেটকে সমর্থন করতে গিয়ে আমি কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তার সাথে সাথে আমি আরেকটি বক্তব্য রাখছি। আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর বাবু বলেছেন যে লেভী আদায় করতে, ধান আদায় করতে গিয়ে কেন পুলিশের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। কেন পঞ্চায়েত বা অন্যান্য ইউনিটের সাহায্য নেওয়া হয়

না। সেই জায়গায় আমি কয়েকটি ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব। সত্যি ধান রিকুইজিসান করতে পুলিশের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন কি? কারণ ধান তো revenue departmentই রিকুইজিসান করে আনে। কিন্তু ধান যখন বর্গাদার থেকে নিয়ে আসছিল তখন দলবদ্ধ ভাবে সমাজদ্রোহীরা ধান লুট করে নিয়ে যায়। তখন কি পুলিশের সাহায্য নেওয়া হবে না? সেই ধান রক্ষা করতে গিয়ে সমাজদ্রোহীদের দমন করতে গিয়ে পুলিশের সাহায্য নিশ্চয়ই দরকার। কাজেই আমাদের মাননীয় সদস্য অঘোর বাবুর যে বক্তব্য সেই বক্তব্যটি ধোপে টিকে না এইজন্য যে কার্য্য কারণে সেখানে পুলিশকে যেতে হচ্ছে। কারণ আজকে সমাজ-দ্রোহীরা দল বদ্ধ ভাবে যে বাড়ীতে ধান আছে সেই ধানকে ঘেরাও করে রাখছে। এবং বলছে যে তোমরা কোন অবস্থাতেই ধান দিতে পারবে না। শুধু তাই নয়, তারা বাড়ীগুলি ঘেরাও করে এই শ্লোগান দিচ্ছে যে তোমরা যদি সরকারকে ধান দাও তবে সমপরিমাণ ধান আমাদের দিতে হবে। এই যে একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছে সমাজ দ্রোহীরা তার থেকে আজকে সমস্ত নাগরিককে, সমস্ত কৃষককে, যারা ধান দিতে চাইছে এবং সরকারকে সাহায্য করতে চাইছে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই ব্যাপারে আমি মাননীয় পুলিশ মন্ত্রীকে অনুরোধ করব তাদের নিরাপত্তার জন্য আরও শক্ত পুলিশ ব্যবস্থা যেন করা হয়। এই বলেই বাজেট সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Suresh Chandra Choudhury.

Shri Suresh Chandra Choudhury :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় অর্থ মন্ত্রী পুলিশ বাজেটে ১,৭৯,৬৮০০০ টাকার ব্যয় বরাদ্দ উপস্থাপিত করেছেন। আমি ইহা সমর্থন করছি। মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু পুলিশ বাজেটের বিরোধীতা করতে যেয়ে অনেক কিছু বলেছেন। তিনি পুলিশের অত্যাচারের কথা বলতে গিয়ে বিলোনীয়ার কয়েকটি ঘটনার কথা বলেছেন। আমি সেইগুলি সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি। গত এক বছর ধরে অঘোর বাবুর দল সারা বিলোনিয়াতে বনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। প্রথমতঃ গত বৎসরে যে সমস্ত বৃক্ষ রোপন করা হয়েছিল সেগুলি নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ২১ বৎসরের পুরাতন রাবার বাগানও নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। আবার এখন বিলোনীয়াতে ৫।৭ বৎসরের সমস্ত বাগান পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এর পিছনে অঘোরবাবুর দলের সক্রিয় কার্য্য পরিলক্ষিত হয়। এতদিন পুলিশ কিছুটা নিক্রিয়ই ছিল। সেইদিন মাতাইতে একটি ঘটনা হয়েছে। কয়েকশত আদিবাসী মহিলা একটি রিজার্ভ ফরেষ্টের বাগান নষ্ট করার জন্য এসেছিল। তখন Forest Departmentএর লোক যখন বাগানে যায় তখন তাদের আটকে রাখে। কেহ কেহ নিকটবর্ত্তী থানায় গিয়ে খবর দেয়। আবার কেহ কেহ বর্ডার out post এ গিয়ে খবর দেয়। খবর দেওয়ার পরে তারা অগ্রসর হলে সেই মহিলা বাহিনী পিছন দিক থেকে গুলি ছুড়তে আরম্ভ করে এবং দা, টাক্কল দিয়ে আক্রমণ সুরু করে। তখন পুলিশ গুলি ছুড়তে বাধ্য হয়। এই যে ঘটনা হয়েছে এর জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী অঘোরবাবুর দল। দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্টরা মনে করছে বামপন্থীরা আন্দোলন

করে কারগারে রুদ্ধ হয়েছে। মানুষ মনে করছে যে আমাদের জন্য আন্দোলন করে তারা কারাগারে গেছেন। এদিকে অঘোরবাবুর দল মনে করছে যে আমরা তো কোন আন্দোলন করি নাই। কাজেই আমরা যদি এই সময়ে আন্দোলন করে জেলে যেতে না পারি তবে মানুষের কাছে মুখ দেখাতে পারব না। আমাদের দলেরও অস্তিত্ব থাকবে না। সেজন্য কয়েকদিন পূর্ব্বেও তারা অনশন ধর্ম্মঘট করেছেন। ১৮ই তারিখ বোধহয় তারা বিলোনীয়াতে ধর্ম্মঘট করেছেন আর ১৭ই তারিখ এই ঘটনা। যে জায়গায় গত এক বছর ধরে নষ্ট করার কোন প্রচেষ্টা ছিল না এবং আদিবাসীরা শান্তও ছিল কিন্তু অঘোরবাবুর দলের প্রচেষ্টায়, তাদের দলের হস্তক্ষেপে এই ঘটনা ঘটেছে। এই জাতীয় ঘটনা শুধু মুতাই এলাকায় নয়, কাকুড়িয়া, দেবদারু ইত্যাদি সব জায়গাতেই দেখা যায়, সমস্ত বাগানই পুড়ে খাঁ খাঁ করছে। সরকারী সম্পদ এইভাবে নষ্ট করার ফলে সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু সেইদিকে না গিয়ে তিনি বলেছেন আদিবাসী মহিলাদের উপর পুলিশ আক্রমণ চালিয়েছে। তিনি মনে করেন কমিউনিষ্ট পার্টি আন্দোলন করবে, সমাজদ্রোহীরা যা খুশী করবে কিন্তু পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকবে। পুলিশ কেন তাদের উপর অত্যাচার করবে। কিন্তু সরকারী সম্পদ পুলিশকে রক্ষা করতেই হবে। আরেকটি ঘটনা হচ্ছে বাইকুড়াতে গত এক বছরে সমস্ত নষ্ট করে দিয়েছে আর যে সমস্ত ব্যবসায়ী সরকারের নিকট থেকে auction এ হাজার হাজার টাকা দিয়ে গাছ কিনে রাস্তার ধারে এনে রেখেছিল সেইগুলি আনার সময় সেই প্রমীলা বাহিনী এসে বাধা দেয়। সেই অঘোরবাবুর দল, সেই নৃপেন চক্রবর্ত্তীর দল সেই কাঠ যাতে না আনতে পারে তারজন্য বাধা দিয়েছে। কোন অবস্থাতেই কাঠ আনতে দেয় নাই। তবে কাঠ আনতে দিয়েছে কিছু টাকার বিনিময়ে। প্রথমত সেই বিলোনীয়ায় এক ব্যবসায়ী মহেন্দ্র কুমার মুহুরীর নিকট হতে ৯০ টাকা আদায় করেছে এবং কমিউনিষ্ট পার্টির রসিদও দিয়েছে। এইভাবে ১০ টাকা ২০ টাকা করে আদায় করে বলেছে যে ১৫ দিনের মধ্যে গাছ নিয়ে যেতে পার। ১৫ দিন শেষ হয়ে যাওয়ার পর অন্য একটি ঘটনা ঘটেছে। তারপর বলেছে যে এখন আর কাঠ নিতে পারবে না। আবার কিছু টাকা আদায় করে বলেছে এখন কাঠ নিয়ে যেতে পার। এইভাবে তারা টাকা আদায় করে কিছু মাল আনতে দিয়েছে। কিন্তু এখন আবার বন্ধ করে দিয়েছে। তারা সেখানে আইন শৃঙ্খলা তাদের নিজেদের হাতেই নিয়েছে, তারা চেষ্টা করছিল সেখানকার গরীব কৃষকদের যারা আদিবাসী নয় তাদের ধান যত খুশী কেটে নেওয়া। কিন্তু পুলিশের হস্তক্ষেপে তা সম্ভব হয় নাই। এখন আবার চেষ্টা করছে সেই সমস্ত জায়গাতে তাদের জমিতে হাল দেওয়ার জন্য। কিন্তু পুলিশ তৎপর থাকাতে এখনও কিছু করতে পারেনি। তবে চেষ্টা করছে সেখান থেকে অ-আদিবাসীদের উৎখাত করে আদিবাসীদের রাজত্ব কায়েম করার জন্য। কমিউনিষ্ট পার্টির পুরাতন জায়গা, তাদের ঘাঁটি যে সমস্ত জায়গা ছিল সেসব জায়গায় নির্ব্বাচনে কম ভোট পেয়েছিল সেই সমস্ত জায়গাতেই বন ধ্বংসের জেহাদ ঘোষণা করছে। এইভাবেই আবার তাদের ক্ষমতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে। অথচ তিনি কেবল বলেছেন পুলিশ শুধু নির্য্যাতন করেন। পুলিশের কোন প্রয়োজন নাই। এতএব পুলিশ বাজেটেরও কোন প্রয়োজন নাই। যদি পুলিশ না থাকে তবে শান্তিভঙ্গ

হবে এবং শান্তিভঙ্গ হলে তার রক্ষার কোন ব্যবস্থা থাকবে না। আমি এইজন্যই এই পুলিশ বাজেট, যে বাজেট এই হাউসে রাখা হয়েছে আমি তা সমর্থন করি এবং এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি।

Mr. Speaker :—The house stands adjourned till 2 P. M.

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— বিরোধী পক্ষ থেকে সমালোচনা করিতে গিয়ে এই বাজেটকে অসমর্থন করেছেন। এই অসমর্থন করতে গিয়ে যে সব অভিযোগ করা হয়েছে সেগুলো উদ্দেশ্য প্রণোদিত—তাই আমাকে বলতে হচ্ছে। কারণ গণতান্ত্রিক দেশে পুলিশের যে কার্য্য—তা হলো দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করা. মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে রক্ষা করা এবং দেশের মানুষের ভালবাসা নিয়ে কাজ করা। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে Internal peace and orderএর জন্য পুলিশকে কার্য্য করতে হয় এবং সেটাও ভারতীয় যে ফৌজদারী দণ্ডবিধিতার উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে তাকে অগ্রসর হতে হয়। যারা পৃথিবীর পুলিশ বাহিনীর কার্য্যকলাপের কথা তারা নিশ্চয়ই জানেন। লক্ষ্য রেখেও পলিশ বাহিনী উঠিয়ে দাও এই যে তাদের চিন্তাধারায় তারা পরিচালিত হচ্ছেন, তাদিগকে বলা হয় either adventurist or anarchist. Adventurism and anarchism তখনই মানুষের মধ্যে আসে যখন কোন দল নৈরাশ্যবোধ করে। কোন উপায় খুঁজে পায় না। এই anarchism গ্রহণ করে আমরা দেখেছি তারা গণতন্ত্রকে আঘাত করছে। এই anti-social activityকে প্রশমিত করতে হবে। কোন রাজ্য তা tolerate করতে পারে না। জনসাধারণ গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্যে আমাদিগকে এখানে পাঠিয়েছে সেইজন্যই আমাদের পুলিশ বাহিনীকে গণতন্ত্র রক্ষার কাজে আমরা নিয়োজিত করেছি। বর্ডারকে সুরক্ষিত কবার জন্য আমাদিগকে Border ফৌজ গড়ে তুলতে হচ্ছে। আমাদের রাজ্যের সীমানা ৮০০ মাইলের উপর। সেই সীমানা রক্ষার কাজে তাদিগকে দিবারাত্র কাজ করতে হয়। অতএব এই যে সীমানা বিরোধ তারা তা লক্ষ্য করছেন না বলেই আমার মনে হয়। এই সীমানার সংরক্ষণের জন্য B.S.F. এবং B.M.P., অন্ধ্র বাহিনী, আসাম রাইফেলস মোতায়েন আছেন। আমাদের বর্ডারের গরু চুরি, মানুষ নিয়ে যাওয়া, নদীতে বাঁধ দিয়ে আমাদের ক্ষতি করা, বনায়নের ক্ষতিসাধন ইত্যাদি দিক দিয়ে তাহাদিগকে সতর্ক থাকতে হচ্ছে। কিন্তু বিরোধী মেম্বার, মনে হয় সেই দিক দিয়েও দৃষ্টি রাখেন নি। আমাদের সীমান্তকে সুরক্ষিত করতে গেলে আমাদের দরকার একটা বাহিনী গড়ে তোলা। সেই প্রয়োজনও তারা মনে করেন না। তার অর্থ হচ্ছে এই পাকিস্তান এদেশে ঢুকে পড়ুক, মানুষ জোর করে নিয়ে গবাদি পশু, বনজসম্পদ জোর করে চুরি করে নিয়ে যাক। এদিকে যদি তাঁর দৃষ্টি থাকতো তা হলে পুলিশ বাজেট উঠিয়ে দাও একথা বলতে পারতেন না। যারা গনতন্ত্রকে বিপন্ন করতে চায় তারাই বলতে পারেন পুলিশ বাজেট উঠিয়ে দাও তাদের উদ্দেশ্য হলো আভ্যন্তরিণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা আর বন্ধু রাজ্যকে আহ্বান জানাও অক্রমণের জন্য। এই তাদের মনোভাব বলে মনে হচ্ছে তাদের বক্তৃতার মধ্য দিয়ে। তাদের কথা হচ্ছে পুলিশ বাহিনাকে রুলিং পার্টি হাতিয়ার হিসাবে

ব্যবহার করছে। ত্রিপুরার মানুষ চায়, তার সম্পত্তি, তার নিরাপত্তা রক্ষা হউক এবং সেইজন্য তারা পুলিশ বাহিনীকে চায়। যদি কোন ব্যক্তি বা দল কারও ব্যক্তিস্বাধীনতা বা সম্পত্তি নষ্ট করে তাহলে সেখানে যেতে হয় পুলিশ বাহিনীকে সেই অত্যাচারিত লোকের সাহায্যের জন্য। অতএব আমার মনে হয় তারা চান গণতন্ত্র বিঘ্নিত হউক। ত্রিপুরার মানুষ তাদের Terrorism, Anarchism এর কাছে আত্মসমর্পণ করুক। এই উদ্দেশ্য রেখেই আমার মনে হয় পুলিশকে আক্রমণ করা হচ্ছে।

অভিযোগে বলা হয়েছে যে, বিলোনীয়াতে এবং রিকুইজিশনে পুলিশকে ব্যবহার করা হচ্ছে। বনায়ন, বন হল- পিপলস প্রপার্টি। জনসাধারণের সম্পত্তি পিপলসের সম্পত্তিকে যারা ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর সেই জায়গায় পুলিশ জনসাধারণের সম্পত্তিকে, গভর্ণমেন্টের সম্পত্তিকে রক্ষা করতে যাবেই এবং তা সংরক্ষণের জন্য অগ্রসর হবেই এবং সংরক্ষণের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেই। এটা আমরা বিশ্বাস করি। তাই অনেক সময় তাদের অবাঞ্ছিত কাজ করতে হয়। তাই Law & Order, সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য তাদের নিযুক্ত করা হয়েছে। এই সন্ত্রাসবাদের প্রচার করে, anarchism এর প্রচার করে adventurism এর আওতায় পড়েছেন তাদিগকে স্মরণ রাখতে হবে যে পুলিশ সেখানে নিষ্ক্রিয় থাকবে না। সেই সেই জায়গায় পুলিশ অংশ গ্রহণ করে সম্পত্তি এবং জীবন রক্ষা করবেই। এই তো সেদিন সুবলসিং পাড়াতে ফরেষ্টের কতগুলো লোককে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেল। বিলোনীয়াতে কর্মচারীকে ঘেরাও করলো, কিডন্যাপ করলো, গুলি করলো। তারা কি তা চালিয়ে যেতে চান। তাহলে তারা শুধু জনসাধারণকেই নয়, সরকারী কর্মচারীদেরও টেরোরিজমে উৎসাহিত করছেন। যদি কেউ terrorism এর আশ্রয় নিতে চান তাহলে পুলিশ আইন সম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আর যদি না করে তাহলে পুলিশের পক্ষে অন্যায় হবে।

তারপর বলা হয়েছে requisition সম্বন্ধে Requisition এর নোটিশ সরকার দিয়েছে। প্রতি পরিবারের জন্য খোরাকী রেখে, বীজ ধান ২২ একরের জন্য ১৫ কেজি রেখে যে ধান উদ্বৃত্ত হবে সেটা তারা সরকার নির্দ্ধারিত দরে জনসাধারণের জন্য দেবে। সেই অনুসারে ত্রিপুরায় সর্বত্রই স্বেচ্ছায় মানুষ দিচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে, বিশেষ কতগুলো জায়গায় যারা ধান দিতে চান, তাকে ঘেরাও করবে, ভীতি প্রদর্শন করবে, ধান আটক করবে, সরকারের ধান লুণ্ঠন করবে। তাহলে কি পুলিশ সে ক্ষেত্রে দর্শক হিসাবেই থাকবে? সে ক্ষেত্রে পুলিশকে যতই দুরূহ হউক, তার কার্য্য করতে হবে। এই যে রিকুইজিশন অর্ডার সেটা ফুড পলিসির উপর নির্ভর করে দেওয়া হয়েছে। দামও ২৩ টাকা করে প্রতি মণে দেওয়া হচ্ছে অথচ সেই ক্ষেত্রেও ধান সংগ্রহে তারা বাধা দিচ্ছেন। ফুড ডিপার্টমেন্টের কর্মচারী এবং ইনস্পেক্টাররা যেত। কিন্তু খোয়াই-এ এমন একটি ঘটনা ঘটেছে যে, তাহাদিগকে আক্রমণ করা হয়েছে এবং তারা আহতবস্থায় হাসপাতালে আছে। সেখানে জোতদারদের ধান তারা অন্য স্থানে সরিয়ে নিয়ে তাদের ঘর শূন্য রেখে দেখিয়ে দিচ্ছে যে ধান নেই। এই যে অমানুষিক ব্যাপার তারা সৃষ্টি করেছেন। আমি তাদের অনুরোধ করবো ধান সংগ্রহের নীতিকে তারা যেন বানচাল করার চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত

হন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে যদি তারা ধান সংগ্রহ নীতি anarchism, terrorism, এর দ্বারা বানচাল করতে চান তাহলে পুলিশ সেখানে যাবেই। এই সংগ্রহ নীতিকে কৃতকার্য্য করার জন্য আমাদের লোক পাঠাতে হচ্ছে। কিন্তু অন্য জায়গাতে তো পুলিশ যায় না। যারা স্বেচ্ছায় দিচ্ছে তাদের জন্য তো পুলিশ যায় না। যারা স্বেচ্ছায় দিতে চাইছে অথচ তাদের সন্ত্রাসের জন্য দিতে পারছে না সে সব ক্ষেত্রে পুলিশ যাবে এবং ধান আদায় করবে। এমন কি এমন এক ঘটনাও খোয়াই অঞ্চলে ঘটেছে। পুলিশ গিয়েছে, তাদের উপর ধনুর্ব্বাণ নিক্ষেপ করা হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে পুলিশ অত্যন্ত ভদ্রভাবে তাদের কার্য্য করেছে। বনায়ন অচল করো, সরকারের খাদ্য নীতিকে ব্যর্থ করো, গণতন্ত্রকে ধ্বংস করো, মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি লুট করো, মানুষের জীবনকে বিপন্ন করো এই সন্ত্রাসবাদ যারা করেছেন তাদের কাছে পুলিশ আতঙ্ক স্বরূপ হউক এটাই আমি কামনা করি। অতএব আমরা মনে করি গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্যই এবং জয়যুক্ত করার জন্যই পুলিশ খাতে বাজেট এই ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

রাজকিঙ্কর নামে একটি লোককে সদরের উত্তরাঞ্চল থেকে পাকিস্তান হরণ করে নিয়ে গিয়েছে। এটা অত্যন্ত দুঃখের ও কষ্টের। কৃষ্ণনগরে চা প্রভৃতির চারা নষ্ট করেছে। সেটা বাস্তবিকই আমাদের সম্পত্তি নষ্ট করছে পাকিস্তানীরা। সেই দিকে আমাদের তৎপর হতে হবে। সীমানা থেকে ছয়টি ওরাং ভাইকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। সেটা আরও মর্ম্মান্তিক সন্দেহ নেই। আমি বলব যে এত বড় এক সীমানা রক্ষা করার জন্য বি এস পি ও অন্যান্য পুলিশ বাহিনী যারা আছেন তারা আরও তৎপর হবেন বলে আমি আশা করি। বে-আইনী পথে যে উদ্বাস্তুরা আসে তাদের মধ্যে অনেক পাকিস্তানী স্পাই থাকাটা অসম্ভব কিছু নয় একথাও এখানে বলা হয়েছে। তারা চোরা পথে আসেন এবং চলে যান পুলিশের নাকের ডগার উপর দিয়ে। অতএব এ সব দিকে আমরা বিশেষ ভাবে নজর রাখবো যাতে ঐ সব অন্যায় কার্য্যকলাপ না ঘটে। আর cattle lifting সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আমাদের সীমান্ত অঞ্চল থেকে হাজার হাজার গরু বাছুর ইত্যাদি পাকিস্তানী লোকেরা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে এটা সত্য কথা। এগুলি বন্ধ করার জন্যই border force রাখা হয়েছে। তাই আমরা আশা করব তারা ঐসব কাজ যাতে না হতে পারে তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবে এবং আমাদের জন সাধারণও তাদেরকে এই ব্যাপারে সাহায্য করে সহানুভূতি লাভ করবেন। কেন না জনসাধারণের সাহায্য ব্যতিরেকে এসব কাজ সহজ ও সফল হয় না বলেই আমার বিশ্বাস। তাই আমি আশা করব এখানে যে বাজেট রাখা হয়েছে তা হাউস সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker :—The discussion is over. Now I put the motion to vote. The question before the House is that the sum not exceeding Rs. 1,39,68,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule of the Appropriation (vote on a/c) Bill 1968] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1969 in respect of Demand No. 12—Police.

As many as are of that opinion will please say Ayes

Voice—Ayes

As many as are of contrary opinion will please say—Noes.

Voice—No.

I think, Ayes have it, Ayes have it.
The motion is passed.

Mr. Speaker :—Now I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand Nos. 15—Medical, 16—Public Health and 37—Capital outlay on Improvement of Public Health.

Finance Minister :—Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 68,83,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on a/c) Bill 1968] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 15—Medical.

Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 28,36,100/ [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on a/c) Bill 1968] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 16—Public Health.

Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,50,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on a/c) Bill 1968] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 37—Capital outlay on Improvement of Public Health.

Mr. Speaker :—Now I call on Shri Radhika Ranjan Gupta to speak.

Shri Radhika Rn. Gupta :—Mr. Speaker, Sir, এখানে মেডিকেল ডিপার্টমেন্টের জন্য যে সব খাতে অর্থ বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, তাকে আমি সমর্থন করছি। স্বাধীনতার পর যে কতকগুলি বিষয়ে উন্নতি লাভ করেছি তারমধ্যে এই মেডিকেল অন্যতম। কারণ আজকে আমাদের গড়পড়তা আয়ু অনেক বেড়েছে এবং দুরারোগ্য অনেক ব্যাধির আরোগ্য লাভের পথ অনেক সুগম হয়েছে। এদিক দিয়ে আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যও পিছিয়ে নেই। যেমন জি, বি, হাসপাতাল, ভি, এম, হাসপাতাল আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের গৌরব। এই হাসপাতালগুলিতে যে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের বাহিরের পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসাম প্রভৃতি থেকে অনেক রোগী চিকিৎসার জন্য আসছে। তবুও ত্রিপুরার পল্লী অঞ্চলে এই চিকিৎসা

ব্যবস্থার প্রসার করার জন্য সরকারের আরও অনেক কিছু করতে হবে এবং তার প্রয়োজনও আছে। বিশেষ করে ত্রিপুরার বিভিন্ন মহকুমাতে যেসব হাসপাতাল আছে, সেখানে লোক সংখ্যার অনুপাতে রোগীর ভীড় হচ্ছে অনেক বেশী। যেমন আমি বলব যে মনুতে ৬ শয্যা বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল আছে। আমি যখন গত ১২ই ফেব্রুয়ারীতে সেখানে গিয়েছিলাম তখন দেখেছিলাম যে ঐ হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা হয়েছিল ৩৬জন। তাই আমার অনুরোধ হল ঐ হাসপাতালকে আরও সম্প্রসারণ করা হউক। কারণ ঐ অঞ্চল আদিবাসী অধ্যুষিত, কাজেই তারা যাতে এই চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ পেতে পারে এবং উপকৃত হতে পারে তারজন্যই আমার এই অনুরোধ। তারপর আর একটা জায়গা হল কাঞ্চণবাড়ী সেখানে প্রায় ২৫হাজার লোকের বাস কিন্তু ঐখানে কোন হাসপাতাল নেই। কাজেই আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব সেখানে যাতে শীঘ্রই একটি হাসপাতাল খোলা হয়।

তারপর আর একটা কথা হ'ল পানীয় জলের ব্যবস্থা। আজও আমরা দেখতে পাই এমন অনেক গ্রাম আছে। যেখানে আমরা একটি রিং-ওয়েল বা টিউব ওয়েল দিতে পারিনি। চিকিৎসার প্রথম কথাই হ'ল বিশুদ্ধ পানীয় জল সেবন। এটাকে আমরা আমাদের একটা মৌলিক দায়ীত্ব বলেই মনে করতে হবে। তাই আমার অনুরোধ হ'ল যে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি গ্রাম বা পল্লীতে যেন সেই পানীয় জলের জন্য টিউব-ওয়েল বা রিং-ওয়েলের ব্যবস্থা করা হয়। House এর কাছে আমি অনুরোধ করব, আমার এলাকা সম্বন্ধে আমি যতটুকু জানি, সেখানে আজ অবধি শতকরা ৫০টি গ্রামে Ring well বা Tube well হয় নি। সেখানে মানুষ ডোবার জল, ছড়ার জল ও নদীর জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করছে এবং তা করার ফলে সেখানে নানা রকম সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিচ্ছে। কাজেই আমি অনুরোধ করব অবিলম্বে যেন সেই সমস্ত গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়। এই বলেই আমি বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :—Now I call on Sri Kishitish Ch. Das.

Shri Kshitish Ch. Das, M. L. A. :— মাননীয় Speaker, Sir, Medicalএ Demand No. 15 এ ৬৮,৮৩,০০০ টাকার যে বাজেট এসেছে আমি তার পূর্ণ সমর্থন জানাই। সমর্থনের সাথে সাথে কয়েকটি ব্যাপারে Houseএর মাধ্যমে কয়েকটি কথা আমি রাখছি। স্বাস্থ্য বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে একথা আমরা অস্বীকার করি না। বিশেষ করে বর্তমানে ত্রিপুরাতে যে সমস্ত সুযোগ্য ডাক্তার পাওয়া যাচ্ছে তাতে যথেষ্ট সুখ্যাতিও হয়েছে। এমন কি যে বাইরে থেকে পর্য্যন্ত মানুষ এখানে চিকিৎসা করাতে আসেন। একথা মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত মহাশয়ও বলেছেন আমি নিজেও জানি। Medicalএর দিক দিয়ে **Sub-Division**এর লোকদের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে আরো সুযোগ সুবিধা দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। বিশেষ করে মফঃস্বলের মধ্যে কতগুলি সমস্যা আছে। যেমন কাঞ্চনপুরে এবং অন্যান্য Sub-Division এ Primary health centreগুলি আছে তাতে ময়না তদন্তের কোন ব্যবস্থা নাই। বিশেষ করে আমি কাঞ্চনপুর সম্পর্কে বলতে পারি যে যেখানে আগের **Primary**

health centre হওয়ার পূর্ব্বে ময়না তদন্তের ব্যবস্থা ছিল সেখানে প্রাথমিক হেল্‌থ সেণ্টার হওয়ার পর ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে গেলে refuse করা হচ্ছে। এই কাঞ্চনপুর একটা দুর্গম পার্ব্বত্য এলাকা। সেখানে মৃতদেহ নিয়ে যেতে কি যে অসুবিধা তা একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। লোক মারা গেলে পরিবারের লোকের মনের অবস্থা এমনিতেই খারাপ থাকে। তার মধ্যে একবার থানায় নিয়ে যাওয়া সেখান থেকে ধর্ম্মনগর নিতে হলে গাড়ীর ভীষণ অসুবিধা গাড়ী পাওয়া যায় না। রাস্তাঘাটেরও সুবিধা নেই। কাজেই কাঞ্চনপুরে Dispensary থাকা কালীন ময়না তদন্তের সুবিধা ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে Primary health centre হওয়ার পর সেখানে কি কারণে ময়না তদন্ত হচ্ছে না সে বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে তদন্ত করার জন্য অনুরোধ করছি। এখানকার জনসাধারণ যাতে ঐ সুবিধাটুকু পায় তারজন্য আমি আমার অনুরোধ রাখছি। আর বিশেষ করে ত্রিপুরায় Public Health এর কাজ মোটামোটি ভালই চলছে। তবে রুল সেকশনে টিকা বা ইন্‌জেক্‌শান নেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে জনসাধারণ অভ্যস্ত নয়। ভেক্‌সিন নিলে কি ভাল হবে না খারাপ হবে সে সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা Health Deptt. আছে। সে শিক্ষা আরো জোরদার করে গ্রামের ভিতরে প্রচার করা উচিত।

স্বাস্থ্য বিভাগের তরফ থেকে যে টিউব ওয়েল করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে অনেকগুলি অকেজো হয়ে আছে। সেগুলি যাতে কার্য্যোপযোগী করা হয় তার জন্য আমি অনুরোধ করছি। তা ছাড়া Leprosy রোগ ত্রিপুরাতে অনেক আছে। সেই Leprosy সম্পর্কে একটা assessment করে কোন কোন Sub-Division কত Leprosy রোগী আছে তার একটা সমীক্ষা করা হয় সে জন্য মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। তারপর মফঃস্বলে আরো কতকগুলি আছে। যদিও এখান থেকে এম্বুলেন্স পাঠাইয়া রোগী আনার ব্যবস্থা আছে, তথাপি সর্বক্ষেত্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে মাইক্রোস্কোপ নাই। ভাল চিকিৎসার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে মাইক্রোস্কোপ থাকলে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে।

তারপর আমাদের ত্রিপুরাতে compounder training এর জন্য কোন ব্যবস্থা নাই। রাজার আমলে Training class এর ব্যবস্থা ছিল। আমার মনে হয় Training class এর একটা ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয় T. B., cancer ইত্যাদিরও Sub-Division-wise তথ্যাদি সংগ্রহ করা দরকার। Malaria সম্পর্কেও একথা বলা চলে। কমলপুরে হারেরখলা, ফুলছড়ি এলাকাতেও ছেরিব্রেল টাইপ এক রকম ম্যালেরিয়া হয় বলে ডাক্তাররা বলেন। সেই রোগের আরো গুরুত্ব দিয়ে যাতে preventive measure নেওয়া হয় তার জন্য আমি অনুরোধ করব। বাজেটকে সমর্থন জানাইয়া আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

Mr. Speaker .— Shri Jatindra Kumar Majumder.

Shri Jatindra Kr. Majumder :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No. 15, 16 ও 37 যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে তা হচ্ছে ৯২ লক্ষ ৬৯ হাজার, প্রায় ১ কোটির মত। এই বরাদ্দকৃত অর্থের প্রতি আমি সমর্থন জানাই। একটা বিষয়ে আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি

আকর্ষণ করতে চাই। সেটা হচ্ছে Medical School & College Training বাবদ প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ধরা আছে, আমার মনে হয় ত্রিপুরা থেকে বাইরে যারা লেখা পড়া করতে যান তাদের জন্য। আমি চাই যে আরো বেশী সংখ্যক ছেলেদের ঐ lineএ শিক্ষিত করে আনা হউক, তা হলে আমাদের এখানে যে ডাক্তারের অভাব, তা কিছুটা পূরণ হবে। অনেক ডিসপেন্সারী প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার আছে যেখানে ডাক্তার নাই। আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীও বলেছেন যে অনেক জায়গায় কম্পাউণ্ডার দিয়ে ডাক্তারের কাজ চালানো হয়। এখানের ছেলেরা ডাক্তারী পড়ে ত্রিপুরার জনসাধারণের সেবা করতে পারবে। অন্য দিকে ডাক্তারের চাহিদাও আমরাও মেটাতে পারব।

Demand No.16 Public Health সেখানে আছে Sinking of Tube well & maintenance expenditure thereof আজকাল দেখা যায় যে Ring-well এর জন্য কোন টাকাই দেওয়া হয় না। Ring-wellএর জন্য যখন টাকা চাওয়া হয় তখন বলা হয় টাকা নাই। Ring-well হবে না। যেখানে tube-well বসানো যায় না সেখানে Ring-wellএর দরকার আছেই। এমন কি Tube-well মেরামত করার ব্যাপারেও টাকার নাকি স্বল্পতা এরকম শুনা যায়। জনসাধারণের জন্য বিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থা করতে যদি হয় তা হলে টিলা জায়গাগুলোতে Ringwell দিতে এবং সমতল লুঙ্গা ভূমিতে Tube well দিতে হবে। আমি জিরানীয়া ব্লকের কথা বলছি। সেই ব্লকে প্রায় ৭৫ হাজার লোকের বাস। ১০ হাজারের মত ট্রাইবেল অধিবাসী আছে। ঐ এলাকার জন্য আমি ৩টি রিং ওয়েলের দাবী করেছিলাম। কিন্তু এখনও তা করা হয়নি। টাকা নেই বললেন R. W. S. থেকে। আমি প্রতিবাদ করেছিলাম যে Public Healthএ যথেষ্ট টাকা আছে। কাজেই যদি R. W. S. থেকে এভাবে বলা হয় যে টাকা নেই তাহ'লে এই রিংওয়েল বা টিউবওয়েলের জন্য জনপ্রতিনিধিদের ও ব্লকের কর্মচারীদের যথেষ্ট সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। তাই যাতে Ringwell এবং Tube wellএর জন্য Provision থাকে সে জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আর একটি কথা বলতে হয়। আমার প্রশ্নের জবাবে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী বলেছেন যে সে সব M.B.B.S. ডাক্তারের Anti-rabic treatmentএর অভিজ্ঞতা আছে তারা Anti-rabic treatment করছেন। কিন্তু প্রকৃত জিনিষটা কি? কোথা থেকে একটা কুকুর দৌড়ে এসে একজনকে কামড়ালো এবং চলে গেলো। লোকটা ডাক্তারের কাছে গেলে পর ডাক্তার বলেন যে, "লক্ষ্য রাখুন সে কুকুরটা ১০ দিন বাঁচে কি না?', সে কুকুরটা পাবে কোথায় লোকটা? যদিও লোকটার প্রতি লক্ষ্য রাখার দায়ীত্ব দেওয়া হয়েছে কিন্তু কুকুরটা সেই এলাকার না হলে তাকে কোথায় সে খুঁজবে। আশ্চর্য্য ডাক্তারের এই সব উক্তি। ফলে, আমি জানি অনেক রোগী মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য হয় ডাক্তারের কাছে এই বলে যে "কুকুরটা মরে গেছে। নতুবা "কুকুরটা পাগল" ইত্যাদি। কারণ তা না হলে তারা injection নিতে পারবে না এবং জলাতঙ্ক রোগ হতে পারে ইত্যাদির ভয়ে মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য হয়। তাই আজকে প্রশ্ন উঠেছে এই যে বিরাট একটা অঙ্কের বরাদ্দ করা হয়েছে এই বাজেটে সে টাকাটার

অপচয় হয় কিনা। যদি সত্যিই injection দেওয়ার প্রয়োজন হয় প্রতি ক্ষেত্রে মানে কুকুরে কামড়ালেই—তাহলে গড়িমসি করার কোন কারণ নেই। যদি ইনজেকসানের প্রয়োজন না পড়ে তা হলে ভাল কথা। তাই এমন একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার যেন পরীক্ষা করে দেখে ইনজেকসান দেওয়া হয়। যেমন A. T. S,, T. A. B. C. বা T. B. Vaccine ইত্যাদির ক্ষেত্রে পূর্ব্বে পরীক্ষা করা হয় injection লাগবে কি লাগবে না। কারণ injectionএর re-actionওতো হতে পারে। Re-actionএর ফলে অন্য রোগও দেখা দিতে পারে। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমার প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে, জলাতঙ্ক রোগ যদি দেখা দেয় তা সারাবার কোন ব্যবস্থা নেই। আমরা নিশ্চয়ই এটা চাই না যে একটা লোক জলাতঙ্কে মারা যাক যেহেতু তার চিকিৎসার ব্যবস্থা এখানে নেই। কিন্তু আমি জানি বোম্বাইতে কোশলী বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে এই সব Anti rabic treatment সম্বন্ধে গবেষণা চলছে। এমন আরও দু একটী জায়গা আছে। হাইড্রোফবিয়া হলে কিভাবে তার চিকিৎসা করা যায় সে সম্বন্ধে গবেষণা চলছে ঐ সব জায়গায়। আমরা দেখেছি যেখানে ৩টা injection দরকার সেখানে ১৪টা বা ২১টা injection দেওয়া হয়—Unnecessarily. সেই কুকুরটা হয়ত মরেও নাই এবং পাগলও নয়। তাই আমার অনুরোধ যে আমাদের যে সব ডাক্তার এই treatment করে থাকেন তাদিগকে ঐ সব গবেষণা কেন্দ্রে পাঠিয়ে training দিয়ে আনা হয় যাতে ত্রিপুরার মানুষকে এই রোগ থেকে বাঁচাতে পারি।

প্রাইমারী হেলথ সেন্টার যে পরিমান আছে এই ত্রিপুরায় তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। তদুপরি ঐ সব হেলথ সেন্টারে শয্যা সংখ্যাও প্রয়োজনানুপাতে কম। লোক সংখ্যা যে ভাবে বেড়েছে এবং ক্রমশঃ বাড়ছে তার জন্য প্রতিটি ব্লকে অন্ততঃ আরও ২টি করে ডিস্পেনসারী খোলা দরকার। প্রাইমারী হেলথ সেন্টার করতে অনেক অর্থের প্রয়োজন। আমাদের এই সীমিত বাজেটের অর্থে নতুন করে হেলথ সেন্টার খোলা সম্ভব হবে না জানি। কিন্তু Dispensary করতে তো অত অর্থের প্রয়োজন হয় না। Dispensary তো খুলতে পারি। গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে অতদূর পথ হেটে আগরতলায় এসে জি, বি, বা ভি, এম, হাসপাতালে চিকিৎসা করানো সম্ভব নয়। অথচ গ্রামেও এমন কোন ভালো মেডিকেল প্রেকটিশনার নেই যাতে তারা ভালোভাবে চিকিৎসা করাতে পারেন। গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণ অত টাকা খরচ করে প্রাইভেট ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাতে অক্ষম। তাই আমি বলছি যে আমাদের Dispensaryর সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন। যেখানে গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণ চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা পাবে। মোটামোটি এই কটি কথা বলেই এই ডিমাণ্ডগুলির সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Shri Naresh Roy.

শ্রীনরেশ রায় ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল, এর ভিত্তিতে ত্রিপুরার চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি তা অভিনন্দন যোগ্য। সেই জন্যই আমি বাজেটকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন কথাটা শুধু মুখের কথাই নয়। রাস্তা ক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি

দিলেও আমরা তা উপলব্ধি করি। মহারাজার আমলে আমরা দেখেছি মাত্র ১টি হাসপাতাল। সেই হাসপাতালটিকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরায় হাসপাতালের যে সম্প্রসারণ হয়েছে সেটা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। বরঞ্চ ভি, এম, হাসপাতালকে সম্প্রসারণ করে আরও বহু ধরণের রুগীর চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পরে আরও উন্নত ধরণের যে জি, বি, হাসপাতালটি করা হয়েছে তা অভূতপূর্ব্ব সাফল্যের সাক্ষ্য বহন করছে। এই রকম হাসপাতাল পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যগুলোতে আছে কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। পাকিস্তানেও এমন একটি হাসপাতাল নেই।

এই জন্য বিভিন্ন দিক থেকে মানুষের চিৎকার আসে যে, তাদের এলাকায়ও নতুন নতুন স্বাস্থ্য কেন্দ্র খুলতে হবে। তাদের এলাকাকেও আরও উন্নত করতে হবে। আমি শ্রীকালিদাস রায়ের স্বাধীনতা গল্পটি পড়েছি; সেখানে তিনি বলেছেন যে, স্বাধীনতার পরে সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করা না গেলে তা থাকে না এবং তার মূল্য বোধ থাকে না। কাজেই সেই রকম আমরা যে কাজ আরম্ভ করেছি তা ঠিক ঠিক ভাবে রূপায়ণ না করতে পারলে তার মর্য্যাদা বোধ থাকে না। যেন আমরা যে সমস্ত হাসপাতাল করেছি। যেমন জি, বি, হাসপাতাল ঐ সব হাসপাতালে সময় সময় অনেক দোষ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। আমরা জানি যে ত্রিপুরায় যে সব চিকিৎসকরা আছেন তাবা সুচিকিৎসক। কিন্তু চিকিৎসকদের মধ্যেও ক্লাশিফিকেশন আছে। যেমন Superintendent, Surgeon থেকে আরম্ভ করে নার্স ও Class IV employee পর্য্যন্ত। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যারা হাসপাতালের ডাক্তার আছেন তারা ঠিক ঠিক ভাবে রুগী দেখে চিকিৎসা করেন। কিন্তু যারা নার্স আছেন তাদের অবহেলার জন্য রোগীরা কষ্ট পায়। এক দিন আমি এমন একটি দৃশ্য দেখেছি।

আমি এই কথা বলছি এজন্য যে, পাকিস্তান থেকেও অনেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক এখানে এসে থাকেন জি, বি, হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর জন্যে। যেহেতু আমরা আলোর মধ্যে আছি তাই আলোর মর্য্যাদা আমরা বুঝতে পারি না। তাই চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের এত হা হুতাশ। কিন্তু যারা অন্ধকার থেকে এখানে আলোতে এসেছে তারা এই জি, বি, হাসপাতালের চিকিৎসার প্রশংসা করে এবং এটা যে ত্রিপুরার গৌরব তা স্বীকার করে। আগরতলার বাইরের দিকে তাকালেও আমরা দেখতে পাই যে, যে সব অঞ্চলে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই ছিল না সে সব অঞ্চলেও আজ স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ডিসপেন্সারী গড়ে উঠেছে। হয়ত এটা পাশাপাশি বলা যেতে পারে যে, আমাদের এলাকা থেকে চিকিৎসা কেন্দ্রটা দূরে। আমরা আরও নিকটে একটা চিকিৎসার কেন্দ্র চাই। এর অর্থ এই নয় যে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। এবং অর্থ হলো মানুষ যত পায় আরও চায়। তার চাওয়ার শেষ নেই। একথা জনসাধারণ জানে যে, চিকিৎসার সুব্যবস্থা হয়েছে। যে সব এলাকায় চিকিৎসা কেন্দ্র আছে সে সব এলাকা স্বভাবতঃই উন্নত। তাই মানুষ চায় তার নিজের এলাকাকেও উন্নত করতে চিকিৎসা কেন্দ্র খুলে। আমি এক দিন জি, বি, হাসপাতালে গিয়ে দেখি একজন রোগী জল জল করে কাঁদছে। তখন তার পার্শ্ববর্ত্তী যে নার্স ছিল তিনি সেই রোগীকে

ধমক দিলেন এমন ভাবে যে সেই রোগীর জল খাওয়া তো দূরের কথা সে ভয়ে চলে গেলো। তখন আমি পার্শ্ববর্ত্তী কোঠা থেকে তাকে জল এনে দিলাম। জল খেয়ে তিনি আমার আশীর্ব্বাদ করলেন। নার্সদের এই যে কাজ সেই কাজে যদি তারা অবহেলা করেন তা হ'লে চিকিৎসা ক্ষেত্রে সুনাম নষ্ট হয়। এমন কথাও শুনা যায় যে, পয়সা খরচ করলে ভালো খাওয়ার ও ব্যবহার পাওয়া যায় এবং চিকিৎসাও ভাল হয়। সেই অভিযোগটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমি আর একদিন জি, বি, হাসপাতালে গেলাম। সেখানে একজন নার্সকে বলতে শুনলাম যে তোমার পার্টি এসেছে। তুমি থাক আমি যাই। পরে শুনলাম যে "তোমার যে পার্টির সাথে Contract হয়েছে তারা এসেছে আমি যাই।" তাহলে বুঝা যায় যে গোপন একটা ষড়যন্ত্র এই সব পার্টির সাথে চলে যেখানে সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত আছে এবং সুচিকিৎসকবৃন্দ আছেন সেখানে এমন শ্রেণীর কয়েকজন মেয়ে নার্স এর হিংসা সুলভ স্বার্থান্বেষী মনোবৃত্তি থাকলে সুচিকিৎসকবৃন্দকেও উপহাসের পাত্র হতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যারা এডমিনিষ্ট্রেশন চালান তাদের উপর দোষারোপ হবে। এটা মোটেই শোভনীয় নয়। সেই জন্যেই আমার আবেদন যে, যেসব হাসপাতালে এই রকম mismanagement চলছে সেখানে যাতে management আরও ভালো হয় সেদিকে আমাদের সর্ব্বাগ্রে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

ডেলিভারী কেইসেও অনেক সময় দেখা যায় অবহেলা। সেই ডেলিভারি কেইস হলো জীবন মরণ সমস্যা। আমি এমনও দেখেছি যে ডেলিভারীর অর্দ্ধাবস্থায় নার্সরা অবহেলা করছে। সেক্ষেত্রে অন্য মেয়েছেলে গিয়ে প্রসূতির প্রসব করাচ্ছে। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তার জন্য দায়ী কে? দায়ী ডাক্তাররা নন। দায়ী হচ্ছে অর্দ্ধ শিক্ষিত ঐসব নার্সরা। যারা সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ করে না। তাদের এই অপকর্ম্মের জন্য আজ সারা এডমিনিষ্ট্রেশন জনসমক্ষে হাস্যাস্পদ ও সমালোচনার পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আর একটা দিক হল, যে সমস্ত জায়গায় প্রাইমারী হেলথ সেন্টার আছে সে সমস্ত জায়গায় বেডের সংখ্যা কম আছে এবং বাড়ানো দরকার বলে স্থানীয় লোকেরা চান সেসব ক্ষেত্রে বেডএর সংখ্যা আরও বাড়ান উচিত। যদি inspection করে দেখা যায় যে সত্যি রোগীর সংখ্যার তুলনায় বেড এর সংখ্যা কম তা'হলে বেডের সংখ্যা বাড়ানোর ব্যবস্থা সরকার যদি করেন তাহলে সেখানকার লোকেরা উপকৃত হবে। এ ছাড়া এমন এলাকাও আছে সেখানে হাসপাতালের অভাবে একদম চিকিৎসা করতে পারছে না বা অন্যান্য চিকিৎসা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করা তাদের পক্ষে কষ্টকর। প্রমাণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, গোলাঘাটি অঞ্চলটি বিশালগড় আগরতলা বা পাশ্ববর্তী যেসব অঞ্চলে চিকিৎসা কেন্দ্র আছে তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা কষ্ট সাধ্য। ঐ রকম এলাকাগুলিতে যদি স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হয় বা ডিসপেন্সারী খোলা হয় তাহলে জনসাধারণের খুব উপকার হয়। তাহলে বুঝা যায় আমরা ত্রিপুরাতে চিকিৎসার ব্যবস্থা যা করেছি তা যথেষ্ট না হলেও তার কাছাকাছি গিয়েছি তাহলে

গলদটা কোথায় ? গলদটা হচ্ছে mismanagement in the Hospital and medicine. এই গলদগুলি যদি আমরা দূর করার চেষ্টা করি তাহলে সমালোচনার হাত থেকে আমরা কিছুটা রেহাই পেতে পারি। তাই এই বাজেট সমর্থন করতে গিয়ে আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহো-দয়ের নিকট আবেদন করব যেন ঐসব সামান্য গলদগুলো দূরীকরণের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কোনদিক থেকে যদি কোন দুর্নীতির কমপ্লেন আসে সেগুলো যেন তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

এটা অবশ্য স্বীকার করি যে ত্রিপুরা পার্ব্বত্য অঞ্চল। এখানে পানীয় জলের অসুবিধা থাকবেই। আমরা সমতলে যখন বসবাস করতাম তখন দেখেছি যে, এত টিউবওয়েল বা এত রিংওয়েলের প্রয়োজন হয় নি। কারণ সেখানে বড় বড় দীঘি, পুকুর ছিল। সেখানকার জনসাধারণ ঐ সব দীঘি বা পুকুরের জল পান করেও বর্ত্তমানের মতো এত রোগাক্রান্ত হয় নি। কারণ সেখানে প্রাকৃতিক যে জল ছিল সেটা এখানকার টিউবওয়েলের জলের চাইতে বিশুদ্ধতায় কোন অংশে কম ছিলনা। সেই জন্যেই বলছি, যে ত্রিপুরার যে যে অঞ্চলে সত্যই পানীয় জলের অভাব আছে সেই অঞ্চলগুলিতে যেন tube well দেওয়া হয় এবং যে tube wellগুলো অকেজো হয়ে পড়ে আছে সেগুলো যেন মেরামত করা হয়। দেখা যায় যে, যতগুলি টিউবওয়েল বা রিংওয়েল ত্রিপুরা রাজ্যে আছে সেগুলো প্রয়োজনের তুলনায় একেবারে নগণ্য নয়। কিন্তু সেখানেও ঠিক একই অবস্থা। অবস্থাটি হলো এই যে, টিউবওয়েলগুলো ঠিক ঠিকভাবে বসানো হয় নাই, বা বসানোর কয়েকদিন পর নষ্ট হয়ে গেছে। তার কারণ হলো এই যে, যে কনট্রাক্টারের উপর সেই tube wellগুলো বসানোর ভার ছিল, সে ঠিক ঠিক মত বসাতে পারেনি, তাই সেগুলো নির্দিষ্ট সময়সীমা পার হওয়ার পূর্ব্বেই নষ্ট হয় এবং অকেজো হয়ে যায়। কাজেই আমি মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আবেদন করব, যেন মানুষের জীবন মরণের প্রশ্ন যে পানীয় জল সেই পানীয় জলের ব্যবস্থাটা দরদ দিয়ে দেখা হয়। আমরা পানীয় জলের ব্যবস্থা যথেষ্ট না হলেও যা করেছি তা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু যেখানে গলদ আছে সেই গলদগুলো আমাদের দূরীভূত করতে হবে এবং সেজন্য সচেষ্ট হতে হবে। এইদিকে দৃষ্টি রাখার জন্যে আমি পুনরায় মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব। এই বলেই আমি আমার আলোচনা শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now Hon'ble minister may give his reply.

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে Medical & Public Health এবং Water Supply এর Grants in aid এর উপর আলোচনা রাখতে গিয়ে আমার পূর্ব্ববর্তী মাননীয় সদস্যরা তাদের ভাষণের মধ্য দিয়ে আমার কাজটা লাঘবতর করে দিয়েছেন। তাই আমি আজকে তাদের আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। তদুপরি যেসব সমস্যার প্রতি তারা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তার কিছু কিছু উত্তর আমি দেওয়ার চেষ্টা করবো।

মেডিকেল কলেজের ষ্টাইপেণ্ড সম্বন্ধে আমার মাননীয় বন্ধু বলেছেন, ষ্টাইপেণ্ডের মধ্যে বড় যে সমস্যা সেটা অর্থের নয় সেটা হচ্ছে সিট পাওয়ার। আমরা গত বছর যতটা সিট চেয়েছিলাম তা আমরা পাইনি। বলতে গেলে যা দেওয়া হয়েছিল সেটারও utlise করা যায়নি এই জন্যে যে আমাদের এখন দরকার হচ্ছে Pre-medical seat এর। কতগুলো কলেজে আমাদের দেওয়া হয় M. B. B. S. Seat সেটার খুব বেশী আমাদের প্রয়োজন নেই। সেই জন্যেই আমরা আমাদের প্রয়োজনানুযায়ী ছাত্র পাঠাতে পারিনি। এই বছরও আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বেশী করে seat দেওয়ার জন্যে আবেদন রেখেছি। সিট কিরকম পাওয়া যাবে জানিনা।

আমাদের যেসব অসুবিধা আছে সে বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এককালে আমরা ত্রিপুরায় মেডিকেল কলেজের কথা বলেছিলাম। কিন্তু সেটা না হওয়াতে আমরা বেশী করে ত্রিপুরার ছেলেদের জন্য বাইরের কলেজগুলোতে সীট পাওয়ার চেষ্টা করছি। কারণ আমাদের আরও ডাক্তার দরকার। অনেক ডিসপেন্সারী আছে সেখানে আমরা কম্পাউণ্ডার দিয়ে চালাচ্ছি ডাক্তারের অভাবে।

আমার এক বন্ধু; তিনি যথেষ্ট মমতাবোধ নিয়ে পাগলা কুকুরের কামড়ানর যে সমস্যা তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি যা বলেছেন তা খুবই সত্য। কারণ যাকে কুকুর কামড়ায়, সব সময় তার পক্ষে কুকুরের প্রতি লক্ষ্য রাখা সম্ভব নয়। তবে এটাও ঠিক যে রোগী যেভাবে ডাক্তারের নিকট ঘটনাটি বলবে—তার উপর ডাক্তারকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এখন রোগী যদি বলেন যে, রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় একটা কুকুর তাকে কামড়িয়েছে এবং চলে গেছে, সেই কুকুরটাকে তিনি চিহ্নিত করে রাখতে পারেনি। কাজেই স্বভাবত: সে ক্ষেত্রে ডাক্তারের যা করণীয় তিনি তা করেন। যে সমস্ত injection এর মধ্যে সিরাম আছে সে সমস্ত injection push করার পূর্বে পরীক্ষা করে নেওয়ার যে সমস্ত নিয়ম আছে তা করা হয়ে থাকে। পাগলা কুকুরের ক্ষেত্রেও সেভাবে নিয়মগুলো মেনে চলা হয়। অনেকের শরীরে কোন কোন কারণে রি-একসান হয়ত হতে পারে। যদি রি-একসন হয়ে যায় কোন ক্ষেত্রে তাহলে রোগীর কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাণ নাশ হয়। আপনারা জানেন যে পেনিসিলিন এর ক্ষেত্রেও রি-একসন হয়ে রোগী মারা যায়। আগরতলাতেও এমন দু-একটি ঘটনার কথা আপনারা জানেন। কাজেই এই কুকুরের কামড়ানোর injection দেওয়ার পূর্বে precaution ডাক্তররা নিয়ে থাকেন। এটা আমি খোজ খবর নিয়ে জেনেছি। তবুও injection দেওয়ার পরে অনেকের পায়ে চুলকানি দেখা দেয় বা গা জ্বালাপোড়া করে। সে ক্ষেত্রে ডাক্তাররা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকেন। মেডিকেল শাস্ত্রে যতটুকু আছে ততটুকুই তারা করে থাকেন। অনেক সময় এসব সমস্যা ডাক্তাররা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করে থাকেন। অন্ততঃ আগরতলা হাসপাতালে ঠিক ঠিক মতো তারা চিকিৎসা করে থাকেন। আমার মাননীয় বন্ধু বলেছেন যে এই চিকিৎসা মফঃস্বলেও থাকা দরকার। কিন্তু দেখা গেছে যে,

মফঃস্বল ডিসপেন্সারীগুলো থেকে দেওয়া হলে প্রায় ক্ষেত্রেই ঔষধগুলো কাজ করে না এবং অনেক সময় ঔষধগুলো নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই ঔষধগুলো একটা central storeএ আগরতলায় থাকলে প্রয়োজনবোধে সেটা বিভিন্ন জায়গায় supply দেওয়া যায়। বর্ত্তমানে আগরতলায় সেভাবে আনা হয়েছে এবং যদি কোন জায়গায় দরকার হয় তখন সেখানে পাঠানোরও ব্যবস্থা আছে।

আমার মাননীয় বন্ধু কাঞ্চনপুরের মর্গ সম্বন্ধে বলেছেন। সেখানে class IV দিয়ে মর্গের কাজ করা যায় কিনা সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে বা প্রয়োজনবোধে মর্গের জন্য আলাদা করে লোক নিয়োগ করা যায় কিনা তাও দেখা হচ্ছে। অন্যান্য জায়গায় মর্গের ব্যবস্থা থাকার যে কথা তিনি বলেছেন সে সম্বন্ধে ডাক্তারদের মধ্যে নানা মত আছে। কেউ বলেন যে মর্গ হাসপাতাল থেকে দূরে থাকা উচিত। আবার কেউ বলেন যে হাসপাতাল সংলগ্ন হওয়া উচিত। আবার মর্গ থাক লে দূরবর্ত্তী লোকদের পক্ষে মৃতদেহ নিয়ে যেতে বিলম্ব ও অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

লেপ্রোসী সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে আমি অনুসন্ধান করে দেখেছি। ত্রিপুরায় যে একটা মোবাইল ডিস্পেন্সারী করা হয়েছিল তাতে আশানুরূপ response পাওয়া যায়নি। কারণ স্বেচ্ছায় অনেকেই তা প্রকাশ করতে চান না। তবুও যেহেতু মাননীয় সদস্য সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন, আমরা চেষ্টা করে দেখব আবার একটা mobile Dispensary লেপ্রোসী চিকিৎসার জন্য চালু করা যায় কিনা। এ রোগের পুরাপুরি কোন statistics নেই l sample statistics নেওয়া হয়েছিল। তাতে percentage খুব বেশী নয়। কাউন্সিলের আমলে statistics নিয়ে দেখা গিয়েছিল যে মনু অঞ্চলে এ রোগ আছে। পরে যখন ডাক্তার পাঠান হলো এবং চিকিৎসা কিছুদিন করা হল তারপর দেখা গেল যে সে অঞ্চলে এই রোগ আর নেই। সে সময়ে মনুতেও একটা সেন্টার খোলার কথা হয়েছিল। কিন্তু সেই রোগ যখন আর হচ্ছে না দেখা গেল তখন তা drop করে দেওয়া হলো। তারপরে মোবাইল দেওয়া হয়। কিন্তু দেখা গেল যে তাতেও কাজ হচ্ছে না। তা হলেও এখনও প্রয়োজন মত মোবাইল ডিস্পেন্সারী যাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

আরও একটা কথা বলা হয়েছে, তা হ'ল কম্পাউণ্ডারদের ট্রেনিং সম্বন্ধে। কথা হচ্ছে যে কম্পাউণ্ডারদের যদি পুরোপুরি ট্রেনিং ক্লাশ খুলতে হয় তাহলে এখানে আমাদের ডাক্তারের সংখ্যা আরও বাড়ানো প্রয়োজন। কারণ ডাক্তাররা যে সমস্ত চিকিৎসার কাজে বর্ত্তমানে নিয়োজিত আছেন সেখান থেকে তাদের সরিয়ে নিলে ডাক্তারের সংখ্যা আরও কমে যাবে। কাজেই ডাক্তারের সংখ্যা আমাদের আরও বেশী না হলে তা সম্ভব নয়। তাই আমি চেষ্টা করছি পশ্চিমবঙ্গে কম্পাউণ্ডারদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা যায় কিনা, কিন্তু খুব ফেবারেবল রিপ্লাই আমরা পাইনি। পশ্চিমবঙ্গে এ ধরণের একটা মেডিকেল কাউন্সিল আছে, সেখানে কম্পাউণ্ডার দের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা আছে। সেই কাউন্সিলের সাথে কিছুটা করেসপণ্ডেনস ও হয়েছিল।

আমরা বলেছিলাম আমাদের জন্য কয়েকটি সিট তারা যদি দেন তা হলে আমরা কিছু গ্রান্ট দেওয়ার ব্যবস্থাও করব। কিন্তু বিষয়টা এরপর আর বেশী দূর এগোয়নি। তবু আমরা দেখছি এ বিষয়ে আর কিছু করা যায় কিনা।

টিকা দেওয়ার কথাও মাননীয় বন্ধু বলেছেন। পাহাড়াঞ্চলে টিকা দেওয়ার অনেক অসুবিধা আছে। কারণ পাহাড়ীরা প্রাইমারী ভেকসিন নিতে চায় না ভয়ে। তাদের এই আতঙ্কের কারণেই টিকা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবুও সরকার চেষ্টা করছেন অধিক পরিমাণে পাহাড়াঞ্চলে টিকা দেওয়ার জন্যে। মাননীয় বন্ধু আরও বলেছেন যে এ বছর pox year। এই বছরেই পাকিস্তান থেকে অনেক রোগাক্রান্ত লোক ত্রিপুরায় এসেছেন এবং pox এর জীবাণু ছড়াচ্ছেন। ফলে এখানেও Poxএর প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে যে সব জায়গায় প্রয়োজন সেসব জায়গায় বেশী করে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আর একটা বিষয়—water supply সম্বন্ধে বলা হয়েছে। পানীয় জলের সমস্যা সত্যি গুরুতর এটা আমি অনুভব করি। টিউবওয়েলগুলি ঠিক মত বসানো হচ্ছে না বলে সেগুলো কয়েকদিন পর অকেজো হয়ে যায় বলেছেন। আমাদের টিউবওয়েলের খাতে যে অর্থের বরাদ্দ আছে তার প্রায় বেশীর ভাগই নিঃশেষ হয়ে যায় পুরানো টিওবওয়েল মেরামত করতে। অনেক গুলো টিউবওয়েল আছে সেগুলো আবার re-bore করতে হয়। ফলে টিউবওয়েলের অনেক পুরানো অংশ ভেঙ্গে যায় এবং বদলাতে হয়। কাজেই পুরানোগুলো মেরামত করে আর নতুন টিউবওয়েল চাহিদানুযায়ী করা যায় না। যে সমস্ত কুয়ো আগে করা হয়েছিল সে সব পাকা কুয়োর অনেক জায়গা ভেঙ্গে যায় এবং সেগুলোও রিপেয়ার করতে অনেক অর্থ ব্যয় হয়। যে পরিমাণ অর্থ এইটার জন্য ব্যয় হয় সেই পরিমাণ লাভ হয় না। এই অর্থ কি ভাবে আরও ভাল ভাবে ব্যয় করা যায় সেটা দেখা হবে। মোটামুটি যে সমস্ত পয়েন্ট মাননীয় সদস্যরা উত্থাপন করেছেন তার উত্তর দিয়েছি। অনেক জায়গায় হাসপাতাল মঞ্জুর হয়েও গেছে অথচ কন্ট্রাক্টাররা এগিয়ে আসেন না এবং সে সমস্ত জায়গায় ইট ইত্যাদি পাওয়া যায় না। বিশেষ করে remote জায়গায় বিলডিং এর কাজ করানো কঠিন হয়ে পড়ে। Primary Health Centre যদি একটা হয় তাহলে আমারও ব্যক্তিগত মত হচ্ছে ভাল করে building করে সেটা খোলা উচিত। বিশেষ করে আমি এবার যখন শিলাছড়ি গিয়েছিলাম আমি নিজেই দেখলাম যে একটা বাজারের মধ্যখানে—একটা ঘরকে ভাড়া করে সেখানে Primary Health Centre করা হয়েছে, এমন একটা জায়গা যে বাহিরের কিছু পাওয়া যায় না। আমার সেটা দেখে প্রথমে মনে হল আজকাল যেভাবে বাজারে আগুন লাগছে, হটাৎ যদি বাজারে আগুন লাগে তাহলে কে এই রোগীগুলোকে সরাবে, কে এই ব্যবস্থা করবে, এই পঙ্গুরোগীগুলোকে সরাবে? কাজেই আমার মনে হয় স্থায়ী বাড়ী না করে এগুলো করা উচিত নয়। এই রকম আরও ২টা জায়গায় আমি গিয়েছিলাম। জোলাই বাড়ীতেও এই রকম অবস্থা ছিল। ঐখানে একটা half building হয়েছে। স্থানীয় লোকেরা বলল আমরাতো একটা ঘর তুলে দিয়েছিলাম, এদিকে construction এর কাজ আরম্ভ হচ্ছে,

যদি হঠাৎ ঝড় আসে তাহলে ঘরচাপা পড়ে রোগীগুলো মারা যেতে পারে। তারপর তাড়াতাড়ি নূতন যে ঘরটা হয়েছে তার অর্ধেকটা possession নিয়ে dispensaryটার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই খুব ভাল করে ঘর না তুলে এগুলো করতে গেলে অনেক সময় complication হয়ে যায়। কাজেই building ইত্যাদি করে তারপর dispensary, pry. health centre ইত্যাদি করা ভাল বলে আমি মনে করি। কাজেই মাননীয় সদস্যরা যে সমস্ত বিষয়ে বলেছেন সেই সমস্ত বিষয়েও আমরা যথেষ্ট দৃষ্টি দিয়ে বিবেচনা করব, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr· Speaker ;— The debate is over. I am now putting the Demands to vote one by one. There is no motion for reduction of grants of Demand No. 15- Medical. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 68,83,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1969 in respect of Demand No. 15 Medical.

The Demand was put to Vote and passed.

There is no motion for reduction of grant of Demand No. 16. I am putting to vote the Demand for Grant No. 16—Public Health. The Question before the House is that a sum not exceeding Rs. 28,36,000/- [Inclusive of the sums specified in column 3 of the Sechdule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 16-Public health.

The Demand was put to vote and passed.

There is no motion for reduction of Grant of Demand for grant No. 37- Capital outlay on Improvement of Public Health. I am now putting to Vote the Demand. The question before the House is that a sum not exceeding Ra. 2,50,000/- (Inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day, of March 1969, in respect of Demand No. 37- Capital outlay on Improvement of Public Health.

The Demand was put to vote and passed.

Mr. Speaker :— Now I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 1, 3, 4, 5 together,

Shri Krishnadas Bhattacharya;(**Finance Minister**) :— Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 10,000/- [Inclusive of the sums specified in column 3

of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. I— Taxes on Income Other than Corporation Tax—Agricultural Income Tax.

Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,76,000/- [Inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 3— State Excise Duties.

Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 47,000/- [Inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 4—Taxes on vehicles,

Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2000/- [Inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 5—other taxes and Duties.

Mr. Speaker :—Anybody may like to take part in the debate. Then there will be no discussion on these Demands. Now I am puting the Demands to vote one by one. There is no motion for reduction of grant for Demand for grant No. I—Taxes on Income other the Corporation tax—Agricultural Income tax. The question before the House is that a sum not exceding Rs. 10,000/- [Inclusive of the sum specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on account) Bill, 1968] be granted to defray the charges which will Come in Course of Payment during the year ending on the 31st day of March; 1969 in respect of Demand No. 1—Taxes on Income other than corporation tax—Agricultural Income Tax. The Demand was put to vote and passed.

There is no cut motion for reduction of Grant for Demand No. 3—State Excise Duties. Now I put to vote the Grant for Demand No. 3.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 1,76,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appro- priation (vote on Account) Bill, 1968] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No- 3—State Excise Duties. The Demand was passed.

There is no cut motion for reduction of Grant for Demand No. 4. So I am putting to vote the Demand No. 4. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 47000/- [Inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No, 4—Taxes on Vehicles.

The Demand was passed

There is no motion for reduction of grant for Demand No. 5—other Taxes & Duties. So I am putting to vote the Demand No. 5. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 2000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March. 1969 in respect of Demand No 5—other Taxes and Duties.

The Demand was passed.

Now I call on the Finance Minister to move his Demand No. 6 & 7 together.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs 30,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968.] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 6 –Stamps.

Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,78,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1968] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March. 1969 in respect of Demand No. 7—Registration Fees.

Mr. Speaker :— Is there any debate on these demands ?

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত : —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ডগুলোর সমর্থন করতে গিয়ে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলছি যে সাধারণতঃ ২০০০ টাকার বেশী ষ্ট্যাম্প ভেণ্ডারকে দেওয়া হয় না। কিন্তু তাতে সাধারণ কৃষক ও অন্যান্য লোকের খুবই অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সপ্তাহে দু'হাজার টাকার বেশী হলে পরে ট্রেজারী থেকে নিতে হয়। কাজেই দু হাজার টাকার জায়গায় যেন ৫ হাজার টাকার stamp, Venderদের দেওয়া হয় প্রতি সপ্তাহে। সে জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়কে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি।

আর Demand No. 7 সম্বন্ধে আমি বলব যে, যে সব Registration deeds অনেক সময় পেতে দু মাস আড়াই মাস সময় লেগে যায়। তাতে জনসাধারণের পক্ষে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কাজেই within 15 days যাতে registered deed পেতে পারে সে ব্যবস্থা করার জন্য আমি অনুরোধ করব। কারণ এবার টাকাও বেশী রাখা হয়েছে। কাজেই আরও copistএর সংখ্যা বাড়িয়ে যাতে কাজটা ত্বরান্বিত করা হয় সেই অনুরোধ করব। Demand No. 6 & 7 সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় হাউসের সামনে মাননীয় মন্ত্রী যে দুটো Demand রেখেছেন আমি তা সমর্থন করছি। সমর্থন করতে গিয়ে কয়েকটা কথা বলব। কয়েক বৎসর যাবতই ত্রিপুরাতে stampএর অভাব আমরা লক্ষ্য করছি। মফঃস্বল সাব ডিভিসান থেকে requisition দেওয়া সত্বেও অনেক সময় stamp পাওয়া যায় না। এই stamp হলো সরকারের একটা বিরাট আয়। এই বিরাট আয়ের মধ্যে যদি stamp না পাওয়া যায় তাহলে সরকারের ক্ষতি হচ্ছে। Stamp না পেয়ে কেউ হয়ত বা দলিল করছে না আবার অনেকে অন্য State থেকে stamp কিনে এনে এই stateএ দলিল করছে। একশ টাকার উপর কোন দলিল হলেই তা আইনতঃ registration করতে হয়। সুতরাং এখনকার দিনে যেকোন landএর বা দ্রব্যের মূল্য ১০০ টাকার উপর। কাজেই registration প্রায় প্রত্যেকটী ক্ষেত্রেই করতে হয়। জনসাধারণ তাই stampএর অভাবে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আবার সরকারও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমি আমার একটী প্রশ্নের উত্তরে পেয়েছি যে গত বছর ধর্মনগরে প্রায় ৭ হাজার টাকার stamp আসাম থেকে কেনা হয়েছে। সেই রকমভাবে অন্যান্য Sub-divisionও যদি আনা হয়ে থাকে তাহলে দেখা যাবে যে ত্রিপুরা সরকারের বিরাট একটা ক্ষতি হচ্ছে।

তারপর আমি বলব, আসামকে যদি Central Govt. supply করতে পারে, তাহলে Tripura Govt. কে পারবে না কেন? সুতরাং সেদিক দিয়ে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। Stamp দু'রকমের। Judicial and Non-Judicial, Judicial stampএ দেখা যাচ্ছে, সাধারণতঃ যে সব stamp লাগে তা ভেণ্ডারের কাছে পাওয়া যায় না। অন্য দিকে stamp না পেয়ে stamp ছাড়াই ম্যাজিষ্ট্রেট বা মুন্সেফের পারমিশন নিয়ে petition করছেন। এবং নানাভাবে জনসাধারণকে বিরাট হয়রানী হতে হচ্ছে। কাজেই আমি আবেদন করব এইসব অসুবিধাগুলি দূর করে সরকারের আয় যেন বাড়ানো হয়।

তারপর Folioর কথা বলতে গিয়ে আমি বলব Folioগুলি দরকার হয় certified কপির জন্য। অনেক ফলিও অনেক সময় লাগে মূল্যবান ডকুমেন্টে, মূল্যবান ডিপজিসান বা মূল্যবান জাজমেন্টের certified কপি রাখতে হয় দীর্ঘদিন। যদি ফলিও না পাওয়া যায় তা হলে সাধারন কাজ করা হয় বটে কিন্তু তা দীর্ঘদিন টেকে না—lasting করে না। সুতরাং মূল্যবান

certified copy নিতে হলে পরে আমাদের ফলিও দরকার। সেটাও একটা সাধারণ জিনিষ অথচ সাপ্লাই হচ্ছে না। কাজেই সেদিকেও আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Registration সম্বন্ধে আমি বলব যে, ত্রিপুরার ১০টি সাব ডিভিসনে ১০টি Registration office আছে। এমন অনেক অঞ্চল আছে যেগুলি সদর থেকে অনেক দূর। যেমন কাঞ্চনপুর এলাকা ধর্মনগর থেকে প্রায় ৫০ মাইল দূর। কাজেই ঐসব দূরাঞ্চলে সাব রেজিষ্ট্রি অফিস খোলা দরকার। ১০০ টাকার একটা দলিল রেজিষ্ট্রি করতে কাঞ্চনপুর থেকে কাউকে আসতে হলে পর তাকে খরচ করতে হয় ২৫ টাকা। কাজেই এমন সব দূরাঞ্চলে, যেমন কাঞ্চনপুরে, মনুতে এবং তেলিয়ামুড়াতে একটি করে সাব রেজিষ্ট্রি অফিস খোলা দরকার। বৃটিশ আমলে দেখেছি যে, এবং বিধানও আছে যে প্রাইভেট সাব রেজিষ্ট্রার দেওয়া হয়। তা করা হলেও আমাদের staff এর অভাব দূরীভূত হবে। এবং জনসাধারণও উপকৃত হবে।

আর একটি কথা হলো যে, কোন সাব-ডিভিশনে যদি সাধারণ দলিল রেজিষ্ট্রি না হয় তা হলে appeal করতে হয় আগরতলায় এসে। এতেও মানুষের যথেষ্ট কষ্ট হয় তাই আমি বলব, আমাদের যে তিনটি Zonal Head quarter আছে, সেই তিনটি Head Quarterএ যেন একটি করে Registration অফিস খোলা হয় যাতে সাব ডিভিশনের appealগুলি সেখানে করা যেতে পারে। আইনেরও বিধান আছে যে, Section 7 of the Indian Registration Act. এবং Section 73তে appeal এর পাওয়ারও দেওয়া যায়। কাজেই প্রত্যেকটি জোনাল হেড কোয়ার্টারে একজন অফিসারকে এপিলএর পাওয়ার দিয়ে রেজিষ্ট্রেশন অফিসে বসার ব্যবস্থা করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Mr. Speaker :— Honb'le Minister may give his reply.

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রেজিষ্ট্রেশন এবং stamps সম্বন্ধে যেসব সাজেশন রেখেছেন মাননীয় সদস্যেরা জনসাধারণের কষ্ট লাঘব করার জন্য। কথা হলো যে, সব সাবডিভিশনেই S. D. O., Dy. Collector তাদিগকে আমরা দিব, অতএব একটা করে আমরা চিন্তা করতে পারবো যে যদি সব সাবডিভিশনে আমরা ডেপুটি কালেক্টর দেই তাহলে তাদের পাওয়ার দেওয়া সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে তা পরীক্ষা নীরিক্ষা করে দেখব। আর দশটা Sub-divisionএ Sub-Registrar Office খোলার যে কথা বলা হয়েছে সে সম্বন্ধেও পরীক্ষা নীরিক্ষা করবো। এটার সঙ্গে একটা বিরাট Expense জড়িত আছে। অতএব all on a sudden এটা করা সম্ভব হবে না। শুধু Sub-Registrar Office খুললেই চলবেনা। তার সাথে সাথে staffও লাগবে। তার building দিতে হবে ইত্যাদি নানা রকম ব্যবস্থা করে দিতে হবে। অতএব সেই সমস্ত বিচার বিবেচনা ক্রমে আমাদের স্থির করতে হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। আশা করি House সর্ব্বসম্মত-ক্রমে এই Demandটিকে সমর্থন করবেন।

Mr. Speaker :— There is no motion for reduction of grant on Demand No. 6 stamps. I am putting the Demand for grant No. 6 stamps to vote. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 30,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 6 stamps. The Demand was put to vote and passed.

There is no motion for reduction of grant on Demand for grant No. 7 Registration fees. Now I am puting the Demand for grant No. 7 to vote. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 1,78.000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1968] be granted to defray the charges which will come in coures of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 7 Registration Fees.

The Demand was put to vote and passed

The House stands adjourned till 11 A. M. on 27th March, 1968.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

March 27, 1968.

The house met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Wednesday, the 27th March, 1968.

PRESENT

Shri M. L. Bhowmik, Speaker in the Chair, The Chief Minister, Four Ministers, The Deputy Minister, The Deputy Speaker and twenty members.

Mr. Speaker :—To-day in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Questions. Shri Abhiram Deb Barma. Shri Aghore Deb Barma. Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—Question No. 901.

Shri Krishnadas Bhattacherjee :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 901.

QUESTION

a) Is it a fact that Govt. Women's College of Agartala has got the affiliation in Geography from the Calcutta University;

b) whether the Geography Classes will be started in the next academic session i. e. from 1968.

c) is it a fact that Calcutta University wants that Geography classes should be started in this session;

d) whether the accommodation for the Geography department as wanted by the Calcutta University will be provided immediately by the Education Department.

ANSWER

a) Yes, conditionally.

b) Cannot be definitely stated now.

c) No.

d) Education Department has a programme for extension of the College buildings and the work entrusted with the state P. W. Department is in progress.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি অ্যাফিলিয়েনশনটা কবে পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—নোটিশ চাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এই অ্যাফিলিয়েশনটা বহু পূর্ব্বে পাওয়া সত্বেও জিওগ্রাফী ক্লাস ষ্টার্ট না করার কারণটা কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—স্থানের অভাব।

Mr. Speaker :—Shri Naresh Roy.

Shri Naresh Roy : —Question No. 913.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 913.

QUESTION

১) ত্রিপুরার তাঁত শিল্পীদের তাঁতবস্ত্র বিক্রয়ের জন্য আগরতলা শহরে কোন স্থায়ী বাজার আছে কিনা ?

২) থাকিলে ইহা কোথায় এবং কি অবস্থায়;

৩) না থাকিলে তজ্জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

ANSWER

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) তাঁত শিল্পীদের জন্য আগরতলাস্থিত মহারাজগঞ্জবাজারে একটি বাজার (হাট) খোলার জন্য শিল্প বিভাগ একটি স্কিম বিবেচনা করিতেছে।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি মৃনাল কান্তি মজুমদারের সময়ে (ইণ্ডাষ্ট্রীর ডিরেক্টার) গোল বাজারের পূর্ব দিকে তাঁত শিল্পের বাজারের জন্য জায়গা ঠিক করা হয়েছিল কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—নোটিশ চাই।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে এই তাঁতবস্ত্র বিক্রির জন্য আগরতলায় স্থায়ী কোন বাজার না থাকার জন্য তাঁত শিল্পীরা অনেক অসুবিধায় সম্মুখীন হয়েছেন কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—স্থায়ী বাজারের জন্য ব্যবস্থা তারা নিজেরাই করে নেয়। অতএব অসুবিধা যদি থাকে তাহলে নিশ্চয়ই ব্যবসায়ীরা নিজেদের সংস্থা গড়ে নেবেন।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে তাঁত শিল্পীদের একটা স্থায়ী বাজারের জন্য কোনরকম সিদ্ধান্ত সরকারের আছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আগেই বলেছি যে এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

Mr. Speaker :—Shri Bidya Chandra Deb Barma, Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan :—Question No. 967.

Shri Krishnadas Bhattacherjee :—Mr. Speaker, Sir, question No. 967.

QUESTION

১) ত্রিপুরা রাজ্য যে সমস্ত Inaccessible area তে সরকারী কর্মচারীগণ কর্তব্যে রত আছেন তাহাদের সাহায্যার্থে Inaccessible allowance দেওয়া প্রয়োজন আছে মনে করেন কি ?

২) যদি প্রয়োজন মনে করেন উক্ত allowance দিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি ?

ANSWER

১) ত্রিপুরা Remote অঞ্চল হিসাবে স্বীকৃত। এই নিমিত্ত ত্রিপুরার স্বল্প বেতনভোগী সরকারী কর্মচারীদিগকে পরিপূরক ভাতা দেওয়া হইতেছে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে যে সমস্ত দুর্গম এলাকা আছে, যেমন ঘোড়াকাপা, ছামনু, জম্পুই, মানিকপুর, দশদা, কাঞ্চনপুর, জগবন্ধুপাড়া ও রাইমা-বাড়ীর পূর্ব্ব অঞ্চলে যারা চাকুরী করে তাদের ইনএকসিসেবল এ্যালাউন্স দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন কিনা ?

Shri S. L. Singh :—In the case of Tripura the entire Union territory has been declared as remote and the employees of the Tripura Administrator are given compensatory allowance. In addition the employees of Grade II, III and IV are allowed 33% ad hoc increased T. A. at the rate of road milage in Tripura.

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—টি, এ পাচ্ছেন ঠিকই কিন্তু যে সমস্ত এলাকার কথা বলা হয়েছে এই সমস্ত এলাকায় হিল অ্যালাউন্স বলে একটা এলাউন্স দেওয়া যায় কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ত্রিপুরা আমি আগেই বলেছি রিমোট এলাকা। এটাই আমরা ঠিক করেছি এবং সেই অনুসারে এটা দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী, শ্রীসুরেশ চৌধুরী, শ্রীমতি রেনুকা চক্রবর্ত্তী।

শ্রীরেনু চক্রবর্ত্তী :—১০১৪।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১০১৪।

QUESTION

১। অভয়নগর সরকারী শিশুনিকেতনের আসন সংখ্যা কত ;

২। উক্ত নিকেতনে ভর্ত্তি হইতে হইলে কি কি যোগ্যতা থাকা দরকার ?

ANSWER

১। ১২০ (বালক ৬০ ; বালিকা ৬০)

২। সাধারণত ৬ বৎসর বয়স হইতে ১২ বৎসর বয়সের পিতৃ মাতৃহীন ও নিঃসহায় ছেলেমেয়েদের ভর্ত্তি করা হয়।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই শিক্ষা কেন্দ্র বাড়াবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ওয়াণ্ট নোটিশ অব ইট।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী—সরকার কি একথা স্বীকার করবেন যে বর্ত্তমানে এইসব কেন্দ্রে যে সংখ্যক ছাত্র এবং মেয়েরা ভর্ত্তি হওয়ার জন্য আসে সেই তুলনায় এইস্কুলের সংখ্যা খুবই কম ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—সংখ্যা কম হলেও আমাদের টাকার বরাদ্দ অনুযায়ী সেটা করতে হচ্ছে।

মিঃ স্পিকার :—শ্রী নরেশ রায়।

শ্রীনরেশ রায় :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৪।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৪, স্যার।

প্রশ্ন

১৯৬৪-৬৫ইং সনে যে সকল শিক্ষক বি, টি, ট্রেনিং দিয়াছিলেন তাহারা Stipend পায় নাই কেন ? অথচ ঐ সময়ের পূর্ব্বে বা পরে যারা ঐ ট্রেনিং দিয়াছিলেন তাহারা সকলে রীতিমতই ষ্টাইপেণ্ড পাইয়াছেন ; শুধু উল্লেখিত সেসানটিতে (Session) এই রকম হওয়ার কারণ কি ?

ANSWER

১৯৬৪-৬৫ইং সনের B.T. Traineeদের ষ্টাইপেণ্ড দেওয়ার প্রস্তাবটি ভারত সরকার মঞ্জুর করেন নাই বলিয়া তাহাদিগকে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া যায় নাই। ইহার পূর্ব্বে ত্রিপুরা টেরিটোরিয়েল কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী B.T. Traineeদের ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হইতেছিল। ১৯৬৫-৬৬ সন হইতে উক্ত ষ্টাইপেণ্ড দেওয়ার প্রস্তাব ভারত সরকার অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, ১৯৬৪-৬৫ সালে শিক্ষা অধিকর্ত্তা এই ট্রেনীজদের জন্য টাকা মঞ্জুর করেন নাই কেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এই টাকা মঞ্জুর ত্রিপুরা সরকার করেন না ভারত সরকার করেন। ভারত সরকার মঞ্জুর করেন নাই সেইজন্য দেওয়া হয় নাই।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে বর্ত্তমানে এই সমস্ত বি, টি, শিক্ষকদের কোন রকম খরচ দেওয়ার সিদ্ধান্ত সরকারের আছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এই সম্বন্ধে আমরা লিখেছি, এখনও জবাব পাই নাই।

শ্রী নরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, আমরা কতদিনের মধ্যে এই জবাব আশা করতে পারি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—সেটা বলা শক্ত।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৮

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৮, স্যার।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষায়তন সমূহে (সিনিয়র বেসিক হইতে কলেজ পর্য্যন্ত) কতজন বৌদ্ধ ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে ?

২। তন্মধ্যে কতজন ছাত্র ছাত্রী পালি শিক্ষার সুযোগ পাইতেছে ?

৩। যাহাতে সকলেই সুযোগ পায় তজ্জন্য বৌদ্ধ ছাত্র ছাত্রী অধ্যয়নরত শিক্ষায়তন সমূহে পালি শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হইবে কি ?

উত্তর

১।
২। } Materials are under collection.
৩.

শ্রী এস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফাষ্ট এণ্ড ফোরমোষ্ট আমাদের স্কুলের যা নিয়ম তাতে কোন ধর্ম্মমত অনুসারে স্কুলে ভর্ত্তি হয় না, কে মুসলিম কে বৌদ্ধ, কে জৈন, কে পার্শী। অতএব যদি কোন ছাত্র পালি ভাষা শিখতে চায় সেই অনুসারে সেই স্কুলের জন্য মঞ্জুর করা হয় এই নীতি এখন আমরা পরিচালনা করে আসছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী নরেশ রায়।

শ্রীনরেশ রায় :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০১০।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০১০ স্যার।

প্রশ্ন

১। Higher Secondary স্কুলগুলির প্রধান শিক্ষকগণের শিক্ষাগত যোগ্যতার নিম্নতম মান কত ?

২। Govt. ও Non-Covt. Higher Secondary স্কুলগুলিতে শিক্ষকগণের শিক্ষাগত এই মানের কোন তারতম্য থাকে কি না ?

উত্তর

১। হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদের জন্য শিক্ষাগত নিম্নতম মান :—

ক) ভাল অনার্স ডিগ্রী অথবা মাষ্টার ডিগ্রী।

খ) বি, টি, অথবা সমমানের ট্রেনিং ডিপ্লোমা।

গ) সেকেণ্ডারী স্কুলে অন্তত: ৫ বৎসরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা।

২। না।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৯।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—১৬৯ স্যার।

প্রশ্ন

১। ছেলেমা সিনিয়র বেসিক স্কুলকে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে উন্নীত করিবার আবেদন দীর্ঘদিনের সরকার অবগত আছেন কি ?

২। যদি অবগত থাকেন তবে বর্ত্তমান বাজেটে উক্ত স্কুলকে সেই সুযোগ দেওয়া যায় কিনা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৮।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৮ স্যার।

প্রশ্ন

১। সমগ্র ত্রিপুরায় সরকারী স্কুল সংলগ্ন স্কুলের নিয়ন্ত্রাধীনে কতগুলি সরকারী পুকুর বা দিঘী আছে ;

২। এগুলি সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয় কিনা, উহাতে মৎস্য চাষ করা হয় কিনা ?

উত্তর

1.
2.
} Materials are under collection.

মিঃ স্পীকার :—শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৫।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৫।

প্রশ্ন

ক) ত্রিপুরায় হস্তচালিত তাঁতশিল্প কতগুলি আছে।

খ) তাঁতশিল্পের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তাঁতীগণকে কোন লোন দেওয়া হইয়াছে কিনা ?

গ) এ পর্য্যন্ত দেওয়া লোনের পরিমাণ কত ?

উত্তর

ক) ১০,৫৯১টি।

খ) হ্যাঁ।

গ) কার্যাকরী মূলধন বাবত—টা ৩,৯১,২০০৲
শেয়ার মূলধন বাবত—টা ২৭,৭০৫৲
} ১৯৬৬-৬৭ ইং পর্য্যন্ত।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—বর্ত্তমান আর্থিক বছর ১৯৬৭-৬৮'এ কোন লোন দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—১৯৬৬ সনে যে সমস্ত তাঁতশিল্পী নিরাপত্তার অভাবে পাকিস্তান থেকে এসে ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছে তাদেরকে কোন ঋণ দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কত লোক এই পর্য্যন্ত এসেছে, এটা সেপারেট কোয়েশ্চান, অতএব আমি নোটিশ চাই।

Mr. Speaker :—Shri Suresh Ch. Choudhury.
Shri Suresh Ch. Choudhury :—Question No. 992.
Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 992.

প্রশ্ন

১। বগাফা Industryতে কি কি কাজ হয় ?

উত্তর

১। ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ইনষ্টিটিউটে হস্ত-চালিত তাঁতশিল্প এবং ছুতার মিস্ত্রীর কাজ এই দুই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়।

খ) রেশম শিল্প কেন্দ্র হইতে নীরোগ ডিম সরবরাহ করা হয়। পলু উৎপাদন এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রদর্শন করা হয় ; এবং গুটিপোকার চাষীদিগকে পলু ও গুটি পালন সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—এই পর্য্যন্ত কত লোককে হস্ত চালিত তাঁত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কত লোককে সেটা অল অন এ সাডেন দেওয়া শক্ত, তবে কত টাকা এইখানে ব্যয় হয়েছে তার আপ টু ডেট হিসাব আমি দিতে পারি। সো আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :—যারা তাঁতের কাজ শিখেছে তারা তাঁত চালিয়ে কোন রোজগার করছেন কিনা এই সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—দুয়েকজন ট্রেনি সেখানে কাজ করছে। যারা শিখেছেন তারাই সেই ব্যবসা গ্রহণ করেছেন এইরকম হিসাব আমার কাছে নেই। যারা শিখবে তারাই করবে তা হচ্ছে না। কারণ বি, এস, সি, পাশ করে হয়ত কেরানীতে ঢুকছে। এই হল বর্ত্তমান অবস্থা।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—প্রতি বৎসর কতজনকে হস্তচালিত তাঁত শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তাদের কোন ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—বগাফা ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট, training is imparted in weaving and carpentry. Duration of training in each trade is one year. 15 Nos. of seats are there. Stipend is paid Rs. 45/- per month to scheduled caste and schedule tribes trainees. General trainees are paid Rs. 25/- per month. At present there were 3 Nos. of trainees in weaving and 12 in carpentry upto August, 1967.

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ— এই যে কারপেনট্রি এবং উয়িভিং ট্রেনিংটা দেওয়া হয়েছে, এর দরুন কিছু প্রডাক্শন হচ্ছে কিনা সেখানে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—প্রডাক্শন বেসিসে করা হয় না, শুধু ট্রেনিং দেওয়া হয়।

Mr. Speaker :—There is one unstarred question. The Minister may lay on the Table of the House the reply of the Unstarred question.

CALLING ATTENTION

I have received Calling Attention Notice from Hon'ble Member Shri Promode Ranjan Dasgupta on the subject—"taking away of Shri Kinkar Debnath on 19. 3. 68 from Rangutia, P. S. Sidhai by the Pakistani People and Pak Police and felling down of trees within Gopalnagar garden by the Pakistani people under Sidhai P. S."

I have given my consent to the motion of Shri Promode Rn. Dasgupta to-day. I would request the Hon'ble Minister in-charge of the Department to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

Shri S. L. Singh :—Hon'ble Speaker, Sir, statement will be given on the 4th April, 1968.

DEMANDS FOR GRANTS

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business 6 demands viz. Demand Nos. 8 Parliament, State/Union Territory Legislature, 9 General Administration. 10 Administration Justice. 11 Jails, 13 Miscellaneous Departments and 23 Miscellaneous, Social & Developmental Organisation are to be disposed of. Members have received the list of Business along with the Appendix showing Demands to be moved by the Finance Minister. Now the Finance Minister will move this demands standing in

his name one by one when called by me and as soon as the Finance Minister has moved his Demands there will be discussion on the demands. There—after when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister to move the Demand Nos. 8, 9 & 10 together and Nos. 13 & 23 together respectively and I shall have one general debate on those demands as they are of allied nature; of course I shall dispose of the demands separately.

Now, I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demands Nos. 8 Parliament, State/Union Territory Legislature, 9 General Administration and 10 Administration of Justice together.

Shri Krishnadas Bhattacharjee:—Mr. Speaker, sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 4,85,000/-, exclusive of charged expenditure of Rs. 27,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1969 in respect of Demand No. 8 Parliament, State/Union Territory Legislature.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 52,39,000/-, exclusive of charged expenditure of Rs. 1,24,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968], be granred to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 9 General Administration.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 5,73,000/- exclusive of charged expenditure of Rs. 19,000/. [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 10 Administration of Iustice.

Mr. Speaker.—Now debate will start. I would repuest Hon'ble member Shri Monoranjan Nath to participate in the debate.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের সামনে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে তিনটি ডিমাণ্ড উপস্থিত করেছেন আমি তার সমর্থন জানাচ্ছি এবং তার সমর্থন জানাতে গিয়ে আমি কয়েকটি সাজেশন এবং বক্তব্য রাখব। গণতান্ত্রিক দেশে বিচার বিভাগের স্থান সর্ব্বোচ্চে।

যাতে দেশে ললেসনেস না আসে সেই দিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক ; নতুবা দেশে আসবে অরাজকতা। সাধারণ মানুষ দেশে শান্তিতে বসবাস করতে চায়। কাজেই সরকারের সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক এবং এডমিনিষ্ট্রেশন যাতে সুচারুরূপে চলে সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। আমি বিচার বিভাগের কথা আলোচনা করতে গিয়ে কয়েকটি কথা বলব। আমরা প্রায়ই দেখতে পাচ্ছি যে কেসগুলি অনেক ডিলে হয়। এই দেরী হওয়ার জন্য বিচার বিভ্রাট ঘটে। সুতরাং যাতে ডিলে না হয় সেই দিক দিয়ে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক।

আমি কয়েকটি বিষয় হাউসের সামনে ধরছি। যেমন ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড এ ১৪৫ নং ধারায় আছে যে কেস ইনষ্টিটিউট করার পর দুই মাসের মধ্যে কেস শেষ হবে। আমি এমন কেস জানি যার আরগুমেন্ট হয়ে গেছে এক বছর, দেড় বছর আগে কিন্তু তার জাজমেন্ট হয়নি। যে জায়গাতে আইনে বিধান আছে দুই মাসের মধ্যে কেস ডিসমিস করতে হবে, সেই জায়গাতে আরগুমেন্ট হওয়ার পর আরও দেড় বছর লাগে। এই রকম বহু কেস আছে যে দেরী হয়ে থাকে। এই দেরী হওয়ার বিভিন্ন কারণ আছে, সেই কারণগুলি আমি হাউসের সামনে তুলে ধরব। এই যে ১৪৫ ধারার কেস দীর্ঘদিন লিংগার করে দেরী হয় তার একটা কারণ হচ্ছে যে মেজিষ্ট্রেট বা এস. ডি. ও যিনি থাকেন তিনি একসিকিউটিভ ফাংশান নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, নানা জায়গায় ঘোরা ফেরা করেন, তার জন্য দেরী হয়। আর দেখা যাচ্ছে যে বিচারের কাজটা যদি ল'ইয়ার মেজিষ্ট্রেট দিয়ে হয় তাহলে অনেকটা সুবিধা হয়। কারণ আমাদের ত্রিপুরাতে তেমন ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা না থাকায় একটু ক্ষতি হয়। সেই জন্য আমি হাউসে অনুরোধ রাখব যে এ্যাট লিষ্ট ফাইভ ইয়ারস এক্সপিরিয়েন্সড্ ল'ইয়ারকে মেজিস্ট্রেসী পাওয়ার দেওয়া হয়। তারপর আমি বলব যে ডিলে হওয়ার আরেকটা কারণ হচ্ছে যে আমাদের যে প্রসেস সার্ভার বা পিওন আছে মফঃস্বলে, তাঁদের এই কাজ করার জন্য কোন টি. এ., ডি. এ'র ব্যবস্থা নাই, সেইজন্য প্রসেস রীতিমত সার্ভ হয় না। আমি ধর্মনগরের কথা এখানে উল্লেখ করছি যে ধর্মনগর যে প্রসেস সার্ভার আছে তাকে প্রসেস সার্ভ করতে যেতে হবে দশদা বা কাঞ্চনপুরে। তার ১০/১২ দিন টাইম লাগবে। প্রসেস যদি ঠিক মত সার্ভ না হয়, আসামী হয়ত হাজির হবে না, সেইজন্য আমি বলব পিওন বা প্রসেস সার্ভার যারা আছে তাদের জন্য টি. এ., ডি. এ'র ব্যবস্থা করা হউক যাতে তারা সুন্দর ভাবে প্রসেস'এর নোটিশ, সামন ইত্যাদি জারী করতে পারে সেই ব্যবস্থা করা হউক। তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক কেসে সুবিচারের বিঘ্ন ঘটার কারণ হচ্ছে। আমাদের মফঃস্বল সাব-ডিভিশানগুলিতে পাবলিক প্রসিকিউটার নাই। পাবলিক প্রসিকিউটার যদি কম্পিটেন্ট না হয়, ল'ইয়ার না হয়, তাহলে অনেক সময় প্রসিকিউশান কেস প্লীড করতে অসুবিধা হয় এবং দেরী হওয়ার কারণ ঘটে। সেই জায়গাতে আমি বলব যে প্রত্যেকটি মফঃস্বল সাব-ডিভিশানগুলিতে যেন ল'ইয়ার পাবলিক প্রসিকিউটার দেওয়া হয় সেই অনুরোধ আমি হাউসের সামনে রাখব। তাদের যদি সেলারীর ব্যবস্থা না করা যায় অন্ততঃ একটা এ্যালাউয়েন্সের ব্যবস্থা করেও পার্টিকুলার কেস হিসাবে দিলে সুবিধা হতে পারে।

আরেকটা আমি বলব যে সেপারেশান অব জুডিশিয়ারী ফ্রম দি এক্সিকিউটিভ, আমাদের কনষ্টিটিউশানেও প্রভিশান আছে, আর্টিকল ৫০এ। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমাদের ত্রিপুরাতে হয় নাই। ইনডিয়ার কোন কোন ষ্টেটে হয়ে গেছে। সুতরাং আমি হাউসের সামনে এই প্রস্তাব রাখব এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলব যাতে এক্সিকিউটিভ ফ্রম দি জুডিশিয়ারী সেপারেশান হয়।

তারপর আমি মুনসেফের পাওয়ার সম্বন্ধে বলব। গত সেশানেও আমি একথা বলেছি যে মুনসেফদের পাওয়ার ১৫।২০ বছর পূর্ব্বে যা ছিল, ২ হাজার টাকার জুরিস্ডিক্শান, আজও সেই দুই হাজার টাকার জুরিস্ডিক্শানই আছে। তাতে হচ্ছে কি ? ল্যাণ্ড ভ্যালুয়েশান, জায়গার দাম আগের দশ গুণের চেয়েও বেশী হয়ে গেছে। আগে যে জমির দাম ছিল ১০০ টাকা, সেখানে বর্ত্তমানে এক হাজার টাকা হয়ে গেছে। কাজেই সাধারণ একটা মোকদ্দমা করতে হলেই মুন্সেফের জুরিসডিকশান ছাড়িয়ে যায়। তাকে আসতে হয় আগরতলাতে। তাতে পাবলিক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং হেরাসমেন্ট হচ্ছে। ধর্ম্মনগর থেকে সাধারণ মোকদ্দমা করতে তাকে যদি আগরতলায় আসতে হয় তাহলে তা অনেক ব্যয় সাধ্য। সেইজন্য আমি বলব এইদিকে চিন্তা করে মুন্সেফের জুরিসডিকশান দুই হাজার থেকে যেন পাঁচ হাজার করা হয়।

তারপর হচ্ছে যে ত্রিপুরাতে যিনি জুডিশ্যাল কমিশনারের কাজ করছেন, তিনি ত্রিপুরা এবং মনিপুর এই দুই জায়গার কাজ করছেন। তাতে আমাদের ত্রিপুরার অসুবিধা হচ্ছে। কারণ তিনি মাত্র ১০।১২ দিন এখানে থাকেন। কাজেই আমি অনুরোধ রাখব আমাদের সরকার যেন শেপারেট জুডিশ্যাল কমিশনারের জন্য প্রস্তাব রাখেন এবং অবিলম্বে নিয়োগ করেন।

তারপর ত্রিপুরাতে জোনাল এস, ডি, ও বলে একটা কথা আছে। সেই জোনাল এস, ডি, ও বলে সি, আর, পি, সি'তে কোন প্রভিশান নাই এবং ইণ্ডিয়ার কোন ষ্টেটে, কোন জায়গায় সেটা নাই। আমাদের ত্রিপুরায় শুধু আছে এবং তাতে বিচার বিভ্রাট ঘটছে। তাই আমি বলব প্রত্যেকটি সাব-ডিভিশানে জোনাল এস, ডি, ও'র পোষ্ট এবলিশান করে সাব-ডিভিশন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট করা হউক।

সম্প্রতিকালে আমরা দেখছি যে দুর্বৃত্ত লোকগুলি এমন পর্য্যায়ে এসে পৌঁছছে, তাদের মনোবৃত্তি এমন পর্য্যায়ে পৌঁছেছে যা তারা যে কোন অপকর্ম, যে কোন অন্যায় বা দেশের ক্ষতি সাধন করতে দ্বিধা বোধ করে না। কাজেই সেই সমস্ত দুর্বৃত্তগণকে অবিলম্বে দমন করা দরকার এবং তাদের বিরুদ্ধে ড্রাষ্টিক এ্যাকশান দেওয়া দরকার, এগজেম্পল্যারি পানিশমেণ্ট দেওয়া দরকার, নতুবা তারা দেশের সমূহ ক্ষতি করবে। সেইদিকে আমি সরকারের নিকট অনুরোধ রাখছি যে দুষ্কৃতিকারীগণকে শাস্তি দেওয়া হউক। প্রসংগক্রমে আমি এখানে উল্লেখ করব যে গত নভেম্বর মাসে ভাংমুনে যে ঘটনা ঘটেছে, তার আসামীদিগকে ধৃত করা হলে—মার্ডার কেসএ তাদের ধৃত করা হলে, তাদের তিন সপ্তাহের মধ্যে জামিন দেওয়া হল। মার্ডার কেসে জামিন, আমি বলব, ম্যাজিষ্ট্রেটের দেওয়ার ক্ষমতা নাই। হয় ম্যাজিষ্ট্রেট তার জুরিস্ডিকশান ছাড়িয়ে গেছেন, নয়ত পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট আসামীদের বিরুদ্ধে কোন রকম প্রমাণ দায়ের করতে পারেন নাই। সুতরাং এই সমস্ত লোক যদি জামিনে মুক্তি পায় তা হলে ক্রাইম বেড়ে যাবে। হেজাছড়ায় আরেকটা হত্যাকাণ্ড এই সমস্ত দুর্বৃত্তকারীদের দ্বারা ঘটেছে। চার জন লোককে তারা

মেরে ফেলল, সমস্ত গ্রামকে ভস্মীভূত করল, কিছু সংখ্যক আসামী ধৃত হয়েছে এবং অনেক আসামী এখনও ঘুরাফেরা করছে তাদের ধরা হচ্ছে না। সেইজন্য আমি বলব যে এই সমস্ত কেসে যদি ড্রাষ্টিক এ্যাকশান নেওয়া না হয় তা হলে দেশের অবস্থার অবনতি ঘটবে। অতএব সরকারের কাছে অনুরোধ রাখব অবিলম্বে সেই সমস্ত ঘটনার জন্য ড্রাষ্টিক এ্যাকশান নেওয়া দরকার নতুবা ল'লেসনেস্ বাড়বে এবং আমরা অসুবিধার মধ্যে পড়ব।

তারপর আমি ডিমাণ্ড নাম্বার ৮ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমাদের এ্যাসেম্বলীতে ষ্টাফের অভাব আছে এই জন্য আমাদের কাজ কর্ম করতে অসুবিধা হচ্ছে। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য ষ্টাফ এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া আবশ্যক অবিলম্বে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরাধিকারঞ্জন গুপ্ত।

শ্রীরাধিকারঞ্জন গুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে যে তিনটি ডিমাণ্ড আমাদের অর্থমন্ত্রী এনেছেন আমি তা সমর্থন করছি। আজকে আমাদের যে জেনারেল অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন, শাসন বিভাগ, ওরা শুধু শাসনই করছেন না, শাসনের সাথে সাথে আজকে আমাদের উন্নয়নের যে প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টার সাথেও আজকে শাসন কর্তারা, মহকুমা শাসক, জেলা শাসক জড়িত। আজকে কি উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, কি আদিবাসী পুনর্বাসন, কি ভূমিহীন পুনর্বাসন, তফশিলী জাতির উন্নয়ন প্রতিটি কাজ মহকুমা বেসিসে তারাই করে থাকেন। কিন্তু আজকে আমরা দেখছি যে ত্রিপুরাতে মাত্র একটি জেলা এবং ১০টি মহকুমা এবং সেই মহকুমা গুলিকে নিয়ে ৪টি জোন হয়েছে। তাতে আছেন ৪জন জোন্যাল এস, ডি, ও। আমার বন্ধু মাননীয় মনোরঞ্জন বাবু বলেছেন সেই জোন্যাল এস, ডি, ও দের কথা। আজকে মহকমাগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে এ্যাডিশনাল এস, ডি, ও, রা। কিন্তু কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাদের আদেশ নিতে হয় জোনাল এস, ডি, ও, দের কাছ থেকে। জোনাল এস, ডি, ও, অনেক ক্ষেত্রে নিজে কিছু বলতে পারেন না। তিনি আবার যোগাযোগ করেন ডিস্ট্রীক্ট লেভেলের অফিসারদের কাছে। এর ফলে কাজ দেরী হয়। কাজেই এই ব্যবস্থাটা আমি মনে করি তুলে দেওয়া উচিত এবং প্রত্যেকটা মহকুমাতে একজন এস, ডি, ও, এর অধীনে নেওয়া দরকার। প্রত্যেকটি মহকুমাতে যাতে একজন করে কালেক্টার নিয়োগ করা হয় এবং ত্রিপুরাকে অন্ততঃ তিনটা জেলায় যাতে বিভক্ত করা হয় বা তিনটা জেলা করতে এখন যদি কোন অসুবিধা থাকে তাহলে তিনটা জোনে ভাগ করা যায় এবং প্রতিটি জোনে যেন একজন এ, ডি, এম, ইমমেডিয়েটলী পোষ্ট করা হয় তার জন্য আমি অনুরোধ করব। ত্রিপুরাতে যে পরিস্থিতি আজকে আমরা দেখছি, রাইভেল মিজোদের কার্যকলাপ, পাকিস্তানীরা তৎপর, চীনাপন্থীরা আজকে সক্রিয় এমতাবস্থায় আজকে আমাদের যে শাসনব্যবস্থা সেই শাসন-ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। সেজন্য আমার মনে হয় যে তিনটা জোন অবিলম্বে করা দরকার এবং একজন এ, ডি, এম, সেখানে পোষ্ট করা দরকার। বিশেষ করে আমি

বলব যে আমাদের যে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল সেই অঞ্চলগুলিতে আজকে প্রয়োজনের সময়ে বা উপযুক্ত সময়ে মহকুমা শাসকদের যোগাযোগ নাই। কারণ আমি দেখেছি যে গোবিন্দপুরে ইনসিডেন্ট হল কয়েকদিন আগে। সেখানে আজও (গোবিন্দপুরে) কোন এডিশন্যাল এস, ডি, ও পরিদর্শন করতে যান নি। কারণ মহকুমা শহরগুলি মহকুমার এক প্রান্তে পড়েছে এবং ঘটনা ঘটছে ঠিক উল্টো প্রান্তে। এইভাবে বৈরীরা তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থার সংগে সামঞ্জস্য রেখে যাতে এ, ডি, এম, দের হেড-কোয়ার্টার মহকুমা শহরের পাশেই এবং মহকুমার মধ্যবর্তী জায়গায় স্থাপন করা হয় যাতে জনগণের সংগে যোগাযোগ রেখে, তাদের অভাব অভিযোগ দেখতে পারেন।

তারপরের কথা হচ্ছে জাষ্টিসের কথা। একটা কথা আছে, জাষ্টিস ডিলেড, জাষ্টিস ডিনাইড'। কারণ আজকে আমরা দেখছি যে অনেক মোকদ্দমা যেগুলি তিন বছরের পুরাণো সেইগুলিও আদালতে উঠে। মোকদ্দমা এত স্তূপীকৃত হয়েছে যে তিন বছরের আগের নথিগুলি আজকে পেশ করা হচ্ছে। এর ফলে যারা নিঃসহায়, যারা দরিদ্র তারা সেই ন্যায় বিচারের সুযোগ থেকে অনেক সময় বঞ্চিত হচ্ছে। কারণ টাকা পয়সার অভাবে দীর্ঘদিন বিচার চালানো তাদের পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না। তার ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং এর ফলে সুযোগ নিচ্ছে যারা সুবিধাভোগী বা যারা বিত্তশীল। কাজেই যাতে তাড়াতাড়ি সেই মামলা মোকদ্দমার বিচার হয়, দোষী লোক যাতে সাজা পায় তার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি এবং এই বলেই আমার ভাষণ শেষ করছি

মিঃ স্পীকার —শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের সামনে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে যে তিনটি ডিমাণ্ড রেখেছেন তা আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করি এই জন্য যে আমাদের শাসন ব্যবস্থা সুন্দরভাবে জনসাধারণের কাজে নিয়োজিত করতে এই অর্থের প্রয়োজন আছে। এই প্রসঙ্গে মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন নাথ এবং শ্রীরাধিকারঞ্জন গুপ্ত আলোচনা করেছেন। তবুও দুই একটা কথা বলা দরকার এডিশনাল এস, ডি, ও, এবং জোনাল এস, ডি, ও, সম্পর্কে। এই হাউসে ইতিপূর্বে এই সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে এবং আমিও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে এডিশনাল এস, ডি, ও, এবং জোনাল এস, ডি, ও, এইগুলি লিগেল টার্মস নয়। যে আইনের বলে জিলা এবং মহকুমাগুলি সৃষ্টি হয় তার বিধানে আছে যে মহকুমা শাসকদের এবং জিলা শাসকের পদবী কি হবে। সেখানে পরিষ্কার আছে—যে জুডিসিয়ারী কাজের বেলায় প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা সম্পন্ন সাবডিভিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেট থাকবেন এবং জুডিসিয়ারী কাজ ছাড়া এক্জিকিউটিভ ফাংশন করবেন যিনি তার উপাধি হবে এস, ডি, ও,। এডিশন্যাল এস, ডি, ও, এই আইনগুলিতে নেই বা জোনাল এস, ডি, ও, নাই। সরকার দীর্ঘদিন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছেন এটা বাদ দেওয়া যায় কিনা। এর ত্রুটিবিচ্যুতি মাননীয় রাধিকাবাবু

আলোচনা করছেন। আমি আর এই দিকে যেতে চাই না। তবে যথা সত্বর এই পদবীগুলি যাতে উঠিয়ে দেওয়া হয় সেই জন্য আমি অনুরোধ করব এবং ত্রিপুরাকে প্রয়োজনের তাগিদে যাতে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। কারণ একটা জেলা কত বর্গমাইল এলাকা নিয়ে হবে তার কোন বিধান নাই। ভারতবর্ষের সংবিধানেও নাই বা অন্যান্য কোন রাজ্যেও নাই। ভারতবর্ষের বহু জেলা আছে ১০০০ বর্গমাইলের কম এলাকা নিয়ে বা তার অর্ধেকেরও কম এলাকা নিয়ে বহু জেলা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র আছে। কাজেই ত্রিপুরার টোপোগ্রাফিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং আমাদের শাসনব্যবস্থা সুচারুরূপে চালনা করার জন্য অবিলম্বে ত্রিপুরাকে একাধিক জেলায় বিভক্ত করা প্রয়োজন।

আর একটি বিষয়ে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব। সেই বিষয়টি হল সাবডিভিশন্যাল বাউণ্ডারীর এডজাষ্টমেণ্ট করা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি আমাদের হাউসে একটা ত্রিপুরার ম্যাপ থাকত তাহলে আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারতাম। আমি অনুরোধ করব ভবিষ্যতে অধিবেশন চলাকালীন আমাদের এই হাউসে আমাদের ত্রিপুরার একটা ম্যাপ দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখার জন্য। স্বাধীনতা পাওয়ার পর দেখা যায় খোয়াই, কৈলাসহর এবং ধর্ম্মনগর বিভাগের অ্যাডজাষ্টমেণ্ট করতে গিয়ে কৈলাসহরের কিছু অংশ ধর্ম্মনগরের অন্তর্ভুক্ত হয়। ঠিক এইভাবে সাবরুম মহকুমার কিছুটা অংশ, জলাইয়ার কাছে সেই অংশটা, যার সংগে যোগাযোগ অমরপুরের, সেই অংশটা অমরপুরে যাওয়া দরকার। আর একটা অঞ্চল খোয়াই মহকুমার অধীন, এটা কমলপুর মহকুমার দক্ষিণে এবং সেইসব অঞ্চলের স্কুলগুলিও ছিল কমলপুর ইনসপেক্টরেটের অধীন খোয়াই ইন্সপেক্টরেটের অধীন নয়। সেই জায়গায় রেশন সাপ্লাই করতে হয় আমবাসা গুদাম থেকে। এই অঞ্চলটা কমলপুরের দক্ষিণে অবস্থিত এবং পাকিস্তান সামান্ত ঘেঁসে। এটা কমল পুর মহকুমায় যাওয়া দরকার। ঠিক তেমনিভাবে সদর মহকুমাকে দুইটি সাবডিভিশনে ভাগ করা দরকার।

আজকে যে দিন পড়েছে, সমাজদ্রোহীরা, বিচ্ছিন্নতাকামীরা, মাননীয় সদস্য উল্লেখ করেছেন, আমরা দেখি যে ধর্ম্মনগরের দক্ষিণাঞ্চলে, কৈলাসহরের দক্ষিণাঞ্চলে এবং অমরপুরের দক্ষিণাঞ্চলে অর্থাৎ সমগ্র ত্রিপুরায় তারা যেভাবে তৎপর হয়ে উঠেছে তাতে আমাদের মনে হয় যে আমাদের যেন প্রকৃত শাসনব্যবস্থা নেই। হয়ত আমরা কোনদিন শুনতে পাব যে পাকি ান তাদের দাবী উত্থাপন করেছেন। কাজেই সময় থাকতে যে সমস্ত গোলমাল হচ্ছে ঠিক এই সময়ে আমাদের সম্পূর্ণ অবহিত হয়ে সেইসব জায়গায় আমাদের শাসনব্যবস্থা কার্য্যকরীভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

আমি প্রস্তাব করব যে ধর্মনগর মহকুমার দক্ষিণাঞ্চল এবং কৈলাসহর মহকুমার পৃথক সাবডিভিশান গঠন করা হোক। এইগুলি যত সত্বর গঠন করা যায় ততই ত্রিপুরার পক্ষে মংগল। আমি আর একটা বিষয়ের প্রতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব। জেনারেল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান'এর কথা বলতে যেয়ে আমি ইতিপূর্ব্বেও এই হাউসে আলোচনা করেছি। সেটা

হচ্ছে পুরাতত্ব সম্পর্কিত বিষয়। যদিও পুরাতত্ব সংরক্ষণ এটা কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব, তবুও যদি আমাদের সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে রেগুলারলি অবহিত না করেন, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করেন তা হলে ত্রিপুরাতে বিভিন্ন জায়গায়—বিশেষভাবে কৈলাশহর মহকুমার ঊনকোটি পাহাড়ে, দেবতামুড়ার পর্বতগাত্রে যেসব দেবতা মূর্তি ক্ষোদিত আছে বা মধ্যে মধ্যে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত দেবমূর্তি পাওয়া যায়, সেগুলো সংরক্ষিত হবে না অযত্নে পড়ে থাকবে। কিছুদিন আগেও উদয়পুরে গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল'এর পুকুরের পংকোদ্ধার করার সময় সুন্দর একটা কৃষ্ণমূর্তি আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু সেটা কোথায় আছে কেউ জানে না। আমি অনুসন্ধান করেছিলাম, ডেপুটী ডিরেক্টার বললেন সেটা কোথায় আছে জানেন না। অমরপুর দুই তিনটি কৃষ্ণমূর্তি আবিষ্কৃত হয় কিন্তু সেগুলি কার দায়িত্বে আছে কেউ বলতে পারে না। ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট হয়তো বলতে পারেন যে এই দায়িত্ব আমাদের নয়। কিন্তু আমি জানতে চাই কেন্দ্রীয় সরকারকে এ সম্পর্কে জানান হয়েছে কিনা ?

এমনি করে বিলনীয়ার বিলাসপুর অঞ্চলে একটি বিরাট সভ্যতার নিদর্শন পড়ে আছে। জার্মান থেকে একজন পুরাতত্ববিদ এখানে এসেছিলেন। তিনি এইগুলি দেখে যে সময়ের নির্ণয় করেছেন সেটা হচ্ছে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ৭ম শতাব্দীর নির্মিত। সেইসব মূর্তি অযত্নে পড়ে আছে। যদি এসব অঞ্চলে খনন কার্য চালান যায় তাহলে একটা লুপ্ত সভ্যতার ইতিহাস'এর অংশ বিশেষ উদ্ধার করতে আমরা সক্ষম হব বলে আমার বিশ্বাস। বিলনীয়াতে একটা পুরাণ রাজবাড়ীর সন্ধান পাওয়া গেছে, সেটা হল চাকমা আমলের। আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য ময়নামতি অঞ্চলে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে একটা পুরাণ সভ্যতার সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, দশম শতাব্দীর বিভিন্ন নৃপতির বৌদ্ধ সভ্যতার বিস্তার যে সময় লাভ করেছিল সেই আমলের জিনিষ তারা সংরক্ষণ করেছে। সেটা একটা মুসলিম রাষ্ট্র। একটা মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষে যদি এতগুলি অর্থ ব্যয় করে সংরক্ষণ করা সম্ভবপর হয়, তাহলে আমাদের সিকুল্যার ষ্টেটে কেন সম্ভব হবে না ? যে জাতি তার অতীত সম্পর্কে অবহিত না হন, অতীতের ইতিহাস উদ্ধার করতে না চায়, মনে করতে হবে সেই জাতীর দুঃসময় অতি নিকটবর্তী। এই সম্পর্কে যা কিছু করণীয়, কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে পর্য্যালোচনা করলে আর্থিক সাহায্য নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় সরকার দেবেন। এই ব্যবস্থা সত্বর অবলম্বন করার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব।

আর বিচার বিভাগ সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা আলোচনা করেছেন। বিচার বিভাগ সম্পর্কে আমি শুধু একটা কথা বলতে চাই। বিভিন্ন মহকুমার যে সব এস, ডি, ও বা শাসন কর্ত্তা নিয়োগ করা হয়, তাদের আইন সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকে না। কারণ তারা আইন পাঠ করেন না। আমরা ত্রিপুরাতে ট্রায়িং ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগের ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবত অনেকগুলি মামলা পেনডিং অবস্থায় পড়ে আছে। এইগুলি তাড়াতাড়ি ডিস্পোজ যাতে

হয় এবং যে সমস্ত ট্রায়িং ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়, তারা যেন ল' গ্র্যাজুয়েট হন, সেইদিকে দৃষ্টি দিতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আজকে আমাদের হাউসের সামনে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে তিনটি ডিমাণ্ড উত্থাপন করেছেন মঞ্জুরীর জন্য, আমি তা সমর্থন করি। প্রথমতঃ পার্লামেন্ট, স্টেট ইউনিয়ন এণ্ড লেজিসলেচারের উপর দুই, একটি বক্তব্য রাখব। এখানে আমরা দেখছি যে এবারও ৫,১২,০০০ টাকা ১৯৬৮-৬৯ সালের বাজেটে রাখা হয়েছে। আজকে এই আলোচনা করতে যেয়ে আমি দুই একটি দিকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। সেটা হচ্ছে আমাদের এটা ইউনিয়ন টেরিটোরী। অবশ্য আমাদের এখানে বিধান সভা হয়েছে, তার যে ষ্টাফ পজিশান, সেই সম্পর্কে দুই চারটি কথা বলতে চাই। আমাদের নানা কমিটি বা লেজিসলেচার ব্যাপারে কতকগুলি যে বক্তব্য, তার রিকম্যাণ্ডেশান এবং তার সাথে মন্তব্য সংক্রান্ত অনেক কাজকর্ম আজকে আমাদের সেক্রেটারীকে একা করতে হয়। তার কারণ তাঁকে এসিস্ট করার জন্য এ্যাসেম্বলীতে কোন পোষ্ট নাই, কোন অফিসার নাই। আমি এইটুকু অনুরোধ রাখব যে আমাদের এ্যাসেম্বলীর ষ্টাফ পজিশন স্ট্রেংদেন যাতে করা হয়, বিশেষতঃ— কমিটি গুলোর জন্য একজন কমিটি অফিসার নেওয়া দরকার যাতে আমাদের কমিটির কার্য্যকলাপ ভালভাবে চলতে পারে। ২য় আরেকটা ব্যাপারে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো সেটা হচ্ছে এই যে সিকিউরিটি ষ্টাফ যারা এখানে আছে, তারা ক্লাস ফোর এমপ্লয়ী, তাদের কি পজিশান, কি স্টেটাস, কি বেতন কি সার্ভিস সিকিউরিটি, সেটা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া উচিত এবং তাদের পার্মানেন্সী, তাদের সার্ভিস, তাদের পে সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে চিন্তা করা উচিৎ। ক্লাস ফোর এম্পলয়ী যারা আছে, সিকিউরিটি ষ্টাফ তাদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব, বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার জন্য।

জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশান এণ্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশান অব জাষ্টিস এই দুইটি একত্রে করে আমি বলব। আমার পূর্বে যে তিনজন মাননীয় সদস্য বলেছেন তারা তিনজনই হচ্ছেন আইন ব্যবসায়ী, অতএব ওই সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু বলব না। তবে আমি শুধু সাধারণ কয়টি কথা এই হাউসে রাখব সেটা হচ্ছে এই হাউসে একবার ইউনেনিমাসলি একটা প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল যে সেপারেশান অব জুডিশিয়ারী ফ্রম দি একজিকিউটিভ। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেটাকে ইম্পলীমেন্ট করা হল না কেন আমরা জানি না। কিন্তু কেন এই প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল? সেটার কারণ হচ্ছে এই যে একজিকিউটিভ'এর হাতে যদি বিচারের ক্ষমতা থাকে, তবে অনেক সময় সেই বিচার ঠিক ঠিক ভাবে হয় না। না হওয়ার একমাত্র কারণ একজিকিউ-টিভ হেড যারা আছেন তাহাদের অনেক সময় একজিকিউটিভ ফাংশান করতে হয়। তাদের মত অনেক সময় নিরপেক্ষ না ও হতে পারে। বিশেষ করে সেই জন্যই একজিকিউটিভকে

জুডিশিয়ারী থেকে সেপারেট করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কারণ যে গ্রেপ্তার করবে, সেই বিচার করবে দোষী কি নির্দ্দোষী, সেটা হতে পারে না। সেটা অনেক সময় ঠিক বিচার হয় না। সেইজন্য আজকে ভারত সরকার এবং আমাদের সংবিধান এটাকে বিশেষ ভাবে গ্রহণ করেছেন। আমি আশা করব মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে বিবেচনা করবেন যাতে আমাদের সৎ নাগরিক এবং সমস্ত নাগরিক উপযুক্ত ভাবে বিচার পেতে পারে এবং ন্যায় বিচার পায়। ২য় কথা হচ্ছে. যে কথাটা বলা হয়ে থাকে যে জাষ্টিস ডিলেড, জাষ্টিস ডিনাইড। সেখানে আমার কথা হচ্ছে এই যে একজিকিউটিভের হাতে যদি বিচার থাকে, তারা যদি বিচারের মালিক হন. তবে একজিকিউটিভ হেড-তারা ডিপুটিই হউক, সাব ডিপুটিই হউক বা সাব-ডিভিশন্যাল মেজিস্ট্রেটই হউক তাদের মালটিফেরিয়াস ওয়র্ক থাকে অনেক সময় তারা কোর্টে উঠতে পারেন না... তারা অনেক কাজে চলে যায়। অনেক সময় তারা কোর্টে উঠতে পারে না। হয়ত গ্রাম থেকে একটা লোক এসে দেখল যে তারিখ পড়ে গেল। পেশকার বাবু জানিয়ে দিলেন যে এক মাস পরে আসতে হবে। তার কারণ হাকিম সময় মত কোর্টে আসতে পারলেন না। এই যে একটা অবস্থা, এতে আমাদের সাধারণ নাগরিকদের একটা আর্থিক দুর্গতি ভোগ করতে হয়। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে বাঘের থাবায় সাত ঘা। এখানে একটা বিচার শেষ হতে সাত বছর লেগে যায়। মাসের পর মাস তারিখ পড়ে। অনেক সময় কেস আরম্ভই হয় না, দিনের পর দিন তারিখ পড়ে যাচ্ছে। এই অবস্থা আর বেশী দিন চলতে দেওয়া যায় না। বিচার ডিলে করলে হয় কি ? ব্রিটিশ আমলে অনেক জমিদাররা বলত যে হারতে হারতে তোকে আমি ভিটা ছাড়া করব। গরীব প্রজার বিরুদ্ধে নালিশ করে, তাকে মামলায় জড়িয়ে নিজে হারতে থাকে, কিন্তু তারিখের পর তারিখ প্রজাকে কোর্টে দৌড়াতে হয়। এই ভাবে বার বার কোর্টে যাওয়ার ফলে তার আর্থিক অবস্থায় টান পড়ে এবং সে ভিটা ছাড়তে বাধ্য হয়। এই ভাবেই জমিদার হারতে হারতে তার মামলার প্রতিশোধ নেয়। আজকে যদি বছরের পর বছর ডেট পড়ে তাহলে এই যে গরীব, যার বিরুদ্ধে লেগেছে এক ধনী, সে কৃষক হোক, তালুকদার হোক বা মহাজন হোক, সে চায় তার কাছে ঐ গরীব মাথা নত করুক এবং সেটা সে করে তারিখের পর তারিখ ফেলে। সেটাকে আজ আমাদের পরিবর্ত্তন করবার দিন এসেছে এবং সেই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মত ভাবে এই হাউসে নেওয়া হয়েছিল।

আর একটা কথা অমোদের জেনারেল অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন সম্বন্ধে বলব। গরীব কৃষক অনেক আশা নিয়ে এই গণতান্ত্রিক রাজত্বে তাদের দুঃখ কিংবা অভাবের প্রতিকার প্রার্থনা করে দরখাস্ত দেয় বা যে কোন প্রয়োজনীয় কারণে দরখাস্ত দেয় এস, ডি, ও, বা অন্যান্য অফিসারদের কাছে, সে অন্ততঃ একটা উত্তরের আশা করে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে লাল ফিতার বাঁধনে সেই দরখাস্তগুলি বছরের পর বছর পড়ে থাকে। একটা অ্যাকনলেজমেণ্ট পর্য্যন্ত তারা করে না। যদি এই গভর্ণমেণ্ট ফর দি পিপল, বাই দি পিপল হয় তবে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন দরকার। পিপলের যে দাবী, পিপলের যে দরখাস্ত তার স্বীকৃতি, তার

সম্মান দিতে বাধে আমাদের এই কর্ম্মচারীদের। দে শুড নট ফরগেট দ্যাট দে আর পাবলিক সার্ভেন্ট। অতএব সেই দরখাস্তগুলির যে দুর্দশা হচ্ছে, সেই দুর্দশা থেকে যাতে ঐগুলি মুক্ত হয় সে জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখব। কারণ আমি জানি ত্রিপুরার সাধারণ লোকের দুঃখ দারিদ্র তিনি অনুভব করেন এবং সেটাকে মোচন করবার জন্য তাদের ঋণের দরখাস্ত, সীমানার দরখাস্ত এই সমস্ত দরখাস্তের উত্তর যাতে পাওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করবেন। আমাদের স্পিরিট অব সার্ভিস যদি পরিবর্ত্তন না হয়, চিন্তাধারার যদি পরিবর্ত্তন না হয়, তাহলে আমাদের একজিকিউটিভ ভাগ করলেও এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটানো যাবে না। এই আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের পরিবর্ত্তন না ঘটলে সেটা সম্ভবপর নয়। কিন্তু আমি আশা করি যে বর্ত্তমান যে গণতান্ত্রিক সরকার, সেই সরকারের চিন্তাধারার প্রভাব আমাদের সরকারী কর্ম্মচারীদের মনের উপর পড়বে এবং সেই দিক দিয়ে তারা সাধারণ গরীবদের দরখাস্তগুলি যাতে অকারণে বছরের পর বছর পড়ে না থাকে তার দিকে লক্ষ্য রাখবেন।

তারপর আমি আর একটি জিনিষের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সেটা হচ্ছে আমাদের রিহেবিলিটেশনের ব্যাপারে। সেখানে আমি বলব যে এটার পরিমাণ দিনের পর দিন কম হয়ে আসছে। কিন্তু আজকালও অগুণিত রিফিউজি আমাদের দেশে আসছে এবং সেখানে আমাদের যে আপরুটেড হিউম্যানিটি, যারা পাকিস্তান থেকে আসছে, তাদের পুনর্ব্বাসন করা দরকার। এই কথা সত্যি ত্রিপুরার লোকসংখ্যা বেড়েছে এবং ত্রিপুরার যে অ্যারিয়া এবং তার যে ল্যাণ্ড তা যে সীমিত সেটা আমরা জানি, জানা সত্বেও আজকে যে অ্যাস্যুরেন্স পাকিস্তানের হিন্দুদের আমরা দিয়েছি, সেই অ্যাস্যুরেন্সকে আমাদের রক্ষা করা উচিত এবং আমি জানি যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বার বার ঘোষণা করেছেন যে তিনি সর্ব্বশক্তি দিয়ে সেই অ্যাস্যুরেন্সকে রক্ষা করবেন। তাই তারা যাতে আজকে পথে ঘাটে না মরে এবং তারা যাতে বাঁচার সুযোগ পায় সেই দিকে নজর দেবার জন্য আমাদের রিহেবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টকে আর একটু শক্তিশালী করা দরকার।

আর দ্বিতীয় হচ্ছে কমিউনিকেশনের অবস্থা। কাঞ্চনপুর থেকে জম্পুই হিল পর্য্যন্ত কমিউনিকেশন সেই রকম হয় নাই। তাতে আমার মনে হয় যে আমাদের ত্রিপুরাকে তিনটা ডিস্ট্রিক্ট'এ ভাগ করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। দেখা দিয়েছে এই জন্য যে আজকে মিজো অঞ্চলে, কাঞ্চনপুরে এবং জম্পুই অঞ্চলে, উত্তর ত্রিপুরায় আমদের একটা শক্তিশালী অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থাকা দরকার এবং এইসব অঞ্চলে যাতে সমাজদ্রোহীরা, আভ্যন্তরীন সমাজবিরোধী যারা আছেন, স্যাংক্রাক এবং যারা ত্রিপুরার অখণ্ডতায় আঘাত দিতে চেষ্টা করছেন আর তার সাথে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে রাজনৈতিক দলগুলি বিশেষতঃ বাম কম্যুনিষ্ট যেভাবে একটার পর একটা বন পুড়িয়ে দিচ্ছে, যে বন হচ্ছে আমাদের সম্পদ সেগুলিকে রক্ষা করবার জন্য আজকে আমাদের জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে আরও শক্তিশালী করা দরকার এবং সেই দিকে আমাদের

মাননীয় সদস্য রাধিকা বাবু প্রস্তাব রেখেছেন সেটাকে আমিও সমর্থন করছি। এই বলে এই তিনটি ডিমাণ্ডের সমর্থন করে আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

Mr. Speaker— Now I would request the Chief Minister to give reply on the debate.

শ্রী এস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তিনটি ডিমাণ্ডে বাজেট বরাদ্দ যথাক্রমে ৫,১২,০০, ৫৩,৬৩,০০০ এবং ৫,৯২,০০০ রাখা হয়েছে। এই বরাদ্দকে সমর্থন করতে যেয়ে মাননীয় সদস্যরা কতগুলি সাজেশান হাউসের কাছে রেখেছেন। জেনারেল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানকে ষ্ট্রেংদেন করা, জুডিশ্যালকে ষ্ট্রেংদেন করা এবং পার্লামেন্টারী এ্যাফেয়ার্স এ্যাসেম্বলীকে ষ্ট্রেংদেন করা খুবই আবশ্যক, সেটা আমি নিজেও উপলব্ধি করি। এখন যেটা লেখা হচ্ছে জোনাল এস, ডি, ও, সেটা লেখা হবে ডিপুটি কালেক্টার এবং সাবডিভিশন্যাল কালেক্টার এবং সেই অনুসারে আমরা ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টকে লিখেছি, আশা করি অগৌণে সেটা আমরা পাব। সেইদিকে আমাদের অসুবিধা যেটা হচ্ছে, সেটা দূর করতে পারব। দশটি সাবডিভিশানে দশজন ডিপুটি-কালেক্টার থাকবেন এবং তার নীচে থাকবেন সাব-ডিপুটি কালেক্টার। একটা জেলা হলে পরে অসুবিধা হয় সেটা আমিও উপলব্ধি করি। সেটা জেনার্যাল এ্যডমিনিস্ট্রেশানে কেবল মাত্র নয়। জেনার্যাল এডমিনিষ্ট্রশান থেকে আরম্ভ করে পঞ্চায়েত পর্যন্ত এই অসুবিধা চলছে ভাগ না করার দরুণ। সেইদিক দিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ভারত সরকারকে জানিয়েছি, সেটা তাদের রিকম্যাণ্ডেশানের উপর নির্ভর করছে।

তারপর একটা কথা বলা হয়েছে বিচার বিভাগ সম্বন্ধে যে বিচার বিলম্বিত হলে সেই বিচার অস্বীকৃত হয়, সেটা সত্য কথা। অতএব সেটাকে গীয়ার আপ করার জন্য, যাতে বিলম্ব না হয়, সেইজন্য বিচার বিভাগ আমরা করেছি। এই হাউসের মধ্যে ইউনেনিমাসলি রিজলুশান আমরা একটা নিয়েছিলাম যে জুডিশিয়্যারীকে সেপারেট করব। কিন্তু সেটা একজিকিউট করতে গেলে পরে যে যে জিনিষ দরকার, ফিনান্স দরকার, সেইসব জিনিষ আমাদের হাতে নেই। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের এইডের উপর সমস্ত কিছু আমাদের নির্ভর করতে হয় এবং আমাদের প্রস্তাবগুলি সেই আকারে তাদের কাছে যায়। তাদের ফিনানশ্যাল এগ্রিমেন্টের উপর এটার অস্তিত্ব নির্ভর করে, এটা মাননীয় সদস্যরা প্রত্যেকে অবগত আছেন।

তারপর বলা হয়েছে বিচারক যিনি হবে তাকে ল'ইয়ার হতে হবে। এদিক দিয়ে আমাদের শাসন পদ্ধতি যেভাবে চলছে সেটা হ'ল, আই. এ, এস, সার্ভিস আছে, সেই সার্ভিস অনুসারে সেখান থেকে রিক্রুট করা হয় এবং সেই অনুসারে ল'ইয়ারও থাকে এবং নন-'ল'ইয়ারও থাকে। অতএব সেটা নির্ভর করছে সেই সিসটেমের উপর। সেই সিসটেমকে বাতিল করার ক্ষমতা আমাদের নেই। অতএব ইট ডিপেণ্ডস আপন দি সেন্ট্রাল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান। তারপর বলা হয়েছে প্রসেস সার্ভ যারা করে তাদের নাকি টি, এ, ডি, এ, দেওয়া হয় না।

নিশ্চয়ই দেওয়া হবে যদি তার দূরত্ব থাকে, তা হলে তার দূরত্ব অনুসারে সেটা দেওয়ার বিধান আছে এবং সেই অনুসারে তারা তা পেয়েও থাকেন, না পাওয়ার কারণ আমি দেখছি না। তারপর বলা হয়েছে যে পাবলিক প্রসিকিউটার সাবডিভিশানগুলিতে না থাকার দরুণ বিচার ঠিক ঠিক মত হচ্ছে না, অতএব সেখানে ল'ইয়ার নিয়োগ করা হউক অথবা ল'ইয়ার পাবলিক প্রসিকিউটার রাখা হউক। এটার একটা বিরাট সমস্যা আছে। সেই সমস্যাগুলি আর্থিক সমস্যার সাথে সংগতিপূর্ণ। অতএব এনি ইনক্রীজ ইন দি বাজেট, ইট ডিপেন্‌ডস আপন দি স্যাংশান অব দি গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া। অতএব এই সম্পর্কে এর বেশী কিছু বলা বা স্বীকৃতির কোন আভাস এই হাউসের সামনে আমি রাখতে পারব না। রুলসের পাওয়ার ইনক্রীজ করা, পিকিউনিয়ারী জুরিসডিকশান সম্বন্ধে যেটা বলা হয়েছে সেটা সত্য। সেগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। জুডিসিয়াল কমিশনার একজন শুধু ত্রিপুরার জন্য নিয়োগ করার জন্য যে যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে সেটা সত্য, জুডিশ্যাল কমিশনার সেপারেট হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরায় যে কেস আছে সেই কেসে জুডিশ্যাল কমিশনার সেপারেট করার কোন যৌক্তিকতা নাই, সেই জন্য সেটা এখন পর্য্যন্ত হচ্ছে না। আর জোনাল এস, ডি, ও সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে জোন্যাল এস, ডি, ওর পোস্ট এ্যাবলিশ করা হউক। জোনাল এস, ডি, ও এখন থেকে প্রত্যেকে হল ডিপুটি কালেক্টার র‍্যাংক এবং কয়েকটি জোনে আমরা তাদের রাখি, সেটা হল এইজন্য, যে যতক্ষণ পর্যন্ত না জেলা ভাগ করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই সিসটেমকে চালিয়ে যেতে হচ্ছে শুধু একটা লিংক এস্টাব্লিশ করার জন্য। তারপর বলা হয়েছে যে দুষকৃতিকারীদের একজামপলারী পানিশমেণ্ট দেওয়ার জন্য। দুষ্কৃতিকারীদের দণ্ড বিধানের বিধি ফৌজদারী আইনে আছে এবং সেই অনুসারে কার্য্য পরিচালনা করা হচ্ছে। কিন্তু এখানে মনে রাখতে হচ্ছে, দ্যাট উই আর লিভিং ইন এ ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি। অতএব সেই জায়গাতে খুব সতর্কতার সহিত আমাদের অগ্রসর হতে হয়। কারন এখানে ইন্টারন্যাল ডিসটারবেনস হয় যেমন ভানমুন, হেজাছড়ার কথা বলা হয়েছে। সেটা হচ্ছে কোন নৈরাজ্যবাদীদের দ্বারা টেরারিজমের কাজ সেখানে চলছে, সেটাকে বাধা দিতে হলে কেবল মাত্র একজিকিউটিভ ফোর্স দিয়ে সেটাকে দমন করা চলে না। সেই টেরারিজমের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্য দেশের জনসাধারণকে সেই দিক দিয়ে ট্রেংদেন করতে হবে, জনসাধারণের মধ্যে সেই মনোবল সৃষ্টি করতে হবে। কেবল মাত্র পানিশমেণ্ট দিয়ে পানিশমেণ্টের শেষ হয় না। তাই যদি হত তা হলে এই ফৌজদারীর দণ্ডবিধি অনেকদিন থেকে ভারতবর্ষে চলছে, পৃথিবীর মধ্যে চলছে। মার্ডার আইনের ৩০২ ধারা অবলম্বিত হচ্ছে তাদের হাজতে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তার দ্বারা পৃথিবী থেকে মার্ডার কমে যায়নি। নানা দিক দিয়ে, নানাভাবে সেটা সংগঠিত হচ্ছে বিরাট আকারে। অতএব সেই দিক দিয়ে আজকে দেশের পরিবেশের সাথে চিন্তা করে. জেনারাালি এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানকে পরিচালনা করতে হয় এবং সেইভাবে চিন্তা রাখতে হয়। তারপর বলা হয়েছে মার্ডার কেসে আসামীর বিরুদ্ধে ৩৯২ ধারা আরোপ করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে হয়ত বা

পুলিশ মেমো অব এভিডেন্স ঠিকভাবে রাখেনি অথবা মেজিস্ট্রেটেরএর সেই পাওয়ার নেই। সেই সম্পর্কে আমি গতকালও বলছি যে বিশেষভাবে তার খবরাদি না পেয়ে সেই তথ্য পরিবেশন করা বা আরোপ করা আমাদের পক্ষে সঙ্গত হবে না, কাজেই আমি এই বিষয়ে বিস্তারিত বলতে পারব না। তারপর হেঙ্গাছড়ার কথা বলা হয়েছে যে দুষ্কৃতিকারীদের সাজা দেওয়া হউক। দীজ আর অল দি টেরারিষ্টিক এ্যাকটিভিটিজ। অতএব সেটাকে দমন করা খুবই শক্ত। সেই অঞ্চলের লোক যারা আছে, তাদের মনের উপর যদি আমরা আধিপাত্য বিস্তার করতে না পারি, তাহলে কেবল পুলিশ ও মিলিটারী দিয়ে টেররিস্টিক অ্যাকটীভিটীজ এবং অ্যাড-ভান্চারিষ্ট অ্যাকটীভিটীজ বন্ধ করা যায় না এই আমার বিশ্বাস। অতএব এগুলি বন্ধ করার জন্য, দেশের মধ্যে অরগেনাইজেশন গড়ে উঠা দরকার যাতে জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই সমস্ত কার্যকলাপকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে যায়। যে দেশে জনসাধারণ এই ধরণের কার্য্যকলাপের মোকাবিলা করে, সেখানে এটা অনুষ্ঠিত হতে পারে না।

অ্যাসেম্বলী স্টাফ সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে। সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করে অ্যাসেম্বলী স্টাফ নেওয়া হয়েছে। ফোর্থ ক্লাশ এমপ্লয়ীদের কথা বলা হয়েছে যে তাদের স্থায়িত্ব নেই। গভর্ণমেণ্ট ষ্টাফ যেভাবে স্থায়ী হচ্ছে তারাও ঠিক সেইভাবে স্থায়ী হবে এবং প্রমোশন পেনশন পাবে। অতএব সেই দিক দিয়ে তাদের কোন ক্ষতি হওয়ার কারণ আমি দেখছি না। তবে যে সাঙ্কেশন রাখা হয়েছে, সেগুলি আমরা বিচার বিবেচনা করে, পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখব। অল দিজ আর কানেকটেড উইথ ফিনানসিয়াল অ্যাফিয়ার্স। অতএব ফিনান্সের যে অবস্থা, সেটা মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই অবগত আছেন। তবে জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে স্ট্রেংদেন করা, অ্যাসেম্বলীকে স্ট্রেংদেন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য এবং সেইভাবে আমরা চিন্তা রেখে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাব।

Mr. Speaker :—The debate is over. Now I am putting the demands to vote one by one. There is no motion for reduction on grant for demand No. 8—Parliament State/Union Territory Legislature. I am putting the demand to vote.

(The demand Nos. 8, 9 & 10 were put to vote one by one respectively and passed by voice votes unanimously).

Mr. Speaker :—I would now call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 11.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 6,00,000/-, [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968], be granted to defray the

charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of demand No. 11—Jails.

Mr. Speaker :—Now I would request the Hon'ble Member Shri Promode Rn. Dasgupta to participate in the debate.

Shri P. R. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, আমি ডিমাণ্ড নাম্বার ১১কে সমর্থন করে দুয়েকটি কথা রাখছি। জেল খাতে যে এই বছর ৬ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে, সেটা রাখা হয়েছে তিনটী খাতে—Jails, Jails Manufacturers and payment of other governments for maintenanee of prisoners. এবং গত বছরের রিভাইজড এসটিমেট থেকে ২০,০০০ টাকা বেশী। সেটাকে সমর্থন করতে গিয়ে আমি বলব যে আজকে যারা জেলে যাচ্ছে কিংবা যাদের শাস্তি হচ্ছে, আমাদের ব্রিটিশ আমলে আমরা দেখেছি ওরা যেন আউটকাষ্ট মানে সমাজ থেকে তাদের নীচ বলে গণ্য করা হত এবং সমাজ থেকে তাদের বের করে দেওয়া হত। কিন্তু আজকার ভারতবর্ষের জেলে যারা যায়, তারা যত বড় কনভিকটই হোক না কেন, সেইভাবে সেটাকে চিন্তা করা হয় না। কারণ যে লোক অফেনস করে সে নানা কারণে অফেনস করে এবং সেই অফেনসটাকে দেখেই শুধু তাকে বিচার করলে চলে না। সারা বিশ্বের জেলের কয়েদী-দের আজকে সংশোধন করার চিন্তা, সৎ করার চিন্তা হচ্ছে যাতে তারা সাধারণ নাগরিকদের মত হতে পারে এবং সেজন্য তাদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। পরাধীন ব্রিটিশ আমলের জেল গুলিতে কয়েদীদের উপর চলত অমানুষিক নির্য্যাতন। আমাদের জেলে সেরকম নেই। ব্রিটিশ আমলের জেলের সংগে আমি তুলনা করে বলতে পারি যে ব্রিটিশ আমলে কোন কয়েদীর যদি তামাক বিড়ি খাওয়ার অভ্যাস থাকত তাহলে সে তা খেতে পারত না। তাকে ডাণ্ডা মারা হত। আজকাল তাকে সেই অধিকার দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয় ব্রিটিশ আমলে কোন জেলে ক্যানটিনের বন্দোবস্ত ছিল না। কিন্তু এখন ক্যানটি দেওয়া হয়েছে। বাইরে থেকে যদি টাকা ডিপোজিট করা হয় তাহলে সেই টাকা দিয়ে তারা চা বিস্কুট খেতে পারে। জেলে থাকলেও তার মনের মধ্যে এই ভাবটা সৃষ্টি করা হয় যে তাকে কোন রকম অপ্রেশন করা হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত যারা চৌকিদার এবং যারা জেলখানার কাজ করছে তাদের মাসে মাসে একটা পকেট অ্যালাউন্স দেওয়া হয়। কিন্তু বৃটিশ আমলে তা দেওয়া হত না। একমাত্র যারা কালা পাগরী পড়ত তাদের কিছু দেওয়া হত। শুধু তাই নয়, পড়াশোনার সুবিধাও তাদের দেওয়া হচ্ছে। আমি শুনেছি আগরতলা জেল থেকে দুই চারজন ছেলে মেট্রিক পাশ করে বেড়িয়েছে এবং তারা আরও হায়ার এডুকেশন নেওয়ার চেষ্টা করছে। তারপর লাইব্রেরী সেখানে কোনকালে ছিলনা, এখন লাইব্রেরীর সুবিধা দেওয়া হয়েছে যাতে পড়াশুনার সুবিধা ভালভাবে পায়, ভাল ভাল বই পড়ে, তার যে একটা ক্রাইম করবার ইচ্ছা, ইনষ্টিংকট, সেই ইনষ্টিংকটাকে যাতে তারা জয় করতে পারে। অনেক সুবিধা দেওয়া হয়েছে এবং অনেক বাকীও রয়ে গেছে। কারণ আজকে সারা পৃথিবীতে এই

চিন্তা চলছে যে কি করে সাইকলজিক্যাল ট্রীটমেন্ট দ্বারা তাদের মনের পরিবর্ত্তন করা যায় মনের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে, তারা যাতে সৎ নাগরিক হিসাবে বেড়িয়ে আসতে পারে তার চেষ্টা চলছে। কারণ মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে, প্রতিটি শিশু তখন একটি সত ও সুন্দর দেব শিশু হিসাবেই জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে পারিপার্শিক অবস্থা, আর্থিক অবস্থা এবং নানা কারণে তার জীবনে যে একটা অঘটন ঘটে যায়, তারা ক্রাইম করে, তার পারিপার্শিক অবস্থা, এনভায়রনমেন্ট অনেক সময় তাকে ক্রাইম করতে বাধ্য করে এবং সেটাকে যাতে পরিবর্ত্তন করে তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, তার মনের উপর যাতে প্রভাব বিস্তার করতে পারি, সে যে অফেনস করেছিল সেই অফেনস থেকে যাতে তাকে মুক্ত করতে পারি সেই চেষ্টা সারা বিশ্বের যে মনস্তাত্বিকগণ, এই নিয়ে গবেষণা করেছেন। তারা বিশ্বাস করেন এবং আমরাও বিশ্বাস করি যে সাইকলজিক্যাল ট্রীটমেন্ট দ্বারা এবং এই পরিবর্ত্তন দ্বারা তাদের সত নাগরিক করে গড়ে তুলা যায়। তবে এখানে একটা কথা আমি বলব যে জেলখানার কলকারখানায় যেসব কয়েদি কাজ করে যে সমস্ত জিনিষ প্রডিউস করে, সেই সমস্ত বিক্রী করে যে প্রফিট হয়, এই কয়েদিদের যদি ছেলে মেয়ে, পরিবার, ডিপেনডেন্ট কেউ থাকে তাহলে এই প্রফিটের একটা অংশ যদি তাদের জন্য ব্যয় করা হয়, তাহলে পরে তাদের যে ডিপ্রেস ড মাইণ্ড, অপ্রেসড মাইণ্ড, ছেলেমেয়েদের জন্য, পরিবারের জন্য একটা চিন্তা থাকে, সেই চিন্তা থেকে আমরা তাদের মুক্তি দিতে পারি। অতএব আমি অনুরোধ রাখব যাতে কারামন্ত্রী সেটা করেন। এই বলেই আমি এই ডিম্যাণ্ডকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী এরসাদ আলি চৌধুরী।

শ্রী এর্সাদ আলি চৌধুরী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ডিম্যাণ্ড নাম্বার ১:, জেল সমর্থন করে দুই একটি কথা বলব। আমার পূর্ব্ববর্তী বক্তা যা বলেছেন আমি তা সমর্থন করি। তিনি বলেছেন যে এখানে একটি কেন্টিন নাই, কেন্টিনের দরকার, লাইব্রেরী দরকার। আমি জানি যে সদর সেনট্রাল জেলে এই সমস্ত সুবিধা আছে। কিন্তু আমাদের সাবডিভিশান-গুলিতে কেন্টিন নাই, সেইজন্য কয়েদীরা অসুবিধা ভোগ করছে। অনেক সময় হয়ত মেজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত দিয়ে খাবার পাঠান হয়, কিন্তু ঐ সমস্ত খাবার যথাযথ ভাবে তারা পায় না। সাবডিভিশানগুলিতে যদি কেন্টিন থাকে তাহলে কয়েদীদের সুবিধা হয়। আরেকটা হচ্ছে সেখানে লাইব্রেরী নেই। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী যেন কয়েদীদের পড়াশুনার সুবিধার জন্য সেখানে লাইব্রেরীর ব্যবস্থা করেন এই অনুরোধ আমি রাখব। আগে দেখতাম সোশ্যাল এডুকেশান থেকে সার্বডিভিশানএর জেলগুলিতে শিক্ষা দেওয়া হত, যাতে অ-আ পড়তে-পারে সেই শিক্ষা দেওয়া হত। কিন্তু আস্তে আস্তে সে ব্যবস্থা উঠে গেছে। তাই আমি অনুরোধ রাখছি যে, যে সমস্ত কয়েদী লেখাপড়া জানে না, তাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা যেন করা হয়। তারপর অনেক সময় দেখা যায় আমাদের জেলগুলিতে খাদ্যের অব্যবস্থার জন্য অনশন ধর্ম্মঘট ইত্যাদি হচ্ছে। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে জেলখানার যে সমস্ত খাবার পরিবেশন

করা হয়, এটার জন্য আমাদের সরকার থেকে যদিও যথেষ্ট টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়, এবার গতবারের চেয়েও বেশী টাকা রাখা হয়েছে, কিন্তু এই সমস্ত অর্থ যথাযথ ভাবে ব্যায়িত হয় না। আমি জানি যে সমস্ত কনট্রাকটার লোয়েষ্ট টেণ্ডার দেয় তারা দুধের সের দেখায় আট আনা সের, চারটি কলা এক আনা, এইভাবে টেণ্ডার দেয়, কিন্তু কনট্রাকট পাওয়ার পর তারা আর সেইসব সাপ্লাই দিতে পারে না। আর যেটা সাপ্লাই হয় তার থেকেও আবার কারচুপি হয়ে যায়। কাজেই আমি আশা করব যে যে সমস্ত কনট্রাকটারকে সাপ্লাইর ভার দেওয়া হয়, তারা রীতিমত সাপ্লাই করছে কিনা সেটা তদন্ত করে দেখা হবে। পূর্ব্বে আমি দেখেছি যে প্রীজনার এ্যাডভাইসরী কমিটি বা বোর্ড একটা থাকত, সহরের গণ্যমান্য পাঁচ সাত জন লোক নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হত এবং তারা সপ্তাহে একদিন জেলখানা তদন্ত করতেন। সেই সময় কয়েদীরা তাদের কোন গ্রিভেন্স যদি থাকত তাহলে সেই সমস্ত সদস্যের কাছে বলতে পারত। এতে যারা নাকি জেলের হেড, জেলার বা সাব জেলার থাকত তারাও এই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করত। কিন্তু এখন সেই কমিটি না থাকার দরুণ যথেচ্ছ ভাবে কাজকর্ম চলছে এবং অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। আমি আশা করি অতি সত্বর যাতে এই প্রীজনারস এ্যাডভাইসরী কমিটি গঠন করা হয় তার চেষ্টা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় করবেন। তারপর যে সমস্ত লোক হাজতে আছেন আণ্ডার ট্রায়েল, তাদের কয়েদীদের সেলে রাখা হয়, এটা যাতে না হয় তার জন্য আমি আবেদন রাখছি। কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে ইনোসেন্ট একটি ছেলে, বয়স ১৬ বৎসর, কোন কারণে হয়ত হাজত খাটতে হয়। কিন্তু এই সমস্ত টেণ্ডার এজ ছেলেকে যদি গাঁট কাটা, সিঁধ কাটা চোরের সঙ্গে রাখা হয়, তাহলে সেইসমস্ত চোর তাকে সেইসব শিক্ষা দেবে এবং তার শিষ্যে পরিণত করতে তাদের সুবিধা হবে। কাজেই তাদের যাতে আলাদা সেলে রাখা হয়, তার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি। এইভাবে কয়েদীরা যাতে সর্ব্বোতভাবে সুবিধা পায়, সেই সুবিধার প্রতি অনুরোধ জানিয়ে বরাদ্দকৃত অর্থকে সমর্থন করে, আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনরেশ রায়।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জেল সম্পর্কে যে বাজেট উত্থাপন করা হয়েছে সেটা আমি সমর্থন করি এবং এটা যে উত্থাপন করা হয়েছে সেজন্য আমি অর্থমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাই। একটা কথা আছে যে চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী'। কিন্তু আজকালকার যে জেল আছে তার অর্থই হল যে চোরকে ধর্ম্মের কাহিনী শোনাতে হবে এবং তাকে ভাল মানুষ তৈরী করে তারপর তাকে ছাড়তে হবে। এইজন্য জেলের যে সিস্টেম সেই সিস্টেমের কিছু পরিবর্তন করতে হবে। আমরা জানি যে ব্রিটিশ আমলে যে জেল ছিল, এখন যে পদ্ধতিতে জেল চলছে তার থেকে সেগুলি একটু ইনফিরিয়র ধরণের ছিল। এখন যে জেল, সেই জেলের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ঠিক কাজ চলছে বলে মনে হয় না। জেলের মধ্যে বিভিন্ন রকমের লোক থাকে এবং বিভিন্ন দোষে দোষী হয়ে তারা জেল ভোগ করে। এই

অবস্থায় একদল লোক দেখা যায় যে তারা উগ্র হিংস্র প্রকৃতির আর একদল মানুষ দেখা যায় যে হয়ত কোন বিশেষ দোষে দোষী হয়ে জেল ভোগ করছে। কিন্তু সেটা তার মজ্জাগত বা বংশগত দোষ নয় যার জন্য সে জেলের উপযোগী। আর এক দল দেখা যায় হয়ত মিথ্যা প্ররোচনায় পড়ে জেল হয়েছে। এই সমস্ত মানুষকে যদি একই ধরণের জেলে আবদ্ধ রাখা হয় এবং একই পর্যায়ে এনে ফেলা হয় তাহলে সুবিচার করা হয় না। সেজন্য সমস্ত জেলের মানুষকে ক্লাসিফিকেশন করে, ঠিক এ, বি, সি, ডি, ক্লাসিফিকেশন করে যদি রাখা হয় তাহলে বোধ হয় ভাল হবে। আর একটা জিনিষ হল এই যে কিছু লোককে আবদ্ধ করে দেখা যায় যে হিংস্রতার পরেও সে একটা সুস্থির প্রাণীতে পরিণত হয়। হিংস্র মানুষও জেল ভোগ করে, কিন্তু তাকে শুধু খাটিয়ে শাস্তি দিলেই তাকে ভাল মানুষে পরিণত করা যায় না। তাকে বিশ্রাম দিতে হবে, তাকে খেলাধূলার সুযোগ দিতে হবে। অর্থাৎ তাকে শরীর চর্চার সুযোগ দিয়ে একটা সুস্থ শক্তিশালী মানুষরূপে গড়ে তুলতে হবে। শুধু খাইয়ে এবং শরীর চর্চা করিয়ে শক্তিশালী করলে চলবে না তার মনের উৎকর্ষও সাধন করতে হবে। এর সঙ্গে তার শিক্ষার প্রয়োজন। জেলে অবশ্য এই ধরণের ব্যবস্থা আছে। তার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে তার চলাফেরার ভাল ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে যে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে আমি তার মডিফিকেশন চাই। সেটা হল প্রত্যেকটি জেলের জন্য স্কুল কলেজে যেমন থাকে তেমনি একজন পণ্ডিত বা পুরোহিত ধরণের একজন অধ্যাপক বা শিক্ষক রাখা উচিত যিনি ধর্ম্মকথা বা সৎ উপদেশ দিবেন। এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তাদের মন ধর্ম্মের দিকে আসে। সেখানে চোরকে ধর্মের কাহিনী শুনাতে হলে একজন ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির নিয়োগ দরকার। এইভাবে যদি শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব ভাব আবার জাগ্রত হবে বলে আমার মনে হয়। সেজন্য আমি বলছি যে, জেলে শুধু ভাল থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করলেই চলবে না বা বোর্ড গঠন করলেই চলবে না গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তারা যাতে সুস্থ নীতিবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে পারে তার ব্যবস্থাও করা দরকার। আর একটা জিনিষ এই সম্পর্কে বলার আছে যে, জেলে যখন দেওয়া হয় তখন বলা হয় যে, তোমাকে এত বৎসরের জন্য জেলে দেওয়া হল। সেটা স্বাভাবিক ক্ষেত্রে প্রথম দিকে প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু শেষ দিকে আমি মনে করি এই যে ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি তিনি যখন মনে করবেন যে, তার প্রাথমিক ষ্টেজ পার হওয়ার পর আর তাকে জেলে রাখার দরকার নাই তখন সেই পণ্ডিত ব্যক্তির সুপারিশ অনুযায়ী তার শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর নির্ভর করে তাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত। অর্থাৎ সে যখন সুস্থ মস্তিষ্ক নিয়ে দেশের সকল নাগরিকের সংগে ভালভাবে বসবাস করতে পারবে বলে মনে হবে তখনি তাকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া ভাল বলে মনে করি। আমি হাউসের সামনে জেল সম্পর্কে এই একটা দিকের চিত্র সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker :—Now Hon'ble Minister will give his reply.

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জেল খাতে ৬ লক্ষ টাকার এই যে প্রস্তাব মাননীয় অর্থমন্ত্রী রেখেছেন আমি তা সমর্থন করছি। মাননীয় সদস্যরা এই প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে যে গঠনমূলক আলোচনা ও সাজেশন এই হাউসে রেখেছেন তার জন্য সদস্যদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এটা জেলের কর্ম্মচারীদের বেতন ইত্যাদি, তারপর জেল ম্যানুফেকচার্স অ্যাণ্ড পেমেন্ট অব আদার গভর্ণমেন্টস ফর মেনটেনেন্স অব প্রিজনার্স ইত্যাদি হেডে এই ব্যয় ধরা হয়েছে। ইন এডিশন এবার গত বছরের তুলনায় ২০,০০০ টাকা বাজেটে ব্যয় বেশী দেখানো হয়েছে। তার কারণ হচ্ছে জেলে আরও কয়েকটি নূতন পোষ্ট ক্রিয়েশন করা হয়েছে। সেই পোষ্টের কর্ম্মচারীদের অধিক বেতন ইত্যাদি ব্যাপারে এই ২০,০০০ টাকা অধিক রাখা হয়েছে। আলোচনা প্রসংগে মাননীয় সদস্যদের মধ্যে, বিশেষ করে প্রমোদ দাশগুপ্ত মহাশয় ব্রিটিশ রাজত্বে জেলের কয়েদীদের প্রতি যে আচরণ করা হত তার সংগে বর্তমান স্বাধীন ভারতের জেলের কয়েদীদের প্রতি আচরণের তুলনা করে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে আজকের যে গণতান্ত্রিক সরকার তার লক্ষ্য হচ্ছে কয়েদীকে ভাল মানুষ করে সমাজের সংগে বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তোলা। মানুষ জন্ম থেকে অপরাধী হয়ে আসে না, পরিবেশই এবং সংগ দোষেই মানুষকে অপরাধ করতে প্ররোচিত করে। যদি তাদের ভালভাবে থাকার সুযোগ দেওয়া যায় তাহলে সেও ভাল হতে পারে। সেই ভাল পরিবেশ সৃষ্টি করার দিকে লক্ষ্য রেখেই আজকালকার জেলগুলি গড়ে উঠছে বা অন্যান্য আনুসংগিক নিয়মকানুন ঠিক করা হয়ে থাকে।

জেলে পড়াশুনারও উল্লেখ করা হয়েছে। সাব-জেলগুলিতে পড়াশুনার ব্যবস্থা নাই, ক্যানটিন নাই এবং রেশন সম্পর্কে কিছু অভিযোগ আছে, এই সমস্ত কথা উল্লেক করা হয়েছে। এই ব্যাপারে সাব-জেলগুলিতে, যেসমস্ত সাব-ডিভিসনে পাবলিক লাইব্রেরী আছে, সেই লাইব্রেরী থেকে বই এনে প্রয়োজন অনুসারে ইউটিলাইজ করা হচ্ছে সাব-জেলগুলিতে এবং অ্যাডভাইসরি বোর্ড বিভিন্ন জায়গায় গঠন করা হচ্ছে। রেশন সাপ্লাই সম্পর্কে আগে যেখানে কন্ট্রাক্ট সিষ্টেমে দেওয়া হত সেটাও এখন আগরতলা সেন্ট্রাল ষ্টোর থেকে দেওয়া হয়ে থাকে। অনেক সময় শর্টেজের জন্য কন্ট্রাকটরদের সংগে আমাদের ব্যবস্থা করতে হয় এবং যেসমস্ত দ্রব্য বাইরে থেকে আনা প্রয়োজন সেই সমস্ত দ্রব্যের জন্যও আমাদের বাইরের উপর নির্ভর করতে হয়। ত্রিপুরার প্রডাক্শনে আমাদের প্রয়োজন মেটে না। সেজন্য বাইরের উপর নির্ভর করতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় যোগাযোগ ব্যবস্থা বা অন্যান্য কারণে আমাদের দ্রব্য মূল্য ভ্যারী করে। দামের কমতি বাড়তি হয়, বিভিন্ন কারণে। সেজন্য বাইরে থেকে প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনতে হয়। তাছাড়া অনেক সময় কনট্রাকটর গোলমাল করে সাপ্লাই দিতে যথাসময়ে পারে না বলে এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণ বিবেচনা করে সেই সমস্ত দিকে যাতে ইরিগুলারিটিজ না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। আমি বলেছি যে যথা সম্ভব কনট্রাকটরকে অ্যাভয়েড করার এবং সেন্ট্রাল ষ্টোর থেকে সাপ্লাই দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আগরতলা সেণ্টাল জেলে আমাদের শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে বলতে গিয়ে মাননীয় সদস্য মিঃ রায় বলেছেন যে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং আরও ভাল ব্যবস্থা করা দরকার যাতে তারা ধর্ম্ম পাঠ ইত্যাদি করে তাদের সংশোধন করতে পারে এবং সৎ নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে পারে। সেইদিকে আমাদের চিন্তা আছে। মাঝে মাঝে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি হয়, সেবামূলক বা দেশাত্মবোধক বইয়ের মাধ্যমে তারা সেই সমস্ত বিষয়ে ইনটারেষ্টেড হয় এবং কয়েদীরা সেই সমস্ত নাটক ইত্যাদিতে পার্টিসিপেট করে। আমি কয়েকটি নাটক দেখার সুযোগ পেয়েছি। তারা যে ভাবে নাটক করে এবং এটা সিলেক্ট করে সেটা দেখে বলা যায় যে আজকের আলোচনায় যেভাবে মাননীয় সদস্য চিন্তা করেছেন, মাননীয় সদস্যরা যেভাবে তাদেরকে সৎ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, ঠিক সেই ধারণা মনে রেখে, সেই ধরণের কারেকশন্যাল মেজার নেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন দিকে। এছাড়া আরেকটা মনে রাখতে হবে যে তাদের এমন সুযোগ সুবিধা আমরা দিতে পারি না যে জেলের বাইরে এবং ভিতরে কোন ডিফারেন্স থাকবেনা। এই যদি হয় তাহলে অনেকেই ইচ্ছা করে দোষ করে বসবে জেলে যাওয়ার জন্য। কাজেই জেলের বাইরে এবং ভিতরে ডিফারেন্স থাকা দরকার। মাননীয় সদস্য কারেকশন্যাল মেজার হিসাবে যেটা সাজেষ্ট করেছেন সেটাকে আমি পুরোপুরি এপ্রিশিয়েট করি এবং সেই দিকে আমাদের দেশের মনস্তত্ত্ববিদরা গবেষণা করছেন এবং তাদের গবেষণার ফলের উপর নির্ভর করে সেই সমস্ত আইন কানুন ইত্যাদি রচিত হচ্ছে। সেইদিকে মাননীয় সদস্যদের আমার ধন্যবাদ জানিয়ে জেলখাতে যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেই ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—The debate is over. I am now putting the Demand to vote. There is no reduction motion against this grant No. 11-Jail.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 6,00,000/ (inclusive of the sums specified in Colum 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968), be ganted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 11-Jails.

(The Demand was put to vote and passed.)

Shri Tarit Mohan Das Gupta—Let us extend the House for half an hour and finish the business for the day.

Mr. Speaker—Is it the consent of the House ?

Shri K. Bhattacharjee—Yes, Sir.

Mr. Speaker—Now I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand Nos. 13 and 23 together.

Shri K. Bhattacharjee—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 5,55,000/-

[inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969, in respect of Demand No. 13-Miscellaneous Departments.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 51,84,000/. [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 23-Miscellaneous, Social and Developmental Organisation,

Mr. Speaker :—Will there be any debate on these demands ? I think there will be no debate. I am now putting these demands to vote one after another. There is no motion for reduction of grant in Demand No. 13—Miscellaneous Departments.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 5,55,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 13-Miscellaneous Departments.

(The Demand was put to vote and passed.)

There is no motion for reduction of grant No. 23—Miscellaneous, Social and Developmental Organisation.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 51,84,000/-, [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come it course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No, 23-Miscellaneous, Social and Developmental Organisation.

(The Demand was put to vote and passed.)

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 11 A. M. on Thursday the 28th March, 1968.

Starred Question No. 678
by Shri Abhiram Deb Barma.

Question

Will the Minister-in-Charge of Education Department be pleased to state :

১। এই বছর কি কোন নুতন হাই অথবা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল খোলা হইবে, যদি খোলা হয় তবে কোথায় কোথায় খোলা হইবে ;

২। কোন কোন এলাকা হইতে গ্রামবাসীরা হাই অথবা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল খোলার জন্য আবেদনপত্র পাঠাইয়াছেন ;

৩। সাবরুম শ্রীনগরে একটি হাই অথবা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল এই বছরে খোলা হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে কি না ?

Answer

১। ক) হঁা, Class X High স্কুল খোলা হইবে।

খ) সংশ্লিষ্ট স্কুল ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক আবশ্যকীয় সর্ত্তাদি প্রতিপালিত হইলে নিম্নলিখিত স্কুলগুলিকে Class X High স্কুলে উন্নীত করা হইবে :—

১। নিদয়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়, সোনামুড়া।
২। বকুসনগর ,, ,, ,, ,,
৩। আনন্দনগর ,, ,, ,, সদর।
৪। কামালঘাট ,, ,, ,, ,,
৫। শ্রীনগর ,, ,, ,, সাবরুম।

২। সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

৩। কতকগুলি সর্ত্তাধীনে সাবরুম শ্রীনগরে হাইস্কুলের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। অতএব প্রতিশ্রুতি দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

নিম্নলিখিত এলাকাগুলি হইতে হাই/হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল খোলার জন্য আবেদন পাওয়া গিয়াছে :—

১। আনন্দনগর কলোনী, সদর।
২। সেক্রেটারী, সেকেরকোট জুনিয়র হাই, সদর।
৩। নন্দনপুর এবং তৎসন্নিহিত গ্রামাঞ্চল, সদর।
৪। সেক্রেটারী, কলাগাছিয়া সিঃ বেঃ স্কুল, সদর।
৫। ,, পূর্ব্বলক্ষ্মীবিল সিঃ বেঃ স্কুল, সদর।
৬। ,, মধুপুর সিঃ বেঃ স্কুল, সদর।
৭। ,, মুড়াবাড়ী সিঃ বেঃ স্কুল, সদর

৮। প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্য, বড় কাঠাল সিঃ বেঃ সদর।
৯। সেক্রেটারী, কামালঘাট সিঃ বেঃ, সদর।
১০। ,, বিশালগড় সিঃ বেঃ, সদর।
১১। ,, "উন্নয়ন সংস্থা" চন্দ্রপুর, ধর্মনগর।
১২। রামনগর এলাকা. ধর্মনগর।
১৩। সেক্রেটারী, গঙ্গানগর সিঃ বেঃ, ধর্মনগর।
১৪। শ্রীনগর ও তৎসন্নিহিত গ্রামাঞ্চল, সাবরুম।
১৫। হাজাছড়ি এলাকা, সাব্রুম।
১৬। নলছড় ও তৎসন্নিহিত গ্রামাঞ্চল, সোনামুড়া।
১৭। বক্সনগর এলাকা, সোনামুড়া।
১৮। নিদয়া ও তৎসন্নিহিত গ্রামাঞ্চল, সোনামুড়া।
১৯। সেক্রেটারী, চন্দ্রপুর সিঃ বেঃ, উদয়পুর।
২০। ,, চন্দ্রপুর, কলোনী সিঃ বেঃ, উদয়পুর।
২১। অর্গানাইজিং কমিটি, জামজুরি হাঃ সেঃ, উদয়পুর।
২২। সেক্রেটারী, সালগড়া সিঃ বেঃ, উদয়পুর।
২৩। মতাই ও তৎসন্নিহিত গ্রামসমূহ, বিলোনীয়া।
২৪। প্রেসিডেন্ট, বেতাগা সি: বে:, বিলোনীয়া।
২৫। সেক্রেটারী, পশ্চিম বগাফা সি: বে:, বিলোনীয়া।
২৬। অম্পিনগর এলাকা, অমরপুর।
২৭। সেক্রেটারী, জগবন্ধুপাড়া সি: বেঃ, অমরপুর।
২৮। " ও অন্যান্য, বড় লুৎমা সিঃ বেঃ, কমলপুর।

STARRED QUESTION NO. 838.

By **Shri Aghore Deb Barma**.

QUESTION.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Finance Department be pleased to state—

1. Whether it is a fact that the pensionary benefit of late Jitendra Mohan Deb Barma, Ex-S. D. O. of Amarpur Division was not given to his wife as yet ;
2. if so, the reasons thereof ?

ANSWER.

1. } Relevant papers appear to be misplaced. Accountant Gereral, Assam & Nagaland, Shillong has been requested for furnishing
2. } information.

STARRED QUESTION NO. 818.

By Shri Aghore Deb Barma.

QUESTION.

Will the Minister in-charge of Education Department be pleased to state :—

১। নূতন বাজার হাইস্কুল সংলগ্ন উপজাতীয় ছাত্রদের জন্য কোন বোর্ডিং নির্মিত হয়েছিল কি না ?

২। যদি বোর্ডিং গৃহ নির্মিত হয়ে থাকে, কোন সনে করা হয়েছিল, বোর্ডিং এর বর্তমান অবস্থা কি ? এবং কতজন উপজাতীয় ছাত্র আছে, পাচকের কোন বন্দোবস্ত আছে কি না ?

ANSWER.

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 817.

By Shri Aghore Deb Barma.

QUESTION.

Will the Minister in-charge of Education Department be pleased to state :—

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ বুনিয়াদী এবং হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের শিক্ষক পদে নিযুক্তির জন্য মোট কতজন নির্বাচন করা হয়েছে ?

২। শিক্ষক পদে নিযুক্তির জন্য মোট কতজন প্রার্থী ছিল ? কতজন Interview দিয়েছে এবং এই পর্যান্ত কতজনকে নিযুক্ত করা হয়েছে ?

৩। যাহারা শিক্ষক পদে Interview দিয়েছেন তাহাদের মধ্যে উপজাতীয় এবং তপশীলি সম্প্রদায়ের মোট প্রার্থী কত ? এই পর্যান্ত কোন সম্প্রদায়ের কতজনকে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে ?

ANSWER.

1. ৮৫০ জন।

2. (a) প্রার্থীর সংখ্যা ৬১২৬।

(b) Interview দিয়াছে তাহাদের সংখ্যা—৪৩৩৪

(c) Offer of appointment দেওয়া হইতেছে—২৩৮ জনকে।

৩। (ক) উপজাতীয় প্রার্থীর সংখ্যা— ৯৯।

তপশীলি জাতীয় প্রার্থীর সংখ্যা— ১১৬।

মোট— ২১৫।

(খ) Offer of appointment দেওয়া হইয়াছে এমন :—

উপজাতীয়— ৪০।

তপশীলি— ৬২।

মোট— ১০২ জন।

Starred Question No. ৭৪৪

By Shri ABHIRAM DEB BARMA

QUESTION

Will the Minister-in-charge of Education Department be pleased to state :—

১। সদর উত্তরাঞ্চলে Engineering College প্রতিষ্ঠার কাজ কতদূর অগ্রসর হইল, কবে পর্য্যন্ত College open করা যাইতে পারে;

২) চাষাদের জমি দখল নিয়া যে আপত্তি ছিল তাহা মীমাংসা করা হইয়াছে কিনা.

৩) হইয়া থাকিলে তাহা কিভাবে মীমাংসা করা হইয়াছে ?

৪) কয়টি ক্ষেত্রে affected লোকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে ?

ANSWER

১) ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের জন্য সদর উত্তরাঞ্চলে নির্বাচিত স্থানে কলেজ ভবন এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের আবাস ভবনের কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে এবং এই কাজ শেষ হইলেই Engineering College এর ক্লাশগুলি স্থানান্তরিত করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

২) Acquisition এর কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। কাজেই চাষীদের দাবী দাওয়ার মীমাংসার সময় এখনও আসে নাই।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

Starred Question No. 960

By Shri BIDYA CHANDRA DEB BARMA

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Relief Department be pleased to state :—

১) তেলিয়ামুড়া (খোয়াই) এবং চন্দ্রপুর (উদয়পুর) বাজারে সম্প্রতি আগুন লাগার ফলে কতটি পরিবারের আনুমানিক কত টাকা ক্ষতি হইয়াছে ?

২) তাহাদের মোট কত সাহায্য দেওয়া হইয়াছে সাহায্যের বিবরণ ?

৩) দোকান বাড়ীঘর তুলিবার জন্য ক্ষতিগ্রস্থদের দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ সি, আই, শীট প্রভৃতি দেওয়া হইবে কি ?

ANSWER

১) তেলিয়ামুড়া বাজার :—ক) ৮৫৪টি পরিবার

খ) আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ ১২,৮২,৬০০ টাকা

চন্দ্রপুর :— ক) ২১টি পরিবার

খ) আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ ৩৮,০০০ টাকা।

২) সাহায্যের বিবরণ

তেলিয়ামুড়া বাজার :—১) খয়রাতি সাহায্য 8,৫০০ টাকা

২) চিড়া ৩৭০ কেজি

৩) গুড় ১০০ কেজি

৪) কম্বল ৩৯০ টী

৫) ধুতি ৭৫ টী

৬) শাড়ি ৫০টি

চন্দ্রপুর বাজার :— ১) খয়রাতী সাহায্য ৭২০ টাকা

৩) ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে।

Starred Question No. 327

By Shri BIDYA CHANDRA DEB BARMA

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

QUESTJON

১) ইহা কি সত্য যে শিল্পদপ্তরের ৩০।৪০ খানা G.C.I sheets এবং কিছু plain sheets উধাও হইয়াছে;

২) যদি উধাও হইয়া থাকে, ঐ সম্পর্কে কোন তদন্ত হইয়াছে কি ;

৩) যদি তদন্ত হইয়া থাকে তাহার ফলাফল কি ?

ANSWER

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 928

By Shri Bidya Ch. Deb Barma.

QUESTION

Will the Minister-in-charge of Education Department be pleased to state :

১। সদর ঈশানচন্দ্রনগর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের ছাত্রদের নিকট হইতে সরকার কোন দাবীর তালিকা পাইয়াছেন কি, যদি পাইয়া থাকেন তবে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ;

২। উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে সরকার কোন অভিযোগ পাইয়াছেন কি, যদি পাইয়া থাকেন তাহার বিবরণ ;

৩। সরকার ঐ সকল বিষয়ে কি বিবেচনা করিতেছেন।

ANSWER

১। হ্যাঁ। প্রধান শিক্ষকের অপসারণ, বোর্ডিং-এর এবং উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য ষ্টাইপেণ্ড-এর ব্যবস্থা, একজন সহ-প্রধান শিক্ষক সহ আরও কয়েকজন শিক্ষক ও লেকচারার নিয়োগ, বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষাগারের ব্যবস্থা এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য পৃথক কমনরুম, লাইব্রেরীর বই ও জলের ব্যবস্থা ও খেলার সামগ্রী এবং খেলার মাঠের ব্যবস্থা।

২। হ্যাঁ। বর্তমান হেড মাষ্টারের প্রধান শিক্ষক পদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাব এবং অবসর গ্রহণের বয়স অতিক্রম করায় তাহার অপসারণ দাবী করা হইয়াছে।

৩। সরকার দাবীগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন।

UNSTARRED QUESTION NO. 994

By Shri Aghore Deb Barma M.L.A.

QUESTION.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Education Department be pleased to state.

1) Whether Govt. has any scheme to extend the Bodhjung Girls' Higher Secondary School, Agartala.

2) if so, whether the land in the north of School will be acquisitioned by the Govt.

3) if the question No. 2 is in affirmative, when the land acquisition work will be started.

ANSWER

1) Yes.

2) Proposal for acquisition of the land has already been made.

3) As soon as the necessary formalities for acquisition of the land will be completed.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT ; 1963.

28th March, 1968.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Thursday, the 28th March, 1968.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker, in the Chair, Chief Minister, Four Ministers, the Dy. Speaker, the Dy. Minister, and twenty one Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker :—To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Minister concerned. Starred Question. Shri Monoranjan Nath.

Shri Manoranjan Nath :—Question No. 758
Shri S. L. Singh :—Question No. 758, Sir.

QUESTION	ANSWER
ক) ত্রিপুরায় ইলেকট্রি সিটি অ্যাক্ট চালু আছে কি না,	The Indian Electricity Act, extends to Tripura as well.
খ) যদি ঐ আইন চালু থাকে তবে কোন তারিখ হইতে ত্রিপুরায় প্রয়োগ হইয়াছে এবং কোন গেজেটে পাবলিশ হইয়াছে,	By virtue of the provisions of the Union Territories (Laws) Act, 1950, The Indian Electricity Act, 1910 (I of 1910) came in force on and from 16.4.50.
গ) যদি উক্ত আইন চালু না থাকে তাহা হইলে সরকারের ডিপার্টমেন্টের কোন কাজের অসুবিধা হইতেছে কিনা বা অসুবিধার সম্ভাবনা আছে কি না ?	Does not arise.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, এটা কোন গেজেটে পাবলিশ্‌ড হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি জানতে চাচ্ছি যে অন্যান্য সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এ্যাক্ট ত্রিপুরা গেজেটে যে পাবলিশড্‌ হয়েছে তার সংগে এই এ্যাক্টটা পাবলিশড হয়েছে কি না ?

Shri S. L. Singh :—The Indian Electricity Act extends to whole of India and it is applicable to Tripura also.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে সেন্টাল এ্যাক্ট যেগুলি পাবলিশড হয়েছে, ত্রিপুরা ইণ্ডিয়ার সংগে এমালগামেট করার পর, প্রত্যেকটি এ্যাক্টের যে লিষ্ট আছে, সেই লিষ্ট ত্রিপুরার লিষ্টে এনলিষ্টেড হয়েছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আই ওয়ান্ট নোটিশ, স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১২১

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১২১ স্যার।

প্রশ্ন

১) উদয়পুর ফায়ার ব্রিগেডের বাড়ী তৈয়ার করার কাজ কোন সনে আরম্ভ হইয়াছে এবং শেষ হইতে কত সময় লাগিবে ?

উত্তর

১) কাজটি ১৯৬৬ইং সনে আরম্ভ হইয়াছিল কিন্তু প্রয়োজনীয় জায়গার অভাবে কাজটি বন্ধ আছে ।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, যে বিল্ডিংটি হয়েছে, সেটা কোন জায়গায় হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—উদয়পুরে হইয়াছে।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—এখানে বলা হয়েছে যে প্রয়োজনীয় জায়গার অভাবে কাজটা বন্ধ আছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে বিলডিংটি কি যে জায়গায় হাফ্‌ ফিনিশড হয়ে আছে সেই জায়গায় না অন্য কোন জায়গায় হচ্ছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৬৩।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৬৩ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) খোয়াই সহরটীকে বন্যার প্রকোপ হইতে রক্ষার জন্য চক্রবেড় বাঁধের কাজ কবে আরম্ভ হইয়াছে,	চক্রবেড় বলিয়া কোন বাঁধ নাই।
খ) এই বাঁধের কাজের অগ্রগতি কতটুকু,	১৯৬৫ সনে শতকরা পাঁচ ভাগ বাঁধের কাজ শেষ হইয়াছে।
গ) এই বাধের কাজ আগামী বর্ষার পূর্ব্বে শেষ হইবে কি ?	এটা প্রয়োজনীয় জায়গা পাওয়ার উপর নির্ভর করে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—এই বাঁধের কাজ আগামী বর্ষার পূর্ব্বে শেষ না হইলে খোয়াই সহরটী সাংঘাতিকভাবে বিপন্ন হইবে, একথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমরা সেটা অবগত আছি তবে বাঁধের কাজ শেষ হওয়া না হওয়া জায়গা পাওয়ার উপর নির্ভর করে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবাজুবন রিয়াং।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯০৮।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯০৮ স্যার।

প্রশ্ন

১) ডম্বুর বাঁধ পরিকল্পনার ফলে কত পরিমিত জোত ও খাস ভূমি জলমগ্ন হইবে,

২) খাস ভূমি দখল করার ক্ষতিপূরণ পাইবে কি ?

৩) যাহাদের জমি জলমগ্ন হইবে তাহাদিগকে অন্যত্র জমি দেওয়ার পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১) জমির নক্সা ও ষ্টেটমেণ্ট তৈরী না হওয়া পর্য্যন্ত কতটুকু জায়গা জল প্লাবিত হইবে তাহা সঠিক বলা শক্ত। জমির নক্সা ও ষ্টেটমেণ্ট তৈরী হইতেছে আনুমানিক ১৩,৫০০০ একর জল মগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

২) খাস ভূমির জন্য কাহাকেও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিধান নাই।

৩) না, ইহা যথা সময় বিবেচিত হইবে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—খাস জমির ক্ষতিপূরণ যদি না দেওয়া হইয়া থাকে, যারা খাস জমি দখল করে থাকে তাদের কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে কি না ?

Shri S. L. Singh :—According to estimate 10,300 acres of land will be surplus. Exact area of land can not be assesed until land settlement.

Mr. Speaker :—Shri Promode Ranjan Dasgupta.

Shri Promode Ranjan Dasgupte :—Question No. 910.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker Sir, question No. 910.

QUESTION	ANSWER
1) Whether the Govt, have received representations from the inhabitants of Kunjaban Township for regular supply of water there ;	1) Some representations have been received from the occupants of Govt. quarters in Kunjaban Township.
2) If so, what action has been taken by the Govt. on those representations :	2) This was attended to promptly and the supply restored.
3) Whether it is a fact that there is only one pumping machine being used for the purpose ;	3) Yes, but another pump set has been kept in store for replacement in case of failure of the installed pump.
4) If so, whether Govt- consider it sufficient ;	4) Sufficient for the present.
5) If not, what action has been taken by the Government to ensure regular supply of water there ?	5) Does not arise.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কুঞ্জবন টাউনশীপে কতগুলি পরিবার আছে এবং কত ভাড়া তাদের কাছ থেকে কেটে নেওয়া হয় ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—জল সরবরাহ সেখানে কয়টা থেকে কয়টা পর্য্যন্ত করা হয়?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— দিনে ১১টা পর্যন্ত এবং রাত্রে ৯টা পর্যন্ত জল সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আমি আগেই বলেছি যে জল যা সরবরাহ করা হয় তা সাফিসিয়েন্ট।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে মেশিনটা আছে বললেন সেটা কোথায় আছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— এখানে বলাই হয়েছে যে ষ্টোরে আছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—সেই পাম্প সেটটা ইতিমধ্যেই ইনষ্টল করা হবে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ— আমি এখন বলতে পারব না এটা ইনষ্টল করা হয়েছে না। করা হয় নাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— কোয়েশ্চান নং ১১২।

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১১২।

প্রশ্ন

১) কুঞ্জবন হইতে উষা বাজার পর্য্যন্ত মেইন রোডের পার্শ্ব দিয়া ইলেকট্রিক লাইট দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২) থাকিলে এই পরিকল্পনা কখন হইতে কার্য্যকরী হইবে ;

৩) পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইতে থাকিলে—সন্নিকটবর্ত্তী বাজার স্কুল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণ খুঁটি ও তার সম্পর্কীয় ফ্রি সাহায্য সরকার হইতে পাইবেন কি না ?

উত্তর

১। কুঞ্জবন হইতে নরসিংগড় পর্য্যন্ত প্রধান রাস্তার পার্শ্ব দিয়া "K. V. line" বর্ত্তমান আছে।

২। ১নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৩) আইন অনুযায়ী কন্‌জিউমার্স দিগকে সার্ভিস লাইন দেওয়া হয়। ১০০ ফুট পর্য্যন্ত সার্ভিস লাইন নিঃখরচায় দেওয়া হয় এবং বাকী অংশের খরচ কন্‌জিউমার্সদের বহন করিতে হয়।

Mr. Speaker :—Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan ;—Question No. 965.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 965.

QUESTION

১) যেহেতু জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের সাথে সাথে টিলায় তুলা উৎপাদনের পরিমাণও ক্ষয়িষ্ণু হইয়া আসিতেছে সেই সঙ্গে এক বিরাট সংখ্যক উপজাতি শুধু অর্থ নৈতিক বিপর্য্যয়ে পড়ে নাই, অধিকন্তু উপজাতি রমনীরা (পুনর্বাসিত) তুলার অভাবে বয়ন-শিল্প পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে সে সম্বন্ধে সরকার অবগত আছেন কি ?

২) যদি অবগত থাকেন তবে জুমের পরিবর্ত্তে সমতল ভূমিতেও তুলা উৎপাদন করিয়া (ট্রাইবেল কলোনীগুলিতে) উক্ত বিপর্য্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন কি ?

ANSWER

১) যদিও জুমিয়াদের ক্রমিক পুনর্বাসনের ফলে তুলার উৎপাদন কমিয়া যাইতেছে, তথাপি তুলার অভাবে বয়নশিল্প পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

২) পৃথকভাবে সমতল ভূমিতে তুলা উৎপাদন পরিকল্পনা পরীক্ষাধীন আছে।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—জুমিয়ারাই তুলা উৎপাদন করে। সেই জুমিয়াদিগকে যখন পুনর্বাসন দেওয়া হয়, তাদের কলোনীগুলিতে তুলা উৎপাদন হয় কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীএস, এল, সিংহ :– এখানে বলাই হয়েছে যে পৃথকভাবে সমতল ভূমিতে তুলা উৎপাদন পরিকল্পনা পরীক্ষাধীন আছে।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—কলোনীতে তুলা উৎপাদনের সুযোগ ট্রাইবেলদের দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—বলাই হয়েছে যে পরীক্ষাধীন আছে।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—কি রকম পরীক্ষা হচ্ছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—সেটা এখন বলা সম্ভব নয়।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—কবে পর্যন্ত সেই পরীক্ষা শেষ হবে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—শীঘ্রই যাতে শেষ হয় তার চেষ্টা করা হচ্ছে।

Mr. Speaker :—Shri Ershad Ali Choudhury.

Shri Ershad Ali Choudhury :—Question No. 981.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 981.

QUESTION	REPLY
১) ত্রিপুরায় Reserve Forest Areaতে Forest-roads (বনপথ) কতগুলি আছে, রাস্তার দূরত্ব কত মাইল।	Materials are under collection,
২) এইগুলি Public Works Department-এর নিয়ন্ত্রাধীনে দেওয়ার কোন পরিকল্পনার আছে কি না ?	না,
৩) জনসাধারণ এই পথগুলি দিয়া চলাচল করিতে আইনতঃ সক্ষম কিনা ?	হাঁ,

Mr. Speaker :—Shri Suresh Ch. Choudhury.

Shri Suresh Ch. Choudhury :—Mr. Speaker, Sir, question No. 991.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 991.

QUESTION

১) বিলোনীয়া-ঋষ্যমুখ ও ঋষ্যমুখ-সমরগঞ্জ রাস্তার কাজে কতজন ওভারসিয়ার নিযুক্ত আছে, তাহাদের Head quarter কোথায় ? উক্ত রাস্তার জন্য কতজন Gangman নিযুক্ত আছে। তাহারা কোথায় থাকে ;

২) বিলোনীয়া P.W.D. এর কাজের জন্য কতখানা ট্রাক (সরকারী) আছে। ঐ ট্রাক দ্বারা বেসরকারী ব্যক্তিদের মাল বহন করা হয় কিনা ?

ANSWER

১) ২ জন ওভারসিয়ার এবং ২০ জন মজদুর। ওভারসিয়ারদের Head quarter বিলোনীয়া। মজদুররা প্রয়োজন অনুযায়ী জায়গায় জায়গায় কাজে নিযুক্ত হয় এবং তাহারা তাহাদের বাড়ী হইতে আসিয়া কাজ করে।

২) দুইটি সরকারী গাড়ী আছে। না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০১৫।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০১৫ স্যার।

QUESTION

১। অভয়নগর মহিলা আশ্রমের আসন সংখ্যা কত ;

২। উক্ত আসন সংখ্যা অপর্য্যাপ্ত বলিয়া সরকার মনে করেন কি ?

৩। যদি মনে করিয়া থাকেন, তাহা হ'লে আসন সংখ্যা বাড়াইবার বা নূতন আশ্রম খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

ANSWER

১) ৮৫

২) হাঁ

৩) আসন সংখ্যা বৃদ্ধির পরিকল্পনা আছে।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এ আশ্রমে এ্যাডমিশান নিতে ইচ্ছুক এমন মহিলার সংখ্যা কত?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—আই ওয়ান্ট নোটিশ।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সেখানে কি কি শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তাদের শিক্ষার মান কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—ডিটেলস আমার কাছে নেই, আমি নোটিশ চাই।

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সেখানে যে ভর্ত্তি করা হয়, সেটা কিসের ভিত্তিতে করা হয়?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচ্যর্য্য—সেটা বিভিন্ন কারণে ভর্তি করা হয়। ডেজার্টেড বা কোন মেয়ে অভিবাবক শূন্য হলে এই রকম অনেকগুলি কারণ আছে। মাননীয় সদস্য যদি সবগুলি জানতে চান তাহলে আমি পরে জানাতে পারি।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তাদের এমপ্লয়মেন্টের কোন ব্যবস্থা আছে কি না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—কাজ কর্ম্ম শিক্ষা করলে পরে চেষ্টা করা হয় তাদের কিছু কাজ দেওয়া যায় কি না। সময় ও সুযোগ অনুসারে তাদের এমপ্লয়মেন্ট দেওয়া হয়।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী—তাদের যদি এমপ্লয়মেন্টের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে এই সহায় সম্বলহীন মেয়েরা বিপথগামী হয়ে যাবে বলে সরকার মনে করেন কি না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—এমপ্লমেন্ট দেওয়া হয় কিনা ঠিক আমার জানা নাই সেটা আমি খোঁজ করে দেখব।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই পর্য্যন্ত কতজনকে এমপ্লয়মেন্ট দেওয়া হয়েছে?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—আই ওয়ান্ট নোটিশ।

মিঃ স্পীকার—শ্রী মনোরঞ্জন নাথ।

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৮

শ্রী এস, এল, সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৮, স্যার।

প্রশ্ন

১। ধর্ম্মনগর সাবডিভিসনে বর্ত্তমান বৎসর পর্য্যন্ত Minor Irrigatlon Deptt. জল সেচ ও বন্যা নিরোধ কল্পে বাঁধ ইত্যাদি বাবৎ কত টাকা খরচ হইয়াছে?

উত্তর

১। এখনও কোন খরচ হয় নাই।

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, এতবড় একটা সাবডিভিসনে বিভিন্ন জায়াগায় বাঁধ দেওয়ার সেচের প্রয়োজন থাকা সত্বেও এইগুলি না হবার কারণ কি?

Shri S. L. Singh—During this financial year, no expenditure has been incurred by the Minor Irrigation Division of Dharmanagar Sub-division. Administrative approval for the following schemes has been received from the competent authority. The work has since been taken up—

i) Electricity operation Rs. 48,854/-

ii) construction of Bandh, Singhichhera, near Kadamtala, Rs. 10,215/-

iii) Flood protection scheme 61,800/-

An amount of Rs. 1,65,700 for construction of bandh for flood protection, drainage work of Dharmanagar town area has been sanctioned in August, 1967. The work has not yet been taken up.

The concerned Executive Engineer has prepared an estimate and submitted to the competent authority for sanction. It is now under consideration. Moreover, 12 numbers of new schemes are under investigation.

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি মাইনর ইরিগেশান ডিপার্টমেন্ট এতদিন পর্যান্ত ধর্মনগর এর জন্য কোন স্যাংশান না করার কারণ কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাইনর ইরিগেশান ডিপার্টমেন্টকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে হয় এবং তার জন্য সময় লাগে ।

শ্রী এসাদ আলি চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ধর্মনগরে মাইনর ইরিগেশানের এস, ডি, ও অফিস আছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আমি নোটিশ চাই ।

মিঃ স্পীকার—শ্রী নিশিকান্ত সরকার ।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৯ ।

শ্রী এস, এল, সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৯, স্যার

প্রশ্ন	উত্তর
১। উদয়পুর এলাকার রাজনগর হইতে কিল্লা রাস্তা কোন সনে হইয়াছে এবং রাস্তা হওয়ার পর এ রাস্তার কোন মেরামত হইয়াছে কি না ?	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে ।

মিঃ স্পীকার—শ্রী প্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত ।

শ্রী প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯০৯ ।

শ্রীএস, এল, সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯০৯, স্যার ।

QUESTION

1. Whether it is a fact that the trainees of Hindi Teachers' Training College residing in boarding Houses at Kunjaban are suffering from irregular supply of water,

2. If so, what action has been taken by the Government to ensure regular water supply there.

ANSWER

{ 1. The Hostel accommodation of trainees of Hindi Teachers' Training
{ 2. College is provided in hired buildings near Kunjaban Palace. There are two pumping sets to lift water from the tube well and the ring-well. Supply of water from these sources is adequate for the trainees normally.

During the dry season when the water level is low, there arises some difficulty in getting the required quantity of water. Contingent menials are then engaged to fetch water from nearby wells. Regular supply of water is maintained for drinking purposes and the kitchen by engaging contingent menials and water for bathing can be drawn from the ring well by buckets and rope provided for the purpose whenever electric supply fails or the pumping sets go out of order temporarily.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সেই হিন্দি টীচারস ট্রেনিং কলেজ বোর্ডিং'এ কতজন ছাত্র থাকেন ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সেই হিন্দি টীচারস ট্রেনিং কলেজের ছাত্ররা জল না পাওয়ার দরুণ ট্রেনিং কলেজ যাওয়া বন্ধ করেছিল কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি আগেই বলেছি যে জল না পাওয়ার কোন কারণ নাই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে জল না পাওয়ার অভিযোগে ট্রেনিং কলেজের ছাত্ররা কোনদিন কলেজ যাওয়া বন্ধ করেছিল কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই, স্যার।

শ্রী এরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, যে সব জায়গায় জলের অভাব আছে, এই বলে কোন পিটিশন তারা মিনিষ্টারের কাছে দিয়েছিল কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—এটা কি সরকারী বোর্ডিং না ভাড়াটিয়া, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি আগেই বলেছি যে সেটা হায়ারড হাউসে আছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে সব ছাত্ররা কলেজে যাওয়া বন্ধ করেছিল তারা কিসের ভিত্তিতে ক্লাশে যাওয়া আরম্ভ করেছিল ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

Mr. Speaker :—Shri Naresh Ch. Roy.

Shri Naresh Ch. Roy :—Mr. Speaker, Sir, question No. 1012.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 1012.

QUESTION	ANSWER		
		একর	ক্ষতির পরিমাণ
১) ১৯৬৭-৬৮ সালে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কি পরিমাণ বন সম্পদ দুরৃত্তকারী-গণ ধ্বংস করিয়াছে (Sub-divisions ভিত্তিক হিসাব) এবং এই ক্ষতির পরিমাণ কত ?	বিলোনীয়া—	১,০০২·৫০	৮৩,২৭৩·০০
	সাব্রুম—	৯৫·৫৫	১৭,১৪৫·০০
	উদয়পুর—	৪০২·৩০	১৭,৪২২·০০
	অমরপুর—	৩৭·৫০	৩,২৯৬·০০
		১,৫৩৭·৮৫	১,২১,১৩৬·০০
২) এই সকল বিধ্বস্ত বন পুনর্গঠনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?	হাঁ ।		

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—যে সমস্ত দুষ্কৃতিকারী এই বন ধ্বংস করেছে তাদের মধ্যে কোন লোককে অ্যারেষ্ট করা হয়েছে কিনা ? যদি হয়ে থাকে তাদের সংখ্যা কত ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—নোটিশ চাই ।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে এই দুষ্কৃতিকারী যারা বন ধ্বংস করে তারা যাতে বন ধ্বংস করতে না পারে সেজন্য তাদের বিরুদ্ধে কোনরকম প্রটেকশন সরকার থেকে নেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—সরকার থেকে সব সময় রিজার্ভ ফরেষ্টকে প্রটেক্ট করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং সেটা ভালভাবেই চলছে ।

Mr. Speaker :—Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan :—Question No. 974.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 974.

QUESTION	ANSWER
১) ছামনু ব্লকের ভাইবোন ছড়া কলোনীর কাচারী ছড়ায় বাঁধ দিয়া জল সেচ ব্যবস্থার জন্য কলোনীবাসীরা দীর্ঘদিন যাবত আবেদন করিয়া আসিতেছেন—সরকার অবগত আছেন কি ;	Materials are under collection.
২) যদি অবগত থাকেন তবে কবে নাগাদ বাঁধের কাজ আরম্ভ হইবে ?	

Mr. Speaker :—Shri Ersad Ali Choudhury.

Shri Ersad Ali Choudhury :—Question No. 982.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 982.

QUESTION

(a) ১৯৬৭ ইং সনে উদয়পুরে সরকারী নিয়ন্ত্রিত দরে Fishery Deptt. হইতে কি পরিমাণ মৎস্য উদয়পুরের জনসাধারণকে দেওয়া হইয়াছে ;

(b) ঐ সনে বিভিন্ন বিভাগে উদয়পুর Fishery Deptt. হইতে কি পরিমাণ মৎস্য রপ্তানী করা হইয়াছে ;

(c) ঐ সনের বিক্রীত মৎস্যের মূল্য কত ?

ANSWER

(a) ৮,৩৭০·৮৫০ কিলোগ্রাম।
8,370·850 Kg.

(b) ৩,১৫৪ কিলোগ্রাম।
3,154 Kg.

(c) টা. ২৭,৮৭৪·৫২।
Rs. 27,874·52

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—উদয়পুরের জনসাধারণকে যে মাছ বিক্রি করা হয় তার নিয়ন্ত্রিত দাম কত ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—এক এক মাছের দর এক এক রকম।

শ্রী এরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলিবেন কি এই সমস্ত মাছ কি সিসটেমে বিক্রী করা হয়, খোলা বাজারে না কুপনে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—যা সিসটেম আছে সেটা মৎস্য ডিপার্টমেণ্ট থেকে করে দেওয়া হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী যারা ধরে তারা বিক্রী করে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—সবাই কি এই মাছ পান ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—উপযুক্ত থাকলেই পাবে, আর উপযুক্ত না থাকলে পাবে না। লিমিটেড যদি মাছ হয় তাহলে একটু কড়াকড়ি করতে হয়।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ফিসারী ডিপার্টমেণ্ট থেকে কোনদিন মাছ ধরা হয় এটা জানেন কিনা ?

শ্রীএস. এল, সিংহ :—এটা আমার জানা নেই।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—এই সমস্ত মাছ কি পাইকারী বিক্রী হয় না খুচরা কনজিউমার্সের কাছে বিক্রী হয় ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—অ্যাপ্রুভ্ড লিষ্ট আছে। অতএব সেই অনুসারে তারা ধরে এবং বিক্রী করে। অনেকের বাড়ীতে বিবাহ আছে, শ্রাদ্ধ আছে, এই সমস্ত ব্যাপারে তারা দরখাস্ত করে এবং সেই অনুসারে তাদের কাছে বিক্রী করা হয়।

Mr. Speaker :—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—Question No. 762.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker Sir, materials for reply to the above mentioned question are under collection.

Mr. Speaker :—Shri Ershad Ali Choudhury.

Shri Ershad Ali Choudhury :—Question No. 988.

Shri S. L. Singh :—Question No. 988.

QUESTION	ANSWER
১) ত্রিপুরায় Reserve Forest area এবং Protected Reserve Area র পরিমাণ কত ?	রিজার্ভ ফরেষ্ট এরিয়া —৯৫৩.১০ বর্গ মাইল, প্রটেকটেড রিজার্ভ এরিয়া বলিতে কিছু নাই।
২) ত্রিপুরায় কতজন ফরেষ্ট কর্মচারী (Guard এবং watcher সহ) আছে ?	৮৯৯ জন।
ত্রিপুরার বনজ সম্পদ রক্ষার পক্ষে তাহারা পর্যাপ্ত কিনা ?	হঁা স্বাভাবিক অবস্থায়।
৩) ত্রিপুরার ফরেষ্ট অফিসের সংখ্যা কত ? (Beat Office সহ)	২৫৭ টি

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যেসমস্ত প্রটেকটেড এরিয়া আছে, এইগুলি সরকার থেকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—প্রথম হল আমাদের রিহেবিলিটেশন স্কীমে ১৩,০০০ যে জুমিয়া আছে তাদিগকে বসাবার জন্য যে জায়গার প্রয়োজন হবে এবং ভূমিহীনকে বসাবার জন্য ফাষ্ট প্রায়রিটি দিতে হবে। সেটা দিয়ে যদি অতিরিক্ত জমি থাকে তাহলে দেখা যাবে।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী ঃ—আ্যরেবল ল্যাণ্ডের জন্য কোন প্রটেকটেড এরিয়া ছাড়বার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—আগেই বললাম যে লোকগুলিকে বসাবার জন্য যতটুকু জমির প্রয়োজন হবে সেই অনুসারে আমরা তাদিগকে বসাই।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় ঃ—এই সমস্ত প্রটেকটেড এরিয়ার মধ্যে যে সমস্ত লুংগা বা নাল জমি পড়ে এইগুলি কি করা হয়।

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—আমাদের প্রথম পরিকল্পনা হল জুমিয়া এবং ল্যাণ্ডলেসদের ফার্স্ট প্রায়রিটি দেওয়া হবে। তারপর অন্যদের কথা আমরা চিন্তা করব।

Mr. Speaker :—There is no unstarred question to-day.

CALLING ATTENTION

Mr. Speaker :—The Calling Attention given notice of by Shri Aghore Deb Barma on 13th March, 1968 to which the Minister concerned agreed to make a statement to-day the 28th March, 1968 on "Disturbance at Dharmanagar town on 9. 3. 68 and the fire gutted the house of Shri Rasid Ali on the said date"

I would now call on the Hon'ble Minister in-charge to make a statement.

Shri S. L. Singh : - Hon'ble Speaker, Sir, calling attention notice given by Shri Aghore Deb Barma about disturbance at Dharmanagar town on 9.3.68 and the fire gutted the house of Shri Rasid Ali of Dharmanagar town on the said date.

On 9. 3. 68 morning one Srimati Bela Rani Badykar went to fetch drinking water from a private tube well which had been sunk in connection with construction of a private building. At about the same time a mason belonging to minority community engaged with the work, was also in need of getting water from the same tube well. This developed into altercation which attracted a crowd at that time. However, due to timely intervention of the Police, the crowed dispersed for the time being. But afterwards a crowd gathered again and demanded handing over of the masons who were rescued by the Police. A case under section 354 I. P. C. has been registered against mason.

At about 12 noon the same day a clerk of minority community of the office of the Addl. Sub-divisional Officer while cycling to his house was pushed down by two persons and reported to have been assulted. The clerk raised alarm as a result of which some inhabitants of the locality hastened to the place and the miscreants fledaway. A case U/s 341/323 I. P. C. has been registered in Dharmanagar P. S.

This was followed by an outbreak of fire at about 1-30 P. M. in the house of one minority community on whose complaint a case under section 436 IPC has been registered and five persons apprehended.

With a view to averting further disturbances and troubles, an order U/S 144 CR. P. C. has been promulgated within Dharmanagar P. S. area for a fortnight.

Mr. Speaker : —There is another Calling Attention given notice of by Shri Abdul Wazid on 21st March, 1968 to which the Minister concerned agreed to make a statement to-day the 28th March, 1968, on—

"Motor accident in front of U. K. Academy resulting injury to a student."

I would now call on the Hon'ble Minister-in-charge to make a statement.

Shri S. L. Singh :— Hon'ble Speaker, Sir, on 20. 3. 68 at about 1100 hours one Shri Ashim Ranjan Bhattacharjee s/o Shri Adash Ranjan Bhattacharjee, a student of Class VIII of U. K. Academy was travelling from fire brigade choumuhini to U. K. Academy by Town Bus. The bus duly halted at the bus stand infront of U. K. Academy. As the bus started the boy suddenly jumped down and started crossing the road from north to south. In this process the boy was hit by a jeep (TRA-30) which was just then going past the bus from east to west. The driver had no prior awareness of the sudden behaviour of the boy. He, however, tried this level best to take a swerve to save the boy and eventually he stopped the jeep. The injured boy was removed to Hospital within a few minutes and emergency treatment was taken up. The present condition of the boy is satisfactory.

On this issue, a case has been registered in Kotwali P. S. vide case No. 47(3)68U/S279/337 I. P. C. which is under investigation.

The driver who drove the jeep was arrested and has been enlarged on bail from the P. S. as it was a bailable offence. The jeep was also seized in the usual manner during the investigation and has been enlarged on surety after mechanical examination.

Prevention of road accidents depends as much on the alertness and co-operation of pedestrians as of the drivers. From information received so far it appears that the unpredictable sudden and resh behaviour of the boy was responsible for the accident in the present case.

Instructions are however, being issued for stricter traffic control.

GOVERNMENT BUSINESS (FINANCIAL)

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business there are 4 Demands viz Demand Nos. 2—Land Revenue, 33—Forest, 34—Misc. and 35—Other Miscellaneous, Compensations and Assignments are to be disposed of.

Members have received the list of Business along with the Appendix showing Demands to be moved by the Finance Minister. Now the Finance Minister will move his demands standing in his name one by one when called by me and as soon as the Finance Minister has move his demands there will be discussion on the Demands. Thereafter when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister to move the Demands Nos. 34 and 35 together and I shall have one general debate on these demands as they are of allied nature ; of course, I shall dispose of the demands separately. Now I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 2—Land Revenue.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 40,72,000/-, [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 2—Land Revenue.

Mr. Speaker :—Now the debate will start. Shri Promode Ranjan Das Gupta.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ডিম্যাণ্ড নাম্বার—২, ল্যাণ্ড রেভিন্যু'র উপর আমি আমার আলোচনা রাখছি সমর্থন করে। ডিম্যাণ্ড নাম্বার—২, ল্যাণ্ড রেভিন্যুতে আমরা দেখছি যে ইনকাম ১৯৬৮-৬৯'এ ২৬,০০,০০০ টাকা ধরা হয়েছে এবং সেখানে ব্যয় হচ্ছে ৪০,০০,০০০ টাকা। তবে এখানে সমর্থন করে কয়েকটি কথা আমি হাউসের সামনে রাখছি সেটা হচ্ছে, এই যে ল্যাণ্ড সেটেলমেণ্ট, সেটা আরম্ভ হয়েছে বহুদিন যাবত। কিন্তু সেটা এখনও শেষ হয় নাই এবং সেটা যে সময় নেওয়া উচিত ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী সময় নিয়েছে। কিন্তু নেওয়া সত্ত্বেও আমার একটা জিনিষ ভয় হয় যে সেটেলমেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকে যে রেকর্ড করা হয়েছে সেগুলি ঠিক হয়নি, অনেক জায়গায়, অনেকগুলি গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে। আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন সেগুলি বিশেষভাবে তদন্ত করেন, যদি কোন রিপ্রেজেনটেশান এসে থাকে, তাহলে সেগুলি বিবেচনা করে যেখানে যার ল্যাণ্ড আছে সেখানে যাতে সে পায় তার ব্যবস্থা করেন। অনেক সময় অনেক অভিযোগ

এসেছে যে তার জোত নাম্বার আছে, খাজনা দিয়ে আসছে কিন্তু সেটেলমেন্ট রেকর্ডে দেখা যায় তার ল্যাণ্ড নাই, সেখানে ডিসপিউট দেখা দিয়েছে। সেইসব জায়গায় বিশেষভাবে তদন্ত করে যাতে জোতের মালিক তার ল্যাণ্ড কোথায় আছে, কি অবস্থায় আছে, সেটা বাহির করে যাতে দেওয়া হয় সেই আবেদন আমি রাখছি। প্রত্যেক সাব-ডিভিশন থেকে অভিযোগ আসছে। সাধারণ কৃষকের যেমন তার জমির বাউণ্ডারী কি তার কি পরিমাণ জমি সেটা যেমন থাকবে, তার সাথে সাথে আমাদের যারা জোতদার তার জোত যেন নষ্ট হয়ে না যায় সেটাও দেখা দরকার। তার সাথে সাথে আমি এই আবেদন রাখব যে, আজকে যে সংখ্যক ভূমিহীন আছে তাদের এই সেটেলমেন্টের মাধ্যমে যে সব জমি বেড়িয়ে আসছে, খাস জমি, সেইসব জমি যেন ভূমিহীনদের—জুমিয়া ভূমিহীন আছে, সিড্যুল কাষ্ট এবং অন্যান্য ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা যাতে ত্বরান্বিত করা হয় এবং বিশেষতঃ আজকে অনেক জায়গায় ফাইনাল হয়ে গেছে, বহু সাব-ডিভিশানে ফাইনাল হয়ে গেছে এবং খাস জমি কত আছে, তার হিসাব সরকারের কাছে সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্টের কাছে আছে। অতএব আমাদের ভূমিহীনদের যে সমস্যা, পুনর্ব্বাসনের সমস্যা, সে সমস্যাকে আর জিয়িয়ে রাখা উচিত নয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেটেলমেন্ট দেওয়ার জন্য, ট্রাইবেল সেটেলমেন্ট, জুমিয়া সেটেলমেন্ট খাতে যে টাকা বরাদ্দ রেখেছেন সেই টাকা যাতে ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয় হতে পারে তার চেষ্টা করা উচিত। কারণ জমি যদি না পাওয়া যায়, তাহলে এইসব খাতে যে টাকা রাখা হয়েছে তা ব্যয় করা সম্ভব হবেনা, টাকা ফেরত যাবে, সেইজন্য অনুরোধ রাখব যাতে এইসব খাস জমি তাদের এ্যালট করে দেওয়া হয় এবং তার কাজ যাতে ত্বরান্বিত করা হয় এবং এই সমস্যাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমাধান করা হয়। দুইটি জিনিষ এর মধ্যে আছে। একটি হচ্ছে ভূমিহীনদের সমস্যা সমাধান, আরেকটি হচ্ছে খাস জমি, যে জমি রিক্লেইম করা হয়নি, যদি আমরা ঐগুলিতে তাদের সেটেলমেন্ট দিতে পারি তাহলে আমাদের খাদ্যোৎপাদনের যে সমস্যা সেটা কিঞ্চিৎ লাঘব করতে পারব। আর একটা কথা হয়েছিল ল্যাণ্ড রেভিনিউ সম্বন্ধে। রেভেনিউ সম্বন্ধে বাজেট ডিস্কাশনের উপর আমি বক্তব্য রেখেছি। তবু এই কথা বলতে হচ্ছে যে আমাদের কৃষকের ল্যাণ্ড রেভে-নিউ থেকে যে আয় হয়, একই ইউনিটের যে রেভেনিউ তা দেবার শক্তি আমাদের কৃষকের নাই। আবার আমি অনুরোধ রাখব যে সার্ভে সেটেলমেন্টের প্রস্তাবের জন্য যে ৪ বছরের রেভেনিউ অ্যাকুমুলেটেড হয়েছে সেগুলি থেকে আমাদের সাধারণ কৃষকেদের রিলিফ দেওয়া প্রয়োজন। কারণ তাদের উপর অনেক চাপ সৃষ্টি হয়েছে, যদি তাদের রিলিফ না দেওয়া হয় এবং সরকার যদি সেই ব্যবস্থা ত্বরান্বিত না করেন তাহলে তাদের অবস্থা আরও খারাপ হবে। এস, ডি, ও অফিস এবং তহশীল অফিস থেকে যেসব চাপ তাদের উপর সৃষ্টি হচ্ছে তাতে আমি আবেদন রাখব যে ফর দি ফল্ট অব দি গভর্ণমেন্ট, ফর দি ফল্ট অব দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই যে চার বছর খাজনা নেওয়া হয় নি সেই অ্যাকুমুলেটেড খাজনা আজ তারা দিতে পারছে না। সেজন্য তাদের বিরুদ্ধে সংশিতের নোটিশ করা হচ্ছে। ল্যাণ্ড রেভিনিউ অ্যাক্টের মধ্যে প্রভিশন আছে যে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সেই অর্ডার করতে পারেন।

সেই দিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে সাধারণ কৃষককে যাতে হ্যারাসমেন্ট না করা হয় এবং সরকার মকুব দিয়েই হোক আর রিলিফ দিয়েই হোক সেটা বিবেচনা সাপেক্ষে যাতে এটাকে ষ্টে অর্ডার করা হয় সেই আবেদন অমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে রাখছি। তারপর এই সম্বন্ধে আমার আর বিশেষ বক্তব্য নাই। এই কথা বলেই আমি ডিমাণ্ড নামবার টু তে যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেটা সমর্থন করছি।

মিঃ স্পিকার—শ্রী সুনীল চন্দ্র দত্ত।

শ্রী সুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের অর্থমন্ত্রী ল্যাণ্ড রেভেনিউ খাতে যে ৪০,৭২,০০০টাকা ব্যয় বরাদ্দ উত্থাপন করেছেন আমি তা সমর্থন করছি। সমর্থন করতে গিয়ে আমি এই কথা বলতে চাই যে মাননীয় প্রমোদ দাশগুপ্ত মহাশয় আমাদের আয় কম খরচ বেশী এই কথা উল্লেখ করেছেন। এটা শুধু এই আর্থিক বৎসরের ব্যাপার নয়, গত ১৭/১৮ বৎসর যাবতই আমাদের আয়ের চেয়ে খরচ অনেক বেশী হয়েছে। তার কারণ আমাদের বর্তমান সময়ে সার্ভে সেটেলমেন্ট অপারেশন চলছে। সার্ভে সেটেলমেন্টের কাজ অনুভূত হয় ত্রিপুরাতে ল্যাণ্ড রেভেনিউ এবং ল্যাণ্ড রিফর্মস অ্যাক্ট চালু করার পর, কাজ আরম্ভ হয় ১৯৬০ সালে। একথা সত্যি যে জমিদারীগুলি আমরা দখল করেছি, মধ্যস্বত্ব লোপ করেছি। আশা ছিল যখন কাজ আরম্ভ হয়, ২।৪ বৎসর কাজ আরম্ভ হওয়ার পরেই যেসব মহকুমায় সার্ভে সেটেলমেন্টের কাজ শেষ হয়েছে সেগুলিতে আমাদের আয় বৃদ্ধি করা. কিন্তু এই ব্যাপারে যা লক্ষ্য করা যায় আয় বৃদ্ধি অতি নগন্য। এর কারণ কি? একটি কারণ এই যে তৌজী আমাদের অনেক সময় বিলম্বে হয়। তৌজি বিলম্বে হওয়ার দরুণ খাজনা থেকে সরকার বঞ্চিত হচ্ছেন। নিয়ম আছে চার বছরের বেশী খাজনা একসঙ্গে আদায় করা চলবে না। আর একসঙ্গে খাজনা আদায় করার যে চেষ্টা মাননীয় প্রমোদ দাশগুপ্ত মহাশয় আলোচনা করেছেন যে আমাদের কৃষকরা খাজনা দিতে প্রস্তুত আছে কিন্তু একসঙ্গে ৪ বছরের খাজনা দিতে তারা পারবে না। আমাদের কৃষকরাও খুব সক্ষম নয়। তারপর ত্রিপুরাতে প্রায় প্রতি বছরই বন্যা, খরা, অনাবৃষ্টি লেগেই আছে এবং মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন যে খাজনা আদায় করতে গিয়ে কৃষকদের প্রতি যেন জোর জবরদস্তি না করা হয়। আমি যতটুকু জানি এই সম্পর্কে সার্কুলারও আছে যে খাজনা একসংগে আদায় করার জন্য যেন জোর জবরদস্তি করা না হয়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের আগরতলা অফিস থেকে যেসব কাগজপত্র যায় তহশীল কর্মচারীরা তাদের কৃতিত্ব জাহির করবার জন্য এই সব নির্দ্দেশ মানা করেন না। এই অভিযোগ আমাদের কাছে আছে। কৃষকদিগকে যাতে হয়রানি না করা হয় তার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। এর আর একটি বড় কারণ হচ্ছে জোতের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে, তেমনি লোকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে ত্রিপুরাতে, কিন্তু তহশীল অফিস মহারাজের আমল থেকে যা ছিল এখনও তাই আছে। সেইজন্য তহশীল অফিস সর্ব্বত্র বৃদ্ধি করা দরকার। একটা পরিকল্পনা অবশ্য ছিল, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় নি। সুতরাং খাজনা আদায় করার জন্য প্রতি মহকুমায় অতি

সত্বর প্রয়োজনীয় সংখ্যক তহশীল অফিস চালু করা দরকার। আমাদের খাজনা বৃদ্ধি না হওয়ার আর একটি কারণ খাস জমি দখলকারী যে সব লোক আছে দীর্ঘদিন যাবত সার্ভে সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্টে ওদের লিপিবদ্ধ করা আছে। তাছড়া ট্রাইবেল কলোনী আমরা স্থাপন করেছি, কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্বাস্তু কলোনীতে যাদের সরকার অ্যালটমেন্ট দিয়েছেন তাদের এখন পর্য্যন্ত তৌজী স্থাপন করা হয় নি। সরকার যাদের জমি অ্যালট করে দিয়েছেন তারা বেআইনী দখলকার নয়, আইনসংগতভাবেই দখলকারী। আর উদ্বাস্তু যারা পাকিস্তান থেকে এই রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, ৫।৭ বছর যাবত যারা বসবাস করছে এবং যারা এই রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চান নাগরিক অধিকার নিয়ে এইসমস্ত ছিন্নমুল উদ্বাস্তুদেরও সরকার হয়ত বন্দোবস্ত দিবেন। কিন্তু বন্দোবস্ত দিবেন কখন, যখন সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়ে গেল।

এই ত্রিপুরা রাজ্যে এই রকম ২০।৫০ হাজার উদ্বাস্তু পরিবার আছে, যারা সরকারী জমি দখল করে সেখানে বাড়ীঘর করেছে, পুকুর কেটেছে এবং ফলন্ত বৃক্ষাদি রোপণ করেছে। তাদের কয়েকজন অভিযোগ করেছেন যে আমরা খাজনা দিতে ইচ্ছুক কিন্তু সরকার আমাদের খাজনা নিতে চাননা। এই যে একটা বিরাট অংশ উদ্বাস্তু ভাগ্যের তাড়নায়, জন্মভূমি ফেলে এসেছে, ত্রিপুরাকেই নুতন করে তাদের জন্মভূমি বলে গ্রহণ করেছে. ভারতবর্ষের নাগরিক হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে তাদের প্রতি অবহেলা দেখানোর কোন কারণ থাকতে পারে না। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব অতি সত্বর যেন তাদের সেইসব জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয় এবং তাদের নাম তৌজিভূক্ত করা হয়। তার ব্যবস্থা যদি করা যায় তাহলে ত্রিপুরার আয়ও বৃদ্ধি হতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সাহায্য করেন সত্য কথা, কিন্তু আমাদেরও উচিত যাতে আমাদের আয় বাড়ান যায়, সেইদিকে নজর দেওয়া, যদি কোন অসুবিধা থাকে, সেটা দূরীভূত করা। আরেকটা বিষয়ে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে আন-ইকনমিক হোলডিং যে সব জমি, সেগুলিকে খাজানা থেকে মুক্ত করা হয়েছে। আমাদের ত্রিপুরাতে জমি বেশী নাই, আয় খুবই সামান্য. কাজেই এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন আছে এবং আলাপ আলোচনা করে আন-ইকনমিক হোলডিং যে সমস্ত জমি আছে, যে সমস্ত কৃষক এক একর জমির মালিক, আমি বড় বড় সহর অঞ্চলের কথা বলছি না, আমি পল্লী অঞ্চলের কথা বলছি, তাদের খাজনা থেকে মুক্তি দেওয়া যায় কিনা সেটা বিবেচনা করে, কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলাপ আলোচনা করার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি। এই বলেই আমি এই ডিম্যাণ্ডের উপর সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker :—If any other Member interested to perticipate in the debate ?

শ্রীএরশাদ আলী চৌধুরী ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিম্যাণ্ড নাম্বার ২, ল্যাণ্ড রেভিন্যু আমি সমর্থন করি এবং সমর্থন করতে যেয়ে দুই একটি কথা এখানে রাখছি।

আমাদের ল্যাণ্ড রেভিন্যু এ্যাক্ট মতে আমাদের যারা জমিদার, জোতদার এবং তালুকদার ছিল, সেই সমস্ত তালুকদারী এবং জমিদারী তাদের চলে গেছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তাদের অধীনে হয়ত খাস জমি ছিল, জমিদারী চলে যাওয়ার পর অনেক কৃষককে সেই সমস্ত বন্দোবস্ত দিয়ে গেছে এবং রীতিমত তাদের থেকে নজরানা নিয়েছে এবং তাদের রীতিমত খাজনা দিয়ে বন্দোবস্ত নিতে হয়েছে। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে দেখা গেল যখন সার্ভে সেটেলমেণ্ট হল যে সেই সমস্ত জমি খাস জমি, ফলে দেখা যাচ্ছে যে হাজার হাজার কৃষক যারা ঐ সমস্ত জমি, জমিদার, তালুকদার থেকে বন্দোবস্ত নিয়েছিল সেই সমস্ত জমি তাদের নামে খতিয়ানভুক্ত না হয়ে সরকারী খাস জমি হিসাবে খতিয়ানভুক্ত করে রেখেছে, লিগেলী যারা নাকি তালুকদার, জমিদার থেকে বন্দোবস্ত নিয়েছে এখন যদি তাদের বন্দোবস্ত না দেওয়া হয় তা হলে আমাদের রেভিন্যু ফল করবে। আমি আশা করি ল্যাণ্ড রিফরম্‌স এবং ল্যাণ্ড রেভিন্যু এ্যক্ট মতে আমাদের সংশ্লিষ্ট বিভাগ, অন্ততঃ যারা পাঁচ সাত বছর ধরে সেখানে আছে, বন্দোবস্ত নিয়েছে, তাদের সামান্য নজরানা নিয়ে যেন তাদের বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। এই যদি করা হয় তা হলে গরীব কৃষকরাও বাঁচবে এবং সরকারের ও ল্যাণ্ড রেভিন্যু বাড়বে। তারপর ল্যাণ্ড রিফরমস এ্যাক্টের ১০৪ ধারা মতে ভাগচাষী, বর্গাদার যারা আছে, জমি যারা চাষ করবে তারাই জমির মালিক হবে এই নির্দ্দেশ আছে। এখন মহারাজার আমল থেকেই ভাগচাষী যারা তারা বর্গা বা অর্ধ বর্গা করত, যারা নাকি রায়ত তারা আবার আণ্ডার রায়তের কাছে জমি পত্তন দিত। কিন্তু এই ল্যাণ্ড রেভিন্যু এবং ল্যাণ্ড রিফরমস এক্টের ১০৪ ধারা মতে আছে যে ভাগচাষী যদি কোন রায়তের জমি দখল করে আছে এটা প্রমাণিত হয়, তাহলে তাকে এই জমি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না। ত্রিপুরায় অধিকাংশই বিড়ি শ্রমিক, রিক্‌সা শ্রমিক। ফ্যাক্টরীতে তারা কাজ করে খায় ডে লেবার হিসাবে কিন্তু ত্রিপুরাতে এমন একটা ক্লাশ আছে যাদের এক কাণি, দুই কাণি করে জমি আছে। যাদের অধিক জমি ছিলনা, তারা বর্গা চাষ করে খেত। এখন এ ধারা মতে আছে যে তাদের উচ্ছেদ করা, এই সমস্ত বর্গাদারদের উচ্ছেদ করা যাবেনা, তারা জমির মালিক হবে এর ফলে এখন আর যে সমস্ত মালিকদের এক দ্রোণ জমি, তারা এখন আর বর্গা দিচ্ছে না। না দেওয়ার ফলে হাজার হাজার কৃষক জমি পাচ্ছে না চাষ করবার জন্য। এই যে একটা সেকশান তারা একটা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, তাদের রক্ষা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা আমি জানি না। তাহলে তাদের রক্ষা করার জন্য আমার মনে হয় একটা কিছু করা দরকার, তা না হলে এই সমস্ত কৃষকরা বিপদের সম্মুখীন হবে। তারপর আরেকটা হল ল্যাণ্ড রেভিনিউ আদায় করা সম্পর্কে। এই ল্যাণ্ড রেভিনিউ প্রায় চার পাচ বছর পর্য্যন্ত আদায় হয় নাই। ইদানীং নোটিশ হয়েছে যে বকেয়া খাজনা এককালীন দিতে হবে। কিন্তু এককালীন চার পাচ বছরের খাজনা দেওয়া এই সমস্ত কৃষকদের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই আমি আশা করব তারা যদি দুই-কিস্তিতে দিতে চায় তা হলে ল্যাণ্ড রেভেনিউ ডিপার্টমেণ্ট থেকে যেন

সেটা নেওয়া হয়। আরেকটা দেখা যাচ্ছে যে খাজনা থেকে বাজনা বেশী। যেমন সুদের পাচ টাকা, বেড়ে ১০।১২ টাকা হয়ে গেছে। দরিদ্র কৃষককে যদি এ ভাবে সুদ দিতে হয়, সেটা সম্ভব নয়। কাজেই আমি আশা করব সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেণ্ট যাতে নাকি এ্যাকচুয়েল খাজনা নিয়ে, সুদ এবং দেড় সুদ হোক তাদের মাপ করে দেন, এই চিন্তাধারা থেকে এই সব গরীব কৃষকদের রক্ষা করা যায় কিনা তার চেষ্টা করবেন। আরেকটা হল প্রথমে ইংরাজীতে দাখিলা দেওয়া হত। এ্যাসেম্বলী থেকে কোশ্চেন হওয়ার পর, কোন কোন তহশিলে বাংলায় দাখিলা দেওয়া হচ্ছে আবার কোন কোন তহশিলে ইংরাজীতেই এখনও দেওয়া হচ্ছে। আর তার ফলে কৃষক কত খাজনা দিল না দিল সেটা বুঝতে পারে না। কাজেই দাখিলা যাতে বাংলায় দেওয়া হয়, মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে আমি অনুরোধ রাখছি। আরেকটা কথা হচ্ছে যে আমরা যারা পাবলিক তাদের খাজনা যদি তিন বছর বাকী পড়ে তাহলে লিটিগেসানে জমি যাবে কিন্তু সরকারী ক্ষেত্রে এই বিষয়ে সামঞ্জস্য আছে কিনা জানি না। লিটিগেশানে যাওয়ার কোন আইন আছে কিনা জানি না। কিন্তু আমি মনে করি আইনের চোখে সকলেই সমান। কাজেই এই দুইয়ের মধ্যে যাতে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়, যাতে নাকি সুদ থেকে দরিদ্র কৃষককে রেহাই দেওয়া হয়. সার্ভে সেটেলমেণ্টের সময় থেকে যে খাজনা বাকী পড়েছে, সেটা যাতে মকুব করা হয় বা কিস্তিতে নেওয়া হয় তার অনুরোধ রাখছি। আরেকটা হল এমনও দেখা যায় যে হয়ত সার্ভেজমিনে গেছে কৃষককে খবর না দিয়েই তার জমি এ্যাটেসটেশান হয়ে যায়, তার জমি সীমানা নির্দ্ধারণ করা হয়। যেহেতু সে উপস্থিত থাকতে পারে নাই, তার জমির এক অংশ হয়ত খাস খতিয়ানভুক্ত হয়ে গেল। সে জমি তার দখলে আছে, সে রীতিমত খাজনা দিয়ে আসছে, জমির মালিক সে কিন্তু এ্যাটেটেশানে দেখা গেল খাস খতিয়ান করে রেখেছে। তারপর অনেক দরখাস্ত হল অনেক কিছু করল, হয়ত ৯৫এ পড়ল কিন্তু আজ পর্যান্ত সে জমি সে পেল না, সরকারী খাস জমি বলেই পরচার মধ্যে রয়ে গেছে।

এই যে হাজার হাজার একর জমি ত্রিপুরা সরকারের নামে খাস করে রাখল, ত উইল পে দি রেভেনিউ? কৃষকের কাছ থেকে জমি নিতে পারছে না, এটা একটা অসুবিধা। সুতরাং ৯৫এ যত দরখাস্ত আছে তা যাতে ত্বরান্বিত করা হয় এবং তার পরচা যাতে সে পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। তারপর দেখা যাচ্ছে মাননীয় সদস্য সুনীল বাবু বলেছেন ছিন্নমুল উদ্বাস্তু আছে। অনেক সময় দেখা গেছে যে এখান থেকে মুসলমানরা যারা পাকিস্তানে এক্স-চেঞ্জ করে চলে গেছে এবং পাকিস্তান থেকে হিন্দু যারা এখানে এসেছে, এই সমস্ত ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে হয়ত মুসলমানের নামে পরচাটা ছিল। কিন্তু খাজনার নোটিশ যখন এল তখন সেই মুসলমানের নামেই এল যে নাকি পাকিস্তানে চলে গেছে, যে নাকি এক্সচেঞ্জ করে এসেছে তার নামে নোটীশ হয় নাই। সে নোটিশ না পাওয়ার ফলে তার সম্পত্তিটা নীলাম হল। কিন্তু এটা যে নীলাম হল সে কথা সেই বর্ত্তমান মালিক যে নাকি পাকিস্তান থেকে এক্সচেঞ্জ করে এসেছে, সে কিছুই জানতে পারলো না। তার ফলে সে উচ্ছেদ হয়ে গেল। কিন্তু এখন যারা এখানে আছ তার নামে যদি খাজনার নোটিশ যায় তাহলে হয়ত

এই খাজনাটা পাওয়া যেতে পারে। আমার আর বেশী বলবার নাই। আমি আশা করি যে সমস্ত পয়েন্টসগুলি বললাম সেগুলির উপর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দৃষ্টি দেবেন। এই বলে আমি শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে ডিমাণ্ড নাম্বার টু আমাদের অর্থমন্ত্রী উপস্থিত করেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি। তবে এটা আলোচনা করতে গিয়ে আমি কয়েকটি কথা রাখব। অনেক সময় দেখা যায় যে জোতের জায়গা নদীতে ছড়াতে ভেঙ্গে এক পার থেকে অপর পারে নিয়ে যায়। সেই অপর পারে যে জায়গাটা চলে গেল সেটা অনেক সময় সেই জোতদার পায় না। জমির অপর পারে যে জোতদার আছে তার দখলে চলে যায়। এমন কি খাজনা দেওয়া থেকেও সে রেহাই পাচ্ছে না। তার নামে নালিশ হচ্ছে, নোটিশ হচ্ছে, সংশিত হচ্ছে। তারপর জমি রেকর্ড করাতে গিয়ে অনেক সময় দেখা গেছে যে একজনের জমি আর একজনের নামে রেকর্ড হয়ে গিয়েছে বা একজন খাস জমিটা বহুদিন যাবত ভোগ করে আসছিল, সেটা তার নামে রেকর্ড না হয়ে অন্যের নামে রেকর্ড হয়ে গিয়েছে। এই নিয়ে বহু ঝগড়া বিবাদ আছে। সেজন্যই আমি অনুরোধ করছি যে সেটেলমেণ্ট বিভাগ থেকে যেন একজন তদন্তকারী অফিসার নিয়োগ করা হয় প্রত্যেক সাব-ডিভিশনে, এইগুলি তদন্ত করে দেখার জন্য। কোন কোন জায়গায় দেখা গিয়েছে যে খাজনা বিভিন্ন ভাবে বৃদ্ধি করা হচ্ছে এবং সেটা নিয়ে কোন আলোচনা নাই, তার কারণ খাজনা বৃদ্ধি আমাদের দরকার। প্রত্যেক জিনিষের দাম বাড়ছে, কাজেই খাজনা বৃদ্ধি নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই না। আমি বলতে চাই যে জমির শ্রেণী অনুযায়ী খাজনার তারতম্য করা হোক। কোন কোন জায়গায় দেখা যায় চারা ভিটাকে বাস্ত ভিটায় এবং বাস্তভিটাকে চারা ভিটায় পরিণত করা হয়েছে। এইগুলি তদন্তকারী অফিসার দিয়ে তদন্ত করালে কৃষকদের মঙ্গল হবে। তাছাড়া আর একটি বিষয় আমি রাখছি সে শুধু চার বছর নয়, আমি জানি যে খাজনাটা নেওয়া হয়নি ১৩৭১ বাং থেকে। অর্থাৎ সেটেলমেণ্ট সুরু হওয়ার এক বছর আগে থেকে খাজনা নেওয়া হয় নাই। খাজনা এক সঙ্গে নিতে চাইলে বড় বড় জোতদাররা হয়ত দিতে পারে, কিন্তু ছোট ছোট জোতদাররা দিতে পারে না। তাদের যদি খাজনা দিতে হয় তাহলে হয়ত তাদের ২ কানি ১ কানি জায়গা বিক্রি করে খাজনা দিতে হবে। তাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এ সম্বন্ধে চিন্তা করতে বলছি এবং তিনি যেন দেখেন খাজনা মুকুব করা যায় কিনা অথবা অন্য কোন উপায় করা যায় কিনা। তাছাড়া আর একটি বিষয় আমি খাজনার অসুবিধা সম্বন্ধে বলছি, সেটা হল মৌজাগুলিকে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে এবং মৌজার সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়েছে। এতে আগে যে মৌজাতে আমার জমি ছিল এখন হয়ত সেই মৌজাতে নাই। অথচ খাজনা নেবার বেলায় দুই মৌজা থেকেই খাজনা নেওয়া হচ্ছে। এতে কৃষকরা বিভ্রান্ত হচ্ছে। মাননীয় সুনীল দত্ত বলেছেন যে প্রত্যেক সাবডিভিশন থেকে ভূমি-

হীনদের মধ্য থেকে দরখাস্ত আসছে যে অমুক মৌজায় অমুক জায়গা খাস আছে, সেটা আমাদের নামে অ্যালট করা হোক। কিন্তু এইগুলি প্রকৃত খাস কিনা সেটা অনুসন্ধান করে আজ পর্য্যন্ত দেখা হয় নাই। হলেও খুব কম হয়েছে। যদি তারা এই জমিগুলি বন্দোবস্ত পায়, যেখানে জমি পাক সেখানেই তারা ফসল করে বাঁচতে পারবে। আশা করি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এইগুলি খুব ত্বরান্বিত করবেন। এই বলেই ডিমাণ্ডের সমর্থনে আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

শ্রীনরেশ রায় :— অনারেবল স্পীকার, স্যার, ল্যাণ্ড রেভিন্যু খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, আমি অভিনন্দন সহকারে সমর্থন জানাই। অনার‍্যাবল স্যার, সামগ্রিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের আয়, ব্যয়ের প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করি, তাহলে দেখা যায় সেখানে বৈসাদৃশ্য আছে কিন্তু ল্যাণ্ড রেভিন্যু খাতে যে আয় ব্যয় তাতে কোন বৈসাদৃশ্য নাই। আমার মনে হয় সুবিন্যস্তভাবে ত্রিপুরার জমিগুলি যদি ভূমিহীন কৃষকদের হাতে আমরা তুলে দিতে পারি তাহলে ল্যাণ্ড রেভিন্যু খাতে যে ঘাটতি দেখা যায়, ততটুকু ঘাটতি থাকবে না, একেবারে ঘাটতি নাও থাকতে পারে। ল্যাণ্ড রেভিন্যু দ্বারা জমিকে সুশৃংখলভাবে, জমির মালিকের হাতে আমরা জমি তুলে দিতে পারি এবং তাতে জমির ইউটিলাইজেশান হচ্ছে কিনা সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে পারি, আরও লক্ষ্য রাখতে পারি ইউটিলাইজেশানের ফলে কোন জমিতে কি রকম ফসল হতে পারে, কি জাতীয় ফরেষ্ট প্রডিউস হতে পারে ইত্যাদি। এছাড়া সুবিন্যস্তভাবে সেটেলমেণ্ট দ্বারা জমিকে কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়ার পর তারা তাদের ঠিক ঠিক মালিকানা পায়, এবং জমির প্রতি তাদের একটা মমত্ব বোধ আসে। জমির মধ্যে প্রায়ই গোলযোগ স্বভাবতই থাকবে, না থাকার কোন কারণ নাই। এইদিক দিয়ে যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে ল্যাণ্ড রেভিন্যু খাতে সেটেলমেণ্ট দিতে গিয়ে যে অধিকন্তু ব্যয় হচ্ছে সেই অর্থ ব্যয়'এ সেটেলমেণ্টে ঘাটতি থাকবে না বরং কিছু লাভবান রেভিন্যুর ক্ষেত্রে হতে পারে। এত অর্থ খরচ করে ত্রিপুরা সরকার ল্যাণ্ড রেভিন্যু ব্যাপারে যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন সেটা ঠিক পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মিস-এ্যাপ্লিকেশান হওয়ায় কোন কোন জায়গায় পলিসীর মধ্যে তারতম্য দেখা দিয়েছে। কি রকম? যেমন কোন জোতদার তার জমি আছে, অনেক বছর থেকে জমির মালিকানা পেয়েছে। সাপোজ তার দুই কানি জমি আছে, সার্ভে সেটেলমেণ্ট হওয়ার পর যখন তার নামে পরচা হল, তখন দেখা গেল তার এক কানি পনের গণ্ডা দেখান হয়েছে, পাচ গণ্ডা কম। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় তার হয়ত দুই কানি জমি ছিল, কিন্তু সার্ভে সেটেলমেণ্ট হওয়ার পর দেখা গেল তার ২ কানি দশ গণ্ডা হয়েছে, এখানে ১০ গণ্ডা বেশী। কিন্তু খাজনা দিতে গিয়ে যার দুই কানি থেকে কম হয় তার খাজনা কমে নাই, তাকে দুই কানির খাজনাই দিতে হচ্ছে, আবার যার দশ গণ্ডা বেশী হয়েছে তাকেও বেশী খাজনা দিতে হচ্ছে না, তাকে সেই দুই কানির খাজনাই দিতে হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে কারও পৌষ মাস, কারও সর্ব্বনাশ। এই সমস্ত ক্ষেত্রে অফিসার পাঠিয়ে আমরা যদি তদন্ত করে জমির মালিকানা ঠিক ঠিকভাবে দিতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় আমাদের এই যে পদ্ধতি সেটা আরও বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হবে। আরেকটা দিক হচ্ছে খাজনার তারতম্য। কোন ক্ষেত্রে

আমরা দেখছি যে বলা হয়ে থাকে যে খাজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু আমি বলব যে খাজনা বৃদ্ধি পায় নাই। কিন্তু সেই জায়গায় একটু বেখাপ্পা বা বেমানান হয়েছে। যেমন বাস্তু ভিটি যেগুলি আছে সেগুলির খাজনার হার একরকম, আবার শুধু ভিটী যেগুলি. সেগুলির খাজনার হার একরকম, যেগুলি লুডা, যেগুলি চাষোপযোগী জমি আছে সেগুলির খাজনার হার একরকম, টীলা, তেছড়া যেগুলি আছে, সেগুলির খাজনার হার অন্যরকম। কিন্তু সার্ভে সেটেলমেন্ট থেকে ভিটি ল্যাণ্ড, বাস্তু ল্যাণ্ড বা লুঙা ল্যাণ্ড এইগুলিকে প্রায় একই ধরণের ল্যাণ্ড বলা হয়েছে। ভিটি ল্যান্ড এবং বাস্তু ল্যাণ্ডের মধ্যেই বেশী গোলমাল। তেছড়া ল্যাণ্ড সম্বন্ধে আমরা জানি যে সেখানে কোন ফসল হয় না, আগাছা মাত্র হয়। কিন্তু সেটেলমেন্টের দোষ ত্রুটিতে হয়ত তেছড়া ল্যাণ্ডকে ভিটি বলে গণ্য করা হয়েছে এবং খাজনা সেই হারে দিতে হচ্ছে। ফলে যে সমস্ত কৃষকের হয়ত তেছড়া বেশী সেইগুলি বাস্তু ভিটি লিখা হওয়ার দরুণ তাকে অনর্থক কতগুলি খাজনা বেশী দিতে হচ্ছে। সেইসব ক্ষেত্রেই আমরা শুনতে পাই যে জমির খাজনা বেশী। প্রকৃত পক্ষে জমির খাজনা কোন ক্ষেত্রেই বেশী হয় নাই। শুধু সুবিন্যস্তভাবে জমির খাজনাকে সুনির্ধারিত করার ব্যাপারে যে একটা গোলযোগ দেখা যাচ্ছে, সেইজন্যই একটা ক্রাইসিস দেখা দিয়েছে। আমার দৃষ্টিভঙ্গীতে আমি যা বুঝি সেটা হচ্ছে প্রকৃত কৃষক যারা, তাদেরকে কৃষি উপযোগী জমির মালিকানা দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বেশ কিছু সংখ্যক কৃষক আছেন যারা কোন না কোনরকমে জমির মালিকানা দখল করে আছেন। কেউ হয়ত সরকারী খাস জমি দখল করে আছেন। আজকে নয়, প্রায় পাঁচ, ছয় বছর থেকে দখল করে আছেন। আমার কথা হয় গ্রো মোর ফুড ক্যাম্পেনকে সাকসেসফুল করার জন্য প্রকৃত কৃষকের হাতে জমি দিতে হবে এবং সার্ভে সেটেলমেণ্ট এর সময় যাতে প্রকৃত কৃষকের হাতে জমি দেওয়া হয় সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এই প্রসংগে আরও দেখতে হবে যে যাতে কোনরকমের গোলমালের সৃষ্টি না হয় ট্রাইবেল এবং নন-ট্রাইবেলদের মধ্যে, সেটা বিবেচনা করে দিতে হবে। সেখানে বাধার সৃষ্টি হবে না, একজন আরেকজন'এর সঙ্গে প্রাণের বন্ধন নিয়ে জমি বিলি করছে, প্রকৃত কৃষক হিসাবে তার হাতে জমি তুলে দিতে কোন রকম দ্বিধা বোধ করে না, এই ক্ষেত্রে কোনরকম আপত্তি থাকতে পারে বলে মনে হয় না, ট্রাইবেলের জমি নন-ট্রাইবেলদের মধ্যে হস্তান্তর হতে পারে। অধিক ফসল উৎপাদনের দিকে চিন্তা করে তাদের হাতে জমি ছেড়ে দিতে কোনরকম আপত্তি থাকা উচিত নয়। যেসব জায়গায় গোলমাল আছে, শুধু সেইসব জায়গায় আপত্তি থাকতে পারে। আরেকটা কথা হচ্ছে আজকে চার পাঁচ বছর যাবত ১৩৭১ বাংলা থেকে কোনরকম খাজনা নেওয়া হয় নাই, সেই হিসাবে সেইসব খাজনা বাকী আছে। অনেক ক্ষেত্রে কৃষক মনে করছেন এই খাজনা থেকে তারা মাপ পাবে, নয়ত ইনস্টলমেন্টে খাজনা দিতে হবে। কিন্তু ইদানীং যে নোটীশ ইস্যু হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে এক সঙ্গে সেই বকেয়া খাজনা দিতে হবে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে এটা আমাদের গরীব-কৃষকের পক্ষে সম্ভব নয় এক সঙ্গে বকেয়া খাজনা দেওয়া। যদি এই

খাজনার কিছুটা অংশ মাপ দেওয়ায় স্কোপ থাকে বা মাপ দেওয়া হয়, তাহলে কোন সনের খাজনা মাপ দেওয়া হবে সেইরকম সনের যেন কোনরকম উল্লেখ সেখানে না থাকে, শুধু দুই সন বা এক সনের খাজনা মাপ, এইরকম যাতে উল্লেখ করা হয়। কি জন্য? কারণ কোন কোন কৃষক হয়ত নোটীশ হওয়ার পর ১৩৭১ সনের খাজনা, কেউ বা ১৩৭২ সনের খাজনা, কেউ বা ১৩৭৩ সনের খাজনা দিয়ে দিয়েছেন এখন যদি ১৩৭১ থেকে ১৩৭২ সনের খাজনা মাপ করা হয়, তাহলে তারা একটু বীতশ্রদ্ধ হবে। আর খাজনা যদি মাপ দেওয়ার কোন রকম স্কোপ না থাকে, তাহলে বাই ইনষ্টলমেন্ট যাতে সেটা নেওয়া হয়, একত্রে না নেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ রাখব। কারন আমাদের দেশের কৃষকদের যে বর্তমান পরিস্থিতি একত্রে সমস্ত বকেয়া খাজনা দিতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। আরেকটা হল আমাদের এখানকার সদর সাবডিভিশানে সিংগারবিল মৌজা একটা কনফ্লিকটেড এরিয়া। সেখানে একটা এরোড্রোম আছে, সেই এরোড্রোমের মালিকানা হচ্ছে সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের, সেইজন্যই জরীপের সময় সেনট্রাল গভর্ণমেন্ট বলেছেন যে আমার এরোড্রোমের জন্য এতটুকু জায়গা ছিল, আর ষ্টেট গভর্ণমেন্ট বলছে না, বাউণ্ডারীর জায়গা এতটুকু ছিল। এই কনফ্লিক্ট থাকার দরুণ সিংগারবিল মৌজার কোনরকম খাজনা নেওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না।
আলোচনার দ্বারা জানতে পারলাম যে সিংগারবিল মৌজার মধ্যে এইরকম একটা কনফ্লিকট থাকার দরুন সেখানকার সেটেলমেন্ট সম্ভব হচ্ছেনা। আমার কথা হল সার্ভে সেটেলমেন্ট বিভাগ যাতে এই জিনিষটা ভালভাবে সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে যার যার জায়গা ঠিক করে কৃষকদের হেস্তনেস্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন সেই দিকে দৃষ্টি দেন। আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করা যায়, সেটা হল সেটেলমেন্টের ছোট ছোট ত্রুটির সুযোগ নিয়ে একদল দুষ্কৃতকারী কম লেখাপড়া জানা কৃষকদের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং প্রবেশ করে এই সমস্ত দোষত্রুটি নিয়ে আন্দোলন করবার প্ররোচনা দিচ্ছে। তাদের প্ররোচনায় পড়ে হয়ত কোন কোন জায়গায় কৃষকরা আন্দোলন করতে অগ্রসর হচ্ছে। আমার কথা হল শুধু সার্ভে সেটেলমেন্ট বিভাগেই নয়, সমস্ত ডিপার্টমেন্টকে যেন সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় যাতে দুষ্কৃতকারীরা দেশকে এবং সমাজকে ধ্বংস করতে না পারে। এই বলে আজকে বাজেট আলোচনা সমাপ্ত করলাম।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার টু এর সমর্থনে দুয়েকটি কথা আমি বলব। সার্ভে সেটেলমেন্ট হওয়ার পরে কৈলাসহরে ছামনু তহশীলে এবং কমলপুরে কুলাই তহশীলের মধ্যে যে সমস্ত খাস জমি পাওয়া গেছে সেই সমস্ত খাস জমিই প্রথম দেখা যায় জুমিয়া পুনর্বাসনের যারা প্রার্থী তারা চায় এবং দ্বিতীয় হল ভূমিহীন উদ্বাস্তু যারা তারা প্রার্থী। কিন্তু গত পাঁচ বছরের মধ্যে আমরা দেখছি যে আর একটি ভূমিহীনের দল বেড়েছে। এরা কি করে যে ভূমিহীন হল এটা এনকোয়ারী করা দরকার আমি জানি যে বিশেষ করে সদর এবং খোয়াই বিভাগ থেকে শুধু উপজাতি জুমিয়া পুনর্বাসন প্রার্থী নয় রিফিউজীদের মধ্যেও যারা কৃষিযোগ্য জমি পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে থেকেও

এখানকার সদরের এবং খোয়াই অঞ্চলের নিজের জমি বিক্রী করে আবার কুলাই এবং ছামনু তহশীলের মধ্যে চলে গেছে। যার ফলে ছামনু এবং কুলাই তহশীলের মধ্যে ভূমি সম্বন্ধে লিটীগেশন অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে। এরা স্বল্পমূল্যে এই তহশীলে ভূমি পাওয়ার জন্য অধিক মূল্যে আগের জমিগুলি বিক্রী করে দিয়েছে। তারাও ভূমি পেতে চায়। তারা বলছে আমরাও এখন ভূমিহীন। সুতরাং যেসমস্ত খাস জমি এখন বিলি করা হবে, সেটা যাতে ভালরকম পরীক্ষা করে দেওয়া হয় যেন যারা আগে ভূমি পেয়েছিল তাদের আবার ভূমি না দিয়ে যারা কোন সময় ভূমি পায় নাই তাদের যাতে ভূমি দেওয়া হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি এই দিকে দৃষ্টি দেন তাহলে আমার মনে হয় ভূমিহীনরা খুব উপকৃত হবে। এখন নিয়ম আছে যে যদি পাঁচ টাকা ঘরচুক্তি খাজনা দেয় জুমিয়া হিসাবে তাহলে সেই ভূমি পায়। মাননীয় সদস্যের অনেকেই জানেন যে পিতা একবার ভূমিহীন হিসাবে তার নামে ভূমি পেল, কিন্তু তার পুত্র আবার ভূমিহীন হয়ে দাবী করে যে আমাকেও ভূমি দাও। এই ব্যাপারটা তদন্ত করে তারপর তাকে ভূমি দেওয়া দরকার। এইভাবে ভূমি দেওয়াটা আমার মনে হয় ঠিক নয়। সুতরাং যারা যথাযথ জুমিয়া তাদিগকেই যেন এই খাস ল্যাণ্ডগুলি বন্দোবস্ত দেওয়া হয় সেই দিকে দৃষ্টি দেবার জন্য আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখছি।

Mr. Speaker :—No other member. Now Hon'ble Chief Minister will please give his reply.

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ল্যাণ্ড রেভিন্যু খাতে যে ১৯,০৮,০০০ টাকার বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, সেটাকে সমর্থন করতে গিয়ে এবং সমর্থন করে বিভিন্ন সদস্য যে তাদের কতকগুলি মন্তব্য রেখেছেন সেই মন্তব্যগুলি আমি অনুধাবন করেছি। আমি মাননীয় সদস্যবর্গ যারা এই নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছেন এবং বিশেষ কতকগুলি সাজেশান রেখেছেন সেইদিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। প্রথম কথা হল যারা এই জায়গাতে জমিতে আছে তাদেরকে সেইজায়গাতে জমি দেওয়া চলবে কি না এবং ন্যায় সঙ্গত হবে কি না। ত্রিপুরাতে যে ল্যাণ্ড, সেই ল্যাণ্ডের বিভাগ আছে, আছে প্রটেক্টেড ফরেস্ট, আছে রিজার্ভ ফরেস্ট। ২য় সমস্যা হল মাইনরিটি কমিউনিটি যারা, তাদের অনেকে স্থান পরিত্যাগ করে এই জায়গা থেকে চলে গেছে, তাদের এক সমস্যা। অনেক জায়গা আছে যেখানে রিজার্ভ ফরেষ্ট এবং সেইসব জায়গা থেকে লোককে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তারা যাওয়ার সময় সেই সমস্ত জায়গা দান বিক্রী করে গেছে। আরেকটা কথা হল অনেক উদ্বাস্তু ভাইয়েরা সেল ডীড করেছেন,—তা-ও আবার সাদা কাগজে। এবম্বিধ কারণে বিরাট এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। অতএব সেই জটিল যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, সেটাকে স্থিরকৃত করার জন্য সার্ভে সেটেলমেণ্ট। সার্ভে সেটেলমেণ্টের পাঁচটা ষ্টেজ আছে, সেই ষ্টেজগুলি আমাদের উত্তীর্ণ হতে হয়। এই পাঁচটা ষ্টেইজ'এর কোনটাতেই যখন কোন

ডিসপিউট এরাইজ হল না, তারপরও যদি কোন আপত্তি থাকে তাহলে সেই লোক আপীল করতে পারে সেই প্রভিশনও আছে। যদি কোন লোক কোন আপত্তি না তুলে তাহলে তার নামে সে জায়গায় অনুমানের উপর ভিত্তি করে সেটেলমেণ্ট দেওয়া চলেনা এবং করা উচিতও হবেনা, ন্যায় সংগত হবেনা। ভূমির তারতম্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে ভূমি বিভাগ ওয়েস্ট বেংগল অনুসারে করা হয়েছে। মহারাজার আমলে যে বিভাগ ছিল, তেছড়া যে যে জায়গায় ছিল, সেই জায়গায় যদি নাল দেখান হয়, তাহলে বিরাট একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হবে। লুঙ্গা জমিকে বাতিল করে দিয়ে সেখানে টিলা বা তেছড়া বলা হয়, তাহলে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। ভিটি, বাস্তু, টিলাতে যে সমস্ত জায়গা বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে সেটাকে যদি ঠিক সেই অনুসারে রেখে আমরা না করি তাহলে ভূমি বন্দোবস্ত ব্যাপারে একটা বিরাট অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হবে সেটা জানা কথা। তারপর বলা হয়েছে এ্যারাবল ল্যাণ্ড সম্বন্ধে। সেই জমিগুলি নদীতে ভেঙ্গে নিয়ে গেল, অন্য জায়গায় উঠল সেটা সে পাবে কি না। যদি আইনতঃ সেটা কোন লোকের জমি নদী বা ছড়ার গতি পরিবর্ত্তনের জন্য নদীর ভিতর চলে যায় এবং অন্যত্র সেটা উঠে তাহলে সেটা আইনের দৃষ্টি নিয়ে দেখা হয় এবং আইন সংগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

তারপর মহারাজার সময় কতকগুলি বন্দোবস্ত দেওয়া হত, যেমন জংগলী বন্দোবস্ত। সেই সমস্ত বন্দোবস্ত এইরূপভাবে সীমানা নির্ধারিত হত যে, পূর্ব্বে মুলিবন, পশ্চিমে জিয়ল গাছ, উত্তরে টিলার টেকবেকে। কিন্তু আজকে সেই টিলাও নাই আর সেই মুলি বনও নাই। তাকে একরকম অনুমানের উপরই এত দ্রোণ জায়গা বলে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তারমধ্যে আরও আইন ছিল যে তার সীমানার অন্তর্গত যে জমি বা জোত বাহির হয়, তাহলে তারাই সেটা পাবে। কিন্তু ভূমির আইনে সেটা প্রযোজ্য নয়। অতএব সেইদিক দিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে এবং সেটেলমেণ্ট ঠিক সেই সমস্ত তথ্যাদি অবলম্বন করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তা করছেন। তাতে ত্রুটী-বিচ্যুতি থাকবে না এমন কথা বলতে পারি না, ত্রুটী-বিচ্যুতি আছে। ল্যাণ্ড রেভিন্যু জমির তারতম্য হিসাবে কত হবে, সেই ধারাতে সুনির্দিষ্ট আছে এবং সেখানে যদি কোন ডিসপিউট থাকে তাহলে ল্যাণ্ড রেভিনিউ এ্যাক্ট মতে তারা আপীল করতে পারেন এবং সেই অনুসারে, আইনের চোখে যদি সেটা ধরা পড়ে তারা নিশ্চয়ই তার প্রতিকার পাবেন। তারপর বলা হয়েছে যে, আমাদের যারা জমি বদল করেছেন, ট্রাইবেলের সম্বন্ধে আমি সেটা আবার পরিষ্কারভাবে হাউসের কাছে রাখছি যে যদি সাদা কাগজেও কোন ট্রাইবেল রিজার্ভের জমি অদল বদল করে থাকেন, তাহলে আইনতঃ তারা সেখানে থাকতে পারেন না। কারণ কলোনীতে আমরা তাদেরকে বসিয়েছি, আইনে সুনির্দিষ্ট নির্দ্দেশ আছে যে, দশ বছরের মধ্যে কোন প্রকার হস্তান্তরর করা চলবে না। যদি কেউ এই আইন অগ্রাহ্য করে থাকেন তাহলে তিনি সেই জমির মালিকানা থেকে চ্যুত হবেন। অতএব আমরা সুনির্দিষ্ট পথ গ্রহণ করেছি এবং আইন যদি কেউ লঙ্ঘন করে থাকেন, আইনের দৃষ্টি দিয়েই সেটা দেখা হবে এবং আইনানুযায়ী কার্য্যাবলী গ্রহণ করা হবে। যদি রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে

প্রটেক্টেড ফরেস্টের মধ্যে খাস ল্যাণ্ডে উইথ আউট স্যাংশান অব দি গভর্ণমেণ্ট, ঘরবাড়ী উঠিয়ে থাকেন তাহলে তারা ঈভিকশানের যোগ্য। আইন তার নির্দিষ্ট গতি নিয়ে চলবে। মাননীয় সদস্যদের কাছে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত সেটা অতি দুঃখের সংগে জানাচ্ছি যে, সেই দিক দিয়ে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। সুনির্দিষ্টভাবে আমরা প্ল্যান, স্কীম গ্রহণ করেছি। আমরা যারা ট্রাইবেল, যারা জুমিয়া তাদেরকে প্রাইয়রিটি দেব। তাদের মধ্যে ১৩ হাজার ট্রাইবেল পরিবার আছে। অনেক বছর হয়ে গেছে আমরা তাদেরকে জমিতে বসাতে পারি নাই। অতএব সবচেয়ে বড় কার্য্য হল ঐ সমস্ত মানুষকে আজকে জমিতে বসান। এটা কেবল ত্রিপুরার কোয়েশ্চান নয়, আমি মনে করি ভারত সরকারও এদিকে দৃষ্টি দেবেন কারণ এটা জাতীয় সমস্যা। যেমন রিফিউজীদের সমস্যা ভারতবর্ষের জাতীয় সমস্যা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে, আমি মনে করি ট্রাইবেলদের সমস্যাও সর্ব্বভারতীয় সমস্যা। অতএব এই সমস্যার দিকে দৃষ্টি রেখে, তাদেরকে জমিতে বসিয়ে চাষোপযোগী, কৃষি উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে এ দেশে হাজার হাজার বৎসর ধরে যে সমস্ত পাহাড়ী বাস করছে, তারা যদি কোন জমি না পায়, তাদের মাতৃভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যায়, তাদের যদি প্রটেকশান স্টেট না দেয়, তাদের স্বভাবতঃই দুঃখ হবে, ব্যথা হবে। তাদের সেই ব্যথা বিরাটভাবে পুঞ্জীভূত হবে তাদের মনের ভিতরে। তাই আমি মনে করি যে, এই দিক দিয়ে আমরা সুনির্দিষ্ট যে পন্থা গ্রহণ করেছি সেটা যতই শক্ত হোক না কেন সেটাকে আমরা অবিলম্বে কার্যে রূপায়িত করব। এদের প্রথমে ভূমি দিয়ে তারপর যেটা থাকবে সেটা অন্যান্য যারা ল্যাণ্ডলেস আছে তাদিগকে দেওয়ার বিবেচনা করা হবে। হয়ত পাকিস্তান থেকেও লোক এল এবং এইসব ক্যাম্পে তারা গেল না, তারা পাহাড়ে সর্ব্বত্র ঘরদোর তৈরী করে বসতে আরম্ভ করলো আর চীৎকার দিল যে এই জায়গা আমার তাহলে পরে আমরা যে সুনির্দ্দিষ্টভাবে ল্যাণ্ডলেস পরিকল্পনা নিয়েছি তা ব্যাহত হবে। হয়ত ৫০ সাল থেকে রিফিউজী আছে ক্যাম্পে, তারা এখনও জমি পেল না, আর যারা সদ্য এল তারা ক্যাম্পে না গিয়েই সকলের আগে জমি পেয়ে যাবে এটা হয় না। আমাদের যে লিস্ট আছে সেই লিস্ট অনুসারে জমি সার্ভে করে সমস্ত লোককে জমিতে বসাব। তাই আমি অনুরোধ করব যে এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলিকে যেন আমরা ঠিক ঠিক ভাবে চিন্তা করি।

তারপর আর একটা কথা বলা হয়েছে যে, ৪ বছর ধরে যে খাজনা জমে রয়েছে, সেই খাজনার কি হবে এবং কিস্তিতে তাকে দেওয়া যাবে কিনা? আমরা আগেই বলেছি, আইন-সংগতভাবেই সেটা করা হবে পরীক্ষানিরীক্ষা করে। তারপর বলা হয়েছে তমাদি হবে কিনা? নিশ্চয়ই মাননীয় সদস্য অবগত আছেন যে, গভর্ণমেণ্টের খাজনা তমাদি হয় না। উনি বলেছেন যে, অর্ডিনারী পিপলের যদি তমাদি হয় তবে গভর্ণমেন্টের হবে না কেন? সেটা আইনের-ব্যাপার। তবে বকেয়া খাজনা যদি মুকুব হয়, সেটা আইন অনুযায়ী হবে। তবে আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছি যে আইনতঃ ইনস্টলমেন্টে দেওয়া যায় কিনা।

অতএব ত্রিপুরার সমস্যার দিকে দৃষ্টি রেখে অগ্রসর হব, কারণ অনবরতই উদ্বাস্তু আসছে এবং এসে ক্যাম্পেও যায় না। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব যারা আছে তাদের বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নেয়

প্রথম, তারপর পাহাড়ের উপর ঘরদোর তৈরী করে চলছে। তবে সেই দিক দিয়ে আমরা অবহিত আছি এবং যারা ক্যাম্পে আছে তারা কে কবে থেকে আছে এই সমস্ত দেখে তারপর জমি দেওয়া হবে। আমি আগেও বলেছি যে, আমাদের দেশে শতকরা ২৫ ভাগ হল লুংগা ল্যাণ্ড, আর ৭৫ ভাগ হল টিলা ল্যাণ্ড। তার মধ্যে নদী আছে, ছড়া আছে, তারপর মার্সি ল্যাণ্ড আছে। অতএব সমস্ত দিক দেখে আমাদের চিন্তা করতে হবে। অতএব এতগুলি বিরাট সমস্যা যেখানে আছে সেখানে যদি অন্যায়ভাবে জমির উপর ঘর তোলার কেউ চেষ্টা করে তাহলে ভূমিহীনদের সেটেলমেন্টের ব্যাপারে বিরাট একটা ব্যাঘাত হবে। তাই আমি অনুরোধ করব হাউসের কাছে যে, এই সমস্ত বে-আইনী কার্য্যকলাপ যদি আমরা একযোগে মিলে প্রচার করে বন্ধ করে সুষ্ঠু পুনর্বাসনের কথা চিন্তা করি তাহলে আমরা যে জমি বন্টনের কাজ সুরু করেছি তা সফল হবে। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—The debate is over ; I am now putting to vote the demand No. 2. There is motion for reduction of grant on Demand No. 2—Land Revenue.

(The demand was put to vote and passed by voice vote)

Mr. Speaker :—Now I call on Hon'ble Finance Minister to move his demand No. 33—Forest.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 42,26,000/-, (inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968. be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 33—Forest.

Mr. Speaker :—Now debate to be started. I would request the Hon'ble Member Shri Nishikanta Sarkar to participate on the debate.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসের সামনে যে ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৩—ফরেস্ট মাননীয় ফিনান্স মিনিস্টার রেখেছেন এটা আমি সমর্থন করি। সমর্থন করতে গিয়ে আমি দুয়েকটি প্রস্তাব এখানে রাখছি। ফরেস্ট আমাদের দরকার, কেননা ত্রিপুরা রাজ্যে একমাত্র এই ছিল সম্বল আয়ের। এখনও ফরেস্ট থাকবে এবং যদি আমরা বন সৃষ্টি না করতে পারি তাহলে ত্রিপুরার যে অবস্থা তা আরও শোচনীয় হবে এটা আমরা অনুভব করতে পারি। ত্রিপুরায় অসংখ্য ফরেস্ট ছিল। তার প্রমাণ আজকে কয়েক বছর ধরেই যেভাবে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে পুরানো গাছ কেটে গভর্ণমেন্টের রেভেনিউ হচ্ছে তা একমাত্র ফরেস্টের দ্বারাই হচ্ছে। তাছাড়া যে পরিকল্পনা বন বিভাগ নিয়েছেন এটা বেশ সুন্দর। আজকে ১০।১৫ বছর ধরেই বন বিভাগ পুরানো বন যেখানে আছে, যেখানে গাছ কাটার উপযুক্ত হয়ে গেছে সেসব জায়গায় গাছ কেটে নূতন বাগান তৈরী হচ্ছে। ফরেস্ট সম্বন্ধে বলতে গেলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আরও বন করা দরকার এই কথায়

বলতে হয়। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে জমির পরিমাণ কি তাও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হাউসের মধ্যে দিয়েছেন এবং কতটুকু বন আমাদের রাখতে হবে এবং কতটুকু রিজার্ভ রাখতে হবে এটা যাতে ঠিক ঠিক ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় সেই অনুরোধ আমি রাখছি। কেন রাখছি যে আগে ত্রিপুরা রাজ্যে লোকও ছিল কম। আদিবাসীরা বনকে ভালবাসত, এখনও তারা ভালবাসে। আমরা সমতলবাসীরাও বনকে ভালবাসি। আদিবাসীরা বন ব্যতীত থাকতে চায় না। কাজেই আজকে বন করতে গিয়ে কোন লোকই যাতে উচ্ছেদ না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এটাই আমার বক্তব্য।

Mr. Speaker :—Hon'ble Member will have the floor after recess.

(Adjourned till 2 P. M.)

After recess.

Mr. Speaker :—Now I call on Hon'ble Member Shri Nishi Kanta Sarker.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ফরেষ্ট বাজেট সমর্থন করতে গিয়ে দু একটি বিষয় আলোচনা রাখছি। আদিবাসীরা বন ভালবাসে এবং তারা বনে বাস করে। বন করতে গিয়ে মানুষ উচ্ছেদ হবে, রাস্তাঘাট হবেনা, হাসপাতাল হবেনা, এটা ও কাম্য নয়। আমি House এর সামনে দুই একটা প্রস্তাব রেখেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে ৯ শত square miles Reserve forest আছে। এখন কথা হল এই ৯ শত square মাইল কি বন সৃষ্টি হয়েছে আমার ত মনে হয় তা হয় নাই। আমি যতটুকু বুঝি Reserve এর কোন রকম সীমানা নির্দ্ধারণ হয় নাই। Reserve area declaration দিয়ে সেই সকল স্থানে শালবাগান ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়েছে। আমার কথা হল যে ত্রিপুরা রাজ্য ৯ শত মাইল কেন দেড় হাজার বর্গ মাইল বন করলেও মানুষের কোন অসুবিধা হবেনা। বর্ত্তমানে আমার উদয়পুর সাব-ডিভিসনে বা বিলোনীয়া সাব ডিভিসন সম্বন্ধে যদি বলতে যাই তাহলে বলব সেখানে বন হওয়া দরকার যেখানে ১০ বর্গ মাইলের মধ্যে হয়ত ২০/৩০টা পরিবার নাই সেখানে তো বন সৃষ্টি হয় না। হয়েছে কোথায়? পাড়াগ্রাম বা রাস্তার পাশাপাশি স্থানে। বন আমাদের সৃষ্টি করতে হবে। কেননা মানুষের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বনের সৃষ্টির প্রয়োজন। আমি জানি, বনকে আমরা দেবতা বলে মনে করি। মুনি ঋষিরা বনে বাস করে ভগবানকে আরাধনা করে থাকেন। তবে কেন মানুষের সঙ্গে বনের বিরোধ হবে। মানুষেই ত বন সৃষ্টি করিতেছে, বন রক্ষা করিতেছে, মানুষের সঙ্গে বনের বিরোধ হবে কেন? আদিবাসী ভাইরা বনকে ভালবাসেন এবং বন তারা সৃষ্টি করেন। কিন্তু আজ কেন বনের জ্বালা ভোগ করছেন। আমার মনে হয় আমরা এই খাতে যে অর্থ ব্যয় বরাদ্দ করি তাহা যেন ঠিক ঠিক মানুষের উপকারে লাগেনা। যেখানে বন হওয়া দরকার সেখানে বন হওয়া উচিত এবং যেখানে গ্রাম হওয়া দরকার সেখানে গ্রাম হওয়া উচিত। কোথায়ও কোথায়ও দেখেছি হয়ত ৫০ একর বনের জন্য টাকা ব্যয় হয়েছে। কিন্তু সেখানে ২৫ একর বনও সৃষ্টি হয় নাই। আদিবাসী বা উদ্বাস্তু গরীব যারা

বনে বাস করেন, বনের কাছে যারা থাকেন হয়ত তারা বনের কোথায়ও গিয়ে লাকড়ি সংগ্রহ করেন ছন বাঁশ সংগ্রহ করেন। বন আইনে এর জন্য তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করা হল, তার নামে কোর্টের সমন জারি করা হল আর সে মাসের পর মাস কোর্টে ধর্ণা দিতে হল। ছয় মাস পরে মোকদ্দমার কি হবে সেটা পরের কথা, কিন্তু Forest কর্ম্মচারীর report-এ কোর্টে ধর্ণা দিতে তার প্রাণ যায়। তাই আমি বলছি যে তাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে বাম কমিউনিষ্ট সমাজ-দ্রোহীরা আদিবাসীদের মন নষ্ট করছে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। দেখ, তোমরা এই াজ্যের নাগরিক। তোমরা এই রাজ্যে সুখে বাস করছিলে, কিন্তু উদ্বাস্তু এসে ত্রিপুরাজ্যে এখন ১৫ লক্ষ লোক হয়েছে তা আমি স্বীকার করি আগে ত্রিপুরায় ৫লক্ষ ছিল এখন ১৫ লক্ষ হয়েছে। মানুষের পরিবার বাড়বেই। তার সমাজ বাড়বেই। আজ যার তিনটা ঘর আছে তার কিছুদিন পর নয়টা ঘর হচ্ছে। এই সমস্ত দেখিয়ে সমাজদ্রোহীরা আদিবাসীদের সরল মন নিয়ে খেলা করছে। তারা বলছে সরকার জুমিয়া পুনর্ব্বাসন দিচ্ছে আবার ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের সাহায্যে তোমাদের উচ্ছেদ করছে। আজকে তুমি এই পাড়ায় কিন্তু ২।৩ বৎসর পর এখানে ফরেষ্টের বাগান হয়ে যাবে তখন তুমি থাকবে কোথায়? এইভাবে তারা সরল মন আদিবাসীদের বিভ্রান্ত করছে। অথচ বন যখন সৃষ্টি করা হচ্ছিল তখন আদিবাসীরাই তা করেছিল। বন পরিষ্কার করা হয়েছিল তখন আদিবাসীরাই তা করেছিল। এবং তা ফরেষ্ট কর্ম্মচারীদের মাধ্যমই করা হয়েছিল। কিন্তু আজকে কেন তাদের মনের মিল হচ্ছেনা। সেইটা আমাদের খোঁজ করে সেখানে দেখতে হবে। বন আমরা করব। বন আরও হবে। আমি উদয়পুর Sub-Divisionএর কথা বলছি। কিছুদিন আগেও ফরেষ্ট ডিপাটমেণ্টের লোক ও আমরা বনে গিয়েছিলাম। গিয়া দেখলাম কোথায়ও কোন কিছু নষ্ট হয়। সবই ঠিক আছে। কারণ মানুষ বনকে ভালবাসে। একটা গাছ বড় করতে যেমন কষ্ট করতে হয় তাকে কাটতেও আবার কষ্ট হয়। আমার কথা হচ্ছে বন আমাদের করতে হবে। যে বন আমরা করেছি তা রক্ষা করতেই হবে। আগামী দিনে যে বন সৃষ্টি করা হবে তা প্রতিটি সাব-ডিভিসানের, প্রতিটি মৌজার মানুষের সাথে আলাপ করে তাদের সুবিধামত জায়গায় যেন সেই বন সৃষ্টি করা হয়। তাহলেই কোন রকম আপত্তি হবে না। আমি উদয়পুরে বলেছি উত্তর বড়মুরা, দক্ষিণ বড়মুড়া ইত্যাদি জায়গায় ১০ বর্গমাইলের মধ্যে মাত্র ২০০।২৫০ আদিবাসী পরিবার আছে। আমার মনে হয় এই সমস্ত জায়গায় বন সৃষ্টি করলে কোন আপত্তি হবেনা এবং এই ২০০।২৫০ পরিবারকে আমাদের সেই সমতল ভূমিতে জায়গা দেওয়া যায়। এবং তারাও এতে আপত্তি করবে না, তাই আজকে ত্রিপুরার ছোট ছোট উঁচু টিলাগুলিতে এবং সমতল টিলাগুলিতে যদি ফলের বাগান অথবা ফসল উৎপাদন করা হয় তাহলে খাদ্য সমস্যা সামধানের পক্ষে সেটা সহায়ক হবে। ফরেষ্ট বিভাগ থেকেই তা করা যেতে পারে।

আমার কথা হল বন আমরা করব। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করব এবং সে বন যাতে নষ্ট না হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখব। ধর্ম্মনগর থেকে সাবরুম পর্য্যন্ত রুটে রেললাইনের জন্য আওয়াজ উঠেছে। বর্ত্তমান যে রাস্তা আছে তাতে দুটো গাড়ী পাশাপাশি চলতে পারেনা। নেশান্যাল হাইওয়ে হবে। লক্ষ লক্ষ টাকার বাগান করা হয়েছে। অনেক শাল বাগান হয়েছে রাস্তার ধারে রাস্তা চওড়া করতে গেলে এখন সেই শাল বাগান কাটা পড়বে।

মানুষ কি চায়। দেশকে উন্নত করতে গেলে স্কুল, কলেজ, ডাক্তার খানা, খেলার মাঠ ইত্যাদি সবাই চাই। আজকে আমি এই হাউসের কাছে আবেদন করব যেন. ফরেষ্ট case গুলির অতি সত্বর বিচার হয় মাসের পর মাস যেন পড়ে না থাকে। একটি কৃষক পরিবারকে এই case এর জন্য ১০।১২ মাস যাবত বহুদুর থেকে টাউনে আসতে হয়। ফলে তার কৃষি কাজ ও পারিবারিক দুঃখ কষ্ট বৃদ্ধিপায় এবং সে হয়রাণি হয়। এর ফলে কমিউনিষ্ট পার্টি আদিবাসী এলাকার মধ্যে তাদের প্রভাব বিস্তারেরও সুযোগ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বলতে গেলে আরও বলা যায়। আমার কথা হলো যে সব কর্ষণযোগ্য ভূমি আছে তা ছাড়তে হবে। যেখানে কৃষকরা কৃষিকাজ করতে পারে সে সব জায়গা ফরেষ্টকে ছাড়তে হবে। যদি কখনও কোথাও ফরেষ্ট করার প্রয়োজন হয়, গ্রামের আসেপাশে তারা ফলের বাগান করতে পারে, সে জায়গায় মানুষের কোন আপত্তি থাকতে পারেনা। কিন্তু গ্রাম সংলগ্ন ভূমিতে যদি ফরেষ্ট থাকে শাল, করুই ইত্যাদির বাগান করা হয় তাহলে গ্রামের লোকের পক্ষে গরু বাছুর চরানোও কৃষিকাজের অসুবিধার সৃষ্টি হয় তারা কোথায় যাবে কোথায় থাকবে ইত্যাদি নানা প্রকারের প্রশ্ন তখনই মানুষের মনে জাগে তাই আমি আজকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে এই বাজেটের সমর্থনে আমার দু"একটি প্রস্তাব রাখলাম। আশা করি আগামী দিনে বন সৃষ্টির সময় যাতে সমস্ত সাবডিভিশানে পরীক্ষা-নিরিক্ষা করে করা হয়। এবং চাষযোগ্য ভূমি যাতে অতিসত্বর এই ফরেষ্ট থেকে মুক্ত করা হয়। তাছাড়া যাদের বিরুদ্দে মোকদ্দমা আছে তাদের মোকদ্দমাগুলি যাতে খুব তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয়। এইদিকে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই জন্য যে এক একটা গ্রামের মধ্যে ২০।২৫টা করে মোকদ্দমা ঝুলছে। তিনবার করে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে। যতক্ষণ পর্যান্ত না তারা উকিলের মারফত নকল ফিস দাখিল করবে তার ট্রু কপি না নেবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তারা জানতেই পারে না তাদের বিরুদ্ধে কিসের মোকদ্দমা। হয়ত বা ১০০টাকার বন কেটে ফেলেছে বলে case দায়ের করেছে। হয়ত বা দিল যে গরু বনে ঢুকে বন নষ্ট করেছে। যতক্ষণ না নোটিশ দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে জানতেও পারেনা তার বিরুদ্ধে কয়টা মোকদ্দমা তাই আমি আবেদন রাখছি যেন খুব তাড়াতাড়ি এই মোকদ্দমাগুলি মীমংসা করার ব্যবস্থা করা হয়।

আরও বলব যে, দুস্কৃতিকারীরা বন পোড়ায়ে দিচ্ছে, আর তাদের এই দুস্কার্যের ফলে সেই এলাকার অধিবাসীদের উপর কলঙ্ক লেপন করছে অথচ ঐ অঞ্চলের মানুষ যদি কাউকে

সন্দেহ করে রিপোর্ট ও দেয়। সেই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে তো ধরাই হয়না বরং যারা এই কাজ সম্পন্ন করেনা তাদিগকে ধরে আনা হয়। একদিন পাতিছড়া আগুন লাগলো। সেখানে D.F.O. কে নিয়ে আমি গেলাম সত্যিই সুন্দর বাগান জ্বলছে সেখানে বেশ কিছু সংখ্যক আদিবাসী উপস্থিত দিল। আমি তাদের নিয়ে গেলাম। তারাও আফশোষ করল এবং দুঃখ করল। আমাকে বলল যে "বাবু, এরকম দুএকজন লোক কোথা থেকে হঠাৎ আসে এবং আগুন লাগায়।" সেই আগুনে আদিবাসী বাড়ী পর্যান্ত পোড়া গেল। তাদের ধান পর্যান্ত পোড়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমি তাদের নিয়ে একটা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করলাম। তারা বলল যে তারা যাদের নাম দেয় তারা তো ধরা পড়ে না। তাই আমি হাউসের কাছে আবেদন করবো এই যে বামপন্থী কমিউনিষ্টদের একটা দল বেরিয়েছে তারা আদি-বাসী অঞ্চলে গিয়ে তাদের মধ্যে প্রচার করছে যে, ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট তাদের আর থাকতে দেবেনা। বাড়ীর সংলগ্ন জায়গা সব বনবিভাগ দখল করে নিচ্ছে বনের জন্য। এই সুযোগ তারা পেয়েছে ফরেষ্ট বিভাগের কার্য্যের ফলে। যখন গাছের চারা লাগান হয় তখন সেই এলাকার লোকদের সাথে পরামর্শ করা হয় না, ফলে গ্রামবাসীরা ও মনে করে যে সত্যি বোধ হয় তারা আর থাকতে পারবেনা বন সম্প্রসারণের ফলে।

তাই যেখানে পুরানো বাগান আছে সেখানে নতুন বাগান করা হউক। আর যেখানে গ্রামে লোক সংখ্যা কম আছে সেখানে ফরেষ্ট করার আগে সেই গ্রামবাসীদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করা উচিত।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে ৯০০ বর্গ মাইল ফরেষ্ট। কোন সাবডিভিসানে, যেহেতু ফরেষ্ট ভালো হয় সেহেতু সেই সাবডিভিশানে আরও ফরেষ্ট করতে হবে এটা যুক্তির কথা নয়। একথা বলার উদ্দেশ্য হলো যে, উদয়পুরে ২০০ বর্গমাইল এলাকা। সেখানে শাল, করই ইত্যাদি আছে। আজকে সেই শাল গাছ আমরা কাটছি সেটা ৫০০ বছরের পুরানো কোথাও এইরকম গাছ কেটে নষ্ট করছে বলে আমার জানা নাই। পারমিট নিয়ে লোকেরা সেই গাছ কেটেছে। আজকে প্রশ্নের উত্তরে জানান হয়েছে যে ১৭০০০৲ টাকার বনসম্পদ নষ্ট করা হয়েছে। উদয়পুরের ব্যাপারে আমি লজ্জা বোধ করছি। উদয়পুর কেন, আমাদের প্রত্যেকটি লোকের কর্ত্তব্য, আদিবাসী এলাকার মধ্যে গিয়ে আমাদের বন রক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। এই বাজেটের সমর্থনে এইকথা বলেই আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now I call on Hon'ble Member Shri Promode Ranjan Dasgupta.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফরেষ্ট খাতে ব্যয় বরাদ্দ ৪২ লক্ষ ২৬ হাজার রাখা হয়েছে।

ফরেষ্ট সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমি বলব যে বনের প্রয়োজন আছে। ফসল উৎপাদনের জন্যেও বনের প্রয়োজন, শিল্পের জন্যও বনের প্রয়োজন। অন্যান্য কার্য্যের জন্যও বনের প্রয়োজন। বন যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে আমরা বৃষ্টি পাব না। যদি বৃষ্টি না হয়, বৃষ্টির পরিমাণ যদি না বাড়ে তা হলে এটা মরুভূমি হয়ে যাবে। অতএব সেই দিক দিয়ে আমাদের বনের প্রয়োজন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে, আজকে ত্রিপুরায় রাবার গাছ লাগান হচ্ছে। সেই গাছকে যদি আমরা গড়ে তুলতে পারি তাহলে আমরা ডলার উপার্জ্জন করতে পারব। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি বক্তৃতা করছি। কিন্তু কার কাছে আবেদন করব? কাউকে তো দেখছি না? মাননীয় স্পীকার মহোদয় তাই আবেদন না করেও আমি আমার বক্তৃতা দিচ্ছি। প্রথমতঃ হচ্ছে, আমাদের রাবারের যে গাছ এবং রাবার থেকে যে সম্পদ আমরা সৃষ্টি করতে পারি সেই সম্পদ ত্রিপুরাকে শুধু শিল্পের দিকে এগিয়ে নেবে না এর দ্বারা আমার বেকার সমস্যার ও সমাধান করতে পারব রাবার শিল্প গড়ে। তাই রাবারের বন ত্রিপুরায় হচ্ছে। প্লাইউড ফ্যাক্টরী একটা ত্রিপুরায় হচ্ছে। আমার বিশ্বাস যদি সেই ফ্যাক্টরী হয় তাহলে ত্রিপুরার আয়ও বাড়বে এবং তার সাথে সাথে বেকার সমস্যারও কিছুটা সমাধান হবে। সেই দিক দিয়ে বনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠবে না। ত্রিপুরায় নয়শত বর্গমাইল বন রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। তার মধ্যে ৫০০ শত বর্গমাইল ফাইনেলাইজ করা হয়েছে। আর বাকী ৪০০ শত বর্গমাইল এখনও প্রপোজড্ অবস্থায় রয়েছে, ফাইনেলাইজ এখনও করা হয়নি। কারণ Settlement Deptt. সেটাকে finalise করার পর বন বিভাগ গ্রহণ করবেন; প্রায় 50% এখনও finalise করা হয়নি। তার উপরে আমাদের আছে Protected Forest. সেখানে আমি একটা প্রশ্ন প্রথমতঃ রাখবো। যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বন করা হচ্ছে মানুষের মঙ্গলের জন্য, সেই বন আজ ধ্বংস করা হচ্ছে কেন? কি জন্য? আজকে যেই বন আমাদের দেশে বেকার সমস্যার সমাধান করতো, যে বন আজকে ফসল উৎপাদনে সাহায্য করতো, যে বন শিল্পের অগ্রগতিতে সাহায্য করতো, সেই রাবার গাছের ছোট ছোট চারাগুলি ধ্বংস করা হচ্ছে। এর পেছনে নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে এই বনকে ধ্বংস করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে দেশের সম্পদ নষ্ট করা। আমি আশা করি সরকার এমন ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবেন যাতে এই বন ধ্বংস করতে আর না পারে। তার সাথে সাথে আর একটা জিনিষ দেখছি যে, এই সরল উপজাতি নরনারীকে তারা বিভ্রান্ত করছে, উৎসাহিত করছে এই বনকে উৎখাত করার জন্য, তার কারণগুলি আমাদিগকে দেখতে হবে। যদি সত্যিই কোন্ কারণ থেকে থাকে তা হলে সেই কারণকে আমাদের দূরীভূত করতে হবে। মানুষের বাড়ীর মধ্যে, গোয়ালঘরের কাছে জমির পাশে আজ যেভাবে plantation করে মানুষের অসুবিধা সৃষ্টি করা হচ্ছে, তাতে জমির ফসলও নষ্ট হচ্ছে এবং গরুবাছুর চরানোর পক্ষেও নানাবিধ অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে। এই ধরণের যেসব কাজ ফরেষ্ট বিভাগ করছে, সে সম্পর্কে

আমার বক্তব্য হচ্ছে যে মানুষের উপকারের জন্যই বন। অথচ মানুষের স্বার্থ ও মানুষের উপকারে যদি বন না আসে তাহলে তা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। সে জন্যে আজকে ত্রিপুরা সরকার Forest re-adjustment কমিটি করেছেন। Reserved Forestগুলো কোথায় হবে না হবে তা অনুধাবন করে অদল বদল করে যেখানে যেখানে জায়গা ছেড়ে দেওয়া দরকার গ্রামবাসীদের স্বার্থে, সে সব জায়গায় নতুন করে সীমানা নির্দ্ধারণ করার জন্যে। সেই জন্যে আমি ত্রিপুরা সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকে একটি বিশেষ দল বন ধ্বংসের দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করার যে চেষ্টা করছে সেটা প্রকৃত পথ নয়। পথ হচ্ছে, যেখানে বন করা দরকার সেখানে বন করা। আর যেখানে মানুষের অসুবিধা সৃষ্টি হবে সেখানে বন না করা। তাই দক্ষিণ ত্রিপুরায়, বিলনীয়া, উদয়পুর এবং সাব্রুম এলাকা আমরা দেখেছি। যেখানে বন করার সুপারিশ করা হয়নি, Land Utilisation and Soil Conservation Board থেকে, সে সব জায়গা release করে দেওয়া হবে, সেই সব জায়গা plain এবং table land, সেখানে জুমিয়া ও আদিবাসীদের পুনর্ব্বাসনের সুবিধা আছে। সেই জন্য শত শত একর জায়গা release করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি কংগ্রেস নেতা জানেন যে জুমিয়াদেরও আদিবাসীদের পুনর্ব্বাসনের জন্য ঐ সব সমতল এলাকার প্রয়োজন এবং তাই সেই সব সমতল ভূমি reserve মুক্ত করতে হবে। আলোচনার মাধ্যমে রিজার্ভ মুক্ত করা যাবে, ধ্বংসের মাধ্যমে নয়। কোন সভ্য জগতের মানুষ বন ধ্বংস করার এই কাজকে সমর্থন করতে পারে না। এমন কি যারা এই ধ্বংসাত্মক কাজ করেন, তারাও যদি চীন দেশে যান, সেখানেও দেখবেন যে বনায়ন করা হচ্ছে। বিজ্ঞান সম্মতভাবে মানুষের উপকারের জন্যই তা করা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে আমি বন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। বন করবার জায়গা ভিতরে পাহাড়াঞ্চলে আছে। সেই সব পাহাড়াঞ্চল আবাদ করে plantation করা হউক। বাড়ীর রাস্তার কাছে only to exhibit করার উদ্দেশ্যে বন করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকতে হবে। যেখানে মানুষের বসবাস নেই সেখানে বনায়ন করলে আমার মনে হয় আগামী ৫০ বছরেও বনায়ন শেষ করা যাবে না। হিসাবে দেখতে পাই, যেখানে ৫০ একর জায়গায় plantation করার কথা এবং টাকা বরাদ্দ আছে সেখানে ২/২॥০ একরের বেশী জায়গাতে plantation করতে পারে নি। আর একটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে financial implication. যেখানে ৫০ একর জায়গা plantation করার জন্য টাকা বরাদ্দ করা আছে সে টাকা দিয়ে মাত্র ২ একর জায়গা plantation করা হয়েছে। বাকা ৪৮ একরের টাকাটা কোথায় গেল এবং কি ভাবে খরচ হলো? আমি মাননীয় বন দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করছি। কারণ যে পরিমাণ জায়গাতে new plantation হওয়ার কথা সেই পরিমাণ জায়গাতে উক্ত বরাদ্দকৃত টাকার মধ্যেই plantation হওয়া দরকার। Old plantation এর কথা আমি বলছি। তার সাথে সাথে এই প্রশ্নও আমি রাখছি যে আজকে আমাদের দেখতে হবে যে বাকী ৪০০ বর্গ মাইল এলাকায় বন করার যে proposal আছে, সেই proposed এলাকার মধ্যে মানুষের ঘর বাড়ী বা বসতি আছে কিনা। যদি থেকে থাকে তা হ'লে সেসব

বসতি এলাকা বাদ দিতে হবে proposed forest এলাকা থেকে। যদি বড় রকমের গ্রাম বা বসতি পড়ে থাকে তা হ'লে তা release করে দিয়ে inaccessible area, যেখানে sitiff পাহাড়, জনবসতিশূন্য, সে সব অঞ্চলে protected forest করতে হবে। এই আবেদনও আমি রাখব যে, যদি propose areaর মধ্যে কোন ঘরবাড়ী থাকে তা হ'লে আমার মনে হয় এই সরকার তাদের অন্যত্র পুনর্বাসন দিতে বাধ্য। তাদের alternative settlement না দিয়ে তাদের ভূমিহীন করে অনশনের পথে যদি ঠেলে দেওয়া হয়, তা হ'লে বিক্ষোভের সৃষ্টি হতে বাধ্য। আমার মনে হয় বন বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তা চান না। কিন্তু Forest Department এর কতগুলি অফিসার দরিদ্র কৃষক ও আদিবাসীদের উপর নানাভাবে repression করেন এবং সেই repressionএর ফলে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সেই বিক্ষোভের সুযোগ নিয়ে অন্যান্য স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দল সরল আদিবাসীদের হাতিয়ার হিসাবে কাজে লাগাচ্ছে। তাই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যদি আমরা বন করি তাহলে আমার মনে হয় মানুষের উপকারেও আসবে এবং জনসাধারণেরও আশীর্বাদ এবং সহানুভূতি আমরা পাব। এমনকি যেটা final হয়ে গেছে, সেখানেও যদি কোন লোকের ঘরবাড়ী পড়ে থাকে, তাকেও alternative settlement দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

Mr. Dy. Speaker :—Now I call on Hon'ble Member Shri Radhika Ranjan Gupta.

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :—আজকে ত্রিপুরা, শুষ্ক, কঠিন। প্রকৃতির সেই কোমলতা, সেই স্নিগ্ধতা আজ আর নেই। আমরা যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখি, সুবিশাল পর্বতমালা। সব বেরেন, গাছপালার চিহ্ন সেখানে নেই। তার ফলে ত্রিপুরার যে আবহাওয়া ত্রিপুরার যে মানসিকতা তার মধ্যেও আজকে আমরা একটা রুক্ষতা, একটা কঠোরতা দেখতে পাচ্ছি। কাজেই প্রকৃতির মাঝে সেই সজীবতা আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। তারই জন্য বনায়ন আজ অপরিহার্য।

একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অঞ্চলে যদি বৃক্ষ রাজি না থাকে তাহলে বৃষ্টিপাতের মাত্রা ঠিক থাকার কথা নয়। বৃষ্টিপাত প্রয়োজনানুপাতে না হলে মাটিতে ফসল ফলানো সম্ভব নয়। মানুষের সভ্যতা সেখানে বিপর্যস্ত হতে বাধ্য। কাজেই বনায়ন অপরিহার্য। কিন্তু এই যে বন, আজকে প্রাকৃতিক কারণে, বা প্রাকৃতিক যে ভারসাম্য সেই ভারসাম্যকে রক্ষা করার জন্য বন আমরা করব। তাছাড়া আমাদের বাস্তব দৈনন্দিন জীবনে বনের প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজনও আজকে আমাদের মেটাতে হবে। কিন্তু আজকে আমরা দেখেছি যে শিল্প ক্ষেত্রে, উৎপাদন দিনের পর দিন বাড়ছে। আমাদের গৃহস্থালীর কাজকর্মে কাঠের জায়গা আজ ষ্টীল নিচ্ছে। দিনের পর দিন তার প্রয়োজন আমাদের কাছে কমছে।

বন আমাদের করতে হবে। কিন্তু এমন বন করার প্রয়োজন যে বন করার ফলে আমাদের অর্থকরী লাভ হয়। আজকে আমরা দেখছি যে, ত্রিপুরাতে যে সমস্ত plantation করা হচ্ছে

তার মধ্যে অধিকাংশই শাল গাছ করা হচ্ছে। শালের প্রয়োজন ত্রিপুরায় আছে। কিন্তু আসাম থেকে যে দামে আমরা শাল আনছি তার চাইতে ত্রিপুরার শালের দাম অনেক বেশী এবং তার quality ও আসামের সমান নয়।

আরও দেখছি আমরা যে, কোন কোন জায়গায় ক্যাস্থুনাট করা হচ্ছে ক্যাস্থুনাট করার ফলে আমাদের বনায়ন হচ্ছে। সয়েল কনজার্ভেসন হচ্ছে এবং সেই ক্যাস্থুনাটের উপর নির্ভর করে অদূর ভবিষ্যতে এখানে একটি শিল্পও গড়ে উঠতে পারে। কাজেই যে টাকাটা আমরা আজ বনায়নের জন্য ব্যয় করছি সে টাকাটা ভালভাবে ব্যয় করতে হবে যার ফলে ত্রিপুরার শিল্পায়ন দ্রুততর হতে পারে। শিল্প স্থাপনে আমাদের সাহায্য হতে পারে। আমাদের ত্রিপুরাতেও ফলের গাছ হয়। আমরা কি বনে কাঁঠাল গাছ লাগাতে পারি না। আমার মনে হয় যে বন গ্রামের সংলগ্ন জায়গা থেকে reserve করা হয়েছে, সেই গ্রাম সংলগ্ন জায়গাতে যদি আমরা কাঁঠাল বাগান করি তাতে একদিকে যেমন বনায়ন ও সয়েল কনজারভেসন হবে, অপরদিকে কাঁঠালের উপর নির্ভর করে একটা শিল্পও গড়ে উঠতে পারে।

তদুপরি আজকে বন যেখানে ত্রিপুরার আদিবাসীরাও সেখানে। আদিবাসীদের বাদ দিয়ে বনায়নের চিন্তা আমরা করতে পারি না। বনকে বাদ দিয়েও আমরা আদিবাসীদের চিন্তা করতে পারি না। আদিবাসীদের যে মানসিকতা, আজকে বনের সাথে তাদের মনস্তাত্বিক যে বিরোধ সেদিকে নজর রেখে যদি আজ আমরা গ্রামের নিকটবর্তী যেখান থেকে বন সুরু হয়েছে সেখানে ফলের গাছ লাগাই তাহলে মানসিকতার একটা পরিবর্তন হতে পারে। তাছাড়া গ্রামের কাছে যে সমস্ত জায়গা আছে সেই সমস্ত জায়গায় আমরা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ভিলেজ ফরেষ্ট করতে পারি। বনায়নের জন্য যে টাকাটা আমরা খরচ করব তার একটা অংশ আমরা পঞ্চায়েতকে দিতে পারি এবং সেই পঞ্চায়েত তাদের প্রয়োজন মত ফল ফলাদি বা ফায়ার উডস্ এর বন গড়ে তুলতে পারবে। তারা নিজেরা রুলস্ তৈরী করে বা সরকারের রুল অনুযায়ী তা ব্যবহারও করতে পারেন।

এইভাবে আমরা ত্রিপুরার মানুষকে বনায়নের দিকে আকৃষ্ট করতে পারি। আজকে যারা বনকে ধ্বংস করার জন্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কাজ করছে, তাদের সেই প্রচেষ্টাকে আমরা বানচাল করতে পারি। পরিতাপের বিষয় যে, বন সম্বন্ধে ত্রিপুরার মানুষের বিভিন্ন ফ্রন্টে যেসব অসুবিধা আছে তাও তা ব্যক্ত করেছেন এবং আমাদের সরকারও বিগত বাজেট অধিবেশনে আলোচনার পর একটা কমিটি গঠন করেছেন, যে কমিটি দেখবে কোথায় কিভাবে বনায়ন করা হবে, ডিমারকেশন কিভাবে হবে। ঠিক ঐ কমিটি গঠন করার পরেই আমরা দেখতে পেলাম কিছু সংখ্যক লোক দক্ষিণাঞ্চলে সংগঠিতভাবে বন ধ্বংস করা সুরু করল একটা planed wayতে। তাদের উদ্দেশ্য হলো মানুষের অসুবিধা দূরীকরণের এই যে সরকারী প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টাকে বানচাল করা। এটাকে বাধা দেওয়ার জন্য সমস্যাটাকে আরও প্রকট করে তোলার জন্যে তারা উঠে পড়ে লাগল।

তাদের এই যে প্রচেষ্টা, বন ধ্বংসের এই যে প্রচেষ্টা তাকে রুখতে হবে, প্রতিহত করতে হবে কঠোর হস্তে সরকারকে। সেই দাবী আমি সরকারের কাছে রাখব। সাথে সাথে আমি বলব মানুষের ন্যায্য যে অসুবিধা সেগুলি সরকার দূর করবার চেষ্টা করবেন।

আর একটা কথা এখানে বলব যে, reserve forest এর বাইরে যে সমস্ত খাস জমি আছে সেগুলোও আজকে Revenue Deptt. Forest এর কাছে দিয়েছেন। তারা সে জায়গাগুলো Protected Forest রক্ষার কাজে দেখশুনা করবেন। সরকার যখন মনে করবেন যে, সেই খাস জমিগুলি জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য দেওয়া দরকার বা কৃষি কাজের জন্য ভূমিহীনদের দেওয়া দরকার তখন সে ব্যবস্থা সরকার করবেন। কিন্তু আমি দেখেছি যে Forest বিভাগের লোকেরা সেই সব খাস জমিতেও plantation করছে। এই যে মনোবৃত্তি আমি বলব এটা জমিদার সুলভ মনোবৃত্তি। এই যে চিন্তাধারা, এই চিন্তাধারাকে বাধা দিতে হবে, রুখতে হবে এবং তারা যাতে এভাবে আর plantation না করেন তা সরকারকে দেখতে হবে।

আর একটি কথা আমি এখানে বলতে চাই যে ত্রিপুরাতে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে এবং Tripura Land Reforms Act অনুযায়ী তাদিগকে জমির মালিকানা দেওয়া হয়েছে। তাদের পরচা দেওয়া হয়েছে। Reforms বলতে আমরা বুঝি যে পূর্ব্বের আইন যা ছিল তা সংশোধিত হয়েছে এবং এটাই Latest Act. এবং এই Act অনুযায়ী তারা পরচা এবং খতিয়ান পেয়ে গেছে। কিন্তু আমি জানি যে ত্রিপুরার উত্তরাঞ্চল কৈলাসহর এলাকায় ঐসব উদ্বাস্তুদের জমির উপর যে সব গাছ আছে তারজন্য Forest Deptt. মাশুল দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলে তা নয়। একটি সরকার একটি ডিপার্টমেন্ট, দক্ষিণাঞ্চলে মাশুল নিচ্ছে না আবার উত্তরাঞ্চল নিচ্ছে। এই যে অবস্থা, আমি অনুরোধ করবো এই অবস্থার সুষ্ঠু তদন্ত করে যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেন। কারণ আমরা লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুদের কাছ থেকে কোন নজর নিইনি। সেখানে আমরা তাদের মালিকানা দিয়েছি। ১৯৫০ সাল থেকে সেখানে যে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু জমি আবাদ করে বসবাস করছে, তারা যাতে অযথা হয়রাণী না হন সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্যে আমি সরকারকে অনুরোধ করব।

আমি সরকারের নিকট আরও অনুরোধ করব, যেন বন করার পূর্ব্বে যারা স্থানীয় আদিবাসী ও অন্যান্য গ্রামবাসী তাদের সাথে আলাপ, আলোচনা করেন, মিটিং করেন তাদের নিয়ে। কোথায় বন হবে, কোথায় না হবে, কোথায় তাদের অসুবিধা বা সুবিধা এসব বুঝার যেন চেষ্টা করেন, তাদের অসুবিধাগুলি দূরীভূত করার জন্য যেন দরদ দিয়ে কাজ করেন। বনায়নকে যেন তারা ভালবাসতে পারে সে চেষ্টা করলে দুষ্কৃতিকারীরা যেভাবে আজ বনকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে তা আমরা রুখতে পারবো, বানচাল করে দিতে পারবো। এই কথা বলেই এই বাজেটকে আমার সমর্থন জানিয়ে আলোচনা শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now I call on Hon'ble Member Shri Ghanshyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় Demand No. 33— Forest এর সমর্থনে আমি দু'একটি কথা বলব। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আমরা যারা আছি সবারই দৃষ্টি পড়ছে বনের দিকে। কারণ অহরহ আমরা শুনছি যে একদল লোক ত্রিপুরার বন সম্পদ নষ্ট করছে। এটা সত্যি কথা। কিন্তু তার মূলে কি কারণ আছে তা ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। কারণ যারা এই বনকে ধ্বংস করছে, সত্যি কি তারা এই বনকে ভালবাসে না? আমি বলব যে তারা এই বনকে ভালবাসে। আমরা Hill Man বা পাহাড়ী বলি—যারা পাহাড়ে বাস করে তাদেরকেই আমরা পাহাড়ী বলি এবং জুমিয়ারাই পাহাড়ী। জুমিয়ারা বনকে ভালবাসে বলেই তারা বনকে ছেড়ে যেতে চায় না। কারণ যুগযুগান্তর থেকে তারা বনে বাস করে আসছে। বনের ফল, বনের জল, নদীনালাও ঝর্ণার জল তাদিগকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সুতরাং এই বনের মধ্যে এখনো জুমিয়ারা বাস করছে। তারা জুম করে জীবিকা নির্বাহ করছে। এই যে Reserve Forest এর মধ্যে এখনো হাজার হাজার জুমিয়া জুম করছে। তাদের দ্বারা ক্ষতির যে পরিমাণ তার assesment যদি আমরা করি তাহলে আমরা সবাই রোমাঞ্চিত ও আতঙ্কিত হবো। সামান্য কিছু লোক আইন অমান্য করে আমাদের নূতন বাগানকে ধ্বংস করেছে। তার ক্ষতির পরিমাণ লক্ষণীয়। কিন্তু এখনো হাজার হাজার জুমিয়া পরিবার আছে। জুম কেটে কেটে—প্রকৃতিদত্ত যে সমস্ত বাঁশ এবং গাছ, বন সম্পদ আগুনে পড়ে তারা ছাই করে দিয়েছে। সে ক্ষতি অপূরণীয়। বনকে তারা ভালবাসে বলেই তারা বনে থাকতে চায় এবং বনের সংকোচন তারা চায়।

আমাদের জুমিয়া পুনর্বাসনের যে নীতি সে নীতি হলো জুমিয়াদের পাহাড় থেকে নামিয়ে এনে সমতল ভূমিতে বাস করানো এবং "তাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করে দেবো" এই প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছি। —সত্যিকারের জুমিয়া যারা তারা এখনো জুমিয়াই আছে। জুম তারা এখনো পরিত্যাগ করেনি। বিকল্প হিসাবে তাদের আমরা জমিতে পুনর্বাসন দিতে এখনো সফলকাম হইনি। সেই কারণে যারা জুমিয়া, যারা পাহাড়ের মধ্যে আছে, তারা বনকে সমৃদ্ধ করতে চায় না। আমাদের Forest Deptt কে তারা plantation করতে দেয় না। কারণ ভবিষ্যতে তারা কোথায় যাবে, এই বন ছেড়ে তারা যাবে কোথায় এই ভয়েই তারা এই আন্দোলনের মধ্যে জড়িত হয়ে পড়ছে। আজকে যদি আমরা সমস্ত জুমিয়াকে পুনর্বাসন দিতে পারতাম, তাদের যদি ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির পথ দেখাতে পারতাম, তাদের যদি নিরাপত্তার ব্যবস্থা আমরা করতে পারতাম, জুম ছাড়া জমির মধ্যে যদি তারা সুখে শান্তিতে বাস করতে পারে, তারা লেখাপড়ার সুবিধা পায়, পানীয় জলের সুবিধা পায়, তারা যদি উন্নত জীবন পায় তাহলে তারা আর বনে যাবে না। সুতরাং আজকে জুমিয়াদের অনতিবিলম্বে আমরা যদি সত্য সত্যই পুনর্বাসন দিতে পারি, লুঙ্গা জমিতে এবং সমতল জমিতে বসতি দিতে পারি, তাহলে তারা আর জুমে ফিরে যাবে না। আর জুমের দিকে তাদের দৃষ্টি থাকবে না। আজকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে আমরা বন সৃষ্টি

করি। আজকে যদি সরকার বলেন "ত্রিপুরার সমস্ত বন পুড়ে ছারখার করে দাও" তা'হলে দেখুন এই জুমিয়ারাই বলবে যে "না, বন ধ্বংশ করবেন না। আমরা বন ধ্বংস করতে দেবনা। কারণ আমাদের থাকবার জায়গা কোথায়?" ত্রিপুরায় বন যদি সমস্ত ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে ত্রিপুরার আদিবাসীরা মনে করবে তাদের মৃত্যু হয়েছে। কারণ বন তাদের খাদ্য, ফল, ফুল, স্বাস্থ্য সমস্ত জোগাচ্ছে। সুতরাং একমাত্র সমাধান হল অতি সত্বর জুমিয়াদের জমিতে পুনর্বাসন দেওয়া। কিন্তু পুনর্বাসনের বেলায় আমরা দেখছি যে আমাদের যে সমস্ত বিভাগীয় কর্মচারীরা আছেন, Welfare Depttএ যে সমস্ত কর্মচারীরা আছেন, Tribal Welfare Inspectorরা আছেন, B.D.O.রা আছেন— তারা জুমিয়াদের কাছে গিয়ে বলেন না যে "বন তোমার জন্য, আমার জন্য। তোমাদের বাঁচার বিকল্প ঐ জমি রয়েছে যেখানে তোমরা নির্বিঘ্নে বসবাস করতে পার, তোমরা বাঁচতে পার। এই বন তোমাদের কাজে লাগবে, আমাদের কাজে লাগবে, সকলের কাজে লাগবে—কারণ বন না হ'লে একটা রাজ্য চলতে পারে না। বিশেষ ভাবে আদিবাসীরা চলতে পারে না।" কারণ বন যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তাদের অর্থনৈতিক জীবন তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয়ে যাবে। উপজাতীর মধ্যে বিশেষ করে যেখানে জুমিয়ারা আছে আপনারা দেখুন বৈশাখ মাস আসতে না আসতেই সেখানে খাদ্যাভাবে হাহাকার পড়ে যাচ্ছে। কারণ বন আর নাই, জুমিয়ারা চায় নিবিড় বন নিবিড় অরণ্য। তারা আরো উন্নত এবং সমৃদ্ধ বন চায়। তারা কি করে যে বন ধ্বংস করতে পারে সেটা কল্পনা করাও যায় না, এই কারণে যে, তারা বনের থেকে চলে গেলে বিকল্প হিসাবে কি দিয়ে বাঁচবে, কোথায় তাদের স্থান হবে, এই ভয়ে তারা ফরেষ্ট Depttকে হস্তক্ষেপ করতে দিচ্ছে না। যদি আজকে তাদের মধ্যে এই ভাবধারা জাগাতে পারি, তাদের যদি আমরা এই আশ্বাস দিতে পারি যে "বন তোমরা ছাড়, বনের পরিবর্তে তোমাদের আমরা জমি দেব। জুম ছাড়া যারা হাল কৃষি নিয়ে বেঁচে আছে তাদের কাছে তোমাদের নিয়ে যাব" তাহলে আমার মনে হয় তারা এই বন ছেড়ে চলে যাবে এবং বন গড়বার জন্য তারা সাহায্য করবে। আজকে আমাদের এই কথা ভাবতে হবে যে জুমিয়াদের ত্বরান্বিত পুনর্বাসনই এই বন রক্ষা করবার একমাত্র উপায়। যতদিন তারা সেখানে এইভাবে থাকবে বনকে তারা সঙ্কুচিত হতে দেবে না। কারণ তারা জানে এক বৎসর পরে তাদের এক মুঠো চাল বা এক মুঠো ধান মিলবে না। যদি সমস্ত বন মরুভূমি হয়ে যায় তাহলে এই যে আদিবাসী তাদের বাঁচবার স্থান থাকবে না। তারা বাঁচবে না, এই চিন্তাধারা তাদের মধ্যে আনতে হলে তাদের বুঝাতে হবে যে বন তাদের প্রয়োজন, যে বন আমরা গড়ে তুলছি সেটা তাদের জন্য, বনটা তাদের বাঁচবার জন্য। এইটা যদি তাদের বুঝাতে পারি, তাহলে তারা বনকে ধ্বংস না করে গড়বার জন্য এগিয়ে আসবে। সুতরাং এই বাজেটে বনের Plantation বাড়াবার জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তার চেয়ে আরো ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন ছিল। আমার মনে হয় প্রয়োজনের তুলনায় এটা অপ্রতুল।

সুতরাং যদি তাদের জমিতে এনে পুনর্বাসন দিতে পারি তাহলে তারা বন ধ্বংস করেবে না। আজকে যে হাজার হাজার জুমিয়া বনের মধ্যে জুম কাটছে তজ্জন্য তো তার

Permission নেয় না। তারা ত কোন আইনের অপেক্ষা রাখে নি। কারণ তারা জানে আইন যাহা কিছু হোক না কেন, আমাদের বাঁচতে হবে, এই জুম করতে হবে। এই যে মনোভাব সেটা পরিত্যাগ করাতে হবে, পরিত্যাগ করাতে হলে তাদের আশ্বাস দিতে হবে, তাদের নির্ভয় দিতে হবে, কোথায় তারা যাবে কোথায় গিয়ে তারা বাঁচতে পারবে। এই নির্দেশ যদি আমরা তাদের দিতে পারি তাহলে হবে ত্রিপুরা রাজ্যে বন সৃষ্টির পথ, আদিবাসীদের বাঁচবার পথ।

Mr. Speaker :—Now I Call on Shri Rabindra Chandra Deb Rankhal.

Shri Rabindra Chandra Deb Rankhal :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে Demand No. 33—Forestএর ব্যয় বরাদ্দ এনেছেন তাতে বড়ই আনন্দিত হলাম। তবে আমার মতে টাকাটা আরো বাড়ানো উচিত ছিল। কারণ বন হলো আমাদের দেশের জাতীয় সম্পদ। মানুষের কেন, প্রত্যেক জীবেরই সম্পদ। পশু পক্ষী পর্য্যন্ত বন ছাড়া জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে না। তবে এটা সমর্থন করতে গিয়ে আমি দু একটি কথা বলব। ত্রিপুরায় পূর্বের চেয়ে লোক সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হয়েছে। ট্রাইবেলদের মধ্যেই রয়েছে শতকরা ৭৫ ভাগ জুমচাষী। Forest Reserve করতে গেলে Forest এর কর্মকর্তাদের উচিত স্থানীয় কৃষক জুমচাষী ও জনসাধারণের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে যোগাযোগ করে Forest এর সীমানা নির্দিষ্ট করা। তাহলে তাদের আরো সুবিধা হবে। অনেক জায়গায় দেখেছি Forest Reserve এর মধ্যে অনেক কৃষকের বাড়ী ঘর পড়ে গেছে। যদি স্থানীয় জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ করে Forestএর সীমানা নির্দ্ধারিত করত, তাহলে আমাদের ত্রিপুরা সরকার আরো অনেক লাভবান হতো এবং ক্ষতি না হয়ে উভয়ের সুবিধা হতো। আমি মাননীয় Forest ministerকে অনুরোধ করবো যাতে Forest reserve বৃদ্ধি করতে গিয়ে Forest কর্মকর্তারা স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কোন জায়গায় Forest Plantation করলে অচিরেই গাছগুলি আমাদের কাজে লাগবে এবং কৃষকদেরও ক্ষতি হবে না, এসব Forest reserve করলে ত্রিপুরা আরো উজ্জ্বল এবং লাভবান হবে। ত্রিপুরার অভ্যন্তরে আমাদের গণতন্ত্রকে বিপন্ন করার জন্য বহু দল, উপদল আছে। তারা নিরীহ কৃষক এবং জুমিয়া ভাইদের যাতে উস্কানি দিতে না পারে এইজন্য জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ করে Forest reserve করা উচিত। সমাজদ্রোহী বামপন্থী কম্যুনিষ্ট সব সময় চেষ্টা করছে উপজাতিদের বিভ্রান্ত করে আমাদের গণতান্ত্রিক সমাজবাদকে বিপদের সম্মুখে ফেলবার জন্য। যদি আমরা ঠিক ঠিক ভাবে কাজ করি এবং Forest Departmentএর কর্মকর্তারা যদি ঠিক ঠিক মত কাজ করে, তবে তারা উপজাতীয়দের উস্কানি দেওয়ার সুযোগ পাবে না। এক জায়গায় জনসাধারণ Forest Departmentএর সঙ্গেই প্রতিযোগিতা করে গাছ রোপন করেছিল। দেখা গেল ৫ | ৬ বৎসর পর জনসাধারণের দ্বারা রোপন করা গাছ অনেক বড় হয়ে গেল অথচ Reserve forestএর গাছ মোটেই বড় হয়নি। এখনও মাটির সমানই আছে। এই ঘটনাটা

হয়েছিল ডম্বুরনগরে। কাজেই Forest Departmentএর লোক যদি জনসাধারণের অভিজ্ঞতা নিয়ে এবং তাদের সহযোগিতা নিয়ে কাজ করে তবে আমাদের দেশে forest plantation এ খুব উন্নতি হবে বলে আমি মনে করি। কাজেই বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর নিকট আমার অনুরোধ জনসাধারণের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তাদের সুবিধাগুলি দেখে যেন forest plantation করা হয়। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Now I would request Hon'ble Chief Minister to give reply.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বাজেটের সমর্থনে বলতে গিয়ে মাননীয় সদস্যরা বিভিন্ন suggestion এখানে রেখেছেন যেটি বনায়নের উন্নতিমূলক বলে আমি মনে করি। এখন এই যে বিভিন্ন সমস্যা দিনের পর দিন আসছে, বন ধ্বংসের যে প্রচেষ্টা চলছে সেটা আমি মনে করি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

যেটা বিভিন্ন বক্তা এখানে বলেছেন সেই দিক দিয়ে আমি একমত। সেই দিকে চিন্তা করে বনকে কিভাবে সমৃদ্ধ করা যায় তারজন্য একটি কমিটিও আমরা ইতিমধ্যে গড়েছি। Reserve forest Organisation এবং যে সমস্ত খাস land এখন আছে সেই সমস্ত খাস landএ well, grazing ground, cashew nut, rubber, bamboo for paper ইত্যাদি করার পরিকল্পনা আছে। কারণ প্রতিটি সদস্যই এখানে বলেছেন যে ত্রিপুরায় শিল্পায়ন কৃষি ভিত্তিক এবং বন ভিত্তিক। সেইদিকে দৃষ্টি রেখেই আজকে বনায়নের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে বৈজ্ঞানিক উপায়ে। কারণ যে সমস্ত খাস land আছে তার অধিকাংশ খাস লাণ্ডেই দেখা যায় বন বলে কোন জিনিষ আর নেই। এখানে বন ক্ষয় চলছে, ভূমিক্ষয় চলছে, এবং সেই ভূমিক্ষয়ও এত বেশী হচ্ছে যে অগৌণে Soil conservation Scheme অনুসারে সেই বনক্ষয় ও ভূমিক্ষয় রোধ করা না চলে তবে অচিরেই ত্রিপুরার কৃষি ব্যবস্থা অচল হয়ে যাবে। সেই অনুসারে বিভিন্ন গাছ রোপন করে পরীক্ষামূলকভাবে ভূমিক্ষয় রোধ করা হচ্ছে। প্রতিটী মানুষই বনের থেকে সুবিধা পাচ্ছে, সে কৃষকই হউক বা জুমিয়াই হউক চিরকাল তারা ভোগ করে যাচ্ছে। কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন যে সমস্যা সেই সমস্যা বড় করে যখন তার কাছে দেখা দেয় তখন সে হাতের কাছে যা পায় তাকেই অবলম্বন করে বাঁচতে চায় তারই ফলে একটি মানসিক স্থৈর্য্য আমরা ব্যহত হতে দেখছি।

কারণ আজকে reserve forest এর সীমানা নির্দ্ধারিত হয়েছে, খাস land এর সীমানা নির্দ্ধারিত হয়েছে। কিন্তু আজ বিরাট সমস্যা দিনের পর দিন বনের উপর ও খাস land এর উপর দেখা দিয়েছে। মিজো Troubles সুরু হয়েছে। তার মধ্যে সেই সমস্ত এলাকার কাঁচামাল প্রভৃতি পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে। সেখানে নোয়াতিয়া আছে, রিয়াং আছে, জমাতিয়া আছে। মিজো Troubles এর ফলে সেই নোয়াতিয়া ভাইয়েরা হাজারে হাজারে ত্রিপুরার বনে আশ্রয় নিচ্ছে- এবং চট্টগ্রাম hill tract থেকেও পাকিস্তানে pressure এর ফলে বহু

চাকমা, রিয়াং, জমাতিয়া এখানে চলে আসছে। আবার পূর্ব্ব পাকিস্থান থেকে হাজার হাজার উদ্বাস্তু এখানে এসে এই ৪১১৬ বর্গ মাইলের ত্রিপুরার উপর ভিড় জমাচ্ছে। এই ব্যাপারে আমাদের পরিকল্পনা আছে। সেই পরিকল্পনা অনুসারে জুমিয়া পুনর্বাসন হচ্ছে, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন হচ্ছে, আদিবাসী ভূমিহীন, তপশালী ভাই ও landless agriculturist ভাইদের পুনর্বাসন হচ্ছে।

আমি এই দিক দিয়ে House এর সামনে এই সমস্যাগুলি তুলে ধরলাম এইজন্য যে আরো যেন plan অনুসারে কাজ করে যেতে পারি। আমি পুনঃপুনঃ আবেদন রাখছি House এর নিকট যে ১৩ হাজার জুমিয়া আছে, এবং landless tribal আছে, landless agriculturist আছে। তাদেরকে পুনর্ব্বাসন দিতে গিয়ে যে পরিমাণ ভূমির দরকার সেই ভূমি রেখে যদি ভূমি উদ্বৃত্ত থাকে তবে আমরা অন্যের কথা চিন্তা করব। কাজেই আমি Housc এর সামনে আবেদন রাখব যে পূর্ব্বোক্ত সমস্যাগুলির সমাধান যাতে করতে পারি সেইভাবে যেন আমরা কাজ করি। তারপর এখানে ex-soldiers আছে—তাদেরকেও এই সমস্ত অঞ্চলে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা আছে। তাহলে সমস্ত কিছুই নির্ভর করছে এই forest plantation এর উপর। তারই জন্য আমরা committee করেছি। কমিটির মাননীয় সদস্যরা এই চিন্তাগুলি সামনে রেখে হয়ত ২।৩ বৎসর চিন্তা করে সেই সমস্ত অঞ্চলে Ex-Soldiersদের বসাবার ব্যবস্থা করছেন। তপশীল জাতি, জুমিয়া, ভূমিহীন আদিবাসী Landless Agriculturist-দের বসাবার জন্য আমরা Survey করছি। এই সমস্ত জায়গাতে যাতে অন্য লোকেরা যদৃচ্ছ ভাবে এসে ঘরবাড়ী তৈরী করতে না পারে সেইদিক দিয়ে দৃষ্টি দিতে আমি বলব। তাহলে বনায়ন নষ্ট হবে, Soil Conservtion নষ্ট হবে। তারফলে কেবলমাত্র বন নয়, ত্রিপুরার কৃষিও নষ্ট হবে। কারণ এটা পরীক্ষা নিরিক্ষার পর Soil Conservation আমরা আরম্ভ করেছি। অতএব আমি সেইদিক দিয়ে সেই পরিকল্পনা অনুসারে আমরা যখন কাজ করতে আরম্ভ করেছি তখনই অভাব আছে, জুমিয়াদের অভাব আছে, ভূমিহীনদের অভাব আছে। তার অভাব কিসের? একদিকে তার ভূমির আকাঙ্খা, আর একদিকে তার জুম করার আকাঙ্খা। এই দুইটি আকাঙ্খা নিয়ে তাদের জীবন যাত্রা সুচারু ভাবে পরিচালিত করার জন্য সচেষ্ট। এবং সেই মনোভাবের ফলে যে কাজ আমরা সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম সেই জায়গায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে বনকে ধ্বংস করে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করব যাদের এই মনোবাসনা তারা এই কার্য্যের ঐ সমস্ত লোকের এই মনোভাবের সুযোগ নিয়ে তাদের মধ্যে টেররিজম করে সেই সমস্ত লোককে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করে দিয়ে বনকে ধ্বংস করার কাজে তাদের নিয়ে নেমে পড়েছে। সেই দিক দিয়ে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। এখন যে Forest আছে সে Forest হলো এই Plan এর সময় থেকে এবং স্বাধীনতার পর থেকে বনকে রক্ষা করে যে Plantation, Conservation of Soil আমরা আরম্ভ করেছি সেই সমস্ত জায়গাতেই বন আছে। আর অন্য যে জায়গা আছে সেই সমস্ত জায়গা বনতুলসীতে

ভরে গেছে। অতএব প্রত্যেকেরই সচেষ্ট দৃষ্টি সেই জায়গাতে পড়েছে। অতএব অতি সতর্ক তার সহিত আমাদের চিন্তা করতে হবে orientation of Forest. বিশেষ করে পাহাড় যে অঞ্চল সেই অঞ্চলে 30% of Land Reserve-এ রাখা হলো বৈজ্ঞানিকমতে। অতএব সেই বৈজ্ঞানিক মতের উপর দৃষ্টি রেখে, তার উপর মর্য্যাদা রেখে আমাদের Reserve Forest এর Orientationএ এবং খাস Land এ কোন কোন বৃক্ষাদি রোপন করব এবং কলোনী করলে পরে সেই কলোনীতে আমাদের তাদের জন্য গোচারণ ভূমি রাখতে হবে। তাদের Forest রাখতে হবে। সেই অনুসারে রাস্তাঘাট, পানীয় জল, স্কুল, হাসপাতাল Dispensary প্রভৃতির জায়গা রেখে তারা যাতে সম্মিলিত হতে পারে এমন একটি হাটের বা বাজারের জায়গা রেখে তারপর আমাদের কলোনীর জন্য যে scheme সেই schemeগুলিকে জয়যুক্ত করা সম্ভব হবে। তাহলে আমার বিশ্বাস যে আমরা বনকে রক্ষা করে এবং মানুষকে পুনর্ব্বাসন দিয়ে grow more food Campaignকে জয়যুক্ত করতে পারব। এখন কথা হলো এই আমাদের যে reclamation হয়েছে তাতে ১ লক্ষের কিছু উপরে ছিল reclaim grant এখন ৬ লক্ষ একরের উপর reclaim grant দেয়। সেই ৬ লক্ষ reclaim grant এর আমরা আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারছি না। সেইদিক দিয়েও আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। আমরা কেবল Extensive Agriculture করলেই বাঁচতে পারব না। আমাদের আজকে দৃষ্টি দিতে হবে intensive Agriculture এর উপর যে কত জমিতে আমরা বেশী ফসল ফলাতে পারি। তারফলে বনও সংরক্ষিত হবে এবং অধিক ফসল ফলাও আন্দোলনকেও জয়যুক্ত করতে পারব। কেবল মাত্র একটা জাতি হালের উপর নির্ভর করে বাঁচতে পারে না। কেবলমাত্র জমির উপর নির্ভর করে একটি জাতির বাঁচা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যদি না সেই জমিতে আমরা Extensive না করে intensive Agriculture এর দিকে দৃষ্টি না দেই এবং সেই দিকে দৃষ্টি দিতে গেলে ভূমিক্ষয় নিবারণের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এটা ত্রিপুরাতে বিরাট ভাবে শুরু হয়েছে এবং Duration of the Forest বন সংহার, বন ধ্বংস যেভাবে হয়েছে যদি সেই জায়গাতে Plantation না করা চলে যে Plantation করলে পরে ভূমিক্ষয় নিবারণ করবে ঐ জাতীয় বৃক্ষাদি রোপন করে ভূমিক্ষয়কে ও নিবারণ করতে হবে। কৃষি ব্যবস্থাকে intensive করতে গেলে এবং তার ফলে বৃষ্টির যে তারতম্য সেটাকেও আমাদের একটি জায়গাতে বনায়নের মধ্য দিয়ে রাখতে হবে। কতগুলা গাছ আছে সেই গাছ মেঘকে আকর্ষণ করে। ত্রিপুরা রাজ্যে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। তারফলে যেখানে ৫০০।৬০০ Tea garden আছে সেই Gerdenএর অবস্থা ও আজ ম্রিয়মান হয়ে আসছে তাই সেই দিক দিয়ে সেই জায়গা ও নির্ভর করছে। ভূমিক্ষয়-নিবারণ করা, বৃষ্টিকে আকর্ষণ করা এবং এমন জাতীয় বৃক্ষের plantation করা যে বৃক্ষের বৃদ্ধির ফলে, বা তা রোপনের ফলে চা বৃক্ষ পুষ্ট হবে এবং তারফলে সঞ্চিত রস আহরণ করে তারা বাঁচতে পারবে। আজকে সেইদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। কারণ এর মধ্যে হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করে তাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করছে। কারণ যারা এই চা বাগান

করেছিলেন তখন ত্রিপুরায় ১১০" থেকে ১২৫" বৃষ্টিপাত ছিল তারা তখন এই বনের উপর নির্ভর করেই অধিকাংশ বাগান শুরু করেছিলেন। কিন্তু সেখানে চায়ের plantation জন্য যে বৃক্ষের দরকার তা তারা রোপন করেন নি। যার ফলে তারাও আজ এক বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। তাই সব দিক দিয়ে চিন্তা করে এখানে মাননীয় সদস্যেরা তাদের মতামত রেখেছেন। তাই আমার বিশ্বাস যে আমরা আবার আলোচনা করে Reserve Forest এর Orientation এবং খাস Land এর যে পরিকল্পনা নিয়ে যারা বৃক্ষাদি রোপন করছি সেইগুলো রেখে এবং তার সাথে আমরা তাদিগকে যারা আমাদের তালিকায় আছে, সেই সমস্ত লোককে আগে জায়গা জমিতে বসবাস করবার সুযোগ আমাদের করে দিতে হবে। আমি জানি যে ১৩০০০ হাজার জুমিয়া ভাই এই বনের উপর যাদের সম্পূর্ণ বনভিত্তিক জীবন নিয়ে বেঁচে আছেন, কারণ আজকে যে অবস্থা এসেছে জুম করতে করতে আর reserve forest ছাড়া আর কোন জায়গায় জুম করার জায়গা নেই। যে জায়গায় plantation হয়ে গেছে সেই সমস্ত জায়গায় তাই আরেকটা পরিকল্পনা এখানে রাখা হয়েছে। জুমিয়া Rehabilitation সেই সমস্ত বনেতে দেওয়া হয়েছে এবং তারা বনায়নের কার্য্যের জন্য Per acre এ ৪৫ টাকা করে পায়। বিনা পয়সায় তাদেরকে কাজে লাগান হয়না এবং সেখানে যে রাস্তাঘাট তৈরী করা হয় সেদিকেও তাদের সময়ের মূল্য দেওয়া হচ্ছে এবং সেই ভাবে সেটা নির্দ্ধারিত করা হয়েছে দৈনন্দিন তারা কত করে পাবে। তারপর সেই সমস্ত জমিতে, যে সমস্ত জমি ধানের উপযোগী আছে তাদিগকে কৃষি করার সুযোগ দেওয়া হয়। এবং তারপর তাদের সেখানে জুম করারও সুযোগ দেওয়া হয়। বাঁশ, বেত, ছন প্রভৃতি নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করবার সুযোগ তাদিগকে দেওয়া হয়। তাদের গরু বাছুরের চরার জন্য নির্দ্দিষ্ট ভাবে নির্দ্ধারিত করে দেওয়া হয়। এইভাবে আরেকটা plan-scheme এর উপর নির্ভর করে ওখানে আরেক শ্রেণীর মানুষের জীবন যাত্রা গড়ে উঠেছে। তাদের সেই সমস্ত জায়গায় শিক্ষা পানীয় জলের ব্যবস্থা ঔষধাদির ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। তারফলে আরেকটাও চিন্তা করা হচ্ছে যারা এই plantation এর কার্য্য করছেন সেই reserve forest এর থেকে তাদিগকে নিয়ে Co-operative গঠন করা এবং সেই reserve forest এ বাঁশ, বেত, ছন প্রভৃতি যারা ডেকে নিয়ে ব্যবসা করছেন তার মধ্যে সেই ব্যবসা করে প্রভূত অর্থ তারা পাচ্ছেন এবং অবস্থাকে সুন্দর করে গড়ে তুলছেন।

সেই জায়গাতে আমরা ঐ যে plantation করে Co-operative করে তাদের হাতে দিয়ে সেই সমস্ত ব্যবসা করান Co-operative এর মধ্যে দিয়ে তারও ব্যবস্থা আমরা চিন্তা করছি তার কাজ শুরু হয়েছে। এমন কি আমরা চেষ্টা করছি যে ত্রিপুরায় কাঠের যে চাহিদা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ Rft, cft. আমরা চালান দিচ্ছি। যদি সেই টাঙ্গিয়া ভাইরা যারা আছে reserve forest এর উপর নির্ভর করে তাদিগকে Sawing থেকে আরম্ভ করে এই সমস্ত কার্য্য শিক্ষা দিতে পারি তাহলে তারা সেই কার্য্যে শিক্ষিত হয়ে Co-operative এর মধ্য দিয়ে গাছ কাটা, লাকড়ি চিরা এবং বাজারে নিয়ে যাওয়া এই কাজগুলিও আমরা করতে

পারি। তাই যে কমিটি হয়েছে বনায়ণের জন্য সেই দিক দিয়ে সেই কমিটিকে আমি অনুরোধ করব এই ব্যাপারটিও তারা যাতে মন দিয়ে দেখেন এবং ঐ যে জীবন যাত্রা গড়ে উঠেছে তার মধ্য দিয়ে তারা লক্ষ লক্ষ টাকা পাচ্ছেন, ঐ টাকা পেয়ে তারা তাদের জীবনযাত্রা গড়ে তুলছেন। সেই জায়গাতে তাদের আয়কে বর্দ্ধিত করে দেওয়া, এই বিশ্বাসটি জন্মিয়ে দেওয়া যে এই বন তোমার, তুমিই সৃষ্টি করেছ, তাকে বাজারে নিতে পারবে তোমার অবস্থার জন্য কো-অপারেটীভের মধ্য দিয়ে। সেইভাবে আজ আইন ইত্যাদি প্রনয়ণের কার্য্য হয়েছে এবং কো-অপারেটিভ হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে ফুয়েলের যে সাপ্লাই তাতে লক্ষ লক্ষ টাকার ফুয়েল আজকে আগরতলা এবং বিভিন্ন বাজারে ট্রাকে করে, রিক্সায় করে বাজারে আমদানি হচ্ছে। সেই ব্যবসায়টি তারা তাদের কো-অপারেটিভএর মাধ্যমে গড়ে তুলতে পারে। তাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ যদি তারা শক্ত করে গড়ে তুলতে পারে। এবং সেই কার্য্যে যদি আমরা সহায়তা করি তাহলে তাদের মধ্যে আসবে সাইকোলোজিকেল এক বিরাট পরিবর্ত্তন। যখন তারা বুঝবে যে এই ফরেষ্ট এর মাধ্যমে আমি গড়ে তুলেছি আমার বনভিত্তিক জীবনকে সুন্দরভাবে, তখনই তার দরদ পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হবে। এবং প্রতিটি গাছের জন্য তার সৌহার্দ্দ্য এবং কমনীয় ভাব গড়ে উঠবে। তারা যে পদ্ধতিতে জুম করেছে সেখানে তাদের দৃষ্টী ছিল যে কোথায় বাঁশ আছে। সেই বাঁশ তার খাদ্য যোগায়, তরকারী যোগায়, সেই বাঁশ গৃহ নির্ম্মাণ করে, সেই বাঁশ হল তার রান্নার ও পানীয় জলের যন্ত্রপাতি, সেই বাঁশ হল তার ঘরে টাকা পয়সা রাখারও একটি যন্ত্র। সেই বাঁশকে বনের মধ্যে আশ্রয় করে যে পশু বর্দ্ধিত হয়েছিল, সেই পশুই তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল। একটি জুমের মধ্য দিয়ে হাজার হাজার পশুপক্ষী যার উপর ভিত্তি করে তাদের জীবনযাত্রা গড়ে উঠেছিল। জুম করে তাকে ধ্বংস করতে তখন তারা একটুও কার্পণ্য বোধ করেনি। তার কারণ, সে তখন চিন্তাই করতে পারেনি যে মানুষ হাল, লাঙ্গল দিয়ে একটা সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু আজকে তাদের মধ্যে এই চিন্তাধারা এসেছে যে, আমরা আজকে যদি, জমিতে পুনর্ব্বাসিত না হতে পারি তাহলে আমরা আর জুম করতে পারব না কারণ জুমের জায়গা নেই। সেই চিন্তাধারাই; আমি বিশ্বাস করি, তাদিগকে মাটির সাথে সংযুক্ত করতে পারবে। যে জাতির মাটির প্রতি দরদ থাকে না সেই সমাজের দেশপ্রেম ঠিক ঠিকভাবে বর্দ্ধিত হতে পারে না। কারণ বন তাকে হাতছানি দেয় যেখানে সে বন দেখবে, তার সীমানা সে রাখে না কি পাকিস্তান, কি ভারতবর্ষ। সেই বন তাকে আহ্বান জানায়। সেই বনের পিছু পিছু চলে। পৃথিবীতে কোন জাতি যাযাবর জীবন যাপন করে তাদের জীবনকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে পারেনি। পৃথিবীতে আমরা প্রত্যেকেই প্রথমে যাযাবর হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। কিন্তু যারা যাযাবর জীবনকে পরিহার করে মাটির সাথে সংযুক্ত হয়েছে, তারাই সভ্যতাকে গড়ে তুলেছে। সেই সভ্যতাও গড়ে উঠেছে বড় বড় নদীর উপত্যকায়। সেই নদীকে তাই আর ভয় পায়নি মানুষ সমুদ্রকে ভয় পায়নি। কিন্তু যারা ভীত সন্ত্রস্থ হয়েছে, নদীকে দেখে তারাই নদী পরিত্যাগ করে বন থেকে বনান্তরে চলে গিয়েছে। তাই আজকে এই শতাব্দীতে যখন মানুষ গ্রহ থেকে

গ্রহান্তরে যাওয়ার চেষ্টা করছে, সফলকাম হচ্ছে, এই যুগে আমাদেরই ভাইয়েরা, আমরা এমন এক অবস্থায় আছি যে আমাকে চিন্তা করতে হবে যে, যাযাবর জীবনকেই কি আমরা গ্রহণ করবো না মাটির সাথে সংযুক্ত হয়ে নিজেদের জীবনকে সুষ্ঠু ও সুন্দর করে গড়ে তুলবে। আমি জানি যে প্রতিটি মানুষই তার জীবনকে সুষ্ঠু ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে চায়। প্রতিটি animalই তাদের জীবন রক্ষা করতে চায়। অতএব মানুষ আমরা, আমরা আমাদের জীবনকে রক্ষা করার জন্য যতই প্রতিকূল অবস্থা আসুক না কেন সেই প্রতিকূল অবস্থা থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য যুগে যুগে মানুষ প্রচেষ্টা করেছে আজও মানুষ তা করবে সে বিশ্বাস আমার আছে। তাই আমি মনে করি যে এই সমস্ত কথা চিন্তা করে আমরা যাতে সেই কমিটীতে এই বিষয়গুলি আলাপ করি। তারা যে সমস্ত সাজেশন রেখেছেন কমিটী সেই সব সাজেশন নিয়ে আলাপ আলোচনা করে যাতে একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা আমরা গড়ে তুলতে পারি তার জন্য আবেদন করে এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :— The discussion is over. Now I put the demand to vote.

Demand for grant No. 33 Major head-70.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 42,26,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote of Account) Bill 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1969 in respect of Demand No 33 Forest.

(The demand was put to vote and passed).

Announcement by the Speaker regarding arrest of member.

Mr. Dy. Speaker :— Hon'ble Members, here is an announcement regarding arrest of member of the Legislative Assembly, Shri Aghore Deb Barma.

Dear Sir Speaker,

I have the honour to inform you that I have found it my duty in exercise of my powers under Section 167 of the code of Criminal Procedure to direct that Shri Aghore Deb Barma, M. L. A, arrested by Kotwali P. S. on 27/3/68 in connection with the Kotwali P. S. Case No. 58(3), 68 under Sec. 147/353/224 I. P. C. for unlawful assembly and inciting agitation against Public servant, be detained in Central Jail upto 10/4/68. All the sections are bailable and as such he was offered bail. But he did not furnish bail bond

Yours faithfully,
Wali Ullah Mollah,
Magistrate, Ist class,
Agartala.

Mr. Dy. Speaker :—Now I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 34 Miscellaneous & Demand No. 35. Other Miscellaneous Compensations & Assignments.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— Hon'ble Speaker Sir, On the recommendation of the Administration I beg to move that a sum not exceeding Rs. 51,30,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 34 Miscellaneous.

Hon'ble Speaker Sir, on the Recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 5,00,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 35—other Miscellaneous, Compensations and Assignments.

Mr. Speaker :— Now I call on Hon'ble Member Shri Upendra Kr, Roy.

শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায় :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ৫১,৩০,০০০/- টাকা ডিমাণ্ড নং—৩৪ এ ব্যয় বরাদ্দের দাবী চেয়েছেন। আমি এটা সমর্থন করি। সমর্থন করতে গিয়ে, দু'একটি কথা আমি রাখছি।

সেদিন সাধারণ আলোচনায় বলতে আমি আমার বক্তব্য কিছুই বলতে পারিনি। প্রথম যে কথাটি আমি বলতে গিয়েছিলাম তার অর্দ্ধেক আমায় শেষ করতে হয়েছিল, যেহেতু আমার সময় ছিল না। সেখানে আমি এটুকুই বলতে চেষ্টা করছি যে, এই যে বাজেট উপস্থিত হয়েছে এখানে, মাননীয় অর্থমন্ত্রী সেটা উপস্থিত করেছেন এটি এমনিভাবেই বিধান সভায় পাশ হয়ে যাবে। টাকার বরাদ্দ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করছে। অবশ্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী সেদিন বলেছেন যে, যখন প্রয়োজন হয়, বিশেষ অবস্থায় আমরা কিছু এদিক ওদিক নড়চড় করতে পারি। কিছু অতিরিক্ত টাকাও পরে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমরা আনতে পারি পরে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে সেটা ধরা হবে। মোটামুটি ব্যয় বরাদ্দ এই বাজেটেই হউক আর সাপ্লিমেন্টারী বাজেটেই হউক, ওটাতে আমাদের বিশেষ হাত নেই। আমাদের যা প্রয়োজন তা আমরা Central Govt. এর কাছে বলি, ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে, সেখানে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যতটুকু তাদের পক্ষে সম্ভব ততটুকুই মঞ্জুর করেন। সেটাকা নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। টাকার ব্যয় বরাদ্দ কত হবে, তার উপরে ত্রিপুরা সরকার বা এই বিধান সভার খুব বেশী বক্তব্য নেই। তবে একটা জিনিষ এই যে,

এই টাকার মধ্যে যে সমস্ত প্রকল্প বা যে সমস্ত বিষয়ে টাকার ব্যয় বরাদ্দ Central Govt. স্বীকার করেছেন, বাজেটের সেই প্রকল্পগুলি রূপায়ণের দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে, দৃষ্টি নয়, আমার মনে হয় আমাদের মুখ্য কাজ হল তাই। যাতে আমাদের এই ব্যয় বরাদ্দের প্রতিটি পয়সা কাজে লাগতে পারে সেটাই আমাদের মুখ্য কর্ত্তব্য। এটা আমরা করতে পারি। সেদিক দিয়ে এখানে মিসেলেনিয়াস হেডএ অনেকগুলি বিষয় আছে, আমি দুএকটি যা চোখে পড়েছে তার উল্লেখ করবো। এসম্বন্ধে দুএকটি মন্তব্য রাখবো।

প্রথমেই আমি পঞ্চায়েতের কথা বলছি। পঞ্চায়েতের ভিতরে, Demand No, 34—P-K officers headএ ২০,০০০ টাকা আছে। Establishment এ আছে ৪,৭০,০০০ টাকা। Allowances & honoraria এ আছে—৩,৫০,০০০ টাকা তারপর মিসেলিনিয়াস যেমন purchase of furniture. equipment, maintenance of Govt. Jeep, Cost of Petrol etc, এগুলোতে ৪২,০০০, survey election এ হলো ১৫০০০ টাকা আর Grant in aid হল ১০,০০০ টাকা। মোট ১০,৩৪,০৪০ টাকা। এর ভিতরে establishment খরচই প্রায় সমস্ত টাকা। শুধু জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য যেটা আছে সেটা হল 6 B.—Grant-in-aid, Panchayat, Horticulture, মানে কতগুলি selected গাঁও সভাতে দেওয়া হবে ১০,০০০ টাকা মাত্র। তাছাড়া আছে training of panchayat personnels, seeds এর খরচ আছে। সেটাতে আবার সরকারী ও বে-সরকারী খাতে আছে। সেটাতে আছে ৫৯,০০০ টাকা। কাজেই ১০,৯৩,০০০, টাকা আমাদের যাচ্ছে। পঞ্চায়েতের জন্য একটি Directorateও সৃষ্টি হয়েছে। একজন Dy. Directorও আছেন আমি জানি। Pay and allowance এর কোন উল্লেখ নেই। তাছাড়া আরেকটা function আছে। সেখানে কত ধরা আছে আমি বলতে পারলাম না। যাই হউক, এটা বাদেই এই টাকা ধরা হয়েছে। যদি Dy. Director এর pay & allowances ধরা হয় তবে অঙ্কটা আর একটু বেশী হবে। আমার মূল বক্তব্য হল ১০,০০০ টাকা মাত্র Horticulture ও Pisciculture এ। বাজেট খুলে দেখলাম যে Demand No. 46 এর মধ্যে Loan & Advance এর ভিতরে ৭৫,০০০ টাকা Loans দেওয়া আছে। কাজেই ৭৫,০০০ টাকা এবং ১০,০০০ টাকা মিলে হল ৮৫,০০০ টাকা। এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট ভাষনে দেখতে পাই ৪৪৮টি গাঁও পঞ্চায়েত এবং ১৫০টি ন্যায় পঞ্চায়েত এর election হয়েছে একবার। আবার তিনটি ব্লকের পঞ্চায়েত election হয়েছে দ্বিতীয়বার। আরও ৬৮টি গাঁও পঞ্চায়েত ১৬টি ন্যায় পঞ্চায়েতের election next year এ হবে।

আর training programme ৩২৭ জন officials, ১৫৬জন বেসরকারী লোক training দিয়েছেন। আগামী বৎসর আরও training হবে। আমার কথা হ'ল achievementটা কি? Election হয়েছে একবারের জায়গায় দুইবার। Bye election হয়েছে কখনও কখনও। আরও election হবে। কিন্তু what is the achievement? The machinery is elaborately set, Development work যেটা ছিল অর্থাৎ গ্রাম

পঞ্চায়েতের মূল ধারণা জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীজির ছিল। সেইটাই হয়ত মূলত লক্ষ্য ছিল যে একটা burning question যার সঙ্গে জড়িত তার একটা directorate নাই সেটা হয় না। কাজেই directorate করা হল। এখানে পঞ্চায়েতের মধ্যে মোটেই কাজ নেই অথচ একটা directorate পর্য্যন্ত রয়েছে। এখন তার অর্থ হল এই বোধ হয় বাজেটে টাকা ধরা হয়নি। সুতরাং আমার মনে হয় যে development scheme আমাদের যা আছে তার কিছু কিছু যদি পঞ্চায়েতের হাতে দেওয়া হয় তাহলে হয়ত বা কিছু কিছু কাজ হবে। যেখানে বাজেটে ১০ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা standing establishment খরচ যাচ্ছে সেখানে development work এর জন্য কত টাকা দেওয়া হয়েছে আমাদের দেখা উচিত। সেদিকে আমাদের সরকার, আশা করি লক্ষ্য করবেন।

আর একটা দেখছি এর মধ্যে Re-settlement of Landless Agricultural labourers other than schedule caste, Tribes and Refugees. এখানে ৬ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। এই যে landless agricultural labourers তাদের মধ্যে কি পর্য্যন্ত settlement হয়েছে তা আমি সবটা জানিনা। তবে আমি বলতে পারি সেখানে বিস্তর Landless Agriculturist আছে এবং এইসব Landless কে যদি ঠিক ঠিক মত ফেলো Land দেওয়া যেত তাহলে খাদ্যোৎপাদনও বাড়ত এবং Land গুলোও utilised হতো। আমি নিজে কয়েকবার সেখানে গিয়েছি এবং দেখেছি যে ঐ ফেলো ল্যাণ্ডগুলি অত্যন্ত উর্বরা। তাতে ওরাও খেয়ে বাঁচতো। এগুলো হচ্ছে জিরাতিয়া ল্যাণ্ড। বহু আগে চাষাবাদ হয়েছিল। এখন এমনি পড়ে আছে। জিরাতিয়া চলে যাওয়াতে জমিগুলো খাস করা হয়েছে সংশিতের মাধ্যমে। যোগাযোগ করে ওখানে settlement দেওয়ার কোন প্রয়াস হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। আমি এটা অনেকবার কর্তৃপক্ষের গোচরে আনবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার Landless Labourersকে যায়গা দেওয়া হয়নি। আর একটা দেখলাম যে, Settlement of ex-servicemen in the Border areas of Tripura. এখানে বাজেট বরাদ্দ আছে ২ লাখ ১১ হাজার টাকা। Scheme দেওয়া আছে। করঙ্গীছড়াতে Ex-servicemenদের settlement দেওয়ার scheme আছে। ঐসব ex-serviceman কিন্তু ত্রিপুরার নয়। তারা আসছেন কেরালা থেকে। কেরালা থেকে এনে তাদের settlement দেওয়া হয়েছে করঙ্গীছড়ায়। এবারও ধরা আছে ২ লাখ ১১ হাজার টাকা। প্রথমে একটা কথা জানতে ইচ্ছে হয় যে ত্রিপুরাতেই তো বহু দরিদ্র ex-servicemen আছে, তারা কষ্টে আছে। এদের settlement করার জন্য কোন বিবেচনা করা হয়েছে কিনা ? কেরালাও আমাদের দেশেরই অংশ। কেরালা থেকে ex-servicemen এখানে আনা খুব যে অন্যায় তা আমি বলছি না। কিন্তু এখানে যখন জীবিকা নির্ব্বাহের সমস্যা এবং বেকারীর আগ্রাসী ক্ষুধা দেখছি আমরা, যেখানে unemployment problem ত্রিপুরাকে গ্রাস করছে, সেখানে ত্রিপুরার ex-servicemenদের settlementএর কথা চিন্তা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। এখানে আর একটি কথা বলব আমি, বিশোনীয়ায় সিদ্ধিনগরে ২০০ ex-servicemen এর জন্য

একটা জায়গা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। Huge plots of land—প্রায় ৩০০০ একরের মত জায়গা রাখা হয়েছে। এই যে যায়গাটা এটাতে ex-servicemenও যাচ্ছে না বা অন্য কোন রকমে utiliseও হচ্ছে না। এমনিই পড়ে আছে। পাশেই কয়েকজন সাঁওতাল বসান হয়েছিল, তারাও তীর ধনুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছিল। যেখানে ex-servicemenদের দিলে পরে Border troublesটা তারা ঠেকাতে পারতো এবং অনেকটা বন্ধ হতো এবং অন্যান্য অধিবাসীরাও নিরাপদ অনুভব করতো। Ideaটা খুব সুন্দর। কিন্তু সেখানে ৩০০০ একর at a stress পড়ে আছে আজ বছরের পর বছর। আর সাঁওতালদের প্রায় ১০০ পরিবারের মতো সেখানে আছে। তারই পাশে একটি খালি জায়গায় আরও কয়েকটি সাঁওতাল পরিবার settlement চেয়েছিল, আমি নিজেও সাঁওতাল সর্দারকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করেছিলাম কিন্তু সেখানে তাদের settlement দেওয়া হয়নি কারণ ওটা বোধ হয় Centrally Sponsored Scheme. সেখানে Central Govt. এর অনুমতি লাগে কিনা আমি জানি না। যে ভাবেই হউক, ex-servicemen হলে আমার আপত্তি নেই। এছাড়া সেখানে যে অসংখ্য Landless labourers আছে, Scheduled Caste, Schedule Tribes, Backward Communities তাদেরও যদি দেওয়া হতো তাহলে সেখানে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে deficit আর হতো না বরং surplus হতো। নিজেদের খাদ্যের প্রয়োজনটা মিটিয়ে তারা বাইরে সাপ্লাই দিতে পারতো। এদিকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো।

তারপর আর একটি demand আছে—Contribution to Postal Department for deficit running of Post Offices. এখানে ৮১ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। নতুন পোষ্ট অফিস খুললে পরে সেটাতে প্রথম প্রথম যা আয় হয় তাতে খরচটা কুলোয় না কাজেই Govt.কে কিছু contribution দিতে হয়। এটা কয়েক বছর চলবে, পরে আর দিতে হবে না। এটা একটা নিয়মানুযায়ী চলছে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলব যে, বিলোনীয়ায় সিদ্ধিনগর ও একিমপুরে দুইটি বড় পুরানো পোষ্ট অফিস আছে। সেগুলো মহারাজার আমল থেকেই ছিল। ওখানে স্থায়ী বাসিন্দা খুব কম। প্রায়ই জোরাতিয়া, যথেষ্ট জায়গা আছে। পার্টিশানএর পরে ঐ পোষ্ট অফিসগুলো ঠিক ভাবেই চলছিল। কিন্তু একদিন একটি রাণার যখন একিমপুর থেকে সিদ্ধিনগর যাচ্ছিল তখন পথে তাকে দুর্ভাগ্যক্রমে হত্যা করা হলো টাকা পয়সার লোভে বোধ হয়। সেখানকার অধিবাসীরা বেশীর ভাগই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছিল। হিন্দু খুব কম ছিল। রাণারকে হত্যা করার পরে পোষ্ট অফিস দুটা সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ করে দেওয়া হয়, তখন মাইনরিটি কমিউনিটির প্রায় সবাই পাকিস্তান চলে যায়। এখন সেখানে exchange করে কিছু হিন্দু বসতি স্থাপন করছে, একটি সংখ্যালঘুর জমিতে প্রায় ১০টি হিন্দু পরিবার এসেছে এবং সেখানে লোক সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। আমার মনে আছে যে 1952-57 এর ইলেকশনের সময়ে সেখানে ভোটারের সংখ্যা ছিল মাত্র ২০০, আর এবারে ১৩০০ এরও বেশী। এদের মধ্যে লেখাপড়া জানা লোক এবং চাকুরে লোক অনেক আছে যারা ওয়েষ্ট বেঙ্গলেও চাকুরী করে।

বিদেশে যারা কাজকর্ম করেন তাদের চিঠিপত্র বা টাকা পয়সা প্রায়ই পাঠাতে হয়। আমি নিজেও তাই ওখানে পোষ্ট অফিস খোলার জন্যে পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্টের সাথে চিঠিপত্র যোগাযোগ করি এবং পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্ট আমাকে জানালো যে, ওখানকার পোষ্ট অফিস-গুলো একেবারে বন্ধ করে দেননি, suspend করে রেখেছেন। তারা ঐ পোষ্ট অফিসগুলো খুলতে পারেন কিন্তু ডাক নিয়ে যে রাণার যাবে তার সিকিউরিটির ব্যবস্থা না করলে তাদের ডিপার্টমেণ্টের একটা লোক মারা গেছে, আরও মারা যেতে পারে। কাজেই lifeএর risk নিয়ে তারা খুলবেন না। তখন তারা ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের কাছে লিখেন। অনেক লেখা-লেখির পর সর্বশেষ অবস্থা হল এই যে security দেওয়া গেল না। কারণ ৮ জন বা ৯ জন না হলে securityর ব্যবস্থা করা যায় না ইত্যাদি ইত্যাদি। সি, এম ও একবার বলেছিলেন একবার যে ৮।১০ জন নিয়ে এসকট না করে একটা ব্যবস্থা করা হউক। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোনটাই মেটেরিয়েলাইজড হয়নি। বর্ত্তমানে সেখানকার অধিবাসীরা সবাই refugee কাজেই এখন ঐরকম অত্যাচার হতে পারে না এসব কথা সবাই বললাম তাদের। তারপর ওদের আমিও বললাম। বলার পরে ওখানকার লোকেরা বলল যে, আমরা ভলান্টারিলি করব। যদি আমাদের জীবন যায়ও সেজন্য কেউ দায়ী নয় একথা আমরা লিখে দিব। জানি আমাদের কিছু হবেনা। সেখান থেকে ১০।১২ মাইল দূর হলো আনন্দনগর পোষ্ট অফিস। তাতে আমাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে। যে সেকশন অব পিউপিল এসেছে সেখানে তাদের বাইরের সাথে চিঠিপত্র টাকা পয়সার যোগাযোগ রক্ষায় খুবই অসুবিধা। কিছুদিন আগেও আমি সেখানে গিয়েছিলাম কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কিছুই হয়নি। এদিকেও আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারা নিজেরা local runner দিবে এবং লিখে দিতে রাজি আছে যে তার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী হবে না। কাজেই আমি অনুরোধ করবো যেন তাদের জন্য পোষ্ট অফিস গুলো খোলার ব্যবস্থা করা হয়। এই বলে বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :—Now I call on Hon'ble Member Shri Benoy Bhusan Banerjee.

শ্রীবিনয় ভূষণ বানার্জী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, Demand No. 34 এবং 35এর ব্যয় বরাদ্দ সম্বন্ধে যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে তার প্রতি আমার সমর্থন জানিয়ে দু'একটা কথা বলছি।

মাননীয় সদস্য উপেন্দ্র বাবু বাজেটের অর্থব্যয় ও রচনা সম্বন্ধে যা বলেছেন তা অতি সত্য কথা দ্বিতীয়বার তা বলার প্রয়োজন নেই। তবে এই বাজেট রচনার যে মহান উদ্দেশ্য তা হলো ত্রিপুরার অনগ্রসর অর্থনীতিকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়া এবং ত্রিপুরাকে গড়ে তোলা। সেদিক দিয়ে আমাদের দৃষ্টি যে বিশেষভাবে দেওয়া দরকার সেটা আমি উপলব্ধি করি। এই উপলব্ধি থেকে দুটো কথা আমি বলব। প্রথম আমি বলব Settlement of landless

Agricultural workers এর সম্বন্ধে। ধর্ম্মনগরেআমি দেখছি যে, মহারাজার আমল থেকে যারা সত্যিকারের পিছনে পড়ে আছে যারা সর্বহারা, তারা জন্ম জন্মান্তর ধরে সমাজের যারা প্রভাবশালী এবং অবস্থাসম্পন্ন তাদের মজুরী করেছে। সেই সমাজের একটী মানুষও আজকে এই সভ্যতার আলোক দেখেনি, পাশ করেনি মেট্রিক, সরকার থেকে কতটুকু সাহায্য পেয়েছে জানিনা। সেই ভাগ্যহীন এই যে শ্রেণী সেটা হল শব্দকার সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়কে অনেকে বলে "ঢুলী" আমাদের দেশে প্রচলিত আছে "ডোগলা"। এই সম্প্রদায় ধর্ম্মনগরে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে নানা জায়গায়। Scheduled caste এর কোন সুযোগ তারা পাচ্ছে না।

কোন সুযোগ তারা পায় না, Backward যারা তাদের কোন সুযোগ নেই, এই যে বঞ্চিত সম্প্রদায়, আমি তাদের অবস্থা দেখে মর্ম্মাহত হয়েছি। কেন সেটা আমাদের দৃষ্টিতে পরেনি তা ভগবান জানেন। আমি তাঁ বলতে পারব না। তাদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র পথ হল কৃষিকার্য্য। আমি তাদের জন্য landless colony করার জন্য বলে আসছি। এই জন্য ১৯৬৭-৬৮ সনের বাজেটে ধরা ছিল ১,৯৩,০০০ হাজার তারপর ৩,৮৪,০০০, তারপর ৬,২০,০০০ হাজার এবার হচ্ছে ১২,৩০,০০০ হাজার। আমি জানি না, Landless colonyর জন্য ধর্মনগরে Settlement Deptt. থেকে জায়গা দেওয়া হয়েছে কিনা। যাদের উদ্দেশ্যে এই বাজেটে টাকা sanction করা হয়েছে, তাদের এই অবস্থা দূর করার জন্য সেই নেতৃবৃন্দ যারা দেশকে গড়তে চায় তাঁরা কি তাদের বেদনা উপলব্ধি করবে? যারা বাজেট রচনা করেছেন, দেশকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলবার জন্য, ভারতের অনগ্রসর জাতি যারা তাদের অগ্রগতি যাদের কাম্য—সেই কাজ কেন আজ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে সেটা আমার প্রশ্ন। যে উপলব্ধি নিয়ে মাননীয় সদস্য শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায় বলেছিলেন বাজেট রচনার মধ্যে ত্রিপুরার বিধান সভার অধিকার না থাকলেও যে টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুগ্রহে আমরা পাই, সে টাকাটার যেন Properly utilisation হয়। আমি বলছি—এই যে ভাগ্যহীন গরীব সম্প্রদায় তাদের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি। আমি এ সম্বন্ধে আর কিছু বলব না। এখনও মার্চ্চ মাস যায়নি। আমি জানি সমস্ত কিছু enquiry এর হয়েছে, একবার না কয়েকবারই officer যায়, তবু তার কাজ সমাধান হয় না। তাই আমার দুঃখ লাগে দেশ গড়ার সাধনা নিয়ে যারা দেশকে ভালবাসে, দেশের অগ্রগতি যারা চায় সেটা রুদ্ধ হয়ে গেল কেন? তাদের চিন্তা, তাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টায়, বা তাদের অক্ষমতায় তা হচ্ছে তা আমি উপলব্ধি করতে পারছি না।

মাননীয় সদস্য শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায় মহাশয় পঞ্চায়েত সম্বন্ধে কিছু বলেছেন। পঞ্চায়েতে ক্ষমতা দেওয়া দরকার যাতে তারা কিছু কাজ করতে পারে। তাতে সমাজের লোকের উপকারই হবে। এই সম্বন্ধে আমি আর কিছু বলব না।

আমি আরেকটা জিনিষ বলব। Publicity & Propaganda. যে সময়ে দেশ আক্রান্ত হয়, সৈন্যদের মনোবল, জাতীয় মনোবল অক্ষুন্ন রাখার জন্য Publicity ও Propagandaএর

একান্ত প্রয়োজন। কাজেই প্রচার যন্ত্রকে আমরা শক্তিশালী করব। ভারতের চিন্তাধারা এবং ভারতবর্ষের অগ্রগতি, দেশ প্রেম, জাতির, সমাজের অগ্রগতি ইত্যাদি প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে যারা অশিক্ষিত, আমাদের খাদ্য উৎপাদন ইত্যাদি কাজে যারা সব সময় ব্যস্ত তাদের কাছে প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে পৌঁছে দিতে হবে। যারা পত্রিকা পড়ে না, দেশের খবর রাখে না তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে আমরা কি চাই এবং তাদের জন্য আমরা কি করছি। যারা আমাদের দেশে বসে বিদেশীদের সাহায্য করছে, সমাজে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে তাদের কর্ম্মবোধের একমাত্র পথই হল প্রচার যন্ত্র যার দ্বারা আমরা জনসাধারণের কাছে দেশের প্রকৃত খবর পৌঁছে দিতে পারব। আমি দেখেছি লাটীটিলায় পাকিস্তানীরা যখন আক্রমণ করেছিল, সীমান্তবাসী তখন দুশ্চিন্তায় দিন কাটাত। তখন সীমান্তের আদিবাসীদের মধ্যে মিথ্যা প্রচার করে তাদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলা হয়েছিল। তাই আমি বলছি প্রচার বিভাগ যেন আরো শক্তিশালী করা হয়। গ্রামের মানুষের কাছে যেন দেশের খবর পৌঁছে প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে। তার সাথে সাথে আমি আরেকটা আবেদন রাখব যে ত্রিপুরার Radio Stationটাকে আরো শক্তিশালী করার জন্য। কারণ ত্রিপুরার মানুষের অনেকের ঘরেই আজ radio আছে। ত্রিপুরার Radio station থেকে ত্রিপুরী ও বাংলা ভাষায় ত্রিপুরার পরিস্থিতির কথা, সরকারের কথা যে সরকার জনসাধারণের অগ্রগতির কথা সব সময় চিন্তা করছেন সেই সব কথা পৌঁছে দিতে হবে। এই ব্যাপারে আমি স্পীকারের মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আরেকটি কথা আমি এখানে বলব সেটা হল Town Country Planning সম্বন্ধে। আমি জানি, আমি দেখেছি ধর্ম্মনগর এবং উদয়পুর এই দুইটি শহরে municipalityর দরকার হয়ে পড়েছে। আমি দেখেছি ধর্ম্মনগরের জনজীবন যেভাবে বাড়ছে এবং ধীরে ধীরে যে সমস্ত বাসগৃহ তৈরী হচ্ছে তাতে যদি municipality করা যায় তাহলে ভবিষ্যতে বহু অবাঞ্ছিত অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। তার যে, সৌন্দর্য্য, তার যে শৃঙ্খলাবোধ তা রক্ষা করা সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার সময় কম। তাই এখানেই এই demandএর সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Deputy Speaker :— Now I would call on Shri Raj Kumar Kamaljit Singh.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসের সামনে মাননীয় অর্থমন্ত্রী Demand No. 34 & 35 এর জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন তার সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। প্রথমে demand No. 34এর explanatory Note এ যা বলা হচ্ছে "This demand covers all transactions of the civil Departments which are not possible to be brought to account under any separate demand." এই ব্যাপারে আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের প্রচার বিভাগ

ও গ্রাম পঞ্চায়েৎ ও demand No. 34—Miscellaneous এ include করা হয়েছে। জানি না কেন তা miscellaneous এ ধরা হয়েছে। সরকারের machineryই হচ্ছে একমাত্র Publicity ও Propaganda, বর্ত্তমান গণতন্ত্রের যুগে, গণতান্ত্রিক সরকারের প্রচারের যে যন্ত্র তার যে কতটুকু importance সেটা সম্বন্ধে আমি বেশী কিছু বলতে চাই না। সেটা সম্বন্ধে সরকার ভাল ভাবেই ওয়াকিবহাল আছেন বলেই আমি মনে করি। প্রচার যন্ত্র আমাদের বেশ সক্রিয়ই বলে আমি মনে করি। তাই আমার মনে হয় আগামী বছর যাতে miscellaneous head থেকে বাদ দিয়ে যাতে আলাদা head করা যায় তারজন্য আমি এই হাউসের সামনে অনুরোধ রাখব। এ বক্তব্য আমার পঞ্চায়েৎ এর বেলাও। তার কারণ পঞ্চায়েতরাজের যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে democratic wayতে rural development, আমরা যে মূল উদ্দেশ্য এর উপর নির্ভর করে আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, গণতন্ত্রের বুনিয়াদ রচনা করতে চলেছি, পঞ্চায়েতরাজ আজকে হচ্ছে সেটার মূল আধার, সেই মূল আধারের যে একটা development তাকে বাজেটের একটা বাজে Headএ রেখে দেওয়ায় আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। Publicity সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি গত ১৯৬৫ সালে আমাদের দেশ যখন পাকিস্তান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় সেই সম্বন্ধে বলছি, ত্রিপুরার যে কি অবস্থা, সৌভাগ্যক্রমে আমি তখন ত্রিপুরায় ছিলাম না, সুদূর আরেক প্রান্তে ছিলাম। তখন আগরতলা থেকে কোন চিঠিপত্র পাই নাই, Radio মারফতে জানতে পারছিলাম যে আগরতলায় bombing হয়েছে। পত্রিকায় একটা headingএ আগরতলা Airportএ air attack হয়েছে দেখতে পাই। কাজেই Publicityর প্রয়োজনীয়তা আছে। ত্রিপুরার মত সীমান্ত রাজ্যে যার তিন দিক পাকিস্তান দ্বারা পরিবেষ্টিত, আবার মিজো, নাগা প্রভৃতি জাতির আক্রমণ প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে সারা ভারতবর্ষের দৃষ্টি যদি আমাদের আকর্ষণ করতে হয় তাহলে Publicity departmentকে আরো শক্তিশালী করা দরকার। তাই আমাদের Publicity Department এর মধ্যে Press Information Bureau যেটা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আছে, সেই রকম একটা organisation গড়ে তুলতে পারলে জনসাধারণের সামনে ত্রিপুরার নানা রকম খবরাখবর পরিবেশনের কাজ আরো ভাল হবে বলে আমি মনে করি। আমাদের Publicity Deptt. এখানকার প্রচারের ব্যবস্থা দিন দিনই সুষ্ঠুভাবে করতে উদ্যোগী হচ্ছেন কিন্তু এই Departmentএ গেলে আমরা দেখি যে তাদের officeএ বসবার স্থান নাই। কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করব যাতে প্রচার বিভাগকে আরো ভাল রকম জায়গা দেওয়া হয় যাতে গ্রামের জনসাধারণ সেখানে গেলে বসে নানা রকম খবরাখবর নিতে পারে। আরেকটি জিনিষ সেখানকার অনেকগুলি Van দিনের পর দিন রোদে বৃষ্টিতে পড়ে নষ্ট হয়, উপরে ঢাকনা দিবার কোন রকম ব্যবস্থা নাই। এদিকে দৃষ্টি দিবার জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ জানাব।

মহারাজার আমল থেকে যে সকল দেবতার প্রতিষ্ঠান আছে যথা লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, জগন্নাথবাড়ী, কালী বাড়ী, পাগলা দেবতার বাড়ী, রাধামাধবের বাড়ী বিংশ চতুর্দ্দশ দেবতার

বাড়ী গুলির রক্ষণাবেক্ষন ঠিকভাবে করা দরকার। রাধানগরের রাধামাধবের বাড়ী, তাহতে রাসযাত্রা উপলক্ষে বহু নরনারী ত্রিপুরার নানা জায়গা হইতে আসে এবং তাদের ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করে। আজ বহুদিন যাবৎ ঐ বাড়ীটি অর্দ্ধ সমাপ্ত হয়ে পড়ে আছে কিন্তু আজ পর্য্যন্তও বাকী কাজটুকু হচ্ছে না। এগুলি যাতে শীঘ্র করা হয় সেজন্য আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। মোটরষ্ট্যাণ্ডের নিকট যে পাগলা দেবতার বাড়ী আছে তাতে ভোগের জন্য সরকার থেকে মাসিক মাত্র ২০ টাকা নেওয়া হয়। পূজারীর কোন এলাউন্সের কোন বন্দোবস্ত নাই। ঐ দালানটি নষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং তার আশেপাশের জায়গাও লোক দখল করে আছে। ঐ সমস্ত দেবতা স্থানের সীমানা পাকাপাকি ভাবে নির্দ্ধারণ করে দেওয়া দরকার যাতে অন্য কেহ সেখানে encroachment করতে না পারে।

পঞ্চায়েত সম্বন্ধে মাননীয় সদস্যরা যে বক্তব্য এই হাউসের সামনে রেখেছেন আমি তাহা সমর্থন করছি। আজ কয়েক বৎসর হয় পঞ্চায়েতরাজ গঠন করা হয়েছে কিন্তু কোন ক্ষমতা তাদের দেওয়া হয় নাই, সেইদিকে যাতে সরকার দৃষ্টি দেন তাই বলে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Hon'ble Chief Minister.

Shri S. L. Singh : Chief Minister—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসের বিভিন্ন সদস্য Demand No. 34 ও 35 এর সমর্থন করে যে কতকগুলি Suggestion রেখেছেন সেগুলি খুবই মূল্যবান। Public places of worship সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য বলেছেন ত্রিপুরার মত স্থানে সরকারী অর্থ বায়ে মন্দিরাদি রক্ষণাবেক্ষন উচিতও নয় আর সম্ভবও নয়। তারজন্য জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে হবে। ধর্মকাজ প্রত্যেক নাগরিক তাদের নিজ নিজ প্রয়োজনে করবে। এই বিষয়ে আমি জনসাধারণকে তাদের সাধ্যমত কাজ করতে অনুরোধ করব।

আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটিতে Grant বাবদে যে টাকা রাখা হয়েছে, আমি জানি এখন প্রয়োজন ও চাহিদা যেভাবে বেড়ে চলেছে, রাস্তা ঘাট, জল ও বাজার সংরক্ষণ Sanitation ইত্যাদির জন্য অসংখ্য টাকার প্রয়োজন। এই অর্থ প্রয়োজনের তুলনায় কম কিন্তু তা সত্বেও আমাদের আর্থিক সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রেখে যতটুকু সম্ভব তা করা হচ্ছে। Postal Department এর Defecit finance এর জন্য সেই টাকা পূরণ করতে ৮১ হাজার টাকা contribution হিসাবে রেখেছি। আর ৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা রাখা হয়েছে for contribution to social & moral hygiene and after care service. ৫ হাজার টাকা রাখা হয়েছে for grant to distressed unemployed goldsmith & their families. এইভাবে ৮ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা বিভিন্ন খাতে contribution হিসাবে ধরা হয়েছে। Republic Day Celebration এর জন্য-২৫ হাজার টাকা এবং পঞ্চায়েতের জন্য ১০ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা

রাখা হয়েছে। Panchayat personnel training এর জন্যও টাকার বরাদ্দ ধরা হয়েছে। Relief to new imigrant এর জন্যও ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। এই সমস্যাটিও বিরাট এবং এর অঙ্ক দিনের পর দিন বেড়ে চলছে। আর উদ্বাস্তুও দিনের পর দিন এখানে আগমন করছেন। Displaced personnel এর জন্যও ৭ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে।

Town and Country planning এর জন্য Survey ইত্যাদির জন্য ১ লক্ষ টাকা রেখেছে। District soldier, sailors ও Airmens board এর জন্য মোট ১৩ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। আমাদের এখানে যে সব club গড়ে উঠেছে তাদের Grant দিবার জন্য ২০ হাজার টাকার বরাদ্দ আমরা রেখেছি। Settlement of Ex-serviceman in Border Areas এর জন্য ২ লক্ষ ১১ হাজার টাকা ও urban Community Development এর জন্য ৬৭ হাজার টাকার বরাদ্দ আছে। Evaluation এর জন্যও ৬৭ হাজার টাকা হয়েছে। বর্ডারে নানারকম ঘটনা ঘটে, তার জন্য ১০ হাজার টাকার provision আছে।

Reconstruction & Rehabilitation of Ex-servicemenএর টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে তাও হাউসের কাছে এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আবেদন করেছি, নিবেদন করেছি। তারপর Publicity ও Propaganda খাতেও ৩ লক্ষ ৭ হাজার ৮ শত টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এই টাকা দিয়ে field publicity, posters, hoarding and cinema slides, press advertisement, exhibition, information centre, production of literature, song and drama, furniture ইত্যাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করা হবে। এই সব কাজের মারফতে জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করা হয় এবং গণতান্ত্রিক ভিত্তিতেই সব কাজ হয়। অতএব এইভাবে আমরা যদি অগ্রসর হই তবে field publicity unit, জনগণের বিশেষ উপকারে আসবে। আমি সকলের সহযোগিতা কামনা করি এই সবই rural Development এর জন্য। কাজেই দলগত নির্বিশেষে সকলের মতামত গ্রহণ করে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে জনগণের কল্যাণ যাতে আমরা করতে পারি সেইজন্য আমি সকলের কাছে আবেদন রাখব।

আর পঞ্চায়েত সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে U. P.র যে আইন এখানে চালু হয়েছিল, তাহা সেখানে অনেক বদলে গেছে। ত্রিপুরার বর্ত্তমান পরিবেশ চিন্তা করে অন্য কোন রাজ্যের আইন বা নূতন এক আইন এখানে চালু করার বিষয় ভেবে দেখা উচিত। পঞ্চায়েতের গ্রামীন ক্ষমতা যাহা আছে, মাননীয় সদস্যরা তাহা জানেন। এসেম্বলীতে আমাদের আর্থিক যে ক্ষমতা পঞ্চায়েতেরও সেখানে অবস্থা একরূপ। টাকা আমরা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে Grant হিসাবে পাচ্ছি, কাজেই আর্থিক ব্যাপারে কোন রকম সাহায্য করা আমাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য। কাজেই এ বিষয়ে কি করা যায়। কোন্ কোন্ বিভাগের কর্মচারীদের পঞ্চায়েতের কাজে লাগানো যায় তা ভেবে দেখা হচ্ছে এমনও আছে যে পঞ্চায়েতে গিয়ে Local Self Covt. এর মধ্যে আসব না এই রকম একটা মনোবৃত্তিও আছে। কাজেই

যে সমস্ত কর্মচারী পঞ্চায়েতে কাজ করবে তাদের appointment, posting, transfer ইত্যাদি যদি তাদের হাতে না থাকে তাহলে তাদের কথা তারা শুনবে না। সুতরাং ঐ সব দিকে আমাদের বিশেষ ভাবে ভাবতে হবে। কাজেই এই যে একটা পরিবর্ত্তনের সামনে আমরা এসেছি তাকে সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণ করার জন্য আমাদের সদা জাগ্রত থাকতে হবে। আমরা Grant হিসাবে টাকা Selected Gaon Panchayatকে for Horticulture and Pisciculture দিচ্ছি এবং Grant in aid towards special assistance to Panchayat for establishment charges including office contingency দিচ্ছি। তাদের equipment Purchase করার জন্য, furnitureএর জন্য Contingent Staffএর বেতনের জন্য আমরা টাকা দিচ্ছি এবং সঙ্গে সঙ্গে Panchayat Personnelদের trainingএর জন্যও ব্যয় বরাদ্দ আছে। অতএব আমরা ধীরে ধীরে একটা সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার দিকে মন দিচ্ছি। এখানে Centrally sponsored কতকগুলি schemeএর টাকার বরাদ্দ ধরা হয়েছে, আশা করি হাউস তা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker :—The discussion is over. Now I am putting the Demands to vote. Demands for Grant No. 34—Major Head—71 Miscellaneous. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 51,30,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account), Bill, 1968 be granted to defray the charges which will come in course of Payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 34—Miscellaneous.

The Demand was put to vote & passed.

Demand for Grant No. 35—(Major Head 76 - Other Miscellaneous Compensation & assignment)—The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 5,00,600/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (Vote on Account) Bill, 1968 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 35, Other Miscellaneous Compensation & assignment.

The Demand was put to vote & passed.

The House stands adjourned till 11 a. m. on Friday the 29th March, 1968.

PAPERS LAID ON THE TABLE.

STARRED QUESTION NO. 651

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা

প্রশ্ন

পূর্ত্ত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

১) সাব্রুম আমলীঘাট হইতে মনুঘাট পর্য্যন্ত সড়ক নির্ম্মাণের কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে ;

২) ঐ রাস্তাটি কবে আরম্ভ করা হইয়াছিল ;

৩) সীমান্ত এলাকার পক্ষে এই রাস্তাটি গুরুত্বপূর্ণ কিনা ;

৪) যদি গুরুত্বপূর্ণ হয়, ইহা কবে পর্যন্ত জীপের উপযুক্ত হইবে ?

উত্তর

১) এইরূপ রাস্তার কাজ এখন পূর্ত্তবিভাগ আরম্ভ করে নাই। সাব্রুম আমলীঘাট হইতে মনুঘাট পর্যান্ত একটি পায়ে হাটা পথ আছে।

২) এই প্রশ্ন উঠে না।

৩) অপরিহার্য্য নয়।

৪) এই প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 675.

by Shri Abhiram Deb Barma.

QUESTION	REPLY
১) এই বছর কোথায় কোথায় কত নতুন বাগান করার কাজ হাতে লওয়া হইয়াছে।	এতদসঙ্গে প্রস্তাবিত বাগানের তালিকা দেওয়া গেল।
২) এই বাগান করায় গ্রামবাসীরা কি কোন আপত্তি জানাইয়াছে, যদি আপত্তি জানাইয়া থাকেন তাহার কারণ কি ?	না, প্রশ্ন উঠে না।
৩) ইহা কি সত্য যে বিলোনিয়া এবং সাব্রুমে যে সকল এলাকায় বাগান করার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা কৃষকগণের বাড়ী ও জমির সংলগ্ন ;	প্রয়োজনীয় দূরত্ব রক্ষা করা হইয়াছে।
৪) যদি তাহা হইয়া থাকে, তবে এ সকল বাগান করার প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইবে কি ?	প্রশ্ন উঠে না।

Sl. No.	Name of the centre.	Area in Hec. Deptt.	Semi Taungya.	Area in Hec. Taungya.	Area in Hec. Total.
	FORESTRY SCHEME.				
1.	Ambassa.	10·3	—	—	10·3
2.	Harinchera.	8·0	—	20	28·0
3.	Bagaichari.	8·0	—	—	8·0
4.	Halahali.	4·0	—	—	4·0
5.	Khowaipar.	6·0	—	—	6·0
6.	Jagabandhupara.	10·0	—	—	10·0
7.	Gandachera.	4·0	—	—	4·0
8.	Sarma	8·0	—	—	8·0
9.	Raima.	4·0	—	—	4·0
10.	Chandraipara.	8·0	—	20	28·0
11.	Sindpukunarpara.	—	—	24	24·0
12.	Nailahapara.	—	—	20	20·0
13.	West Ludhua.	20·0	—	—	20·0
14.	Peanbari.	6·0	—	—	6·0
15.	Amlighat.	32·0	—	—	32·0
16.	Nalua.	4·0	—	—	4·0
17.	Hrishyamukh.	6·0	—	—	6·0
18.	Betaga.	20·0	—	—	20·0
19.	Baishnabpur.	6·0	—	—	6·0
20.	Ratanpur.	12·0	—	—	12·0
21.	Motai.	4·0	—	—	4·0
22.	Jharjharia.	10·0	—	—	10·0
23.	Muhuripur.	2·0	—	—	2·0
24.	Santirbazar.	6·0	—	—	6·0
25.	Jhasmura.	8·0	—	—	8·0
26	Abhoya.	12·0	—	—	12·0
27.	Rajnagar.	14·0	—	—	14·0
28.	Siddhinagar.	10·0	—	—	10·0

1	2	3		4	5
29.	Anandapur.	10·0	—	—	10·0
30.	Radhanagar.	20·0	—	—	20·0
31.	Maichera.	20·0	—	—	20·3
32.	Manubazar.	10·0	—	—	10·0
33.	Bankul.	4·0	—	—	4·0
34.	Debipur.	12·0	—	—	12·0
35.	Rangamura.	16·0	—	—	16·0
36.	Arjunprasadbari.	2·0	—	—	2·0
37.	Charilam.	—	12·8	—	12·8
38.	Sepahijala	—	15·2	—	15·0
39.	Pathalia.	8·0	—	—	8·0
40.	Golaghati.	12·0	—	—	12·0
41.	Boxanagar.	4·2	—	—	4·2
42.	Gabordi.	4·0	—	—	4·0
43.	Kalkalia	—	—	—	4·0
44.	Matinagar.	10·0	—	—	10·0
45.	Kalamchoura.	8·0	—	—	8·0
46.	Melaghar.	6·0	—	—	6·0
47.	Jatrapur,	8·0	—	—	8·0
48.	Dhanpur.	8·0	—	—	8·0
49.	Kakri.	6·0	—	—	6·0
50.	Nidaya.	8·0	—	—	8·0
51.	Taibandal	4·0	—	—	4·0
52.	Subalsingh	8·0	—	—	8·0
53.	Nazaribari,	8·0	—	—	8·0
54.	Ramsankarpara,	10·0	—	—	10·0
55.	Teliamura	11·4	—	—	11·4
56.	Chakmaghat	7·0	—	26·0	33·0
57.	Kakrachera.	4·0	—	—	4·0
58.	Champaknagar.	6·0	—	4·0	10·0
59.	Mandaibazar	2·0	—	—	2·0
60.	R. C. Ghat.	7·4	—	—	7·4

1	2	3		4	5
61.	Bachaibari.	1·4	—	—	1·4
62.	Docharabari.	1·0	—	—	1·0
63.	Ampi.	8·0	—	--	8 0
64.	Taidu.	0·8	—	—	0·8
65.	Mami.	10·4	—	—	10·4
66.	Chailengta.	6·0	—	—	6·0
67.	Nandakumarpara	10·0	—	—	10·0
68.	Chhamanu.	4·0	—	—	4·0
69.	Durgachera.	4·0	—	—	4·0
70.	Pratia.	12·0	—	—	12·0
71.	Kakraban.	6·0	—	—	6·0
72.	Bagma.	4·0	—	—	4·0
73.	Bagabasa.	4·0	—	—	4·0
74.	Dhajanagar-	8·0	—	—	8·0
75.	Patichari.	8·0	—	—	8·0
76.	Garjee.	8·0	—	—	8·0
77.	Manpathar & Kathaliachera.	4·0	—	—	4·0
78.	Amarpur.	14·0	—	—	14·0
79.	Kalajhari.	10·0	—	—	10·0
80.	Warrengbari.	8·0	-	—	8·0
81.	Mahuamilan.	8 0	—	—	8·0
82.	Nutanbazer.	10·0	—	—	10·0
83.	Chelagang.	7·2	—	—	7·2
84.	Nagrai.	8·0	--	—	8·0
85.	Tirthamukh.	4·0	—	—	4·0
86.	Kabiraibari	2·0	—	—	2·0
87.	Jalai.	4·0	—	—	4·0
88.	Kathaltilla	4·0	—	—	4·0
89.	Hiranchera	6·0	—	—	6·0
90.	Jarultali.	6·0	—	—	6·0
91.	Andharchara.	6·0	—	—	6·0

1	2	3	4	5	6
92.	Choraibari.	10·04	—	–	10 04
93.	Jhuri.	12·0	—	—	12·0
94.	Bangsul.	8·0	--	—	8·0
95.	Haflong.	6·0	...	—	6·0
96.	Dudhpur,	6·0	—	--	6·0
97.	Kumarghat.	13·0	—		13·0
98.	Fatikroy.	8·0	—	—	8·0
99,	Saydachera.	4·0	—	—	4·0
100.	Laljuri.	6·0	—	—	6·0
101.	Kanchanpur.	6·0	—	—	6·0
102.	Dasda.	6·0	—	—	6·0
103.	Bakpasha.	6·0	—	—	6·0
		774·1	32·0	114·0	920·1

SOIL CONSERVATION SCHEME :

A. 1(a)—Afforestation & Revegtation Works.

1.	Longthorai S. S. Centre.	1 —	—	12.0	12.8
2.	Gaghra ..	--	—	20:3	20.0
3.	Jeolchera ,,	8.0	—	16.0	24.0
4.	New Jeolchera ,,	—	--	15.0	15.0
5.	Sibraibari ,,	4.0	—	—	4.0
6.	Atharamura Saddle .,	4.0	—	8.0	12.0
7.	Atharamura S. C. Centre.	2.0	—	—	2.3
8.	Naguraipara ,, ,,	2.0	—		2.0
9.	Taidu ,, ,,	12.0	—	—	12.0
10.	Kaipangbari ,, ,,	2.0	—	—	2.0
11.	Baramura ,, ,,	15,0	—	—	15.0
12.	Up-Ekjanchera ,, ,,	4.0	—	—	4.0
13.	Athakuthang ,, ,,	2,0	—	4,0	6.0
14.	Chariabari ,, ,,	6.0	—	—	6.0
15.	Gangrai— ,, ,,	4.0	—	—	4.0

1	2	3	4	5	6
16.	Taisakarma S. C. Centre	2.0	—	—	2.0
17.	Kalsimura ,, ,,	10.0	—	—	10.0
18.	Chapinbari ,, ,,	8.0	—	—	8.0
19.	Gandhari ,, ,,	4.0	—	—	4.0
20.	Kurmabari ,, ,,	4.0	—	—	4.0
21.	Kamlai ,, ,,	8.0	--	—	8.0
22.	Hachupara ,, ,,	8.0	—	—	8.0
23.	Deximbari ,, ,,	4.0	—	—	4.0
24.	Sonaichari ,, ,,	8.0	—	—	8,0
25.	South Maharani ,,	6.0	—	—	6.0
26.	Balanalchera ,, ,,	8.0	—	—	8,0
27.	Chalitachera ,, ,,	4.0	—	—	4.0
28.	Suknachera ,, ,,	4,0	...	—	4.0
29.	Urichera ,, ,,	4.0	—	—	4.0
30.	Kamarmara ,, ,,	4.0	—	—	4,0
31.	Balchara ,, ,,	10.0	—	—	10.0
32.	Pecharthal ,, ,,	8,0	—	—	8.0
33.	Siddangchera ,, ,,	8.0	—	—	8.0
34.	Ugalchera ,, ,,	10.0	—	—	10.0
35.	Sidhong	8.0	—	—	8.0
36.	Dhanichera	4.0	—	—	4,0
37.	Ratanjoypara ,, ,,	2.0	—	—	2.0
38.	Sukramanipara , ,,	—	—	10 0	10.0
39.	Rasikchoudhurypara	2.0	—	4.0	6.0
		204,0	—	100.0	304.00
	Horticultural Practice in old Jhum areas-scheme No. A.I(v),				
1.	Jolaibari S. C. Centre.	12-0	—	—	12.0
2.	Mainrma ,, ,,	10.0	—	—	10.0

CENTRALLY SPONSORED SCHEME-PLANTATION FOR FAST GROWING SPL.

1.	Jagabandhupara	4.0	=	—	4,0
2.	Teliamura	2.0	—	—	2.0

3.	Bangsul	4.0	—	—	4,0
4	Haflong	4.0	—	—	4.0
5.	Fatikroy	4.0	—	--	4.0
6.	Domchera	12.0	—	--	12,0
7.	Durgachera	4.0	—	—	3.0
8.	Chamanu	5.0	--	—	5.0
		40.0	—	-	40.0

ABSTRACT

1.	Total Forestry	929.8 hoc.
2.	Total Centrally Sponsored Scheme ...	40.0
3.	Total Soil Conservation Scheme No. A.1(i)	303 0 ..
4.	—do— Scheme No. A.1.(7)	22.0 ,,
		1,286.1 hec.

STARRED QUESTION NO.638.

BY SHRI ABHIRAM DEB BARMA M.L.A.

QUESTION.	REPLY.
1. Total number of petitions received from the tribal villages of Belonia for de reservation of Forest Reserve areas adjcent their huts and lands during 1966-68 (upto Jun '68) ;	28 Nos.
2, Whether the petitions have been investigated ;	Yes.
3 If so, whether the Govt. proposes to de-reserve the forest areas as asked for ?	The matter of de-reservation is being examined by ;he Committee constituted for the purpose.

STARRED QUESTION NO. 720.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department : pleased to state :—

১) সরকার কি অবগত আছেন যে বিলোনিয়া রাজনগরে বাসপাইয়া এবং জগতপুর পাক সীমান্তে প্রায় ৫০ দ্রোন জমি পতিত আছে এবং দুর্গাপুর হইতে একিনপুর পর্য্যন্ত প্রায় ২০০ দ্রোন জমি পতিত আছে ;

২) যদি ইহা সত্য হয়, তবে ঐ পতিত জমি চাষ করাইয়া খাদ্য ফসল ফলাইবার কি ব্যবস্থা হইতেছে ?

ANSWER

১) ভারত পাকিস্তান সীমান্তে বাসপাইয়া এবং জগতপুরে ৫০ দ্রোন জমি পতিত আছে ইহা সত্য নহে। দুর্গাপুর হইতে একিনপুরের মধ্যে অবশ্য প্রায়৫০০ দ্রোন জমি পতিত আছে।

২) পতিত জমি চাষ করিবার জন্য স্থানীয় লোকদের উদ্বুদ্ধ করা হইতেছে এবং প্রায় ১৮ দ্রোন এই বৎসরে চাষে আনা হইয়াছে।

তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন নং—৩৭০

প্রশ্নকারী সদস্যের নাম :—শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা।

প্রশ্ন

পূর্ত্ত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলিবেন কি ?

(১) আসামের অমিয়াম হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে ;

(২) ঐ সরবরাহ ব্যবস্থা চালু হইলে ত্রিপুরায় মোট কত বিদ্যুৎ শক্তির সরবরাহ পাইতে পারে ;

(৩) ঐ বিদ্যুৎ সরবরাহের ফলে ত্রিপুরায় বিদ্যুতের ইউনিট প্রতি মূল্য কি হ্রাস পাইবে ; যদি হ্রাস পায় কি হারে হ্রাস পাইবে ?

উত্তর

(১) আসামের অমিয়াম হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য 132 K. V. lineএর কাজ আরম্ভ হইয়াছে এবং এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ও যন্ত্রাদি সংগ্রহ করা হইতেছে।

(২) আপাততঃ ধাপে ধাপে বার্ষিক ৭৫০ K. W. হইতে ৮০০০ K. W. পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ পাওয়ার আশা করা যায়।

(৩) ইহা সঠিকভাবে এখন বলা শক্ত।

STARRED QUESTION No. 813.

By Shri Aghore Deb Barma.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

1. Whether it is a fact that the villagers of Abhoynagar, New Model village, Indranagar, Jagatpur, Kunjaban, Kumaritila etc. villages are suffering for the last 10 years due to want of proper communication facilities as there is no permanent bridge over Kathakhal (Banamalipur—Abhoynagar) ;

2, If so, whether the Government feels necessity to construct a permanent bridge over Khathakhal (Banamalipur—Abhoynagar) ;

3. If so, when the bridge construction works will be started ?

ANSWER

1. It is a question of opinion but the areas are connected with Agartala Town by other Roads.
2. To improve the communication further, the feasibility of construction of a permanent bridge is under consideration.
3. Definite date can not be stated at this stage.

STARRED QUESTION No. 831.

By Shri Aghore Deb Barma.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

1. Whether it is a fact that newly constructed Durgachoumuhani Bazar area has not yet been supplied with electricity ;
2. If so, what are the reasons thereof ?

ANSWER

1. Yes.
2. Durgachoumuhani Bazar could not be electrified owing to non-placement of fund by the Agartala Municipality and shortage of generating capacity.

STARRED QUESTION NO. 957.

By Sri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION.	REPLY,
১) বন রিজার্ভ সীমানা পুনর্বিন্যাস করার কোন প্রচেষ্টা করা হইতেছে কি না ;	হঁা।
২) করা হইয়া থাকিলে কি ভাবে করা হইতেছে ; এই ব্যাপারে জনগণের বিশেষ করিয়া উপদ্রুত উপজাতি জনগণের সহযোগীতা গ্রহণ করা হইবে কিনা ;	এই উদ্দেশ্যে একটি কমিটি করা হইয়াছে ; জনগণের সহযোগীতা সব সময়েই এই সরকারের কাম্য।
৩) জনগণের সহযোগীতা কোন্ পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হইবে ;	স্মারকলিপির মাধ্যমে এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় তদন্তে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে।

STARRED QUESTION NO. 827

By **Shri Aghore Deb Barma**, M. L. A.

QUESTION

1. Whether it is a fact that the revision of pay scale has not yet been implemented in the cases of Tracher, Draftsman and Estimator under the Public Works Department ;
2. if so, the reasons thereof ?

ANSWER

1. No, the revised scale of pay could not be allowed in a few cases only ;
2. Generally the concerned staff do not possess the prescribed qualifications for the post in the appropriate scale for which qualification based revised scales of pay have been introduced.

STARRED QUESTION NO. 853

By **Shri Aghore Deb Barma**, M. L. A.

প্রশ্ন

১) বামুটিয়া ও নরসিংগড়ে জলসেচ পরিকল্পনায় গভীর নলকূপ বসানোর কাজ কোন সনে আরম্ভ হয়েছিল এবং কখন কাজ শেষ হয়েছে,

২) বর্তমানে এই নলকূপের দ্বারা কত একর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা হয়েছে,

৩) এই পরিকল্পনায় মোট কত টাকা ব্যয় বরাদ্দ ছিল, ব্যয় আনুপাতিক কত আয় হয়েছে এবং সেচের দ্বারা কত পরিমাণ ফসল উৎপাদন বেড়েছে ?

উত্তর

১)
২) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
৩)

———

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963,

29th March, 1968,

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Friday, the 29th March, 1968.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker, in the Chair, Chief Minister, four Ministers, the Deputy Minister, the Deputy Speaker and nineteen Members.

QUESTION

Mr· Speaker ;— Today in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred questions. Shri Bidya Chandra Deb Barma, He is absent. Shri Nishi Kanta Sarkar.

Shri Nishi Kanta Sarkar :— 727.

Shri S. L. Singh :— Mr. Speaker, Sir, question No. 727.

১। জরিপী কার্য্যাদি চুড়ান্তভাবে নিষ্পন্ন হওয়ার পর জরীপ অধিকারকের নিকট ১৫ ধারা অনুযায়ী আপত্তি দর্শাইয়াছে এমন লোকের সংখ্যা কত? এবং ১৫ ধারা অনুযায়ী আপত্তি দর্শানো হইলে প্রতিকার পাইতে কত মাস সময় লাগে।

ANSWER

১। ১৬৭৩টি দরখাস্ত। আপত্তির বিষয় বস্তুর উপর প্রতিকার পাওয়ার সময় নির্ভর করে।

Mr. Speaker :— Shri Abhiram Deb Barma. He is absent. Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :— Question No, 763,

Shri S. L. Singh :— Mr. Speaker, Sir, question No. 765.

QUESTION

ক) কৈলাসহর সাবডিভিসনে পেঁচারডহর গ্রামে নূতন পোষ্ট অফিস খোলার পরিকল্পে Superintendent of Post Offices, Agartala, D. M. & Collector এর Opinion জানার জন্য কোন reference করিয়াছিলেন কি ? ঐ reference মূলে D.M. No. 16/618/DM/GL/VIII-17 Dated 15.2.67. কৈলাসহর S. D. Oকে enquiry করিয়া report দিবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন কি ;

খ) যদি D. M.এর আদেশ মূলে S. D. O কৈলাসহর তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিয়া থাকেন ফলাফল Postal Superintendentকে জানাইয়াছেন কি ;

গ) যদি S,D.O তদন্ত না করিয়া থাকেন কারণ কি ?

ANSWER

শ্রীগোপাল চন্দ্র দত্ত, গ্রাম প্রধান, বিলাশপুর গাঁও সভা, কৈলাসহর, পেঁচারডহর পোষ্ট অফিস খোলার জন্য সুপারিনটেনডেন্টকে অনুরোধ জনান এবং তাহার প্রস্তাব অনুসারে সুপারিনটেনডেন্ট, জেলাশাসকের মন্তব্যের জন্য পাঠান। জেলাশাসক, মহকুমা শাসক কর্তৃক তদন্তের মূলে পোষ্ট অফিস খোলার অনুকূলে মন্তব্যসহ ট্রেনসপোর্ট ডিপার্টমেন্টে পাঠান। উক্ত প্রস্তাব ঐ বিভাগের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি কবে এই রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ : – নোটিশ চাই।

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma. He is absent, Shri Naresh Roy.

Shri Naresh Roy :— Question No. 911.

Shri S. L. Singh :— Mr. Speaker, Sir, the question is so wider in nature that it is not possible to collect the materials in time. So the materials are under collection.

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—৯১ ।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৯১০ ।

১) সরকার অবগত আছেন কি কুলাই হাওর তহশীলের মিচিরুয়া, কচুছড়া, ডাবাবাড়ী এবং সিংঘিনালা প্রভৃতি মৌজার দেড়শতাধিক ভূমিহীন উদ্বাস্তু পরিবার দীর্ঘদিন ধরিয়া আবেদন নিবেদনের পরও অদ্যাবধি স্ব স্ব দখলীয় ভূমিতে allotment পায় নাই ;

২) যদি অবগত থাকেন, তবে কত সময়ের মধ্যে allotment দেওয়ার সম্ভবনা আছে ?

ANSWER

১) ভূমি বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য ভূমিহীন উদ্বাস্তুর দরখাস্ত পাওয়া যায় নাই। উপরোক্ত

২) মৌজায় বন্দোবস্তের জন্য ভূমিহীন কৃষকের নিম্নলিখিত সম্প্রদায়ের দুইটি তালিকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ;

১) তপশীল জাতীয় কৃষক ;

২) তপশীল উপ-জাতীয় কৃষক ;

৩) তপশীল জাতি, তপশীল উপজাতি ও রিফিউজি ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের। তাদের বিষয় পরীক্ষাধীন আছে।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—এই সমস্ত মৌজার দখলকারদের কোন রকম সাহায্য দেওয়ার কথা সরকার বিবেচনা করেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—তাদের বিষয় পরীক্ষাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৮০

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৮০ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
ল্যাণ্ড রেভিন্যু এণ্ড ল্যাণ্ড রিফরমস্ এ্যাক্টের ১০৮ ধারার বিধান মতে এবং 'লাংগল যার জমি তার' এই শ্লোগানের পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত আণ্ডার রায়তস্ বর্গাদার হিসাবে রায়তের জমি চাষ হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে এবং যাহার ফলে হাজার হাজার ভাগচাষী কৃষক এক চরম সংকটের সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে এদের রক্ষার জন্য সরকার বাহাদুরের কোন সুষ্ঠু বিকল্প ব্যবস্থা আছে কিনা ?	প্রথম কথা হল যে তাদেরকে পজেশান রাইট দেওয়া হয়েছে সেই ল্যাণ্ড রেভিন্যু এবং ল্যাণ্ড রিফরমস্ এ্যাক্ট অনুসারে। এতএব এর দ্বারা তাদের রক্ষার ব্যবস্থা সেখানে নিহিত আছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী।

শ্রীমতী রেনু চক্রবর্তী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০১৭।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০১৭ স্যার।

1) What is the total number of Information Centres in Trjpura ;

2) What is the amount of expenditure incurred per year for maintenance of each Centre ?

ANSWER

1. 13 (thirteen) Nos.

2. Rs. 5,284·00 per year for maintenance of each Centre.

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই ইনফর্মেশান সেন্টারগুলির কি কি কাজ ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ইনফরমেশান সেন্টারগুলিতে এ্যাগ্রিকালচারাল কোরাম করা হয় এবং সেখানে রেডিও মারফত গ্রামের লোক তাদের মনোভাব ব্যক্ত করতে পারে এবং নানা বিষয়ে জানতে পারে। তার মাধ্যমে মানুষকে আনন্দ দেওয়া হয়। সমাজ সংগঠনমূলক এবং কৃষি সংগঠনমূলক অর্থনৈতিক শিক্ষা ইত্যাদি দেওয়ার জন্য ঐ সমস্ত সেন্টার করা হয়েছে।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সরকারের যে সমস্ত নীতি আছে, যেমন সরকারের ফুড পলিসী বা ফরেষ্ট পলিসী, সেগুলি প্রচার করার কোন ব্যবস্থা ঐ সেন্টারগুলিতে আছে কিনা যাতে গ্রামের লোক এইগুলি জানতে পারে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—তারা সব কিছুই মিলেমিশে আলাপ আলোচনা করতে পারে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—সেইসব সেন্টারগুলিতে গভর্ণমেন্ট পলিসীগুলি ডিসপ্লে দেখানর ব্যবস্থা আছে কিনা, মাসে, সপ্তাহে বা বছরে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—গভর্ণমেন্ট পলিসী ডিসপ্লে করার জন্য এটা করা হয় নাই। এই সেন্টারগুলির মধ্য দিয়ে গভর্ণমেন্ট কি প্ল্যান করেছে না করেছে গ্রামবাসী আলাপ আলোচনা করে সমস্ত বিষয়গুলি উপলব্ধি করতে পারে। মাঝে মাঝে তারা সেমিনার কল করে তার মধ্যে এইসব বিষয় আলাপ আলোচনা করে। সেই সেন্টারগুলি চাইনীজ ওয়ার এবং পাকিস্তান ওয়্যারের সময় খোলা হয়েছিল।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী :—ইনফর্মেশান সেন্টারগুলির ঘরগুলি কি তাদের নিজস্ব না ভাড়া করা ঘর ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী :—মন্ত্রী মহোদয়, এই সেন্টারগুলি বাড়াবার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—অর্থের বরাদ্দের উপর সেটা নির্ভর করছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৯

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৯, স্যার

QUESTION

(ক) ত্রিপুরায় বর্ত্তমান বৎসরে ১৩৭৪বাং সনে কি পরিমাণ ধান্য রিকুইজিসন নোটিশ হইয়াছিল (নোটিশের সংখ্যা ও ধান্যের পরিমাণ) তন্মধ্যে কোন সাবডিভিসনে কি পরিমাণ আদায় হইয়াছে ;

(খ) ত্রিপুরায় কি পরিমাণ ধান্য ও চাউল Procurement হইয়াছে ?

ANSWER

(ক) ৭,৪৫৮ রিকুইজিসন নোটিশ ইস্যু করা হইয়াছিল। ধান্যের পরিমাণ ১,১৪,৯২,৪৯৫ কেজি। বিভাগ ভিত্তিক ধান্য ও চাউল সংগ্রহের পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বিভাগের নাম	ধার্য্য নোটিশের উপর আদায়ীকৃত ধান্য ও চাউলের পরিমাণ (কেজি হিসাবে)	
	ধান্য	চাউল
সদর—	১,০৬,৩৯০	১,৬৬৬
সোনামুড়া—	১,৪৭,৫৭২	—
উদয়পুর—	১২,৯০০	২,০০০
সাবরুম—	১,৩৭,৮৯৬	—
বিলনীয়া—	২.৮৪,৫৪১	৩,৪৫৬
অমরপুর—	৪২,০১২	—
খোয়াই—	১,৭৬,৬১০	২৭৯
কমলপুর—	১,২৫,৯৪৬	—
কৈলাসহর—	২,২৩,৮২০	১০০
ধর্ম্মনগর—	৩,৮৫,০০০	—
	মোট—১৭,২২,৬৯৭	মোট—৭,৫০১

	ধান্য	চাউল
(খ) আমন ধান্য সরকারী খাতে আদায়ের পরিমাণ।	কেজি হিসাবে ১৫,২৮,১০৬	কেজি হিসাবে ২১,৬৮৩
আউশ ধান্য কো-অপারেটিভ খাতে আদায়ের পরিমাণ।	৩,৯০,৪৪১	৩৬,২২৩

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, ধর্ম্মনগর দেখা যাচ্ছে মফঃস্বল সাবডিভিশানগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী। কিন্তু আমরা সাবডিভিশান ওয়াইজ কোয়েশ্চান করে জানি যে ধর্ম্মনগর পেডি ফিল্ড, অমরপুর, সাব্রুম'এর চেয়ে বেশী এবং অন্যান্য সাবডিভিশানের চেয়ে কম। অতএব সেই জায়গায় বেশী ধান সংগ্রহ করার কারণ কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—রিকুইজিশানের সর্ত্ত অনুসারে যেখানে সাড়ে বার কাণি বা তদূর্ধে জমি থাকবে, সেখান থেকে রিকুইজিশান করে হবে এবং সেই অনুসারে এটা করা হয়েছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, আগে যে ইনফর্ম্মেশান পাওয়া গেছে তাতে জানা গেছে যে ধর্ম্মনগর ১৪ হাজার একর জমি আছে এবং সদর, খোয়াই, কমলপুর, সোনামুড়া, উদয়পুর, বিলোনীয়া তার চেয়ে অনেক বেশী জমি আছে। সেই সমস্ত জায়গা থেকে কম আদায় করার কারণ কি।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—জমি বেশী থাকলে চলবে না সেটা নির্ভর করবে সাড়ে বার কাণি ও তদূর্ধের উপর।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—তাহলে কি আমি ধরে নেব যে ধর্ম্মনগরে ল্যাণ্ডলেসের সংখ্যা বেশী পপুলেশন অনুযায়ী ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—ল্যাণ্ডলেস তো থাকবেই না, কারণ প্রত্যেক ল্যাণ্ডলেসকে জমি দেওয়া হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—আমি বলছি যে ধর্মনগরে জমির পরিমাণ কম। সুতরাং ধর্মনগরে ল্যাণ্ডলেসের সংখ্যা বেশী কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আপনাদিগকে জানানো হয়েছে যে টোটেল নাম্বার অব রিকুইজিশন অর্ডার ছিল ১০৫৪;

শ্রীবিনয়ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে যাদের সাড়ে বার কাণির কম আছে ধানী জমি, তাদের উপর লেভি রিকুইজিশন নোটিশ দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—অনেক ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তবে সেগুলিকে কারেকশন করার সময় ছিল। রিকুইজিশন যাওয়ার সাথে সাথে তারা আপত্তি করতে পারতেন, তা তারা করেছেন কিনা আমার জানা নাই। সো আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআবদুল ওয়েজিদ :—সাড়ে বার কাণির নীচে নোটিশ দ্বারা ধান সংগ্রহ করা হয়েছে এইরকম কোন সংবাদ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি আগেই বলেছি যে হতে পারে। কিন্তু সেটা সময়মত তাদের কারেকশনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—আমার প্রশ্নটা হল ৭টি সাবডিভিশনেই ধর্মনগরের চেয়ে প্যাডি ল্যাণ্ড বেশী। সেই জায়গাতে প্যাডি যখন কালেকশন হয়েছে. ধর্মনগরের জনগণের উপর প্রেসার দিয়ে আদায় করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—কোন জায়গাতে প্রেসার দেওয়া হয় নাই।

শ্রীনরেশ রায় :—ধর্মনগরে সাড়ে বার কাণির উর্দ্ধে কতজন কৃষকের জমি আছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—নোটিশ চাই।

শ্রীরাধিকারঞ্জন গুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে যাদের জমি সাড়ে বার কাণির কিছু কম তারা স্বেচ্ছায় কিছু ধান সরকারকে দিয়েছেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—তা দিতে পারেন।

শ্রীরাধিকারঞ্জন গুপ্ত :—এরকম লোকের সংখ্যা কত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—নোটিশ চাই।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি রিকুইজিশন দেওয়ার কতদিন পরে এই কালেকশন আরম্ভ হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—রিকুইজিশন দেওয়ার অর্থ হল যে ডিক্লেয়ার্ড সেন্টারগুলিতে তারা ধান এনে দেবেন এবং কো-অপারেটিভ তা সংগ্রহ করবে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সেই সময়ের মধ্যে তা দেওয়া হয় নি। তাই সরকারকে বাধ্য হয়ে বাড়ীতে গিয়ে বিরাট খরচ করে সেগুলি আদায় করতে হয়েছে।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে সাড়ে বার কাণির নিচে যাদের জমি আছে তারাও স্বেচ্ছায় ধান দিয়েছেন. এইরকম কোন কৃষক ধর্মনগর সাবডিভিশনে আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—নোটিশ চাই।

Mr. Speaker :—Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan :—971.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 971.

QUESTION

১) বর্ত্তমানে যে সমস্ত উপজাতি সংরক্ষিত নির্বাচন কেন্দ্রগুলি দুইটি ব্লকের আওতায় পড়িয়াছে, উপজাতিগণের স্বার্থে উক্ত কেন্দ্রগুলিকে একই ব্লকের আওতায় আনিবার প্রয়োজনীয়তা সরকার বোধ করেন কিনা ;

২) যদি করেন তবে কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন কি ?

ANSWER

Minister in charge of the Tribal Welfare Department -Chief Minister.

১) বিষয়টি ত্রিপুরা সরকারের আওতায় নহে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি উপজাতি নির্বাচন কেন্দ্রগুলি না হয় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টই করলেন কিন্তু টি ডি, ব্লকের যে সীমানা নির্দ্ধারণ করা হয় এইগুলি ত্রিপুরা সরকার করেন কিনা ?

শ্রীএস. এল, সিংহ :—এটা লোক সংখ্যা অনুসারে করা হয়।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—একই সংরক্ষিত কেন্দ্রের মধ্যে দুইটি ব্লক থাকাতে সেই দুইটি ব্লককে একীকরণ করলে ব্লক ডেভেলাপমেন্টের উপজাতি সংক্রান্ত কাজগুলি ত্বরান্বিত হওয়ার সুবিধা হবে বলে মনে করেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এখন পর্যন্ত এই প্রশ্ন উঠে নাই। কারণ আমরা কি কি অসুবিধা আছে এইগুলি জ্ঞাত নই। অতএব এই জায়গাতে আমি অন অন এ সাডেন কিছু বলতে পারছি না। তবে যতটুকু দেখা যাচ্ছে ভালই চলছে, খারাপ চলার কোন কারণ নাই।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—কুলাই হাওর টি, ডি, ব্লক এবং ছামনু টি, ডি, ব্লক, এই দুইটি ব্লক আছে। সেখানে কুলাই হাওর টি, ডি, ব্লক থেকে কোন আপত্তি উঠেছে কি ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—আপত্তি উঠলে পরে যেটা টি. ডি, ব্লক আছে সেটা টি. ডি, ব্লকেই থাকবে। আর জেনারেল ব্লক যেটা আছে সেটা. টি. ডি, ব্লকের ট্রাইবেল যারা আছে, তাদের কি অসুবিধা আছে আমি তা বুঝতে পারলাম না।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—ছামনু টি, ডি, ব্লক আগে জেনারেল ব্লকের মধ্যে ছিল. সেইরকম কুলাই হাওরের যে তহশীল সেটা ছামনু টি, ডি. ব্লকে নেওয়া যায় কিনা ?

শ্রীএস. এল, সিংহ :— এটা জেনারেল ব্লকে এখন যেমন আছে তা থাকবেই।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— কুলাই হাওরের তহশীল এলাকার উপজাতির প্রয়োজনে সেই অঞ্চলে নূতন একটি টি, ডি, ব্লক খোলা যায় কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— সেটা হল ভিন্ন প্রশ্ন। দুটো ব্লক আছে, সেই কথাই আমি বলেছি, কারণ দুটি ব্লকে দুই জন অফিসার আছে এবং সেই অনুপাতে তাদের লোক সংখ্যা আছে, ডেভেলাপমেন্ট স্কীমও সেই অনুসারে আছে এবং ট্রাইবেলরা যেসব সুবিধা পান, সেই সব সুবিধা সেখানেও দেওয়া হয়েছে। অতএব আর একটা টি, ডি, ব্লক সেখানে করা হবে কিনা সেটা নির্ভর করবে ওখানকার আমাদের অর্থাদির উপর।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :— সংরক্ষিত এলাকার নির্বাচন কেন্দ্রগুলি দুইটা ব্লকে রাখার যুক্তিটা কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— যে সমস্ত জায়গায় ট্রাইবেল বেশী আছে এবং যেটা পশ্চাৎপদ, সেই সমস্ত জায়গাকেই আমরা ট্রাইবেল ব্লক অনুসারে সংরক্ষিত করি এবং তার সাথে সাথে পপুলেশন ফিগার মিলতে হবে। কারণ জেনারেল ব্লক এবং টি, ডি, ব্লক উভয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে এবং তাদিগকে যেসব সুবিধা দেওয়া দরকার সেই সমস্ত জায়গাতে টি, ডি, ব্লকগুলি খোলা হচ্ছে।

Mr. Speaker :— Shri Nishi Kanta Sarkar.

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৮।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৮ স্যার।

QUESTION

১। চূড়ান্ত নিষ্পন্নকৃত জরিপী মৌজার অন্তর্গত সরকারী খাস ভূমি, সরকারী কোন সেরেস্তা বন্দোবস্ত দেওয়ার অধিকারী এবং চূড়ান্ত অনিষ্পন্ন জরিপী মৌজারসরকারী খাস ভূমি, সরকারী কোন সেরেস্তার বন্দোবস্ত দেওয়ার অধিকারী ?

ANSWER

১। আঞ্চলিক মহকুমা শাসকগণকে দখল বিহীন খাস জমি এবং জরিপ ও বন্দোবস্ত বিভাগের কার্য্যকারককে বেআইনী ভাবে দখলীকৃত খাস জমি উপযুক্ত ক্ষেত্রে এলট করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। জরিপী মৌজার রেকর্ড চূড়ান্ত ভাবে প্রকাশিত হউক বা না হউক সকল ক্ষেত্রেই সরকারী খাস জমি এলট করা সম্পর্কে উপরোক্ত বিধি প্রযোজ্য।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীএসাদ আলী চৌধুরী।

শ্রীএসাদ আলী চৌধুরী :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৮৬।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৮৬ স্যার।

প্রশ্ন

ত্রিপুরা প্রশাসনের Food & Civil Supply Deptt. এর ১৯৬০ ইং সনের ১৪ই মে তারিখের 12 (5) FSD/60 নম্বর Notification অনুসারে সমগ্র ত্রিপুরায় ধান ও চাউল সংগ্রহের লক্ষ্য মাত্রা কত ছিল, এর মধ্যে এ পর্য্যন্ত কত সংগ্রহ হইয়াছে (upto Feb, 1968) পর্য্যন্ত।

উত্তর

এই নোটীফিকেশনে কোনও নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক লক্ষ্য মাত্রার ব্যবস্থা নাই।

শ্রীএসাদ আলী চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমার প্রশ্ন হল যে ধান চাউল যে রিকুইজিশান করা হইতেছে তার লক্ষ্য মাত্রা কত ছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আমি নোটিশ চাই।

শ্রীএসাদ আলী চৌধুরী :— যে সব কৃষকদের উপর রিকুইজিশান নোটিশ দেওয়া হচ্ছে, সেটা কোন ধারা মতে দেওয়া হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— এখানে বলাই হয়েছে যে ১২ (৫) এফ, এস, ডি। ৬০ নম্বর নোটিফিকেশান অনুসারে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৫।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৫ স্যার।

প্রশ্ন

ক) সরকারের ধান্য রিকুইজিসন আদেশের (Judicial or Executive order) বিরুদ্ধে আপত্তি দরখাস্তে কোর্ট ফি দিতে হয় কিনা ;

খ) ধান্য রিকুইজিসন কোন আইনের কোন ধারা মতে আদেশ ও নোটিশ দেওয়া হইয়া থাকে ;

গ) ধান্য রিকুইজিসনের প্রত্যেকটি কেইস্ হিসাবে কোর্টে রেজিষ্টারী-কৃত হয় কিনা এবং Cognizance নেওয়া হয় কিনা ?

উত্তর

ক) ধান্য রিকুইজিসন আদেশের বিরুদ্ধে আপত্তি দরখাস্তে কোন কোর্ট ফি দিতে হয় না।

খ) ১৯৬০ ইং সনের ত্রিপুরা ফুড্ গ্রেইনস্ অর্ডার এর ৩ ধারা মতে ধান্য রিকুইজিসন নোটিশ দেওয়া হইয়া থাকে।

গ) না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে ধর্ম্মনগর থেকে যে আপত্তি দরখাস্ত দেওয়া হয়েছে, তার প্রত্যেকটিতেই জুডিশাল ষ্ট্যাম্প দিয়ে করতে হয়েছে, নতুবা সেই আপত্তির দরখাস্ত গ্রহণ করা হয় না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আমি আগেই বলেছি যে ধান্য রিকুইজিশান আদেশের বিরুদ্ধে আপত্তি দরখাস্তে কোন কোর্ট ফি দিতে হয় না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, ধর্ম্মনগরের কোন আপত্তির দরখাস্ত কোর্ট ফি ছাড়া নেওয়া হয় নাই ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আমি নোটিশ চাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যদি এমন হয়ে থাকে যে, পাবলিককে পেনালাইজ করা হয়েছে, তাহলে কোন এ্যাকশান নেওয়া হবে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— যদির উপর কোন এ্যাকশান নেওয়া চলে না। পার্টিকুলার যদি কোন কেস্ থাকে, দিলে পরে আমি দেখতে পারি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— আমি এখানে প্রত্যেকটি আপত্তির দরখাস্তের কথাই বলেছি যে আপত্তির দরখাস্তে কোর্ট ফি ছাড়া নেওয়া হয় নাই।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আমি বলছি যে কোনরকম কোর্ট ফি এই ব্যাপারে নেওয়া হয় না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, এটা জুডিশ্যাল অর্ডার, না এক্‌জিকিউটিভ অর্ডার ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আমাদের আইনে এইরকম কোন কিছু নাই যে রিকুইজিশ্যান আদেশের বিরুদ্ধে আপত্তি দরখাস্ত কোর্ট ফি নেওয়া হবে না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— জুডিশ্যাল অর্ডার যদি না হয়, তাহলে চাজসীট কি করে হয় ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— এখানে বলা হয়েছে যে ধান্য রিকুইজিসনের প্রত্যেকটি কেস্ হিসাবে কোর্টে রেজিষ্টারি-ভুক্ত হয় কি না এবং কগনিজেন্স নেওয়া হয় কি না ? উত্তরে বলা হয়েছে 'না'। ১৯৬৫ইং সনের ত্রিপুরা ফুড গ্রেইন্‌স অর্ডার' এর ৩ ধারা মতে ধান্য রিকুইজিশন নোটীশ দেওয়া হইয়া থাকে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি জানতে চাচ্ছি যে জুডিশ্যাল অর্ডার যদি না হয়, তাহলে পরবর্তী সময়ে চার্জওয়ারেন্ট ইস্যু করতে পারে না। কোর্ট ছাড়া চার্জওয়ারেন্ট ইস্যু করার ক্ষমতা কোন অথরিটির নাই।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— ক্ষমতা যদি না থাকে তাহলে সে অথরিটিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। হি ক্যান গো টু দি কোর্ট।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী এরসাদ আলী চৌধুরী।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৮৩।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৮৩ স্যার।

QUESTION

১) উদয়পুরের মাসিক বরাদ্দকৃত চিনির পরিমাণ কত ; বরাদ্দকৃত সম্যক চিনি (Quota) দেওয়া হয় কি না ?

২) Essential commodities যথা— ডাল, তৈল, চিনি ইত্যাদি co-operative store হইতে বর্ত্তমানে দেওয়া হয় কি না ?

৩) ১৯৬৮ ইং সনের জানুয়ারী ফেব্রুয়ারীতে কি পরিমাণ চিনি, তৈল, ডাল উক্ত সংস্থার মারফতে উদয়পুরে দেওয়া হইয়াছে ?

ANSWER

১) ৫৫ কুইন্টল, সমাক চিনি দেওয়া হয়।

২) চাঁ, ডাল ও তৈল।

৩) প্রতি মাসে ৫৫ কুইন্টল করিয়া চিনি দেওয়া হইতেছে। উদয়পুর প্রাইমারী মার্কেটিং সোসাইটির কোন চাহিদা না থাকায় ১৯৬৮ ইং সনের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারীতে ত্রিপুরা হোলসেল কনসিউমার্স ষ্টোর্স হইতে উদয়পুরে ডাল ও তৈল দেওয়া হয় নাই।

Mr. Speaker :— There is one unstarred question. The Minister may lay on the Table of the House the reply of the Unstarred Question.

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER REGARDING PANEL OF CHAIRMAN,

Mr. Speaker :— In exercise of the powers conferred by Rule 11(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly, I do nominate the following Members to form a panel of Chairman :—

1. Shri Sunil Chandra Dutta.
2. Shri Suresh Chandra Choudhury.
3. Shri Monomohan Deb Barma.
4. Shri Abhiram Deb Barma.

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER REGARDING FORMATION OF COMMITTEES FOR THE YEAR 1968 69.

Mr. Speaker :— In exercise of the powers conferred by rule 163(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in The Tripura Legislative Assembly, I do hereby nominate the following Members to be Members of the COMMITTEES as mentioned below :—

(1) RULES COMMITTEE :

1.	Speaker,	Chairman, Ex-Officio.
2.	Deputy Speaker,	Member.
3.	Shri Baju Ban Riyan,	—do—
4.	Shri Abdul Wazid,	—do—
5.	Shri Rajkumar Kamaljit Singh,	—do—
6.	Shri Abhiram Deb Barma.	—do—

(2) BUSINESS ADVISORY COMMITTEE :

1.	Speaker.	Chairman, Ex-Officio.
2.	Deputy Speaker.	Member.
3.	Shri Angju Mag.	—do—
4.	,, Ghanashyam Dewan.	—do—
5.	,, Abdul Wazid.	—do—
6.	,, Bidya Ch. Deb Barma.	—do—

(3) COMMITTEE ON PRIVILEGES :

1.	Deputy Speaker,	Chairman, Ex-Officio
2.	Shri Monomohan Deb Barma.	Member.
3.	,, Rabindra Ch. Deb Rankhal.	—do—
4.	,, Baju Ban Riyan.	—do—
5.	,, Umesh Lal Singh.	—do—
6.	,, Aghore Deb Barma.	—do—

(4) COMMITTEE ON PETITIONS :

1.	Shri Umesh Lal Singh.	Chairman.
2.	,, Rabindra Ch. Deb Rankhal.	Member.
3.	,, Suresh Ch. Choudhury.	—do—
4.	,, Kshitish Ch Das.	—do—
5.	Smt. Renu Chakraborty.	—do—
6.	Shri Bidya Ch. Deb Barma.	—do—

(5) COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS ;

1.	Shri Benode Behari Das.	Chairman.
2.	,, Monomohan Deb Barma.	Member.
3.	,, Naresh Roy.	—do—
4.	,, Binoy Bhusan Banerjee.	—do—
5.	,, Kshitish Ch. Das.	—do—
6.	,, Bidya Ch. Deb Barma.	—do—

(6) COMMITTEE ON DELEGATED LEGISLATION :

1.	Shri Ershad Ali Choudhury.	Chairman.
2.	,, Rajkumar Kamaljit Singh.	Member.
3.	,, Naresh Roy.	—do—
4.	,, Angju Mag.	—do—
5.	Smt. Renu Chakraborty.	—do—
6.	Shri Abhiram Deb Barma.	—do—

For the constitution of the Committee on Estimates and Public Accounts Committee, I have received the nomination of six candidates for each of the said Committee and as such I do hereby announce that the following Committees be constituted with the Members as noted for each below :—

(7) COMMITTEE ON ESTIMATES :

1.	Shri Sunil Chandra Dutta.	Chairman.
2.	„ Radhika Ranjan Gupta.	Member.
3	„ Debendra Kishore Choudhury.	--do
4.	„ Jatindra Kumar Majumder.	—do—
5,	„ Nishi Kanta Sarkar.	—do—
6	„ Aghore Deb Barma.	—do—

(8) PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEES :

1.	Shri Upendra Kumar Roy.	Chairman,
2.	„ Promode Rn. Das Gupta.	Member.
3.	„ Suresh Ch. Choudhury.	—do—
4.	„ Benoy Bhusan Banerjee.	—do—
5.	„ Ghanashaym Dewan.	—do—
6.	„ Aghore Deb Barma.	—do—

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business is the presention of the Third Report of the Committee on Estimates. I would call on Shri Sunil Ch. Dutta, Chairman of the Committee to proceed to present before the House the Third Report of the Committee on Estimates for 1967-68.

Shri Sunil Ch. Dutta :—Mr. Speaker, Sir, I, the Chairman of the Committee on Estimates having been authorised by the Committee to submit the report on its behalf, present this 3rd Report in respect of Milk Supply Scheme, Hospitals and Dispensaries under the Animal Husbandry Department. Minor Irrigation Scheme under the Public Works Department and Social Development Services under the Co-operative Department and Plan Schemes under Forest Department for 1967-68.

(ii) The Committee met for 18 days to consider and examine the schemes under report. In course of examination of this estimates, the Committee took evidence from the departmental representative for clarification of the points raised by the Committee. The observations and recommendations of the Committee have been based on the records and written materials including notes made available and oral evidence given before the Committee. The Committee finalised its recommendations at

its meeting held on 29. 2. 68. In course of examining the estimates, the Committee experienced difficulties in respect of materials due to be furnished by the different departments under examination. The departmental representatives in most cases did not come prepared as a result of which the works of the Committee were impeded. Secondly information to be furnished by the departmental representatives committed by them did not reach Assembly Secretariat in time. It was experienced that such information reached this Secretariat at the eleventh hours leaving on schope to the members of the Committee to go through it. The Committee was not happy over this indifferent attitudes of the departmental officers. The Committee would, however, expect to have information and materials in time for examination of the estimates and framing its recommendations.

(iii) The observations and recommendations of the Committee on different estimates mentioned above are appended herewith separately.

I lay the appendices on the table of the House.

Mr. Spaaker :—Next, third report of the Committee on Estimates of the Tripura Legislative Assembly is to be taken into consideration. I would call on Shri Sunil Ch. Dutta to move his Motion for consideration of the 3rd Report of the Committee on Estimates.

Shri Sunil Ch. Dutta :—Mr. Speaker. Sir, I beg to move that the Third Report of the Committee on Estimates be taken into consideration at once.

Mr. Speaker :—Now any member can discuss the report.

Shri T. M. Dasgupta :—The report has just been presented before the House. How it can be discussed now ? It can be discussed on subsequent dates.

Mr. Speaker :—You can discuss it if you like.

Shri Sunil Ch. Dutta :—The question raised by the Hon'ble Minister that a subsequent date may be fixed for discussion may be considered by the Speaker.

Mr. Speaker :—If this is the opinion of the House then you may have time.

Shri P. R. Das Gupta :—As it is যদি পাশ করিয়ে দেওয়া হয়, without discussion, তাহলে আমাদের বলার কিছু নাই, আর যদি ডিসকাশন করতে হয়, we must have time.

Mr. Speaker :—Now I may leave it to the House to decide.

Shri S. L. Singh :—As it is tradition of the House, I think tradition must be followed.

Mr. Speaker :—We are to follow the tradition of the House, so we have no time for discussion. Now I would call on Shri Sunil Ch. Dutta, Chairman to move his motion for adoption of the Report.

Shri S. Dutta :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the 3rd Report of the Committee on Estimates of the Tripura Legislative Assembly be adopted.

The Motion was put to vote and passed by voice vote. The Motion was adopted.

Presentation, consideration & adoption of the 4th Report of the Committee on Privileges.

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business is presentation of the 4th Report of the Committee on Privileges. I would call on Shri Umesh Lal Singh, Chairman to proceed to present before the House the 4th Report of the Committee on Privileges.

Shri U. L. Singh :—Hon'ble Speaker, Sir, I beg to move that the 4th Report of the Committee on Privileges be taken into consideration forthwith.

The motion was put to vote and passed by voice vote.

Mr. Speaker :—Now, I call on Shri Umesh Lal Singh, Chairman to move his Motions that this House agrees with the recommendations contained in the 4th Report of the Cammittee on Privileges.

Shri U. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that this House agrees with the recommendations contained in the 4th Report of the Committee on Privileges.

The motion was put to vote and passed by voice vote. The Motion was carried.

Shri S. L. Singh :—Hon'ble Speaker, Sir, regarding discussion on various reports, we would like to discuss with you after recess.

Mr. Speaker :—Alright.

INTRODUCTION. CONSIDERATION & ADOPTION OF THE 5TH REPORT OF THE RULES COMMITTEE.

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business, the 5th Report of the Rules Committee is to be introduced in the House. I would call on Shri Monoranjan Nath to move his motion for leave to introduce the Report.

Shri Monoranjan Nath :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the 5th Report of the Rules Committee.

The motion was put to vote and passed by voice vote. The leave to introduce the 5th Report of the Rules Committee was granted.

Mr. Speaker :—I shall call on Shri Monoranjan Nath to move his motion to introduce the 5th Report of the Rules Committee.

Shri Monoranjan Nath :—Mr. Speaker, Sir, I beg to introduce the 5th Report of the Rules Committee.

The motion was put to vote and passed by voice vote. The 5th Report of the Rules Committee was intorduced.

Mr. Speaker :—Next, the 5th Report of the Rules Committee is to be taken into consideration. I shall call on Shri Monoranjan Nath to move his Motion for consideration of the 5th Report of the Rules Committee.

Shri Monoranjan Nath :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the 5th Report of the Rules Committee be taken into consideration at once.

The motion wss put to vote and passed by voice vote. The Motion was considered.

Mr. Speaker .—Now, I shall call on Shri Monoranjan Nath to move his motion for adoption the 5th Report of the Rules Committee.

Shri Monoranjan Nath :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the 5th Report of the Rules Committee be adopted.

The motion was put to vote and passed by voice vote, The Motion was adopted.

GOVERNMENT BUSINESS (FINANCIAL)

Voting on Demands for Grants for 1968-69,

Mr. Speaker :— Next item in the List of Business, 8 Demands viz. Demand Nos 22-Labour and Employment, 26-Public Works (including roads) 27-Capital Outlay on Public Works, 28—Road & Water Transport Schemes, 42—Capital Outlay on Public Works, 43—Capital Outlay on Other Works, 24—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) and 40—Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) are to be disposed of

Members have received the List of Business along with the Appendix showing Demands to be moved by the Finance Minister. Now the Finance Minister will move his demands standing in his name one by one when

called by me and as soon as the Finance Minister has moved his demands there will be discussion on the demands. Thereafter when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister to move the Demand Nos.—26, 27, 28, 42, 43, 24 & 40 together and I shall have one general debate on these Demands as they are of allied nature; of course I shall dispose of the demands separately.

Now. I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No.—22—Labour and Employment.

Shri Krishnadas Bhattacharjee:—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 12,04,000/-. [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1969 in respect of Demand No. 22—Labour & Employement.

Mr. Speaker :— Will any member participate in the debate on this Demand ? Shri Promode Rn, Dasgupta.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—স্পীকার স্যার, আমদের হাউসের সামনে আজকে লেবার অ্যাণ্ড এমপ্লয়মেন্ট ডিমাণ্ড নাম্বার—২২ উপস্থিত করা হয়েছে। সেখানে বাজেট এসটিমেটে ৬৮-৬৯ সালে ১২,০৪,০০০টাকা ধরা হয়েছে এবং আমরা দেখছি যে গত বৎসরে রিভাইজড এসটিমেটে সেখানে ছিল ৮,৪৬,০০০ টাকা। এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে রিপোর্ট আমাদের সামনে রেখেছেন সেখানে আমরা দেখছি যে ত্রিপুরার বেকারের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে এবং যতদূর আমরা জানতে পেরেছি যে এমপ্লয়মেন্ট একচেঞ্জের রেজিস্টার্ড বেকারের সংখ্যা প্রায় ১৬,০০০এ দাঁড়িয়েছে এবং সেখানে গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যাই ৫০০এর মত হবে। তার সাথে সাথে এই যে দিনের পর দিন বেকার সমস্যা এবং বেকারের সংখ্যা বাড়ছে সেটা আমাদের একটা চিন্তার বিষয়। কারণ এই সমস্যা যদি আমরা সুষ্ঠভাবে সমাধান না করতে পারি তাহলে আমাদের বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। তাই তার আলোচনার আগে আমি লেবার ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে কতগুলি বক্তব্য হাউসের সামনে রাখছি। এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ২২এ দেখা যায় স্টাফ ফর ফিক্সেশন অব মিনিমাম ওয়েজেস ফর অ্যাগ্রিকালচারাল লেবার। আমি জানি না যে ত্রিপুরার ক্ষেত মজুর যারা, তাদের মিনিমাম ওয়েজকে এনফোর্স করবার জন্য শ্রম দপ্তর আজ পর্যান্ত কি কাজ করেছেন এবং আমার মনে হয় মিনিমাম ওয়েজ ফিক্স সম্পর্কে আমাদের শ্রম দপ্তর সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আমি আশাকরি আমাদের শ্রম দপ্তর এই সম্পর্কে কতদূর কাজ করেছেন তার একটা স্টেটমেন্ট আমাদের কাছে দেবেন। তারপর আমি কতগুলি কথা এই হাউসের সামনে রাখছি।

ত্রিপুরা একটা ছোট জায়গা, ইণ্ডাষ্ট্রি বলতে বিশেষ কিছু এখানে নেই। যে ৫২টা চা বাগান আছে তার মধ্যে থেকে আমাদের শিল্পনীতির ফলে ৮।১০টা চা বাগান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেই দিক দিয়ে আমাদের অনেক শ্রমিক বেকার হয়েছে। আমার বিশ্বাস ত্রিপুরার প্ল্যানটেশান অ্যাক্ট অ্যাণ্ড রুলসের সেভেনটি ফাইভ পারসেন্ট যে প্রভিশন সেটাও কোন বাগান আজ পর্যান্ত মানে নাই। আমি জোর করে বলতে পারি আমাদের অনেক বাগানেই একমাত্র প্ল্যানটেশন অ্যাক্ট অ্যাণ্ড প্রভিশনের মিনিমাম ওয়েজ, বোনাস ইত্যাদি কয়েকটি ছাড়া আর কিছুই তারা মানছে না। এমন কি লেবার অফিস থেকে সেটাকে ইমপ্লিমেণ্ট করার প্রচেষ্টা সম্পর্কে আমি সন্দিহান। এই চা শ্রমিকদের বেতন ১৷৫৯ পয়সা। কিন্তু এই ১৷৫৯ পয়সাতে তারা চলতে পারে না। আদার অ্যামিনিটিজ যা তাদের প্রাপ্য যেমন, লীভ উইথ ওয়েজেস, বোনাস এবং অন্যান্য যেসব অ্যামিনিটিজ বা ওভারটাইম ইত্যাদি ঠিক ঠিক ভাবে কতগুলি বাগানে এনফোর্স করা হয়েছে সেই সম্বন্ধে আমি সন্দিহান। ত্রিপুরারাজ্যে প্রাচেস বলে কোন জিনিষ কোন ফ্যাকটরীতে আছে বলে আমার জানা নেই। তারপর আমি আর একটি কথা বলব যে আমাদের দোকান কর্মচারীদের ব্যাপারে আমরা রিপোর্টে পেয়েছি যে ৬৭ সালের এপ্রিল মাসে এই রিপোর্টটি সেক্রেটারিয়েটে এসে পড়ে রয়েছে। আমি চিন্তা করতে পারি না শপ অ্যাক্ট যেটা ওয়েষ্ট বেংগলে চালু করা হয়েছে সেটা কেন আজও আমাদের সামনে আসে নি। আমরা শ্রম দপ্তর রেখেছি, কারণ শ্রম দপ্তরের প্রয়োজন আছে। কিন্তু শ্রম দপ্তরের প্রতিটি অফিসার এবং কর্মচারীদের দেখতে হবে যে এই ত্রিপুরার শ্রমিক এবং দোকান কর্মচারী এবং অন্যান্য চা শ্রমিক বা ইনডাষ্ট্রিয়াল শ্রমিক যারা আছে তারা যাতে মিনিমাম ওয়েজ, পেমেন্ট অব মিনিমাম ওয়েজ অ্যাক্ট এবং কন্ট্রাক্ট অ্যাক্টের সুযোগ পায়, না হলে পার্লামেন্টে এসব অ্যাক্ট কেন পাশ করা হয়েছে যদি কার্যক্ষেত্রে এইগুলি রূপায়িত করা না হয়? ত্রিপুরার শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এসব অ্যাক্ট কতদূর রূপায়িত করা হয়েছে সেটা আমার জানা নাই। সেজন্য আমি উদাহরণ দিয়েছি যে দোকান কর্মচারীদের ড্রাফটস বিলটা আজও পড়ে রয়েছে, সেটা কার্যকর করা হয় নি। তারপর অন্যান্য শ্রমিক সংস্থার ক্ষেত্রেও দেখেছি পথে ঘাটে মিছিল এবং নানা রকম দাবী দাওয়া। সেখানে আমি আশা করব যে আমাদের শ্রমদপ্তর শ্রমিকদের এই সমস্যার, যেমন সামিল শ্রমিকরা ধর্মঘট করে রয়েছে অনেকদিন ধরে। তাদের এবং মালিকের মধ্যে যে সমস্যাটা সেটাকে সমাধান করবার মত দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষমতা এবং উভয়ের সাথে মিলে মিশে যাতে ন্যায্য একটা সমাধানে আসা যায় সেটা করার দায়িত্ব হচ্ছে এই শ্রম দপ্তরের এবং সেই অ্যাকটিভিটীজ আমরা দেখতে চাই কার্য্য ক্ষেত্রে, পেপারে নয়, কাগজে নয়। আমি এখানে এই কথাটা বলছি এই জন্যে যে আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ওয়ার্কাস, ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এষ্টেটে, অরুন্ধুতিনগর বা অন্যান্য ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এষ্টেট যেগুলি সরকারী প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলির মধ্যে ১৯৬১-৬২ কিংবা ১৯৬৩ সালে শ্রমিক সংখ্যা যেখানে ছিল পাঁচ শত থেকে ছয় শত, এখন সেটা নেমে এসে ৭৫ থেকে ৮০তে দাঁড়িয়েছে। কেন, কি জন্য? যেখানে দিনের পর দিন শ্রমিক বেকার সমস্যা বাড়ছে, সেখানে এই সব ফ্যাক্টরীতে দিনের পর

দিন ডুইণ্ডিল হচ্ছে, দিনের পর দিন শ্রমিক সংখ্যা কমছে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে, এই যে শিল্প বিভাগ তার শিল্প নীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন নাই এবং তার সাথে সাথে শ্রম দপ্তর, এই সব যে শ্রমিক তাদের মিনিমাম ওয়েজের বন্দোবস্ত করা, তাও করতে পারেন নাই। অনেক সময় প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে যে, তারা অভিযোগ করেনি, তাদের কাছ থেকে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি ইত্যাদি। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে, যেখানে প্রভিশান আছে যে শ্রম দপ্তর দেখবে যাতে শ্রমিকদের উপর কোনরকম উৎপীড়ন করা না হয়, আট ঘন্টার বেশী তাদের দিয়ে কোন কাজ না করান হয়, যদি করান হয়, তাহলে তাদের ওভার টাইম এ্যালাউয়েন্স দিতে হবে, মিনিমাম ওয়েজ যাতে তারা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা। কিন্তু আজ পর্যান্ত একটা সরকারী দপ্তর, শিল্প প্রতিষ্ঠান, তাব যে শ্রমিকরা আছেন, এখনও তারা ৮০।৯০ টাকার বেশী বেতন পাচ্ছেন না। শুধু তাই নয়, এই খবরও আমি পেয়েছি, অনেক শ্রমিক ফাক্টরীতে নানা রকমএর এ্যাক্সিডেন্ট হয়, তাদের হসপিটালে যেতে হয় এবং ট্রীটমেন্ট হয় তারপর হাসপাতাল থেকে সার্টিফিকেট প্রডিউস করলেও তাদের চাকুরী চলে যায়, আবার তাদের রি-এমপ্লয়মেন্ট দিতে হয়। সেই দিকে শ্রম দপ্তরকে নজর দিতে হবে। সেই বিষয়ে শ্রম দপ্তর কতটুকু এগিয়েছেন আমি জানি না। মাননীয় শ্রম মন্ত্রী মারফত এই বিষয়ে হয়ত কিছুটা জানতে পারব, আমি সেইদিকে শ্রম মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কারণ আমাদের ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার বেশীরভাগই হচ্ছে কৃষক এবং শ্রমিক। এদিকে লক্ষ্য রেখে পালামেন্ট লোক-সভায় যে সব আইন পাশ করা হয়েছে সেগুলি আমাদের ত্রিপুরায়ও প্রবর্ত্তন করা হয়েছে এবং সেই আইনগুলি কার্য্যে কতদূর পর্যান্ত রূপায়িত হয়েছে, সেই সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু জানিনা। তবে কয়েকটি বিষয়ে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। এখানে যে লেবার ওয়েল-ফেয়ার সেন্টার এবং স্কীম ফর ভোকেশনাল ট্রেনিং, ইত্যাদির জন্য প্রভিশান রাখা হয়েছে, চা বাগানে তাদের যাতে নানারকম ট্রেনিং দিয়ে, তারা যাতে বেশী টাকা পায়, অবসর সময় নানারকম জিনিষপত্র তৈরী করে অর্থ উপার্জ্জন করতে পারে, এইসব প্রচুর সুবিধা যে করে দিচ্ছেন তার জন্য আমি শ্রম দপ্তরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তার সাথে সাথে এইটুকু বলব যে কত পারসেন্টেজ অব লেবার ওয়ার্কাস এর ছেলে এইসব কাজে যোগ দিচ্ছে তার একটা সংখ্যা যদি আমরা জানতে পারতাম তাহলে আমাদের সুবিধা হত। তাতে বুঝতাম ত্রিপুরার অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে, এবং শ্রমিক ভাইদের ছেলেরা এতে উৎসাহের সহিত যোগ দিচ্ছে কিনা? আমাদের বাগানের মালিক এই সমস্ত শ্রমিকদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য কোনরকম স্কুলের ব্যবস্থা করে নাই। কিন্তু এই সমস্ত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে স্কুলে যাবার সুযোগ সুবিধা পেলে মানুষ হত, নিজেকে উন্নত করতে পারত। কিন্তু সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধার অভাবে তারা অকাট হয়ে যাচ্ছে। বালোয়ারা সেন্টার মারফত তারা যাতে লেখা-পড়া শিখতে পারে তার ব্যবস্থা করা উচিত। মনতলা চা বাগানের ওয়ার্কিং ক্লাসের একটী ছেলে, আমি শুনেছি যে মেট্রিক পাশ করে, পি, ইউ, পাশ করেছে; কিন্তু তার দুর্ভাগ্য যে ওয়ার্কারের ছেলে হয়েও সে আজ পর্যান্ত কোন চাকুরী পায় নাই, বেকার রয়ে গেছে। সেই

দিক দিয়ে শ্রম দপ্তরকে নজর দিতে হবে, শ্রমিকের ছেলেদের যাতে চাকুরী হতে পারে, এটা আমি মনে করি শ্রম দপ্তরের দায়িত্ব। মাননীয় স্পীকার, মহোদয়, আলোচনা করতে যেয়ে আমি আরও একটি দিকে নজর রাখছি, সেটা হচ্ছে, যে সমস্ত সেণ্টারে সরকারী প্রদত্ত বেত, বাঁশ দিয়ে জিনিষপত্র তৈরী হয় এবং সেইসব জিনিষ বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যায়, লেবার দপ্তর থেকে তার কোন আয়, ব্যয়ের হিসাব আমরা পাচ্ছি না এবং সেটা কি ভাবে দেওয়া হয়; যে সমস্ত শ্রমিক এই সমস্ত জিনিষ তৈরী করে, তারা কিছু পায় কি না সেটা আমি শ্রম দপ্তর থেকে জানতে চাচ্ছি। আমার কথা হচ্ছে, বিক্রি করে যে আয়টা হয়, সেটা শ্রমিকদের মধ্যে ডিষ্ট্রিবিউট করে দেওয়া উচিত। তাতে তাদের উৎসাহ বাড়বে এবং সেই সব ব্যাপারে যোগদান করবে। তাই আমি আমাদের লেবার এবং এমপ্লয়মেণ্ট, ডিমাণ্ড নাম্বার ২২ এর উপর আলোচনার ক্ষেত্রে এই কয়টি বিষয়ে মাননীয় শ্রম মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তার সাথে সাথে আমি একথাও বলছি যে, আমাদের ট্রেনিংএর খাতে যে টাকা রাখা হয়েছে সেটা একটা বিরাট অংক, ১,১৪,০০০। বর্ত্তমানে আমি যতটুকু জানি, যারা এইসমস্ত ট্রেনিং দিয়ে বেরিয়ে আসছে, তারা চাকুরীর বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, চাকুরী পাচ্ছে না। সেই দিকে আমি শ্রম দপ্তর থেকে বিশেষভাবে চেষ্টা করতে বলব, যে সব ট্রেনিং সেণ্টার থেকে যারা বেরিয়ে আসে, তারা যাতে চাকুরী পেতে পারে, চাকুরীর সংস্থানের দায়িত্ব আমাদের শ্রম দপ্তরের সক্রিয়ভাবে গ্রহণ করা উচিত।

তারপর কালেকশান অব এমপ্লয়মেণ্ট মার্কেট ইন্‌ফরমেশান, এটা খুব ইমপর্ট্যাণ্ট ব্যাপার। অন্যান্য জায়গায় কি মূল্য, কি রেটে জিনিষ পত্র বিক্রি হচ্ছে, তার যে সাপ্তাহিক রিপোর্ট, তার উপর ভিত্তি করে, আমাদের শ্রমিকদের হাজিরা, অন্যান্য ডি, এ, এবং বোনাস ইত্যাদি ঠিক করা হয়। অতএব সেই যে কালেকশান সেটা সঠিকভাবে হওয়া দরকার এবং এই কালেকশানের উপর ভিত্তি করে কি পারসেন্‌টেজ, জিনিষ পত্রের মূল্য কতদূর বেড়েছে, একটা ইয়ারকে বেস ইয়ার ধরে, শ্রমিকের ভাতা বাড়ানোর দিকে শ্রম দপ্তর অগ্রসর হয়েছেন কিনা আমি জানতে চাচ্ছি এবং আশা করি সেটাকে লক্ষ্য রেখে শ্রম দপ্তর অগ্রসর হবেন, যাতে শ্রমিকরা এই দুর্দিনে, যেখানে জিনিষ পত্রের দাম বেড়ে গেছে এবং স্কেয়ারসিটি এবং সোরিং প্রাইসের দিনে সমস্ত মালিকরা, ব্যক্তিগত মালিকই হউক আর সরকার মালিকই হউক, যাতে তাদের কেউ শ্রমিকদের কোন দিক থেকে বঞ্চিত না করতে পারে সেইদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবার জন্য আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে শ্রম দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Any other member ?

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ডিমাণ্ড নাম্‌বার ২২ —লেবার অ্যাণ্ড এমপ্লয়মেণ্টের সমর্থনে দু'একটি কথা বলব। আজকাল শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দূরবর্তী ইণ্টিরিয়র এলাকার ছাত্র যারা, সেভেন, এইট, নাইন, টেন বা হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ

করতে পারে নাই, তারা আগরতলায় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম রেজিস্ট্রারী করে চলে যায়। তারপর তারা বছরের পর বছর শুধু কার্ড রিনিউ করতে থাকে কিন্তু ইন্টারভিউর কোন খবর তারা পায় না। সুতরাং তাদের কোন্ সময়ে ইন্টারভিউ দিতে হবে, কোন ডিপার্টমেন্টে চাকরী খালি আছে, তা তারা জানে না। কারণ আগরতলাতে যাওয়া আসা করতে তাদের অনেক টাকা পয়সা খরচ হয়, এমনকি বছরে একবার আগরতলায় আসতেও তারা অক্ষম। সুতরাং এইসমস্ত ছেলেদের ভাগ্যে চাকুরী যাতে জোটে, সেজন্য আমার মনে হয় স্থানীয় বি, ডি, ও অফিসের মারফত তাদের চাকরীর ব্যবস্থা করাই ভাল। এই দিক দিয়ে আমি মাননীয় শ্রম মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যাতে ভবিষ্যতে উপজাতি ছাত্রদের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরীতে নেওয়া হয়। মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টের ছোট ছোট চাকুরীতে, অ্যানিমেল হাজবেণ্ড্রীর ছোট ছোট চাকুরীতে বা পঞ্চায়েতের চাকুরীতে যাতে তারা ব্লকের মারফত সুযোগ পেতে পারে সেজন্যই আমি অনুরোধ করছি।

Mr. Speaker :— Any other member ?

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :— অনারেবল স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ২২—লেবার অ্যাণ্ড এমপ্লয়মেন্টে যে বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন, তাকে আমি সমর্থন করছি। এই সম্বন্ধে আমার পূর্ববর্তী বক্তা মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত অনেক কিছু বলেছেন। তবে আমি একটা বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই; দেখা যায় বর্তমানে যে কতকগুলি বালোয়ারা সেন্টার আছে তদুপরি আরও কতকগুলি বালোয়ারা সেন্টার খোলার প্রস্তাব করেছেন। বালোয়ারা সাধারণত স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে যে সমস্ত ছেলেমেয়ে পড়তে চায় তাদিগকে একটা বেসিক আইডিয়া দেওয়ার জন্য সকাল থেকে ক্লাস করা হয়। একটা জিনিষ আমরা দেখতে পেয়েছি যে ওয়ার্কিং মাদারস্ যারা চা বাগানে কাজ করতে বের হয় তাদের ছেলেমেয়েদের বাড়ীতে দেখা শুনা করবার কোন লোক থাকে না। তাই অনেক লেবার সেন্টারগুলিতে ক্রেচিং সেন্টার নামে একটা সেন্টার করা হয়, যেখানে ওয়ার্কিং মাদারস্ কাজ করতে বের হলে তাদের ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করা হয় এবং এটার মাধ্যমে কিছু কিছু এডুকেশনও দেওয়া হয়। ওয়ার্কিং মাদাররা কাজ থেকে ফিরে না আসা পর্য্যন্ত এই ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব ঐ ক্রেচিং সেন্টারের থাকে। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যে, এই সমস্ত ক্রেচিং সেন্টারের মারফতে যাতে ওয়ার্কিং মাদারদের ছেলেমেয়েদের রাখার সুবিধা করে দেওয়া হয়, নতুবা তাদের কাজ করতে খুবই অসুবিধা হয়। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Any other member ?

শ্রীনরেশ রায় :— অনারেবল স্পীকার স্যার, লেবার অ্যাণ্ড এমপ্লয়মেন্টে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে সেটার সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। বর্তমানে আমরা দেখতে পাই যে লেবার অ্যাণ্ড এমপ্লয়মেন্ট একটা ভীষণ সমস্যার বিষয়। লেবার আন্দোলন

জায়গায় জায়গায় গড়ে উঠছে এবং আন এমপ্লয়মেন্ট প্রব্লেম দিন দিন বাড়ছে। অবশ্য অনেক চিন্তা ও অনেক পদ্ধতি গ্রহণ করে চেষ্টা চলছে যে কি ভাবে এই রাজ্যের এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন মানুষকে শ্রমে সুষ্ঠু ভাবে নিয়োগ করতে পারা যায়। এই জন্য ভারতবর্ষের এবং ত্রিপুরা রাজ্যে যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে সেই পদ্ধতিতে কোন দিক দিয়ে কোন রকম ভুল ত্রুটি আছে বলে মনে হয় না, তবে সেই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়ত অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয় এবং এই অসুবিধার দরুণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের গলদ দেখা যায়। তবে এমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে আমার বলার কথা হল এই যে, দিন দিন যে আন এমপ্লয়মেন্ট প্রব্লেম এই দেশে বাড়ছে তার কি সলিউশন করা যেতে পারে? সেজন্য এমপ্লয়মেন্ট বিভাগ থেকে যদি কোন রকমের সুষ্ঠু পরিকল্পনা করা যায়, শ্রম দপ্তর থেকে যদি সুষ্ঠু পরিকল্পনা করা যায়, তাহলে এই অবস্থার সমাধান করা যায়। সেই উদ্দেশ্যে আমার নিজস্ব একটা সাজেশন আজকে দিতে চেষ্টা করব। সেটা হল এই, আমার মনে হয় যে ত্রিপুরা রাজ্যে যদি ঠিক ঠিক ভাবে ছোট ছোট ধরণের ইণ্ডাষ্ট্রি আরও গঠন করা যায় তাহলে কিছু সংখ্যক মানুষকে আমরা ইণ্ডাষ্ট্রির ক্ষেত্রে নিয়োগ করতে পারব। সেই ইণ্ডাষ্ট্রিগুলি কি ধরণের? যেমন, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ধন সম্পদ যথেষ্ট আছে এবং এই সম্পদের কতগুলকে আমরা বিভিন্ন ইণ্ডাষ্ট্রিতে নিয়োগ করে সেই ইণ্ডাষ্ট্রিগুলিতে বিভিন্ন রকমের জিনিষ তৈরী করতে পারি। অবশ্য ত্রিপুরাতে সেই প্রচেষ্টা আছে এবং সেটা অতি সামান্য ধরণের, সেটাতে নানা রকম ভুল ত্রুটি আছে, সেটা ঠিক সাকসেসফুল প্রচেষ্টা নয়। কিভাবে সেই প্রচেষ্টাকে আমরা সাকসেসফুল করে নিতে পারি, সেই দিকে সরকার যেন লক্ষ্য রাখেন। এছাড়া ত্রিপুরায় বিভিন্ন রকমের ফল হয়, যেমন কাঁঠাল, লেবু, আনারস ইত্যাদি। এই সমস্ত ফলের রস আহরণ করে কিভাবে তা থেকে অর্থ লাভ করা যায় সেটাও একটা চিন্তার বিষয় এবং সেই দিকে চিন্তা অবশ্য করা হচ্ছে কিন্তু সেই অনুসারে কাজ চলছে বলে আমার মনে হয় না। আমার মনে হয় ত্রিপুরায় বিভিন্ন ধরণের ফলের ইণ্ডাষ্ট্রি যদি গড়ে উঠে তাহলে আন-এমপ্লয়মেন্টের যে প্রব্লেম আছে তার কিছুটা লাঘব হতে পারে। আর একটা জিনিষ পাশাপাশি আমরা দেখতে পাই, শিল্পের সঙ্গে এ্যাগ্রিকালচার একটা ইমপোর্টেন্ট জিনিষ। কিন্তু এ্যাগ্রিকালচারের কথা যদি চিন্তা করি তাহলে দেখি দিন দিনই মানুষ এ্যাগ্রিকালচার থেকে সরে আসছে। এ্যাগ্রিকালচার করতে বিশেষ কেউ আগ্রহী নয়, অন্য যেকোন কাজ করতে রাজী আছে। যেমন একজন লোক সাধারণ লেবার, এ্যাগ্রিকালচার তার বংশগত ভাবে কিছু জানা আছে, সেও এ্যাগ্রিকালচার করতে যাবে না, অথচ সে একটা পিওনের চাকুরী নিতে চাইবে। এ্যাগ্রিকালচারের দিকে যদি লোক আকৃষ্ট হত তাহলে দুটো প্রব্লেম, ফুড অ্যাণ্ড আন-এমপ্লয়মেন্ট, এক সঙ্গে সলভ হত, সেজন্য আমি প্রস্তাব করি সরকার নিজে যদি লোককে এমপ্লয়মেন্ট দিয়ে অ্যাগ্রিকাল-চার করান তাহলে ভাল হয়। যদি কতকগুলি এ্যাগ্রিকালচার্যাল ফার্ম করা যায় তাহলে আমার মনে হয় আমাদের এই দুটো প্রব্লেমই কিছুটা কমে যাবে এবং শ্রমিকদেরও কিছুটা নজর এ্যাগ্রিকালচারের দিকে পড়বে।

শ্রীনরেশ রায় :— সেইজন্য ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এবং এগ্রিকালচারেল ইনষ্টিটিউট যাতে বিভিন্ন ধরণের গড়ে উঠে, সেই দিকে ত্রিপুরা সরকারের দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন মনে করি। আরেকটা জিনিষ হল শ্রম এবং শ্রমের মূল্য এই দুইটা জিনিষ পাশাপাশি চলে, দুইটার মধ্যে খুবই ঘনিস্ট সম্পর্ক। প্রায়ই আমরা দেখি যে শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ আছে। কারণ কি? আমার মনে হয় শ্রমিকদের মধ্যে যে ক্লাসিফিকেশান আছে, কে কি রকম শ্রমিক হবে, কাকে কোন দিকে নিয়োগ করা হবে ইত্যাদি ঠিক ভাবে করা হচ্ছে না এবং সেই জন্যই শ্রমিকদের যে ন্যায্য পাওনা, সেটাও ঠিক ভাবে দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠছে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একজন শ্রমিক ৫০ টাকা রোজগার করছে, আবার কোন কোন শ্রমিক সেই একই সময়ে হয়ত পনের টাকাও রোজগার করতে পারছে না। শ্রমের একটা সীমা আছে এবং শ্রমিকরা তার শ্রমের বিনিময়ে ন্যায্য মজুরী যাতে পায় সংকল্প একটা সুষ্ঠু চিন্তা ধারা নেওয়া যায় কিনা, ত্রিপুরা সরকার সেটা বিবেচনা করতে পারেন। শ্রমিকদের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমাদের আরও সজাগ দৃষ্টি থাকা দরকার। যেমন কৃষি শ্রমিক যারা আছেন, তারা কৃষিকার্যে নিয়োজিত থাকেন এবং তারা স্বভাবতঃই নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে পারেন না। তাদের স্বাস্থ্যকে সুষ্ঠু ভাবে গড়ে তোলা অবশ্য প্রয়োজন। এমন একটা দপ্তর থাকা উচিত যারা সব সময় এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখবে যাতে দৈনিক শ্রমিক, কৃষক, মজুরের স্বাস্থ্য অটুট থাকে। আমাদের সেইজন্য প্রচেষ্টা আছে, আমাদের লক্ষ্য আছে কিন্তু থাকা সত্বেও সেটা যে পরিমাণ হওয়া দরকার ছিল, ঠিক ততটুকু নাই। সেইজন্যই আমার বলা দরকার যে এই সমস্ত শ্রমিক স্বাস্থ্যের অভাবে যেন অকর্মণ্য হয়ে না যায়, সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন আছে। এমপ্লয়মেন্ট এক্‌চেঞ্জে নাম রেজিষ্ট্রি করার পর প্রায়ই দেখা যায় যে অনেক দিন পর্য্যন্ত তারা কোন ইনটারভিউ পায় না। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে নাম রেজিষ্ট্রি করার পাঁচ ছয় মাসের মধ্যেই ইনটারভিউ পেয়ে গেল। এই জায়গায় হয়ত আমাদের কিছুটা দোষ ত্রুটী আছে। কিন্তু আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এমপ্লয়মেন্ট একচেঞ্জে নাম রেজিষ্ট্রি করার পর একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাকে একটা ইনটারভিউ দিতে হবে, তার চাকরীর ক্ষেত্র অনুসারে। তাহলে তাদের মনে যে বিক্ষোভ, ইনটারভিউ পায় না সেটা নাও থাকতে পারে। তারপর ইনটারভিউ দেওয়ার পর চাকরী হবে কি না সেটা হচ্ছে নিজস্ব ক্রেডিট। আরেকটা জিনিষ মাননীয় সদস্য ঘনশ্যাম দেওয়ান মহাশয় বলেছেন যে সদর সাব-ডিভিশনের বাহিরে অন্যান্য সাব-ডিভিশানে যারা আছে, তারা সদরের Employment Exchange থেকে কোন খোঁজ খবর পায় না। প্রত্যেক সাব-ডিভিশানে, প্রত্যেকটি কর্ম্ম প্রার্থী যাতে ইনটারভিউর চান্‌স পায় তার যেন একটা সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, তার জন্য আমি অনুরোধ করব।

আরেকটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরণের মানুষ এই রাজ্যে আছে, যেমন সিডুল কাস্ট, সিডুল ট্রাইবস, ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি, তাদের জন্য এইসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের সুযোগ সুবিধা

রাখা হয়েছে। কিন্তু এছাড়াও বিভিন্ন ক্লাশ আছে, তাদেরও অভাব অভিযোগ আছে, তাদের মধ্যেও চাকুরীর প্রয়োজন আছে। শুধু সিড্যুল কাস্ট, ট্রাইবস, ব্যাকওয়ার্ডরাই এই সব সুযোগ পাবে আর অন্যান্য গরীব যারা আছে তারা পাবে না, এটা ঠিক নয়। তাদের প্রতিও লক্ষ্য রাখা দরকার। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের তথ্য নিয়ে সুবিন্যস্ত ভাবে কর্ম্মকর্ত্তা যারা আছেন, যারা অফিসার আছেন, তারা যাতে এদিকে নজর রাখেন, চেস্টা করেন যে আমরা প্রত্যেক মানুষকে সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে সুযোগ দেবার চেষ্টা করব যাতে প্রত্যেকটি মানুষ ভালভাবে বাঁচতে পারে, তাহলে আমাদের যে প্রবলেম আছে, তার কিছুটা সল্‌ভ হতে পারে বলে আমি মনে করি। কারণ বিভিন্ন দপ্তরে বা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট'এ আমরা দেখছি যে কিছু কিছু গোলযোগের সৃষ্টি হয়, স্বার্থের তারতম্য হয়। সেইজন্য আমি অনুরোধ রাখব যাতে প্রত্যেকটি মানুষ তার শিক্ষাগত মান অনুসারে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, দৃষ্টি ভঙ্গীর যাতে পার্থক্য না হয়, যাতে সমান সুযোগ সকলে পায় সেই দিকে চিন্তা করা দরকার। গণ বিক্ষোভ বলে একটা জিনিষ আছে সেটা যাতে উপশম হতে পারে, সেইদিকে সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তি সজাগ দৃষ্টি রেখে আমাদের এম্‌প্লয়মেন্ট প্রবলেমকে সল্‌ভ করার জন্য এবং ইণ্ডাষ্ট্রির দিক দিয়ে লক্ষ্য রাখবার জন্য এবং কৃষি যাতে জোরদার হয়, আন এম্‌প্লয়মেন্ট প্রবলেম যাতে সল্‌ভ হয়, লেবারদের মধ্যে যে গণ বিক্ষোভ আছে সেটা যাতে উপশম হতে পারে সেইজন্য একটা প্রচেস্টা নেওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। জনসাধারণের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আছেন, তাদের নিয়ে, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে একযোগে যাতে এটা সল্‌ভ করা যায়, তা'হলে এটার সমাধান হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। এদিকে হাউসের দৃষ্টি নিক্ষেপ করার জন্য অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মাননীয় বন্ধুরা এর আগে লেবার অ্যাণ্ড এম্‌প্লয়মেন্ট বিভাগের বাজেটের ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন করতে গিয়ে কতগুলি জিনিষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমি মোটামোটি এর উত্তর দেওয়ার চেস্টা করব। আজকে লেবার অ্যাণ্ড এম্‌প্লয়মেন্ট ডিপার্টমেন্টে যে সুযোগটা আছে তার কতগুলি দিক আছে। একটা হচ্ছে, যে সমস্ত শ্রমিক আছে তাদের ন্যায় সংগত অধিকারকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করা এবং আর একটা হচ্ছে এম্‌প্লয়মেন্টের সাইড। সেটা হচ্ছে আগে যেখানে যেন তেন প্রকারেণ চাকরী হত তাকে সিস্টেমেটিক করে যারা আগে আসে তাদের আগে চাকুরী দেবার সুবিধা দেওয়া যায় কিনা তার জন্য প্রচেষ্টা করে নাম পাঠানো। কিন্তু এম্‌প্লয়মেন্ট যিনি করবেন, যারা নিয়োগ করবেন তারা সেখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন। কাজেই সেই দিক দিয়ে এম্‌প্লয়মেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে সে সমস্ত নাম পাঠানো হয়। এখন চাকুরী যদি একটা থাকে তাহলে এক হাজার বা দুই হাজার লোকের নাম পাঠানো যায় না। পোস্টের সংখ্যার সাথে মিলিয়ে একটা রিজনেবল সংখ্যার কেণ্ডিডেটদের পাঠাতে হয় এবং তার পরেও যারা বাদ পড়ে যাবে তাদের সংখ্যা হবে অনেক বেশী। কাজেই একটা চাকুরীর

জন্য যখন লোক চাওয়া হয় তখন খুব বেশী লোকের নাম দিয়ে দেওয়া যায় না। তার কারণ হচ্ছে এই যে, তার পরবর্ত্তী যখন একটা এম্প্লয়মেণ্টের সুযোগ আসে তখন আব সেখানে তার নাম পাঠানো যাবে না। এই নীতিটা প্রথম থেকে রক্ষা করা হচ্ছে। আবার এমনও দেখা যায় যে একজনের কার্ড সময়মত তার ভূলের জন্যই হোক বা তার অসুখ বিসুখের বা অন্য যে কোন কারণেই হোক সে কার্ডটা রিনিউ করাতে পারলো না। এ অবস্থায় যখন লোক চাওয়া হয় তখন তার নাম রেজিস্টার্ড না থাকাতে অন্য কোন চাকুরীর জন্য পাঠানো সম্ভব হয় না, কারণ তার রেজিস্ট্রেশন কেনসেল হয়ে যায়। কিন্তু সমস্যাটা শুধু এখানে নয়, হয়ত তার পরেও আরও কিছু নূতন লোক এসে যায়। তখন তার কেস্টা আরও পিছিয়ে পড়ে। ত্রিপুরা রাজ্যে দেখা যায় যে কর্ম্ম সংস্থানের একমাত্র উপায় সরকারী চাকুরী। এখানে প্রাইভেট সেক্টার কিছু নাই। আমরা যে বাগানের কথা বলি সেটা পুরাণো জিনিষ। নূতন কোন চা বাগান হয় নি এবং হলেও তার মধ্যে যদি নূতন কর্ম্ম সংস্থানের সুযোগ থাকে সেটা বাগানের ভিতর থেকেই লোক নেওয়া হয়ে যায়। ত্রিপুরায় আগে যেমন সুযোগ ছিল সরকারী চাকুরীতে, এখন আর সেই সুযোগ নেই। তার কারণ হল, বিভিন্ন বিভাগে লোক অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট হতে হতে এমন একটা স্তরে এসেছে যে আর লোক নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তার ফলে তার সঙ্গে বেকারের আগের যে রেশিও সেটা অনেক বৃদ্ধি পেয়ে গেছে। আগে আমরা দেখেছি যে পরিমাণ মেট্রিক পাশ বা হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ ছাত্র সংখ্যা থাকতো এবং যাদের চাকরী হতো তার মধ্যে পার্থক্য খুব একটা বেশী থাকতো না। কাজেই এখন ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির দরুন হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ ছাত্র সংখ্যা অনেক বেড়েছে এবং পাকিস্তান থেকে যারা আসছে তার সংখ্যাও বাড়ছে। এখন নতন যারা মেট্রিক পাশ করেছেন তার সঙ্গে যে ভেকেন্সী আছে সেটার সঙ্গে সমতা রক্ষা করা কঠিন। গত কয়েক বছরের ইতিহাস যদি আমরা দেখি তাহলে দেখা যায় যে ১৯৬৫ সালে সব চাইতে বেশী চাকরী হয়েছে এম্প্লয়মেণ্ট একস্চেঞ্জের মাধ্যমে। সে বৎসর নূতন যারা নাম রেজিষ্ট্রি করেছিল তাদের সংখ্যা ছিল ৮,৪৩৩ এবং বিভিন্ন জায়গায় এম্প্লয়মেণ্টের জন্য নাম পাঠানো হয়েছিল ১,৭৩৬ জনের আর যাদের কর্ম্ম সংস্থান হয়েছিল তাদের সংখ্যা হচ্ছে ১,১৫৪ জন। কিন্তু এর পরেই ১৯৬৬ সাল থেকে এর সংখ্যা কমতে আরম্ভ করে এবং ১৯৬৬ সালে ১২৩৪ জনের নাম পাঠানো হয়েছিল এবং চাকরী হয়েছিল ৯৯৪ জনের। তারপর যে বেকারের সংখ্যা সেটা এসে দাঁড়ায় ১২,৮৭০ এ। কিন্তু এর পর '৬৭ তে দেখা যাচ্ছে যে ১,০৩৩ জনের নাম পাঠানো হয়েছে। তার মধ্যে কর্ম্ম সংস্থান হয়েছে ৭৫০ জনের। কাজেই এটা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ত্রিপুরায় সরকারী চাকুরীর যে সুযোগ ছিল তার সংখ্যা আগের তুলনায় কমে আসছে। কিন্তু বেসরকারী প্রচেষ্টায় কিছু হচ্ছে না। বেসরকারী কর্ম্ম সংস্থানের জন্য এবং শিল্প প্রতিষ্ঠা হবে এই আশায় ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট খোলা হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেছে যারা এখান থেকে শিক্ষা নিয়েছে তাদের মধ্যে অনেক বেকার রয়ে গেছে। কারণ ত্রিপুরায় নূতন ইণ্ডাষ্ট্রি হচ্ছে না। কাজেই তাদের ঠিক সেই পরিমাণ কর্ম্ম সংস্থান হচ্ছে না। তারপর প্র্যাকটিক্যাল

ট্রেনিং এর জন্য বাইরে যোগাযোগ করে দেখা গেছে যে সেখানে সীট পাওয়া যায় না। অথচ আগরতলায় ও সেই রকম ক্যাম্প ইত্যাদি নেই প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং এর জন্য। আর বাইরে যাওয়ার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন অনেকের পক্ষে সেটা বহন করা সম্ভব হয় না। কাজেই এখানে যদি বেসরকারী পর্যায়ে আরও ইণ্ডাষ্ট্রি না হয় তাহলে বাইরে থেকেও ত্রিপুরাতে যেভাবে লোক আসছে তাতে বেকারের অবস্থাটা আরও ঘোরালো হবে। কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট এখানে যেটা করা হয় সেটা ন্যায় নীতি অবলম্বন করেই করা হয় এবং তা দেখার জন্য সরকারী বেসরকারী মিলিয়ে একটা কমিটি আছে। তারা একটা রিপোর্টও দিচ্ছেন। অ্যাসেম্বলী লাইব্রেরীতেও ষ্টেটিষ্টিকস্ বইয়ে দেখতে পাওয়া যাবে কোয়ারটারলী রিপোর্টে, যে কিভাবে চাকুরী দেওয়া হয়। সব জিনিষটাকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এমপ্লয়মেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে কোন কারচুপি নেই। যদি হঠাৎ কোন চাকুরীর জন্য লোক চাওয়া হয় আর কোন কারণে কেণ্ডিডেটের নাম পাঠানো না হয়ে থাকে তাহলে হয়ত এমন হতে পারে যে এই সময়ে তার কার্ড সে রিনিউ করে নাই। এই ধরণের কিছু কিছু লোকের নাম বাদ পড়ে যায়। তা না হলে সাধারণ ভাবে সমস্ত ক্ষেত্রে তাদের সুযোগ দেওয়া হয় সেটা কোয়ারটারলী স্টেটিষ্টিক্সে দেখতে পাবেন। তাছাড়া এমপ্লয়মেন্টের প্রত্যেকটা রিপোর্ট দিল্লীতে পাঠানো হয়। কাজেই এর মধ্যে এমপ্লয়মেন্ট ডিপার্টমেন্টের কারচুপির কিছু নেই। পর পর সকলের নামই পাঠানো হয়। কিন্তু আসল যেখানে সমস্যা সেটা আমি বলেছি যে একটা চাকুরীর জন্য খুব বেশী লোক পাঠানো যায় না। হয়ত এই ক্ষেত্রে যদি তার নাম পাঠানো হয় এবং তার যদি চাকুরী না হয় তাহলে পরবর্ত্তী যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হবে তখন তার নাম দেওয়া যাবে না এবং সেই সুযোগ আবার সে পাবে না।

সাধারণতঃ এটা ফলো করা হয়। প্রথমতঃ যারা নাম রেজেষ্ট্রী করেন, দুই তিন মাসের মধ্যে তাদের নাম দেওয়া হয় না। আগে যারা নাম রেজিষ্ট্রি করেছেন, তাদের নাম পাঠিয়ে তারপর অন্যদের নাম পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। ত্রিপুরার ক্রমবর্দ্ধমান বেকার সমস্যা একমাত্র সরকারী চাকুরীর মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভবপর নয়। ত্রিপুরাতে বড় বড় কলকারখানা সরকারী পরিচালনাধীনে নেই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরকারী এবং বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান করে কিছু কিছু লোক সেইসব ক্ষেত্রে নিয়োগ করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু বেসরকারী ভাবে কোন প্রতিষ্ঠান এখানে গড়ে উঠতে চায় না। বেসরকারী ক্ষেত্রে স্পিনিং মিলের জন্য, উইভিং ইত্যাদির জন্য সরকার থেকে অনেক অফার দেওয়া হয়েছে। হ্যাণ্ডলুম ইত্যাদির জন্য অফার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত দিকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এগুলি হলে পরে আরও কর্ম সংস্থান হতে পারত। ইণ্ডাষ্ট্রির তরফ থেকেও কিছুটা উন্নত হতে পারত। এছাড়া আরও কয়েকটি বিষয় বলা হয়েছে। চা বাগানগুলির মধ্যে একটা বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে তার কারণ হচ্ছে যদিও বাগানগুলি আছে, তার দুই দিক দিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। একটি হচ্ছে যে সব বাগান মালিকরা পরিচালনা করছেন, তাদের দিকে সমস্যা হচ্ছে যে এখানে খুব বড় বাগান নেই। ফিনান্স কর্পোরেশান থেকে তারা

টাকা দিতে উদগ্রীব কিন্তু মালিকরা এগিয়ে আসছেন না। অনেক জায়গায় হয়ত স্বার্থের জন্য। এই সমস্ত ব্যাপারে যে ডিপার্টমেন্ট সজাগ নয়, তা নয়। ডিপার্টমেন্ট সবসময় এইসব ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। কিন্তু আরেকটা যেটা সবচেয়ে অসুবিধা সেটা হচ্ছে অনেকগুলি চা বাগানের টার্মস ফেল করে, তার জন্য সরকার অনেক ক্ষেত্রে মেনেজমেন্টে লোক বসাতে পারে। কিন্তু প্ল্যানটেশান ইণ্ডাষ্ট্রি ঐ আইনের আওতায় পড়ে না। কাজেই এটাও যাতে ইণ্ডাষ্ট্রির আওতার মধ্যে নেওয়া যায় তার চেষ্টা চলছে। এটা হলে পরে কোন মেনেজমেন্ট প্রাইভেট সেক্টারে ফেল করলে পরে, টার্মস ফেল করলে যাতে সরকারী মেনেজমেন্টে চালনা করা যায় তার জন্য রিকম্যাণ্ডেশান আমরা করেছি এখন সেটা লেজিসলেশান পর্যায়ে আছে বলে আমি জানি। তারপর দোকান কর্মচারীদের কথা বলা হয়েছে। তাদের সম্বন্ধে যা করণীয় তা আমরা করেছি। আইনের কতকগুলি জিনিষ হচ্ছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে—যেমন ফিনান্স থেকে ফিনানশ্যাল ইমপ্লিকেশান আছে. সেটা তারা দেখছেন, আইনের দিকটা ল' ডিপার্টমেন্ট দেখছেন, এইভাবে অনেক ডিপার্টমেন্ট ঘুরে আসতে হয়, তাতে সময় লাগে। তবে আমরা লেবার ডিপার্টমেন্ট থেকে তাগাদা দিচ্ছি যাতে তাড়াতাড়ি হতে পারে। কিন্তু যে সমস্ত করণীয় কাজ আছে সেগুলি রোধ করার উপায় নেই। এছাড়া আরেকটা বিষয় বলেছিলেন, ওয়েলফেয়ার সেন্টার থেকে যে উৎপাদন হচ্ছে যারা ট্রেইনি, ট্রেইনিং পিরিয়ডের মধ্যে যে সমস্ত কাজ করেন, তাদের সেই মুজুরী দেওয়া হয় সরকার শুধু জিনিষপত্র কিনে দেন, এর দ্বারা যে বাজটা হয় তার দ্বারা সরকার কোন প্রফিট করেন না। এই সমস্ত জিনিষ বিক্রি করে তাদের মুজুরী দেওয়া হয়। নো প্রফিট, নো লস বেসিসে সেটা করা হচ্ছে। এই বলে আমি মূল বাজেটের প্রতি সমর্থন জানিয়ে, এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— The discussion is over. Now I am putting the Demand to vote.

The Demand was put to vote and passed by voice vote.

Mr. Speaker — Now I would request the Hon'ble Finance Minister to move his Demand Nos, 26, 27, 28, 42, 43, 24, & 40 together.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,83,70,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No.26—Public Works (including Roads).

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 5,89,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account)

Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 27-Capital Outlay on Public Works.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 50,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 28-Road and Water Transport Schemes.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,53,25,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 42-Capital Outlay on Public Works.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,29,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 43-Capital Outlay on Other Works.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 8,40,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of demand No. 24-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial).

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 9,47,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 40-Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial).

Mr. Speaker :—This is our time for recess. The House stands adjourned till 2 P. M.

Mr. Speaker :—Now I would call on Hon'ble Member Shri Radhika Rn. Gupta.

Shri Radhika Rn. Gupta :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে Demand Nos. 26,27,28,42,43,24 & 40 এইসব কয়টি Demandএ মোট ৪ কোটি ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার মঞ্জুরীর দাবী আমাদের অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন। এই Demandগুলি আমি সমর্থন করি এবং সমর্থন করতে গিয়ে দু'চারটি কথা বলা প্রয়োজন বলে মনে করি। আজকে আমাদের ত্রিপুরায় যোগাযোগ একমাত্র রাস্তার উপর নির্ভরশীল। রেলের কোন যোগা-যোগ আমাদের নেই। আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ দাবী করে আসছি অন্ততঃ সাবরুম পর্য্যন্ত রেল লাইন ত্বরান্বিত করার জন্য। কিন্তু Railway Board, অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলতে আমি বাধ্য যে এ ব্যাপারে একেবারে উদাসীন। কাজেই একমাত্র রাস্তার উপরই আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে। আমরা জানি যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে স্বাধীনতার সময়ে রাস্তাঘাট ছিল না বললেও অত্যুক্তি হয় না। আজকে অনেক রাস্তাঘাট তৈরী হয়েছে। কিন্তু আরো রাস্তা আমাদের তৈরী করতে হবে। আমরা ত্রিপুরার Life Line যাকে বলি আসাম-আগরতলা রোড, সেই রাস্তার চেহারা আজকে বড় জীর্ণ। রাণীর বাজার থেকে চম্পক নগর পর্য্যন্ত রাস্তার যে অবস্থা যারা এই রাস্তায় চলাচল করেন তারা জানেন যে গাড়ীতে ঝাকুনির পর ঝাকুনিতে গা হাত ব্যথা হয়ে যায়। অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কাজেই এই রাস্তার improvement অবিলম্বেই করা প্রয়োজন। আজকে এই যে ৭টা Demand এখানে এসেছে, আমরা জানি যে এই জন্য P. W. D. তে ১৪টি Division আছে এবং সেই ১৪টি Divisionএর জন্য ৪ কোটি ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুরী চাওয়া হয়েছে। একে যদি আমরা ভাগ করে দেখি তাহলে ৩০লক্ষ টাকার মত এক একটির উপর work load পড়ছে। আমি যতটুকু জানি C.P.W.D. Rule অনুযায়ী এই work loadটা হচ্ছে minimum work load. কাজেই এক একটা Divisionএর উপর যখন minimum work load দেওয়া হয়েছে তখন আমরা আশা করব যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভালভাবে কাজ হবে, আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে। রাস্তার পর আসছে buildings. Buildings আজকে তৈরী হচ্ছে School এর জন্য, Hospital এর জন্য; অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্য্যসূচী যেগুলো আছে তারজন্য তৈরী হচ্ছে। আমার মনে হয় যে আজকে ত্রিপুরায় রাস্তাঘাট, বাড়ী ঘর তৈরীর জন্য যদি দু'টি Division করা যায়, Road Division এবং Building Division তাহলে আমাদের যারা Engineer আছেন তারা Expert হওয়ার সুযোগ পাবেন। হয়ত কিছু লোক শুধু building এর কাজ করবেন তাতে Building এর কাজে যে দোষ ত্রুটি থাকবে সেগুলি সম্পর্কে তারা experience gather করতে পারবেন। তারা research করতে পারবেন এবং আমাদের ভৌগোলিক অবস্থার সাথে, জলবায়ুর সাথে buil-dings এর যে সম্পর্ক তার সম্বন্ধে তারা পারদর্শী হয়ে উঠতে পারবেন, এবং যে সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়বে পরবর্ত্তীকালে সেগুলি সংশোধন সম্বন্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে

পারবেন। রাস্তার জন্য আজকে যদি কয়েকটি Division থাকে যাদের কাজ হবে শুধুমাত্র রাস্তার তৈরী করা, তাহলে তারাও সে ব্যপারে পারদর্শী হয়ে উঠতে পারেন। কাজেই আমি অনুরোধ করব যে তার জন্য যেন আজকে সরকার চিন্তা করেন, ভেবে দেখেন। Road এবং buildingকে আলাদা করা যায় কি না। তাছাড়া আর একটি কথা বলা প্রয়োজন যে আমরা কিছুদিন আগে দেখেছি T.T.C.র আমলে গ্রামাঞ্চলে অনেক রাস্তাঘাট হয়েছে। আজকে বিধান সভা স্থাপিত হয়েছে। বিধান সভা স্থাপিত হওয়ার পর P.W D. গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাটের দিকে খুব একটা কিছু করতে পারছেন না। আজকে গ্রামের জনসাধারণের প্রয়োজনে গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাটের প্রয়োজন। কাজেই আমি অনুরোধ করব গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট তৈরী করবার জন্য। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং P.W.D. Minister তিনি যেন এ ব্যপারে কি করা যায় চিন্তা করে দেখেন। কারণ গ্রামের জনতার রাস্তাঘাটের সুযোগ সুবিধা আমরা যদি না করে দিতে পারি তাহলে তাদের পণ্য সামগ্রী বাজারে বিক্রী করতে পারবেন না এবং বিক্রী করলেও ন্যায্য দাম তারা পাবে না। কাজেই রাস্তা তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এবার আমরা দেখেছি যে ধান যখন লেভী করা হয়েছে, অনেক গ্রাম থেকে ধান সরকারের কাছে পৌঁছে দিতে মন প্রতি ৫।৬ টাকা তাদের খরচ পরেছে। যদি রাস্তা থাকত তাহলে এই ব্যয়ের হাতথেকে তারা নিষ্কৃতি পেতেন। কাজেই এ বিষয়ে আমি চিন্তা করতে অনুরোধ করছি। তাছাড়া আর একটি কথা হলো, আসাম-আগরতলার রাস্তা ছাড়া দ্বিতীয় কোন Communicationএর ব্যবস্থা আমাদের এখানে নেই। কাজেই দ্বিতীয় আর একটি রাস্তা আমাদের এখানে করা দরকার। যদিও কিছুটা কাজ হয়েছে যেমন আগরতলা থেকে খোয়াই পর্য্যন্ত একটা রাস্তা হয়েছে। খোয়াই থেকে কমলপুর, কমলপুর থেকে কৈলাসহর পর্য্যন্ত একটা রাস্তা অবিলম্বে হওয়া দরকার। অবশ্য ধর্ম্মনগর থেকে কৈলাসহর পর্য্যন্ত কিছু কিছু রাস্তা তৈরী করা হয়েছে। তাছাড়া আমাদের আর একটি সীমান্ত আছে, সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। ছামনু পর্য্যন্ত আমাদের একটি রাস্তা আছে। ছামনু থেকে গোবিন্দবাড়ী পর্য্যন্ত একটি রাস্তা আজকে ত্রিপুরাকে রক্ষার প্রয়োজনে, শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য খুব জরুরী। এটা তাড়াতাড়ি করা দরকার। তাছাড়া ছামনু থেকে মাণিকপুর হয়ে মালদর পর্য্যন্ত আর একটা রাস্তা হওয়ার প্রয়োজন আছে এবং ছৈলেংটা থেকে লালছড়া হয়ে সাংকাংসেলুন পর্য্যন্ত আর একটা রাস্তা হওয়া প্রয়োজন। মহারাজার আমলে একটা রাস্তা ছিল কৈলাসহর থেকে ফটীকরায় হয়ে ধুমাছড়া হয়ে ছৈলেংটা হয়ে ছামনু পর্য্যন্ত দীর্ঘদিনের রাস্তা। প্রতি বৎসর এই রাস্তার maintenanceএর জন্য স্বাধীনতার পর থেকে P. W. D. বহু টাকা খরচ করেছেন এবং সেই রাস্তার একটা অংশ কৈলাসহর থেকে ফটীকরায়, তার কাজ শেষ হয়ে গেছে, যদিও তার improvement এর প্রয়োজন আছে। মনু থেকে ছামনু পর্য্যন্ত রাস্তা হয়ে গেছে। কিন্তু মনু থেকে ফটিকরায় পর্য্যন্ত রাস্তাটুকু, বেশী নয় ১৭।১৮ মাইল রাস্তা হবে—এই রাস্তাটুকু হওয়া খুবই প্রয়োজন।

কারণ এই রাস্তাকে ভিত্তি করে মনু নদীকে ভিত্তি করে যুগ যুগ ধরে যে বসতি স্থাপিত হয়েছে, গ্রাম গড়ে উঠেছে এবং চাষের জমিও সেখানে পর্য্যাপ্ত আছে। কাজেই কৃষকের স্বার্থে এবং যোগাযোগের প্রয়োজনে এই রাস্তা হওয়া একান্ত দরকার, আমি অনুরোধ করব, এই বৎসরই এই বাজেট থেকে মনু থেকে ফটীকরায় পর্যান্ত রাস্তার কাজে সরকার হাত দেন। আমি এই দাবী ও অনুরোধ জানাচ্ছি। আর একটী কথা আমি বলব, যে সমস্ত রাস্তা আমাদের হয়েছে, আমরা দেখতে পাই যে কোন কোন জায়গায় রাস্তার পাশে যে জায়গা সরকার একুইজিশান করেছেন খাস করেছেন এবং তার জন্য ক্ষতিপূরণও দিয়েছেন; সেই সমস্ত জায়গায় আবার বাড়ী ঘর উঠেছে দোকানপাট হচ্ছে। P. W. D. ক্ষতিপূরণ দিয়ে জায়গা খরিদ করেছেন রাস্তার জন্য সেখানে যদি পুনরায় বাড়ীঘর উঠে তা হলে রাস্তার অসুবিধা হবে। রাস্তার সম্প্রসারণ হবে না। অতএব P. W. D.কে এই সব জায়গা রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। দেখতে হবে যাতে পুনরায় অন্যেরা দখল না করে। আর একটা কথা, রাস্তা করতে গিয়ে যাতে ফসলী জমি নষ্ট না হয় সেই দিকে কর্তৃপক্ষের নজর দেওয়া দরকার। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে রাস্তা কিছুটা ঘুরিয়ে দিয়েও চাষযোগ্য জমি রক্ষা করা উচিত। রাস্তা যা হয়েছে তাদের অনেকগুলির দুই পার্শ্বে কিছু কিছু জমি আছে। সেই সব জমিতে ফসল ফলানো যেতে পারে। কাজেই এই সব জমি ঐ এলাকার কৃষক ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া যেতে পারে এবং এইজন্য একটা Rule frame করার জন্য আমি অনুরোধ করব। এই সব জমিতে যাতে শাকসবজির ফলন ফলানো যায় সেই জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমি অনুরোধ করব। এই বলেই আমি বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Now I call on Hon'ble member Shri Kshitish Ch. Das. The member is absent. Now I call on Hon'ble member Shri Jatindra Kr. Majumder.

Shri Jatindra Kr. Majumder—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Nos. 26, 27, 28, 42, 43, 24 & 40 এই কয়টি Demandকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই জন্য যে Public Works Deptt. একটি গুরুত্বপূর্ণ Deptt. এই খাতগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ত্রিপুরাকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে হলে, ত্রিপুরার জনসাধারণের সুখ সাচ্ছন্দের দিকে লক্ষ্য রেখে এই বরাদ্দ মঞ্জুর করা একান্ত দরকার। এই ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে রয়েছে কৃষকদের বাঁচার প্রশ্ন। রয়েছে বিভিন্ন স্কুল কলেজ গড়ে তোলার প্রশ্ন। কাজেই এই ব্যয় বরাদ্দগুলি আমি মনে প্রাণে সমর্থন করি। তবে কথা হচ্ছে কতগুলি ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। যেমন Demand No. 42 Capital outlay on Public Works —এতে দেখান হয়েছে Revised estimates 1967-68 increase of Rs. 11.18 lakhs is mainly due to increased provision for construction of building relating to different Deptts. and roads under "Communications" আবার এখানে আছে Budget Estimates 1968-69 decrease of Rs. 7.78 lakhs is mainly due to less

requirements of fund for construction of roads under "communications" এই যে ১.১৮ লক্ষ টাকার কম estimates এসেছে, সেটা আমি বুঝতে পারলামনা। সেটা খরচ করার কি অসুবিধা আছে। শুধু দেখান হয়েছে mainly due to less requirement, due to less requirement এটার অর্থ কি Deptt. require করেন নি। Deptt. কি চান নি সেই টাকা? বাস্তবিকই সেটা আজকে মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত বিষয় যে Communicationএর জন্য আমরা চিৎকার করছি। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির উপর ত্রিপুরার উন্নতি নির্ভর করে। সমস্ত ত্রিপুরাবাসী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সচেষ্ট। এবং আমরা সেটা করতে চাই তাড়াতাড়ি। আমাদের স্কুল কলেজ ইত্যাদির উন্নতির সাথে সাথে আজকে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্ত এবং সুন্দর করার জন্য communication খাতে ব্যয় বরাদ্দ decrease না করে increase করাই হবে শোভনীয় এবং সুন্দর। তাই আমি এই communication খাতে কম টাকা ধরা হয়েছে বলে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। আমি reference টেনে বলছি আমি এই হাউসে একবার একটি প্রস্তাব এনেছিলাম সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনেক বলার পর আমি সেই প্রস্তাব withdraw করেছি। কেন আমি উত্থাপন করেছিলাম? আমি বলছি যে P. W. D. একটি গুরুত্বপূর্ণ department এই খাতে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা ধরা হয়েছে। তারা যদি মনে করেন, এই financial year-এ তারা এত টাকা খরচ করতে পারবেন না তাহলে ত্রিপুরার অগ্রগতিতে বাধা আসবে এটা আমি বিশ্বাস করি। তাই সেই ধরনের প্রস্তাবটি রেখেছিলাম। তাই আমি বলছি আজকে Development Commissioner এর underএ আলাদা P. W. Department করে টাকা খরচ করতে পারেন তাহলে যে চাপটা P. W. D. এর উপরে আছে তার কিছুটা নিরশন হয়। বাস্তবিকই আমরা সমগ্র ত্রিপুরাকে উন্নতি, অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। সেই দিন আমি একটি tribal areaর কথা উল্লেখ করেছিলাম সেটা rural এলাকা, সেখানকার road এবং building যদি আলাদা ভাবে করা হয় তাহলে Block এর মাধ্যমে সেইগুলো করা যেতে পারে। তা কি করা যায় না, ইচ্ছা থাকলেও করা যায় না, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি Minor Irrigation Department থেকে। Minor Irrigation Deptt. থেকে যে সমস্ত scheme নেওয়া হয়ে থাকে সেগুলো করা হয় না। তার বিভিন্ন কারণ আছে। তার মধ্য একটা কারণ আছে যে, as to who will be responsible for Administration of these Projects. এ টাকা গুলো খরচ করার দায়িত্ব কার? কে করবে, এ রকম একটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তাতে দেখা যায় যে একটা dead-lock এর সৃষ্টি হয়েছে সেটা দূর করা দরকার। তাই আমি আবার বলছি Development Commissioner এর underএ আলাদা P. W. D. করলে দেশের উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে তারাও কাজ করতে পারবে। তাহলে P. W. D. এর কাজের চাপ অনেকটা কমে যাবে এবং গ্রামগুলিতে এবং tribal অধ্যুষিত এলাকাগুলিকে আমরা develop করতে পারব।

আরেকটি হচ্ছে Demand No. 27 Capital outlay on Public Works. (within the Revenue Account) সেখানকার একটি খাতে অর্থাৎ works relating to Panchayat department ধরা হয়েছে চল্লিশ হাজার টাকা। Panchayat deptt. এর provision towards the construction of building for quarters of Assistant District Panchayat officer (Plan) এই খাতে ধরা হয়েছে চল্লিশ হাজার টাকা। পঞ্চায়েত কার্য্যাদি দেখার জন্য Panchayat office রয়েছে, Director রয়েছে। সেখানে তারা দালান করবে, তা ভাল কথা। Building হউক, quarter হউক, তা না হলে চলবে কি করে। কি হচ্ছে সেখানে এই যে টাকাগুলো খরচ হচ্ছে building ইত্যাদি করার জন্য; কিন্তু এত টাকা খরচ করে আজকে আমাদের পঞ্চায়েতের অবস্থা কি হচ্ছে। সেই Department এর কর্মকর্তা যারা আছেন তাদের কার্য্যক্রম কি? পঞ্চায়েতের উন্নতির জন্য আজকে সত্যিকারের কি achievements হয়েছে, কোন কোন পঞ্চায়েত কি কি কাজ করছেন, তা দেখবে সেই department. আমি বলছিনা যে দালান করবে না, quarter করবে না—তার বিরোধীতা আমি করছি না। কিন্তু আমি বলছি এই জন্য যে এখানে provision রয়েছে towards the construction of building for quarters for Assistant District Panchayat Officer। কিন্তু Assistant District Panchayat officer তো আমরা দেখছি না। সেখানে আছে District Panchayat officer। তাই আমি বলছি যে সেই সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের টাকা ঠিক ঠিক মত খরচ হচ্ছে কি না, যথাযথভাবে দেখাশুনা করে খরচ করা হচ্ছে কিনা তা দেখার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। Minor Irrigation, Irrigation, Navigation and Embankment এই সব খাতে দেখা যায় যে, যে সমস্ত scheme নেওয়া হয়েছে তার কোন কোন জায়গায় বাঁধগুলি utilise করা হচ্ছে না বলে development থেকে উত্তর এসেছে, তা আমরা দেখেছি। যে লাখ লাখ টাকা খরচ করে বাঁধগুলি দেওয়া হল, সেই বাঁধ দ্বারা জনসাধারণ উপকৃত হন কি না, তা জনসাধারণের উপকারে আসে কি না, কত একর জমি irrigation হচ্ছে সেই সব বাঁধের দ্বারা সেটা আগে দেখতে হবে, দেখেশুনে estimate করতে হবে। সেভাবে খরচ করতে হবে যাতে জনসাধারণের উপকারে আসে। তাই আমি বলছি যে এই খাতের ব্যয় বরাদ্দ আমরা সমর্থন করছি বটে কিন্তু বাস্তবিক যদি এতগুলো টাকা ঠিক ঠিক মত ব্যয় না হয় তাহলে সেটা হবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। এতগুলো টাকা যেখানে ব্যয় হবে সেখানে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকবে না তা আমি বলছি না। কিন্তু সত্যিকারের কথা হচ্ছে এই আজকে আমাদের এইসব বাঁধ স্লুইস গেট এগুলো করার আগে স্থানীয় panchayat committee, block development officer অথবা যাঁরা B.D.C. এর member আছেন অথবা সেখানে স্থানীয় পুরাতন কৃষক, যাদের অভিজ্ঞতা আছে, সেই সমস্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাদের কাছ থেকে suggestion নিয়ে department এর technical personnel যারা আছেন তাদের পরামর্শ বিবেচনা করে বাঁধ ইত্যাদি করা দরকার। তা না হলে কোথাও ২ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বাঁধ তৈরী করা হল, সেটার utilisationই

হচ্ছে না, জনসাধারণ তার দ্বারা উপকৃত হচ্ছে না। কাজেই এরকম মোটামুটি কয়েকটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। অন্যান্য সদস্যরাও বলবেন। আমি তাই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে এত বেশী টাকা যেখানে ব্যয় বরাদ্দ সেই টাকাগুলো যথাযথভাবে জনসাধারণের স্বার্থে সরকার যেভাবে খরচ করছেন, যে মনোবৃত্তিতে কাজ করা হচ্ছে সেটা ফলপ্রসূ হয় কি না, বাস্তবিকই জনসাধারণের কাজে লাগে কি না, ঠিক তার দিকে লক্ষ্য রেখে যেন খরচ করা হয়। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Hon'ble member Shri Rabindra Chandra Deb Rankhal.

Shri Rabindra Chandra Deb Rankhal :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ২৮, ২৭, ২৮, ৪২, ৪৩, ৪৪ এবং ৪০ নাম্বার demand এ ত্রিপুরার সুখ সমৃদ্ধির জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ ধরেছেন তা আমি সমর্থন করি। তবে সমর্থন করতে গিয়ে আমি দু'একটি কথা বলব। ত্রিপুরাতে রাজতন্ত্রের অবসানের পর গত ১৯/২০ বছরে ত্রিপুরাতে যে উন্নতি অগ্রগতি হয়েছে তা সত্যিই গর্বের বিষয়। মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে আমি পূর্ত বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে আমি ত্রিপুরার সমস্ত জায়গায়ই ঘুরে দেখেছি, তার মধ্যে দশদা, কাঞ্চনপুর, ডুম্বুরনগরই অনুন্নত। যোগাযোগ ব্যবস্থা নাই বললেই চলে। সীমান্তে আমাদের জোয়ানরা গত ১৪ বৎসর ধরে আমাদের ত্রিপুরাকে রক্ষা করে আসছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে তারা কিভাবে বসবাস করছে, কিভাবে ration, মাল ইত্যাদি কেম্পে নিয়ে যাচ্ছে। যদি যোগাযোগ ব্যবস্থা এই ধরণের বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে তবে তারা কি করে ত্রিপুরাকে রক্ষা করবে। স্থানীয় কৃষকদের মালপত্র নানাস্থানে নিয়ে যেতে হয়। যদি যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না থাকে তবে তারা কি ভাবে তাদের মালপত্র একস্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাবে? দৈনিক তাদের অন্তত ২০/২৫ মণ মালপত্র কেম্পে নিয়ে যেতে হয়। যদি যোগাযোগ ব্যবস্থা সুষ্ঠু না থাকে তবে আমাদের ক্ষতির কারণ। ডুম্বুর নগরে আমবাসা হতে রাইমা পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ পথে বৎসরে তিন মাসও যানবাহন চলে না। কাজেই আমি ঐ কাজে সংশ্লিষ্ট মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়কে অনুরোধ করব যাতে ঐ রাস্তাগুলি অতি সত্বর তৈরী হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকার ফলে ঐ সমস্ত জায়গায় অত্যাধিক অসুবিধা হচ্ছে। ডুম্বুর নগরকে স্থানীয় জনসাধারণরা আন্দামান দ্বীপ বলেই মনে করছে। কারণ বাহিরের সাথে তার কোন যোগাযোগ নাই। তাদের ফসল বেশী পাইলেও মুস্কিল, কম পাইলেও মুস্কিল। ১০/১২ মাইল পথ হেটে মাথায় বোঝা করে সরমা হতে, রাইমা হতে তাদের ফসল অমরপুরে নিতে হয়। অমরপুর হতে গণ্ডাছড়া হল ২০ মাইল। কোন যোগাযোগের রাস্তা নাই। কাজেই PWD ministerকে আমি অনুরোধ করব যাতে এই রাস্তার কাজ অতি সত্বর হয়। কাঞ্চনপুর, দশদা আনন্দবাজার ইত্যাদি এলাকাতে PWD থেকে যে পুল করা হয় তা ৬ মাসেও যানবাহন চলাচলের উপযুক্ত হবে না।

মাননীয় Dy. Ministerএর সঙ্গে আমি কিছুদিন আগে অমরপুরে tourএ গিয়াছিলাম Grow More Food Campaign অভিযানে। বাধ্য হয়ে মাননীয় Deputy Minister এর গাড়ী তেলিয়ামুড়াতে রাখতে হল। আমাদের সীমান্ত রক্ষার জন্য বহু সৈনিক অমরপুর সীমান্তে মোতায়েন আছে। আমি মাননীয় Deputy Ministerকে নিয়া যখন অমরপুর রওনা হই তখন কিছু সৈনিক পথে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানাল যে রাস্তায় কয়েকটা পুল ভাংগা তারা গাড়ী নিয়ে যেতে পারছেন না, তখন মাননীয় ডেপুটি মন্ত্রী মহাশয় তথাকার Assistant Engineerকে তা সত্বর মেরামত করার জন্য জানায়। যদি ২ ঘন্টার পথ তারা ১০ ঘন্টায় চলে এভাবে কাটায় যোগাযোগের অভাবে তা হলে আমাদের সীমান্ত তারা কি ভাবে পাহারা দিবে। ঐ রাস্তাগুলির উপরে সরকারের নজর নাই। তার কারণ হল এগুলো তিনটি Sub-Division এ পড়েছে। একটা হল আমবাসা আর একটা হল অমরপুর এবং অন্যটা হল তেলিয়ামুড়া Sub-Divisionএ। ত্রিপুরার মধ্যে ঐ সমস্ত জায়গাগুলি একেবারে যোগাযোগ বিহীন অঞ্চল। একজন Military Commandant অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমাকে বলেছেন যে ত্রিপুরাকে রক্ষা করতে হলে দুটো রাস্তার যোগাযোগ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা একান্ত আবশ্যক। একটা হল তেলিয়ামুড়া হতে নূতনবাজার অন্যটা হল নূতন বাজার হতে রাইমা। অতএব মাননীয় অধ্যক্ষের মাধ্যমে মাননীয় Deputy মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট অনুরোধ করব যাতে ঐ সমস্ত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলবার জন্য তিনি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Shri Ghanashyam Dewan :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, Demand No. 26 এ যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা আছে আমি তার সমর্থনে কিছু বলব। আমার পূর্ব্ববর্তী বক্তা শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব বাংখল যা বলেছেন তা খুবই মর্ম্মস্পর্শী। আমরা যদি ধর্ম্মনগর থেকে আগরতলা এবং আগরতলা থেকে সাবরুম পর্যন্ত একনজরে দেখি তাহলে দেখা যাবে ধর্ম্মনগর থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত একটিও সোলিং ও মেটেলিং রাস্তা নাই। আবার আগরতলা থেকে সাবরুম পর্য্যন্ত একই অবস্থা। তাহলে দেখা যায় ধর্মনগর থেকে আনন্দ বাজার। দশদা হয়ে জম্পুই পর্য্যন্ত যে রাস্তা তার সোলিং এবং মেটেলিং নাই। তার ফলে বর্ষার সময় একেবারেই চলা ফেরা করা যায় না। তারপর মনু থেকে ধর্মনগর, গোবিন্দবাড়ী পর্য্যন্ত যদি দেখি তাহলে একই অবস্থা দেখা যাবে। তারপর আমবাসা থেকে রাইমাশর্মা পর্যান্ত একই অবস্থা। উদয়-পুর থেকে অমরপুর পর্য্যন্ত এবং সাবরুম থেকে শিলাছড়ি পর্যান্ত একই অবস্থা। সাবরুম থেকে ঘোড়াকাপা পর্যান্ত রাস্তায় কাজ চলছে, এখনও শেষ হয়নি। সুতরাং ত্রিপুরায় দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলটা একরকম অরক্ষিতই বলা যায়। আমি যা দেখেছি এখনও ছামনুতে গোবিন্দপুরের আনাচে কানাচে মিজোরা ঘুরাফেরা করছে এবং চাউল ও টাকা পয়সা আদায় করছে। কিন্তু আমাদের যে রক্ষী বাহিনী আছে তারা আছে ছামনুতে। ছামনু থেকে গোবিন্দপুর ১৬ মাইল। বড়মুড়ার শেষ সীমান্ত পাকিস্তান ও মিজো Hillএর যে সীমান্ত সেখান থেকে

প্রায় ৩০ মাইল হবে। সুতরাং এই ২৬ মাইল ও ০ মাইলের মধ্যে যে একটা বিরাট এলাকা আছে সেখানে মিজো দুস্কৃতরা যে কখন আসে কখন যায়, টাকা ও চাউল আদায় করে আমাদের রক্ষী বাহিনীরা সেটা অনুধাবন করতে পারে না। কারণ যোগাযোগ রাখতে পারে না। কাজেই সেখান থেকে কি করে জনসাধারনের ধন সম্পত্তি ও জীবন রক্ষা করা যেতে পারে? যদি যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল থাকতো তবে সেই দুর্বৃত্তরা আমাদের নিরীহ জনসাধারণের উপর অত্যাচার করতে পারতো না। সুতরাং আমাদের ত্রিপুরার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে যদি যাতায়াত সুবিধা হয় বিশেষ করে ধর্ম্মনগর, কৈলাসহর, খোয়াই, উদয়পুর, বিলোনীয়া, সাব্রুম এবং অমরপুর অর্থাৎ আমাদের Sub-Divisional যে Head quarter আছে সেগুলির মধ্যে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা অবশ্য প্রয়োজন। দশদা, আনন্দবাজার, কাঞ্চনপুর, ছামনু, ডম্বুরনগরের, রাইমা শর্মা, ঘোড়াকাপা এই অঞ্চলের মধ্যে অনেক স্কুল হয়েছে। সেখানে অনেক শিক্ষক ও সরকারী কর্মচারী আছেন। তাদের উপরও বিভিন্ন রকমে হামলা হতে পারে। তাদের ধন সম্পত্তি ও জীবন যদি আমরা রক্ষা করতে না পারি তবে তারা কোন ভরসায় সেখানে কাজ করবে। মোট কথা হল ত্রিপুরার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের Sub-Divisional head-quarters গুলির সঙ্গে আগরতলার যোগাযোগ ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে করাই আমাদের আশু প্রয়োজন। বার মাসের উপযোগী রাস্তা আমাদের এখনই করা প্রয়োজন, সোলিং মেটেলিং এখনই করা দরকার। কারণ আসছে মাস বৈশাখ মাস থেকে দারুনভাবে বর্ষা নামবে। অত্যধিক বর্ষার দরুণ রাস্তার উপর যে bridge আছে সেগুলি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তার ফলে সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, রাস্তাগুলি অত্যন্ত সরু হওয়ায় জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে যাবে। সেই সময় গোবিন্দপুর, ছামনু, দশদা, আনন্দ-বাজার, শিলাছড়ি ও রাইমা শর্মা ইত্যাদি অঞ্চলে কি অবস্থা দাঁড়াবে একবার ভেবে দেখুন। আমরা ভাল সময়েই যদি তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে না পারি তবে বর্ষার সময়ে সেই অঞ্চলগুলি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে কিছুই করতে পারব না। কাজেই আমি অনুরোধ করব যোগাযোগ ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত যে মন্ত্রী আছেন তিনি অচিরেই যেন দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের রাস্তার উপর যে link roadগুলি আছে, বিশেষ আসাম—আগরতলা রাস্তা এবং আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত যে link roadগুলি আছে তার সোলিং মেটেলিং করা হয় যাতে সেখানকার অধিবাসীরা মিজো উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতে পারে এবং নিরাপদ জীবন যাপন করতে পারে।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Nishi Kanta Sarkar.

Shri Nishi Kanta Sarkar :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী পূর্ত্ত বিভাগের যে ৭টা ডিমাণ্ড রেখেছেন তার সমর্থন করতে গিয়ে দুই একটি কথা বলব। আজকে যে অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে এই ৭টা ডিমাণ্ডে তা জনস্বার্থের খাতিরেই করা হচ্ছে। এই অর্থ যা আজকে আমরা মঞ্জুর করছি তা প্রতিটি জনজীবনে, গ্রামীন জীবনে ও সহরের লোকের জীবনের উন্নতির জন্যই এবং বিদেশী শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষার জন্যই মঞ্জুর করা

হচ্ছে। পূর্ত্ত বিভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। Irrigation, Navigation, ও Embankment ইত্যাদি সব কাজই দেশের বড় প্রয়োজনীয়। এটা আমরা ছোট বেলায় কল্পনাও করি নাই যে দেবতামুড়া ভেদ করে রাস্তা হবে। তবে এসব কাজে কিছু কিছু ভুল ত্রুটি আছে। আজকের প্রথম কথা হল বর্ডারের রাস্তাগুলি। সেইগুলির কাজ ত্বরান্বিত হওয়া দরকার। কিন্তু তাড়াতাড়ি করতে গেলে যে সব জিনিষের দরকার, আমার মনে হয় PWD সেই দিকে আগে নজর দেন না। রাস্তা soling করতে হলে পিচের দরকার। আমি দেখেছি তার অভাবে বিভিন্ন রাস্তার কাজ হতে দেরী হয়ে গেছে। ইট কাটবার সময় হয়ত আসে বৎসরে ৩।৪ মাস, কিন্তু টেণ্ডার ? যারা পায়, তাদের work order দিতে ২ মাস সময় কেটে যায়। টেণ্ডার সম্বন্ধে আমি বলতে চাই যে আগের দিনে ১ টাকায় যে মজুর পাওয়া যেত এখন যেখানে হয়েছে ৫ টাকা, সেই অনুপাতে সব জিনিষেরই দাম বেড়েছে। এমন দেখা যায় যে একই tender তিন চার বার ডাকা হয়। তার পরও দেখা যায় 60-70% above rateএ কাজ দেওয়া হয়। এটা যদি আগে থেকেই করা হত, তা হলে ৪।৫ মাস আগেই কাজ ধরা যেত। এই সব বিষয়ে পূর্ত্ত বিভাগকে সজাগ থাকতে অনুরোধ করব। রাস্তাঘাট, দালান বাড়ী প্রচুর তৈরী হচ্ছে এবং ত্রিপুরা উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ত্রিপুরার বেশীর ভাগ লোকই গ্রামে বাস করে, গ্রামের উন্নতির সঙ্গে শহরের উন্নতি হতে পারে না। তাই যেমন শহরের দরকার গ্রামের ও দরকার এবং গ্রামের সঙ্গে সহরের যোগাযোগ রাখাও দরকার। একটি উদাহরণ দিচ্ছি, যেমন উত্তর মহারাণী হতে দক্ষিণ মহারাণী হয়ে গর্জ্জি, অর্থাৎ পশ্চিম দিকে তুইনানী হয়ে গর্জ্জি। T.T.C.এর আমলে আমরা যেখানে রাস্তা করেছি। তখন কম টাকা ছিল ও non-plan হিসাবে আমরা রাস্তা করে দিয়েছিলাম। কিন্তু আজ ৮।১০ বৎসর যাবৎ আর কোন কাজ হয় নাই। এই অঞ্চল আদিবাসী অধ্যুষিত কিন্তু সহরের সঙ্গে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা নাই। উত্তর মহারাণী থেকে দক্ষিণ মহারাণী থেকে ধান নিতে হলে ৪৲ টাকা Labour Charge চায়। এই সব জায়গায় রাস্তার অভাবে জিনিষপত্র আদান-প্রদানে খরচ অত্যন্ত বেশী পড়ে। আর একটি হয় রাজনগর হতে ছগড়িয়ামুড়া via টিল্লা। এই স্থানটিকে নদীতে আলাদা করে রেখেছে এই সম্পর্কে এই হাউসে আমি আগেও বলেছি। সেখানে বৎসরে একবারও কোন কর্মচারী যায় কিনা জানিনা। আমাদের মন্ত্রী মহোদয়রাও কোন সময় সেখানে যেতে পারছেন কিনা জানি না। এই ১২ মাইল অঞ্চলে আদিবাসীর বাস, জমাতিয়া, মরসুম, কলই, আজ পর্য্যন্তও তাদের যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। উদয়পুরের এই দুইটি রাস্তার কাজ যাতে শীঘ্র করা হয় তজ্জন্য আমি অনুরোধ রাখছি।

পূর্ত্ত বিভাগ যে ভাবে বনে জঙ্গলে, পাথর ভেদ করে কাজ করছে তাতে আমি তাদের প্রশংসাই করছি তবে যতদিন পর্য্যন্ত না গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগের একটা ব্যবস্থা করে আমাদের যে কৃষককুল তাদের দুরবস্থা দূর হয় ততদিন তাদের আরো কাজ করে যেতে হবে। ঐ সব অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় তাদের লেখাপড়া ইত্যাদি সব রকম কাজই ব্যাহত হয়।

Irrigation Navigation সম্বন্ধে আমি বলব যে আমাদের এখানে বাঁধ হয়েছে, হয়ত কোন ভুল ত্রুটি হয়েছে কিন্তু সেগুলি যে মেরামত করা হবে না এমন কোন কথা নাই। আমি দেখেছি Minor Irrigationএ একজন Executive Engineer আছে, তার হাতে সাব্রুম, বিলোনীয়া, উদয়পুর ইত্যাদি অনেক বিভাগের কাজ। এই অল্প সংখ্যক লোক দ্বারা এতগুলি বিভাগের কাজের পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেই অনেক সময় লেগে যায়। কাজেই এই খাতে যে টাকা রাখা হয়েছে তা যেন ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয় করা হয় তার প্রতি নজর রাখতে আমি অনুরোধ করব।

সাব্রুম থেকে উদয়পুর বা আগরতলা পর্যান্ত যতগুলি পুল আছে সেগুলি যাতে ইট ও কংক্রীট দিয়ে পাকা করা হয় সেজন্য আমি অনুরোধ করব। তাতে টাকাও অনেক বাঁচবে এবং কাজও দীর্ঘস্থায়ী হবে। আর Culvertগুলি যাতে পাকা হয় তার দিকে নজর দিতেও অনুরোধ করব। কাঠের তৈরী পুল বা Culvertগুলি ১।২ বৎসরেই নষ্ট হয়ে যায়। Estimate তৈরী হলে এতে অনেক সময়ই Executive Engineer রা জানেন না তা মঞ্জুর হবে কিনা, কিন্তু একটি estimate তৈরী করতে যথেষ্ট সময় ও অর্থ ব্যয় হয়, কাজেই estimate তৈরীর আগে ভালভাবে দেখা উচিৎ যে সেখানে সে কাজ হবে কি না। আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

Mr. Speaker :—Now I would call on Shri Benoy Bhusan Banerji.

Shri Benoy Bhusan Banerji :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী Demand Nos. 24, 25, 26, 27, 28, 40, 42 ও 43তে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করেছেন আমি তা সমর্থন করছি। এ সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা রাখছি। ত্রিপুরা একটি অনগ্রসর রাজ্য, এর উন্নতি অনেকাংশে নির্ভর করে এই Deptt. এর উপর। Educationই হোক বা Agricultureই হোক তাদের কাজ সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করতে হলে আমরা এই পূর্ত্ত বিভাগকে বাদ দিতে পারি না। সরকার জনসাধারণের আশা আকাঙ্খাকে রূপায়িত করার জন্য যখন একটি প্রকল্প গ্রহণ করলেন, তখন তাকে রূপ দিবার দায়িত্ব পূর্ত্ত বিভাগের উপর। আমাদের এখানে যে অর্থ আসে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সরকারের দয়ার উপর। কাজেই এই বিভাগের যে অর্থ তা যাতে যথাযথভাবে ব্যয়িত হয় তার জন্য আমি এই বিভাগকে অনুরোধ করব। আমি দেখেছি Dharmanagar Higher Secondary School এর Campus Hall এর জন্য টাকার বরাদ্দ ১৯৬৬-৬৭ সালের বাজেটে ধরা হয়েছিল। আমি জানি না কি কারণে ঐ টাকা আজও ব্যয়িত হয় নাই। ধর্মনগরে একটি Enquiry office আছে, সেখান থেকে বাজার বা তার সংলগ্ন সহর অঞ্চল দূরে নয়। বাজার ও তদসংলগ্ন অঞ্চল flood এর সময়ে কিভাবে রক্ষা করা যায় তার জন্য তাদের প্রয়োজনবোধ যে কতটুকু আছে তা আমি উপলব্ধি করতে পারি না। পূর্ব্বদিকে একটি সরকারী রাস্তা আছে। বাজারের পূর্ব্বপ্রান্তে ঢুকবার সেটাই একমাত্র রাস্তা। সেই রাস্তার পাশেই জুড়ি নদী এবং তাতে ভাঙ্গন ধরেছে এবং রাস্তা ভেঙ্গে চলেছে কিন্তু আমি দেখিনি সেই ভাঙ্গন রোধ করার জন্য কোন Embankment বা spur বসাবার ব্যবস্থা করা

হয়েছে। আমি বুঝিনা যাদের উপরে এগুলি দেখার দায়িত্ব আছে তারা সেদিকে কোন লক্ষ্য রাখছেন কি না। এগুলি কি করে যে তাদের চোখে এড়িয়ে যায় তা বুঝি না। যদি সময়মত সেদিকে নজর দেওয়া যায় তাহলে এই দরিদ্র দেশের অনেক অর্থ অপচয় হত না। এই দিকে পূর্ত্ত বিভাগের যে মন্ত্রী, আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আমি দেখেছি যখন March মাস আসে তখন P.W.D. officeএ যেন একটা হৈ হৈ পড়ে যায় এবং যেন তেন প্রকারেণ একটা কাজ করে ফেললেই যেন হল। আমরা চাই এই কাজ সুষ্ঠু ভাবে হউক। March মাসে তাড়াহুড়া করে কাজ করলে সেইসব কাজের দিকে সরকারের দৃষ্টি রাখা সম্ভব হয় না। তাদের এই গলতির জন্য সরকারের অর্থের অপচয় ঘটে। আমি দেখেছি যে অনেক কাজ Technical man এর approval ছাড়া হয় না, Technical man P.W.D. ছাড়া অন্য কোন বিভাগে আছে কিনা জানি না, তাই অনেক সময় কাজ ত্বরান্বিত করতে চাইলেও তাদের পক্ষে তা করা সম্ভব হয় না। কাজেই Test Relief ইত্যাদির মত কাজ যেটা গ্রামীণ জনজীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি যাতে উপযুক্ত গুরুত্ব সহকারে তাড়াতাড়ি করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার বলে আমি মনে করি।

আর একটি জিনিষের কথা আমি বলব, মাননীয় সদস্য এ বিষয়ে বলেছেন। আজকে নিত্যপ্রয়োজনীয় সব জিনিষের দামই বেড়েছে। সেই হিসাবে আজকে যে schedule এর উপর নির্ভর করে মজুরী চাই বা estimate করি, আমার মনে হয় সেই schedule বহু পূর্ব্বের। কিন্তু কন্ট্রাকটাররা কি করে ঐসব কাজ সেই rateএ করতে পারে তা ভাবলে আমার আশ্চর্য্য লাগে। অবশ্য আমি Technical man নই, এ বিষয়ে আমি কিছু বলব না, তবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আমি এ বিষয়ে আকর্ষণ করছি।

আমি আর একটা জিনিষ দেখেছি যে ত্রিপুরাতে এখন প্রত্যেকটি Contractor enlisted. Enlist করার অর্থ হচ্ছে নির্দিষ্ট contractor ছাড়া অন্যরা cotract নিতে পারে না। অন্যান্য প্রদেশে আছে যেমন আসামে আছে, Bengal এ ও আছে, অন্যান্য প্রদেশে ও আছে। কাজেই এই যে enlistment এর প্রশ্ন যে সমস্ত চিন্তা এবং অনুভূতির দ্বারা করা হয়েছে অবশ্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন আছে আমি অস্বীকার যাবোনা, কিন্তু কতগুলি ক্ষেত্রে সেগুলির মধ্যে একটা প্রশ্ন জাগে সে enlistment গুলো সম্বন্ধে। বাহিরের থেকে এসেও যদি কেউ tender নিয়ে কাজ নিতে পারে তাহলে এই enlistment এর গুরুত্ব কতটুকু? এই ব্যাপারটা অনেকে চিন্তা করেন না। আমি জানি এই জায়গার একটি লোক আসামেও tender দিতে পারে। কিন্তু প্রথমে তাকে enlisted হতে হয়। এখানে এজন্য একটা অবাঞ্ছিত সমালোচনা হয়। সেটা সম্বন্ধে আমি মনে করি দৃষ্টি দেওয়া দরকার। সেই সম্বন্ধে আমি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি আর একটা কথা বলব। ত্রিপুরা রাজ্যে বেকার সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলছে আমরা বলি। আমরা Central Govt. এর টাকা এনে বরাদ্দ করে দেশ গড়ার জন্য খরচ করি। সাথে সাথে একথাও

সত্য এই দেশের মানুষের যে আর্থিক অবস্থা তারজন্য অর্থের প্রয়োজন আমারা উপলব্ধি করি। কাজেই এই টাকা যথোপযোক্তভাবে খরচ হউক এবং অধিকাংশ লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক, তার প্রয়োজন আমরা উপলব্ধি করি। এইজন্য বড় contractor এর যে সমস্ত কাজ আছে যে ক্ষেত্রে সম্ভব সেই ক্ষেত্রে সেইগুলির অধিকাংশ contractor এর মধ্যে বিলি করে দেওয়া যায় কিনা তারজন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ধর্ম্মনগরের কয়েকটা প্রয়োজনীয় ব্যাপারে আমি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করছি যেগুলো করা অত্যন্ত দরকার। গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাটের প্রয়োজনে কৃষকের উৎপন্ন দ্রব্য যাতে সহরে বাজারে আনতে পারে। তাহলে তারা বেশী দাম পায়। এদিক দিয়ে যোগাযোগ ভিন্ন দেশের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব নয়। এবং তার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত করা সম্ভব নয়। তাই আমি কয়েকটি গ্রামের রাস্তার কথা বলব। উপ্তাখালী পদ্মবিল ধর্মনগরের পদ্মবিল এবং A. A. Road এর ১০ মাইল হইতে দক্ষিণ পদ্মবিল হইয়া কলোনী একটি রাস্তার দরকার। এই কলোনীতে বহু লোকজন আছে। কিন্তু তাদের লেখাপড়া শিক্ষা করা বা হাটে বাজারে আসা একটি দুর্গম অবস্থা। টিলার উপরে তাদের বাড়ী ঘর, কোন রাস্তা নেই—তাই আমি এই কয়েকটি রাস্তার জন্য আমি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

Irrigation and Flood Control আজকে একটি জাতীয় সমস্যা। খাদ্যের যে সমস্যা এই দিক দিয়া লক্ষ্য রাখলে দেখা যাবে যে কতগুলি মাঠ বা জায়গা আছে, যেগুলি হইতে জল নিষ্কাসন করে না নিলে ধান উৎপাদন সম্ভব নয়। আমরা আজ খাদ্যের দিক দিয়ে পর-মুখাপেক্ষী এবং এই খাদ্যের অভাবের দরুণে আমরা অনেক অবাঞ্ছিত অবস্থার মধ্যে বৈদেশিক শক্তির আশ্রয়ে পড়ি। যদি স্বাধীনতার শক্তির মূল্যায়ন করতে হয় তাহলে আমাদের এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাওয়া দরকার। এইটা যে একটা গুরুত্বপুর্ণ অবস্থা এটা সবাই উপলব্ধি করতে পারবে বলে আমি মনে করি। Irrigation এবং বাঁধের প্রস্তাব সম্বন্ধে আমি গত Budget sessionএও বলেছি। এবারেও দেখেছি পুরুয়া, কুন্তি, রাজনা, সাফাই কতগুলি জায়গাতে কাজ করা দরকার। আমি দেখেছি আজ পর্যন্ত তার কাজ আরম্ভ হয় নাই। একটী বর্ষা চলে গেল, আবার বর্ষার সমাগম হতে চলল। এবারের ফসলও আমরা পাবনা। সেখানে খাদ্যে হাহাকার। যদি Estimate এবং একটা পরীক্ষা নিরিক্ষা করতেই দেশের এক গুরুত্বপুর্ণ কাজ এত পেছনে পড়ে তাহলে এটাকে দুঃখজনক বলে আমি মনে করি।

আমি জানি ধর্ম্মনগরের বাজারের flood রোধ করার জন্য কয়েক বছর ধরে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে আসছে। আজও শেষ হয়েছে কিনা জানি না। আমরা technical person নই, কাজেই যখন বলা হয় technically সেটা দেখা হচ্ছে তখন আমরা বুঝি যে technically অসুবিধা হয়েছে, যেগুলি দূরীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত সেই কাজ করা যাবে না। তাতে সময় বেশী লাগছে। সময়ের সম্বন্ধেও আমাদের ওয়াকিবহাল থাকা দরকার। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মানুষের যে অবস্থা, খাদ্যের যে দুরাবস্থা যদি আমরা সময়ের মূল্যায়ন করতে না পারি তাহলে সময় আমাদের রেহাই দেবে না। তাই অনুভব করি, P. W. Department হচ্ছে

একটি খরচের বিভাগ, তাদের খরচের উপর জাতীয় অনেক কিছু নির্ভর করে। তাই তাদের যে চিন্তা, মন্ত্রী মহোদয়ের যে চিন্তা, জনসাধারণের যে আকাঙ্খা তাকে রূপ দিতে গেলে, যারা এই দায়িত্ব নিয়েছেন, যাদের উপর সপূর্ণ নির্ভর করে মন্ত্রী পরিষদের শুভ ইচ্ছা দেশের এই গুরুত্ব অবস্থা উপলব্ধি করে জাতীর শ্রীবৃদ্ধি এবং জাতীর যে সমস্যা তা দূর করার জন্য, আমরা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে দান হিসাবে যে টাকা পাই সেটাকা ব্যয় করি ত্রিপুরার অনগ্রসরতা দূর করার জন্য, জাতীয় সমস্যা দূর করবার জন্য P. W. D. Personnel রা যথাযথ কাজ করে যাবেন বলেই, আমি আশা করি। আমি মাননীয় পূর্ত্ত বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়ের এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষন করছি। আমি আর বেশী বলব না। আমি জানি P. W. D. অনেক কাজের জন্য আমাদের বহু মুল্যবান প্রানও বোধ হয় বিসর্জন দিতে হয়। আমি জানি কিছুদিন আগে কাঞ্চনপুরে মিজো troubles এর সময় accident এ আমাদের একজন জোয়ান মারা গেছে। আমি বলতে পারব না তা কিসের দোষে? আমি জানি একটি bridge ভেঙ্গে পরে গাড়ীটী accident হয়। এইভাবে একটী অমূল্য রত্ন প্রাণ হারায়। দেশের চারিদিকে শত্রুরা আমাদের দিকে ওৎপেতে বসে আছে আমাদের দেশকে গ্রাস করার জন্য ঠিক এই সময়ে একজন উঁচুদরের trained জোয়ান মারা যাওয়া দেশের পক্ষে ক্ষতিকর এবং এই ক্ষতি অপূরনীয়।

এই রাস্তা এবং bridge গুলি যদি যোগ্য অবস্থায় না থাকে, জাতীর এই সমস্যার সময় আমরা যে কি অবস্থার মধ্যে পড়তে পারি তা উপলব্ধি করা দরকার। সামনে সমাগত বর্ষা। এই বর্ষার সময় মিজো হিলের যে অবস্থা, যারা সমাজদ্রোহী, যারা দেশকে বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যারা দেশকে অগ্রগতির দিকে, উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের শুভবুদ্ধিকে বানচাল করবার জন্য যারা বিদেশীদের স্বার্থে ভারতের স্বার্থ, ত্রিপুরার স্বার্থ বলি দিতে চায় তাহদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হলে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরো সুদৃঢ় করতে হবে। কাঞ্চনপুর দশদা আনন্দ বাজার দিয়ে যে রাস্তাটি বর্ষার সময়ও যাতে চলাচলের যোগ্য অবস্থা থাকে তার জন্য পূর্ত্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কারণ তা না হলে মিজো আক্রমণ প্রতিহত করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। এই বলে আমি আমার Demand গুলির সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now I would call on Hon'ble Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী Houseএর সামনে যে ৭টি Demand উপস্থিত করেছেন তার সমর্থন জানাচ্ছি। এই Demand-গুলির সমর্থনে আমি কয়েকটি বক্তব্য রাখছি। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক সদস্যই তাদের বক্তব্য রেখেছেন কাজেই এই সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু বলব না। আমি কয়েকটি Suggestion House এর সামনে রাখবো। এই Demandগুলি সমর্থন করতে গিয়ে আমি বলবো যে একটু পরেই আমরা প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকার বাজেট পাশ করবো। পরিকল্পনার পূর্ব্বে আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরায় মাত্র ৬৭ মাইল রাস্তা ছিল। আর বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে ত্রিপুরাতে ৯৮৭ মাইল রাস্তা আছে। রাস্তা যে হচ্ছে একথা আমি অস্বীকার করছি না।

এবং আগামী ৪র্থ পরিকল্পনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতায় ১১৯৪ মাইল রাস্তা হবে, রাস্তা যথেষ্ট হয়েছে। কারণ সভ্য দেশে রাস্তার যথেষ্ট দরকার আছে। দেশ যত সভ্য হবে, শিক্ষিত হবে, রাস্তার যথেষ্ট দরকার আছে। তবে আরেকটি কথা বলবো এই যে রাস্তাগুলি হয়েছে, আমি দেখতে পাচ্ছি T. T. C. এর আমলের সঙ্গে যদি বর্তমান সময়ের তুলনা করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো রাস্তা কি পরিমাণ হয়েছে। আমরা যদি ১৯৫৭ ইং হইতে ১৯৬৩ ইং পর্য্যন্ত লক্ষ্য করি যে রাস্তা কতটুকু হয়েছে এবং ১৯৬৩ ইং এর পরে এখন পর্যন্ত কতটুকু রাস্তা হয়েছে। তাহা যদি দেখি তাহলে আমরা দেখবো ১৯৫৭ থেকে ৬৩ পর্য্যন্ত রাস্তার যে Development হয়েছে আর ১৯৬৩ ইং থেকে এখন পর্য্যন্ত রাস্তার সে রকম Development হয় নাই। আমাদের T. T. C. আমলে যে সমস্ত Engineer, Overseer এবং S. D. O. ছিলেন তারা মন প্রাণ দিয়ে কাজ করেছেন, দিবারাত্র কাজ করছেন। কাজেই তাঁদের কাজের প্রশংসা না করে পারছি না। কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রতি বৎসরই বাজেটের কিছু না কিছু টাকা ফেরৎ পাঠানো হয়। তবে সব Divisionএ ই যে কাজ হচ্ছে না তা আমি বলছি না। অনেক Engineer, অনেক Division বেশ ভাল কাজ করেছেন। কোন কোন ডিভিশনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যথাযর্থ কাজ হচ্ছে না। আমার মনে হয় আমাদের দেশে অনেক ইঞ্জিনীয়ার আছেন, ওভারসিয়ার আছেন, তাদের যদি আমরাও এ রাজ্যে চাকুরী দেই তাহলে কাজের অনেক উন্নতি হবে। আমি Dharmanagar Northern Division এর কথা উল্লেখ করে বলব যে গত এক বৎসরের মধ্যে সেখানে উল্লেখযোগ্য তেমন কাজ আমি দেখি নাই। পুরাতন কতকগুলি কাজ করা আছে। নূতন কোন কাজ আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমি বলব যে T. T. C. এর আমলে আমরা বহু রাস্তা তৈয়ার করেছি কিন্তু সেগুলির কোন মেরামত বা Maintenance হচ্ছে না, এই দিকে আমি মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি দেখছি আমাদের এক একটি Divisionএ যে পারিমাণ work load আছে বা যে পরিমাণ টাকা বরাদ্দ থাকে সে পরিমাণ কাজ তারা অনায়াসেই করতে পারেন। কিন্তু আমরা দেখছি সেই পরিমান কাজ হচ্ছে না। কোন কোন ইঞ্জিনিয়ারকে বলতে শুনেছি Savingsএ ফেলে রাখা এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আমাদের মন্ত্রীরা অনেক কষ্ট করে টাকার ব্যবস্থা করবেন, আর সেই টাকা খরচ হবে না। আমি একটি রাস্তার কথা উল্লেখ করব। গত জুন মাসের মিটিংএ বলেছি যে তিলথৈ থেকে রাজনগর আনন্দবাজার পর্য্যন্ত যে রাস্তা, কখন মঞ্জুর হবে জানতে চাইলে Concerning Minister জানিয়েছেন যে ঐ কাজের জন্য ১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। ঐ কাজ ১৯৬৮ ইং সনের মার্চ্চ মাসে শেষ হবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু আমি বলব যে আজ পর্য্যন্ত ঐ রাস্তায় একটি বালুকা পড়ে নাই। যে জায়গায় আমাদের Ministerএর একটা understanding আছে যে ঐ কাজ মার্চ্চ মাসের মধ্যে শেষ হবে, সে জায়গায় Ex. Engr. যদি কাজটা আরম্ভও করত তা হলেও বলতাম যে কিছুটা হয়েছে, কিন্তু কিছুই হয় নাই। হয়ত তিনি বলবেন যে সেই

টাকা Insufficient. আমি বলব যদি ঐ টাকা Insufficient হয় তা হলে যে টাকার sanction আছে সেই টাকার কাজ করতে কি আপত্তি হয়েছিল? কতকগুলি রাস্তা ও Bridgeএর জন্য আমি লিখেছি, Reminder দিয়েছি এবং পড়ে Assembly questionও করেছি, কিন্তু সেই রাস্তা ও Bridge আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। One S.P.T. Bridge over Uptakhali Road Two S.P.T. Bridges of Tilthai & another at Sangur. One S.P.T. Bridge over Tilthai, One S.P.T. Bridge over Juri-Panisagar Jhalebhasa Road. One S.P.T. bridge Over Badhaichara, near Pecharthal, One near Machmara bazar কিন্তু আজ পর্য্যন্ত একটি Bridgeএরও estimate হয় নাই। আমি এদিকে মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আমরা বাজেট পাশ করব এই আশা নিয়ে যে যে কাজের জন্য বাজেট বরাদ্দ আছে, সেই কাজে টাকা লাগবে।

আর একটি কথা আমি বলব যে কাঞ্চনপুর মনপাই একটা রাস্তা হয়েছে তাতে আসামী একজন লোক contract নিয়েছেন। আসামী ভদ্রলোক Contract পেয়েছেন তাতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু সেই লোকটির capacity আছে কিনা, আসামে ও ত্রিপুরাতে তার Registration আছে কিনা, এই সব বিষয় তদন্ত করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলব। আমাদের ত্রিপুরাতে যদি বড় কনট্রাক্টার না থাকে তবে ঐ সমস্ত কাজকে যদি ২।৩ ভাগ করে দেওয়া হয় তাহলে ত্রিপুরার লোক কাজ পেতে পারে এবং আর্থিক সমস্যারও কিছু বিধান হতে পারে। আমরা দেখেছি A. A. Road যখন প্রথমে করা হয় তখন ১ বা ২ ফার্লং করে Contract এর কাজ দেওয়া হয়েছে এবং ত্রিপুরার লোক কাজ পেয়েছে। এই বিষয়েও আমি মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আর একটি কথা আমি বলব যে আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য যে আসাম আছে সেখানে ত্রিপুরার কোন কনট্রাকটার যদি যায় এবং তার নাম enlist করা না থাকে তবে তাকে কাজ দেওয়া হয় না। আসামে নাম Enlist করতে হবে তারপর তার tender দিতে হবে। ত্রিপুরার বেকার সমস্যার সমাধান করতে হলে এখানেও ঐভাবে একটা ব্যবস্থা করলে পরে আমার মনে হয় সুবিধা হবে। ত্রিপুরার Development করতে হলে P. W. Departmentকে আরো চেষ্টা সহকারে কাজ করতে হবে। এখানে অনেক Building হয়েছে কিন্তু School, dispensary ইত্যাদির জন্য অনেক Sanction আছে কিন্তু সেগুলি হচ্ছে না। তারা আসাম—আগরতলা রাস্তা নিয়াই ব্যস্ত আছে কিন্তু আমি বলব যে এই যে হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারী ইত্যাদি আছে তার দিকেও নজর দেওয়া আবশ্যক। Dharmanagar T. B. Clinicএর sanction হয়ে আছে, এবারও কাজ হয় নাই—কবে যে হবে জানি না। Dharmanagar Girls H. S. Schoolএর কাজ sanction হয়ে আছে। ছাত্র সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু Building Construction হচ্ছে না। আমি গত সেসনে পানিসাগর ছৈলেং বাড়ীর রাস্তার জন্য প্রশ্ন দিয়েছিলাম এবং আশা করেছিলাম যে সেই কাজ start হবে, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও সেই কাজ start হয় নাই। এ দিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করব।

Minor Irrigation সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা বলব। আমাদের খাদ্যের যে ঘাটতি তার জন্য শুধু অধিক খাদ্য ফলাও বললে চলবে না, এখানে Irrigation এবং Bundএর দরকার। যদি আমরা Embankment ও Minor Irrigation ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ না করি আর শুধু প্রকৃতির উপর নির্ভর করে বসে থাকি তাহলে অধিক ফসল ফলানো হবে না। এদিকে Minor Irrigation Deptt. যে কতটুকু কাজ করছেন তা আমি বুঝতে পারছি না। Minor Irrigation এ Dharmangar Division একটু কাজও হয় নাই। এটা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে একটি office থাকা স্বত্বেও সেখানে কোন কাজই হয় নাই। খাদ্যে এ রাজ্যে এখনে deficit area. খাদ্যে নির্ভরশীল করতে হলে এখানে বড় বড় যে সব মাঠ জলে পূর্ণ হয় সেগুলিকে বাঁধ দিয়ে জল সেচের ব্যবস্থা করা দরকার। আমি আসার পর থেকে শুনছি যে কৈলাসহরে বাঁধ হবে—সেটা একটি Deficit area কিন্তু আজ পর্য্যন্তও কিছুই হচ্ছে না। কৈলাসহরের শত্তরমিয়া হাওরের বাঁধ হচ্ছে না। যদি ঐ হাওয়রের বাঁধ দেওয়া যায় তাহলে কৈলাসহরে খাদ্যের অভাব হবে না। আমি কয়েকটি বাঁধের কথা এখানে বলছি—ছৈদাবুড়ী-ছড়া থেকে নটিংছড়া, Bund by the Side of Manu River at Bilaspur, Bund by the Southern Side of Jalefa, Biethai Chara to Bakhicholai by the side of Manu River, Bund by the side of Bilashpur, Bund by the side of Bilashpur to Jaganathpur Border এই রকম কতকগুলি Bund এর জন্য আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, তারপর আবার Reminder ও দিয়েছিলাম কিন্তু কোন কাজ হয় নাই। পরে তাদের নিকট হইতে একটা অদ্ভুত reply পেয়েছি। বাঁধ সম্বন্ধে লিখছেন Bilthaichara Baghigalal by the side of Manu river বলছেন কি It will be Connected with Sattamiah Houar in the flood Protection Scheme. আমি বলব জলাই ও শত্তরমিয়ার হাওরের মাঝখানে হল মনু নদী তার সঙ্গে শত্তরমিয়ার হাওরের এই বাঁধের কি সম্পর্ক থাকতে পারে। তবে আমি বলব যে যিনি Report দিয়েছেন তিনি সে সম্বন্ধে কিছুই জানেননা, এ সব জমিনে যান নাই। জলাইর সঙ্গে শত্তরমিয়ার হাওয়ের কোন সম্পর্ক নাই। পেচারতলে যেখানে শতকরা ৮০ ভাগ লোক ঘরের ভাত খায় না, ফড়িয়া মারফতে চাউল খরিদ করে তাদের খেতে হয় সেখানে একটা বাঁধ যদি আমরা দিতে পারি এবং টাকাও যেখানে খরচ হয় না, সেখানে খাদ্য সমস্যার কিছুটা অন্ততঃ সমাধান হত বলে আমি মনে করি। মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীর নিকট আমি অনুরোধ রাখব ঐ সব বাঁধের যাতে ব্যবস্থা করা হয়। ধর্মনগরে আরো কয়েকটি জায়গা আছে যেমন রাধাপুর, কদমতলা ও হুরুয়া areaতে বাঁধ দেওয়া যায় তা হলে ধর্মনগরে খাদ্যের এরকম অবস্থা হত না। বাজেট সমর্থনে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম। আমি আশা করব বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ করা আছে তাহা যথাযথ ব্যয়িত হবে এবং আমাদের দেশ সুন্দর সুজলা সুফলা হয়ে উঠবে।

Shri Kamaljit Singh :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে হাউসের সামনে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ৭টি ডিমাণ্ড রেখেছেন তার সমর্থনে কয়েকটি কথা আমি বলতে চাই। বর্ত্তমানে

আমরা বৈজ্ঞানিক যুগে বাস করতেছি, আমাদের ত্রিপুরাকে সমৃদ্ধির পথে গড়ে তুলবার জন্য সব Development কাজেই উপযুক্ত লোকদের নিয়োগ করেছি। আমাদের এখানে বর্তমানে Principal Engineer, Superintending Engineer, এবং তার অধীনে বহু লোক আছেন। আমরা দেখেছি নূতন নূতন কাজ যে গুলি হাতে নেওয়া হয়েছে সে গুলিতে উপযুক্ত contractor ও Material এর অভাবে ঠিক সময়মত কাজ করা যায় না। আসাম-আগরতলা যে Highway তা বেশ কয় বৎসর হল হয়েছে, আসাম থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত রেল লাইনও রয়েছে। আসাম থেকে boulder এনে highway র কাজ কেন এখনো হাতে নেওয়া হচ্ছে না, সে বিষয়ে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করছি।
আমরা আগে দেখেছি, রাস্তায় ১টি ইটের উপর আগে সোলিং করা হত এখন দেখছি ডাবল ইটের উপর সোলিং করা হচ্ছে। আগে যে ৩ টন গাড়ী চলত এখন তার স্থানে ৮ টন heavy loaded গাড়ী চলে। কাজেই ইটের যে সোলিং সেটা ২।১ বৎসরেই নষ্ট হয়ে যায়। আগরতলা আসাম রোডে যারা ভাল গাড়ীতে চলেন তারা হয়ত অনুভব করতে পারেন না কিন্তু Bus, Truck যারা চড়ে তারা জানে যে ঐ রাস্তায় যাতায়াত কি কষ্ট কর। আসাম থেকে boulder এনে যদি Soling এর কাজ করা হত তা হলে যে ইট soling এ লাগে এবং যার জন্য অনেক কয়লা খরচ হয় আমাদের তা বাঁচত। Transport deptt. ১২।১৩ টন গাড়ীর permit দিচ্ছে কারণ মালপত্র আনার জন্য ত্রিপুরাতে এটা দরকার অপরপক্ষে এখানকার রাস্তার সেই load বহন করার ক্ষমতা আছে কি না তাতে আমাদের সন্দেহ আছে। কাজেই ২।৩ মাইল করে যদি Boulder দিয়ে আমরা রাস্তাগুলি তৈয়ার করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে আগামী ১৫ বৎসরে অন্তত ৫০ শতাংশ রাস্তা ঠিক করতে পারব। মাননীয় মনোরঞ্জন বাবু বলেছেন যে এখানে ঠিকাদার কাজে আজকাল আসাম থেকে লোক আসছে। আমার মনে হয় সে সুযোগ আমরাই করে দিয়েছি। এখানে যে সব ভাল ভাল ঠিকাদার ছিল, খোঁজ নিলে জানা যাবে তারা সবাই আস্তে আস্তে কাজ গুটাইয়া নিতেছেন। আরো জানা যায় যে অফিস থেকে Payment তারা ঠিকমত পাচ্ছে না। গত বৎসরও আমার মনে আছে স্থানীয় ঠিকাদাররা কি একটা বিলের টাকা পাওনা নিয়ে একটা জোট বেঁধেছিল। আমরা যে ভাবে Ex. Enrদের বাহির থেকে আনছি, ঠিক সেই ভাবে মনে হয় ঠিকাদারদের ও বাহির থেকে আনার একটা প্রবনতা চলছে। আমাদের এখানে সব কাজই যেন দিল্লীর অনুকরণে হচ্ছে, টাকার জন্য ও দিল্লী যেতে হয়, দিল্লী হতে ইনজিনীয়ার আসেন এবং দিল্লীর পেটার্ণে এখানে ঘর বাড়ীর প্লেন করেন যার জন্য মহারাজগঞ্জের বাজারে যে দালান তৈরী হয়েছে তাতে লক্ষ লক্ষ টাকা wastage হয়েছে এবং কাজে লাগছে না। এখানকার P.W.D. কাজ করার জন্য এখানকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটি Schedule তৈরী করার জন্য আমি এই হাউসের নিকট অনুরোধ রাখব।

Flood Protection সম্পর্কে আমি দু একটি কথা বলতে চাই। আমি এসম্পর্কে কোন expert নহি। এখানকার নদীতে Spur দিয়ে flood protection না করে পাহাড়ের ছড়াতে

যেখানে জলের উৎস সেখানে যদি কোন রকম বাধা সৃষ্টি করা যায় যাতে জলটা তাড়াতাড়ি নেমে আস্তে আস্তে আসে তা হলে আমার মনে হয় কাজ হতে পারে।

Temporary Bridge এ দেখাশুনার অভাবে আমার মনে হয় accident আজ কাল বেড়ে চলেছে। সময়মত সেই Birdge গুলি মেরামত করা হলে accident থেকে রক্ষা পাওয়া যেত। ইদানীং মোহনপুরের নিকট কামালঘাটে একটি accident হয়েছে এবং বেশ কয়েক জন হতাহত হয়। কিছু দিন আগে ডুম্বুরের পথে P.W.Dর একটি গাড়ী পড়ে একটি লোক মারা যায় এই সমস্ত happenings বন্ধ করা সম্ভব হত যদি proper supervisionথাকত এবং কিছু staff ঐ সব Bridge এর অবস্থা সদাসর্বদা check করত। কাজেই এই সব Bridge এর Supervision কার উপর ন্যস্ত এবং তারা যথা সময়ে ঐ সব Bridge এর অবস্থা সম্পর্কে report করেছেন কিনা সেজন্য responsibility fix করা উচিৎ বলে আমি মনে করি।

Minor Irrigation এর প্রয়োজনীয়তা আমাদের সহরের জন্য নয়। তা হচ্ছে rural areaর জন্য। একটা জিনিষ দেখে আমি আশ্চর্য্য হই ? কিছু দিন পূর্ব্বে আমি বামোটিয়া গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম তারা টিলার উপরে Boro paddy cultivation করেছে। ২।৩ ইঞ্চি গাছ উঠেছে। জল যা দিয়েছিল তা শুকিয়ে গিয়েছে। Pump নষ্ট হয়ে গিয়েছে ইত্যাদি। এই হল অবস্থা।

ঐ সময় ছুটি থাকার দরুণ storekeeperকে নাকি খুঁজে পাওয়া যায় নাই। ঐখানকার irrigation scheme সেখানকার স্থানীয় লোকদের সঙ্গে আলাপ করে কোথায় বাঁধ দিলে জল আসবে সে সব জেনেশুনে যদি বাঁধ দিত তাহলে সুফল পাওয়া যেত। কাঞ্চনপুর গিয়েছিলাম সেখানে ৫।৬ বছর আগে বাঁধ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু কোন কাজে আসেনি। এ নিয়ে চীফ কমিশনারের কাছেও দরখাস্ত করা হয়েছিল ইনকোয়ারীর জন্য, সেটা আজও অকেজো হয়ে পড়ে আছে। কাজেই মাইনর ইরিগেশনে যেখানে বাঁধের প্রশ্ন আছে। যেখানে নতুন করে বাঁধ দিতে হবে সেখানকার লোকাল পিউপিলের সাথে আলাপ আলোচনা করে বাঁধ দিলে লোকের উপকারে আসবে।

আর একটি কথা হচ্ছে যে, যেসব স্থানে বাঁধ অকেজো হয়ে পড়ে আছে সেসব বাঁধগুলো কিভাবে কাজে লাগানো যায় সেটা দেখবার জন্যে একটা স্থানীয় কমিটি করলে পর আমার মনে হয় বাঁধের জলটাকে কাজে লাগানো যাবে। এবং মানুষের মনে আজ যে বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে যে, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বাঁধ দেওয়া হ'ল অথচ কাজে আসলো না—সেই বিক্ষোভটাও প্রশমিত হবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker : — Now I would call on the Hon'ble Chief Minister to give reply to the debate.

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ২৪, ৩৬, ২৭, ২৮ ৪০, ৪৩ এবং ৪২ এই Demand গুলোর উপরে মাননীয় সদস্যবৃন্দ মূল্যবান সাজেশন রেখেছেন তার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ত্রিপুরার পরিবেশ তারা নিশ্চয়ই চিন্তা করেছেন। কাজেই সমালোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই আমরা চিন্তা করবো পূর্বে কি ছিলো এবং এখন কি হয়েছে। কারণ life line যদি কোন দেশে না থাকে তাহলে PWD এর পক্ষে কাজ করা খুবই দুরূহ। যখন ভারতবর্ষ ভাগ হলো তখন আমাদের এই state ছিল সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিহীন এবং বিচ্ছিন্ন। অতএব সেই বিচ্ছিন্ন অবস্থাকে সংযোগ সাধন করেছে P.W.D. Deptt. কারণ তখনকার সময়ে রাস্তার কাজ করতে হলে, stone থেকে আরম্ভ করে cement. rod পর্যান্ত আনতে হতো by Pakistan railway, এই অবস্থার মধ্যে প্রথমে গড়ে উঠল ভারত-বর্ষের সাথে যোগাযোগ সেতু। তারপর আমরা সবাই জানি যে ধর্মনগর, কুমারঘাট হতে সাব্রুম পর্য্যন্ত রাস্তা গড়ে উঠল, সাথে সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্য কতগুলো station গড়ে উঠল, যেমন খোয়াই, কৈলাশহর, কমলপুর, বিলোনীয়া প্রভৃতি, তাকে গড়ে আমরা এই রোড construction এর কাজ building constn. এর কাজ করেছি। এমনকি beam ও এরোপ্লেনে আনতে হয়েছে। এর উপর নির্ভর করে দক্ষতা সহকারে P.W.D. তা করেছে। ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যান্ত রাস্তা করা হয়েছে ত্রিপুরার সব বৃহৎ পর্বতমালার মধ্য দিয়ে, যেমন শাখান, লংথরাই, বড়মুড়া. আঠারমুড়া ইত্যাদি। তখন Ist stage এ কাচ্চা রোড এবং এস, পি, টি. ব্রীজ এবং টেম্পোরারী ব্রীজ করে কাজ শুরু করা হয়েছিল। এখন সেই রাস্তায় মেটেলিং, সোলিং ইত্যাদির কাজ চলছে। কারণ এই রাস্তাটি হতে পেরেছে বলেই আমরা আজ সোলিং এর পরিকল্পনা করতে পারছি। মেটেলিং এবং কার্পেটিং এর পরিকল্পনা এবং বড় বড় ব্রীজের পরিকল্পনা করতে পারছি। তা না হলে আমাদের পক্ষে এই পরিকল্পনা করাটাও অসম্ভব ছিল। এই রাস্তার জন্য জনসাধারণ essential commodities এর যে অসুবিধা ভোগ করছিলেন এখন আর সে অসুবিধা নেই। তবে কষ্ট হচ্ছে না তা নয় কিন্তু সে কষ্ট এখন নেই।

এখন প্রধান কথা হলো এই যে রাস্তাতে pucca bridge করবো না গ্রামের ব্রীজগুলো করবো সেটা আমাদের চিন্তা করতে হবে। আমরা জানি যে আমাদের এই মেইন লাইনকে ঠিকভাবে চালু রাখতে হবে কারণ ওটাই আমাদের লাইফ লাইন, কমিউনিকেশনের দিকেই বলুন আর ডিফেন্সের দিক থেকেই বলুন। সদর থেকে ধর্মনগর পর্যান্ত যতগুলো bridge আছে সবগুলোকে পাক্কা ব্রীজ করার পরিকল্পনা আছে। সেই অনুসারে কাজও শুরু হয়েছে। আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যান্ত কোন বড় ব্রীজ নদীতে ছিল না। তাই হাওড়া নদীর উপর আমাদের pucca bridge করতে হয়েছে। যে টাকা দিয়ে ঐ ব্রীজ করা হয়েছে সেই টাকা দিয়ে গ্রামের মধ্যে ২০০০ S,P,T. bridge করা যেতো। বিশালগড়ের ব্রীজ, গোমতী ব্রীজ লাউগাং ব্রীজ এবং মুহুরীর নিকটে একটি ব্রীজ গড়ে উঠছে। খোয়াইয়ের চেব্রীতে ব্রীজের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তা পাক্কা ব্রীজের পরিকল্পনা। অতএব আমাদের লক্ষ্য রাখতে

হবে যে প্রতিটি সাবডিভিশনের যোগাযোগ এবং মেইন লাইনের যোগ রক্ষা করতে হবে। কনট্রাক্ট সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, আমাদের স্থানীয় কনট্রাক্টররা আসামে enlisted না হ'লে আসামে কাজ করতে পারে না। ভারতবর্ষের যে কোন contractor এই ত্রিপুরাতে কাজ করতে পারে। গোমতী, হাওড়া ইত্যাদি বড় বড় ব্রীজগুলো করতে পারে এমন কনট্রাক্টর ত্রিপুরায় একটিও নেই। কাজেই আমরা যদি ঠিক করতাম যে বাহিরের কনট্রাক্টর নেবো না তাহলে এই বড় বড় ব্রীজগুলো গড়ে তুলতে পারতাম না। কম্পিটিশন যদি রাখা হয়, তাহলে পরে আমরা লোয়েষ্ট টেণ্ডারকে কাজ দিতে পারি। তা না হলে একচেটিয়া ব্যবসা গড়ে উঠবে মুষ্টিমেয় ধনীদের হাতে। বিদেশ থেকে যারা আসেন তারা বিদেশ থেকে labours এবং engineer নিয়ে আসেন। ত্রিপুরায় এমন engineer গড়ে ওঠেনি যাকে দিয়ে আমরা ওসব কাজ করাতে পারি। তাদের সুবিধা হলো এই যে তারা তাদের expert নিয়ে আসেন, কিন্তু ত্রিপুরায় তেমন expert নেই। কাজেই আমাদের এখানকার contract এর কাজ ভারতবর্ষের যে কোন প্রান্তের কনট্রাক্টর করতে পারেন Competition is open to all. অতএব যারা contractor তারা তাদের ব্ল্যাক কম পয়সায় খাটাবেন। আর আমাদের এখানকার লেবারদের বেশী টাকা দিয়ে খাটাতে হবে। প্রফিট করার জন্যেই যেহেতু তারা কন্ট্রাক্ট নিয়েছেন ; কম পয়সা খরচ করার চেষ্টা তারা করবেনই। কারণ প্রত্যেক কন্ট্রাক্টরের Profit earning motive আছে। ঐ সমস্ত ব্রীজ করতে হলে পরে যেধরণের efficient labour দরকার তা আজ পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় গড়ে ওঠেনি। এমনকি কার্পেটিং করতে যে দক্ষতার প্রয়োজন সেরকম দক্ষ লেবার ও আমাদের এখানে গড়ে উঠেনি। কাজেই বাইর থেকে efficient labour এনে আমাদের ঐ সমস্ত কাজ করাতেই হবে Defence এবং import and export এর জন্য। সেদিকে দৃষ্টি রেখেই রাস্তা ও ব্রীজের কাজ করা হচ্ছে।

তারপর বলা হয়েছে ধর্ম্মনগরের রাস্তার কথা। বিরাট একটি রাস্তা কৈলাশহর থেকে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত হচ্ছে। সোলিং হয়ে গেছে, মেটেলিং হচ্ছে। SPT Bridgeও সেখানে করা হচ্ছে। Manu to Ompi রাস্তাটার কাজও পূর্ণগতিতে চলছে। অতএব ধর্ম্মনগরের কাজ হয়নি একথা আমি মানতে পারছি না। টাকার দিক দিয়ে দেখতে গেলে PWD Budget এর বেশীর ভাগ টাকাই নদার্ণ পোরশনে খরচ হচ্ছে। কারণ আমরা জানি Dharmanagar is the life of Tripura. তাই আজকে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত রেল হয়েছে। Tribal areaতে রাস্তা করা হচ্ছে। কাজেই Tribal এরিয়াতে রাস্তা হচ্ছেনা এটা ঠিক নয়। আমাদের দেখতে হবে, কৃত্তি রোড এবং তার লিঙ্ক রোডগুলি আমরা করব না কি ভিলেজ রোডগুলি করব। যদি ওগুলো বাদ দিয়ে ভিলেজ রোডগুলিই করা হয় তাহলে জনসাধারণের সুবিধা তো হবেই না বরং মৃত্যু অবধারিত। যদি আমরা এই সমগ্র প্রাণকেন্দ্রকে সংহত করে গড়ে তুলতে না পারি, তাহলে ভিলেজ রোডগুলি করলেই জনসাধারণের সুবিধা হবেনা। আজ সেই সমস্ত প্রাণ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে বলেই গ্রামের রাস্তার দাবী উঠেছে। খোয়াই থেকে কমলপুর পর্য্যন্ত, কমলপুর থেকে কৈলাশহর পর্য্যন্ত রাস্তার survey হয়ে গেছে। আশা করি অগৌণে

আমরা সেই কাজ সুরু করতে পারব। কিন্তু আমাদের এই বাজেটে India Govt. কতগুলো বিশেষ সর্ত্ত আরোপ করেছেন, যে এর বেশী তারা আর দিতে পারবেন না। কতগুলি বিশেষ জিনিষ আরোপ করেছেন—তাই তারা বলেছেন যে road works, construction works, plan অনুসারেই হচ্ছে। তাই আমি মাননীয় সদস্যকে বলব যে উপ-রোক্ত কাজগুলি থাকার দরুণ ঐ রাস্তাটি করতে পারছি না। তাছাড়া আমাদের বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ ছিল তার শতকরা ৫০ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার কেটে দিয়েছেন। তারমধ্যে যদি কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে, তবে তারজন্য দায়ী আমি।

তারপরে বলা হয়েছে minor irrigation, grow more food প্রভৃতি স্কীম সম্পর্কে। আমরা যদি flood protection, irrigation, and barrage ঠিকমত করতে না পারি, তাহলে আমরা high yielding আশা করতে পারিনা। তবে আমি মাননীয় সদস্যদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে ঐদিকে দৃষ্টি রেখেই এসব করছি। যেমন শুকসাগরে হাজার হাজার acre of lands now under cultivation. কারণ সেটাকে আমরা গোমতীর flood থেকে protect করতে পেরেছি। তেমনি হাইড্রার স্কীমেও হাজার হাজার একর জমি আমরা চাষযোগ্য করার চেষ্টা করছি। তাছাড়া ধলাই স্কীম ৩০। হাতেই নেওয়া হয়েছে। তারপর রুদ্রসাগরে fishery-cum-agriculture scheme আমাদের হাতে নেওয়া হয়েছে। আর ছত্তরমিয়ার হাওয়ার স্কীমও আমরা হাতে নিয়েছি।

এভাবে ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে আমরা কৃষির উন্নতির জন্য অনেকগুলি স্কীম হাতে নিয়েছি। আর হাই ইল্ডিং ভেরাইটিজের কথা ভাবতে হলে আমাদের প্রথমে ভাবতে হবে soil conservation and soil analysis এর কথা। এগুলি যদি আমরা সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবে রূপায়িত না করতে পারি তাহলে আমাদের প্রত্যাশিত high yielding varieties উৎপন্ন করা সম্ভব হবে না। সেই কারণে যদি একটা বিরাট অঞ্চলকে high yielding varities এর আওতায় আনা হয় তবে soil testing এর পক্ষে খুবই সুবিধাজনক হয় এবং এদিকে দৃষ্টি রেখেই আমরা এই স্কীমগুলিকে প্রাধান্য দিয়ে গ্রহণ করেছি। সেজন্য আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরার কৃষক প্রতি একর জমিতে ১০০ মণ ধান উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই আমাদের চেষ্টা বিফলে যায়নি। ত্রিপুরা রাজ্যে এর আগে আলুর চাষ হত না বললেও অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু আজকে we are growing thousands and thousands of maunds of potatos in nine varieties এটা কিসের দরুন হল ? আর আজকে life line আছে বলেই ২ দিনের মধ্যে Shillong থেকে মাল নিয়ে আসতে পারছি। তাই আমরা এই মাটিকে যত বেশী প্রাণ প্রাচুর্য্যে ভরে তুলতে পারব ততই হাই ইল্ডিং ভেরাইটিজ বেশী করে উৎপন্ন করতে পারব। কাজেই আমাদের পক্ষে যা বিরাট তাকে প্রাধান্য দিয়েই তাকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এর কতগুলি বিপদ আছে যেমন আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী রাষ্ট্র পাকিস্তান বিদ্বেষ প্রসূত হয়ে আমাদের water gate গুলি বন্ধ করবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কাজেই আমাদের এদিক দিয়ে counter ways

and means বাহির করতে হবে, তা না হলে আমরা যে হাই ইল্ডিং ভেরাইটিজ ইন্ট্রডিউস্ করছি, তা সফল হবে না। তাই আমরা Hydle Scheme of Gumti এর সাহায্যে ২৫ হাজার একর জমিতে চাষ করতে পারব এবং সেচ করতে পারব। তাতে হয়তো ত্রুটিবিচ্যুতি থাকতে পারে। তাই মাননীয় সদস্য যারা আছেন—যখন যে জায়গাতে ত্রুটি বিচ্যুতি হবে, তখন তা দেখিয়ে দেবেন তার ফলে আমরা আমাদের কাজকে ত্রুটি মুক্ত করতে পারব। আর যদি এই ত্রুটি বিচ্যুতি রেখে আমরা কাজে অগ্রসর হই তা'হলে আমাদের দেশ ও জাতির সমূহ ক্ষতি হবে। এখানে যে সাজেশন রাখা হয়েছে, তাছাড়া প্রত্যেকটি মহকুমার কৃষকদের সাথে আলাপ আলোচনা করে, Blockএর মাধ্যমে আলাপ করে ছোট ছোট বাঁধ যে দিচ্ছি না তা নয়, বাঁধের কাজও ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। তাই এখানে আমি অনুরোধ রাখব যে হাই ইল্ডিং ভেরাইটিজ, সাইন্টিফিক এগ্রিকালচারকে যদি ত্বরান্বিত করতে চান সেই জায়গাতে আমরা প্রধান্য দেব ও দিচ্ছি। তাই এই বছরে প্রায় ২ হাজার একর জমিতে high yielding varieties ধানের চাষ করে, প্রচুর ফসল আমরা পেয়েছি। তাছাড়া আগের বছরের তুলনায় এবছরে আমরা অনেক বেশী জমিতে আলুর চাষ করেও ভাল আলু পেয়েছি। যে সব অঞ্চলের কৃষকরা এই scientific system এর চাষ আবাদ গ্রহণ করেছেন তারা বিশেষভাবে ফসলের দিক দিয়ে লাভবান হয়েছেন। যেমন অমরপুরে কৃষকেরা নিজেদের চেষ্টায় প্রায় ৭২০ একর জমিতে বাঁধ দিয়েছেন এবং high yieding varictics productsএর চাষ করে তারা বিশেষভাবে লাভবান হয়েছেন। সেজন্য আমরা তাদেরকে অভিনন্দন জানাই। এভাবে যদি কেউ তা গ্রহণ করেন তবে আমরাও সেখানে তাদেরকে যথাসম্ভব সহায় ও সম্বল দিয়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত। তাই এই হাই ইল্ডিং ভেরাইটিজ ও গ্রোমোর ফুডকে যদি আমরা সফল করতে চাই তবে জনসাধারণ ও কৃষকদের সমর্থন আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। আর চাই মাননীয় সদস্যবৃন্দের অকুণ্ঠ সমর্থন। কারণ আমি জানি যে শুধুমাত্র আমার চীৎকারে এর কোন সুরাহা হবে না—তাই আমার আবেদন হ'ল আপনাদের সাহচর্য্যে যাতে আমরা গ্রো মোর ফুড কেম্পেইনকে ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হব। এখন চাষ আমাদের সুরু করতে হবে। দুইটের চাষ আমাদের করতে গেলে পরে জলের প্রাচুর্য্য চাই। জলের প্রাচুর্য্যের জন্য আমাদের চাই irrigationএর ব্যবস্থা সে minor irrigationই হউক বা বড় ছোট irrigationই হউক, আমরা ৬ লক্ষ একরের মত জায়গা reclamation করে চাষোপযোগী করেছি। Not only extensive Agriculture but also intensive Agricultureএর জন্যও আমাদের চেষ্টা করতে হবে। Intensive agriculture করতে হলে পরে আমাকে চেষ্টা করতে হবে flood controlএর, irrigationএর। সেই দিক দিয়ে কিছুটা পশ্চাৎপদ আমরা আছি বৈকি। কারণ scientific irrigation যখনই আমরা করতে যাবো তখন powerএর একান্ত দরকার। Lifting irrigation যদি করতে হয় তাহলেও পাওয়ারের দরকার। সেই পাওয়ার আমাদের নেই। আজকে Diesel engineএর pumping set দিয়ে সেই irrigationএর কাজ আমাদের চালিয়ে যেতে হচ্ছে। কবে পর্য্যন্ত পাওয়ার আসবে এবং

তখন irrigation হবে এই ধারণা নিয়ে আমরা বসে থাকতে পারি না। Umium এবং গোমতী Hydel project না হওয়া পর্য্যন্ত এইভাবে Dieselএর সাহায্যে আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এমন কি বর্ষার সময় বাঁধ টিকবে না জেনেও আমরা তাদের সাথে পরামর্শ করে বাঁধ দিচ্ছি; কারণ যদি আমি ১০ হাজার টাকা খরচ করে high yielding paddy বা আউস ধানের শতশত একর জমিতে irrigationএর ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে দেশের আর্থিক দিক দিয়ে সুবিধা হবে। তাই ঐসব বাঁধ টিকবে না জেনেও করছি। তাই আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করবো যে, Grow more foodকে successful করার জন্য আমি আপনাদের সহযোগিতা, সহানুভূতি এবং সমালোচনা চাই যাতে আমরা আমাদের plan এবং schemeকে successful করতে পারি। Bund is not a measure of flood protection আমরা যেসব বাঁধ দিচ্ছি সেগুলোই হলো scientific method of flood protection. নদীতে বাঁধ দিয়ে flood protectionএর প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করি এবং সেই অনুযায়ী India Govt. থেকে লোক এসে এখানে কোন্ কোন্ নদীতে বাঁধ দিয়ে barrage করা যায় তা পরীক্ষা করে গেছে। আমি যা শুনেছি এতে ৬ কোটি টাকার মত লাগবে। এই অর্থের বরাদ্দ আমরা পাচ্ছি না। তাই জানা সত্ত্বেও plan অনুযায়ী কাজ আমরা করে যাচ্ছি।

Construction & maintenance of Embankmentএর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৮,৪০,০০০্ টাকা। এই Demandএর ১, ২, ৩, মেইনটেনেন্স্ এণ্ড রিপেয়ার্স এর একটি লিষ্ট আছে, মাননীয় সদস্যবর্গ তা নিশ্চয়ই পড়েছেন অতএব আমি এর পুনরাবৃত্তি করবো না। Road and Water transport এও আছে। সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করবো।

আর একটি আছে সেটি হলো Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage works (Non-Commercial)—৯,৪৭,০০০্ টাকা। আমরা এই গ্রো মোর ফুড কেম্পেইনকে জয়যুক্ত করার জন্যেই এই অঙ্ককে বৃদ্ধি করেছি। সেটাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে গেলে চাই আপনাদের অকুণ্ঠ সমর্থন যা পূর্ব্বে পেয়েছি এবং এখনও পাব বলে আমি আশা করি।

Capital Outlay on Public Works সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে আমাদের buildingsএর কাজ ত্বরান্বিত হচ্ছে না, এ সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে economy measureএর জন্য Central Govt. সব new construction বন্ধ করে দিয়েছেন, শুধু যে সব কাজ already হাতে নেওয়া হয়ে গেছে সেই গুলিই করা হচ্ছে। শুধু Non-plan হিসাবে কিছু কিছু কাজ করা হচ্ছে। আমরা সব দিক বিবেচনা করে এবং অর্থের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে কিছু কিছু কাজ সব বিভাগের জন্যই রেখেছি। আমি আশা করব সময়ের সাথে তাল রেখে মাননীয় সদস্যরা যে সমস্ত suggestion দিয়েছেন সেগুলি যাতে কার্য্যকরী করা যায়।

Minor Irrigation এর জন্য এখানে মাত্র ১৭ জন Ex. Engineer আছেন, তাদের পক্ষে সমগ্র ত্রিপুরা পরিদর্শন করে এ দিকে কাজ ত্বরান্বিত করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার তবে এই ইউনিটকে যাতে আগে প্রসারিত করা যায় সেই দিকে আমরা দৃষ্টি রাখছি। আমি আশা করব হাউস এই বাজেট সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker :—The discussion on Demands is over. I will now put the demands to vote one by one.

The following demands were put to vote & passed without division :—

1. Demand No. 26—Public Works (including roads) for a sum not exceeding Rs. 2,83.70,000/-

2. Demand No. 27—Capital Outlay on Public Works for a sum not exceeding Rs. 5,89,000/-

3. Demand No. 28—Road & Water Trasport schemes for a sum not exceeding Rs. 50,000/-

4. Demand No. 42—Capital Outlay on Public Works for a sum not exceeding Rs. 1,53,25,000/-

5. Demand No. 43—Capital Outlay on other works for a sum not exceeding Rs. 1,29,000/-

6. Demand No. 24—Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage Works (Non-commercial) for a sum not exceeding Rs. 8,40,000/-

7. Demand No. 40—Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage works (non-commercial) for a sum not exceeding Rs. 9,47,000/-

The House was adjourned till 11 A. M. on Monday, the 1st April, 1968.

PAPERS LAID ON THE TABLE

STARRED QUESTION NO. 735.

By Shri Abhiram Deb Barma

QUESTION

কো-অপারেশন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় কি বলিবেন :—

১) আগরতলা শিবনগর কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটির হিসাবপত্র কি অডিট করা হইয়াছে ;

২) যদি অডিট করা হইয়া থাকে, তবে অডিট নোটের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ?

ANSWER

১) হঁ্যা।

২) Audit Report অডিটারের নিকট হইতে এখনও পাওয়া যায় নাই।

STARRED QUESTION NO. 732.
By Shri Abhiram Deb Barma

QUESTION

১) সদরের এস. ডি. ও কি ৫২ জন ভূমিহীন কৃষকের জন্য ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে ৯৯,৩২০৲ টাকা ড্র করিয়াছিলেন ;

২) যদি ড্র করিয়া থাকেন, তবে ঐ টাকা কবে কি ভাবে খরচ হইয়াছে :

৩) যদি খরচ না হইয়া থাকে, তবে তাহার কারণ কি ;

৪) ঐ টাকা দিয়া কি করা হইয়াছে ?

ANSWER

১) হাঁ।

২) খরচ করা হয় নাই।

৩) পরিকল্পানুসারে উপযোগী খাস জমির অভাবে এবং প্রস্তাবিত ভূমিহীন হইতে বণ্ড সম্পাদন আইনগত বাধা সৃষ্টি হওয়ায় টাকা খরচ করা হয় নাই।

৪) ট্রেজারীতে টাকা ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 731.
By Shri Abhiram Deb Barma

QUESTION

উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলিবেন :—

১) খোয়াইএর বি. ডি. ও. কি টিউবওয়েল এবং আর. সি. সি ওয়েল এর জন্য ১৯৬৪-৬৫ সালে কোন টাকা ড্র করিয়া তাহা খরচ করিতে পারেন নাই ;

২) যদি খরচ করিতে না পারিয়া থাকেন, তাহার কারণ কি ;

৩) এ টাকা কি করা হইয়াছে ?

ANSWER

১) টাকা উঠান হইয়াছে এবং খরচ করা হইয়াছে।

২) এবং ৩) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 662
By Shri Bidya Chandra Deb Barma

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

১) খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য পরিবহনের জন্য কোন ঠিকাদার নিয়োগ করা হইয়াছে ;

২) কলকলিয়া ঘাট হইতে মনু এবং মনু হইতে আগরতলা এবং কলকলিয়া ঘাট হইতে আগরতলা পণ্য পরিবহনের রেট কি ?

৩) ঠিকাদারদের অন্যান্য কি কি রেটে মাল পরিবহন করিতে হয় ;

৪) প্রত্যেকটি ঠিকাদারকে লোয়েষ্ট টেণ্ডার এর ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইয়াছে কি না, যদি তাহা না হইয়া থাকে কাহাকে কি ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইয়াছে ?

ANSWER

১) নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য পরিবহনের জন্য কোন ঠিকাদার নিয়োগ করা হয় নাই। ১৯৬৭-৬৮ইং সনে খাদ্য শস্য পরিবহনের জন্য নিম্ন লিখিত ঠিকাদারগণকে নিয়োগ করা হইয়াছে। শ্রীসন্তোষ চন্দ্র সাহা, আগরতলা, সেক্রেটারী, গোবিন্দপুর লারজ সাইজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ, ধর্মনগর মেসার্স অল ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন, আগরতলা, শ্রীজগদীশ চন্দ্র সাহা, আগরতলা, শ্রীপান্নালাল ঘোষ, কৈলাসহর, শ্রীহরি-নারায়ণ সাহা, রাইমা বাজার, অমরপুর ; সেক্রেটারী, রবীন্দ্রনগর এস, এস, এস. এস. লিঃ, সোনামুড়া ; শ্রীরাজকৃষ্ণ দাশ, সাবরুম ; শ্রীসুবোধ চন্দ্র সরকার, আগরতলা।

২) কলকলিয়াঘাট হইতে মনু এবং কলকলিয়া ঘাট হইতে আগরতলা পর্যান্ত পণ্য পরিবহনের কোন কনট্রাক্ট নাই। মনু হইতে আগরতলা পর্যান্ত খাদ্য পরিবহনের রেট ০·০৭২১ পঃ প্রতি কুইণ্টল প্রতি কিলোমিটার।

৩) সঙ্গীয় ষ্টেটমেন্টের ৪ নম্বর কলমে প্রদত্ত হইল।

৪) সাধারণতঃ লোয়েষ্ট টেণ্ডারের ভিত্তিতেই ঠিকাদার নিযুক্ত করা হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ কারণ বশতঃ কথাবার্তা চালনা ক্রমে ঠিকাদার নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত সঙ্গীয় ষ্টেটমেন্টের ৫ নম্বর কলমে প্রদত্ত হইল।

Statement showing particulars of Contractors, Transport rates etc. during 1967-68:

Sl. No.	Name of approved Contractor.	Particulars of the Contract		Rate approved per 100 Kg.	Basis on which the contractor has been appointed.
		From	To		
1	2	3		4	5
1.	Shri Santosh Chandra Saha Surjya Road, Agartala.	Dharmanagar Railway Station.	(i) Teliamura godown. (ii) Ambassa godown. (iii) Kumarghat godown. (iv) Churaibari godown.	Rs. 5·75 P Rs. 4·37 P Rs. 2·97 P Rs. 2·25 P	On lowest tender basis.
2.	Secretary, Govindapur large Sized Co-operative Credit Society Ltd., Dharmanagar.	Dharmanagar Railway Station.	(i) Manucrossing godown (ii) Kailashahar godown. (iii) Dharmanagar godown.	Rs. 3·59 P Rs. 4·95 P Rs. 1·25 P	On lowest tender basis.
3.	M/S. All Tripura Truck Owners Association, Motor Stand Road, Agartala.	Dharmanagar Railway Station.	(i) Central Stores, Arundhutinagar.	Rs. 5·87 P	On lowest tender basis.
4.	Shri Santosh Chandra Saha Snrja Road, Agartala.	(i) Tripura Town Out Agent's godown at Bardowali.	(ii) Central Stores, Arundhutinagar.	Rs. 0·47 P	Tender was called for. As the tendered rate was high transport rate was settled on negotiation.
		(ii) Tripura Town Out Agent's godown at Kunjaban,	(i) Central Stores, Arundhuitangar.	Rc. 0·58 P	On lowest tender basis.

1	2	3		4	5
5.	Shri Santosh Chandra Saha, Surja Road. Agartala.	Churaibari Railway Station.	(i) Churaibari Kutcha godown. (ii) Churaibari Prefab. godown. (iii) Kumarghat godown.	Re. 0·51 P Re. 0·71 P Rs. 2.25 P	Tender was called for. As the tendered rate was high, transport rate was settled on negotiation.
6.	Shri Santosh Chandra Saha, Surja Road, Agartala.	One godown to another in Southern Sub-Divisions.	—	Re. 0 045 P per quintal per Kilometre.	On lowest tender basis
7.	M/S. All Tripura Truck Owners' Association, Motor Stand Road, Agartala.	One godown to another in Northern Sub-Divisions.	—	Re. 0·0321 P Per quintal per Kilometre.	On lowest tender basis.
8.	Shri Jagadish Chandra Saha, Surjya Road, Agartala.	Boxanagar godown	Melaghar godown.	Rs. 7·97 P per 100 Kg.	On lowest tender basis.
9.	Shri Jagadish Chandra Saha, Surjya Road, Agartala.	Churaibari godown	Damcherra godown.	Rs. 8·21 P per 100 Kg,	On lowest tender basis,
10.	Shri Santosh Chandra Saha, Surjya Road, Agartala.	Belonia godown	Rajnagar godown.	Rs. 3·67 P per 100 Kg.	On lowest tender basis.
11.	Shri Santosh Chandra Saha, Surjya Road, Agartala.	Central Stores, godown	Amarpur godown.	Rs. 4·00 P per 100 Kg.	Tender was called for. As the tendered rate was high, transport rate was settled on negotiation.
12.	Shri Santosh Chandra Saha, Surjya Road, Agartala.	Manucrossing godown	Chawmanu godown.	Rs. 8·31 P per 100 Kg.	On lowest tender basis.
13.	Shri Santosh Chandra Saha, Surjya Road, Agartala.	Amarpur godown	Udaipur godown.	Rs. 2·95 P per 100 Kg.	Tender was called for. As the tendered rate was high, transport rate was settled on negotiation.

1	2	3		4	5
14.	Shri Santosh Chandra Saha, Surjya Road, Agartala.	Hrishyamukh godown	Belonia godown.	Rs. 3·25 P per 100 Kg.	Tender was called for. As the tendered rate was high, transport rate was settled on negotiation.
15.	Shri Panna Lal Ghosh, Kailashahar, Tripura.	Kumarghat godown	Kailashahar godown.	Rs. 2·18 P per 100 Kg.	On lowest tender basis.
16.	Shri Hari Narayan Saha. Raimabazar, Amarpur.	Amarpur godown	Raimabazar godown.	Rs. 21·25 P per 100 Kg.	Tender was clled for. As the tendered rate was high transport rate was settled on negotiation.
17.	Secretary, Rabindranagar S. S. S. S. Ltd., Sonamura.	Kathalia godown	Melaghar godown.	Rs. 7·25 P per 100 Kg.	Tender was called for, As the tendered rate was high, transport rate was settled on negotiation.
18.	Secretary, Govindapur large Sized Cooperative Credit Society Ltd., Dharmanagar.	Dharmanagar godown	Kanchanpur godown.	Rs. 7·48 P per 100 Kg.	Tender was called for, As the tendered rate was high, transport rate was settled on negotiation.
19.	Secretary, Govindapur Large Sized Cooperative Credit Society Ltd., Dharmanagar.	Churaibari godown	Kanchanpur godown.	Rs. 8·47 P	On lowest tender basis.
20.	Shri Raj Krishna Das, Sabroom, Tripura.	Sabroom godown	Ghorakapa godown.	Rs. 8·75 P	Tender was called for. As the tendered rate was high, transport rate was settled on negotiation.
21.	Shri Santosh Chandra Saha. Surjya Road, Agartala.	Teliamura godown	Khowai godown.	Rs. 4·09 P.	Tender was called for. As the tendered rate was high, transport rate was settled on negotiation.
22.	Shri Subodh Chandra Sarkar, Joynagar, Agartala.	Weighment etc. of foodgrains at Central Stores, Arundhutinagar.		Rs. 0·9 P	On lowest tender basis.

STARRED QUESTION NO. 654.
by Shri Bidya Chandra Deb Barma, M. L. A.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of of the Food and & Civil Supplies Department be pleased to state—

(১) কেন্দ্রীয় সরকার যাহাতে ত্রিপুরার সরকারী রেশনের জন্য Subsidy বন্ধ না করেন ত্রিপুরা সরকার কি তাহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দিয়েছেন ;

(২) যদি চাপ দিয়ে থাকেন তবে ত্রিপুরা সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার যে জবাব দিয়াছেন তাহার সারমর্ম কি ?

(৩) সরকারী রেশনের দর কমাইবার জন্য ত্রিপুরা সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন ?

ANSWER

(১) কেন্দ্রীয় সরকার চাউলের/গমের দর সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে ধার্য্য করেন বিধায় এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

(২) উপরোক্ত কারণে এই প্রশ্ন উঠে না।

(৩) উপরোক্ত কারণে এই প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 666

by Shri Bidya Chandra Deb Barma, M.L.A.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state.—

১) ত্রিপুরার নদনদীসমূহের ফেরীঘাট যাহাদের ইজারা দেওয়া হইয়াছে তাহারা কি হারে টোল আদায় করেন ;

২) ইহা কি সত্য যে বিলোনীয়া ফেরীঘাটে প্রতি মানুষকে দশ পয়সা পর্য্যন্ত ভাড়া দিতে হয় ;

৩) ইহা কি সত্য যে অধিকাংশ ইজারাদার তাহাদের ভাড়ার তালিকা জনসাধারণকে দেখায় না ;

৪) যদি সত্য হয় ঐ ভাড়ার তালিকা প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গাইয়া দিবার ব্যবস্থা সরকার করিবেন কি ?

ANSWER

১) সঙ্গীয় তালিকায় দ্রষ্টব্য।

২) না।

৩) ইহা সত্য নয়।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

ফেরীঘাটের টোল আদায়ের হারের তালিকা

ক্রমিক নং	দফা	হার
১।	প্রত্যেক পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি	০.০৩ পয়সা
২।	প্রত্যেক বোঝা সহ পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি	০·১২ ,,
৩।	প্রত্যেক পূণ বয়স্ক ব্যক্তির মাসিক টিকেট	০·৫০ ,,
৪।	প্রত্যেক পাল্কী	০·২৫ ,,
৫।	প্রতি গরুর গাড়ী	১·০০ ,,
৬।	ঐ বোঝাই সহ	১·০০ ,,
৭।	প্রতি সাইকেল	০·০৫ ,,
৮।	প্রতি মটর সাইকেল	০·৫০ ,,
৯।	জীপ/মটর গাড়ী	২·০০ (ড্রাই সিজনের জন্য)
		২·৫০ (বর্ষাকালের জন্য)
১০।	বাস	২·৫০ (ড্রাই সিজনের জন্য)
		৩·০০ (বর্ষাকালের জন্য)
১১।	লরী (বোঝাই সহ)	৫·০০ (ড্রাই সিজনের জন্য)
		৬·০০ (বর্ষাকালের জন্য)
১২।	লরী (খালি)	২·৫০ (ড্রাই সিজনের জন্য)
		৩·০০ (বর্ষাকালের জন্য)
১৩।	প্রতি গরু, ঘোড়া, মহিষ	০·০৬ পয়সা
১৪।	প্রতি কুকুর, ছাগল, ভেড়া	০·০৬ ,,
১৫।	খাঁচাসহ একজোড়া পাখী	০·০৫ ,,
১৬।	প্রতি খাঁচায় এক জোড়ার অধিক পাখী	০·০৬ ,,
১৭।	হাতী	১·৫০ ,,
১৮।	প্রতি মণ মাল	০·১২ ,,

বিঃ দ্রঃ—সরকারী কর্ম্মচারী মালসহ কার্যে থাকাকালীন, তিন বৎসরের নিম্ন বয়স্ক শিশু এবং ছাত্রদিগের বেলায় বিনা পয়সায় বহন করিতে হইবে। সরকারী মটর গাড়ী অথবা অন্য কোন যানবাহন সরকারী কার্য্যে যাওয়া কালে কোন কিছু চার্জ করা হইবে না। গোমহিষাদি সাতরাইয়া নদীর অপর পারে চড়িবার জন্য যাতায়াত কালে কোন চার্জ করা হইবে না।

Starred Question No. 839.
By Shri Aghore Deb Barma.

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে বর্ত্তমানে Survey & Settlement operationএ রাজ্যের পুরাণ জরিপের ভিত্তিতে করা হয় নাই ;

২। পুরাণ জরিপের ভিত্তিতে বর্ত্তমান জরিপ কার্য্য না করার ফলে জরিপ বিভাগের কাজকর্ম্ম অনেক গোলমাল চলেছে এবং পুরাণ এবং নূতন জরিপের মিল বা সামঞ্জস্য থাকিতেছে না ;

৩। যদি সত্য হয়ে থাকে ইহার কারণগুলি এবং সুষ্ঠু সমাধানের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করছেন ?

ANSWER

১। হ্যাঁ, তবে ব মান ম্যাপ এবং রেকর্ড প্রস্তুত কালে পুরাতন ম্যাপ ও তৌজি রোল তুলনা করা হইয়াছে।

২। না।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

Starred Question No. 834.
By Shri Aghore Deb Barma.

QUESTION

(1) Total area of cultivable land that has been found as khas land after survey and settlement operation in Tripura and its divisionwise break up ;

(2) whether such land has been distributed among the jumias, landless, refugees and other such persons ;

(3) whether in distributing such land co-operation of the Gram-Panchayat has been sought ;

(4) if not, the reasons thereof ?

ANSWER

Cultivable khas land, including Tilla, Protected Forest.

(1)			
	Sadar	...	24,950·00 acres.
	Khowai	...	24,000·00 ,,
	Kamalpur	...	7,000·00 ,,
	Sonamura	...	2,562·00 ,,
	Udaipur	...	3,799·00 ,,
	Belonia	...	4,851·00 ,,
	Kailashahar	...	14,900·00 ,,
	Dharmanagar	...	30,000·00 ,,
	Amarpur	...	23,000·00 ,,
	Sabroom	...	15,000·00 ,,
			1,50,062·00 acres.

(2) 28,100·37 acres of land have been allotted to 80,729 persons.

(3) No.

(4) Allotment of land to such persons is made as per provisians of the Tripura Land Revenue and Land Reforms (Allotement of Rules) 1962. There is no provision in the Rules to seek cooperation of Grampanchayat in making such allotment of land.

Unstarred Question No. 823.
By Shri Aghore Deb Barma, M. L. A.

QUESTION :	ANSWER :
1. Total number of raiyats who have land above the ceiling limits and its division-wise break-up ;	
2. total number of raiyats who have land above family holding but below ceiling limit and its division-wise break up ;	Materials are under collection.
3. total nnmber of raiyats who have land above basic holding but below family holding and its division-wise break-up ;	
4. total number of raiyats who have land less than basic holding and its division-wise break-up ?	

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963.

1st April, 1968.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Monday, the 1st April, 1968.

PRESENT.

Shri Manindra Lal Bhowmick, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, four Ministers, the Dy. Speaker the Dy. Minister and twentyone Members.

QUESTION

Mr. Speaker .—Today in the list of business are the following questions to be answered by the Minister concerned. Starred Questions. Postponed. Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—Question No. 753.

Shri Tarit Mohan Dasgupta :—Question No. 753, Sir.

প্রশ্ন

ক) ত্রিপুরায় ১৯৬৭ ইং সনে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে কতজন কনস্টেবল রিক্রুট করা হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন সাবডিভিশনে কতজন লোক আছে,

খ) কোন জায়গায় রিক্রুটমেন্ট করা হইয়াছে ?

উত্তর

ক) ১৯৬৭ইং সনে সিভিল বিভাগে ১১৪জন এবং আরমড বিভাগে ১২৫ জন কনেষ্টবল নিযুক্ত করা হইয়াছে। কোন বিভাগের কতজন নিযুক্ত হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

বিভাগের নাম	সিভিল বিভাগ	আরমড বিভাগ
সদর সাবডিভিসন	৩৮ জন	৬৪ জন
সোনামুড়া ,,	১০ ,,	৬ ,,
বিলোনিয়া ,,	১৬ ,,	১৭ ,,
উদয়পুর ,,	৯ ,,	১০ ,,
সাবরুম ,,	১৬ ,,	১ ,,
অমরপুর ,,	৪ ,,	—
খোয়াই ,,	৭ ,,	২৩ ,,
কমলপুর ,,	৪ ,,	৩ ,,
কৈলাসহর ,,	৭ ,,	১ ,,
ধর্ম্মনগর ,,	৩ ,,	
	মোট ১১৪ জন	১২৫ সর্ব্বমোট ২৩৯

(২) সিভিল কনেষ্টবল নিযুক্তি আগরতলায় হইয়াছে। আরমড কনেষ্টবলদের নির্ব্বাচন আগরতলা এবং অন্য অন্য সাবডিবিসনের সহরগুলিতে করা হইয়াছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, যে রিক্রুটমেন্টটা সাবডিভিশন্যাল হেডকোয়ার্টারে হলে ভাল হয় কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—সাবডিভিশন্যাল হেডকোয়ার্টারে হতে গেলে যে যে অসুবিধা আছে, সেই অসুবিধাগুলির দিকে দৃষ্টি রেখে বর্ত্তমানে এটা করা হচ্ছে না। সেই অসুবিধাগুলি দূরীকৃত হলে পরে নিশ্চয়ই আমরা সেটা দেখব।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমরা আগেও দেখেছি যে প্রত্যেক সাবডিশানেল হেড কোয়ার্টারে রিক্রুটমেন্ট হয়েছে। সমস্ত লোক যাতে সমান সুযোগ পায়, সেইজন্য বিবেচনা করতে প্রস্তুত আছেন কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে যে আমাদের কতকগুলি অসুবিধা আছে, সেগুলি যদি দূরীকৃত করা চলে তাহলে আমরা সেটা বিবেচনা করব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৩।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৩ স্যার।

প্রশ্ন

(১) ইহা কি সত্য যে গত ২১শে জানুয়ারী উপজাতি সন্দেহভাজন ১৮জন সশস্ত্র শত্রুদ্বারা আমাদের সীমান্তবর্ত্তী গোবিন্দবাড়ী বাজারটি আক্রান্ত, লুণ্ঠিত ও শেষে অগ্নিদগ্ধ হইয়া সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হইবার সময়ে আমাদের কোন রক্ষী বাহিনী সেখানে ছিল না ;

(২) যদি সত্য হয় সেখানকার নিরীহ নাগরিকগণের ধনপ্রাণ রক্ষা করিবার জন্য আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর প্রহরার প্রয়োজন কি না ?

(৩) ছামনু ও গোবিন্দবাড়ী যোগাযোগ রক্ষাকারী উপযুক্ত সড়ক নির্ম্মাণে প্রয়োজনিয়তা উপলব্ধি করেন কি না ;

(৪) করিলে কবে নাগাদ আমরা সড়কের নির্ম্মাণ কার্য্য আশা করিতে পারি ?

উত্তর

বর্ত্তমানে গোবিন্দবাড়ীতে কোন বাজার নাই। দুই বৎসর পূর্ব্বে গোবিন্দবাড়ী বাজারটি তিল ছড়াতে স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং এই বাজারটি সর্ব্বসাধারণের নিকট গোবিন্দবাড়ী বাজার নামেই পরিচিত।

গত ১৬।১১।৬৭ইংরাজী তারিখে আমাদের ভাংমুন পুলিশ চৌকিটি আক্রান্ত হইবার পর মিজোদের দ্বারা লুঠতরাজ, গৃহদাহ ইত্যাদি ঘটনার সংবাদ সরকার পাইয়া আসিতেছেন। গত ২১।১।৬৮ইং তারিখে ভোর ৫টার সময় ১৮জন দুর্বৃত্ত আগ্নেয় অস্ত্রাদি দ্বারা সজ্জিত হইয়া

তিলছড়া বাজারটী লুঠতরাজ করিয়া নগদে তিন চারিশত টাকা ও অন্যান্য অনুমানিক ১৫০০ টাকার মাল নিয়া পাকিস্তান অভিমুখে পলায়ন করে। যাইবার সময় বাজারের দোকান ঘর-গুলিতে অগ্নি সংযোগ করিয়া যায়। ফলে অনুমানিক বিশ বাইশ হাজার টাকার মত ক্ষতি হইয়াছে। তাহারা তাহাদের পুর্ব্ব নির্দ্দেশ মত উপজাতীয় অন্য সম্প্রদায়ের লোক সেই এলাকা পরিত্যাগ না করায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলিয়া জানা যায়। উক্ত ঘটনা সম্পর্কে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫।৩৯৮।৪৩৬ ধারা অনুসারে মনু থানাতে কেস রেজিষ্ট্রি হইয়াছে ও তদন্ত কার্য্য চলিতেছে। উক্ত এলাকায় প্রহরার ব্যবস্থা অধিকতর শক্তিশালী করা হইয়াছে।

চামনু হইতে গোবিন্দবাড়ী পর্য্যন্ত একটী সড়ক তৈয়ার করিবার পরিকল্পনা সরকারের আছে। প্রারম্ভিক তথ্যাদির অনুসন্ধান কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

শ্রীঘণশ্যাম দেওয়ান :— আমার প্রশ্ন ছিল, যে সময় গোবিন্দপুর এলাকাতে লুণ্ঠন ও অগ্নি সংযোগ হয় তখন সেখানে কোন রক্ষী বাহিনী ছিল কি না?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— না, স্যার।

শ্রীঘণশ্যাম দেওয়ান ঃ— এই ঘটনার বহু পূর্ব্বে এই এলাকাতে একইরকম দুষ্কৃতকারী মিজোদের দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা ছিল বলে সরকার জানতেন কি না?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— সরকার অবগত আছেন যে লাচিত সেনার মতই সাংক্রাক এবং আরও অ্যান্টিসোস্যাল এলিমেন্টস এবং মিজোরা এই অঞ্চলে তৎপর এবং সেই অনুসারে যে যে জায়গায় সরকার মনে করেন যে এই জায়গাতে গুরুত্ব দেওয়া দরকার সেই সেই জায়গাগুলিতে গুরুত্ব দেন এবং সেই অনুসারে তাদের কার্যক্রম স্থির করেন।

শ্রীঘণশ্যাম দেওয়ান :— গত দুই বৎসর ধরে বহু পত্র পত্রিকায় আমাদের গোবিন্দপুরে পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী জায়গায় পাকিস্তানীরা সশস্ত্র বাহিনীর ঘাটি করেছে বলে যে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে সেই সম্বন্ধে আমাদের সরকার অবগত আছেন কি?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— সরকার সেই সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সজাগ আছে যে আমাদের বাউণ্ডারী ৫৭০ মাইল। কখন কোন প্রান্ত কিভাবে আক্রান্ত হবে, আমরা সেই সম্বন্ধেও সজাগ, কিন্তু আমাদের গেরিলা বাহিনী যারা আছে তাদের সম্বন্ধেও আমাদের অবহিত থাকতে হচ্ছে। জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায় তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার উপরই এটা নির্ভর করে।

শ্রীঘণশ্যাম দেওয়ান :— যদি সরকার অবগত থাকেন তাহলে গোবিন্দপুরের ছামনু এলাকাতে আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তুলে প্রহরার ব্যবস্থা করবেন কি না?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— কেবল গোবিন্দপুরে নয় প্রত্যেক এলাকাতে সরকার যেখানে মনে করবেন সেই সব এলাকাতেই জনসাধারণের সহযোগিতায় প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলবেন।

শ্রীঘণশ্যাম দেওয়ান :— আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল নয় বলে এরকম কাজ হচ্ছে বলে সরকার মনে করেন কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— এটা হল পলিটিক্যাল, সো উই আর টু ফেস পলিটিক্যালী।

Mr. Speaker :— Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :— Question No. 900.

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, question No. 900.

QUESTION

(a) Is it a fact that the Administration of Justice is being delayed in certain cases for want of whole-time Judicial Commissioner exclusively appointed for the Government of Tripura.

(b) If so, whether the Government is making any representation to the Central Government for the purpose of appointing a whole-time Judicial Commissioner exclusively for Tripura ?

ANSWER

(a) No. But owing to a rise in the number of cases in the court demand for appointment of full-time Judicial Commissioner exclusively for Tripura is becoming strong and persistant.

(b) Yes. A reference is being made to the Government of India for appointment of a whole-time Judicial Commissioner for Tripura.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে রেফারেন্সটা কবে হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :— নোটীশ চাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ক্লজ "এ" তে বলা হয়েছে যে ডিলে হয় না, আজকে যদি একটা লোক হাজতে থাকে এবং জুডিসিয়াল কমিশনারের কোর্টে যদি অ্যাপ্লাই করতে হয় এবং জুডিসিয়াল কমিশনার যদি মণিপুরে থাকেন তাহলে তো সংগে সংগে তার বিচার হবে না, তাহলে এটা ডিলে হবে কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :— সেটা যে সিষ্টেমে আছে সেই সিষ্টেমে যদি এই রকম হয় তাহলে দেরী হবে। আর এর জন্য রেফারেন্স করা হচ্ছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— তাহলে আমাদের চার্জসীট দিতে দেরী হচ্ছে বলে মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করছেন ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :— এটাতো অনুমানের উপর। আমরা এমন কোন কেস পাই নি। তবে আমরা অনুমানের উপর নির্ভর করে বলতে পারি যে ভবিষ্যতে আমরা এটা ট্রেনদেন করছি।

Mr. Speaker :— Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :— Question No. 977.

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, question No. 977.

QUESTION	ANSWER.
১। ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে রিলিফ অ্যাণ্ড রিহেবিলিটেশন ডিপার্টমেণ্টে কতজন কর্মচারী নিযুক্ত আছেন ?	১। বর্ত্তমানে কর্ম্মচারী সংখ্যা ৪০ জন।
২। বর্ত্তমানে রিহেবিলিটেশন অফিসারগণ কি কাজ করিয়া থাকেন।	২। পুনর্ব্বাসন বিভাগের পুনর্ব্বাসন সংক্রান্ত অসমাপ্ত কাজ যাহা ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে রিলিফ ডিপার্টমেণ্টে ট্রান্সফার করা হয়েছিল তাঁরা সেই কাজে ব্যাপৃত আছেন।
৩। আর, ও, দিগকে বা অন্যান্য কর্মচারীদের অন্য ডিপার্টমেণ্টে অবিলম্বে নিযুক্ত করার সম্ভাবনা আছে কি না ?	৩। বর্ত্তমানে বলা সম্ভব নয়।
৪। ইহা কি সত্য যে কোন কোন আর, ও, গত ৫ বছর যাবত একই বেতনে কাজ করছেন, কোন ইনক্রিমেণ্ট নাই ?	৪। হঁ্যা।

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যাদের পঁাচ বৎসর যাবত ইন্‌ক্রীমেণ্ট বন্ধ আছে, তাদের কথা কি সরকার চিন্তা করছেন ?

শ্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের বেতন ছিল ফিক্সড তারা সেটা পাচ্ছেন। তবে আমরা চিন্তা করছি যে তাদেরকে অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টে এ্যাবজর্ভ করা যায় কি না ?

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা সম্ভব হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে কি ?

শ্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ :— চেষ্টা করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী ঘনশ্যাম দেওয়ান।

শ্রী ঘনশ্যাম দেওয়ান :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৬৪।

শ্রী তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৬৪, স্যার।

প্রশ্ন

১) সরকার জানাইবেন কি বি, ডি, ও পদে নিয়োগের মাপকাঠি কি কি ?

২) টি, ডি, ব্লকের বেলায় নন ট্রাইবেল হইলে বি, ডি, ও দের ট্রাইবেলদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক শিক্ষাগত যোগ্যতাও একটি মাপকাঠি এরূপ ধরা হয় কি না ?

৩) উক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন বি, ডি, ও কয়জন এবং তাঁরা কোন কোন ব্লকে আছেন জানাইবেন কি ?

উত্তর

১) সম্প্রতি সাবডেপুটি কালেক্টরগণকে বি ডি, ও'র কার্য্যে নিয়োজিত করা হইয়া থাকে।

২) না, তবে ট্রাইবেল ব্লকে নিযুক্ত অফিসারগণকে ক্রমে রাঁচিস্থিত Tribal Orientation and study centreএ ট্রেনিং এর জন্য পাঠান হয়, ট্রাইবেলদের ভাষা শিক্ষার জন্য ও তাহাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া হয়।

৩) নিম্নোক্ত বি, ডি, ওগণ Tribal Orientation and Study Centreএ ট্রেনিং গ্রহণ করিয়াছেন :—

অমরপুর মালটি পার্পাস টি, ডি, ব্লক শ্রী বীর হরি দে বি, ডি, ও

সাতচাঁদ টি, ডি, ব্লক শ্রী নরেশ্বর চক্রবর্ত্তী বি, ডি, ও

ট্রাইবেল ভাষায় এখনও কোন বি, ডি, ও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন বলিয়া নির্ণীত হয় নাই।

শ্রী ঘনশ্যাম দেওয়ান :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে সমস্ত সাব ডেপুটি কালেক্টরকে বি, ডি, ও পদে নিযুক্ত করা হয়, তাদের এ্যাগ্রি ইণ্ডাষ্ট্রি এবং কো-অপারেটিভ সম্পর্কে কোন ট্রেনিং আছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— এটা হল ক্যাডার সার্ভিস। অতএব এ্যাগ্রি ইণ্ডাষ্ট্রি এবং কো-অপারেশান এইগুলি এই ক্যাডারে পড়ে না। কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি যাতে এই ক্যাটাগরীতে তাদের আনা যায়।

শ্রী এরসাদ আলী চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, টি, ডি, ব্লকে যে সব নন-ট্রাইবেল বি. ডি, ও আছেন. তাদেরকে ট্রাইবেল ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয় কি না এবং সেটা কিভাবে দেওয়া হয় ?

শ্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ :— তাদের এই ভাষা শিক্ষা করতে হবে এমন কোন কম্পাল-শান নেই। যখন ব্লকের মিটিং হয়, তখন যদি কেউ ট্রাইবেল ভাষায় বলতে চান, তাহলে তাকে সেই সুযোগ দেওয়া হয় এবং অনবরতই তাদের উৎসাহিত করা হয়।

শ্রী ঘনশ্যাম দেওয়ান :— ছামনু ব্লকের বি, ডি, ওকে এই ট্রেনিং দেওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কি না ?

শ্রী তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— এই প্রশ্ন এখানে আসেনা, স্যার।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী এরসাদ আলী চৌধুরী।

শ্রী এরসাদ আলী চৌধুরী :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৯১৯

শ্রী তড়িৎমোহন দাশ গুপ্ত :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৯১৯ স্যার।

প্রশ্ন

উদয়পুর বিভাগে রাধাকিশোরপুর থানায় ১৯৬৭ইং সনে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা. ৩৮০ ধারা, ৩৯২ ধারা. ৩৯৫ ধারা এবং ৪৫৮ ধারায় কতগুলি এজাহার করা হইয়াছে।

উহার মধ্যে কতগুলি case এর CHARGE SHEET দেওয়া হইয়াছে এবং কতগুলি case এর final report দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

উদয়পুর বিভাগে রাধাকিশোরপুর থানায় ১৯৬৭ইং সনে ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রশ্নোক্ত ধারা মতে মোট ৩৪টি এজাহার হইয়াছে। বিভিন্ন ধারার এজাহারের বর্ত্তমান অবস্থা এইরূপ :—

৩০২ ধারা (খুন)	দুইটি এজাহার বহাল হইয়াছে, তন্মধ্যে ১টী মোকর্দ্দমার চার্জ্জসীট হইয়াছে ও অপরটীতে তদন্ত চলিতেছে।
৩৯২ ধারা (দস্যুতা)	৪টী এজাহারের মধ্যে ৩টীতে শেষ পাঠ (Final Report) হইয়াছে, বাকী ১টী তদন্তাধীন আছে।
৩৯৫ ধারা (ডাকাতি)	মোট ৮টী এজাহারের মধ্যে ৪টি চার্জ্জ সীট ও ৩টীতে শেষ পাঠ (F. R.) হইয়াছে। বাকী ১টী মোকর্দ্দমার তদন্ত চলিতেছে।
৪৫৮ ধারায় (রাত্রি কালে মালিকের অজ্ঞাতে অনধিকার প্রবেশ)	কোন এজাহার হয় নাই।
৩৮০ ধারায় (বাস গৃহ হইতে চুরি)	মোট ২০টী এজাহারের মধ্যে ৮টীতে শেষ পাঠ (F. R.) ও ৭টাতে চার্জ্জসীট হইয়াছে। ৩টী তদন্ত চলিতেছে। ২টী এজাহার তদন্ত যোগ্য নহে বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে।

শ্রী এরসাদ আলী চৌধুরী :— ৩০২ ধারা মতে যে দুইটি কেস হয়েছিল তার মধ্যে একটির চার্জসীট এখন পর্যান্ত দেওয়া হয় নাই। সেগুলির এজাহার কবে হয়েছিল মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রী তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :— এর জন্য নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী সুরেশ চন্দ্র চৌধুরী।

শ্রী সুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৯০

শ্রী তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৯০ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
এই বছর বুদ্ধ মেলা উপলক্ষে বাইকোড়া বাজারে প্রকাশ্যে জুয়া খেলা হইয়াছে, ইহার অনুমতি কর্ত্তৃপক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছিল কি না ?	তথ্য সংগ্রহ হইতেছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমতী রেনু চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমতী রেনু চক্রবর্ত্তী :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১০১৩

শ্রী তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :— কোয়েশ্চান ১০১৩।

Question

1. Total number of female candidates appointed under the Government of Tripura upto-date and their percentage to the total employment.

2) Whether there is any special consideration regarding employment in case of female candidates.

Answer.

1) 2799 Nos. 11.8%.

2) No.

শ্রীরেনু চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, মহিলাদের সংখ্যানুপাতে কর্ম্মসংস্থানের সংখ্যা কম বলে সরকার মনে করেন কি না ?

শ্রী তড়িৎ মোহন দাশ গুপ্ত—কম বলে মনে করা হয় না।

শ্রীমতী রেনু চক্রবর্ত্তী—মহিলাদের কর্ম্মসংস্থানের ব্যাপারে স্পেশ্যাল কনসিডারেশনের প্রয়োজন আছে বলে মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—যেখানে কম বলে মনে করা হয় না, সেখানে স্পেশাল কনসিডারেশনের কোন প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার—শ্রীমতী রেনু চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০১৬।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০১৬ স্যার

প্রশ্ন

১) তৃতীয় শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছে এরূপ কতজন মেয়েলোক ১৯৬৩ইং সন হইতে আজ পর্যান্ত ত্রিপুরা রাজ্যের Employment Exchangeএ নাম রেজিষ্ট্রি করিয়াছেন ;

২) উহাদের মধ্যে কতজনের কর্ম্মসংস্থান হইয়াছে ;

৩) এরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন কর্ম্মক্ষম মেয়েদের কর্ম্মসংস্থানের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

১) স্থানীয় এমপ্লয়মেণ্ট একস্চেঞ্জ অফিসে তৃতীয় শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছে এরূপ মেয়েলোকের হিসাব রক্ষিত হয় না। উক্ত হিসাব নিম্নলিখিত ভাবে রক্ষিত হইয়াছে।

i)	১ম শ্রেণী হইতে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত	১৮৬৬
ii)	ষষ্ঠ শ্রেণীর উর্দ্ধ হইতে স্কুল ফাইনাল অকৃতকার্য্য পর্য্যন্ত	২২৩২
	মোট :	৪০৯৮

২) স্থানীয় এমপ্লয়মেণ্ট একস্চেঞ্জ এর মাধ্যমে উক্ত সময়ের মধ্যে মোট ৩২৫ জন মেয়েলোকের কর্মসংস্থান হইয়াছে।

৩) বর্তমানে ত্রিপুরা সরকারের বিবেচনায় কোন পরিকল্পনা নাই।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত—যারা একদম লেখাপড়া জানে না তাদের নাম এমপ্লয়মেণ্ট একস্চেঞ্জে রেজিষ্টারী করা হবে কি না ?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত—না।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত—তাহলে কতটুকু শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে এমপ্লয়মেণ্ট একস্চেঞ্জে নাম রেজিষ্টারী করা যায় ?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত—১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত বলা হয়েছে।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী—১ম শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী এবং ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী তো দশম শ্রেণীর আওতার মধ্যেই পড়ে সুতরাং ওদের যে কর্মশক্তি সেই কর্মশক্তিকে কাজে লাগাবার জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কি না ?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত—নূতন করে কোন পরিকল্পনা নাই।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী—সরকার এটার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন কি না ?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত—তাদের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে সেলফ্ এম্প্লয়েড হবার জন্য ট্রেনিংএর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বর্ত্তমানে সেটা তুলে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী :—বর্ত্তমানে এই সংখ্যা বেড়ে চলেছে। তাদের কর্ম্মশক্তিকে কাজে লাগাবার কোন উপায় সরকার করেছেন কি না ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—আমাদের সাধ আছে, সখ আছে, ইচ্ছাও আছে যে ত্রিপুরার একটা লোকও যাতে আন এমপ্লয়েড না থাকে। তবে একমাত্র সরকারী কর্মচারীই হবে এমন কোন ষ্টেট পৃথিবীতে নাই যে সকলকে অ্যাবজর্ভ করতে পারে। অতএব সেই অনুসারে আমরা বিভিন্ন রকম কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। কৃষি ব্যবস্থা, কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রী, খাদি বোর্ড, গ্রাম পঞ্চায়েত কো-অপারেটিভ, যাদের মধ্য দিয়ে আমরা সেই আন-এমপ্লয়মেণ্ট কোয়েশ্চানটাকে সলভ্ করতে পারি। বিভিন্ন দিক দিয়ে আমরা তা চেষ্টা করছি।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে মেয়েদের পার্সেন্টেজ কত জনসংখ্যার তুলনায় চাকুরী ক্ষেত্রে ?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—এই প্রশ্ন আসেনা স্যার।

মিঃ স্পীকার :—ইট ইজ নট রিলেভেণ্ট।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী :—মেয়েদের এইট পার্সেণ্ট, এটা কম মনে করেন কিনা সরকার।

মিঃ স্পীকার :—তিনি সেটা আগেই বলেছেন।

Mr. Speaker :—There is no unstarred question to-day.

INTIMATION REGARDING PRESIDENT'S
ASSENT TO THE BILL :

Mr. Speaker :— The Tripura Weights & Measures (Enforcement) Bill, 1967 (Bill No. 6 of 1967) received the Assent of the President on 12th March, 1968.

This is for information of all Members,

GOVERNMENT BUSINESS (FINANCIAL)
Voting on Demands for Grants for 1968-69.

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business 7 Demands viz.Demand Nos. 14. Education, 19—Co-operation, 25—Electricity Schemes, 41—Capital Outaly on Electricity Schemes, 21—Community Development Projects, National Extension Service & Local Development Works, 45—Capital Outlay on Schemes of Government Trading and 46—Loans & Advances by the State/ Union Territory Governments are to be disposed of.

Members have received the List of Business along with the Appendix showing Demands to be moved by the Finance Minister. Now the Finance Minister will move his demand standing in his name one by one when called by me and as soon as the Finance Minister has moved his demands there will be discussion on the Demands. Thereafter when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble members that I have decided to request the Finance Minister to move the Demand Nos. 25 & 41—together and I shall have one general debate on these Demands as they are of allied nature, of course I shall dispose of the demands separately.

Now, I call on Hon'ble Finance Minister to move his demand No. 14—Education.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,56,58,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 14—Education.

Mr. Speaker :—Now the debate may start.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :—অনারেবল স্পীকার স্যার, আজকে হাউসের সামনে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ১৪নং ডিমাণ্ডটি উপস্থিত করছেন তাকে সমর্থন করে আমি আমার কয়েকটি বক্তব্য হাউসে রাখতে চাই। আশা করি হাউস বক্তব্যগুলি বিবেচনা করে গ্রহণ করবেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর জাতির শিক্ষার যে ভাবধারা সেটা কি হওয়া উচিত জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী এই সম্বন্ধে একটা জিনিষ রেখে গেছেন ভারতবর্ষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী। সেটা হচ্ছে শিশুকাল থেকে কিভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত সেটা চিন্তা করে তিনি বলেছেন বেসিক স্কুল হওয়া উচিত। এবং শিক্ষাবিদ যারা তারা এক্সপারিমেন্ট হিসাবে প্রাইমারী এডুকেশনকে বেসিকওয়েতে দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা করেন। এই ভাবে আমরা ভারতের প্রতিটি জায়গায় বেসিক পন্থায় শিক্ষা দিয়ে শিক্ষাকে অন্য ধারায় নিয়ে যেতে চেষ্টা করছি। আমার মতে শিশু কোন জিনিষটাতে আনন্দ পায় সেই জিনিষটাই তাকে দিয়ে করাতে হবে। সেজন্য প্রত্যেকটা বেসিক স্কুলে ক্রাফটস্ ইনট্রডিউস করা হয়েছে, যাতে ছোট খাট কাঠের কারখানা তৈরী করা শিখতে পারে, কাপড় বানানো শিখতে পারে এবং এইভাবে তার জ্ঞানকে প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে থাকে। এটাকে কাজে লাগাবার জন্য যে সব শিক্ষক শিক্ষকতা করবেন, তাদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে অনেকগুলি বেসিক ট্রেনিং কলেজ হয়েছে। কিন্তু আজকে পাঁচ/সাত/দশ বছর পরে আমাদের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যখন যাই, তখন দেখতে পাই যে বেসিক স্কুলগুলি যেন প্রহসনের মত দাঁড়িয়ে আছে। তার কারণ যখনই একটা স্কুলে যাই, সেখানে হয়ত সূতা কাটার জন্য চরকা দেওয়া হয়েছে, সেই সমস্ত চরকা উলে্ ধরে গেছে, একটা পার্ট একজায়গায়, আরেকটা পার্ট আরেকটা জায়গায়, এইভাবে পড়ে আছে। আর তার পাশাপাশি দেখতে পাই যে হাজার হাজার টাকা খরচ করে সরকার তাঁত শিল্পের জন্য তাঁত বসিয়েছেন। এ থেকে আমার আরও একটা জিনিষ অভিজ্ঞতা হয়েছে যে একটা ট্রাইবেল

মেয়ে আমার কাছে এসেছিল, ক্লাশ এইট পর্য্যন্ত বুনিয়াদী স্কুলে পড়েছে, তাঁত শিল্প সে গ্রহণ করেছিল বুনিয়াদী শিক্ষা হিসাবে। আমি বললাম তুমি কি চাও। ছেলেটি বলল আমি একটি চাকুরী চাই। তুমি কোন ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়েছ? ক্লাশ এইট পর্য্যন্ত। কোন স্কুলে পড়েছ? সিনিয়র বেসিক স্কুলে। তুমি কি কি নিয়েছ? তাঁত শিখেছি। তাহলে তাঁতের কাজত তুমি করতে পার। কিন্তু সেই ছেলেটি বলল তাঁত যতটুকু শিখেছি তাতে তাঁতের কাজ করা চলে না। কাজেই এডুকেশান যেটা সিসটেম করা হয়েছে, বেসিক স্কুল ইত্যাদি করা হয়েছে শিক্ষার মানকে উন্নত করার জন্য, ছেলে মেয়েদের জীবনের ধারা বদলাবার জন্য, নিজ নিজ বৃত্তি গ্রহণ করবার জন্য নূতন নূতন রাস্তা বাইর করবার জন্য যে স্কোপ দেওয়া হয়েছে সেটা ক্লাশ এইট পর্য্যন্ত এসে তাঁরা সেই রাস্তা যেন কোথায় বন্ধ হয়ে গেছে এবং আমি একাধারে দেখি যে বাজেটে আরও বেসিক ট্রেণিং সেণ্টার খোলার জন্য টাকা রাখা হয়েছে। আরও দুইটি বেসিক ইনষ্টিটিউশান খোলা হচ্ছে। আজকে আমি হাউসের সামনে এই জিনিষটা রাখতে চাই। আমার মনে হয় আজকে পাঁচ/সাত/দশ বছর চলবার পরও আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষার যে নিয়ম চলে আসছে সেটার কোথায় যেন একটা গলদ দেখা যাচ্ছে যার দ্বারা এমপ্লয়মেণ্টের সময় দেখা যায় যে ক্লাশ নাইন বা দশম শ্রেণী পড়ার পরও তাদের কোন রকম কর্ম্ম সংস্থান হচ্ছে না। বেকার সমস্যা দিনের পর দিন আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা মেকানিক্যাল এবং ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল ট্রেণিং'এর ব্যবস্থা করেছি, আই, টি, আই, ইন্দ্রনগরে একটা ইনষ্টিটিউশান হয়েছে যারা হাইলি কোয়ালিফাইড নয় তাদের জন্য। সেখানে আমরা দেখছি বছরের পর গড় পড়তা দুইশত ক্রাফটস্‌ম্যান বেড়িয়ে আসছে। কিন্তু যারা যে যে জিনিষগুলি শিক্ষা পেয়ে বেড়িয়ে আসে, ঐ ঐ ইণ্ডাষ্ট্রি, একসেপ্ট এলুমিনিয়ম এবং টিন আমাদের নাই। কাজেই তাদের এ'সব কাজে কোন এমপ্লয়মেণ্ট পাওয়ার সুযোগ নাই। তারা হয় সোশ্যাল ওয়ার্কার নয়ত পুলিশে এম্‌প্লয়মেণ্ট নিয়ে চলে যাচ্ছে। নতুবা ক্লাশ ফোর্থ এম্‌প্লয়ী হিসাবে কাজ করছে। সেইজন্য আমি বলছি যে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত এডুকেশান সিস্‌টেমের মধ্যেই কোথায় যেন গলদ আছে। আমারা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বেসিক স্কুল করছি, সেটাকে যেন স্বার্থক রূপ দিতে আমরা পারছি না। আরেকটা কথা এখানে বলতে চাই আমি এখানে যে বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের যে ট্রাইবেল, মনিপুরি ছাত্ররা যারা আছে তারা ক্লাশ এইট, নাইন পর্য্যন্ত এসে আর ফার্দার ষ্টাডি করতে আগ্রহান্বিত হচ্ছে না। আমি অনুসন্ধান করে দেখেছি যে তার কারণ হচ্ছে যে তারা বাড়ীতে যে ভাষা বলে, সেই ভাষা স্কুলে পড়ান হয় না। এমন কি বালোয়ারী বা প্রাইমারী স্কুলেও তিন, চার বছরের ছেলে মেয়েরা যখন যায়, তাদের বাংলা ভাষায় ছড়া পড়ান হয়, কিন্তু তারা বাংলা ভাষা জানে না। তাদের মাতৃভাষা ভিন্ন। কাজেই তাদের প্রথম থেকে ব্রেনের উপর চাঁপ দিয়ে লেখা পড়া শিখবার একটা জুলুমবাজী করতে হচ্ছে বলে আমার মনে হয়। অথচ বয়স যখন বেড়ে যায়, গার্জিয়ানের চাঁপে তারা স্কুলে যেতে চায়। আমার একটি ছেলে বাড়ীতে এসে জিজ্ঞাসা করছে এটা কি? ক্লাশ টুতে ভর্ত্তি হয়েছে। সেখানে ইংরেজী এবং বাংলা দুইই পড়ান

হচ্ছে। দুইটিই মুখস্ত করে পড়তে হয়। তাকে পড়ান হচ্ছে আনারসের 'আ' কিন্তু মনিপুরি ভাষায় আনারসকে কিহং বলা হয় কাজেই সে সেটা ভাল করে ফলো করতে পারছে না। কাজেই এই সমস্ত বালোয়ারী, প্রি-বেসিক স্কুলের মাধ্যমে যে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের ভাব প্রকাশ করবার বা জ্ঞান প্রকাশ করবার সুযোগ দিতে চাই, সেটা সার্থকরূপ আমরা দিতে পারছি না। তাই আমি হাউসের সামনে প্রস্তাব রাখতে চাই, প্রত্যেক জায়গায় যেন সেখানকার ভাষায় অন্ততঃ প্রি-বেসিক এবং বালোয়ারী কেন্দ্রে শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় এবং সেইসব জায়গায় ঐ ঐ কমিউনিটির ঐ ভাষা জানা স্কুল টীচার আছে তাদের যেন এম্‌প্লয়মেন্ট দেওয়া হয় এবং যারা ট্রাইবেল ভাষা শিখতে চায় তাদের যেন সেই সুযোগ দেওয়া হয় এই প্রস্তাব আমি হাউসে রাখছি। আসাম এবং মনিপুরে, আমরা দেখছি যে প্রি-বেসিকে এবং প্রাইমারী এডুকেশান মনিপুরি এবং আসামী ভাষা ইনষ্টিটিউস করা হয়েছে। সুরু থেকে যদি ছেলে মেয়েদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ থাকে তাহলে আমার মনে হয় ট্রাইবেল মনিপুরি যারা অন্য ভাষাভাষি, তারা হায়ার ষ্টেজে গিয়ে অন্য ভাষা শিক্ষা করবার জন্য এট্রাকটেড হবে বলে আমি মনে করি।

আর একটি জিনিষ আমি হাউসে রাখতে চাই যে ক্রাফটস্‌ টিচার্স ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটে শিক্ষক যারা আছে তারা ভাল ভাল জিনিষ তৈরী করতে পারেন। কিন্তু তারা যে ট্রেনিং পেয়ে যায় এবং ট্রেনিং পাওয়ার পর যে স্কুলে তাদের পোষ্টিং হয় আজকে পর্য্যন্ত স্কুল ষ্টুডেন্টস্‌দের মাধ্যমে সেই ক্রাফ্‌টস্‌ শিক্ষার নমুনা দেখলাম না। তারা শিক্ষকদের কাছ থেকে কোন ক্রাফ্‌টস্‌ শিখেছে বলে আমি আজ পর্য্যন্ত শুনিনি। মাষ্টারের শিক্ষাটা অন্য ছাত্রকে দিয়ে শিখিয়ে তার থেকে প্রডাক্‌শন বেরিয়ে সেই ছাত্ররা যে একটা ইনসেন্টিভ পাবে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এক্‌সপারিমেন্টারী দেখা যায় যে তারা নানারকম মডেল তৈরী করতে পারে। কিন্তু এটাকে সমাজের কাজে লাগিয়ে কমার্সিয়াল বেসিসে আয় করার যে স্কোপ থাকে সেটা কোন স্কুলে যেন ইনট্রডিউস করতে পারছে না। এটা শুধু বেসিক ট্রেনিং এর কথা নয় বি, টি, ট্রেনিং যারা দেন তাদের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। বি, টি, পাশ করলে পরে তারা যে স্পেশাল পে পায়, বেসিক ট্রেনিং পাশ করলেও তারা সেই স্পেশাল পে পায়। তাদের ইকনমিক্যালী এত বেনিফিট দেওয়ার পরেও যদি আমাদের ছাত্রদের সমাজের কাজে লাগাতে না পারি তাহলে এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা। তাই আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এটাকে কি করে আরও সত্যিকারের কাজে লাগানো যায় তার দিকে যেন তিনি দৃষ্টি দেন।

আর একটি বিষয় হচ্ছে হিন্দি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ কিংবা আমাদের বেসিক ট্রেনিং কলেজ যে সমস্ত শিক্ষককে গ্রহণ করা হয়, আমি গত সেসনে এই বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছিলাম। আমি অবশ্য উত্তর পাই নি। আমার এটাকে অ্যাডমিট করা হয়েছে কি না জানি না। অনেকের নালিশ হচ্ছে এই যে, আমরা হিন্দি শিক্ষায় আগ্রহী নই অথচ উপর থেকে অর্ডার এল, ইউ আর ডিপুটেড টু হিন্দি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ। আমাদের ইচ্ছা নাই

অথচ আমাদের জোর করে দেওয়া হয়। এদিকে আবার ওয়ার্দা ইউনিভার্সিটির একটা পরীক্ষা পাশ না করলে তোমাকে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে না। এর ফলে হিন্দি টিচার্স ট্রেনিং পাশ করলেও ট্রেনিং পাশের সুবিধাগুলি দেওয়া হইবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ওয়ার্দা থেকে পাশ সার্টিফিকেট আসছে অথবা রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি থেকে রিকমেণ্ডেশন আসছে। হিন্দি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সিলেবাস এবং ওয়ার্দার যে সিলেবাস এই সম্বন্ধে আমার একটু বক্তব্য রয়ে গেছে। এত টাকা খরচ করে ট্রেনিং দিয়ে আনার পরেও যদি ওয়ার্দার সার্টিফিকেটের জন্য অপেক্ষা করতে হয়, আমি জানি না যে তাহলে হিন্দি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ কি উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। হিন্দি ট্রেনিং এ যাদের ইচ্ছা নাই তাদের কম্পলসন করে সেখানে পাঠানো হচ্ছে। আমি জানি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর নিকট এই সম্বন্ধে ট্রেনীরা রিপ্রেজেন্টেশন দিয়েছে। আমি এই বিষয়ে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

আর একটা বিষয় হচ্ছে কমলপুরে চিলড্রেন ডেমনষ্ট্রেশন প্রগ্রামে বিরাট একটা অরগেনাইজেশন করা হয়েছে যার জন্য চীফ সোশ্যাল অরগেনাইজারের একটা পোষ্ট ক্রিয়েট করা হয়েছে এবং একটা গেজেটেড অফিসারের পোষ্ট ক্রিয়েট করা হয়েছে। আমরা শুনেছি ঐখানে ভাল কাজ হচ্ছে এবং মিড ডে মিল দেওয়া হচ্ছে এবং বালোয়ারী স্কুলগুলিকে ট্রেংদেন করা হয়েছে এবং এন্টায়ার ব্লক এলাকগুলির যে সোশ্যাল সেন্টারগুলি আছে সেগুলিকে এই প্রগ্রামে নিয়ে আসা হয়েছে। আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করবো এই বিষয়ে হাউসকে আলোকপাত করার জন্য। কারণ আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে অ্যাডাল্ট লিটারেসী এবং বালোয়ারী স্কুলের জন্য আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছি। তার মধ্যে পাইলট প্রজেক্ট করে একজন গেজেটেড চীফ সোশ্যাল অরগেনাইজারের পোষ্ট ক্রিয়েট করে প্রোগ্রাম ঐখানে নেওয়া হয়েছে, এতে যে হাজার হাজার টাকা খরচ করছি সেটার কি ইউটিলিটি আশা করি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এই সম্বন্ধে হাউসকে অবগত করাবেন এবং এখানকার যারা এম, এল, এ, যারা গ্রাম সেবক তারাও যেন দেখতে পায় যে সরকার পাইলট প্রজেক্ট করে চিলড্রেন ওয়েলপেয়ারের জন্য যে প্রোগ্রাম কমলপুরে আরম্ভ করেছেন তার কতটুকু প্রগ্রেস হয়েছে এবং গ্রামের ছেলেরা এটা থেকে কতটুকু কাজ পেয়েছে আমাদের প্রত্যেককে সেটা জানার সুযোগ দেওয়ার জন্য মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে আমি অনুরোধ রাখছি।

আর একটা জিনিষ এখন আমরা চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ষ্টেজে এসে গেছি। এন, ই, এস, ব্লক টি, ডি, ব্লক এবং সি ডি, ব্লক অনেকগুলি নরম্যাল ষ্টেজে এসে গেছে এবং অনেকগুলি প্ল্যান থেকে নন্‌প্ল্যানে এসে গেছে। তা থেকে দেখা যায় বিশেষ করে সোশ্যাল এড্‌কেশনের যে অনেক কর্ম্মচারী তারা আগে কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্টের অধীনে ছিল। যারা কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টে থাকে তারা কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট থেকে বেতন পায় আর কেউ কেউ সোশ্যাল এডুকেশন থেকে বেতন পায়। তাদের মধ্যে আবার বস্‌ নিয়ে

মারামারি। তাদের ইমিডিয়েট বস্ কে বি, ডি, ও, না চীফ সোশ্যাল অরগেনাইজার না অন্য কেউ এটা কেউ বলতে পারছে না। আমি শুনেছি যে ব্লক ডেভেলপমেন্ট কমিটি সেখানে নন্অফিসিয়ালী এসে একটা ব্লকে এক্জিকিউটিভ সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করতে এসেছিলেন। সেখানে বি, ডি, ও, প্রত্যেকটা সোশ্যাল ওয়ার্কাসকে বলেছেন ঐ মিটিঙে অ্যাটেণ্ড করার জন্য। কিন্তু যেহেতু অনেক ডিপার্টমেন্টের অনেক কর্মচারী তাদের ঠিক হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট বি, ডি, ও, নয় মনে করেছেন বা কন্ট্রোলিং অফিসার নয় ভেবেছেন সেজন্য তারা অনেকে আসেন নি মিটিংএ। তারা ব্লক থেকে বেতন পান না। তাদের বেতন যায় মানি অর্ডারে। এতে বি, ডি, ও, এর কোন হাত থাকে না। তখন তারা বলে—We are not subordinate to B. D. O. So there is no necessity to attend the meeting which has been convened by the B. D. O. যেখানে কর্মচারীদের মধ্যে কনফ্লিক্ট যেখানে ব্লক ডিপার্টমেন্টের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আরেকটা ডিপার্টমেন্ট কো-অরডিনেশান রক্ষা করা এবং ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের ওয়ার্ক নিয়ে এগিয়ে যাব এবং দেশের ইনটিগ্রেশানকে শক্তিশালী করা যেখানে এই যে একটা কনফ্লিক্ট সেটা আমার মনে হয় কোথায় যেন একটা গলদ রয়ে গেছে আমাদের ইমপ্লিমেনটশনের ব্যাপারে। কাজেই আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বিশেষ করে আরেকটি বিষয়ে আমি বলব। যে সব সোশ্যাল ওয়ার্কার, মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমরা অনেক দৃষ্টান্ত পেয়েছি যে সোশ্যাল ওয়ার্কার হয়ে পাহাড়ের মধ্যে গিয়েছে, পোষ্টিং হওয়ার পর দশ বছর পর্য্যন্ত তারা বাড়ীতে আসার সুযোগ পায় নাই। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যে তারা সেখানে বিবাহ করে ট্রাইবেল বনে গেছে এবং তারা এখন এ পর্য্যায়ে আছে যে তাদের যদি এখন ট্রান্সফারও করা হয়, তাহলে তারা ট্রাইবেলও হতে পারবেনা, বাঙ্গালীও হতে পারবেনা। মাননীয় সরকারের যদি এই ইচ্ছা থাকে যে বাঙ্গালীদের এবং ট্রাইবেলদের মধ্যে ইণ্টার কাষ্ট মেরেজ হউক, সেটা যাতে করা যায়, এটার জন্য যদি এই ব্যবস্থা করা হয় তাহলে আমার কিছু বলার নাই। ইণ্টার কাষ্ট মেরেজ অটমেটীকেলি হয়ে যাবে বলে আমি মনে করি। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে যুবক ছেলে, যারা ঘর সংসার করছে, স্ত্রী পুত্র আছে, চাকুরীর জন্য, দুই পয়সা রোজগারের জন্য তাদের সেখানে যেতে হচ্ছে এবং তাদের কাজের মাধ্যমে সমাজকে, দেশকে সে সেবা করবার জন্য এসেছে। চাকুরীর যতটুকু নিয়ম, ততটুকু নিয়ম কনসিডার করে তারাও যাতে ট্রান্সফার হতে পারে সেটা করলে পরে তাদের মনে কোন বিভেদ থাকবে না। একজন হয়ত বছরে দুই তিনবারই বদলি হল, আবার একজন সেই পাহাড়ে বছরের পর বছর পড়ে থাকে এই যে একটা এনামলি তার দ্বারা আমাদের মনে একটা সন্দেহ আসে যে এটার কোথায় যেন একটা গলদ রয়ে গেছে। আমি এক জায়গায় দশ বছরের বেশী থাকার পরও চিৎকার করেও আমার কোন ট্রান্সফার হচ্ছে না আরেকটা লোক দুই তিনবার ট্রান্সফার হয়ে যায় এতে স্বভাবতই তারা মনে একটা আক্রোশ, বিরূপ বা একটা দুঃখের ভাব পোষণ করে যাচ্ছে। প্রডাকশন

অব লিটারেচার ফর নিউ লিটারেটস, এখানে যে টাকাটা রাখা হয়েছে সেটা দ্বারা আমরা শুনছি যে ট্রাইবেল ভাষায় অনেকগুলি বই হয়েছে। এখানে আমি একটা অনুরোধ রাখতে চাই যে প্রাইমারী বা প্রিবেসিক স্কুলে এইগুলি বিশেষভাবে কার্য্যকরী করলে, সেই ষ্ট্যাণ্ডার্ডের বই বাহির করলে ভাল হয়, সেইদিকে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। লেবার এবং সোশ্যাল সার্ভিস ক্যাম্প সম্পর্কে আমি বলব যে ২য় পরিকল্পনায় সারা ভারতবর্ষে স্টুডেণ্টস এবং নন-ষ্টুডেণ্টস নিয়ে ক্যাম্প করে সমাজে একটা হারমনি সৃষ্টি করতে চেষ্টা করা হয়েছিল এবং গ্রামে গ্রামে বিরাট প্রজেক্টের কাজে তারা সহায়তা করেছিল। এখানে আমি একটা অনুরোধ রাখছি যাতে নন অফিসিয়াল ভলাণ্টারী অরগেনাইজেশান থাকে, লোক্যাল ইউথস যারা কাজ করতে ইচ্ছুক তাদের নিয়ে এবং ষ্টুডেণ্টসদের নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করে ভাল ভাল প্রজেক্ট ওয়ার্ক আমরা করতে পারি সেই চেষ্টা নেওয়া দরকার। আমরা দেখছি যে মিজো ট্রাবোলসের সময় কাঞ্চনপুর থেকে রাস্তাঘাট যেখানে ছিল না সেখানে কনট্রাকটার কাজ করতে চায়না এমনকি সেখানে একটা ত্রাসের সৃষ্টি হয়, তখন ট্রাইবেল ইউথস এবং জনসাধারণ মিলে রাস্তা ঘাটের কাজ গ্রহণ করে, তাতে সেখানে এনটায়ার কমিউনিটীতে একটা সাহস এবং বল পায়। কাজেই এইসমস্ত ক্ষেত্র নন-অফিশ্যাল যে সমস্ত অরগেনাইজেশান আছে, তারা যাতে সরকার থেকে পরিচালনা করা হয়, সেই দিকে আমি মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এই বলে বাজেটের উপর পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Any other Member willing to participate in the debate ?

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪। এডুকেশন খাতে আমাদের অর্থমন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন, তা আমি সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করি। সরকারী বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণের উপর আমাদের কোন হাত নাই, কাজেই তার উপর আমি সমালোচনা করতে চাইনা। আমি শুধু শিক্ষার নীতির উপর দুই একটা কথা বলব কি করে শিক্ষা প্রধানতঃ কার্য্যকরী হচ্ছে। শিক্ষার সংজ্ঞায় আমরা জানতে পাই যে শিক্ষা জাতিকে সুনাগরিক, স্বচ্ছ নাগরিক করে গড়ে তোলে এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য হল মনুষ্যত্বের স্ফুরণ এবং সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করা এবং জাগতিক পরিবেশের সংগে যোগাযোগ সংস্থাপন করে নিজের জীবন ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। প্রকৃত শিক্ষা জাতীকে পথ চলার নির্দ্দেশ দেয় এবং সমস্ত জাতিকে যোগোপযোগী করে গড়ে তোলা নির্ভর করে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর। বর্ত্তমানে আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছি ; কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আমরা পাই নাই। শিক্ষাকে বাহন করেই আমাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রাম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কারণ আমরা দেখতে পাই যে ত্রিপুরা বিপুল জনশক্তি শক্তিশালী প্রাকৃতিক সম্পদশালী হয়েও অন্যান্য দেশ থেকে, ভারতবর্ষের যে কোন দেশ থেকে অনগ্রসর। অর্থনৈতিক চাপ আমাদের এসে পড়েছে, জীবনে একটা অস্বচ্ছলতা যে এসেছে, শিক্ষাই আমাদের জীবনে স্বচ্ছলতা এনে দেবে। কিন্তু শিক্ষা যে জীবনের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারিক জীবনের সম্পর্ক কতটুকু ? আমরা

যে শিক্ষা লাভ করেছি, প্রথমতঃ সেই পুথিগত বিদ্যা কতকগুলি কেরাণী সৃষ্টি করছে সেই ইংরাজ আমল থেকে সেটা চলে আসছে। দিনের পর দিন আমাদের বেকার সমস্যা বেড়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষায় যেমন ইঞ্জিনীয়ারিং বা ডাক্তারী পড়তে যাওয়ার জন্য ছাত্রদের আগ্রহ থাকে; কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে সেগুলি যাতে প্রয়োগ করা যায়, কারিগরী শিক্ষায় যাতে তারা উদ্বুদ্ধ হতে পারে সেইদিকে নজর দেওয়া দরকার। কৃষি এগ্রিকালচার এইগুলি শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে বিশেষভাবে শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রহণ করা দরকার। বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারে এবং তারা তাদের ব্যবহারিক জীবনে সেটা প্রয়োগ করতে পারে, আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল হতে পারে, কর্মক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করতে পারে সেইদিকে নজর দিতে হবে।

এই সব দিকে তাদের নজর খুব বেশী নাই কেন? কারণ আমরা তাদের ঠিক সেই রকম ভাবে মর্যাদা দিতে পারি না। হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে ছাত্ররা জুনিয়ার বেসিক স্কুলের শিক্ষক হওয়ার জন্য আবেদন নিয়ে ভীড় করে। যেখানে মাত্র ২০০ শিক্ষক নেবে সেখানে দেখা যায় যে ১০,০০০ ছাত্র ইন্টারভিউ দিয়েছে। এই যে বেকার কর্মশক্তি সেটাকে কাজে লাগাবার কোন উপায় আমরা তাদের করে দিতে পারি নি। ফলে তারা হয়ত নানা রকম ভাবে সমাজদ্রোহীর ভূমিকায় নামতে বাধ্য হয়। আমাদের শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষা এবং ব্যবহারিক শিক্ষা এই দুইটি জিনিষই তাদের দিতে হবে। ব্যবহারিক শিক্ষা দিতে হবে এই জন্য যে তারা যাতে পাশ করে বেকার বসে থাকতে না পারে এবং সাধারণ শিক্ষা দিতে হবে যাতে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি বা জ্ঞানের বিকাশ হয়। আমাদের অর্থমন্ত্রীর ভাষণে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, নূতন স্কুল খোলা, প্রাথমিক ও জুনিয়র হাই স্কুলগুলিকে নিম্ন বুনিয়াদি ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তর করা এবং অতিরিক্ত ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগ করিয়া দিবার জন্য বর্তমান স্কুলগুলিকে উচ্চ পর্য্যায়ে উন্নীত করা হইতেছে।' কিন্তু এই যে বেসিক ট্রেনিং এটা বলতে গেলে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। শিক্ষার যে উদ্দেশ্য ছিল সেটা সিনিয়র বেসিকে কতটুকু কার্য্যকরী হয়েছে, কতগুলি ছেলে মেয়ে আত্ম নির্ভর হয়েছে, এই বেসিক ট্রেনিং এর জন্য যে অর্থ ব্যয় হয়েছে, সেটা আমাদের কতটুকু কাজে লেগেছে এবং কতটুকু বৃত্তিমূলক শিক্ষা পেয়েছে সেটা আমাদের দেখা দরকার। সেজন্য আমি বলছি যে যারা কৃষক ছিল তারা যদি কৃষি কাজ করত তাহলে কোন চিন্তা ছিল না, কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের জন্য সাধারণ শিক্ষারও দরকার। তাদের জাতিগত বৃত্তি নিয়ে এবং তার মধ্যে সাধারণ শিক্ষার সুযোগ দিয়ে দেশের যাতে উৎপাদন বাড়ে এবং তারাও যাতে বেকার বসে না থাকে সেই চিন্তাই আমাদের করা উচিৎ ছিল। তা না হলে শুধু আদর্শ বুনিয়াদি স্কুল খুলে আমাদের আর্থিক জীবনের কোন সমস্যার সমাধান হবে না। সেই ভাবে মেয়েদের বেলায়ও এই কথা খাটে। ক্লাশ এইট পর্য্যন্ত পড়াশুনা করে দেখা যায় যে তারা সেই শিক্ষাকে কোন কাজে লাগাতে পারছে না। মহিলা আশ্রমে এই রকম যারা মেয়ে আছে তাদের এইটুকু শিক্ষা দিয়ে দেওয়া হয়, তারপর যে তাদের কোথায় পাঠানো হবে, কোন রকম ব্যবস্থা তাদের

জন্য নেই। এই শিক্ষা তাদের কোন কাজেই লাগে না। তারা অনেকটা না ঘরকা, না ঘাটকা ঠিক এই রকম অবস্থায় এসে পড়ে। মেয়েদের সুযোগ সুবিধা এবং তারা যাতে কর্ম্ম ক্ষেত্রে আরও সুযোগ পায় সেই দিকে নজর দেওয়া দরকার। আজকাল দেখা যায় যে আর্থিক দিক দিয়ে সংসারে শুধ একজনের উপার্জ্জনে সংসার চলে না, পুরুষের সঙ্গে মেয়েদেরও উপার্জ্জনে নামতে হয়। মেয়েরা যাতে আরও এগিয়ে যেতে পারে সেজন্য তাদের আরও সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। তারপর স্কুল কলেজের ছাত্রদের যাতে অবসর সময়ে কোন কাজে নিযুক্ত করা যায়; যেমন সোশ্যাল সার্ভিস ইত্যাদি কাজে গ্রামের মধ্যে তাদের পাঠানো এবং তাদের বুঝতে দেওয়া যে স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে তাদেরও সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য আছে। এটা করা হলে তাদের যে উচ্ছৃঙ্খলতার কথা আমরা শুনি সেটা অনেক কমে আসবে। তাদের কর্ম শক্তিকে গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করা দরকার।

তারপর পাহাড় অঞ্চলে দেখা যায় যে অনেক ট্রাইবেলরা বাংলা ভাষা বুঝে না। সেজন্য তাদের শিক্ষা মাতৃভাষায় হওয়া দরকার এবং প্রাথমিক ষ্টেজে যাতে তাদের শিক্ষাটা মাতৃভাষায় হয় তার ব্যবস্থা করা দরকার তাহলে তারা শিক্ষার দিকে উৎসাহী হবে। তারপর আমাদের শিশু নিকেতনও থাকা দরকার। তাছাড়া অনেক সময় পাকিস্তান থেকে অনেক মহিলা উদ্‌বাস্তু এখানে আসে। অনেক সময় দেখা যায় যে তাদের বাবা-মা পাকিস্তানে রয়ে গেছে, মেয়েকে মুসলমানের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য তাকে ভারতে পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তারা যদি এখানে এসে তাদের জীবন ধারণের কোন সুযোগ সুবিধা না পায় তাহলে তারা বিপথগামী হতে বাধ্য হয়। প্রত্যেক সাব-ডিভিশনে যাতে সেই সুযোগ সুবিধা থাকে এবং মহিলা আশ্রম থাকে তার ব্যবস্থাও থাকা দরকার। শিশু নিকেতনেরও প্রয়োজন আছে। যে শিশুর মা বাপ জীবিত নেই সেই শিশুর জন্য শিশু নিকেতনে আশ্রয়ের ব্যবস্থা থাকা দরকার। এমনও দেখা যায় যে পিতা শয্যাশায়ী, মায়েরও উপার্জনের কোন ব্যবস্থা নাই, তার উপর দেখা যায় যে ৫/৬ টি সন্তান আছে, তাদের জীবিকার কোন ব্যবস্থাই নাই, এই অবস্থায় এই শিশুদের রক্ষার জন্য শিশু নিকেতনের দরকার। সুতরাং এই যে সমস্যাটা এটাকে আমাদের বিরাট ভাবে দেখতে হবে এবং এই দিক দিয়ে আমাদের সরকারের সচেতন হওয়া দরকার। তারপরে দেখা যায় যে ভাল ভাল শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে যদি গ্রামে কিংবা পাহাড়ে পাঠানো হয় তাহলে তারা সেখানে যেতে চান না কিছুতেই। সহরের মেয়েরা গ্রামে যেতে চান না তার প্রধান কারণ সেখানে কোয়ার্টার নাই। সরকারী স্কুলের সঙ্গে সঙ্গে যদি শিক্ষিকাদের কোয়ের্টার থাকে, তাহলে হয়ত এই অভ্যন্তরে যাওয়ার জন্য তারা অখুশি হবে না। সেই দিক দিয়ে আমি সরকারকে বলব টীচারদের জন্য প্রত্যেকটি সাব-ডিভিশনে যেন কোয়ার্টার করা হয়। তারপর ফ্রি প্রাইমারী স্কুল, বালোয়ারী স্কুলের টীচার যারা সরকারী এবং বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে আছে, তারা হয়ত আজকে তিন চার বছর ধরে সেই সব স্কুল খুলেছে, কিন্তু সেগুলির যথার্থ রূপ তারা দিতে

পারছেন না। তার কারণ তাদের ট্রেনিং-এর অভাব। তাদের ট্রেনিং-এর জন্য একটা মন্টিসরী ট্রেনিং সেন্টার হওয়া বিশেষ দরকার। এই যে শিশুগুলি তাদের ডিসিপ্লিন ইত্যাদি শিক্ষা এই সব প্রাইমারী স্টেজেই হওয়া দরকার এবং এখান থেকে তাদের যদি সেই ভাবে গড়ে তুলা না যায়, ভবিষ্যতে তারা উচ্ছৃখল হয়ে যাবে, তাদের শৃঙ্খলা বোধ আর থাকবে না। এই সমস্ত তিন চার বছরের শিশুদের নিয়ে গ্রামে গ্রামে, পাহাড়ে পাহাড়ে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ছড়া এবং গানের মাধ্যমে তাদের শিক্ষা দেওয়া যাতে হয়, সেই ভাবে ট্রেনিং সেন্টার খোলা দরকার। বে-সরকারী স্কুলের শিক্ষিকারাও যাতে এই সুযোগ সুবিধা পেতে পারে সেই ভাবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তোলা দরকার। আমাদের স্কুল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক কলেজ হয়েছে এবং পলিটেকনিক কলেজে আমরা দেখতে পাই যে ডেভলাপমেন্ট করার জন্য বহু ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু তাদের যে কর্ম্ম সংস্থান করা, যারা সেখানে থেকে পাশ করে বেরিয়ে আসে তাদের কাজ দেওয়া সেই দিকে নজর দেওয়া দরকার। যারা পলিটেকনিক থেকে বেরিয়ে আসে তাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কোন সংস্থান নাই। এদের যে এই বেকার হয়ে পথে পথে ঘুরাফেরা করা, এতে তাদের কর্ম্মশক্তি আমি মনে করি অন্যদিকে নিয়োজিত করবে। তারা সমাজদ্রোহী বা নানা ধ্বংসাত্মক কাজে যোগদান করবে, সেইদিকে আমাদের চিন্তা করা দরকার। পাশ করার সাথে সাথে তাদের কর্ম সংস্থানের উপায়ও রাখতে আর বেসিক ট্রেনিং'এ যে ত্রিপুরা ইনডিয়ার মধ্যে বিশেষ স্থান নিয়েছে সেইজন্য সেটা আমাদের গর্ব্বের বিষয়। এই কথা বলেই ডিমাণ্ডকে সম্পূর্ণকরণে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে সমাপ্ত করছি।

Mr. Speaker :— Any other Member willing to participate in the debate ?

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে অর্থমন্ত্রী ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪'এ যে অর্থের বরাদ্দ চেয়েছেন মঞ্জুরীর জন্য, আমি সেটা সম্পূর্ণ সমর্থন করি। সমর্থন করি এই জন্য যে, শিক্ষা খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাত। এটা কথায়ই আছে "যে দেশ যত শিক্ষিত, সেই দেশ তত উন্নত।" কাজেই এই যে টাকার বরাদ্দ রেখেছেন সেটার প্রতি পূর্ণ সমর্থন আমি জানাচ্ছি। কিন্তু তার সঙ্গে দুই একটি কথাও রাখতে হয়। সেটা হচ্ছে আমাদের এই ত্রিপুরাতে, অন্যান্য জায়গায় শুনি, খবরাখবর রাখি এবং দেখি, অংক কষে দেখা গেছে যে ভারতবর্ষের মধ্যে কাশ্মীরের পরেই নাকি ত্রিপুরার স্থান শিক্ষার ব্যয় বরাদ্দের ব্যাপারে, সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে। যথেষ্ট টাকা, কোটি কোটি টাকা এই শিক্ষা খাতে খরচ করা হয় ত্রিপুরার জন্য। স্কুল অনেক আমরা করেছি। প্রাইমারী, জুনিয়ার বেসিক, সিনিয়ার বেসিক, জুনিয়ার হাই, হাই স্কুল, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ইত্যাদি আমরা করেছি, বহু ছেলে মেয়ে শিক্ষিত হচ্ছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় বহু ক্ষেত্রে। এবার কয়েকজন শিক্ষক'এর প্রয়োজন হয় সেখানে প্রায় দশ হাজারের মত ইন্টারভিউ দিয়েছে। কাজেই স্কুল কলেজ থেকে যথেষ্ট সংখ্যক রত্ন আমরা পাচ্ছি এটা ভুল নয়, অবিশ্বাস্য নয়। কিন্তু কথাটা হচ্ছে কি শিক্ষা যে

পাচ্ছি বা আমাদের ছেলে মেয়েরা পাচ্ছে, প্রকৃত শিক্ষা পাচ্ছে কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। সন্দেহ প্রকাশ করছি এই জন্যে, আজকার এই যে শিক্ষিত ছেলেমেয়ে, তারা তাদের যে নিত্য নৈমিত্তিক কাজকর্ম—লেখাপড়া ছাড়াও যে অনেকগুলি কাজ অবসর সময়ে করা, লক্ষ্য করলে দেখা যায় তারা তাদের সেই অবসর সময় কি করে ব্যয় করেন। তার মধ্য দিয়েই আমরা দেখতে পাই যে প্রকৃত শিক্ষিতের পারসেনটেজ বাড়ছে না। তাই আমাদের দেখতে হবে এই যে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে—সেই সঙ্গে স্কুল ইমারত গড়ে উঠছে, বিভিন্ন ইনষ্টিটিউশান গড়ে উঠছে, তার সঙ্গে দেখতে হবে আমরা কি করে বাস্তবিক মানসিক দিক দিয়ে ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করে তুলতে পারি। লেখাপড়া শিখে আমরা চাকুরী করব, এই আশা নিয়ে যদি আমরা থাকি তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের এই যে এতবড় সংখ্যক বেকার, তাদের কোন দিনই কর্ম সংস্থানের উপায় হবে না, যে হেতু ইণ্ডাষ্ট্রি বা অন্যদিকে তাদের এ্যাবজর্ভ করতে পারছি না। বেশ কিছু সংখ্যক লোক এডুকেশানে আমরা নিচ্ছি, অন্য কোন সুবিধা নাই। তা আমি এখানে বলছি যে মানসিক দিক দিয়ে আমাদের তৈরী হতে হবে। বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে একটি ছেলে, আমি শহরের ছেলের কথা বলছি না, একটি গ্রামের ছেলে, কোন রকমে তার বাপ মা কষ্টে সৃষ্টে তাকে হয়ত মেট্রিক পাশ করিয়েছে। তারপর দেখা যায় বাপ যত কষ্ট করেই হউক না কেন সংসার নির্ব্বাহ করছে, কিন্তু ছেলেটি আর সেদিকে লক্ষ্য দেবে না। তিনি শুধু চাকুরীর ধাঁধায় ঘুরবেন, সহরে আসবেন, যাবেন, সেটার খরচও বাপের পকেট থেকে দিতে হবে, না দিয়ে উপায় নেই। তিনি যে তার পাশে আরেকটি তারই মত মেট্রিক পাশ করা ছেলে চাকুরী নিয়ে, হাতে ঘড়ি, চশমা, ভাল কাপড় পরছে, সে সেটা করতে পারছে না তার জন্য সে মর্মাহত। কাজেই আজকে মানসিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা এসেছে। যদি মানসিক দিক দিয়ে আমরা উন্নত হতে না পারি, আমাদের ছেলেমেয়েদের উন্নত করতে না পারি, তাহলে বেকারত্ব বাড়বার সংগে সংগে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে আরও কি হবে তার ঠিক নেই। তাই এই যে শিক্ষা খাত, তাকে সমর্থন করতে গিয়ে আমি এই কয়টি কথা বললাম। তার সংগে সংগে আরও বলছি যে এখানে জেনারেল এডুকেশানের খাতে বয়স্ক শিক্ষা একটা আছে—Improvement of social and adult literacy. তাতে দেখা যায় এবারমাত্র ২,০০০ টাকা ধরা আছে। ছেলেমেয়েদের সব দিক দিয়ে শিক্ষিত করে তুলতে হলে পরে বয়স্ক শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। আমি মনে করি যে এই বয়স্ক শিক্ষা এত বেশী প্রয়োজন যে মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমাদের এম, এল, এ-রা গত কালকে একটা কনফারেন্সে গিয়েছিলেন, তারা দেখেছেন যে গ্রামে বয়স্ক শিক্ষার প্রয়োজন কতখানি। যে বাবা বুঝেন না যে তার ছেলেকে কেন লেখা পড়া করতে হয় যাদের অধিকাংশ সময় গ্রামে থাকতে হয় সেই মা বাবা তাদের ছেলেকে মানুষ করা কেন উচিত সেটা বুঝেন না। তাদের সেটা বুঝাতে হবে। তা না হলে পরে আমরা স্কুলে যে সময়টুকুতে ছেলেদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করি তাতে তাদের প্রকৃত শিক্ষা হবে না। তাই বয়স্ক শিক্ষার দাবীতে আমি এই কথাগুলি রাখছি।

অবশ্য আরও টাকা এই খাতে বাড়ানো উচিত ছিল, যাই হোক টাকা বাড়াতে হবে বললেই তো আর টাকা বাড়ানো সম্ভব হয় না। গ্রাম দেশে বিশেষ করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা নাই কারণ তাদের পিতা মাতা নিরক্ষর। তাই আমি বলছি যে গ্রামে যদি কোন সরকারী স্কীমের ইমপ্লিমেন্টেশন করতে হয় বা সরকার জরুরী কিছু বলতে চান তাহলে তারা সেটা বুঝে না। না বোঝার ফলে তারা সেটা আভয়েড করতে চান। এর ফলে অন্য যে রাজনৈতিক দল আছে বা অ্যান্টি সোশ্যাল এলিমেন্টস আছে তারা তাদের কাছে গিয়ে তাদের প্ররোচনা দিয়ে সরকারী পরিকল্পনাগুলিকে নষ্ট করার জন্য সেই পরিকল্পনাগুলির বিরুদ্ধে তাদের কাজে লাগান। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে, আমি বলতে পারি যে একটা সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে, যেমন আমরা দেখতে পাই বন পুড়িয়ে ছাই করছে, যেমন দেখা যায়, দশদা কাঞ্চনপুরে গণ্ডগোল হচ্ছে। তাই আজকে আমাদের বয়স্ক শিক্ষার দিকে অত্যন্ত জোর দিতে হবে যাতে করে নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে অক্ষর জ্ঞান দেওয়া যায়, যাতে তারা অন্ততঃ ইনফরমেশান সেন্টারের পত্র পত্রিকাগুলি বা বাজার থেকে কিনে পত্রিকাগুলি পড়তে পারে বা অন্ততঃ লোক্যাল পত্রিকাগুলি পড়তে পারে এবং দেশের বর্তমান খবরাখবর জানতে পারে ও দেশের সংগে যোগাযোগ রাখতে পারে। তা না হলে আজকে জনসাধারণ যারা আছে তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়ে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বানচাল হয়ে যেতে পারে বলে মনে হয়। শুধু মনে হয় নয়, আমি জানি এইরকম বহু ঘটনা আছে যে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। যেখানে আমরা শিক্ষার বিস্তার করতে চাই সেখানে স্কুল ঘর পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে, সেখানে ছাত্রদের স্কুলে যেতে নিষেধ করা হচ্ছে। কাজেই ছাত্রদের শিক্ষার সংগে সংগে তারা মানসিক দিক দিয়ে শিক্ষিত হয়ে উঠবে এই আশা আমাদের দুরাশা। কারণ বাবা মনে করবে যে সরকারী স্কুল যদিও আছে সেখানে আমার ছেলে না গেলে কি হবে? তারপর দেখা যায় কোন জায়গায় অন্যান্য দল যারা আছে, যারা সমাজদ্রোহী আছে, আমি নাম করে বলতে পারি, জিরানিয়া ব্লকে লক্ষ্যাছাড়া নামক গ্রামে স্কুল আছে, সেখানে শিক্ষক আছে কিন্তু ছাত্র নাই। ছাত্ররা স্কুলে যায় না। যদি শিক্ষক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে ছাত্র আসে না কেন, তিনি বলেন আমি কি জানি, ছাত্র না এলে আমি কি জোর করে তাদের ধরে আনব? অথচ এই শিক্ষক মহাশয় যদি কোন কারণে একদিন স্কুলে না এলেন তাহলে তার বিরুদ্ধে কমপ্লেন যায় যে তিনি স্কুলে আসেন না। অথচ স্কুলে ছাত্র নাই। নালিশ করার অধিকার সকলেরই আছে, তা তারা করতে পারেন। কিন্তু শুধু নালিশ করাটাই কি তাদের দায়িত্ব, ছাত্রকে স্কুলে পাঠানোটা কি তাদের দায়িত্ব নয়? সেটাও তাদের দেখা উচিত ছিল যে ছাত্ররাও স্কুলে যায় কিনা এবং গার্জেনরা ছাত্রদের রীতিমত স্কুলে পাঠাচ্ছেন কিনা। তাই আমি বলছি যে গার্জেনদেরও অবহিত করতে হবে, শিক্ষা দিলে তাদের কি উপকার হবে। আমি এমনও শুনেছি যে একজন অভিভাবক বলেছেন যে আমি তো আমার ছেলেকে উমাকান্ত স্কুলে পাঠিয়েছি, লেখাপড়াও শিখেছে, কিন্তু কি হল

লেখা পড়া শিখে, আজকে সে বাজারে তরকারী নিয়ে যায় না। আমার ছেলে আমার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে হাসে, কিন্তু আমার সঙ্গে সে সহযোগিতা করে না। এই যে ব্যাপারটা চলছে, মা বাবার যদি শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান থাকে তাহলে ছোট বেলা থেকেই ছেলেটাকে সেইভাবে তৈরী করে বাড়ীর শিক্ষা এবং স্কুলের শিক্ষা, এই দুই দিকের শিক্ষায় তার মানসিক এবং থিওরিটিক্যাল এডুকেশন দুইটায় শিক্ষিত হয়ে সমাজে গিয়ে অন্যান্য ছেলেদের উৎসাহিত করতে পারবে এবং তাতে ত্রিপুরার তথা সমগ্র ভারতের উন্নতি হবে।

আর একটা জিনিষ আছে সোশ্যাল এডুকেশন সেন্টার। সেখানে দেখেছি যে সোশ্যাল এডুকেশন ওয়ার্কার যারা আছে তারা আশে পাশে থেকে ৬ বছরের কম যে সমস্ত ছেলে-মেয়ে স্কুলে যেতে পারে না তাদের লেখা পড়া শিখায়। অত্যন্ত ভাল জিনিষ, এটাকে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি। কিন্তু এই যে সোশ্যাল এডুকেশান সেন্টার সেগুলিতে বাস্তবিক আমরা কি দেখি? যেসব সোশ্যাল এডুকেশান ওয়ার্কার আছেন, তাদের বিশেষ কোন ট্রেনিং নেই। জনসাধারণের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, অজ্ঞ, নিরক্ষর জনসাধারণকে বুঝিয়ে, তাদের সঙ্গে মনের খাপ খাইয়ে তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে আনার চেষ্টা করতে পারে, তার দিকে জোর দিতে হবে। বাস্তবিক একটা কথা মাননীয় কমলজিত বাবু বলেছেন যে আজকে ট্রাইবেল ভাষা সোশ্যাল এডুকেশান ওয়ার্কারদের জানতে হবে। কারণ ট্রাইবেল এরিয়াতে যে সমস্ত সোশ্যাল এডুকেশান সেন্টার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে ট্রাইবেলদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে তার মা বাপ চান না। কেন চান না, তার কারণ কি সেটা সোশ্যাল ওয়ার্কার যারা, যারা অঙ্গাঙ্গিভাবে তাদের সঙ্গে জড়িত, সাধারণ মানুষের কাছে কাছে থাকেন, তাদেরকে অন্ততঃ সেই ভাষা শিখতে হবে, তাদের বুঝিয়ে স্কুলে আনতে হবে। কারণ বাংলা ভাষায় বললে তারা বুঝে না, তারপ্রতি তারা দৃষ্টি দেন না। তাই আমি অনুরোধ রাখছি সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট'এর কাছে, যাতে করে ভবিষ্যতে ট্রাইবেল ভাষা ব্যাপকভাবে ইনটেরিয়ারে যারা সোশ্যাল ওয়ার্কার আছেন তাদের মধ্যে ইনট্রডিউস করা হয়, এবং করলে পরে ভাল হবে বলে আমি মনে করি।

তারপর আরেকটা হচ্ছে স্কুলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলাধূলার ব্যবস্থা থাকা দরকার। যদিও আমি জানি যে সেখানে কিছু কিছু খেলাধূলার জিনিষ আছে, কিন্তু সেটা অপ্রচুর। স্কুল থেকে বেরিয়ে তারা অন্য দিকে চলে যায়, এদিক ওদিক ঘুরাফেরা করে। যে সমস্ত এন্টি সোশ্যাল এলিমেন্টস আছে, তারা উস্কানি দিয়ে তাদের বিপথগামী হতে সাহায্য করে। প্রচুর খেলাধূলার জিনিষ যদি থাকত, তাহলে তারা সেই সুযোগ পেত না। তাই আমি অনুরোধ করছি স্কুলে যেন প্রচুর খেলাধূলার সামগ্রী দেওয়া হয়। আরেকটা কথা এখানে উল্লেখ করতে হয়, সেটা হচ্ছে কো-এডুকেশান। আমাদের সহরে গার্লস হাই স্কুল, উইমেন্স কলেজ ইত্যাদি আছে। সাবডিভিশনেও একটি করে আছে। কিন্তু সেই যে গার্লস স্কুল, মেয়েদের শিক্ষার জন্য আলাদা করে অন্ততঃ ব্লকওয়াইজ একটা করে যেন হয়, কারণ জিরানীয়া ব্লকে ৭৫ হাজার লোকের বাস। হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, সিনিয়র

বেসিক, জুনিয়র বেসিক আছে, এই সমস্ত খাতে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেটা প্রসংশনীয় কিন্তু এই যে একটা ব্লক এরিয়া, যেখানে ২৯টি গাঁওসভা, ১৫ হাজার লোকের বাস, তাঁর মধ্যে মেয়ের সংখ্যা কম নয়, প্রত্যেকটি স্কুলে শতকরা ৪০/৫০ জন মেয়ে আছে, এই সমস্ত মেয়েদের যদি আলাদাভাবে একটা পড়াশুনার ব্যবস্থা করা না যায়, যদিও এই যে কো-এডুকেশান সেটা সমালোচনার বিষয় নয়, তথাপি দেখা যায় বাস্তবিক এইরকম স্কুলের প্রয়োজনীয়তা আছে। এটা আশা করি মাননীয় অর্থমন্ত্রী অবহিত আছেন, কারণ উনার সংগে আমার আলাপ আলোচনা এই বিষয়ে হয়েছে, তিনি তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বোধ হয় আর বেশী সময় নেই।

মিঃ স্পীকার—ইয়েস ইউ মে কন্টিনিউ।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—প্রাইভেট স্কুলগুলি সম্পর্কে আমি দুই একটি কথা বলব। আমিও কয়েকটি প্রাইভেট স্কুলের সংগে জড়িত। প্রাইভেট স্কুলগুলি ঠিক ঠিক সময়ে গ্র্যান্ট ইন এড পায় না। তিনমাস অন্তর অন্তর তারা একটা ইনটেরিম গ্রান্ট পায়। যে সমস্ত স্কুলের নিজস্ব ফাণ্ড আছে, তারা হয়ত তাদের শিক্ষকদের বেতন কিছু কিছু দিতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ স্কুলের আলাদা কোন ফাণ্ড থাকে না। তাদের পক্ষে এত শিক্ষকদের প্রতি মাসে মাসে বেতন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সেইদিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে দৃষ্টি রাখতে অনুরোধ করছি। কারণ এই প্রাইভেট স্কুলের যে ফাণ্ড সেটা অত্যন্ত কম। যদি প্রাইভেট স্কুলের মাষ্টাররা তাদের মাসের বেতন ঠিকমত না পান, এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দিনে, মানসিক দুশ্চিন্তা তাদের থাকে, সেটা অবিশ্বাস্য নয়, তারা ক্লাশে গিয়ে ঠিকমত লেখাপড়া শিখানর মত আগ্রহ তাদের থাকে না। কাজেই প্রতি মাসে গ্রান্টটা যদি দেওয়া যায়, তাহলে শিক্ষকদের বেতন দেওয়ার দিকে একটা নিশ্চয়তা থাকবে। সেই দিকে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আরেকটা কথা হচ্ছে আমাদের একজন সদস্য মাননীয় কমলজিৎ বাবু বলেছেন, বেসিক স্কুল, জুনিয়ার এবং সিনিয়ার বেসিক স্কুলগুলির কথা। সেখানে যে ক্রাফট্ টীচার দেওয়া হচ্ছে ক্রাফট্ ইনষ্ট্রাক্টার আছে, আমরা দেখছি যে চরকা, তকলি ইত্যাদি সূতা কাটার জন্য অনেক স্কুলে পাঠান হয়। কিন্তু সেইগুলি কতদূর কাজে লাগান হচ্ছে সেই সম্পর্কে সমীক্ষা করার জন্য শিক্ষা দপ্তর যদি সচেষ্ট না হয়; তাহলে বাস্তবিক এই যে অর্থের বরাদ্দ সেটা অপচয় হবে। অপচয় বলছি এই জন্য যে কোন কোন সিনিয়ার বেসিক স্কুলে গিয়ে আমি দেখেছি, যে চরকা আছে সেটা ব্যবহার করবার মত নয়। কোন না কোন পার্টস নাই। তাই এই যে চরকায় সুতা কাটা, এইগুলির ব্যাপারে যে বিরাট অর্থ ব্যয় হচ্ছে, সেইসবের উপকারিতা কি? তাই আমি বলছি যে হয় এইগুলি বন্ধ করে দেওয়া হউক। আর তা না হলে পরীক্ষা নিরীক্ষা সমীক্ষা করা দরকার। কর্তৃপক্ষ যারা আছেন, তারা যাতে এই অর্থকে কাজে লাগাতে পারেন, সেই দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। সূতা কাটা শিখছে কি না, তার সমীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন আছে। যারা শিক্ষক, উইভিং

একক্সুর শিখেছে। এরপর গিয়ে এতবড় একটা বুনন কার্য্য সেই বুনন কার্য তারা ছাত্রদের শিক্ষা দেবেন এটা সম্ভবপর বলে মনে হয় না। আমি নিজেও কিছু তাঁত বুনতে পারি। আমি যদি একজন ইনষ্ট্রাকটারকে বলি যে বলুনত একটা কাপড় বুনতে কত ক্রাউন সূতা লাগে, তিনি বলতে পারবেন না। কাজেই তারা গিয়ে ছাত্রদের যে কি শিখাবেন সেই বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। তাই ক্রাফট্‌এর দিকে নজর দিয়ে, ভবিষ্যতে যাতে ক্রাফ্‌ট শিখে ছাত্ররা বাস্তবিক শিক্ষা পেয়ে চাকুরী ক্ষেত্রে না গিয়ে ক্রমে নিজেদের মধ্যে সেই সমস্ত কাজ'এ প্রবৃত্ত হয়ে আত্ম নিয়োগ করতে পারে, প্রকৃত শিক্ষিত হয়, সেই দিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আর একটা কথা হচ্ছে যে মফঃস্বলে বা অন্যান্য জায়গায় শিক্ষকরা যারা অনেকদিন পর্য্যন্ত আছেন তাদিগকে অদল বদল করে এখানে সেখানে নিয়ে একটু নড়াচড়ার সুযোগ দিলে খুব ভাল হয়, যারা অন্তত: অধিকদিন এক জায়গায় আছে তাদিগকে অন্তত: ট্রেন্সফার হওয়ার সুযোগ সুবিধা দিলে খুবই ভাল হয়, না হলে আজকে দেখা যায় ট্রেন্সফারের হিড়িক একটা যন্ত্রণা বিশেষ। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে যারা ইন্টারভিউ দেন, আমার মনে হয় তাদের মধ্যে ট্রেন্সফারের দাবীই বেশী। অবশ্য চাকরীর ব্যাপারও আছে। কাজেই এই ব্যাপারে একটা নীতি গ্রহণ করতে হবে যে ৩ বছর বা ৪ বছরের বেশী হলেই তাকে ট্রেন্সফার করতে হবে। তা করা না হলে একটা অসন্তোষ সৃষ্টি হয় শিক্ষকের মনে এবং তাদের আত্মীয় স্বজনদের মনে।

কোয়াসী পার্ম্মানেন্ট অনেক হয়ে গেছে, এর উত্তর আমরা প্রশ্ন করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে পেয়েছি। তথাপি ঠিক ঠিক পার্সেন্টেজে যাতে সমস্ত শিক্ষকই সুযোগ পান শুধু শিক্ষক নন, অন্যান্য কর্ম্মচারীরাও যাতে কোয়াসী পার্ম্মানেন্ট হতে পারেন সেইদিকে দৃষ্টি দিলে খুব সুখী হব।

সিনিয়র বেসিক স্কুলগুলিতে একটা করে ক্লাশ ফোর এমপ্লয়ি নিয়োগ করা দরকার। কারণ স্কুলে যে ক্যাপ্টেন আছে বা তাদের ঘন্টা মন্ত্রীও আছে, যার কাজ হল ঘন্টা পেটানো; কিন্তু দেখা যায় যে ছাত্রদের মধ্যে কেউ ঘন্টা মন্ত্রী হতে চায় না, সেই অবস্থায় একজন ক্লাশ ফোর এমপ্লয়ি যদি থাকে তাহলে সে ঘন্টা বাজাতে পারে। কিন্তু সেই ক্লাশ ফোর কর্মচারী নিয়োগ দিতে গিয়ে যেন একটা কথা মনে রাখা হয় যে সে যেন স্কুলের পার্শ্ববর্তী এলাকার লোক হয়, তা না হলে তার দূর থেকে জয়েন করতে অসুবিধা হতে পারে।

আর একটি কথা বলব যে হিন্দি যারা শিখেছে তাদের কোয়ালিফিকেশন হয়ত মেট্রিক বা তার কিছু উপরে। কিন্তু হিন্দিতে তারা বিশারদ ইত্যাদি উপাধি লাভ করে। তাদিগকে আমরা যদি ঠিক হিন্দি শিক্ষার ক্ষেত্রে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে প্রভাইড করি, তাহলে ভাল হয়। তাদের জেনারেল কোয়ালিফিকেশন যদিও মেট্রিক পাশ তবুও হিন্দির দিক দিয়ে তারা বি, এ, এর সমান। তাদের যদি আমরা ভাল স্কেলে প্রভাইড না করতে পারি তাহলে তাদের হিন্দি শিক্ষা নিয়ে বিশেষ কোন লাভ হবে না। নতুবা আর কেউ হিন্দি শিখবেই না।

যে শিক্ষাটা সে নিয়েছে তার প্রচার এবং প্রসার যদি না হয় তাহলে বাস্তবিকই তার মনে দুঃখ হয়। তারা মনে করেন যারা সাধারণ বি, এ, পাশ করেছেন, তাদের মত তারাও হিন্দিতে বি, এ, পাশ করেছেন। কাজেই তাদেরও একটা স্কেল দেওয়া দরকার, গ্র্যাজুয়েটদের মত। আর একটি কথা হচ্ছে, মাননীয় স্পীকার স্যার, ট্রাইবেল বা আদিবাসী যারা, আজকে আমরা সবাই চিন্তা করছি যে মাতৃ ভাষায় আদিবাসী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য একটা কিছু করা দরকার। কাজেই আদিবাসীদের মাতৃ ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য, যারা আদিবাসীদের ভাষা জানে না তাদের দিয়ে সেটা খুব ভাল হবে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে শিক্ষকদের আদিবাসী ভাষা শিক্ষা করাটা বাধ্যতামূলক কিছু নয়। কিন্তু আমার কথা হল, যে জিনিষটা বাধ্যতামূলক নয় সেটা শিখতে কেউ এত আগ্রহ নিয়ে আসবে না। সেজন্য যারা আদিবাসী, যারা ভূমিষ্ট হয়েই এই ভাষা শিখেছে, তারা যদি এই কাজে নিয়োজিত হয় তাহলে আমার মনে হয় খুব ভাল হবে। অন্ততঃ নন-মেট্রিক যারা আদিবাসী ছেলে বা মেয়ে তাদের আমরা সেই সেই এলাকাতে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কাজ দিতে পারি। তাদের বেতন সম্পর্কে অবশ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্থির করবেন। যদি মেট্রিক পাশের সমান না দেওয়া হয় তাহলে একটা ভাল স্কেল তাদের দেওয়া উচিত। সেই দিকে আমি শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাতে তাদের বেকারত্ব ঘুচবে, 'তাদের এদিক ওদিক ঘুরাফেরাও কমবে। এইভাবে আমরা আদিবাসীদের, যারা অনগ্রসর রয়ে গেছে, তাদের উন্নত সমাজের সংগে সমান করব।.

মাননীয় স্পীকার, স্যার, শিক্ষা ক্ষেত্রে বলতে গেলে অনেক কথা আছে কিন্তু আমাদের যে কয়েকজন সদস্য এই সম্পর্কে বলেছেন, মহা মূল্যবান সাজেশন রেখেছেন এবং আমিও যা বললাম সেই সম্পর্কে মাননীয় এডুকেশন মিনিষ্টার লক্ষ্য রেখে বাস্তবিক আমাদের এই যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে এডুকেশন ডিমাণ্ড নং ১৪তে সেটা যাতে দেশের উপকারে লাগে সেইদিকে অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখতে আমি মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এবং যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে তার সমর্থনে আমি আমার বক্তৃতা এখানে শেষ করলাম।

Mr. Speaker :— Now this is our time for recess. after 2 P. M.

Mr. Speaker :—Shri Nishi kanta Sarkar, you will get only five minutes more.

Shri Nishi Kanta Sarkar—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বাজেট সম্বন্ধে এই হাউসে বলব কিন্তু বলব কার কাছে, এই হাউসে তো কোন মন্ত্রীই আমি দেখছি না। আমাদের অর্থমন্ত্রী Demand No. 14-Education এ যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী এই হাউসের সামনে এনেছেন তা আমি আন্তরিকতার সহিত সমর্থন করি। যদিও এই শিক্ষা খাতে টাকা আরো বেশী রাখা দরকার ছিল তথাপি ইহা খুব কম নয়। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় শিক্ষা

বিস্তারের দিক দিয়ে আমাদের অনুন্নত এই ত্রিপুরা যতটুকু অগ্রসর হয়েছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এই সম্বন্ধে আমি বেশী বলতে চাই না। তবে এই হাউসের সামনে আমি দু একটি কথা বলব। এখানে Jr. Basic, Sr. Basic, High. Higher Secondary School এবং কলেজ ইত্যাদি বহু হয়েছে। স্কুল অনেক হয়েছে। আরো হবে। কিন্তু সেই তুলনায় শিক্ষার মান বাড়েনি। কারণ অনেক জায়গায়ই দেখছি শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব দেখা যাচ্ছে। এই সব দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে উনারা যেন তদন্ত করে দেখেন। শিক্ষকের মধ্যে এই বিদ্বেষ দিন দিন বাড়ছে, কেন আন্তরিকতার অভাব দেখা যাচ্ছে। গ্রামে যখন যাই তখন অনেক লোক বলে "বাবু স্কুল ত দিলেন ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে শিক্ষাও দিয়েছি কিন্তু তারা তো আমাদের অভিভাবকদের কথা শুনেনা"। আবার দেখি ছেলেরা ও তাদের পিতামাতাকে বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না। আবার আমরা যখন রাত্রি বেলা রাস্তায় চলাচল করি তখন অনেক শিক্ষককে বলতে শুনি, "গেলাম স্কুলে ছাত্র আসুক আর না আসুক তাতে আমাদের কি আমরা আমাদের duty করিয়া যাইতেছি"। মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করছি কেন তাদের মধ্যে এই ভাবের উদয় হয়েছে সেটা খুব ভালভাবে চিন্তা করে যেন আবিষ্কার করেন। আগে ত্রিপুরা রাজ্যে গ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুব কমই ছিল। কিন্তু আজকে তা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। গ্রামের কৃষকের ছেলেরা গ্রাম থেকে সহরে এসে পড়ার সুযোগ সুবিধা পায় না, যদিও তাদের পড়ার আগ্রহ আছে। গ্রামের স্কুলগুলিতে class VIII পর্য্যন্ত পড়ার সুবিধা আছে। তাই class VIII পর্য্যন্ত পড়েই তাদের পড়া শেষ হয়ে যায়। এই যে শিক্ষার অবস্থা তার তদন্ত করা দরকার। যদি sub-division দিয়েই বলি তাহলে উদয়পুর শহরের উপর একটি মাত্র Higher Secondary School আছে। ১০।১২ মাইল দূর থেকে এসে ছাত্র-ছাত্রী-দের পড়া একটা কষ্টদায়ক ব্যাপার এবং অনেক সময় হয়েও উঠে না। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যাতে শহরের বাহিরেও Higher Secondary School গড়ে উঠতে পারে তার জন্য আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখছি। উদয়পুর sub-division এ আমি বিশ বছর ধরে দেখেছি যে, উদয়পুরের মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বলতে মহারাজার আমলের K.B.I. একটি Private স্কুল আছে আর ত্রিপুরা সুন্দরী হাইয়ার সেকেণ্ডারী হয়েছে। তাও হয়েছে শহরের উপরে, গ্রামাঞ্চলে মোটেই নাই, তাই আমি আবার আবেদন রাখছি—স্কুল গড়ার আগে যেন ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হয়।

চাকুরীর ব্যাপারেও দেখেছি যে গ্রামের ছেলে-মেয়েরা পাশ করার পর interviewই কেবল দিয়ে যায়, তাদের চাকুরী খুব কমই হয়। ছেলে-মেয়ের সাথে তাদের পিতামাতার একা মতানৈক্য দেখা দেয়। তাদের বক্তব্য, "অনেক পয়সা খরচ করে লেখাপড়া শিখিয়েছি, পাশ করেছ, ৩।৪ বছর চলে যায় একটা চাকুরীর ব্যবস্থা করতে পারলে না।" তাতে ছেলেদের মন খারাপ হয়ে যায়। তারা শহরে এসে বিভিন্ন ভাবে সরকারের উপর একটা চাপ সৃষ্টি করে। এই সম্বন্ধেও আমি শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখছি, যে শুধু শিক্ষা বিভাগে

আমরা চাকুরী আর কত দেব, তবুও গ্রামের ছেলেদের যেন দু'একটির চাকুরী হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখেন, তাছাড়া গ্রামের স্কুলে যখন Class IV staff নেওয়া হয় তখন গ্রাম থেকে অনেক দরখাস্ত আসে সেখানকার চাকুরীর জন্য কিন্তু দেখা যায় যে শহর অঞ্চলের লোক interview দিয়ে appointment letter নিয়ে ঐ সব স্কুলে যোগদান করছে, কাকড়াবনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ঐখানকার একটি লোক পিয়নের চাকুরীর জন্য আবেদন করেছিল, তার যোগ্যতাও ছিল। কিন্তু দেখা গেল তাকে পিয়নের চাকুরীতে না নিয়ে শহরের একটি লোককে চাকুরী দিয়ে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আমি শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখব যে এই সমস্ত ছোটখাট ব্যাপারগুলো যেন তিনি একটু তদন্ত করে দেখেন।

স্কুল ঘর বিল্ডিং ইত্যাদির ব্যাপারে দেখা যায় যে অনেক সময় ঝড় অথবা অন্য কোন কারণে যদি এগুলির কোন ক্ষতি হয় তখন পূর্ত বিভাগের কাছে আবেদন করলে পর তাদের কাজের চাপের জন্য তারা সময়মত সেগুলি করে উঠতে পারে না। যার জন্য ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার খুবই ক্ষতি হয়। তাই আমার আবেদন, এই সব কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য Education departmentএর মধ্যেই আর একটি Engineering wing খোলা হউক যাতে ছেলে-মেয়েদের পড়ার অসুবিধা দূরীভূত হতে পারে।

এবার আমি Book Grant সম্বন্ধে বলছি, Book Grantএর বেলায়ও দেখা যায় গ্রামের যারা কৃষক, মজুর, দরিদ্র জনসাধারণ তাদের ছেলে মেয়েরা বইয়ের অভাবে পড়া চালাতে পারে না, তারা অবহেলিত হয়ে আসছে। Scheduled caste, Scheduled tribe, backward Community ইত্যাদি অনেক ভাবেই book grant দেওয়া হচ্ছে কিন্তু ঐ সব গরীব লোকদের প্রতি আমাদের শিক্ষা বিভাগের নজর কম। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যারা বিত্তবান, যাদের ছেলে-মেয়েদের বই কিনার অভাবে পড়ার কোন অসুবিধা নাই, তারাও book grant পেয়ে থাকে। জানিনা book grant দেওয়ার সময় markএর প্রশ্ন উঠে কিনা। তবু, আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীকে অনুরোধ করব এই ব্যাপারটি তদন্ত করে দেখার জন্য। কারণ সেই গরীব লোকদের ছেলে-মেয়েরা একটা জামা পেন্ট পরে স্কুলে আসতে পারে না; অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের সাথে এক সাথে বসতেও তারা লজ্জা বোধ করে। সুতরাং তারা যাতে Book grant পাইতে পারে তার দিকে অবশ্যই নজর দেওয়া দরকার।

পল্লী অঞ্চলে যে সমস্ত স্কুল আছে তাতে শিক্ষক আছে কিনা, কতদিন ধরে স্কুলে শিক্ষক নেই তা যেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তদন্ত করে দেখেন। আমি এখানে দু'চারটি স্কুলের নাম দিচ্ছি। যেমন দক্ষিণ মহারাণী পানীন্দ্র চৌধুরী স্কুল, আজকে ছয় মাস ধরে ঐ স্কুলে কোন শিক্ষক নেই। আরো আছে যেমন—মৈথুলু, এজেন্দ্রনগর, হাড়িবাড়ি, পবিত্রধাম প্রভৃতি স্কুল। ঐ সব এলাকা থেকে আমাদের কাছে বহু representation আসে, যে "স্কুল তো আছে, কিন্তু আজকে ৫।৬ মাস ধরে কোন শিক্ষক নেই, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ, তারা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।" কোন কোন স্কুলে শিক্ষক যারা আছেন তারা রীতিমত স্কুলে

যাচ্ছেন না আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আবেদন করছি কেন গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলিতে রীতিমত শিক্ষকরা যাচ্ছেন না তার জন্য একটি শক্তিশালী তদন্ত কমিটি গঠন করা দরকার।

আমার বলার অনেক কিছু ছিল কিন্তু সময়ের অভাবে তা বলতে পারছি না। তবে আমার উদয়পুর sub-division সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলছি। উদয়পুরে একটি খেলার মাঠের জন্য আমি বহুদিন ধরে আবেদন করে আসছি। কিন্তু আজ পর্যান্ত তা হয়নি। অন্ততঃ পক্ষে উদয়পুরের মত একটি sub-divisionএ একটি খেলার মাঠ হওয়া দরকার। শিশুদের খেলার জন্য একটি পার্ক হওয়া দরকার। আমি ব্যক্তিগতভাবে মন্ত্রী মহোদয়কেও বলেছি যে আমাদের Town Hallএর সঙ্গে যে মাঠটি আছে সেটাকে যেন একটি শিশু উদ্যান করা হয় এবং উদয়পুরে শিক্ষা বিভাগ থেকে যেন একটি খেলাধুলার মাঠ করা হয়।

ত্রিপুরা রাজ্যে বহু Higher Secondary School, College ইত্যাদি হয়েছে কিন্তু উদয়পুরের মত একটি sub-divisionএ গত ১৫ বছর ধরে জনসাধারণের পক্ষ থেকে কলেজ গড়ার জন্য একটি আবেদন উঠা সত্ত্বেও আজও, তা হয়ে উঠেনি, এ ব্যাপারে আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উদয়পুর একটি জনবহুল sub-division এবং তার সঙ্গে জড়িত, অমরপুর, সোনামুড়া প্রভৃতি দক্ষিণ অঞ্চলটা। কলেজ গড়ার প্রয়োজন আগে ছিল না, কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে তার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

উদয়পুরের স্কুলের জন্য কেন আমি এত বলছি। বলছি এই জন্য যে, আমি তথ্য দিয়ে দেখাতে পারি গত ১৫ বৎসরে উদয়পুরে নূতন করে কয়টি Higher Secondary School হয়েছে? একটি K. B. I. একটি কাকড়াবন, আর একটি Private School. এই হল তার তথ্য। এই কারণেই ঐ সব বিষয় বিবেচনা করে এই বৎসর যেন উদয়পুরের মফঃস্বল অঞ্চলে আরও দুইটি স্কুল দরকার। যে দুইটি Senior Basic School আছে সেইগুলি যাতে upgraded করে Higher Seeonday School করা হয় তার আবেদন আমি রাখছি। গাঁওড়া গ্রামের Senior Basic School গুলিতে উপযুক্ত শিক্ষক খুব কমই আছে বলে আমার মনে হয়। আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট আবেদন রাখছি যে Senior Basic School গুলিতে যেন অন্ততঃ Graduate শিক্ষক দেওয়া হয় এবং উদয়পুর সহরের Higher Secondary School গুলিতে যেন বোর্ডিং সংখ্যা বাড়ানো হয়। যেমন উদয়পুর Girls School যেটা আছে তাতে যদি একটা বোর্ডিং করা হয় তবে অন্ততঃ ৪০/৫০টি মেয়ে সেখানে থেকে লেখাপড়া করতে পারবে। তাতে শিক্ষা বিভাগের উপর থেকে চাপ অনেকটা কমবে। কেননা গ্রামের মেয়েরা খুব কমই Higher Secondary স্কুলে পড়তে আসে। কাজেই এখানে যদি অন্ততঃ ৫০/৬০ টা মেয়ের থাকার একটা ব্যবস্থা করা হয় যাতে তারা বোর্ডিং থেকে পড়তে পারে। সেই দিকেও আমি মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Mr. Deputy Speaker :— Hon'ble Member, time is over.

Shri Nishi Kanta Sarkar M. L. A. :— আর Girls' School এর মেয়েদের খেলাধুলায় কোন মাঠ নেই। একথা আমি আগেও মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে বলেছি। অথচ জায়গা অনেক দিন আগেই রিক্যুইজিশান করে রাখা হয়েছে। এই জায়গাটাও আমি মন্ত্রী মহোদয়কে দেখিয়েছি, আশা করি উনি এদিকে নজর দেবেন। বালোয়ারী স্কুলের সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয় যে সত্যি এই স্কুল গ্রামের মধ্যে একা সারা জাগিয়ে তোলে। সেখানে বিধবা মেয়েরা বা যারা Class VIII/IX পর্যান্ত পড়েছে, যারা village mother তাদের সত্যি ছেলেদের উপরে মায়া জন্মে যায়। ঐ ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি দল বেঁধে যখন স্কুলে যায় তখন তা দেখতে সত্যি ভাল লাগে। সেইদিক দিয়ে গ্রাম দেশের ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি যখন স্কুলে চলে যায় তখন মায়েদের কাজ কর্মের বেশ সুবিধা হয় এবং আনন্দ উপভোগ করে, কাজেই প্রত্যেক Sub-Division যাতে Social এবং বালোয়ারী স্কুলগুলি গড়ে উঠে সেদিকে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Deputy Speaker :— Now I Call on Shri Ghanashyam Dewan আজকে ৭টি Demand আছে। এগুলি শেষ করতে হলে আমাদের এত Lengthy Discussion করার সময় নেই। ঠিক আছে বলতে পারেন। তবে অন্য Demand এর উপর বিশেষ আলোচনার সুযোগ পাওয়া যাবে না। Hon'ble Member, only Five minutes.

Shri Ghanashyam Dewan. M. L. A. :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় Demand No. 14—Ecucation-এর সমর্থনে আমি দু' একটি কথা বলতে চাইছি। উপজাতীয় শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে যে পর্যান্ত শিক্ষা বিস্তার হয়েছে তাতে আরো বিস্তার হওয়া প্রয়োজন। কারণ তুলনামূলক ভাবে যদি আমরা দেখি তাহলে উপজাতি অঞ্চলের মধ্যে যতটুকু শিক্ষা বিস্তার হয়েছে তাতে আরো বিস্তার হওয়া প্রয়োজন। ঐ সমস্ত অঞ্চলে যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী Class VIII-IX পর্যান্ত পড়ে বেকার হয়ে রয়েছে তাদেরকে যদি আমরা Social centre এ বালোয়ারী স্কুলে appointment দিতে পারি তাহলে সেই দুর্গম অঞ্চলে ছোট ছোট বালক বালিকাদের তারা শিক্ষাদান করতে পারে। যারা Class X বা XI পর্যান্ত পড়েছে পাশ করতে পারে নাই তারা অন্য চাকুরীর যোগ্য হয় না। তাদেরে যদি শিক্ষকতার কাজে appointment দেওয়া হয় তাহলে জম্পুই, কাঞ্চনপুর, ঘোড়াকাপ্পা, ছামনু এবং অমরপুরের মত দুর্গম অঞ্চলের মধ্যে উপজাতী ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদেরে নিয়োগ করা দরকার বলে আমি মনে করি। কারণ Scheduled Caste, Scheduled Tribe যারা Class X ও XI পর্য্যন্ত পড়েছে তাদেরে বিশেষ সুযোগ যাতে দেওয়া হয় তারজন্য আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করছি। সেই সঙ্গে উপজাতি ছাত্ররা যাতে আরো Book Grant পায় এবং জামা কাপড় পায়, যারা বালোয়ারী স্কুলে, প্রাইমারী স্কুলে পড়ে তারা যাতে পড়শুনায় উৎসাহ পায় তারজন্য এগুলি দেওয়া দরকার। High এবং Higher Secondary school-এ Boarding এর Seat বাড়ানো দরকার। বিশেষ করে উমাকান্ত

একাডেমী, বোধজং স্কুলের ছাত্রাবাসের সংখ্যা আরো বাড়ানো দরকার। কারণ উপজাতি এলাকায় Higher Secondary School না থাকার দরুণ অনেক ছাত্রদের টাউন এলাকায় এসে পড়াশুনা করতে হয়। গত বাজেট বক্তৃতায়ও আমি বলেছি যে ছামনু T. D. Block এর মধ্যে একটিও Higher Secondary School নেই এবং তা এখনো খোলা হয় নাই। কুলাই হাওর, ছেলেমাতে একটি Highcr Secondary School খোলার প্রয়োজন ছিল। তাহাও আজ পর্য্যন্ত খোলা হয় নাই।

ময়নামতি ছামনু ব্লকে যে স্কুল আছে সেখানে ছাত্র সংখ্যা খুব বেশী। সেখানকার ছাত্ররা খুবই গরীব কিন্তু তারা উচ্চ শিক্ষার জন্য খুবই আগ্রহশীল। কাজেই আমি আবেদন করছি যে তাদের এই দাবীগুলি পূরণ করা একান্ত প্রয়োজন। এখানে আমি আরেকটি বিষয় উল্লেখ করছি। পশ্চিম বাংলা বা ভারতের অন্যান্য জায়গায় যেমন ছাত্রদের পালি ভাষা পড়ানো হয় ত্রিপুরাতেও তেমনি পালি ভাষা প্রচলন করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। কারণ ভগবান বুদ্ধ তার প্রেমের বাণী, মৈত্রীর বাণী চীন, জাপান, ব্রহ্ম, সিংহল ইত্যাদি পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক দেশে এই পালি ভাষার মাধ্যমেই প্রচার করেছিলেন। ভারতেও তিনি পালি ভাষায় মাধ্যমে প্রেমের বাণী প্রচার করে ভারতকে পৃথিবীর অন্যতম সভ্য দেশ বলে পরিচিত করেছিলেন। কাজেই পালি ভাষার মাধ্যমেই আমরা সেই প্রাচীন সভ্যতা আমাদের ত্রিপুরাতেও সেই পালি ভাষা প্রচলন করার জন্য আমি এই হাউসের সামনে আমার বক্তব্য রাখছি। আমার মনে হয় ত্রিপুরাতে ছেলেমেয়েদের পালি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিলে তাদের নৈতিক চরিত্রের অনেক উন্নতি হবে। শান্তির দূত জওহরলাল নেহরু উনার Discovery of India নামক গ্রন্থে বিশদভাবে বৌদ্ধ যুগের সময়কার পালি ভাষার কথা উল্লেখ করেছেন। পালিভাষা যদি পণ্ডিতজী জানতেন তাহলে হয়ত তিনি আরো অমূল্য গ্রন্থ লিখতে পারতেন। পালি ভাষার মধ্যে বহু অমূল্য বাণী লুক্কায়িত আছে বলে আমি মনে করি। ত্রিপুরার একমাত্র বোধজং স্কুলে পালি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ করব ত্রিপুরার অন্যান্য স্কুলে যেন পালি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। ত্রিপুরার শিক্ষার মান উন্নত হবে পালি ভাষার সাথে সাথেই। সংস্কৃত পণ্ডিতদের সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। সংস্কৃত ভাষা ভারতের মধ্যে অতি সমৃদ্ধ ভাষা এই ভাষাকে বাদ দিয়ে আমরা ভারতের সভ্যতা রচনা করতে পারি না। পালি ভাষাও তদ্রূপ। পালি ভাষাকে বাদ দিয়াও ভারতের পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা রচনা করা যায় না। উন্নতি কল্পনা করতে পারি না। আমি এই হাউসে মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে আবেদন রাখব যাতে পালি ভাষা প্রসারের ব্যবস্থা করা হয় এবং ত্রিপুরার শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য উনারা চেষ্টা করেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker :—I would now call on Hon'ble member Shri Kshitish Ch. Das. You are allowed only 5 minutes.

Shri Kshitish Chandra Das :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী শিক্ষা খাতে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করেছেন তার সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

Private School সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার বলেছেন। Private School-গুলিকে সরকার থেকে টাকা দেওয়া হয় grant হিসাবে। সরকার থেকে দেওয়া হয় ৯০% আর স্কুল কমিটি বহন করেন ১০%। তাই আমি বলছি যে ঐ সমস্ত Private Schoolগুলি সরকারী নিয়ন্ত্রাধীনে যেন নিয়ে আসা হয়। তা হলে School Committee গুলিতে যে বিবাদ বিসম্বাদ দেখা দেয় তা আর দেখা দেবে না। আর জনসাধারণ থেকেও representation আসবে না যে স্কুল চলছে না। হিসাবের খাতা দেখলে বুঝা যাবে যে স্কুল চালাতে সরকার থেকে যে টাকা দেওয়া হয় তার বেশী লাগে না। শিক্ষার ব্যাপারে ত্রিপুরা অনেক অগ্রসর হয়েছে তা আমি অস্বীকার করি না।

শিক্ষার অগ্রগতিও চলছে আবার বেকারের সংখ্যাও বাড়ছে বেকারের সংখ্যা বাড়লেই যে শিক্ষা বন্ধ করতে হবে তা আমরা ভাবছি না। কারণ Technical Institutionএ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে তারাও বেকার হয়ে পড়ছে। কাজেই বেকার সংখ্যার যাতে সমাধান হয় তার জন্য আমি Houseএর কাছে অনুরোধ রাখছি। আবার আমাদের মফঃস্বলের শিক্ষকদের Reimbursement Bill এর সুবিধা নাই, বিশেষ করে আমি কমলপুরের কথা বলছি কমলপুর টাউনে ২ জন মাত্র C A.S. Gr. I ডাক্তার আছেন। দুইজনেই non-practising allowance পাচ্ছেন। কাজেই re-emburseme nt bill ও তারা সহি করতে পারেন না। কাজেই আজকে যে সমস্ত সরকারী কর্মচারী চিকিৎসা করে ও bill করে সরকার থেকে চিকিৎসা খরচ পাচ্ছেন না, তাদের সেজন্য এই দুর্দ্দিনে ভীষণ অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করব যাতে তারা এই চিকিৎসা খরচ সরকার থেকে পেতে পারে। তাছাড়া আমি কমলপুর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের কথা বলছি। কমলপুর স্কুলের জন্য যে জায়গা প্রথম খাস করা তা ১৮ কাণির মত হবে। সেই জায়গায় যে building করা হয় তা দেখলে মনে হবে যেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কারণ এই হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের মধ্যে আছে Inspector of Schools এর অফিস ও কোয়াটার, হেড মাষ্টারের অফিস। আবার এই স্কুল compound এর ভিতরেই আছে Modern Junior Basic School। কাজেই একটি স্কুলের মধ্যে এতগুলো অফিস এবং কোয়াটার থাকা আমি যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। স্কুলের এই plot ছাড়াও আরও ৪৫ কানি জমি খাস করা আছে. এই plot এর সঙ্গে বর্ত্তমানে সেখানে সাঁতার কাটায় পুকুর তৈরী হইতেছে তাছাড়া আর কোন Construction হচ্ছে না। সাধারণতঃ স্কুলের দক্ষিণ দিক খোলা থাকে। কিন্তু এই স্কুলের দক্ষিণ দিক পোরাপুরি blocked তাছাড়া এই স্কুলের মাঠের চারিদিকে ঘর যেমন একটি গৃহস্থ বাড়ী। কাজেই স্কুলের বর্ত্তমান পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন করা যায় কিনা তারজন্য এই হাউসের মাধ্যমে আমি মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। তা ছাড়া College এর Scheduled caste and Tribal Student যারা College boarding এর বাইরে থাকে তারা যারা Boarding এ থাকে তাদের থেকে Stipend অনেক কম পায়। কাজেই বর্ত্তমানে দ্রব্যমূল্য

যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেইদিকে বিবেচনা করে তাদের stipend সমান করা যাতে হয় সেই অনুরোধ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now I call on Shri Rabindra Deb Rankhal.

Shri. Rabindra Ch. Deb Rankhal :—মাননীয় Speaker মহোদয় মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ১৪ নং Demand শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন তার আমি আন্তরিক সমর্থন জানাই। সমর্থন করতে গিয়ে আমি হাউসে দু'একটি কথা রাখবো। প্রথমে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ত্রিপুরায় শিক্ষার দিকে যতটুকু উন্নত হয়েছে, তা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। এখনও অনেক অনগ্রসর জায়গাতে উচ্চ বিদ্যালয় হয় নাই কিন্তু অনেক Primary School হয়েছে তাও আনন্দের বিষয়। ধর্মনগর এলাকায় দামছড়া, দশদা, কাঞ্চনপুর এবং অমরপুর এলাকায় গণ্ডাছড়া ও অম্পি এই কয়েকটি জায়গা ট্রাইবেল area কাজেই এসকল জায়গাতে যাতে উচ্চ বিদ্যালয় না হয় তারজন্য আমি মাননীয় Speaker এর মাধ্যমে মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি এবং এই সকল জায়গায় প্রায় শতকরা ৩০ জন লোকই class V/VI পর্য্যন্ত পড়েছে কিন্তু অর্থাভাবে দূরে গিয়ে লেখাপড়া করতে পারে নাই। কাজেই এই সমস্ত এলাকায় উচ্চ বিদ্যালয় না হলে শিক্ষার ব্যাপারে তারা পশ্চাৎপদ হয়ে থাকবে। তা ছাড়া আমি অন্য একটি বিষয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ করছি যে শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শক কর্মচারীদের প্রতি যেন সুদৃষ্টি রাখেন। কারণ আমি অনেক ডাক্তারখানা ও স্কুল visit করি। কিন্তু দেখি যে অনেক স্কুলের visit bookএ প্রায় কয়েক বৎসর যাবৎ স্কুল পরিদর্শনের কোন সহি নাই। আর কোন কোন মাষ্টারকে স্কুলের কথা বললে তারা স্কুলটি কোথায় ও কত বড় বা কিসের ঘর তাও বলতে পারে না। এইরূপে আমি একবার একটি স্কুল পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখি যে সুগবাই সিনিয়র বেসিক স্কুলে ৩৪ জন মাষ্টার থাকা সত্বেও একজনও উপস্থিত নাই। তখন আমি নিজেই বই নিয়ে ক্লাশ করাইতে শুরু করলাম। কাজেই যাতে এই সকল দিকে শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি দেওয়া দরকার। গণ্ডাছড়া এবং রাইমা শর্মার একজন মাষ্টার ৭।৮ বৎসর যাবত একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন এবং তার কোন স্থান পরিবর্ত্তন হচ্ছে না সেইজন্য বিগরাইয়া ঠিকঠিক ভাবে ক্লাশও করছে না। তাই সকল মাষ্টারই যে খারাপ সেকথা আমি বলছি না। কাজেই সময় মত যাতে তাদের transfer করা হয় তবেই ছাত্ররা ঠিক ঠিক শিক্ষা পাবে। এমন অনেক দুর্গম জায়গা আছে যদি বেশীদিন তাদেরে এক জায়গায় ফেলে রাখা হয় তবেই তারা কাজে অবহেলা করে। কাজেই যাতে সময় মতো তাদেরে transfer করা হয় সেদিকে ও যেন শিক্ষামন্ত্রী দৃষ্টি দেন। অতএব ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন তার সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker :—Now I call on Shri Naresh Roy.

Shri Naresh Roy :—Hon'ble Speaker, Sir, আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পদ্ধতিতে আমরা দেখতে পাই যে এখানে অনেক Basic School গড়ে উঠেছে। এখানে বর্ত্তমানে যেসব training ব্যবস্থা চালু আছে তা থেকে মনে হয় এখন শুধু B.T. training ও

Basic training ছাড়া অন্য কোন training এর বিশেষ প্রয়োজন নাই। আমরা আগে দেখতাম যে স্কুলগুলিতে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে সে রকম শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। ধর্ম ও নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা যদি থাকে তাহলে আমার মনে হয় আমাদের ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে তা খুব সাহায্য করবে। বর্ত্তমানে স্কুলের মধ্যে Indoor Gameএ আছে তাস ও দাবা। এইসব Indoor Games এর কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা। কারণ তাতে ছাত্রদের চরিত্র গঠনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে বলেই আমার বিশ্বাস। সুতরাং এইসব Indoor Games তুলে দিয়ে Out door games এরই শুধু ব্যবস্থা থাকা দরকার। এইসব training তুলে দিয়ে Agricultural training এর মত কোন প্রকার training এর যদি ব্যবস্থা করা হয় তা হলে আমার মনে হয় দেশের পক্ষে তা কল্যাণকর হবে। এই trainingটি এরূপ হওয়া উচিত যাতে আমাদের ছাত্ররা প্রত্যহ এক ঘন্টা করে Agriculture এর practical training লাভ করতে পারে। তাহলে Grow more food campaign এ এটা খুব কাজে আসবে। বর্ত্তমানে প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ছাত্রদের মধ্যে Movement করার একটা ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং অনেক অসন্তোষ ছাত্রদের মধ্যে দেখা যায়। আমার মনে হয় প্রতিমাসে অন্তত ১ দিন ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিয়ে একটা সম্মেলন করা উচিত।

তা ছাড়া ছাত্রদের মধ্যে কোন রকম অসন্তোষের ভাব যখন দেখা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে তার তদন্তের ব্যবস্থা করে যেন তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে ছাত্র অসন্তোষ হ্রাস পেতে পারে। Appointment এর ব্যাপারেও প্রত্যেক স্তরের মানুষ থেকে appointment দেওয়া উচিত। প্রত্যেক caste থেকেই যাতে লোক নেওয়া হয় সেই রকম ব্যবস্থা থাকা দরকার। Transfer এর ব্যাপারেও দেখা যায় কেউ হয়ত এক স্থানে বৎসরের পর বৎসর পড়ে আছেন আর কেউ বৎসরে তিন বার transfer হচ্ছেন। প্রত্যেকটি Circle এ transfer ও posting যাতে উপযুক্তভাবে বিচার করে করা হয় তার ব্যবস্থা থাকা উচিত। তাহলে শিক্ষকদের মধ্যে কোন অসন্তোষের কারণ থাকবে না। Scheduled Castes ও Scheduled Tribes এর বেলায় যে রকম শিক্ষার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় Backward Communities এর বেলায়ও অনুরূপ সুযোগ সুবিধা দিয়ে আর একটু সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি-ভঙ্গী নিলে পরে ভাল হবে বলে আমার বিশ্বাস। তাদের জন্য Boardingএ থাকার ব্যবস্থা করা দরকার। আমার বক্তব্য আমি এখানেই শেষ করলাম।

Shri Suresh Chandra Choudhury :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে শিক্ষা বিভাগের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছে আমি তা সমর্থন করি। আমি মনে করি এই অর্থ দ্বারা ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হতে পারে। আমি শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। শিক্ষাক্ষেত্রে এখানে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। মহারাজার আমলে যেখানে ৮।১০টি হাই স্কুল ছিল সেখানে প্রত্যেক সাবডিভিসনে ৮।১০টি করে হাই স্কুল হয়েছে, প্রাইমারী ও সিনিয়র বেসিকও যথেষ্ট হয়েছে। যে হারে স্কুল বাড়ছে সেই হারে শিক্ষার মান এখন কমছে বলে আমার মনে হয়।

স্কুলে যে শিক্ষা এখন হয় তা দ্বারা পরীক্ষা পাশ করা ছাত্রদের পক্ষে সম্ভব হয় না, অভিভাবকদের নিজ নিজ শিক্ষক আবার রাখতে হয়। মাষ্টার মশাইরা স্কুলের ঘণ্টা পড়লেই প্রাইভেট টিউসনি শুরু করেন—রাত্র ৯।১০টা পর্য্যন্ত এবং পরদিনও স্কুলের আগে পর্য্যন্ত। অনেক জায়গায় দেখা যায়-যে Course শেষ করার কথা তা ঠিক সময়মত শেষ হয় না কিন্তু পরীক্ষাতে প্রশ্ন সেইসব বিষয় থেকেই আসবে। সেইসব course শেষ করবার জন্য প্রাইভেট শিক্ষক রাখতে হয়। আমি সেই দিক দিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কাজেই আমি শিক্ষামন্ত্রীর নিকট অনুরোধ রাখব, যে হারে স্কুল, শিক্ষক ও বৃত্তি বাড়ছে সেই হারে শিক্ষার মান যাতে বৃদ্ধি পায় সেই রকম ব্যবস্থা করবার জন্য।

আমি বিলোনীয়া স্কুলের কথা বলব, সেখানে কি বিষয়ে পড়াশুনা হয়। বিলোনীয়া গার্ল'স হাই স্কুলে স্কুল ফাইন্যালে টেষ্ট পরীক্ষায় শতাধিক ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছে এবং তার মধ্যে মাত্র ৫ জন পাশ করেছে, কিন্তু অনেককেই allow করে দেওয়া হয়েছে। কারণ পরীক্ষার সুযোগ না করে দিলে ছাত্রদের মধ্যে একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হবে তাই সবাইকে allow করে দেওয়া হয়। তারপর দেখা যায় পরীক্ষার সময় পরীক্ষার হলে নকলের এক ধুম পড়ে যায়। বাস্তবিক অবস্থা যা ঘটে সেই কথাই আগে বলছি। আমাদের এখানে Education Director আছেন, Director. Deputy Director এর সংখ্যা কম নয়, কিন্তু আমার মনে হয়, Appointment, transfer ও office work এর বাইরে উনারা কিছু করেন না। যেমন স্কুলে ২/৪ বৎসরের মধ্যেও Inspection করে সেই স্কুল কিভাবে চলছে তার খোঁজ নেওয়া হয় না। আমি বিলোনীয়াতে যে ৮টি স্কুল আছে তার কথাই বলছি। জানি না টাকা পয়সার কোন ব্যাপার নিয়ে Inspection হয় কিনা। কিন্তু লেখা পড়ার বিষয় নিয়ে কোন Inspection হয় না। এ বিষয়ে আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলা বোধের অভাব হবে। স্কুলে যদি ঠিকমত লেখাপড়া হয় তাহলে ছাত্রদের পক্ষে অন্যদিকে মন দেওয়া সম্ভব হয় না। স্কুলে মাষ্টার মশাইদের মধ্যেও Group সৃষ্টি হয় এবং এক এক Group অন্য Group এর বিরুদ্ধে লেগে যান। এই সব দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অল্প সময়ের মধ্যে আমার বক্তব্য শেষ করতে হবে বলে আমাকে জানানো হয়েছে। কাজেই সামান্য কিছু বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ত্রিপুরাতে অনাদিবাসীদের শিক্ষার সুযোগ যথেষ্ট আছে। আদিবাসীদের শিক্ষার সুযোগও যথেষ্ট হচ্ছে। Stipend ইত্যাদি তাদের দেওয়া হচ্ছে, বোর্ডিং করে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত আদিবাসী আছে তাদের ছেলেরা ৪র্থ ও পঞ্চম শ্রেণী পড়ার পর আর উপরের শ্রেণীতে পড়তে দেখা যায় না, কারণ তাদের পরিবেশই তাদেরকে পিছিয়ে রাখে। তাদের সমাজ ব্যবস্থাই তাদেরকে ঠেকিয়ে রাখছে।

আমি মনে করি তাদের শিক্ষার ব্যাপারে তাদের জন্য একটা উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার। তাদের জন্য যদি গ্রামাঞ্চলে Residential school অর্থাৎ আবাসিক বিদ্যালয় করা যায় এবং তাতে যদি Class—I থেকে Class—V পর্য্যন্ত পড়ানোর ব্যবস্থা করা যায় তবে ভাল কাজ হতে পারে। এতে করে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশও সৃষ্টি হতে পারে।

Shri Promode Rn. Dasgupta :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে শিক্ষা খাতের আলোচনা করতে গিয়ে আমি ২।১টি কথা বলছি। এখানে দেখা যায় শিক্ষা খাতে গত বৎসর ৩,২৫,৮০,০০০ টাকা রাখা হয়েছিল। Revised estimate এ ৩,৮০,৬৯,০০০ টাকা। আর বর্ত্তমান বাজেটে—৩,৫৬,৫৮,০০০ টাকা। এখানে যে ২৪ লক্ষ টাকা কম লাগছে, তার কারণ হল non-requirement of provision for payment of arears. অতএব অন্যান্য development works এ provision ঠিকই আছে। ১৯৬১ সালের census এ আমরা দেখেছি ত্রিপুরায় শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল শতকরা ২০ জন আর tribalদের মধ্যে শতকরা ১০ জন। এখন গ্রামে, শহরে অনেক স্কুল হয়েছে এবং আমার মনে হয় শিক্ষিতের সংখ্যা এখন আরো বেড়েছে, তবে কত বেড়েছে তা আমি বলতে পারি না। একটা কথা ঠিক যে আমাদের শিক্ষা ও শিক্ষানীতির মধ্যে একটা অস্থিরতা এসেছে। আমরা দেখেছি কিছুদিন আগে শিক্ষা দপ্তর কতকগুলি Higher Secondary Schoolকে আবার Class—X পর্য্যন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। ১ বৎসর আগে যে স্কুলে Class—XI ছিল, পর বৎসর তা আবার Class—X এ রূপান্তরিত করা হল। অর্থাৎ কিছুদিন আগে মুদালিয়র কমিশন একরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আবার এখন কোঠারী কমিশনে অন্য রকম সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। আমি তাদের কাজের সমালোচনা করছি না। কারণ মুদালিয়ার একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীও ইউনিভারসিটির ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন।

শ্রী কোঠারীও সেইরকম একজন শিক্ষাবিদ। আজ ২০ বৎসরের মধ্যে শিক্ষা পদ্ধতি কিরকম হবে তা স্থির হয় নাই। তবে আমাদের ত্রিপুরায় দেখেছি যে Higher Secondary schoolও আছে এবং পাশাপাশি High schoolও আছে। এখানে আমি বলতে চাই যে West Bengal যে পথ অনুসরণ করবেন, আমাদেরও সেই পথই অনুসরণ করা যুক্তিসঙ্গত। West Bengal যে শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করে আমাদেরও তাই নেওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে একই সময়ে একই রকম পড়াশুনা হতে পারে।

আজকে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে একটা ব্যবধান বেশ প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। এটা শুধু ত্রিপুরায় নয়, এটা সারা ভারতের। ইদানীং কলিকাতায়ও নিওলিষ্টিক মনোভাব ছাত্র ও শিক্ষক সমাজের মধ্যে দেখা গিয়াছে। প্রায়ই স্কুলের মধ্যে ছাত্র ও শিক্ষক দুই দলে বিভক্ত হলে পরস্পরবিরোধী নানারকম কাজ ও মারামারি করে থাকে। এই রকম অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা ভগবানই জানেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে ঈশানচন্দ্রনগর ও আগরতলা রামঠাকুর পাঠশালায়ও এই রকম ঘটনা ঘটেছে। আজকে শিক্ষানীতি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে যে এই ব্যবধান সেটা সেমিনার করে, চিন্তা করে, দূর করতে হবে।

আমাদের এখানে ৭৫টি হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল হয়েছে এবং প্রতি বৎসর বহু সংখ্যক ছাত্র বেরোচ্ছে। এখন একটা Higher Secondary Board এখানে করা যায় কি না, সেটা চিন্তা করার জন্য আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর নিকট আবেদন করব। কারণ আমরা দেখছি পশ্চিম বঙ্গে পরীক্ষা নিয়ে নানা রকম অশান্তি প্রায়ই সৃষ্টি হচ্ছে। একবারের পরীক্ষা ২।৩ বার নিতে হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে এখানকার ছাত্রদেরও অসুবিধা হচ্ছে। তবে আমাদের সব Schemeই কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ, তাদের অনুমোদন ছাড়া কিছুই হবার উপায় নাই। কাজেই এখানে যেসব শিক্ষকমণ্ডলী আছেন তাদের নিয়ে একটা Higher Secondary Board গঠন করা যায় কি না তা ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ জানাব। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীর নিকট এই সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করার জন্য আমি আবেদন রাখব।

আর একটি বিষয়ের উপর আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। Hindi Training College সম্পর্কে। আমার মনে হয় যত সত্বর এটা তুলে দেওয়া যায়, সেটা ভাল। বহু শিক্ষক আছেন, যারা Hindi Training নিতে চান না ও তা থেকে exemption পেতে চান, কিন্তু তাদের উপর Training দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করা হয়। এ রকম imposition যাতে না করা হয়, সেইজন্য আমি অনুরোধ রাখব। Basic School এ যে সব কাঠ ও চরকা দেওয়া হয় সেগুলি বাহিরের পড়ে বৃষ্টি বাদলে নষ্ট হয় ও ঘুণে ধরে। এই খাতে যে টাকা ব্যয় করা হচ্ছে তাতে কোন উপকারই হচ্ছে না এবং ঐ টাকা দিয়ে ছাত্রদের stipend দিলে তা কাজে লাগবে। এখানে যে Basic Training দেওয়া হয় তার কোন Recognition অন্য State এ নাই এবং এই Training এ কোন কাজও হয় না। কাজেই এর পরিবর্তে B. T. Training এর দিকে আরো নজর দিলে আমার মনে হয় ভাল হয়। এখানে যদিও Basic Trained ও B.T. Trained শিক্ষকদের বেতন একই রকম, পশ্চিমবঙ্গে তা এক রকম কি না আমার জানা নেই। এ সম্বন্ধে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট শুনতে চাইব।

সহরের স্কুলে যদিও শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী চুইট আছে, গ্রামের স্কুলের দিকে তাকালে আমরা দেখব সেখানে তা নেই। ঈশানপুরে ৪৫০ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র ২ জন শিক্ষক আছেন। বার বার লিখেও কোন শিক্ষক সেখানে যায় নাই। আমি অনুরোধ করব যে এখানে একটা সার্ভে করা হোক। অবশ্য তাতে কিছু অসুবিধা আছে। কারণ আমি জানি যে এখানকার বহু অফিসারের পরিবারবর্গ ঐ সব পদে বহাল আছেন। Appointment দিবার সময় তাদের এমন কোন guarantee দেওয়া হয় নাই যে তারা সব সময়ই সহরের স্কুলে শিক্ষকতা করবেন। আমার মনে হয় আমাদের দেখা উচিত যে সমস্ত পরিবারে উপার্জ্জনশীল লোক নাই

তার পরিবারে যদি কোন শিক্ষিত ছেলে, বা কোন শিক্ষিত মেয়ে থাকে তাহলে তাদেরকে চাকুরী দেওয়া প্রয়োজন শিক্ষক ও শিক্ষয়েত্রী হিসাবে এবং তারা গ্রামাঞ্চলেও যাবে তাদের পেটের তাড়নায়। কাজেই আমি আবেদন করব, অনুরোধ রাখব যে "This should be the policy of this government. গ্রামের যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা Higher Secondary পাশ করেছে তাদেরকে যেন শিক্ষক ও শিক্ষয়েত্রীর কাজে নিয়োগ করা হয়; তাদের যেন Priority দেওয়া হয়। শহরের ছেলেমেয়েদেরও ছিল। কিন্তু যাদের বাড়ীতে উপার্জ্জনশীল লোক আছে, শিক্ষক ও অফিসারদের স্ত্রীকে Priority না দিয়ে তাদেরকে যেন Priority দেওয়া হয়। এতদিন পর্য্যন্ত যে পদ্ধতি ছিল তাকে যেন revise করা হয়। এতদিন তাদেরকে Priority দেওয়া হত। তাই আমি অনুরোধ করছি তাদেরকে যেন সেই Priority দেওয়া না হয়। আমার আর সময় নাই তাই এখানে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker :— Now I would call on the Hon'ble Education Minister to give reply.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় শিক্ষা বিভাগের এবার আমাদের ত্রিপুরায় যে বাজেট হয় তার মধ্যে প্রায় বিশেষ Demand বললেও অত্যুক্তি হয় না। ৩ কোটি ৫৬ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা এই শিক্ষা খাতে ধরা হয়েছে। কিন্তু Actual খরচ বৎসরের শেষে ৪ কোটিরও অধিক হয়। গতবারও revised Budget এ আমাদের শিক্ষা খাতে ৪ কোটির অধিক ব্যয় হয়। এবারও এই বাজেটে ৩ কোটি ৫৬ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। হয়ত এ টাকাতে আমাদের কুলাবে কি না সন্দেহ। বৎসরের শেষে গিয়ে হয়ত আবার revised budget করতে হবে। যাহা হউক বর্ত্তমানে যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে এবং House এর সকলে যে তাতে সমর্থন জানিয়েছেন তার জন্য আমি House এর কাছে কৃতজ্ঞ। শিক্ষা সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন মাননীয় সদস্যগণ সেই আলোচনায় যথেষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে যে একটা অস্থিরতা চলেছে সেটা ঠিক। শুধু ত্রিপুরায় নয়, সমস্ত ভারত-বর্ষে তথা সারা পৃথিবীতে একটা আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে। আমরা ভাবতাম যে হয়ত ভারতবর্ষে বুঝি এই হাওয়া বইছে। এখন দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ও, এমন কি ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, পোলাণ্ড প্রভৃতি স্থানের কোথায়ও এই আন্দোলন থেকে বাদ যাচ্ছে না। প্রত্যেক জায়গাতে একটা অস্থিরতা, বিশ্বাসের অভাব চলছে এবং সেটা সমাধানের জন্য বিভিন্ন মনীষীরা চিন্তা করছেন। কিন্তু বাস্তব কোন সমাধান এখন পর্য্যন্ত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মাননীয় জনৈক সদস্য বলেছেন এই নিয়ে একটা seminar হওয়া দরকার। শিক্ষক-ছাত্রগণের মধ্যে যে ব্যবধান, অভিভাবক এবং তাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে কি করে তার সমাধান করা যায় তার চেষ্টা করা উচিত। সত্যি সেটা হওয়া উচিত এবং তা নিয়ে সারা পৃথিবী এবং সারা ভারতবর্ষ মাথা ঘামাচ্ছেন এবং আমাদেরও তা নিয়ে মাথা ঘামানো দরকার। তা না হলে এই ব্যবধানটি ক্রমশঃ বেড়ে

যাবে এবং কোথায় এর গলদ সেটাও বের করতে হবে। আমাদের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে Economic crisis, un-employment ইত্যাদি নানা দিক থেকে এইগুলি সৃষ্টি হচ্ছে। অপ্রাচুর্য্যের দরুণ এই সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু এও দেখা যাচ্ছে যে সমস্ত দেশে প্রাচুর্য্য রয়েছে, employmentএর অভাব নাই সেই সমস্ত দেশেও এই একটা অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং এর পেছনে কোথায়ও কোন একটা কারণ রয়েছে যার জন্য এগুলো হচ্ছে। ঠিক অপ্রাচুর্য্য এবং প্রাচুর্য্য যে এর একমাত্র কারণ তা ঠিক নয়। তার মধ্যে আমার মনে হয় অন্য কোন কারণ রয়েছে যার জন্য এই আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। বৃটিশ আমলে শিক্ষার ধারা এক রকম ছিল। আমাদের শিক্ষার ধারা এক রকম ছিল এবং বৃটিশ আমলে যে শিক্ষাধারা ছিল সেই শিক্ষাধারা আমাদের চলবে না। মহাত্মা গান্ধী তা অনুভব করেছিলেন। এ বিষয়ে আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীকমলজিৎ সিং মহাশয় বলেছেন এবং তার জন্যই মহাত্মা গান্ধীজি বুনিয়াদি শিক্ষার প্রবর্তন চেয়েছিলেন। মুদালিয়ার কমিশন ও ঐ বুনিয়াদি শিক্ষার recommendation করেছিলেন। কিন্তু ত্রিপুরার বুনিয়াদী শিক্ষার যে চিত্র মাননীয় সদস্য দিয়েছেন তা আমি অস্বীকার করছি না। তবে এই চিত্রটি শুধু ত্রিপুরাতে নয় সারা ভারতবর্ষে এই বুনিয়াদি শিক্ষার অকৃতকার্য্যতা লক্ষ্য করা গেছে। সে বিষয়ে Head of the Country, President of India মিঃ জাকির হোসেনও সেটা সেদিন স্বীকার করেছেন যে বুনিয়াদী শিক্ষাকে আমরা সফল করতে পারি নাই। It is a complete failure. কিন্তু এটা তো আমরা বলছি। তবে এটা ছাড়া Alternative আমরা কি দেব সেটাও আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। কোঠারি কমিশনও recommendationএ বলেছেন যে work experience should be integrated part of the Education. শিক্ষা দিয়ে কেবল সরকারী চাকুরে কেরাণী, মাষ্টার প্রভৃতি সৃষ্টি হবে। যদি work experience না থাকে তা'হলে ছেলেরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না। তাই কোঠারী কমিশনও ওটার নাম দিয়েছেন work experience. কিন্তু work experience ও বুনিয়াদী শিক্ষা এই দু'টার মধ্যে কি পার্থক্য তা সুস্পষ্টভাবে define করা নেই। তাই একটা Practical bar দিতেই হবে তা অনস্বীকার্য্য। আজকে বুনিয়াদি শিক্ষা unsuccessful হলেও এটার প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করতে পারছি না। কারণ মুদালিয়ার কমিশন সেটা recommendation করেছিলেন, কোঠারি কমিশনও ঠিক Basic কথাটি না বলে work experience বলে আখ্যা দিয়েছেন। কাজেই এই দু'টির মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। তাই আমরা মোটামুটি-ভাবে এটুকু বলতে পারি যে ঐ দিক দিয়ে যে ধারাটি গান্ধীজী দিয়েছিলেন সেটি আমরা ত্যাগ করতে পারি না। তাই আজকে চিন্তা করতে হবে যে কেন এটা failure হল। আমরা বুঝছি যে এটা প্রয়োজন, work experience, বুনিয়াদী শিক্ষার প্রয়োজন। অথচ কেন আমরা এটা গ্রহণ করতে পারছি না? আমার মনে হয় এর একমাত্র কারণ আমাদের দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিবর্তন আমরা করতে পারছি না। যারা এখন শিক্ষা দিচ্ছেন তারা হয়ত পিতা প্রপিতা মহল হতে এ কাজ করেন নি। যেমন ধরুন agriculture একটা subject আছে

বুনিয়াদি শিক্ষাতে। যে ছেলেটি Weaving পড়ল সেটার কথা সে বলল, Weaving আমি শিখেছি কিন্তু এই Weaving কোন কাজে লাগাতে পারলাম না। যে কাজ শিখেছি তা দিয়ে কাজ চালানো যায় না। সত্যি কথা, কারণ সেখানে agriculture যিনি পড়াচ্ছেন তার চৌদ্দ পুরুষও কেউ agriculture করেন নি। এক বৎসরে কোন রকমে শুধু ফুল কফি এবং বেগুন লাগানো শিখিয়ে আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি তাকে যে তুমি agriculture পড়াবে। যে Weaving শিখাচ্ছে তার চৌদ্দ পুরুষও হয়ত কেউ Weaving করেন নি। তাকে ১ বৎসরে কোন রকম তাঁত ঘুরানো শিখিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি Weaving শিখাবার জন্য। তেমনি Carpentryতেও ঠিক সেই অবস্থা। যাদের আমরা শিক্ষা দিচ্ছি তারা scaleটি পাওয়ার জন্য Trainingটি নেয়। ১২৫ টাকায় আমি পড়ে থাকব আমার increment হবে না, আমার Training নিয়ে যেতে হবে। কারণ কি? ছেলেদের শিক্ষা দেওয়াটাই তার উদ্দেশ্য নয়। Scale পেয়ে যেতে হবে সেটা হল আসল কারণ। এভাবে ১ বৎসরের Training নিয়ে এই agriculture, carpentry, weaving শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না। যারা শিক্ষক Basic Training দিবেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন আমরা করতে পারিনি। কারণ এটা করা সহজ নয়, খুবই কঠিন ব্যাপার। যারা এগুলো শিখবে তাদেরও সেই রকম দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হয়নি। বহু বৎসর ধরে দেখে আসছে তারা টেবিল, চেয়ার, ফ্যানের নীচে বসে অফিসে কাজ করে। তারা ভাবে কোট, পেন্ট পরে, টেবিল চেয়ার ফ্যানের নীচে বসে যদি কাজ করতে না পারলাম তা হলে লেখাপড়া শিখার স্বার্থকতা কোথায়। এই মনোবৃত্তি তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে আসছে শত শত ও হাজার হাজার বৎসর ধরে। আমরা তার পরিবর্ত্তন সাধন করতে পারি নি, সক্ষম হইনি, কবা সময় সাপেক্ষ, এক দিনে করা যায় না। যারা শিক্ষক এবং যারা ছাত্র, শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন আজ প্রয়োজন। তা না হলে আজকে আমরা যা চাচ্ছি তা হওয়া সম্ভব নয়। সত্যি কথাই বলেছেন, মাননীয় সদস্যগণ বলেছেন যে যারা training নিয়ে যান তারা স্কুলে গিয়ে Practically কিছুই শিখান না, সেখানে কোন কিছু হয় না। নানা রকম অসুবিধা রয়েছে ঠিকই। একটা কিছু করতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আজকে যদি agriculture শিখাতে হয়, তাহলে agricultureএর বেড়া দিতে হবে, সার বীজ ইত্যাদি অনেক কিছুর দরকার। আমরা Basic Training সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছি, expansion করেছি। এখন Basic Trainingএর জন্য utensil দরকার, যে সরঞ্জামের দরকার, সেগুলি যদি আমরা দিতে চাই, রাখতে চাই, তাহলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। একবার হয়ত জিনিষগুলি দিলাম, তা কোন কারণে নষ্ট হয়ে গেল, তারপর আর জিনিষ দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। নানা দিক থেকে অসুবিধা রয়েছে। কাজেই আমাদের চিন্তা করতে হবে alternative আমরা কি দিতে পারি। তা না হলে এই সমস্যার সমাধান হবে না। আজকে একটি ছেলেকে আমরা শিক্ষা দিলাম। আজকে মাননীয় সদস্যরা বলেছেন, গ্রামের গরীব কৃষক অনেক কষ্টে তার ছেলেকে লেখাপড়া শিখালো, কিন্তু এত কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেও ছেলেরা চাকুরী

পাচ্ছে না, তাদের ধারণা আমি যখন মেট্রিক পাশ করেছিই তখন আমার সরকারী চাকুরী পেতেই হচ্ছে তা না হলে আমার এই লেখাপড়া শিখার স্বার্থকতা কি? অথচ আমরা এটা বন্ধ করতে পারব না। কারণ একটা alternative না দিয়ে এটা বন্ধ করা সম্ভব নয়। যারা করছে এটা তাদের দোষ নয়। হয়ত আমাদেরই কোথায় গলদ রয়েছে। কারণ আমরা তাদের ঠিক মত জিনিষ দিতে পারছি না। সারা ভারতবর্ষেই শিক্ষার এখন একটা stand still অবস্থা, অর্থাৎ কি পরিবর্ত্তনটা আনবে, কি পরিবর্ত্তন আনতে হবে তা সাহস করে কেউ introduce, execute করতে পারছে না বা চিন্তা করতে পারছে না। ইংরেজ আমলে যে ধারায় শিক্ষা দেওয়া হত Practically তার কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। সেই ধারাতেই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। যদিও তার নাম দেওয়া হয়েছে Basic Training, Craft Training কিন্তু শিক্ষার ধারা almost same. এ সম্বন্ধে আমরাও চিন্তা করছি, ত্রিপুরায় যে সকল শিক্ষাবিদ রয়েছেন তাঁরাও চিন্তা করছেন। মাননীয় সদস্যরা যারা রয়েছেন তাঁরাও চিন্তা করছেন, সারা ভারতবর্ষের মনীষীরা যারা রয়েছেন তাঁরাও চিন্তা করছেন, আমাদের দেখাতে হবে এর সমাধানস্বরূপ তাঁরা কি দেন। এই নিয়ে কেন্দ্রীয়, শিক্ষাদপ্তর, কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী চিন্তিত, তিনিও খুব restless কোন কিছুর সমাধানই উনারা এখনও করতে পারছেন না। আমরা অপেক্ষা করছি তাঁরা কি উপদেশ দেন, সেই অনুসারে আসল কাজ করে যাব। কিন্তু এখন সে সম্বন্ধে কোন কিছু করার সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না।

Craft Teachers' Training Institute সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন সেটা ঠিকই। অন্যান্য Trainingএর মত এটাতে ও যারা first class পায় তাদের scale হচ্ছে ১৭৫-৩২৫, আর যারা first class নয় তারা পায় ১২৫-২০০। কিন্তু আসলে কাজ বিশেষ কিছুই হচ্ছে না। সে দিকেও আমরা চিন্তা করছি কি করা যায়।

Hindi Teachers' Training সম্বন্ধে মাননীয় সদস্যরা বলেছেন। আমরা এই সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তা করছি, ভাবছি এই Hindi Teachers' Training Collegeকে B. T. Collegeএ Convert করতে পারি কি না। আমরা Universityতে লেখালেখি করছি যাতে তাঁরা Hindi Teachers' Training Collegeকে B. T. College করার জন্য affiliation দেন। আর যদি না দেন তাহলে আমরা আলাদা একটা Teachers' Training College করার চেষ্টা করব।

মাননীয় সদস্য ঠিকই বলেছেন যে Hindi teacher এর দরকারের তুলনায় training বেশী দেওয়া হয়েছে। সেটাকে আর further continue করা উচিত হবে বলে মনে হয় না। সেই সম্বন্ধে আমরা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ ত্রিগুনা সেনের সঙ্গেও আলাপ করে ছিলাম। তিনিও আমাদের suggestion টা সমর্থন করেছেন যে এটাকে B. T. College এ রূপান্তরিত করে যার মধ্যে Hindi একটা subject থাকবে। আর তা না হলে এটাকে অন্য type এর Teachers' Training Institute করা হবে। দুইটি Teachers' Training

Institute এর Provision রাখা হয়েছে. Teachers' Training College আমাদের দরকার।

Basic শব্দটার আপত্তি করেছেন। সেটা না হয় আপত্তি করেছেন। কিন্তু শিক্ষককে আমাদের training দিতেই হবে, teachers untrained রাখা যাবে না। এই আমাদের এখানে যে পরিমাণ untrained teachers রয়েছেন সেই তুলনায় Teachers Training Institute অনেক কম এবং অসুবিধা হয়েছে যে teacher রা training না নেওয়া পর্যন্ত scaleটা পায় না। তাতে আমাদেরও ক্ষতি, শিক্ষকেরও ক্ষতি। কারণ teacher রা training ছাড়া শিক্ষাদানের পদ্ধতিটি জানতে পারে না। কাজেই এই সমস্ত untrained teachers দের যাতে training দেওয়া যায় তার জন্যই আমাদের Teachers' Training Institute এর দরকার। বর্তমানে যে সমস্ত Teachers' Training Institute রয়েছে তার মধ্যে যদি teacher দের training দেওয়া হয় তা হলে অনেক বছর লেগে যাবে তাদের traininiпg দিতে। তার জন্যই দুইটি Teachers' Training Institute এর Provision রাখা হয়েছে এবং তার কাজ অতি সত্বরই আরম্ভ হবে বলে আমি মনে করি।

বালোয়ারী, Social Education, কমলপুরের Pilot Project Scheme সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য বলেছেন। আমার যতটুকু ধারণা কমলপুরে যে Social Education Scheme, Pilot Project চলেছে সেটা খুব successful এবং কমলপুরের জনসাধারণ এগিয়ে আসছে এবং তাদের সহযোগিতা সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যাচ্ছে এবং সেটা দেখবার মত। আমি বরং মাননীয় সদস্যদের বলব তারা যেন কমলপুরে গিয়ে দেখেন জনসাধারণ কিভাবে সহযোগিতা করছে যে ধরণের সহযোগিতা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। কমলপুরের যে মাননীয় সদস্যরা রয়েছেন তারা আমার কাছে এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন যে সেখানে কাজকর্ম খুব সুন্দরভাবে চলছে।

B. D. O. এবং Social Education Deptt. মধ্যে যে একটা clash এর কথা বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে আমি দেখব। আর একটা বিশেষ অভিযোগ করেছেন যে এমনকি অন্যান্য department এর যে officialরা রয়েছেন ব্লকে, যারা B. D. O. Office থেকে বেতন নেয় না, Controlling officer যাদের অন্য লোক, তারা B. D. C. meeting এ পর্যন্ত attend করে না। সেটা অত্যন্ত দুঃখের কথা। এ সম্বন্ধে আমি অনুসন্ধান করে দেখব। আমি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে এ সম্বন্ধে আলাপ করব এ কথা আমি মাননীয় সদস্যকে দিচ্ছি

শিক্ষকদের কথা বলা হয়েছে যে অনেক শিক্ষক দশ বছর ধরে পড়ে রয়েছেন পাহাড় অঞ্চলে তাদের বদলি নেই, তারা সেখানেই settled হয়ে গেছে tribal বিয়ে করে। সেটা একদিব দিয়ে মন্দ নয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যখন এখানে এসেছিলেন তখন তাকেও বলা হয়েছিল এ কথা তিনি বলেছিলেন যে সেটাতো ভাল কথা। তারা যদি tribal বিয়ে করে মিলেমিশে কাজ

করতে পারে, সেটা অত্যন্ত সুখের কথা। তবে তাদেরও বদলি হওয়া দরকার। আমরা চেষ্টা করছি যারা interior এ বেশী দিন ধরে চাকুরী করছে, তাদের বদলির জন্য। কিন্তু এর মধ্যে অনেক বাধা বিপত্তি আছে সেটাও মাননীয় সদস্যদের চিন্তা করতে হবে।

ত্রিপুরা ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার কথা উঠেছে, এটা Constitutional right to have the Primary education in mother tongue. শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। আমাদের Education Departmentও চেষ্টা করছে বহুদিন ধরে যাতে তাদের Primary education and Pre-Primary stage মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া যায়। কিন্তু ত্রিপুরাতে অনেকগুলি tribal language, সমস্তগুলিকে develope করা একটা কঠিন কাজ। ত্রিপুরি ভাষা যেটা রয়েছে সেটা এখনও developed হয় নি। তবুও এটাকে develope করার চেষ্টা হচ্ছে। শিক্ষা বিভাগ থেকে ২টি প্রাইমারী অফিস করা হয়েছে যার মাধ্যমে তাদের মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। তবে আমাদের এখানে যে teachers' training institute আছে সেখানেও শিক্ষকদের ত্রিপুরি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। আরেকটা কথা বলেছেন যে যারা non-matric tribal boys আছে তাদের দিয়ে এই কাজটা করানো দরকার। Non-matric tribal boys interior tribal areaতে পাওয়াও কঠিন। Matric বা Higher Secondary পর্যন্ত পড়েছে এরূপ ছেলে যদি না পাওয়া যায় তবে ত্রিপুরী ভাষা জানলেই যে তারা অন্যকে শিখাতে পারবে এরূপ মনে হয় না। ত্রিপুরী ভাষা জানলেই চলবেনা। কারণ তাকে শিক্ষা দিতে হবে বিভিন্ন বিষয়ে। কাজেই তারও একটা শিক্ষা থাকা দরকার। কাজেই শিক্ষিত ছেলে ছাড়া এই কাজ চলতে পারে না। কারণ ত্রিপুরা ভাষায় তাকে লিখতে হবে, বাক্য গঠন করতে হবে, অন্য বিষয়ও তাকে ত্রিপুরা ভাষাতে শিখাতে হবে। কাজেই ত্রিপুরা ভাষা শুধু জানলেই চলবেনা সেই ভাষায় তার বুৎপত্তি থাকতে হবে। নতুবা সে ত্রিপুরা ভাষায় কোন বিষয় শিখাতে পারবেনা। সেই দিক থেকে আমাদের একটা পরিকল্পনা আছে। আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গেও আলাপ করেছি। তিনিও বলেছেন যে যদি উপযুক্ত ছেলে পাওয়া যায় তবে suitable localityতে ত্রিপুরী ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করলে ভালই হয়। এইরূপ যদি ছেলে পাওয়া যায় তবে আমরা তার জন্য একটা Scale করে দেব। তাতে আমার কোন আপত্তি নাই। কাজেই উপযুক্ত ছেলে পাওয়া গেলেই তাকে appointment দেওয়ার চেষ্টা আমরা করছি। সেই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সত্বরই লিখব। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে Social Education ও Adult illiteracyতে টাকা কম রাখা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে plan এর বাজেটে রাখা ৯,০০০ টাকা। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে Plan budget এ ··· ··· আমার একটু সময় লাগবে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। কারণ অনেক অনেক সদস্যই বলেছেন। তারা প্রত্যেকেই কিছু point দিয়েছেন। সবগুলির জবাব দিতে একটু সময় লাগবেই। যত বেশী সদস্য বলবেন তত বেশী সময় দরকার হবে আমার জবাব দিতে।

Mr. Speaker :— You are allowed 5 minutes more.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Plan এর টাকা সম্বন্ধে মাননীয় সদস্যরা জানেন যে এইবার plan এর টাকা অত্যন্ত cut করেছে। Plan এ যেখানে আমরা ৯ কোটি টাকা চেয়েছিলাম সেখানে দিয়েছে মাত্র ৪ কোটি টাকা। সুতরাং এই অবস্থায় আমাদের যে existing scheme আছে যেগুলি আগের বৎসর আরম্ভ হয়েছে সেগুলিকে continue করা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। সুতরাং এই বরাদ্দকৃত টাকা নিয়ে আমরা এখন কোন scheme এ হাত দেওয়ার কথা চিন্তাই করতে পারছি না। আমরা যে scheme গুলি আরম্ভ করেছি সেগুলিও আমরা বন্ধ করতে পারি না। সেখানে কাজ চলছে, যে সব স্কুলে মাষ্টার আছে, কর্মচারী আছে তাদেরকেও আমাদের বেতন দিতেই হবে। অন্ততঃ সেইগুলি চালানোর মত টাকাও আমাদের plan budget এ দেয়নি। Education Department একটা essential Deptt সুতরাং সেইদিক থেকে আমরা চেষ্টা করছি আরও টাকা বাড়ানোর জন্য। যদি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে সম্ভব হয় তবে এই খাতে আরও বেশী টাকা আমরা রাখব। কিন্তু বর্তমানে এই খাতে আর টাকা বাড়ানো সম্ভব নয়। Existing যে scheme রয়েছে ১৪০টা Part time adult Education এ part time teacher appointment দেওয়ার কথা আছে Non-Plan এ সেগুলি আমরা করব। Adult Education Centre in existence যেগুলি আছে non-plan এ যে বরাদ্দ আছে ৫৬,৯০০ টাকা সেটা আমরা খরচ করব। Social education এ tribal appointment এর কথা যেটা বলেছেন সেটা সম্বন্ধে বলতে গেলে tribal language সম্বন্ধে যা বলেছি তাই এখানে বলতে হচ্ছে। Social education যেটা বালোয়াদী যেখানে ছোট ছোট শিশুদের শিক্ষা দেওয়া সেটা যদি খুব সহজ বলে মাননীয় সদস্যরা মনে করে থাকেন তবে খুব ভুল করা হবে। কারণ এই Pre-primary stageটা খুব important stage. কিন্তু আমাদের একটা ধারণা সেখানে যেমন-তেমন লোক দিয়েই বাচ্চাদের শিক্ষা দেওয়া যায়। কিন্তু তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রয়োজন আরও efficient teacher এর। কারণ এই যে শিশু বয়সটা, কোমল বয়সটা যাতে নষ্ট না হয় সেইদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন, তারজন্যই প্রয়োজন বিশেষ trained teacher. সুতরাং সেইদিকে বিচার করে যদি আমরা কোন উপযুক্ত tribal শিক্ষক পাই তবে আমরা নিশ্চয়ই তা বিবেচনা করবো। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে blockwise একটা করে Girls' School করা দরকার। এটা একটা fantastic proposal. এখনও দুটো সাব-ডিভিশনেই Girls' School হয়নি, প্রত্যেক ব্লকে করা তো দূরের কথা। অমরপুর এবং সাবরুমে আজও Girls' School হয়নি। আগামী বছর ছাড়া ঐ দুটো সাব-ডিভিশনেও Girls' School করা সম্ভব হবে না। তার কারণ আমাদের বাজেটের টাকা সীমিত। তা ছাড়া একটা জায়গায় বা এলাকায় Girls' School করার মতো justification ও থাকা দরকার অর্থাৎ ছাত্রী সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে থাকা দরকার। একটা স্কুল করতে প্রায় ৬ লাখ সাড়ে ৬ লাখ টাকা লাগে। কাজেই students strength justify না করলে School Start করা যায় না। এ ছাড়া খরচ করার মতো অর্থ আমাদের নেই, অর্থের বরাদ্দ অত্যন্ত কম।

প্রাইভেট স্কুলগুলো যাতে ভালোভাবে চলে তার জন্যে সময় মতো grant-in-aid দেওয়ার চেষ্টা আমি করছি। এ ছাড়া Grant-in-aidএর টাকাও যাতে আরও বেশী করে প্রাইভেট স্কুলগুলোকে দেওয়া যায় তারজন্য রুলসও আমি সংশোধন করে আনিয়েছি। এর ফলে তারা চলতি বছর থেকেই সেই সুবিধাটা পাবেন। চলতি বছর এবং তার আগের বছরের Audit এর উপর নির্ভর করে তাদের Grant in-aidএর টাকার পরিমাণ ধার্য্য করার যে নিয়ম এতদিন চালু ছিল তাতে তাদের অর্থ কষ্ট হতো। এই additional grant-in-aidএর ফলে এখন আর তারা সেই আর্থিক অসুবিধা ভোগ করবেন না। চলতি বছরেও যদি তারা বেশী খরচ করে থাকেন সে টাকাও তারা অতিরিক্ত grant-in-aid থেকে মিটিয়ে দিতে পারবেন।

হিন্দি বিশারদ ও হিন্দি রত্ন সম্বন্ধে কথা উঠেছে। আগে হিন্দি প্রচারের জন্য বহু Scheme চালু ছিল। ফলে কতগুলো ছেলে, Class V, VI পর্যান্ত পড়েছে যারা, তারা হিন্দিতে M. A. পাশ করে বসে আছে। তাদের general education হলো Class V, VI এখন তাদের চাকরীর সুবিধা দেওয়া মুস্কিল। কারণ আমাদের স্কুলগুলোতে একমাত্র Class VII & VIII এই হিন্দি পড়ান হয়। কাজেই এমতাবস্থায় যদি ঐ ছটো ঘন্টা Class করার জন্যে আমরা ঐ হিন্দি রত্নদের appointment দেই তাহলে আর্থিক দিক দিয়ে সেটা ঠিক হবে না। এ সম্বন্ধে তাই আমরা চিন্তা করছি। আপাততঃ কিছু একটা করতে হবে তাদের জন্যে এটাও ঠিক। যদি contingent employee হিসাবে তাদের রাখা সম্ভব হয় তাহলে আমি সে চেষ্টা করব।

শিক্ষার মান বাড়েনি বলে অনেক মাননীয় সদস্য অভিযোগ করেছেন। স্বাধীনতার পর আমরা শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা করেছি ফলে শুধু quantity বেড়েছে। Quantity যেখানে এভাবে বাড়ে সেক্ষেত্রে quality কমতে বাধ্য। শিক্ষাটা বিল্ডিং বা রোড Construction এর মত নয়। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষ তৈরী করা। এখন মানুষ তৈরী করতে হলে যে ধরণের Engineer দরকার সে রকম Engineer আমরা তৈরী করতে পারিনি। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে আমরা তখন টিচার পেতাম না। অনেক সিনিয়র বেসিক স্কুল আমরা মেট্রিকুলেট টিচার দিয়ে চালিয়েছি তখনকার সময়ে। অনেক জুনিয়র বেসিক স্কুল non-matric টিচার দিয়ে চালাতে হয়েছে। কাজেই এতে শিক্ষার মান কমতে বাধ্য। তবে এখন যাতে quantityর চাইতে quality বৃদ্ধি হয় সেজন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং সেদিকে বিশেষ করে নজর দেওয়া হচ্ছে।

মাননীয় সদস্য শ্রীনিশিকান্ত সরকার বলেছেন যে বিত্তবান ও অর্থশালী লোকদের ছেলেরাও বুকগ্র্যান্ট পায়। এখন যদি বিত্তবান লোকেরা কোন গেজেটেড অফিসার বা এম, এল, এ, দের দিয়ে income certificate নেন যে তাদের মাসিক আয় ১০০ টাকার কম বা ৭৫ টাকা তা হলে সেইটে Education Departmentএর পক্ষে Scrutiny করে ধরা বেশ difficult. সেই certificate scrutiny করে বার করতে গেলেও Inspector বা Head-

master এর পক্ষে বিপদ, কারণ তার মধ্যেও পলিটিক্স এসে ঢোকে। তখন যারা book grant পাবে না তারাও একটা দল পাকাবে এবং এতে একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হবে এবং হেড মাষ্টারকেও বিপদে পড়তে হতে পারে। কাজেই এ ব্যাপারে আমাদের নিজেদের মনোবৃত্তি শোধরানো দরকার তা না হলে Education Department কর্তৃক করতে পারবে এবিষয়ে, সে সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

উদয়পুরে স্কুলের খেলার মাঠের কথা বলেছেন। উদয়পুর স্কুলের খেলার মাঠ করা হবে। গার্লস স্কুলের খেলার মাঠ ও বোর্ডিংএর কথাও মাননীয় সদস্য বলেছেন। মাত্র সেদিন গার্লস স্কুল বিলডিং ওপেন করা হলো। সেখানেও খেলার মাঠ, বোর্ডিং হাউস ও staff quarters হবে-এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মাননীয় সদস্য সরকার মহাশয় যেন একটু ধৈর্য্য ধরে থাকেন। অর্থের অবস্থা বুঝে ধীরে ধীরে সব কিছুই হবে। এক জায়গায় সব কিছু করবো আর অন্যান্য কিছুই হবে না সেটা যেন না হয়। এ বিষয়ে একটু সহনশীলতা প্রয়োজন।

মাননীয় সদস্য ঘনশ্যাম দেওয়ান মহাশয় স্কুলগুলিতে পালি ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেছেন। বর্তমানে পালি ভাষা শিক্ষা করতে চায় এমন ছাত্রের সংখ্যা খুব কম। কাজেই এই কম সংখ্যক ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষককে একঘণ্টার জন্যে নিয়োগ করাটা আর্থিক দিক থেকে ঠিক হবে না। যদি দেখা যায় যে adequate number of students কোন স্কুলে থাকে, যারা পালি ভাষা শিক্ষা করতে চায় তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য পালি ভাষার শিক্ষক নিয়োগ করবো।

Medical re-imbursement bill অনেক সময় কর্মচারীরা ঠিকমত পান না বা টাকা পেতে বিলম্ব হয় বলে মাননীয় সদস্য শ্রীক্ষীতিশ দাস মহাশয় অভিযোগ করেছেন। এটা ঠিক যে, যারা মফঃস্বলে বা outlying stationএ কাজ করেন তাদের পক্ষে বিলের টাকা পেতে বিলম্ব হয়। আমরা চিন্তা করছি যারা non-gazetted staff তাদের medical re-imbursement এর পরিবর্তে একটা fixed allowance দেওয়া যায় কি না এবং দিলে পরে কত টাকা লাগবে এবং বর্তমানে কত টাকা এবাবদে খরচ হয় তার financial aspectটা আমরা পরীক্ষা করে দেখছি। যদি আমাদের আর্থিক অবস্থায় সেটা দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে তার জন্যে আমি প্রস্তাব করবো। আমাদের পক্ষে এটা পরিবর্তন করা সম্ভব নয় কারণ এটাতে central Govt. এর sanction দরকার।

বোর্ডিং হাউস ষ্টাইপেণ্ড সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে যারা বোর্ডিংএ থাকে তারা বেশী টাকা পায় আর যারা বাইরে থাকে তারা কম পায়। এটা স্বাভাবিক। কারণ যারা বোর্ডিংএ থেকে পড়ে তাদের খরচ বেশী। আর যারা বাড়ীতে থেকে পড়ে তাদের খরচ হয় কম। তবে recently দৈনিক ১·৫০ পঃ করে প্রত্যেক student যাতে Boarding House stipend পায় তার জন্য sanction আনা হয়েছে।

মাননীয় সদস্য রবি রাংখল মহাশয় বলেছেন যে, দশদা ও অম্পি অঞ্চলে একটা হাই স্কুল করার জন্যে। আমরা আমাদের আর্থিক সংগতি বুঝে এবং survey report পেলে পরে সেখানে আগামী বছর একটা High School করতে চেষ্টা করবো।

Basic এবং B. T. এর পার্থক্যের কথা বলা হয়েছে। এ পার্থক্য থাকবেই। কারণ প্রত্যেক শিক্ষককে আমরা B. T. Training এ পাঠাতে পারি না এবং সেটা সম্ভবও নয়। Basic Training অন্যত্রও আছে। তবে বাইরে তারা Requisition পায় কি না জানি না। B. T.তে University একটা Certificate দেয় কাজেই তারা বাইরেও যান। অন্যত্র কি আছে জানি না তবে আমাদের এখানে যারা basic trained এবং B. T. তারা সমান বেতন পান।

মাননীয় সদস্য নরেশ রায় বলেছেন যে indoor games এর জন্য তাশ, পাশা ও দাবা দেওয়া হয়েছে। তবে আমার এমন কথা জানা নেই। আমার মনে হয় তিনি ভুল করেছেন। Indoor games বলতে পিংপং, কেরাম বোর্ড ইত্যাদি বুঝায়। তবুও তিনি যখন অভিযোগ করেছেন আমি তদন্ত করে দেখবো কোন স্কুল তাস, পাশা, দাবা ইত্যাদি কিনেছে কি না।

মাননীয় সদস্য সুরেশ বাবু বলেছেন যে, স্কুলের শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনির দিকে ঝোঁক বেশী থাকায় স্কুলে পড়া লেখা হয় না বললেই চলে। এটা সত্যি কথাই বলেছেন। ডাক্তারদের যেমন Private Practice not allowed ঠিক তেমনি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে স্কুল শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও। তবে তাদের private tuition সরকার বন্ধ করতে পারবেন কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। এটা বন্ধ করা যায় যদি guardians রা মিলে চেষ্টা করেন। অমরপুরে দেখেছি, guardiansরা একটা কমিটি করেছেন। তারা একটা প্রস্তাব নিয়েছেন যে, এই Guardians Committeeর অনুমতি ছাড়া কেউ প্রাইভেট টিউটর রাখতে পারবে না। এর ফলে স্কুলের শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি অনেকটা Checked হয়েছে। জনসাধারণ যদি এরকম একটা প্রেরণার সৃষ্টি করেন যে স্কুলের শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউটর যথাসম্ভব কম রাখা হবে তা হলে আমার মনে হয় অমরপুরের মতো তারাও সুফল পাবেন। আর Department থেকে করতে গেলে ফল medical practitioner দের মতোই হবে।

Grouping সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য একটা অভিযোগ করেছেন। এরকম groupingএর সংবাদ আমি নিজেও কয়েকটি স্কুল থেকে পেয়েছি। সেটাকে আমরা যথা সম্ভব বন্ধ করতে চেষ্টা করছি। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করবো তারা যেন তাদের নিজ নিজ এলাকায় শিক্ষা ক্ষেত্রের এই grouping বন্ধ করার চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে তাই আমি তাদেরও সহযোগিতা কামনা করছি।

আশ্রম স্কুল সম্বন্ধে বলা হয়েছে। আশ্রম স্কুল আমরা একটি করেছি। ঐ স্কুলটার উপর আমরা নজর রাখছি কি ভাবে চলে এবং এর কার্য্যকারিতা কি রকম। যদি ফল ভালো

দেখা যায় তাহলে এরকম আরও কয়েকটা আশ্রম স্কুল আমরা করবো। আশ্রম স্কুল করার উদ্দেশ্য ছিল যে, যেসব এলাকায় জনবসতি কম এবং একটা স্কুল চালানোর মতো ছাত্রসংখ্যা নাই, সে সব এলাকায় একটা Central place এ আশ্রম স্কুল করা যাতে সেখানকার আশে পাশের ছেলেমেয়েরা বোর্ডিংএ থেকে পড়তে পারে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে ছেলেমেয়েরা আসে না এবং বোর্ডিংএ থাকতে চায় না। তাদের অভিভাবকরাও ছেলেদের বোর্ডিংএ রেখে পড়াতে চান না। কারণ ছেলেরা বাড়ীতে থাকলে তাদের কাজেকর্মে সহায়তা হয় তাই তারা বোর্ডিংএ দিতে চান না। যদি আমরা এই experimental school টায় successful হই তাহলে আমরা আরও আশ্রম স্কুল খুলবার পরিকল্পনা করবো।

মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত বলেছেন যে, চরকার জন্য যে প্রভিশন বাজেটে আছে তা চরকার জন্য ব্যয়িত হয় না। অন্য কাজে ব্যয় করা হয়। কারণ এখন আর চরকা দেওয়া হয় না। চরকা অবশ্য প্রথম প্রথম দেওয়া হয়েছিল এখন আর দেওয়া হয় না।

Secondary Board করার জন্য মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু বলেছেন। এখানে Secondary Board করার জন্য আমরা বাজেটে একটা Provision রেখেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় Central Govt. তা একদম কেটে দিয়েছেন। Secondary Board করার মতো অর্থ আমাদের নাই। তবুও আমি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট প্রস্তাব করেছি একটা Secondary Board করার জন্য। তিনি বলেছেন যে, এই Budget Session এর পর তিনি দিল্লীতে আমার সাথে আলাপ করবেন। তবে কতটুকু কি হয় না হয় এখনই তা বলা যায় না।

বলা হয়েছে যে interior School গুলোতে শিক্ষক নিয়োগ করলেও তারা যায় না, পড়ায় না। এই অসুবিধা আরও কিছু দিন ভোগ করতে হবে, কারণ সহরের লোকেরা ineriorএ পড়তে যেতে চায় না। কাজেই ঐ সব এলাকার স্থানীয় ছেলেমেয়েরা যতদিন পর্য্যন্ত না শিক্ষিত হয়ে উঠবে ততদিন এ অসুবিধা থাকবে। তাই চেষ্টা করছি, ঐসব interior এলাকার শিক্ষিত ছেলেদের শিক্ষকতার কাজের জন্য নিয়োগ করা যায় কিনা। যদি সে রকম উপযুক্ত শিক্ষিত ছেলে স্থানীয় এলাকায় পাওয়া যায় তা হলে তাদের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করলে তারা insterest নিয়ে নিজেদের এলাকায় পড়াবে। সেদিকে আমরা চেষ্টা করছি।

সর্বশেষে আমার বক্তব্য এই যে, শিক্ষা সম্বন্ধে একটা অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা চলছে। সেদিকে আমাদিগকে গভীর ভাবে চিন্তা করতে হবে। কারো দোষ না দেখে, সবাই মিলে এক সাথে বসে আমরা যেন এই অনিশ্চয়তা দূর করার চেষ্টা করি এই অনুরোধ আমি সবাইকে করবো। এটা একটা vital problem, এর সমাধান না করতে পারলে সমস্ত সমাজই ক্ষতিগ্রস্থ হবে এটা সবাই আমরা বুঝতে পারছি। তাই সকল সদস্যের নিকট আমি অনুরোধ

করবো তারা যেন এ সম্বন্ধে চিন্তা করেন এবং তাদের সুচিন্তিত অভিমত তারা সরকারকে জানান। এই বলেই আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :—The debate on this demand is over. There is no motion for reduction of grant on demand No. 14—Eduction. I am putting this demand to vote. The question before the house is that a sum not exceeding Rs. 3,56,58,000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the Schedule to the appropriation (vote on account) Bill 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of demand No 14—Education. Motion was put to vote and passed.

Now I call on the Finance Minister to move his demand No. 19--Co-operation.

Shri Krishnadas Bhattacherjee :— Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 9,66,100/- [inclusive of the sum specified in column. 3 of the schedule to the appropriation (vote on account) Bill 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of demand No.—19 -Co-operation.

Mr. Speaker :—Now debate will start.

Shri Benoy Bhusan Banerjee :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে Demand No. 19 এই সভায় উপস্থিত করেছেন তার সমর্থনে আমি দুটি কথা বলবো। মাননীয় স্পীকার, স্যার, Co-operation সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এর পটভূমিকায় কয়েকটি কথা না বলে পারব না। সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা দেশকে উন্নত করতে হলে Co-operative এর যে প্রয়োজন, আমাদের সে আকাঙ্খা তাহা যদি বাস্তবে রূপায়িত না করা যায় তাহা হইলে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইবে বলিয়া আমি মনে করি না। তাই Co-operative গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সোপান বলিয়া মনে করি। দেশের সমস্যা, খাদ্যের সমস্যা, এবং মুনাফাখোরদের হাত হইতে যদি দেশকে রক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে ইহার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। দেশের জন সাধারণকে যদি রক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করা দরকার। আমি দেখেছি Co-operative Budget এর 9·66 lakhs এর মধ্যে Superintendance cost 7·54 lakhs. Grant-in-aid only 2.12 lakhs. আমি বিশ্বাস করি ত্রিপুরার যে সমস্যা তাতে এর যে পরিচালন ব্যয় তা আমি সানন্দে গ্রহণ করতাম যদি দেখতে পেতাম যে ত্রিপুরাতে যে সমস্ত co-operative গড়ে উঠেছে তাতে আমরা কৃতকার্য্য হয়েছি। তা হলে এই পরিচালন ব্যয়কে মনের আনন্দে গ্রহণ করা সম্ভব হত। কিন্তু দুঃখ হয় যে এতবড় ব্যয়ভার আমরা বহন করছি, কিন্তু co-operativeগুলির অবস্থা যখন দেখি তখন বেদনা অনুভব করি।

তাই প্রশ্ন হচ্ছে যে এই co-operativeগুলির অবস্থা কেন এরকম হল। ত্রিপুরায় যখন প্রথম co-operative করা হয় তখন যারা ক্ষেতে খামারে কাজ করে তাদের মাধ্যমে co-operativeগুলিকে successful করার জন্য আমাদের যে চিন্তাধারা নিয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল আমরা তা করছি কি না তা সন্দেহ আছে। সাধারণ লোক অনেকে বুঝেছে যে ১০ টাকা দিলে ১০০ টাকা পাওয়া যায় তা দিলে আমরা co-operative করতে পারব।

কো-অপারেটিভের উদ্দেশ্য হলো সমাজতন্ত্রকে সার্থকতার দিকে নিয়ে যাওয়া। যেসব জনসাধারণ মুনাফাখোরদের অত্যাচারে প্রপীড়িত এবং বন্টনের যে সমস্যা যা, সরকার পর্য্যন্ত নিজ হাতে গ্রহণ করতে অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধা বোধ করেন— এদিকে লক্ষ্য রেখে কতটুকু করা হয়েছে সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। তাই একদিন দেখা গেল ধীরে ধীরে কো-অপারেটিভ গড়ে উঠেছে এবং কিছুদিন পর দেখা গেল সেগুলো আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আজকে Central Govt. এর দয়ার উপরে নির্ভর করে আমরা বাজেটে টাকার প্রভিশন করি— প্রয়োজনের চাইতে অনেক কম টাকাই পেয়ে থাকি। যতটুকু আমরা পাই তা দিয়ে আমাদের মন্ত্রী পরিষদ সমস্ত কাজকেই রূপ দিতে চেষ্টা করছেন। তাই দেখা যায় দেশের সাধারণ লোক যারা দেশের সকল সংবাদ রাখে না এবং দেশ কিভাবে সমৃদ্ধিশালী হবে তা চিন্তা করতে পারে না—সেই সব সাধারণ লোককে নিয়ে আমরা co-operativeগুলো করবো। কাজেই ত্রিপুরার লোকের মানসিক অবস্থা এবং তাদের চেতনা যতটুকু এসেছে তা যাচাই করে যদি আমরা co-operative গুলো করতাম তা হলে আজ ত্রিপুরার কো-অপারেটিভগুলোর এমন দুরবস্থা হতো না। তারপর এই যে ত্রিপুরার লোক যারা ব্যবসা করতে জানেন না তাদের দিয়ে কো-অপারেটিভ করা হলে তাদের ঠিক ঠিক মত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও হয়নি। তার জন্য দেশের সাধারণ লোকের মনের মধ্যে আসলো কো-অপারেটিভের প্রতি অশ্রদ্ধা। আমার মনে হয় শুধু সাধারণ মানুষই নয়, যারা দেশকে ভালোবাসে, যারা দেশকে গড়তে চায়, যারা চিন্তা করে, এই যে শিক্ষিত সম্প্রদায়—, তারাও কো-অপারেটিভের এই অবস্থা দেখে আজ হতাশাগ্রস্থ। তারপর আমরা আরও দেখতে পাই যে, সমাজের মধ্যে সবাই ভালো মানুষ নয়, এই কো-অপারেটিভ করার যে উদ্দেশ্য ছিল তা আজ ফলপ্রসু হয়নি। সমালোচনা করাটাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। কো-অপারেটিভ ঠিক ঠিকভাবে গড়ে উঠুক, মানুষের মনে একটা আশার সঞ্চার হউক এই আমি চাই। আজ মন্ত্রী পরিষদ যে আশা নিয়ে গঠিত হয়েছে যাদের উপর আজ দেশ গড়ার গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তাদেরকে আজ জনসাধারণের মন থেকে হতাশার ভাব দূর করে দেশ গড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আজ জনসাধারণের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতার মনোভাব দেখা দিয়েছে সেই বিচ্ছিন্নতার মনোভাবকে দূর করতে হবে। যে গণতন্ত্র আমরা চাই তাকে রূপ দেওয়ার জন্যে অতীতের যে সব ভুলভ্রান্তি রয়েছে তা সমীক্ষা করে. অনাগত ভবিষ্যৎকে আমরা গড়ে তুলবো এটাই আমি এই মন্ত্রী পরিষদের নিকট আশা করি। এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি মন্ত্রীপরিষদকে অনুরোধ জানাই।

আমার মনে হয় co.operative এর audit ভালোভাবে হওয়া দরকার এবং জনসাধারণের কাছে এটা প্রচার করা দরকার। যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে ত্রিপুরার জনসাধারণের দিকে লক্ষ্য রেখে, যদি বোম্বে কোঅপারেটিভ এক্ট এর পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন অনুভূত হয় ত্রিপুরার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, তাহলে আমি মাননীয় অধ্যক্ষের মাধ্যমে অনুরোধ করবো মন্ত্রী মহোদয়কে।

আর একটা জিনিস হলো এই যে, দেশের কৃষিজাত দ্রব্য কো-অপারেটিভের মাধ্যমে বেশী করে উৎপাদিত হতে পারে। কিন্তু এই কথাটা শুধু নেতৃবৃন্দ বা মন্ত্রী পরিষদের জানা থাকলেই চলবে না। এই কথাটা যেন জনসাধারণ উপলব্ধি করতে পারে তার চেষ্টা আমাদের করতে হবে তাদের মাধ্যমে যারা এই ডিপার্টমেন্টের গুরুদায়িত্ব বহন করছেন। তা না হলে আমাদের কল্পনার ভারতবর্ষকে আমরা রূপ দিতে পারবো না। আমরা চাই তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভবপর হবে না। তাই দেখতে পাই যেখানে আমাদের খাদ্যের এত বড় সমস্যা সেখানে আমরা প্রোটিনের জন্য poultry co-operative farm বা agricultural co-operative farm একটাও করতে পারিনি। অথচ সেখানে ক্রয়-বিক্রয় বাণিজ্যের সুবিধা আছে সে সম্বন্ধে আমরা সজাগ এবং কিছুটা করতে পেরেছি। মূল সমস্যা হলো আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং আর একটা হলো সুসম বণ্টন ব্যবস্থা করা। সমস্যাগুলি যদি সমস্যাই থেকে যায় তাহলে ভারতবর্ষে সমস্যার সমাধান হবে না। এবং এই সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে যদি আমরা অগ্রসর না হই, যদি ভারতবর্ষকে গড়তে না পারি তাহলে তার জন্যে আমরা শুধু আক্ষেপই করতে পারবো। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে এর জন্য আমাদিগকে দায়ী হতে হবে।

তাই আমি আশা করব, এই যে ডিপার্টমেন্ট যেখানে ২ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা grant-in-aid এবং ৭ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা Establishment খরচ সেখানে Cooperative Farm and Poultry Farm গড়ে তোলা দরকার।

আমরা তো পাঞ্জাবে দেখেছি যে কৃষিদ্রব্য উৎপাদনে তারা কৃতকার্য্য হয়েছে এবং Agricultural Cooperative Farm গড়ে উঠেছে। এ সমস্ত দেখেও আজ আমরা তার প্রতি গুরুত্ব কতটুকু দিচ্ছি ?

আর একটা জিনিষ এই যে অনেকগুলো কৃষি ঋণদান সমিতি করেছিলাম কিন্তু তার মধ্যে অনেক সমিতি বন্ধ হয়ে গেছে। এই যে সমিতিগুলি গড়ে উঠেছিল তাদের উদ্দেশ্য কি সার্থক হয়েছে ? শুধু ঋণ দেওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। ঋণ দেওয়ার যে উদ্দেশ্য তা কি সার্থক হয়েছে। কাজেই লোন দেওয়াই আমাদের কাজ ছিল না লোন আদায় করারও প্রশ্ন ছিল। আজকে কৃষক অন্য লোক থেকে ঋণ নেয় এবং সুদও বেশী দেয়। কিন্তু কো-অপারেটিভ থেকে তারা লোন নিতেও চায় না। এবং নিলে পরিশোধ করতে চায় না। তাই আমার মনে হয় তাদের যে অবস্থা, তাদের যে শিক্ষা, তাদের যে মানসিক প্রস্তুতি সেটা যদি আমারা গড়তে না পারি

তা হলে কো-অপারেটিভের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই আজকে আমাদের সমীক্ষার দরকার কেন কো-অপারেটিভগুলো নষ্ট হলো।

সময়ের অভাবে আর বেশী বলব না। আমি সভার কাছে আবেদন করবো যে, দেশকে যদি সমাজতন্ত্রের দিকে নিয়ে যেতে হয় তাহলে এই যে কো-অপারেটিভের অবস্থা আছে তার সংস্কার এবং আমূল পরিবর্তন দরকার। সাথে সাথে আমার বক্তব্য, যে সব পঞ্চায়েত আছে প্রতিটি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে একটি কো-অপারেটিভ গড়ে উঠতে পারে। তার জন্য কো-অপারেটিভগুলোর নবরূপায়ণ দরকার। মন্ত্রী পরিষদের নিকট এই জন্যে আমি স্পীকারের মাধ্যমে আবেদন রাখবো এই বাজেটের প্রতি আমার সমর্থন জানিয়ে আলোচনা শেষ করছি।

Mr. Speaker—Hon'ble member will have only 15 minutes for his speech.

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার প্রত্যেকে যদি ১৫ মিনিট করে বলেন তা হলে আমার মনে হয় আরও যে ৫টা ডিমাণ্ড আছে তা শেষ হবে না।

Mr. Speaker—তাহলে carried over হবে for to-morrow.

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে ত্রিপুরাতে জুমিয়াদের পুনর্বাসনের যে দুরবস্থা দেখছি তাতে এই পুনর্বাসনকে একটা জাতীয় সমস্যা হিসাবে গ্রহণ করার প্রয়োজন অনুভব করছি। আজকে সমবায় সমিতিগুলোর আওতার মধ্যে জুমিয়া এবং প্রত্যেক আদিবাসীকে আনা দরকার। যেসব ট্রাইবেল কলোনী আছে সেখানে সমবায় সমিতি গড়ে তোলা দরকার যাতে ত্রিপুরার এই যে অশিক্ষিত অনুন্নত সম্প্রদায় তারা অন্যান্য উন্নত সম্প্রদায়ের সমপর্যায়ে আসতে পারে। আজ যদি এই অনগ্রসর সম্প্রদায়কে উন্নত করতে হয় তাহলে তাদিগকে এই কো-অপারেটিভের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি। দেখা যায়, বিশেষ ভাবে দরিদ্র আদিবাসীরা মহাজনদের হাতে অত্যাচারিত এবং উৎপীড়িত। তারা জমিজমা দেনার দায়ে বিক্রি করে আবার জুমে ফিরে যাচ্ছে। সেই মহাজনরা অর্থালিপ্সু, তারা অধিক সুদে আদিবাসীদের নিকট টাকা ধার দেয়। তাদের এই মহাজনদের অত্যাচরের হাত হতে রক্ষা করার জন্য আজ সমবায় সমিতি-গুলির এগিয়ে আসা উচিত। এ ক্ষেত্রে যে সমস্ত T. D. Block ও কলোনী আছে এবং কলোনীর বাইরে যারা পুনর্বাসন পেয়েছে তাদিগকে সরকার থেকে সমবায় সমিতির মাধ্যমে অল্প সুদে ঋণ দিতে হবে। কো-অপারেটিভ থেকে যে ঋণ তাদের জমি আবাদও কৃষি কাজের জন্য দেওয়া হয় সে ঋণের টাকা ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয় হচ্ছে কিনা সেটা জানা দরকার Agriculture Department এর। যদি ঠিক ঠিক ভাবে ঋণের টাকাটা নেওয়া হয় ও কাজে ঠিক ঠিক ভাবে লাগানো হয়, তাহলে সেই ঋণের টাকাটা অনায়াসেই তারা দিতে পারে। Agri. Extension officer, Block Development officer ও Industry officer যারা Block এ আছেন তাদের দেখা উচিত তাদের এলেকায় যে ঋণ দেওয়া হয়

তা ঠিক ঠিক ভাবে কাজে লাগে কি না। Co-operationএর জন্য Publicity ও Block ভিন্ন অন্য কোন রকম Publicity গ্রামে নাই। B. D. O.দের Co-operative, Agriculture ও Industry সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞতা থাকা উচিত, দুঃখের বিষয় অনেক ক্ষেত্রেই তা নাই। দরিদ্র কৃষক, আদিবাসী যারা আছে তাদের কম সুদে কো-অপারেটিভ থেকে ঋণ দেওয়া উচিত। আমাদের এটা ও দেখা উচিত Block এর মধ্যে যে সমস্ত লোক কাজ করে তাদের মধ্যে Co-operation আছে কি না।

কৈলাসহরে লালছড়া সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি আছে প্রায় ১ শত জুমিয়াকে তারা পুনর্ব্বাসন দিয়াছে। যেহেতু Tribal Welfare Deptt. থেকে জুমিয়াদের দেখা শুনা করা হয়, সেই হেতু কো-অপারেটিভ থেকে তাদের আর কোন সাহায্যই দেওয়া হয় নাই। এ রকম সাহায্য দিবার নাকি কোন নিয়ম নাই। কাজেই Tribalরা যেখানে কো-অপারেটিভ করেছে তাদের সরকার থেকে সাহায্য দিবার জন্য এগিয়ে আসতে আমি অনুরোধ করব।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই Demandএ স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী loanএ যাতে টাকা আরো বাড়ানো যায় তার জন্য আবেদন করব। আমি এই আবেদন করব যে Co-operative মারফতে দরিদ্র কৃষক ও জুমিয়াদের সাহায্য করার জন্য যাতে প্রচেষ্টা ঠিক ভাবে করা হয়।

Shri Kshitish Chandra Das :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী আজ যে Demand এই হাউসে পেশ করছেন আমি তাকে সমর্থন করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে দু একটি বক্তব্য রাখছি। কো-অপারেটিভ সমাজবাদকে বাস্তবে রূপায়ণ দিবার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সুচনা। ত্রিপুরাতে রেজিষ্ট্রেশনের সংখ্যা দেখলে মনে হয় বেশ কিছু কো-অপারেটিভ আছে কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখলে আমরা দেখব যে ঐগুলিতে শুধু Sign Boardই ঝুলছে আসলে কিছুই কাজ হচ্ছে না। কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট এর পক্ষ থেকে আমার মনে হয় ভালভাবে enquiry করে যেগুলিতে কাজ হচ্ছে সেগুলিকে রেখে বাকীগুলিকে Liquidationএ দেওয়া উচিৎ। আমরা দেখি যখন Co-operative খোলা হয় তখন যারা ঐ Co-operative খুলে তাদের ঐ কাজের যোগ্যতা আছে কিনা বা ঐ কাজের দিকে তাদের ঝোঁক আছে কি না সেগুলি বিচার করা হয়না। ব্লকেও আমরা দেখি কতকগুলি বাঁধাধরা নাম আছে সব Training এর সময়ই ঐ সব একই লোককেই পাঠানো হয়। কো-অপারেটিভ খোলার জন্য যখন দরখাস্ত দেয় তখন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করা দরকার তাদের ঐ সংস্থা চালাবার মত যোগ্যতা আছে কি না। এ দিকে আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। রুদ্রসাগর কো-অপারেটিভ এখানের মৎস্য ব্যবসায়ীদের বড় সংস্থা। আমি দেখলাম সারা বৎসর তারা মাছ বিক্রী করেছে। আয় হয়েছে ৮ হাজার টাকা। তার আগে ব্যক্তিগতভাবে যিনি lease নিয়েছিলেন তিনি বৎসরে কয়েক লক্ষ টাকা আয় করেছেন। কাজেই আমি অনুরোধ রাখব

এই সব বিষয়ে অনুসন্ধান করে যাতে কো-অপারেটিভগুলির উন্নতি করা যায় সে দিকে সরকার দৃষ্টী দিবেন। ১৫। • বৎসব আগে যেখানে মাছের দর ছিল অনেক কম তখনই লক্ষ টাকা আয় হত আর আজ মাছের দাম ৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে তথাপি লাভ হচ্ছে না। আর একটি কথা হচ্ছে যে কো-অপারেটিভগুলি অডিট করে যে রিপোর্ট দেওয়া হয় সেগুলির যাতে ঠিকমত কাজ করা হয় সেজন্য আমি অনুরোধ করব। রাইমাছড়া কলোনী কো-অপারেটিভ একটা আছে কলোনীর লোকরা যখন ঋণ পায় তখন তাদের নিকট হতে চাঁদা আদায় করে রাখা হয়েছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত পাকা রসিদ পায় নাই। শেয়ার হোল্ডাররা এ বিষয়ে কিছুই জানে না। মরাছড়ায় আর একটি কো-অপারেটিভ আছে সেখানে বর্ত্তমানে কোন কাজকর্মই হচ্ছে না। আমি দেখছি সেখানের যে সেক্রেটারী আছেন তিনি যেন ঐ পদ monopoly করে রেখেছেন এবং প্রায় ক্ষেত্রেই এই রকম একটা Monopoly হয়ে গেছে দেখা যায়। এই সব Monopoly ব্যবস্থা বন্ধ হওয়া দরকার। কাজেই এখানে যে সব কো-অপারেটিভ আছে সেগুলির অবস্থা তদন্তক্রমে যাতে সেগুলির উন্নতি করা যায় তার ব্যবস্থা করা হোক। বাজেট সমর্থনে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

Shri Suresh Chandra Choudhury :— মাননীয় স্পীকার স্যার মাননীয় অর্থমন্ত্রী কো-অপারেটিভ সম্বন্ধে যে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন আমি তা সমর্থন করি। সমর্থণের পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে বলে আমি মনে করি। সমবায় করার কতকগুলি উদ্দেশ্য আছে, সেই সব উদ্দেশ্যের ভিত্তিতেই সমবায় গড়ে তুলা হয়। যেমন অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ। বড় বড় ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া কারবার থেকে বিরত করে যাতে সর্ব্বস্তরে ব্যবসার উন্নতি হয় তার জন্যই এই কো-অপারেটিভ। কিন্তু ত্রিপুরার সমবায়গুলি এই দিকে দৃষ্টি দেন না। সিমেন্ট, লোহা থেকে আরম্ভ করে নিত্য প্রয়োজনীয় সকল জিনিষই বড় বড় ব্যবসায়ীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কো-অপারেটিভের মাধ্যমে এনে ঐ সবকে জনসাধারণের জন্য আরো সস্তা ও সুবিধা দরে বিক্রী করার ব্যবস্থা এখানে হয় নাই। সমবায়ের মাধ্যমে যদি দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি রোধ করা না যায় তা'হলে কিছুতেই তা করা সম্ভব হবে না। যেমন সরকারী বাফার ষ্টক হইতে বিভিন্ন মহকুমায় Consumer's Co-operativeএর মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র জনসাধারণের কাছে বিক্রি করা হয়। এই জিনিষপত্র পৌছানোর বাবতে বেশ কিছু টাকা খরচ হয়—তাতে জিনিষপত্রের দাম কিছু বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। কিন্তু ফলতঃ দাম এত বাড়ছে যে Co-operative থেকে মানুষ যে সস্তায় জিনিষ কিনবে তাও আজকাল সম্ভব হয়ে উঠছে না। এই প্রসঙ্গে আমি শুধু বিলোনীয়ার কথাই বলব—সেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ যেমন ডাল, তেল, লবন ইত্যাদি Marketing Society পাচ্ছে না। খোঁজ খবর নিয়ে দেখলাম যে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে ঐ সব বাফার ষ্টকের মাল সরবরাহ করা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

আর একটা জিনিষ হ'ল "procurement"; এই procurement হচ্ছে সমবায় সমিতির মাধ্যমে। গত আউস ফসলের সময় ১৪৲ টাকা কুইন্টল দরে যে চাউল খরিদ করা

হয়েছে, তা আগরতলা বাজারে ১২০৲ টাকা কুইন্টল বিক্রি হয়েছে। সেগুলি মারকেটিং সোসাইটি আগরতলা থেকে ১২০৲ টাকা কুইন্টল দরে চাউল কিনেছে। জোলাই বাড়ীতে ৪৪৲ টাকা কুইন্টল দরে ধান কেনা হয়েছে তারপর ৬৪৲ টাকা কুইন্টল দরে ঐ ধান সেখানে বিক্রি করা হয়েছে। এই সব জিনিষগুলি দেখলে মনে হয় যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিরোধ ত নয়ই প্রকারান্তরে ঐ সব জিনিষের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে আমি মনে করি।

মার্কেটিং সোসাইটির কাজ হল কৃষকদের মধ্যে কৃষিজাত দ্রব্যের উন্নতির জন্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যে সব কৃষকদের দরকার সেগুলি তাদিগকে স্বল্প মূল্যে সরবরাহ করা ও তাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদি বাজারে যাতে ন্যায্য মূল্যে বিক্রী করা যায় তার ব্যবস্থা করা। এখানে Consumer's Society র কাজ Marketing Society গুলি করছে এবং কৃষকদের মধ্যে সার, বীজ ইত্যাদি বিলি বন্টনের ভার V. L. W র উপর দেওয়া হয়েছে। কিছুদিন হয় আমি শুনেছি যে সমবায় সমিতিগুলিকে বলা হয়েছে যে সার তোমরা বিক্রী কর। কিন্তু তা করতে তারা রাজী নন। কাজেই Marketing Society গুলি কৃষকদের উন্নতির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে তাদের ব্যবসার দিকে শুধু দৃষ্টি দিয়েছেন। সুতরাং Co-operative গুলির যে কাজ সেই কাজ যদি তারা না করেন, তাহলে উন্নয়নের যে উদ্দেশ্য তা সফল হবে না। কৃষকদের দাদন দিবার যে কথা সেগুলি কো-অপারেটিভ মারফতে দেওয়া উচিৎ। তার জন্য প্রত্যেক গ্রামে সমবায় সমিতি করার কথা আছে। কিন্তু সমবায় সমিতিগুলির সেই দিকে কোন দৃষ্টি নাই, প্রচেষ্টা নাই। এলোমেলোভাবে, কতকগুলি সমিতি হয়েছিল, তার কোন সীমানা নির্দ্ধারণ ছিল না, যার জন্য নূতন সমিতি গঠনে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। সেই দিকে আমাদের কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট কোন দৃষ্টি দিচ্ছে না বা তাকে পুনর্গঠন করার কোন কাজ করছে না। কতকগুলি গ্রামে কো-অপারেটিভ হয়েছে কিন্তু অধিকাংশ গ্রামই এ সব সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত। Block এ যে সব কর্ম্মচারী এ সব দিকে দৃষ্টি রাখার জন্য রাখা হয়েছে তারা এ দিকে দৃষ্টি রাখেন না বলেই আমার মনে হয়। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট আমার অনুরোধ কো-অপারেটিভ এর সুযোগ সুবিধা যাতে প্রত্যেক গ্রামবাসী পেতে পারে তার যেন ব্যবস্থা করা হয়—যার মাধ্যমে দরিদ্র কৃষকরা কৃষিঋণ ও জুমিয়ারা দাদন ইত্যাদি পেতে পারে। যদি তা না হয় তা'হলে সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে দরিদ্র কৃষকদের রক্ষা করা যাবে না। আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

Shri Kamaljit Singh : —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের অর্থমন্ত্রী সমবায়ের উপর যে Demand রেখেছেন তার সমর্থনে দু—একটি কথা আমি বলতে চাই। আমাদের পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করার দিকে সমবায়ের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমবায়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রিকরণ ও সকল নাগরিকদের নিকট সমভাবে জিনিষ বন্টনের যে ভূমিকা সে সব কাজের সমালোচনা করে কয়েকজন মাননীয় সদস্য যে অভিমত এখানে ব্যক্ত করেছেন তাদের সঙ্গে আমিও একমত। কিন্তু একটা জিনিষ আমার মনে হয় এই সমবায় যে

আন্দোলন সেটা সরকারের কোন আন্দোলন নয়। জনসাধারণের মধ্যে নিজেরাই সুসমবণ্টনের জন্য এই আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। নিজেদের এলেকার আর্থিক উন্নতির জন্য জনসাধারণ নিজেরাই এতে অগ্রগনি হয়েছেন। সমবায়গুলিকে Loan দিবার জন্য আমরা দেখছি সরকার এবার ৮ লক্ষ ১৪ হাজার টাকার বরাদ্দ রেখেছেন। Share Capital ইত্যাদি বাবদে ২ লক্ষ এবং grant-in-aid বাবদে আরো ৯ লক্ষ টাকার মত রেখেছেন। এখানে মাননীয় সদস্য ক্ষিতীশ বাবু রুদ্রসাগর কো-অপারেটিভের কথা বলেছেন—সেখানে লাভ লোকসানের প্রশ্ন উঠেছে। গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে কাজ করতে গিয়ে আমরা যার নেতৃত্ব দিচ্ছি আমার মনে হয় কোথায় যেন একটা গলদ রয়ে গেছে। Co-operative এর training বাবদ আমরা দেখছি ৫০ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। Education এর দিকে আরো বেশী টাকার বরাদ্দ করে যাতে mass-education এর দিকে আরো বেশী নজর দেওয়া যায় সেদিকে আমি মন্ত্রী মণ্ডলীকে অনুরোধ করি।

আরেকটি জিনিষ হল, এখানে Bombay Co-operative Society Act চালু আছে। সেই আইন অনুসারে certificate case করবার অধিকার আছে সেখানকার S.D. Oদের। Certificate case বাবদে যে টাকা আদায় হয় সেই টাকাটা Bank এ জমা পড়ে না, treasuryতে জমা থাকে। কাজেই Bank থেকে যে ঋণ দেওয়া হচ্ছে সেই টাকাটা Certificate case করে Realisation বাবদে আবার Bank পাচ্ছে না, বহুদিন treasuryতে টাকাটা পড়ে থাকে। তাতে Bankএর কাজে যথেষ্ট অসুবিধা হচ্ছে। এ ধারাটা যাতে পরিবর্তন করা হয় সেজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলীকে অনুরোধ জানাব। গত সেসানেও আমি এ সম্পর্কে বলেছিলাম। আমি যতশীঘ্র সম্ভব এখানে নূতন co-operative আইন চালু করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

Mr. Speaker :—Hon'ble Minister may give his reply.

Shri T. M. Das Gupta, Minister.—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই Demand সমর্থন করে মাননীয় সদস্যরা যেসব গঠনমূলক সমালোচনা করেছেন সে সবই সরকার সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করে দেখবেন। এ কথা আজকে সত্য যে Co-operativeএর যে একটা দিক যদি জনসাধারণের মধ্যে গভীরভাবে তার প্রয়োজনটা অনুভূতী না হয় তা হলে এটা সম্ভবপর হয় না। Co-operative এর কাজ সম্পর্কে এখানে নূতনভাবে পরীক্ষা হচ্ছে এবং প্রথমদিকে এখানে কিছু ত্রুটি বা গলদ থাকবেই। মাননীয় সদস্যদের বক্তৃতার মধ্যেও এটা বুঝা গেছে যে জনসাধারণের মনের মধ্যে কোঅপারেটিভ সম্পর্কে যত দিন না একটা প্রত্যক্ষ চেতনা আসে ততদিন এটা আশানুযায়ী সফলকাম হবে না। কাজের মধ্য দিয়াই তার দোষ বা গুণগুলি ধরা পড়ে। যেমন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে কতকগুলি ধারার ফলে কো-অপারেটিভের টাকা

জমা দেওয়ার অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। যদি বুঝানো যায় যে এক টাকা দিলে আমি দশ টাকার উপকার পাব তাহলে কো-অপারেটিভের যে অর্থ সেটা জনসাধারণ বুঝতে পারবে। এর দ্বারা সামগ্রিকভাবে আমাদের গ্রামীন জীবনের অর্থনৈতিক উন্নতি করা সম্ভব হবে। এ সব কাজে যে সব অসুবিধা দেখা যাচ্ছে, সেগুলি ধাপে ধাপে আমাদের শোধরাতে হবে। এ বিষয়ে আমাদেরও যথেষ্ট দায়িত্ব আছে, এখানে শুধু দোষটা বেশী করে দেখলেই চলবে না। তার অর্থ এই নয় যে দোষ করলে কেউ তা বলবে না। দোষ গুণ সমান ভাবে আমাদের মধ্যে ভাগ করে নিতে হবে। আমরা জানি অনেকে হয়ত লোভের বসে কতকগুলি Co-operative করে বসেছে, কেউ হয়ত মনে করেছে যে তা হলে খুব শীঘ্র বড়লোক হওয়া যাবে, বা সরকারী কাজগুলি পাওয়া যাবে। কিন্তু তার মাধ্যমে যে আরো অনেক কাজ করতে হবে সেগুলি তারা ভুলে যান। যার ফলে সমবায় সম্পর্কে অনেকের মনেই একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। তার ফলে আজকাল দেখা গেছে অনেকগুলি কো-অপারেটিভ আজকাল আর নাই। এখানে এদিকে সরকার নজর দিয়েছেন এবং বেশীসংখ্যক কো-অপারেটিভ না করে অর্থ নৈতিক দিক দিয়ে এবং কাজ করার শক্তি সামর্থ আছে এসবগুলি দিক বিবেচনা করে সেগুলিকে রেজিষ্ট্রেশন করা হচ্ছে। মহাজন থেকে টাকা নিবার সময় যেমন টাকাটা ফেরৎ দেওয়া হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে জমি বন্ধক রেখে দেওয়া হয়, সেইরূপ কো-অপারেটিভ থেকে ঋণ নিবার সময়ও জনসাধারণকে টাকাটা ফেরৎ দিবার মনোভাব নিয়েই নেওয়া উচিৎ—তা না হলে কো-অপারেটিভের যেমন ক্ষতি হবে সেইরূপ সেখানকার জনসাধারণের প্রতি ও কো-অপারেটিভের কোন আস্থা থাকবে না। লাল ছড্ডার কথা বলতে গিয়ে মাননীয় সদস্য দাশ মহাশয় এ বিষয়গুলি বলেছেন যে এটা কি সরকারের নীতি নয় Co-operativeকে সমর্থন করা। তিনি এখানে নেই, থাকলে আমি বলতাম। এ বিষয়ে তিনি আগেও প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি বলেছেন ১০০ জন লোক জমি দিয়ে কাজ করেছেন। তাদের ৪৲ হাজার টাকা ঋণ ও grant হিসাবে দেওয়া হয়েছে। ২৭ হাজার টাকা ঋণ হিসাবে আর বাকী টাকাটা Grant হিসাবে দেওয়া হয়েছে। এটা Co-operative এর আইনের মধ্যে পড়েছে কাজেই স্বভাবতই এটা Grant এর পর্য্যায়ে আসবে না। তারা যখন Co-operative করেছেন তখন তাদের টাকা ঋণ ও Grant হিসাবে দেওয়া হয়েছে। এই ১০০ পরিবারকে Grant এর মধ্যে ৪০০৲ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই Grant তারা পেলনা তা কি করে বলা হয়। আজকে যদি তারা এই সুযোগ নিতে চান যে একবার ঋণ হিসাবে ৪ শত টাকা করে পেয়েছেন আবার Grant হিসাবে ৫০০ শত টাকা পুনর্ব্বাসনের জন্য দেওয়া হউক তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমাদের দেখতে হবে অনুরূপ সাহায্যের জন্য আরো অনেক জনসাধারণ রয়েছেন যারা কোনরূপ সাহায্য পান নাই। তাদের বঞ্চিত করে তাদের ২ বার সাহায্য দেওয়া যায় না। কিন্তু একবার কো-অপারেটিভ ক্ষেত্রে টাকা নিয়ে আবার অন্য Deptt. থেকে আবার টাকা চাই—এইরূপ যৌক্তিকতা আমি স্বীকার করি না—যদি তা তাদের অন্য কোনরুপ অসুবিধা থাকে তবে তাদের ঋণের টাকা থেকে মুক্ত করে দেওয়া যেতে পারে।

মাননীয় স্পীকার মহোদয় আমি আর সময় নিতে চাই না, আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম এবং প্রস্তাব সমর্থন করছি।

Mr. Speaker :—The discussion is over. There is no motion for reduction of Grant. I am now putting the Demand to vote.

The demand for a sum not exceeding Rs. 9,66,000 under Demand No. 19—Co-operative was put to vote & passed.

The House was adjourned till 11 A.M. on 2.4.68.

STARRED QUESTION No. 852

By Shri Aghore Deb Barma, M.L.A.

Will the Minister in-charge of Local Self Government be pleased to state :

QUESTION

১। বোধজং দীঘির পশ্চিম পাড়ে যে সমস্ত বস্তী আছে তাদের উচ্ছেদ করার জন্য কোন রকম নোটিশ জারী করা হয়েছে কি না ;

২। যদি করা হয়ে থাকে আজ পর্যন্ত কতবার নোটিশ জারী হয়েছে সন ও তারিখ সহ :

৩। এই বস্তী সম্পর্কে রাজ্য সরকারের কোন সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে কি না ?

৪। যদি থাকে সেই পরিকল্পনা কি (details) ?

ANSWER

১। না

বোধজং দীঘির পশ্চিম পাড়ের পাকা রাস্তা প্রস্তুত করিবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটি Settlement Officer মহোদয়ের নিকট এক প্রস্তাব পাঠাইয়া জবর দখলীকৃত খাস ভূমির কতকাংশ মিউনিসিপ্যালিটিকে হস্তান্তর করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। উক্ত রাস্তা প্রশস্ত করার জন্য বস্তীর বেশ কতকাংশ পরিস্কৃত হইবে। ঐ ভূমি Settlement Officer কর্ত্তৃক এখনও মিউনিসিপ্যালিটিকে হস্তান্তর করা হয় নাই।

২। উপরিউক্ত কারণে এই প্রশ্ন আসে না।

৩। এই বস্তি সম্পর্কে সরকারের কোন পরিকল্পনা নাই।

৪। এই প্রশ্ন আসে না।

ASSEMBLY STARRED QUESTION NO. 712.

By—Shri Abhiram Deb Barma, M. L. A.

QUESTION

(১) কাঞ্চনপুর এলাকার শ্রীরতন সেন রিয়াং প্রমুখ কতিপয় কংগ্রেস কর্মী মিজোদের সহিত সহযোগিতার উদ্দেশ্যে পাকিস্থানে গিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পত্রে যে খবর প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে কি ;

(২) যদি আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে ঐ সম্পর্কে তাহাদের বক্তব্য কি ?

ANSWER.

(১) না

(২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 711

By—Shri Abhiram Deb Barma, M. L. A.

QUESTION

(১) কাঞ্চনপুর ও দশদার পুলিশের বিরুদ্ধে শ্রীমনদিদা রিয়াং যে দুর্নীতির অভিযোগ আনিয়াছেন তাহা সরকারের হস্তগত হইয়াছে কি ;

(২) যদি হস্তগত হইয়া থাকে ঐ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ;

ANSWER

(১) পুলিশ বিভাগে কোন অভিযোগ পাওয়া যায় নাই

(২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 710.

By—Shri Abhiram Deb Barma, M. L. A.

QUESTION

১। শিলাছড়ি (সাব্রুম) পুলিশ কেম্পের ও, সি, শ্রীগোপিকা মোহন ঐ এলাকার জনসাধারণের মধ্যে জুয়াখেলা সংঘটিত করেন সরকার ঐ সম্পর্কে কোন রিপোর্ট পাইয়াছেন কি ?

২। যদি পাইয়া থাকেন তবে ঐ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ;

৩। ইহা কি সত্য যে স্কুলের ছাত্ররা উক্ত দারোগার দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিল ;

৪। যদি সত্য হইয়া থাকে ঐ দারোগাকে বদলি করা হইবে কি ?

ANSWER

১। হঁ্যা দুইটি অভিযোগ পাওয়া গিয়াছিল।

২। তদন্তক্রমে অভিযোগটি মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

৩। না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 891.

By—Shri Aghore Deb Barma, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

QUESTION

1. Whether the necessary work to bring electric power from Assam has been started;

2. If so, the date of starting of the work and due time of completion of the work and the name of the Contractor.

3. If the work is not started the reason thereof.

ANSWER

1. Yes.

2. Vide statement enclosed.

3. Does not arise.

STATEMENT RELATING TO ITEM (2) OF STARRED QUESTION NO. 891.

Sl. No.	Name of Work.	Name of Contractor/Supplier.	Contracted Date of commencement of work. supply.	Date of completion of work supply (as per agreement/ order supply.
1	2	3	4	5
1.	Fabrication of 132 KV Tower & erection of 132 K. lines.	M/S. Kamani Engineering Corporation Ltd, Bombay.	July 1967.	1. Delivery of towers to be completed within a period of twelve months after receipt of all steel at contractors works & finalisation of Technical & Commercial details. 2. 18 fair whether months for erection & completion of line after finalisation of Surveys etc.
2.	A. C. S. R. Conductors.	M/S. Assian Cable Corporation, Bombay.	August, 1967.	Sept., 1968.
3.	Suspension Insulator.	Seshasayee Industries Ltd. S. Arct.	October, 1967	Supply already completed.
4.	Hardware fittings for Suspension Insulators.	—do—	—do—	
5.	Strain Insulators.	High Jension Insulator, Ranchi.	December, 1967.	June, 1968.
6.	Hardware fittings for strain Insulator.	Beegee Corporation Ltd., Patiala.	Six months after receipt of approval of Drawings (August'67).	December, 1968.
7.	G. I. earth wires	M/S. Eldee wire ropes Private Ltd. Bombay.	Date of commencement stipulated in A. T.	Supply already completed.

UNSTARRED QUESTION No. 894

By—Shri Aghore Deb Barma, M. L. A.

Will the Minister-in charge of Law be pleased to state :—

QUESTION

1. Whether the Government of Tripura is considering to provide law or Act to prevent day to day increasing house rent at Agartala Town.
2. if so, when the law or Act will be provided,
3. if so, the reasons thereof.

ANSWER

1. An enactment of law will be necessary to prevent unconsclonable or excessive increase in house rent within the town of Agartala. The Government is seriously considering the idea of preparing and introducing a Bill for the above purpose.
2. After necessary data have been collected, the Bill has been drafted and usual formalities have been gone through, the Bill will be introduced in the Assembly. It is not possible to indicate the point of time when the Bill may be introduced in the Assembly.
3. Does not arise.

STARRED QUESTION NO. 917

By—Shri Bidya Chandra Deb Barma, M. L. A.

QUESTION

১) ১৯৫০ সালের প্রিভেনটিভ ডিটেনশান অ্যাক্টে যাহারা আটক বন্দী আছেন তাহাদের দৈনিক খাদ্য ভাতা এবং মাসিক হাত খরচের পরিমাণ কোন বৎসরে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

২) ইহা কি সত্য যে আটক বন্দীরা ১৯৬৭ সালের ত্রিপুরা প্রিভেনটিভ ডিটেন্শান অর্ডার অনুসারে এ ভাতা পাইয়া থাকেন ;

৩) যদি সত্য হয় ১৯৫৭ সালের পর দ্রব্যমূল্যসূচী কতখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে ;

৪) সরকার এ দ্রব্যমূল্যসূচী বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত প্রিভেনটিভ ডিটেন্শান অর্ডার, ১৯৫৭টি অবিলম্বে সংশোধন করিবেন কি ?

ANSWER

১) ১৯৫৭ইং সনে।

২) হ্যাঁ।

৩) ১৯৫৭ইং সনের অনুপাতে ১৯৬৭ সনে '৮ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

৪) পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO 868.

By Shri Sunil Ch. Dutta, M. L. A.

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ১৯৬৭ ইং সনে এবং ১৯৬৮ ইং সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মোটর দুর্ঘটনায় ত্রিপুরায় মোট কত লোক নিহত বা বিকলাংগ হইয়াছেন ,	-
খ) দুর্ঘটনায় নিহত লোকদের পরিবার-বর্গকে এবং বিকলাংগ লোকদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কি ?	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
গ) থাকিলে ১৯৬৭ ইং সনে মোট কত টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে ?	

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

April, 2. 1968.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Tuesday the 2nd April, 1968.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmick. Speaker in the Chair, Chief Minister, four Ministers, the Deputy Minister, Deputy Speaker and the twenty Members.

QUESTIONS & ANSWERS

Mr. Speaker :— Today in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Questions, Postponed. Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—778.

Shri T. M. Dasgupta :— Mr. Speaker, Sir, question No. 778.

QUESTION

(a) C. A. S. Gr.—I কতজন ডাক্তারের মধ্যে কতজন Non-practising allowance পান ?

(b) C.A.S. Gr.—II কতজন ডাক্তারের মধ্যে কতজন Non-practising allowance পান ?

(c) Grade—II ডাক্তারগণ প্রাইমারী হেলথ্ সেণ্টার বা Hospital এ posted হইলে Non-practising allowance পাবেন কি ?

ANSWER

(a) ৯৬ জন C.A S. Gr.—I ডাক্তারের মধ্যে ৬০ জন Non-practising allowance পান ।

(b) ৬০ জন C.A.S. Gr,—II ডাক্তারের মধ্যে তিনজন Non-practising allowance পান ।

(c) শুধু মাত্র প্রাইমারী হেলথ্ সেণ্টারে কার্যারত থাকিলে Non-practising allowance পাইতে পারেন ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— সি, এ, এস, গ্রেড তিনজন পাবার কারণ কি এবং অন্যেরা না পাবার কারণটা কি ?

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত :— এটার কতগুলি নিয়ম আছে। গভর্ণমেন্টঅব ইণ্ডিয়ার সঙ্গে যারা নর্মেল পোষ্টিং এ আছে আবার কেউ কেউ এড হক বেসিসে আছে, সেই সবগুলিকে রেগুলারাইজ করা হচ্ছে। পুরোপুরি রেগুলারাইজ করা হলে পর পাওয়া যাবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— কবে পর্য্যন্ত রেগুলারাইজ করা হবে ?

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত :— ঠিক বলা যায় না। এর মধ্যে সমস্যাও আছে। আমরা অনেক জায়গা থেকে রিপ্রেজেন্টেশন পাচ্ছি যে এইভাবে সব নন্ প্র্যাক্টিজিং হয়ে যাওয়ার জন্য অসুবিধা হচ্ছে। ত্রিপুরাতে যেহেতু বাইরের কোন ডাক্তার নাই সেজন্য প্রাইভেট প্রাক্টিস যদি আলাও করা না হয় তাহলে রোগীদের অসুবিধা হবে। কাজেই সমস্তটা বিষয় নিয়ে আবার বিচার বিবেচনা করা হচ্ছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি নন্-প্র্যাক্টিজিং অ্যালাউন্স না পাবার দরুণ তাদের চিকিৎসা করতে অসুবিধা হচ্ছে কি না ?

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত :— নন্ প্র্যাক্টিজিং অ্যালাউন্স যদি না পান তাহলে তাদের প্রাক্টিস করার আরও সুযোগ থাকে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা এইরকম অভিযোগ পাই যে নন্ প্র্যাক্টিজিং অ্যালাউন্স থাকা সত্বেও প্র্যাকটিস করছে আবার যখন ডাক্তাররা যান না তার জন্য অভিযোগ করা হয় যে আমরা ডাক্তার ডেকে পাচ্ছি না। কাজেই নন্ প্র্যাক্টিজিং যারা পান তারা পাবেন না তাদের নিজেদের প্র্যাকটিসের সুবিধা আছে। কিছু কিছু ডাক্তার এটা কামনাও করেন।

Mr. Speaker .— Shri Aghore Deb Barma. Shri Sunil Dutta Postponed.

Shri Sunil Chandra Dutta :— Question No. 870.

Shri T. M. Dasgupta :— Mr. Speaker, Sir, Question No, 870.

QUESTION

(ক) খোয়াই মহকুমার অন্তর্গত বাচাইবাড়ী মৌজায় একটি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার জন্য একজন আদিবাসী ভূমি দান করিয়াছেন কি না ?

(খ) ইহা সত্য হইলে এখন পর্য্যন্ত এই প্রাথমিক কেন্দ্রটি কেন খোলা হয় নাই ?

ANSWER

(ক) বাচাইবাড়ী নিবাসী দুইজন আদিবাসী বাচাইবাড়ী বাজার সংলগ্ন একটি ডিসপেন্সারী খোলার জন্য ১ একর জমি দান করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। উপরোক্ত জমি এখনও রেজেষ্ট্রি করিয়া দেওয়া হয় নাই।

(খ) প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— যথারীতি ডি, এম, অফিসে দরখাস্ত দেওয়া সত্বেও কোন আদিবাসী নেতা ভূমি রেজিষ্ট্রির অনুমতি পান নাই, ইহা সত্য কি না ?

বি, এম, দাশগুপ্ত :— আমরা যতটুকু জানি এখন পর্যান্ত আবেদন পেশ করা হয় নাই বলেই আমরা জানতে পেরেছি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— এই আদিবাসী নেতা ডি, এম, অফিসে ভূমি দানের জন্য আবেদন করেছেন এবং পর পর তাগিদ ও দিয়েছেন, কিন্তু এখন পর্যান্ত সেখানে কেউ যায় নাই।

শ্রীএস. এল, সিংহ :— ইনফরমেশন রিসিভড হো ফার যে তারা এখনও রেজিষ্ট্রি করে জমি হস্তান্তর করার জন্য যা করতে হয় তা এখনও করছেন না।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— ডি, এম, অফিস থেকে অনুমতি না দেওয়া পর্যান্ত তারা ভূমি দান করতে পারেন না। কিন্তু ডি, এম অফিসে দরখাস্ত দিয়ে পর পর তাগিদ দেওয়া সত্বেও ডি, এম, অফিস থেকে এখনও কোন অফিসার যান নাই কেন ?

বি, এম, দাশগুপ্ত :— যেটুকু দেখবার প্রয়োজন, সংশ্লিষ্ট অফিসার নিশ্চয়ই দেখবেন। তবে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, কাজেই আমরা সেটা দেখব।

Mr. Speaker :— Shri Bidya Ch. Deb Barma. Shri Ershad Ali Choudhury.

Shri Ershad Ali Choudhury :— Question No. 984.

Shri S. L. Sihgh :— Mr. Speaker, Sir, Question No. 984.

QUESTION

১৯৬৭ ইং সনের ত্রিপুরায় সরকারী হিসাব মতে Motor Accident কতগুলি হইয়াছে ?

Accident এর ফলে ঐ সনে কত জনের মৃত্যু হইয়াছে ;

Serious hurt এবং Simple hurt কতজনে পাইয়াছে ?

ANSWER

তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে

Mr. Speaker :— Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal :— Question No. 1023.

Shri S. L. Singh :— Mr. Speaker, Sir, Question No. 1023.

QUESTION

১) অমরপুর বিভাগের নতুনবাজার এবং বৈচহুতে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিবার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কি ?

২) যদি থাকে তবে ইংরেজী কোন সাল হইতে শুরু হইবে।

ANSWER

১) বর্ত্তমানে এমন কোন প্রস্তাবনা বিবেচনাধীন নেই।

২) প্রশ্নই উঠেনা

Mr. Speaker :— Shri Monomohan Deb Barma.

Shri Monomohan Deb Barma :— Mr, Speaker, Sir, Question No. 1033.

Shri S. L. Singh :— Mr. Speaker, Sir, Question No. 1033.

QUESTION

১। সদর এলাকায় জম্পুইজলা ও টাকার জলা অঞ্চলে কেহ জুমিয়া গ্রেন্ট বা ভূমিহীন গ্রেন্ট পাইয়াছে কিনা ?

২। এ সম্পর্কে কোন আবেদন আছে কি ?

৩। যদি থাকে তবে তাহার জন্য কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা লওয়া হইতেছে কি ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

৩। হ্যাঁ। তাহা বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীমনমোহন দেববর্ম্মা :— যারা তিনশত টাকা করে পেয়েছে, তারা কোন এলাকার লোক, টাকারজলা না জম্পুইজলার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীমনমোহন দেববর্ম্মা :— ৩১ জন এর জন্য যে প্রস্তাব আছে, তার মধ্যে যারা বাকী আছে, তাদের সম্বন্ধে কি রকম বিচার বিবেচনা করা হচ্ছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— ৬০টি দরখাস্ত বর্ত্তমানে পরীক্ষাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৯১৮।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৯১৬ স্যার।

QUESTION

1. Is it a fact that the Govt. has purchased jute in the year 1967 through some Co-operative Societies ;
2. if so, what is the quantity of jute so far purchased within Dharmanagar, Kailashahar and Kamalpur Sub Divisions ;
3. is it a fact that the Govt. fixed the price of Jute at the rate of $37\frac{1}{2}$ Kg. constituting One maund ?

ANSWER

1. 2. 3. No. However the State Trading Corporation of India Ltd., has entered in Tripura market for purchasing jute through Co-operative Societies under price support Scheme. The Co-operative Societies have so far (upto 6-3-68) purchased 3,18,271 Kg., 1,32,425 Kg. and 2,33,601 Kg. of jute from Dharmanagar, Kailashahar and Kamalpur Sub-Divisions respectively, at derivative prices and according to market practice.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, মার্কেট প্রাইসটা কি রেট ছিল ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—বটম ৬৮·০০, টসা—৪২·৩০, মেস্তা—৩৮·১৩, মিডল—৩৩.৩৮ বটম (বি) ২৪.৫, ক্যাস বটম—২৫.৩৮, মেস্তা—৩৮.১৩, ৩০.৬৩, ২৬.৩৮, ২৩.৮৮ এণ্ড ২১.৩৮।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই রেট গভর্ণমেন্ট সাড়ে ৩৭ কে. জি.তে এক মণ হিসাবে ফিক্সড করে দিয়েছেন কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কোয়েশ্চানে পরিষ্কার আছে 'Is it a fact that the Government fixed the price of jute per maund containing 37½ Kg. (jute) ?'

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— এটা মার্কেট প্র্যাক্টিস অনুসারে করা হয়েছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি, কো-অপারেটিভ ৪০ কে, জি. মণ হিসাবে খরিদ করেছে এবং গভর্ণমেন্টকে যে রেট ফিক্সড করা আছে, সেই রেটে দিয়েছে, ফলে একদিকে গভর্ণমেন্টকে সম্পূর্ণ মাল দেওয়া হয় নাই, অন্যদিকে পাব্লিককে লুজার করা হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—ইট ইজ নট নোন টু মি। পাব্লিক লুজার হয় নাই। যেই যেই রেট আছে সেই রেট অনুসারে, মার্কেট প্র্যাকটিস অনুসারে সেটা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কি জানা আছে যে ডিপুটি মিনিষ্টার যখন উত্তরাঞ্চলে ট্যুর করতে গিয়েছিলেন তখন জেনারাল পাব্লিক সেই কমপ্লেন করেছেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—ইট ইজ নট নোন টু মি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডেপুটি মিনিষ্টার এ্যাসেম্বলীতে আছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—ডেপুটি মিনিষ্টার ক্যান নট গিভ এনি রিপ্লাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননায় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে কমপ্লেন, সেই সম্পর্কে অনুসন্ধান করবেন কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—যদি লিখিত কপ্লেন আসে তাহলে আমি দেখব।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যদি গভর্ণমেন্টকে ২৮ টাকায় সাড়ে সায়েত্রিশ কে, জি. দিয়ে থাকেন এবং জনসাধারণের কাছ থেকে ৪০ কে, জি. মণ খরিদ করে থাকেন, তাহলে জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে কি মনে করেন না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—গভর্ণমেন্ট এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এমন কোন লোক আছে বলে আমি জানি না যে ৪০ কে. জি.তে মণ দেবে। যদি তা করা হয়ে থাকে তাহলে তাদের প্রটেষ্ট করা উচিত ছিল এবং না দেওয়া উচিত ছিল এবং সরকারকে ইনফর্ম করা উচিত ছিল।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাহলে এটা তদন্ত করতে প্রস্তুত আছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—রিটেন কমপ্লেন এলে আমি দেখব।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ডেপুটি মিনিষ্টারের কাছে যে কমপ্লেন দেওয়া হয়েছে সেটা কি প্রপার প্লেস'এ দেওয়া হয়েছে বলে মনে করেন না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—কখন দিয়েছে, কি বিষয় সেই সমস্ত জিনিষগুলি দেখতে হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র দেব রাংখল।

শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র দেব রাংখল ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৩০।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৩০ স্যার।

QUESTION

১) অমরপুর বিভাগের গণ্ডাছড়ার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নির্ম্মাণকার্য্য কবে পর্য্যন্ত শেষ হইবে ?

২) ঐ নির্ম্মাণ কার্য্য কবে আরম্ভ করা হইয়াছিল ?

ANSWER

১) ১৯৬৮-৬৯ সালের শেষ ভাগে নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

২) ১৯৬৬-৬৭ সালে নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করা হয়।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমনমোহন দেববর্মা।

শ্রীমনমোহন দেববর্ম্মা ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৩৪।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৩৪ স্যার।

QUESTION.

১) ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার প্রকল্প হইতে জম্পইজলা, টাকারজলা, বা প্রভাপুর এলাকায় কোন রাস্তা, রিংওয়েল বা হাউসিং গ্রেন্টে কোন কিছু নির্ম্মাণ করা হইয়াছে কি ?

২) যদি করা হইয়া থাকে, তাদের লোকেসন ও নির্মাণ কার্য্যের তারিখ।

ANSWER

১। হাঁ।

২। (ক) টাকারজলা হইতে জম্পইজলা পর্য্যন্ত একটি রাস্তা। উক্ত রাস্তাটির কাজ ১৯৬৭ সালে আরম্ভ হইয়াছে এবং প্রায় সমাপ্তির পথে।

(খ) টাকারজলা হইতে গয়নামারা পর্য্যন্ত একটা রাস্তা। উক্ত রাস্তাটির কাজ গত ১৯৬৭ সালে আরম্ভ হইয়াছে এবং তা প্রায় সমাপ্তির পথে।

শ্রীমনোমোহন দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ঐ রাস্তা জীপেবল কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমাদের এখানে এটাই হল লিংক রোড উইথ দি মেন্ রোড। আমতলীর সাথে কন্টাক্ট করা যায় কিনা তার চেষ্টা হচ্ছে।

Mr. Speaker :—There is one unstarred question. The Minister may lay on the Table of the House reply to the unstarred question.

(Laid on the Table)

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business, 7 Demands viz. Demand Nos. 17--Agriculture, 38—Capital Outlay on Schemes of Agri cultural Improvement and Research, 18—Animal Husbandry, 30—Pensions and Other Retirement Benefits, 31—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers, 44—Payments of Commuted Value of Pension and 36—Expenditure connected with National Emergency, are to be disposed of.

Moreover, there are five Demands, namely—Demand Nos. 25—Electricity Schemes, 41—Capital Outlay on Electricity Schemes. 21--Community Development Project National Extension Service and Local Development Works, 45—Capital Outlay on Schemes of Govt Trading and 46—Loans and Advances by the State/Union Territory Governments carried over from the List of Business for 1.4.68 which will be taken up to day the 2nd April, 1968.

I shall now call on the Hon'ble Finance Minister to move his Demand Nos. 25—Electricity Schemes and 41—Capital Outlay on Electricity Schemes together.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 32,92,000/- (inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968), be granted to defry the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 25—Electricity Schemes.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,56,44,000/-, (inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968). be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 41—Capital Outlay on Electricity Schemes.

Mr. Speaker : -Now debate will start, Shri Radhika Rn. Gupta Hon'ble Member, you are allowed only 5 minutes for the speech.

Shri Radhika Ranjan Gupta :—মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ৪১এ যে টাকা আমাদের অর্থমন্ত্রী চেয়েছেন, আমি তাকে সমর্থন করছি এবং সমর্থন করতে গিয়ে আমি দু'একটি কথা বলার প্রয়োজন মনে করি। বিদ্যুৎ আজকে অপরিহার্য্য। আমাদের যে শিল্প, আমাদের যে কৃষি, তাকে উন্নত করে গড়ে তুলতে হলে আজকে বিদ্যুতের সাহায্য আমাদের নিতে হবে। আমাদের ত্রিপুরাতে আমরা বৈদ্যুতিকরণ করেছি অনেক জায়গায়, আগরতলা শহরে এবং সাবডিভিশনেল শহরগুলিতে। সেগুলি আজকে চলছে ডিজেলের দ্বারা যার ফলে তার কস্‌টিং অনেক বেশী এবং এর ফলে যে বৈদ্যুতিকরণ হয়েছে তার ফলে আমরা দেখছি যে শহরগুলিতে, দোকানপাটে, সরকারী বাড়ীতে আজকে আলো জ্বলছে।

কিন্তু কি কৃষির ক্ষেত্রে, কি শিল্পের ক্ষেত্রে আজকে বিদ্যুতের ব্যবহার আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের কৃষকরা খুব গরীব। তারা আধুনিক পদ্ধতিতে বিদ্যুত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কৃষির উন্নতি করতে পারছে না। সেই টেকনিক সম্বন্ধেও তারা ওয়াকিবহাল নন। কিন্তু যে সমস্ত জায়গায় বৈদ্যুতিকরণ হয়েছে এবং যে সমস্ত জায়গায় কৃষি ফার্ম আছে সে সমস্ত জায়গাতেও এই পদ্ধতিকে আমরা কৃষি কাজে লাগাবার কোন প্রচেষ্টা দেখতে পাচ্ছি না। এটা বড়ই দুঃখের। তাছাড়া আজকে আগরতলা থেকে তেলিয়ামুড়া পর্য্যন্ত বিদ্যুতের লাইন টানা হয়েছে। এর ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। কিন্তু এতে আমাদের লাভ হয়েছে কি? ডিজেল বিদ্যুতের ইউনিট প্রায় আট আনার মত পড়ে এবং এই লাইন টানার ফলে যারা বিদ্যুতের গ্রাহক তাদের অতিরিক্ত পয়সা দিতে হচ্ছে। আমরা জানি ডুম্বুর প্রকল্প আমরা গ্রহণ করেছি আসাম থেকে বিদ্যুৎ আনার প্রচেষ্টা চলছে। আমরা জানি কৃষির জন্য জলবিদ্যুৎ প্রয়োজন। কিন্তু এই বিদ্যুৎকে কমার্সিয়েল বেসিসে কাজে লাগাতে পারব না। লাগালে আমাদের অনেক বেশী কস্‌টিং পড়বে। লাভ বেশী হবে না। আজকে এই যে আমরা লাইন টেনেছি, ধর্ম্মনগর থেকে পানিসাগর, কৈলাসহর থেকে কুমারঘাট, কুমারঘাট থেকে আমবাসা, আগরতলা থেকে তেলিয়ামুড়া, এই লাইনগুলিতে যখন জলবিদ্যুৎ আসবে, তা বহন করবার ক্ষমতা এই লাইনগুলির নাই। নতুন লাইন আমাদের করতে হবে। তাই যদি হয় তাহলে আগরতলা থেকে তেলিয়ামুড়া পর্য্যন্ত যে লাইন টানা হল সেটা একটা অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। তাছাড়া একটা কমপ্লেন আমরা শুনতে পাই যে আমাদের যে টেলিগ্রাম লাইন আছে, সেই লাইন অনেক আগে হয়েছে, বিদ্যুতের লাইন হল অনেক পরে। কিন্তু এত কাছাকাছি হয়েছে যে এতে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়। টেলিগ্রাম বন্ধ হয়ে যায়। কাজেই যারা এক্সপার্ট, যারা লাইন বসিয়েছেন তাদের তা জানার কথা এবং যখন তারা করেছে তখন যোগাযোগের যে ব্যবস্থা তা যাতে ব্যহত না হয় তার প্রতি তাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল। কাজেই আজকে আমি বলব যে এই ধরণের ডিজেলের যে বিদ্যুৎ সরবরাহ, এই কাজে যেন সরকার আর অর্থব্যয় না করেন এবং আমরা যাতে জলবিদ্যুতের কাজে আমাদের বাজেটের টাকা ব্যয় করতে পারি সেদিকে যেন দৃষ্টি দেওয়া হয় এবং এই বলেই আমি এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী সুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বিদ্যুৎ খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ হাউসে অনুমোদনের জন্য রেখেছেন, আমি তা সমর্থন করি এবং আমি আশা করি এই অর্থের দ্বারা ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ পরিচালনা সম্ভব। এই বিদ্যুৎ পরিচালনায় ত্রিপুরার যথেষ্ট অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। ত্রিপুরার ছোট ছোট সাবডিভিশন্যাল টাউনগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে। সদর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত বিদ্যুৎ পরিচালনার জন্য লাইন টানার কাজ আরম্ভ হয়েছে। আগরতলা সহরের প্রায় সব জায়গাতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা চলছে। এই বিদ্যুৎ সরবরাহ আরও অধিকতর করার জন্য আসাম থেকে বিদ্যুৎ শক্তি আনায়নের ব্যবস্থা চলছে। এবং সেখানেও আসাম থেকে লাইন টানার ব্যবস্থা হয়েছে। উমিয়াম থেকে যে লাইনে বিদ্যুৎ আসবে, আমি গত বছর ঘটনা চক্রে সেখানে গিয়েছিলাম, আমি দেখেছি সেখানে এক অভিনব ব্যাপার। বাস্তবিক সেখান থেকে বিদ্যুৎ এনে আমাদের ত্রিপুরাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব। বিদ্যুৎ ছাড়া আমরা যে শুধু লাইটিংএর কাজ চালাতে পারি না তা নয়, বিদ্যুৎ ব্যতিরেকে শিল্প উন্নয়নও সম্ভব নয়। ত্রিপুরায় যে আজকে বেকার সমস্যা, সেটা সমাধান করতে হলে বিদ্যুৎ প্রয়োজন। ত্রিপুরার যে খাদ্য সমস্যা সেটা সমাধান করতে হলে বিদ্যুতের প্রয়োজন। সেইজন্য ডুম্বুর বিদ্যুৎ পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ শক্তি যদি সর্ব্বত্র সস্তায় দেওয়ার ব্যবস্থা না হয়, তা হলে ছোট, মাঝারি শিল্পের মাধ্যমে মানুষের কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে না; আজকে যে বেকার সমস্যা, আজকের এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র ব্যবস্থা আছে সরকারী অফিসের চাকুরী, স্কুলের শিক্ষকতা। কিন্তু যদি সর্ব্বত্র সস্তায় বিদ্যুৎ দেওয়ার সুযোগ থাকে, সেই ব্যবস্থা যদি করা যায়, তাহলে ছোট, মাঝারি শিল্পের মাধ্যমে অনেক কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে বলে আমি মনে করি। যে সমস্ত পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করবেন বলে মনে করেছেন, বেসরকারী কর্ম্মচারীদের দ্বারা সেটা আরম্ভ করা যাচ্ছে না শুধু বিদ্যুতের অভাবে। ডুম্বুর প্রকল্প এবং আসামের উমিয়াম থেকে যে বিদ্যুৎ আনায়নের ব্যবস্থা, সেটা যাতে ত্বরান্বিত হয়, সেই দিকে আমি আমার অনুরোধ রাখছি। সেটা যদি সম্ভব না হয়, তা হলে আমাদের কৃষি ক্ষেত্রেও অসুবিধার কারণ হচ্ছে। কারণ এমন অনেক কাজ রয়েছে যেখান থেকে হয়ত নদী, নালা থেকে জল সরবরাহ করা সম্ভব নয়, সেখানে মাটির নীচে থেকে জল উঠিয়ে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে, সেই দিক থেকেও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিদ্যুৎ পরিচালনার কাজ যেভাবে চলছে, শান্তির বাজার থেকে সোনামুড়া পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে। তবে সেটা অল্প সময়ের জন্য—সন্ধ্যা ৫টা থেকে রাত্রি ১১-১২টা পর্যন্ত সেটা করা হয়। যাতে সর্ব্বক্ষণের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় তার জন্য অনুরোধ রাখছি। শান্তিরবাজার থেকে সাব্রুম নেওয়ার জন্য যে পরিকল্পনা, সেটার কাজ যেন ত্বরান্বিত করা হয়, এবং পথে বাইখুড়া, জুলাইবাড়ী অঞ্চল, মনুবাজার এইসব জায়গায় যাতে সরবরাহ করা যায়, তারজন্য অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনিশিকান্ত সরকার। ওনলি ফাইভ মিনিটস্।

শ্রী নিশিকান্ত সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসের সামনে যে অর্থমন্ত্রী ডিমাণ্ড নাম্বার ২৫—ইলেকট্রিসিটি রেখেছেন তা আমি সমর্থন করি। ইলেকট্রিসিটি আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ প্রয়োজন. এটা আরও বৃদ্ধি করা দরকার। কারণ আজকে ত্রিপুরার যে অবস্থা এই বিদ্যুৎ শক্তিকে যদি আমাদের কৃষি কাজে লাগান যায় তাহলে আজকে এই অনুন্নত ত্রিপুরার আরও উন্নতি হবে বলে আমি আশা করি। তবে আমি জানি ত্রিপুরায় আগামী দিনের যে ডুম্বুর পরিকল্পনা এবং আসাম থেকে বিদ্যুৎ আনা, এটা হয়ত সময় সাপেক্ষ। তবুও যেটুকু আমাদের আছে, আমার মনে হয় সেখানে বিদ্যুৎ লাইন চলে গেছে। সুদূর ধম্মনগর থেকে বিলোনীয়া, উদয়পুর থেকে অমরপুর, উদয়পুর থেকে সোনামুড়া এবং আগরতলা থেকে সোনামুড়া, এই যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল দিয়ে বিদ্যুৎ লাইন গেছে সেখানে যেই যেই মাঠগুলি আছে, আমি দেখেছি যে গোমতি ভেলি থেকে আরম্ভ করে সোনামুড়া পর্যান্ত, আগরতলা থেকে সোনামুড়া পর্যান্ত বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় মাঠ জলের অভাবে কৃষকেরা অনেক সময় ফসল করতে পারে না বা যে পরিমাণ ফসল করে, সেই পরিমাণ ফসল পায় না। তাই আমি প্রস্তাব রাখছি বিদ্যুৎ শক্তিকে যাতে কৃষি কাজে লাগান যায়, সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট অনুরোধ রাখছি। যদি নাকি ঐ বিদ্যুৎ শক্তিকে কৃষি কাজে লাগাতে পারি, যদিও তার ব্যয় অনেক বেশী, তথাপি যদি গভর্ণমেন্ট সাবসিডি দিয়ে কৃষকের সেচের সুবিধার জন্য এই বিদ্যুৎ শক্তিকে কাজে লাগান যায়, তাহলে আমার মনে হয় ত্রিপুরার যে খাদ্যের আভাব, সেটা দূরীভূত হবে এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— Now Hon'ble Minister may give his reply.

শ্রী এস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইলেকট্রিসিটি স্কীমস আনডার ক্যাপিট্যাল আউটলে, এই সম্পর্কে দুইটি ডিমাণ্ড হাউসের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে এবং আশা করব হাউস এই দুইটি ডিমাণ্ডকে অনুমোদন করবেন। এইখানে ইলেকট্রিসিটি অ্যাণ্ড কেপিটেল আউটলেতে ১২,৯২,০০০ এবং ৮৫,১৮,৭০০ টাকা বরাদ্দ আমরা করেছি হাইডেল স্কীমের জন্য এবং সেই ইলেকট্রিসিটি স্কীমকে জয়যুক্ত করার জন্য আমরা উমিয়াম থেকে লাইন আনছি এবং তার ভিত্তি স্থাপনের কাজ সুরু হয়েছে. চুক্তিপত্র হয়ে গেছে এবং কাজ সুরু হয়েছে। হাইডেলের আমাদের অ্যাগ্রিমেন্ট হয়ে গেছে এবং কাজ হচ্ছে প্রাথমিক পর্য্যায়ে। তারি জন্য এই অর্থের অঙ্ক হাউসের সামনে আমরা রেখেছি। এটা বলতে গিয়ে ইলেকট্রিসিটি এবং পোষ্টাল যে লাইন আছে তার কন্ডাকটরের কনফিউসন হয় বলে যে কথা বলা হয়েছে সেটা আমি জ্ঞাত নই এবং তথ্যাভিজ্ঞ মহল থেকে সেটা আমি জ্ঞাত নই। তবে মাননীয় সদস্য যদি জ্ঞাত হয়ে থাকেন তথ্যাভিজ্ঞ মহল থেকে, তাহলে নিশ্চয়ই সেই সম্বন্ধে আমরা চিন্তা করব। আর একটি কথা বলা হয়েছে যে হাইডেল যখন আসছে তখন আর কোন নূতন ডিজেল পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত নয়। কিন্তু নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে,

কারণ এটা আসতে যে বিলম্ব হবে সেই সময় পাওয়ার ছাড়া মানুষ থাকতে পারবে না। কারণ ধীরে ধীরে কুটির শিল্প গড়ে উঠছে, ধান ভাঙ্গানো, গম ভাঙ্গানোর কাজ হচ্ছে এর উপর নির্ভর করে। অতএব যে পাওয়ার আছে তাতে আমাদের দৈনন্দিন যে কাজগুলি চলছে, নচেৎ ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি অচল হয়ে যাবে। অতএব হাইডেল আসলে পরেও এটা ব্যর্থ যাবে না। কারণ এই পাওয়ারকে ষ্ট্যানডিং বাই করে আমরা রাখব। যে কোন সময় পাওয়ার ফেল করতে পারে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আছে এবং নানা কারণ থাকতে পারে। আর একজন মাননীয় সদস্য বলতে গিয়ে বলেছেন সাবসিডির কথা। ডিজেল মেশিন যা চলছে এখানে, সেটা বিরাট 'লসে' চলছে। অতএব এর উপর সাবসিডি দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব অসম্ভব বিধায় এটা আমরা করতে পারছি না। তবে এটা ঠিকই যে একেবারেই যে সেই পাওয়ার কাজে লাগছে না তা নয়। যেখানে লি টং ইরিগেশন করছি সেই সমস্ত জায়গাতে ডিজেল মেশিন কার্য্যকরীভাবে কাজে লাগান হচ্ছে অতএব ইরিগেশন স্কীমে আজকাল মোটামুটি সেটাকে লাগানো হচ্ছে যেমন নড় ়গড়, দুর্জ্জয়নগর, রাঙাউটি, রাণীরবাজার, জিরানিয়ার কাছে চ˙˙ কনগরে সেটা হয়েছে এবং খোয়াইয়ে সেটা করা হচ্ছে। তবে সেটা ব্যাপক নয়, অতি বড়ও নয়, ছোট ছোট। কারণ এ দ্বারা ব্যাপকভাবে কৃষিকার্য্যে ডিজেল ব্যবহার করে তার থেকে আমরা তাকে ব্যাপকতর ক ত পারছি না বলেই আজ হাইডেলের দরকার হয়ে পড়েছে এবং সেইভাবে আমরা পরিকল্পনা করেছি এবং উমিয়াম এবং গোমতী এই দুইটি স্কীমকে আমরা গ্রহণ করেছি। যার ফলে আমরা অ্যাগ্রিকালচার এবং ইণ্ডাষ্ট্রিকে ডেভেলাপ করতে পা র। কারণ ত্রিপুরার যে ইণ্ডাষ্ট্রি সেটা হবে অ্যাগ্রি বায়াস এবং ফরেষ্ট বায়াস। অতএব সেইদিকে দৃষ্টি রেখেই, কাঁচামা যাতে সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে উঠতে পারে, এই যে বিরাট এক পরীক্ষা নিরীক্ষা আমরা হাতে নিয়ে আশাকরি আমরা সেটাকে কার্য্যকরীভাবে গড়ে তুলতে পারব আপনাদের সাহায্য এবং স হানুভূতি পেলে।

Mr. Speaker :— Debate on these two de ands is over. I am now putting to vote the demands No.25—Electric / Schemes and Demand No. 41 —Capital outlay on Electricity Schemes, separately. There is no motion for reduction of grants on any demand.

(The demands were put to vote respectively and passed by voice votes).

Mr. Speaker :— I would now call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 21.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 25,09,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year

ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 21—Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works.

Mr. Speaker :— Will there be any debate on this demand ?

Shri Jatindra Kr. Majumder :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ২১—কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট প্রজেক্ট, ন্যাশন্যাল একস্টেনশন সার্ভিস অ্যাণ্ড লোক্যাল ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্কস, এই খাতে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন সেটা সম্পূর্ণ সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই জন্য যে কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট আমাদের দেশের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় বলেই সেই প্রোগ্রাম আজকে হয়েছে এবং হচ্ছে। কথা হচ্ছে যে উন্নয়ন করতে গিয়ে এটা এমন একটা জিনিষ যে কোন কিছুই বাদ নাই যা এর মধ্যে পড়ে না। অ্যাগ্রিকালচার, অ্যানিমেল হাজবেণ্ড্রী, ইরিগেশন, হেল্‌থ অ্যাণ্ড সেনিটেশন, সোশ্যাল এডুকেশন অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ, সবকিছুই পড়ে। এই জন্য আমি অন্য দিক দিয়ে বলতে চাই না। এই গুরুত্বপূর্ণ খাতে সমষ্টি উন্নয়ণের জন্য আমাদের ব্যয়বরাদ্দ অন্য দিক থেকে কমিয়ে হলেও যাতে এই খাতে ব্যয় বরাদ্দের মাত্রা বেশী থাকে সেটা অত্যন্ত ভাল। কারণ জনশক্তিকে কাজে লাগাবার জন্য, গ্রামীন জনসাধারণের উন্নয়নের জন্য এই যে খাত সেটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খাত। আজকে ব্লকগুলিতে এই সি, ডি, থেকে টাকা খরচ হয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই টাকা ষ্টেজ টু ব্লক যেগুলি সেই ব্লকগুলি থেকে কিছু টাকা নিয়ে আদিবাসী জনসাধারণের স্বার্থে টি, ডি, ব্লক করা হচ্ছে। কাজেই এই দিকে যেমন লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং আমাদের সরকার সচেতন এবং ওয়াকিবহাল আছেন যে এই টি, ডি, ব্লকের মাধ্যমে আদিবাসী জনসাধারণের সার্বিক উন্নয়ন প্রয়োজন তেমনি আমাদের আর একটি জিনিষ লক্ষ্য রাখতে হবে যে ফোর্থ ষ্টেজ টু ব্লক সেগুলিতে যেহেতু টাকা এই সি, ডি, থেকে নেওয়া হয় সেই জন্য এই খাতে যথেষ্ট পরিমাণে টাকা রাখা দরকার।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোন কোন ব্লককে ৪র্থ স্টেজ ২ ব্লককে ইনটেনসিভ ব্লকে পরিণত করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটির জন্য সাড়ে সাত হাজার টাকা দেওয়ার জন্য ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে কিন্তু যে ব্লকগুলি থেকে অংশ করে নিয়ে টি, ডি, ব্লক করা হয়েছে জনসাধারণের সার্বিক উন্নতির জন্য টি, ডি, খাতে টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে, জিরানিয়া ব্লক যেটা আছে, যেটার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন পৃথিবী বিখ্যাত আমাদের স্বর্গীয় জহরলাল নেহেরু, সেটা আজকে অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে। আমি জানি মাননীয় স্পীকার, স্যার, যখন এই ব্লক স্থাপন করা হয় তখন এর লোক সংখ্যা ছিল ১২।১৩ হাজার, আদিবাসী এবং অন্যান্য সম্প্রদায় মিলে, আর বর্তমানে তার লোক সংখ্যা প্রায় সাড়ে পচাত্তর হাজার দাঁড়িয়েছে। জন-সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। নূতন নূতন লোক আসছে, উপরন্তু জন্ম হচ্ছে। কাজেই জন-সংখ্যা বাড়বে। জনসংখ্যা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর টাকা পয়সা দরকার কিন্তু ৪র্থ ষ্টেজ ২ ব্লক হওয়ায় প্রচুর টাকা পয়সা সেখানে যাচ্ছে না। এইজন্য যাচ্ছে না যেহেতু সেটা পুরাণো

ব্লক। যেখানে তিন চারটি ফেমিলি নিয়ে টি. ডি, ব্লক করার কথা, সেখানে আজকে পঁচাত্তর থেকে সাড়ে পঁচাত্তর হাজার লোক, তার ফেমিলি কত হবে? এতবড় জন সংখ্যাপূর্ণ ব্লক যেগুলিতে সি, ডি, ৪র্থ ষ্টেজ ট ব্লক আছে, সেগুলি অবহেলা না করে সেখানে বাঙ্গালী এবং আদিবাসী মিলে একটি করে টি, ডি, ব্লক করা হউক এই আবেদন আমি রাখছি। কারণ এই টি, ডি, ব্লকের মধ্য দিয়ে সেখানে বিভিন্ন খাতে যে টাকা যায়, আদিবাসীদের জন্য, পুকুর কাটার জন্য, ফিশারী করার জন্য, উন্নত ধরণের বীজ, সার ইত্যাদি দেওয়ার জন্য, ট্রাইবেল এবং ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি এবং অন্যান্যদের জন্য টাকা আছে, এই ৪র্থ ষ্টেজ ট ব্লক এই সব সুযোগ সুবিধাগুলি পাচ্ছে না। তাই আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি যে এই সমস্ত দিকে যাতে নজর দেওয়া হয়। যদিও ৪র্থ ষ্টেজ ট ব্লক, তবুও তাদের এইসব সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করতে পারিনা কারণ তাদেরও সকলের সঙ্গে সমান অধিকার, তারাও ভারতের নাগরিক, কাজেই তাদের প্রতি অবহেলা করা উচিত নয়। আমার সময় অত্যন্ত কম সেই জন্য মোটামুটি একথাগুলি রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করতে চলছি। ইরিগেশান খাতে এখানে যে আছে মাত্র ৬ হাজার টাকা করে। ইরিগেশন বাবদ ৬ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যদিও অন্যান্য খাতে এ্যাগ্রিকালচার বা মাইনর ইরিগেশন খাতে আরও টাকা আছে, তথাপি সি, ডি, থেকে ছোট ছোট বাঁধগুলি করা হয় সেখানকার জনসাধারণকে দিয়ে। এখানে ইরিগেশান খাতে মাত্র ৬ হাজার টাকা রাখা হয়েছেও এটা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। বাস্তবিক এটার দিকে যদি লক্ষ্য রাখা না হয়, ভবিষ্যতে এদিকে জনসাধারণের উৎসাহ হবে না, কাজেই এদিকে নজর রাখা দরকার। এনিমেল হাজবেন্ড্রিতে আমি দেখছি যে এই সমস্ত খাতে টাকা পয়সা যায় না যেমন পিগারি, বা অন্যান্য খাতে টাকা পয়সা যাতে যায়, সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত। ওনলি ফাইভ মিনিটস্। টাইম ইজ ভেরি সর্ট এ্যাট আওয়ার ডিসপোজাল।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, পাঁচ মিনিটে আমি শেষ করতে পারব কি না জানি না।

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ ইউ ট্রাই ট ফিনিশ ইউর স্পীচ উইদ ইন ফাইভ মিনিটস।

শ্রী প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে সি, ডি, প্রজেক্ট ন্যাশান্যাল একস্টেনশন সার্ভিস আণ্ড লোক্যাল ডেভলাপমেণ্ট ওয়ার্কস, এই খাতে টাকা রাখা হয়েছে, ডিম্যাণ্ড নাম্বার ২১, সেটাকে সমর্থন করে প্রথমে আমি একটি কথা বলব—এই যে কমিউনিটি ডেভেলাপমেণ্ট ব্লকগুলি করা হয়েছে, সেগুলি সম্বন্ধে। প্রথমতঃ টি, ডি ব্লক, সম্বন্ধে দুই চারটি কথা বলব। টি, ডি, ব্লক আমাদের ত্রিপুরায় যে করা হয়েছে, সেটার গুরুত্ব খুবই বেশী। কারণ আমরা জানি যে আমাদের সংবিধানে যে পঞ্চম তপশিল, সেই তপশিলের উপর ভিত্তি করে, ধেবর কমিশনের যে রিপোর্ট সেই রিপোর্টকে ভিত্তি করে বর্ত্তমানে

উপজাতীয় সমস্যা, তাদের যে পশ্চাদপদ অবস্থা এবং তাদের শিক্ষা, তাদের সিকিউরিটি, তাদের জমিতে নিরাপত্তা সেইসব চিন্তা করে এবং ত্রিপুরার বর্তমান লোক সংখ্যা প্রত্যেক জায়গায় আজকে ত্রিপুরার উপজাতি থেকে অন্যান্য জাতির লোক সংখ্যা অনেক বেশী হয়ে গেছে, সেই ক্ষেত্রে ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে ধেবর কমিশন অলটারনেটিভ সাজেশান হিসাবে টি, ডি, ব্লকের কথা রেখেছেন। রেখেছেন সেইজন্য, যাতে এইসব উপজাতিদের উন্নয়নের সমস্ত রকমের প্রচেষ্টা করা হয় এবং তাদের শিক্ষার দিকে, কৃষির উন্নতির দিকে দৃষ্টি রেখে এবং কি ভাবে তাদের আর্থিক উন্নতি করা যায়, সেই চিন্তা ধারার উপর ভিত্তি করে, ৫ম তপশিলের দিকে দৃষ্টি রেখে, এই টি,ডি, ব্লক করা হয়েছে, অতএব আমি এটাকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করছি। করছি এইজন্য যে আজকে সারা ভারতবর্ষে উপজাতি এবং অন্যান্য অনুন্নত জাতিদের সমস্যা গুরুতর ভাবে দেখা দিয়েছে। এমন কি আজকে আসামে মিজো, খাসিয়া, জয়ন্তি, নাগা, এই সমস্ত উপজাতিদের মধ্যে তাদের উপেক্ষা করা হচ্ছে কিংবা অন্যান্য উন্নত জাতিদের সমপর্যায়ে তাদের নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা ভারত সরকার করছেন না এই যে দৃষ্টিভঙ্গী, সেই দৃষ্টিভঙ্গীকে কেন্দ্র করে আজকে আমাদের ত্রিপুরায়ও সেই আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তাই টি, ডি, ব্লক করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আজকে এই টি, ডি, ব্লকের মাধ্যমে উপজাতিদের সাথকে সংরক্ষিত রাখা। তাই আমি এটাকে আন্তরিক সমর্থন জানাচ্ছি এবং শুধু জানাচ্ছি নয়, আমি এই আবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে রাখব, যে এই যে টি, ডি, ব্লক তার ভিতর দিয়ে সকল রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য আরও টাকা যদি দরকার হয়, তারও বায় বরাদ্দ করে তাদের যাতে উন্নতি করা যায় সেটা করা দরকার। আমি শুধু কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট সম্পর্কে দুই একটি কথা বলব যে ব্লক জিনিষটা আমরা আমেরিকা থেকে ধার করেছি। কিন্তু আমেরিকা যেভাবে সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করছে আমাদের ভারতবর্ষ তথা ত্রিপুরায় ঠিক তদরূপ নয়। সেখানে ব্লকে যারা কাজ করে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে ব্লক করা হয়েছে, সেটা যেন তারা সার্থক করে তুলতে পারে। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরার ব্লকগুলিতে দেখেছি যে ষ্টেজ টুতে যাওয়ার পরেও আমরা যদি তাদের জিজ্ঞাসা করি যে তোমাদের এলাকায় নাল জমি কত, তা তারা বলতে পারে না, তাদের কোন রেকর্ড নাই। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কো-অপারেটিভ এক্সটেনশান অফিসারকে, তোমাদের অবস্থা কি? তারা বলে যে ফিফটি পারসেন্ট, সিক্সটি পারসেন্ট ডিফাংক্ট। আজকে যদি ৫।৭ বছর ব্লকগুলি কাজ করার পরেও চলার জন্য রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা না থাকে, আজকে যদি আমরা ব্লকের মধ্যে কত একর জমি আছে তার রেকর্ড না পাই, তা'হলে সেটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার হবে। তাই আমরা অনুরোধ করব ব্লকগুলিকে রিফর্ম্ম করার সময় এসেছে, কিভাবে ডেভেলাপমেন্টের কাজে মন দিতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের ব্লকগুলি অ্যাগ্রি বায়াস সুতরাং এই জিনিষটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে কৃষির উন্নতির ব্যাপারে যেন তারা উৎসাহী হয় এবং প্রকৃতভাবে যিনি কৃষিকে ভাল-বাসেন তাকেই যেন ব্লক অফিসার করা হয়। আমি যদি এমন একজন ব্যক্তিকে ব্লক অফিসার

করে দিই যিনি সাহিত্য ভালবাসেন তা'হলে তার দ্বারা সাহিত্যই হবে, কৃষির আর উন্নতি হবে না। সে জন্যই আমি বলছিলাম যে আমাদের ব্লকগুলিতে উপযুক্ত লোক নিয়োগ করা দরকার। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী ঘনশ্যাম দেওয়ান :— মিঃ স্পীকার, স্যার, ২১—কমিউনিটি ডেভেলাপমেণ্ট প্রজেক্ট, ন্যাশন্যাল একসটেনসন সার্ভিস অ্যাণ্ড লোক্যাল ডেভেলাপমেণ্ট ওয়ার্কস এই খাতে বাজেটে যে অংক রাখা হয়েছে আমি সেটা সমর্থন করে বলব যে এখানে দেখা যায় ছামনু পোষ্ট স্টেজ টু ব্লক, অমরপুর পোষ্ট স্টেজ টু ব্লক। কিন্তু কাগজে কলমে দেখা যায় যে সেগুলি টি, ডি, ব্লক। কিন্তু এখানে সেই টি, ডি, ব্লকের কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং আমি মনে করি যে, যে ব্লকগুলি টি, ডি, ব্লক, সেই ব্লকগুলিকেই টি, ডি, ব্লক বলেই মনে না করা উচিত। জুমিয়া কলোনীগুলিতে যে সুপারভাইজার থাকে তাদের ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট থেকে, টি, ডি, ব্লকের প্রজেক্ট অফিসারের মাধ্যমে কাজ করতে দেওয়া হয়। আমি সাজেষ্ট করি যে, সুপারভাইজার-গুলিকে অ্যাট লীষ্ট ভি, এল, ডব্লিউ, ফোর ষ্টেজ ট্রেনিং কোর্সে ট্রেনিং দেওয়া উচিত। কারণ সুপারভাইজার যারা আছে ট্রাইবেল কলোনীগুলিতে তারা ভি, এল, ডব্লিউ. থেকে না হওয়াতে, যাদের অ্যাগ্রিকালচারের জন্য জুমিয়াদের কাছে দেওয়া হয়েছে, সেই সমস্ত কলোনীগুলিতে দেখা যায় জুমিয়া পুনর্ব্বাসন বিঘ্নিত হচ্ছে। কমিউনিটি ডেভেলাপমেণ্টে দেখা যায় ১,২১,০০০ টাকা বরাদ্দ আছে, এখানে আরও টাকা বরাদ্দ করা উচিত এবং তাদের জন্য টিউবওয়েল, রিংওয়েল, ড্রিংকিং ওয়াটার ফেসিলিটিজ বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। ত্রিপুরার টি, ডি, ব্লকগুলিতে ম্যান পাওয়ারকে ঠিক ঠিকভাবে উৎসাহ দেওয়ার জন্য আমি মনে করি টি, ডি, ব্লকে আরও টাকা বরাদ্দ করা উচিত। এবং কমলপুর কুলাই হাওর তহশীল, ট্রাইবেল মেজরিটি অ্যারিয়া। তাদিগকেও অতি সত্বর যাতে ডেভেলাপমেণ্টের ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হয় এবং তাদিগকে উন্নয়নের জন্য নূতন টি, ডি, ব্লক খোলা উচিত।

Mr. Speaker :— Now Hon'ble Minister will please give reply to the debate.

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, যে ডিম্যাণ্ড ফর গ্রাণ্ট এসেছে, সেটা আমি সমর্থন করছি। সেটাকে সমর্থন করতে গিয়ে বিভিন্ন বক্তা যে সমস্ত কথা বলেছেন, তার উপর বলার কিছু নেই। আজকে মাননীয় সদস্যরা টি. ডি. ব্লকের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন এবং সেইজন্য আজকে এই ব্লকগুলি করা হয়েছে এবং তার ভিতর দিয়ে যে সমস্ত আদিবাসী সম্প্রদায় আছেন, তাদের বড় সমস্যা হচ্ছে তাদের পুনর্ব্বাসন, তাদের পুরাণ যে জীবনযাত্রা সেটা কি করে পরিবর্তন করা যায়, নূতন ভাবে তারা যাতে জীবন যাপন করতে পারে, জমিতে কিভাবে তারা ফসল ফলাতে পারে, তার জন্য বিশেষভাবে যে প্রচেষ্টা সেটা আজকে এই ব্লকগুলির মাধ্যম দিয়ে চেষ্টা করা হচ্ছে। বিশেষভাবে জমির প্রতি যে মায়া, তাদের সেই প্রকৃত মায়া যাতে হয়, তার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। তাদের পুরাণ প্রথা তাতে এক জায়গায় তারা জুম করত, তাতে চার পাঁচ বৎসর সেটা ফেলে রাখতে হত। আজকের

দিনে এত উদ্বৃত্ত জায়গা নাই, যে ফেলে রাখা চলে ; যেভাবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, আদিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে তাদের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই যাতে সেই সমস্ত জায়গায় ইনটেনসিভ কালটিভেশান হতে পারে সেই জন্য এ্যাগ্রিকালচার এবং হরটিকালচারের মাধ্যমে তাদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।

কালকে কেউ কেউ বলেছেন এস.ডি.ওদের বি.ডি.ও হওয়ার সুযোগ দেওয়ার কথা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেটার উত্তর দিয়েছেন যে সেটার চেষ্টা চলছে। আসল সমস্যা সেখানে নয়। এই ব্লককে সাকসেসফুল করতে হলে চাই জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত কর্মের প্রেরণা। ব্লকের মধ্যে যারা থাকবে তাদিগকে তাদের প্রকৃত পন্থাকে বেছে নিতে হবে। মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন যে এটা আমরা আমেরিকা থেকে এনেছি। সত্যিই তাদের দেশের কথা আমাদের কাছে স্বপনের মত মনে হয়। সেখানে ব্লকের জন্য কি কি করতে হবে সেই পথের শুধু নির্দেশ দেয় সরকার। আর বাকী পরিশ্রম ইত্যাদি থাকে জনসাধারণের হাতে। কেউ যদি গ্রামে পরিশ্রম না করে তাহলে তার পরিশ্রম করবার শক্তি পরবর্তী সময়ে থাকে না। আজকে আমাদের যে আর্থিক অসংগতি, সেটার কারণ সরকারএর উপর নির্ভরশীলতা। সমস্ত কিছু অর্থ দিয়ে হয় না। অর্থের সংগে পরিশ্রম করার মনোবৃত্তিও তৈরী করা দরকার। কাজেই এটা আবার নূতন করে দেখা উচিত। কারণ ব্লক ষ্টেজ শেষ হওয়ার পর, এখন অনেকগুলি ব্লক পুরান হয়ে গেছে। অনেকগুলি ফেজ টি. ডি. ব্লকে আছে, সেগুলির দিকে আমরা এখন বিশেষ নজর দিচ্ছি। এইসব টি. ডি. ব্লক প্রথম অবস্থায় যে ভাবে অর্থ পেত, বর্তমানে সেই ভাবে পাওয়ার সুযোগ নেই। সমস্ত দিক থেকে এটা নূতন ভাবে করার জন্য সমীক্ষা করা হচ্ছে। ব্লক সম্পর্কে অনেকে সমালোচনা করেন। কিন্তু দোষ ব্লকের নয়। এই ব্লককে সাকসেসফুল করতে হলে চাই আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। সেইজন্য পরিবেশ তৈরী করা দরকার। তার জন্য আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :—The debate is over. There is no motion for reduction of grant. I am now putting the Demand to vote.

The Demand No. 21—Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works was put to vote and passed by voice vote.

Mr. Speaker :—Now I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 45.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,84,41,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year

ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 45—Capital Outlay on Schemes of Government Trading.

Mr. Speaker ;—Will there be any debate on this Demand.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :—Hon'ble Speaker, Sir, আজকে আমাদের হাউসের সামনে ডিম্যাণ্ড নাম্বার ৪৫ যেটা আমাদের অর্থমন্ত্রী রেখেছেন, তার সমর্থনে কয়েকটি বক্তব্য হাউসে রাখতে চাই। এখানে ফিসারি, পারচেজ অব ফুডগ্রেনস, এবং অন্যান্য এ্যাগ্রিকালচারেল ইম্প্রীমেন্টেসনের জন্য টাকা ধরা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পারচেজ অব ফুডগ্রেনস। মাননীয় স্পীকার, স্যার, খাদ্য সমস্যা শুধু ত্রিপুরার সমস্যা নয়। সমগ্র ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এটাকে ফেস্ করার জন্য..........

মিঃ স্পীকার :—আই শ্যাল রিকোয়েষ্ট অনারেবল মেম্বার টু ফিনিশ হিজ স্পীচ উইদইন ফাইভ মিনিটস।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—আই শ্যাল ট্রাই, স্যার। এটাকে ফেস করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। তার জন্যই বাহির থেকে আমাদের খাদ্য আমদানি করার জন্য এই টাকা রাখা হয়েছে এবং এই খাদ্য ত্রিপুরার যেখানে প্রয়োজন সেখানে রেশন সপের মধ্য দিয়ে ডিষ্ট্রিবিউশান করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই ডিষ্ট্রিবিউশান সম্বন্ধে আমি হাউসে এইটুকু রাখতে চাই যে এক দিকে যেমন খাদ্য সমস্যা জাতির সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই খাদ্য রেশন শপের মাধ্যমে বিতরণ করাও সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার কারণ টাউনে আমরা দেখছি যে শতকরা ৯৯ জন মানুষ রেশন সপ থেকে চাউল এনে খায় এবং উচ্চ, নীচ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, লেবার, কর্মচারী সবাই এখানে জড়িত। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত লোকই এখানে বেশী। যে পরিমাণ রেশন শপ খোলা হয়েছে, আর রেশন কার্ড দেওয়া হয়েছে, তার থেকে দেখা যায় যে গড়পরতা হাজার লোক একটি রেশন শপ থেকে চাউল, গম ইত্যাদি নেয়। প্র্যাকটিক্যালি সপ্তাহে ছয় দিন রেশন শপ থেকে চাউল গম দেওয়া হয়। এই যে এক সের থেকে দেড়সের চাউল এবং গম নিতে গিয়ে যে ভাবে ম্যান পাওয়ার মিসইউজ করতে হয় সেটা লক্ষ্য করার বিষয়। একজন চাকুরী ছেড়ে সেখানে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, নতুবা তার ছেলে মেয়ে যারা স্কুল কলেজে পড়ে লেখাপড়া করে তাদেরকে রেশন শপে পাঠাতে হয়। এই যে একটা সমস্যা সেটার দিকে দৃষ্টি দিতে আমি বলব। যাতে করে রেশন শপ'এর সংখ্যা বাড়িয়ে, অল্প সময়ের মধ্যে রেশন কালেক্ট করতে তারা পারে এই দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং এই বলেই আমার বক্তব্য বাজেটের সমর্থনে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—নাউ আই রিকোয়েষ্ট দি অনারেবল মিনিষ্টার টু গিভ হিজ রিপ্লাই।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশ গুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এখানে গভর্ণমেন্ট ট্রেডিং এর জন্য যে টাকা রাখা হয়েছে, বিশেষভাবে সেটা হচ্ছে বাহির থেকে যে খাদ্যশস্য আনা হয় তারজন্য। যেহেতু ত্রিপুরার লোকসংখ্যা বাড়ছে এবং যেহেতু প্রতি বৎসরেই বিশেষ পরিমাণ খাদ্যশস্য বাইরে থেকে আনতে হয় তারজন্য এই প্রভিশন রাখা হয়েছে এবং এবারেও যাতে ৫০,০০০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আনা যায় তারদিকে লক্ষ্য রেখেই এই প্রভিশন রাখা হয়েছে। এছাড়া আরো প্রভিশন রাখা হয়েছে সেটা হচ্ছে বাফার ষ্টক গঠন করা। চাইনীজ অ্যাগ্রাসনের পর থেকে এটা করা হয়েছে। বর্ষার সময় আমাদের যোগাযোগ ব্যাহত হয়, সেজন্য সরকারের হাতে যাতে দু'মাসের জন্য একটা বাফার ষ্টক থাকে, ডাল তেল, নুন ইত্যাদি থাকে, তার জন্য এই প্রভিশন রাখা হয়েছে। এছাড়াও উন্নত ধরনের বীজ প্রভৃতির জন্য টাকা রাখা হয়েছে। প্রকিউরমেন্টের কথা যে বলেছেন, ইতিমধ্যে অনেকগুলি শপকে বাড়িয়ে নতুন নতুন শপ করার কতগুলি ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে আমি জানি। ইতিমধ্যে ১৭ ১৮টি নতুন দোকান করা হয়েছে। নিশ্চয়ই সেটা যেখানে প্রয়োজন সেখানে বিবেচনা করা হবে। এই বলেই আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি।

Mr. Speaker :—The discussion is over. I am now putting the demand to vote.

(The demand No. 45—Capital Outlay on Schemes of Government Trading was put to vote and passed by voice votes).

Mr. Speaker :—I would now call on Finance Minister to move his demand No. 46—Loans and Advances by the State/Union Territory Governments.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 39,68,000/-. [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 46—Loans and Advances by the State Union Territory Governments.

Mr. Speaker :—Will there be any debate on this Grant ? Now I am putting to vote the demand No. 46. There is no motion for reduction of grants.

(The demand was put to vote and passed by voice votes).

Mr. Speaker :—Now I call on Hon'ble Finance Minister to move his demand No. 17 and 38 together.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding

Rs. 60,25,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 17—Agriculture.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 7,12,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Accouut) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 38—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research.

Mr. Speaker :—Now debate will start. I would request the Hon'ble Member. Shri Radhika Ranjan Gupta to participate in the debate.

Shri Radhika Rn. Gupta :—Hon'ble Speaker, Sir, এই ডিমাণ্ড নাম্বার ১৭ এবং ৩৮—এগ্রিকালচার, আমাদের অর্থ মন্ত্রী উপস্থিত করেছেন। আমি এই ডিমাণ্ডটিকে সমর্থন করছি। ত্রিপুরা আজকে কৃষির উপর নির্ভরশীল। জনসংখ্যার প্রায় ৯০ শতাংশ আজকে কৃষিজীবী। কাজেই ত্রিপুরার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য যে প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন আজকে আমাদের মেটাতে হলে কৃষির উন্নয়নের মারফত তা করতে হবে এবং তার জন্য আমাদের সরকারের কাজ চলছে। আজকে ত্রিপুরার কৃষি ক্ষেত্রে একটা বিরাট বিপ্লবের সুচনা হয়েছে। আমরা আজকে দেখেছি যে তাইচুঙের চাষ পরীক্ষামুলকভাবে বিভিন্ন ব্লকে হয়েছে। আই, আর, এইট আর একটা উন্নত ধান। তারও চাষ কোন কোন জায়গায় হয়েছে। আমাদের যারা এ্যাগ্রিকালচারাল সায়েনটিষ্ট তারা তা উদ্ভাবন করেছেন এবং এই তাইচুং এবং আই, আর, এইট কৃষকদের মনে একটা উদ্দীপনা, আশার সঞ্চার করেছে। কাজেই কৃষিতে যে বিপ্লব আমরা আনতে চাই সেই বিপ্লবে তাইচুং একটা আশা, একটা ভরসা, কৃষকদের এবং জাতির। কৃষিতে উন্নয়নের জন্য কৃষকদের যে প্রধান সমস্যা, প্রথম হল তার জমি চাই, সেই জমির জন্য আমাদের ত্রিপুরার ভূমি আইন সংশোধিত হয়েছে এবং তার মুল উদ্দেশ্য হল যাতে কৃষকদের স্বার্থে জমি দেওয়া যায় এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী যারা কৃষক, যারা আদিবাসী, তাদিগকে জমি দেওয়ার কাজ চলছে। একে আজকে আরও ত্বরান্বিত করা দরকার। কারণ প্রথম তার জমির প্রয়োজন, দ্বিতীয় আজকে জলসেচ, বন্যা নিরোধ, উন্নত বীজ এবং সার। এইগুলি ছাড়া আজকে কৃষিতে উন্নতি করা সম্ভব নয়। কাজেই আজকে আমাদের লেবরেটরীতে যে রিসার্চ হচ্ছে, যাতে প্রতিটি কৃষক সেই সম্পর্কে অবহিত থাকতে পারেন, জানতে পারেন এবং সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নত চাষাবাদ যাতে আজকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে তার জন্য ত্রিপুরার কৃষকদের সেই পথে পরিচালিত করতে হবে। তার জন্য উন্নত কৃষি ব্যবস্থার যে প্রচার তারও ব্যবস্থা এখানে আছে। কাজেই এটা একটা ভাল ব্যবস্থা। এখন মুলত যে কতগুলি সমস্যা কৃষকরা ভোগ করেন সেই সম্পর্কে

দু'একটি কথা বলা আমি প্রয়োজন মনে করি। যেমন জলসেচ ব্যবস্থা। কারণ প্রকৃতির উপর নির্ভর করে যখন বৃষ্টিপাত হবে, আমাদের কৃষক ভায়েরা তখন লাঙ্গল নিয়ে মাঠে যাবে, তার উপর নির্ভর করে আমরা চাষাবাদ করতে পারি না। কারণ আমরা দেখছি যে সময়মত বৃষ্টি হয় না। তাই জলসেচের জন্য বিভিন্ন জায়গায় মাইনর ইরিগেশন বাঁধ দেওয়া হয়েছে, ৪০,০০০ টাকা ৫০,০০০ টাকা খরচ করে। এইরকম দু'একটা জায়গা আমরা দেখেছি, বলোনীয়ায় বেতাগার কাছে, কমলপুরে দেখেছি। কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে সেই বাঁধ দেওয়া হয়েছিল সেই জলসেচ হলেও খুব কম কৃষকই তার থেকে উপকার পাচ্ছে। কাজেই এই যে বিনিয়োগ সেটা কৃষির স্বার্থে হলেও কৃষকরা তার থেকে কোন উপকার আজকে পাচ্ছেনা। আমি বলব যে আমাদের অর্থ সংকুলান খুব একটা বেশী নাই। যা আছে তা যাতে আমরা সঠিক-ভাবে প্রয়োগ করতে পারি, আমাদের কৃষকের যে চিন্তাধারা এবং তাদের যে প্রচেষ্টা, তাদের যে কাজ আমরা দেখেছি, অনেক ক্ষেত্রে বুরো ফসলের সময় বা অন্যান্য ছোট ছোট রবি ফসলের সময় ছড়াতে কাচ্চা বাঁধ দেওয়া হয় তার থেকে জলসেচের একটা ব্যবস্থা করার জন্য।

এই সমস্ত বাঁধ দিতে পাচশত থেকে হাজার টাকা খরচ হয়। একটা টেম্পরারী বাঁধ দিয়ে যদি জল সেচের ব্যবস্থা করতে পারি, সেখানে আমরা এক হাজার করে অনেক বাঁধ দিতে পারি। কাজেই যে টাকাটা অর্থাৎ ৪০ হাজার টাকা খরচ করে যেখানে একটা পাকা বাঁধ করা যায়, সেখানে আমরা এক হাজার করে ৪০টি জায়গায় বাধ দিতে পারি এবং যদি তার থেকে বেশী উপকার পাই, তাহলে কাচ্চা বাঁধের ব্যবস্থা করলে বেশী উপকৃত হব। কাচ্চা বাঁধ করলে দুই এক বৎসর এক্সপেরিমেণ্ট হিসাবে সেটা দেখতে পারব যে পাকা বাঁধ করলে তার দ্বারা সেই জায়গায় কৃষক উপকৃত হবে কি না। আরেকটা কথা হচ্ছে আমাদের কৃষক হচ্ছে গরীব উদ্বাস্তু, আদিবাসী। তাদের কৃষিতে বিনিয়োগ করার মত মূলধন নাই। বীজ ধানের জন্য, হালের বলদের জন্য, চাষের সময় তাদের টাকার অভাব হয়, সেই সময় তারা ন্যায্য সুদে টাকা পায় না। সরকার থেকে আমাদের কৃষি ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, কো-অপারেটিভ থেকে সর্ট টার্ম ঋণ দেওয়া হয়। সরকার থেকে এবার দুই লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে এবং কো-অপারেটিভ থেকে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা কৃষকদের সর্ট টার্ম ঋণ দেওয়া হয়েছে। সেই ঋণ মাত্র ত্রিপুরার ৪০টি সোসাইটি পেয়েছে। ৪০টি সোসাইটি আজকে এই কো-অপারেটিভ থেকে স্বল্প মেয়াদি ঋণ গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছে। তা থেকে বুঝা যাচ্ছে ত্রিপুরাতে হাজার হাজার কৃষক আজকে তারা স্বল্প মেয়াদি ঋণের থেকে বঞ্চিত। যার ফলে তারা বাধ্য হচ্ছে মানি লেণ্ডারদের খপ্পরে পড়তে। তারা যে ফসল ফলাচ্ছেন তার একটা বৃহৎ অংশ ঐ মানি লেণ্ডারসদের পকেটে চলে যাচ্ছে তার সুদ হিসাবে, ফলে একদিকে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অন্য দিকে উন্নত ধরণের যে কৃষি ব্যবস্থা প্রয়োগ করা, তার থেকে তারা বিরত থাকছে। এই যে অসুবিধা সেটা দূর করতে হবে। তাই আমি বলব, আজকে এই কৃষির উন্নতির জন্য, কৃষকের উন্নতির জন্য, কৃষকের

জীবনে মৌলিক যে প্রয়োজন, তারা যাতে বীজ ধান সময় মত পেতে পারে, স্বল্প মেয়াদি ঋণ পেতে পারে, অল্প সুদে ঠিক সময় যাতে তারা ঋণ পান সেই দিকে সরকার চেষ্টা করবেন এবং এই সমস্ত বাঁধের কাজ, যেগুলি পাকা বাঁধ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, সেখানে এক্সপেরিমেন্ট হিসাবে যেখানে যেখানে সম্ভব সেখানে কাচা বাঁধের ব্যবস্থা করা হবে এবং যদি দেখা যায় এইগুলি দ্বারা কৃষকের উপকার হচ্ছে, তাহলে যেন সেখানে পাকা বাঁধের ব্যবস্থা করা হয়। তা ছাড়া ফিশারীর কথা আমি বলব। মাছের আজকে এখানে অভাব। যে সমস্ত জলাশয় আছে, সেখানে কৃষি বিভাগ মৎস্যের চাষ করছেন। কিন্তু আমরা দেখছি অনেক জায়গায় অনেক পুকুর আছে, আমার এলাকায় আমি দেখেছি ঐগুলি নিলাম ডাকা হয়েছে। বেতছড়াতে একটা পুকুর আছে, কাঁটালছড়াতে, কাঞ্চনজলাতে আছে কিন্তু নামেই ঐগুলি পুকুর, সেগুলিতে জল নাই। সেইগুলি না চাষের জমি, না পুকুর এই অবস্থায় আছে, কিছু টাকাও সেখানে ব্যয় করা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলিতে এখন জল নাই। সেগুলির দিকে সরকার যেন দৃষ্টি দেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— নেক্সট শ্রীনিশিকান্ত সরকার। ওনলি টেন মিনিটস্।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে অর্থমন্ত্রী মহোদয়, যে ডিমাণ্ড নাম্বার ১১ হাউসের সামনে রেখেছেন, সেটা আমি সমর্থন করছি, সমর্থন করতে গিয়ে দুই একটি আলোচনা রাখছি। এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ডিমাণ্ড যে আজকে ত্রিপুরার সমস্ত কিছু নির্ভর করছে এই কৃষি বিভাগের উপর, কৃষকের উপর। এর পরিপ্রেক্ষিতে যে টাকা এখানে রাখা হয়েছে সেটা আরও বেশী রাখা উচিত ছিল বলে আমার মনে হয়। তবে আমার কথা হচ্ছে, অর্থের হয়ত অভাব হবে না, যদি অর্থের প্রয়োজন হয়। আজকে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে দুই একটি কথা এখানে রাখছি যে, যে অর্থটা আমরা দিচ্ছি, সেই অর্থটা যাতে ঠিক ঠিকভাবে কৃষি খাতে ব্যয় হয়। অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সারা ভারতবর্ষ তথা ত্রিপুরায় খাদ্যের অভাব। কিন্তু যেখান থেকে খাদ্য উৎপাদন হবে, যাদের দ্বারা খাদ্য উৎপাদন করা হবে,আমার মনে হয় আজকে এই ১৫।২০ বছর ধরে তাদের দিকে ঠিক ঠিকভাবে নজর দেওয়া হয় নাই। তবে অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলন সুরু হয়েছে। আমি গ্রামে গ্রামে, সাব-ডিভিশনে গিয়ে দেখেছি যে সেখানে একটা সারা পড়েছে। আজকে মন্ত্রী মণ্ডলী বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন, কৃষকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছেন এবং কিছু কিছু কাজও তারা আরম্ভ করছেন। আমার কথা হচ্ছে যেখানে আজকে সমস্ত উন্নতির মূলে রয়েছে কৃষক সমাজ, খাদ্য উৎপাদন করবে, শিল্পের যোগান দেবে, সহরের মানুষকে এবং দেশ রক্ষা যারা করবে তাদের খাদ্যের যোগান দেবে, কিন্তু সেই খাতে এত টাকা কম রাখা হয়েছে বলেই আমি বলছি যে অন্যান্য ডিপার্টমেণ্ট থেকেও যদি প্রয়োজন হয়, টাকা নিয়ে আসা হউক। বড় বড় পরিকল্পনা, বড় বড় স্কীম হবে, হচ্ছে সেটা সময় সাপেক্ষ। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে যার উপর আমরা নির্ভর করছি, কৃষির উন্নতি, তারা অর্থের অভাবে তাদের যে শক্তি, সেই শক্তি ঠিক ঠিকভাবে ব্যয় করতে পারছে না।

কৃষি ঋণ ইত্যাদি সম্পর্কে আমি দুই একটি কথা এখানে রাখছি। কৃষি ঋণ দিয়ে আমরা দেখছি যে, এ ঋণ তাদের কোন কাজে আসে না। কোন্ মান্ধাতার আমল থেকে একশত, দেড়শত, খুব বেশী হলে আড়াইশত টাকা তাদের ঋণ দেওয়া হয়। এই টাকা নিতে সরকারের হাত থেকে সেই কৃষককে ২০।৩০।৫০ টাকা পর্য্যন্ত খরচ করতে হয় এবং আইন মাফিকই সেটা হচ্ছে। কোথায়ও ক্লীয়ারিং সার্টিফিকেট, কোথায়ও রেজিষ্ট্রী, কোথায়ও ষ্টাম্প, ইত্যাদি বাবতে। আমি এখানে আবেদন রাখব, যে সমবায় সমিতি যেখানে একমাত্র কৃষককুলকে এই ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে সেই সমবায় সমিতির মারফত এটা দেওয়া দরকার। তবে আমরা যেভাবে সমবায় চালাচ্ছি সেইভাবে নয়। প্রত্যেক গাঁও সভা, পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে, কিংবা সরকারী কর্ম্মচারী দ্বারা, কিংবা সমবায় সমিতির অফিসার দ্বারা এবং প্রত্যেকটি কৃষক পরিবারকে সমবায় সমিতির মধ্যে আনতে হবে। সে সমবায় সমিতির টাকার সংকুলান না থাকে সরকারকে সেই টাকা দিতে হবে এবং যে জায়গায় সমবায় সমিতি হবে সেখানে কৃষকদের মধ্য থেকে সমবায় চালাবার জন্য কর্ম্মচারী নিয়োগ করতে হবে। সরকারের যে বীজ, সার প্রভৃতি দেওয়া হয় সেগুলিও সেই সমবায় সমিতির মারফতে দিতে হবে। যেভাবে টাকা তারা নিচ্ছে সেই ঋণের টাকা যাতে ফসলের মাধ্যমে আদায় করা যায় এই সুযোগ যদি দেওয়া হয় তা'হলে আমার মনে হয় ত্রিপুরার খাদ্য উৎপাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে না।

তাছাড়া সেচ ব্যবস্থা সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য বলেছেন। এটা সত্যি কথা বড় বড় গেট হবে, কিন্তু এখন প্রতিটি সাব-ডিভিশনে দেখা যায় যে কিছু কিছু যে কাজ আমরা সুরু করেছি বাধের মাধ্যমে বা ছোট ছোট সেচের মাধ্যমে, সেখানে কৃষকের মনে একটা সাড়া এসেছে, তারা উৎসাহ পাচ্ছে। তবে কৃষি বিভাগ যে তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছে আমি সেটাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু আজকে কৃষি বিভাগ যদি সেচের ব্যবস্থা করেন সেখানে শুধু প্রস্তাব দিলেই হল না। ব্লকের মাধ্যমে আমরা দেখছি একটা প্রস্তাব যদি আসে সেটা টেকনিক্যালী গ্রহণ করব কি না করব সেটা সম্বন্ধে ২।১ বছর তার সাড়া পাওয়া যায় না। সে জন্য আমি বলছি যে কৃষি বিভাগ এবং সেচ বিভাগ এই প্রস্তাবগুলি ভালভাবে বিবেচনা করে পরীক্ষা করে যাতে তাড়াতাড়ি এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেন তার অনুরোধ আমি রাখছি। নানা রকম ডিপার্টমেন্টে স্যাংশনের জন্য ঘুরতে ঘুরতে ২।১ বছর চলে যায় তাতে আমাদের কাজ হচ্ছে না। আমার মোট কথা হচ্ছে কৃষি খাতে যে ব্যয় হবে সেটা ঠিক ঠিকভাবে মৌজাওয়াইজ একটা এলাকা নিয়ে করলে পরে সেই কৃষকদের মধ্যে সাড়া পাওয়া যায় এবং আমি ইদানিং দেখেছি যেমন তাইচুং, আই, আর, এইট মাননীয় সদস্য বলেছেন, আমি নিজে মাঠে নেমে চাষ করে থাকি। আমরা তাদেরে উৎসাহ দেব। উৎসাহী হওয়ার মত পলিসি দেব। যেমন ১০ কাণি জায়গা থাকলেই ১০ কাণিতে তাইচুং ধান হবে না। যদি এই প্রস্তাব কেউ দেন আমি বলব এটা ফেল্যুর। কারণ তাইচুং সময় চায়। ধান ফেলে ২১।২২ দিনের মত তাকে

মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে। সে জমি চায় সমান, জল চায় প্রচুর। জমিটা সমান করার ক্ষমতা যদি কৃষকের না থাকে তা হলে তাইচুং হবে না, আই, আর এইট হবে না। এই কারণে কৃষি বিভাগকে সেই দিকে নজর দিতে হবে। আই আর এইট, তাইচুংএর এই হল নিয়ম। তাতে আমরা ফলন পাব। কৃষককে বীজও দিতে হবে। বীজের কথা বলতে গেলে আমার উদয়পুর সাব-ডিভিশন নিজে বীজ সংগ্রহ করেছে এবং ডিপার্টমেন্টকেও তাইচুং-এর বীজ দিয়েছে অন্যান্য জায়গায় দেওয়ার জন্য। আমি এখানে আর একটি কথা রাখব। ব্লক থেকে বিভিন্ন ট্রেনিংএ লোক পাঠানো হয়ে থাকে। আমার মনে হয় গ্রাম থেকে অর্ধ শিক্ষিত কৃষকের ছেলেদের যদি এইসব ট্রেনিংএর জন্য পাঠানো হয় তাহলে উৎপাদনের দিকে খুব সাহায্য হবে। ত্রিপুরাতে টিলাই বেশী, সমান জায়গা কম। সেজন্য আমি বলি যে ছোট ছোট ট্রাকটর যে দেশ থেকেই হোক আনতে হবে এবং তা দিয়ে কৃষি বিভাগ আমাদের কৃষকদের কিছু কিছু প্রেরণা যোগাতে পারেন। এটা করা হলে ত্রিপুরায় খাদ্যের অভাব হবে বলে আমার মনে হয় না। আমি অনেক দিন এই হাউসে এই বক্তব্য রেখেছি। কিন্তু বক্তৃতাই সার হয়েছে, কাজ আর হয় নাই। তবে এইবার একটা আশা পাচ্ছি মন্ত্রী মহোদয়গণ বনে জঙ্গলে ঘুরছেন, তাঁরা কৃষকদের দিকে নজর হয়ত দিয়েছেন; আমি বলব যে আমার মনের ভাব বুঝে গভর্ণমেন্টের সমস্ত শক্তি যেন কৃষকের, শ্রমিকের জন্য তুলে ধরেন। তারা শ্রম করবে, কিন্তু শক্তির যোগাড় আমাদের দিতে হবে।

তাই আমি কৃষি খাতে আরও কিছু বলবার থাকলেও সময়াভাবে তা করতে পারছি না। তবে আমি বলছি একমাত্র সমবায় এবং মন্ত্রী মণ্ডলীর কৃষকদের দিকে নজর দিতে হবে। তারা কি চায়? তারা উৎপাদন বাড়াতে চায়, তারাও শহরবাসীর মত হতে চায়। শহরের দিকে তো আমরা নজর দেবই, গ্রামের গরীবের দিকেও নজর দেবার জন্য মন্ত্রীমণ্ডলীকে আমি অনুরোধ করব। এই বলেই বাজেটের সমর্থনে আমি বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— সুরেশ চৌধুরী।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী কৃষি খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন, আমি এটা সমর্থন করি। তবে কৃষি বিষয়ে কতকগুলি বিষয়ের প্রতি আমি কৃষি মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। কৃষি ক্ষেত্রে ত্রিপুরাতে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ত্রিপুরার ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার প্রতি দৃষ্টি রেখে আমরা একথা বলতে পারি। ত্রিপুরায় যদি কৃষির উন্নতি পূর্ব্বের তুলনায় না হত, তা হলে ত্রিপুরায় যে লোক সংখ্যা তিন গুণ'এর মত বেড়ে গেছে, দিনের পর দিন লোক আসছে, সেই দিক থেকে দেখতে গেলে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবং উন্নতি হয়েছে বলেই আজকে বাজারে চাউলের দাম বৃদ্ধি হলেও চাউল বাজারে পাওয়া যায়। তবে ত্রিপুরার মাটির আরও ফলন দেওয়ার ক্ষমতা আছে বলে আমি মনে করি। আমাদের পরিকল্পনা আছে, অর্থের বরাদ্দ আছে। এই পরিকল্পনা এবং অর্থ বরাদ্দ যদি ঠিক ঠিকভাবে কাজে লাগান যায়, তাহলে কৃষি ক্ষেত্রে আরও অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে আমি মনে করি। এখনও আমরা প্রকৃতির উপর নির্ভর করে কৃষি কাজ করি।

গত বছর সকলেই আশা করেছিল যে আরও ফলন বাড়বে, ভাল কৃষি হয়েছে মানে ধান খুব ভাল হয়েছে, কিন্তু ধান কাটার পর দেখা গেছে ফসল তেমন ভাল হয়নি কারণ শেষের দিকে বৃষ্টি না হওয়াতে ফলন খারাপ হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি ঠিক প্রকৃতির উপর নির্ভর না করে, জল সেচের ব্যবস্থা করতে পারতাম, তা হলে এই রকম অবস্থার সৃষ্টি হত না। কৃষির জন্য বিশেষ কতকগুলি জিনিষের প্রয়োজন। যেমন, উন্নত ধরনের বীজ, ভাল সার, জল সেচের ব্যবস্থা এই তিনটি জিনিষ যদি সহজ লভ্য না হয়, তা হলে কৃষির উন্নতি সম্ভব নয়। উন্নত ধরনের বীজের কথা কেন বলছি ? দেশী বীজ, তার যে ফলন হয়, বিদেশী বীজ যেমন তাইচুং ইত্যাদির ফলন ভাল হয়। এই তাইচুং ধানের ফলন আমাদের দেশী ধানের তুলনায় ডাবল'এর চেয়েও বেশী হয়। তবে কতকগুলি প্রসেসের উপর সেগুলি নির্ভর করে। বিলোনীয়াতে দেখা গেছে এক একর জমিতে ১২০ মণ ধান ফলেছে এটা কথার কথা নয়। এমন অনেক আছে যেখানে এই ধানের ফলন ১১৪, ১১২ মণ ধান হয়েছে, আবার কারও হয়ত ক্ষতিও হয়েছে। কারণ সময় মত সার, জল দেওয়ার ব্যবস্থা হয়ত সেখানে হয় নি বা পোকার উপদ্রব থেকে, বা রোগের উপদ্রব থেকে রক্ষা করা যায়নি, সেইজন্য ক্ষতি হয়েছে। সেই সব জায়গায় দৃষ্টি দিয়ে, বিশেষ চেষ্টা করে যারা ফলন ফলিয়েছে, তারা যথেষ্ট লাভবান হয়েছে। আমি দেখেছি জুলাইবাড়ী অঞ্চলে কার্তিক মাস থেকে চাউলের দাম বেড়ে গিয়েছিল, কিন্তু বাজারে তাইচুং ফসল আসার পর কিছুটা সেই দাম সমতার মধ্যে এসেছে, তা না হলে এটার উপশম হতনা। এই তাইচুং ধানের বীজ যদি সমস্ত কৃষক পায়, সরকারী প্রসেসের মধ্যে না গেলেও, যদি কৃষকদের নিজেদের প্রসেসে একটু ভালভাবে ফসল ফলানর চেষ্টা করে তা হলে ফলন বাড়বে। কারণ তাইচুং গাছ, অত্যন্ত শক্ত, যে সব জমিতে সার আছে শক্ত ধানের গাছ যদি সেই সমস্ত জমিতে না দেওয়া হয়, তা হলে গাছ স্ট্যাণ্ড করতে পারে না, পড়ে যায়। তা ছাড়া তাইচুং ধানের চাষ করতে হয় ঘন। যেখানে দেশী ধানের চাষ করতে হয় ১২ ইঞ্চি পর পর, সেখানে তাইচুং লাগাতে হয় ৬ ইঞ্চি পর পর। সেইজন্য তাইচুং'র ফলন বেশী হয়। আমি সেইজন্য কৃষি মন্ত্রীর নিকট অনুরোধ রাখছি, তাইচুং ধানের বীজ যাতে সর্বত্র বিলি হতে পারে বা বিক্রী হতে পারে, সেইদিকে একটি ব্যবস্থা রাখার জন্য উন্নত ধরনের বীজ যদি না হয়, আমাদের যে সমস্ত ফার্ম্ম আছে, আমি আগেই বলেছি যে আমাদের প্রচেষ্টা আছে, পরিকল্পনা আছে কিন্তু কার্য্যকরী করার মধ্যে সব কিছু নির্ভর করে। আমাদের কৃষি ফার্ম্ম আছে সেখানে উন্নত ধরনের বীজ উৎপাদন করার জন্য। কিন্তু তাতে কিছু পাওয়া যায় না, উন্নত ধরনের বীজ সেখানে যা হয়, সেটা কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী প্রচুর নয়। কৃষকদের বাজার থেকে সেই বীজ খরিদ করতে হয়, তাতে দাম বেশী পড়ে, অন্যদিকে ভাল বীজও পাওয়া যায় না। সেইজন্য কৃষি মন্ত্রীর নিকট অনুরোধ রাখব যাতে এই ফার্ম্মগুলির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয় অর্থাৎ যাতে উন্নত ধরনের বীজ উৎপাদন করে কৃষকদের কাছে পৌছে দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার :— I would request the Hon'ble Member to finish his speech within 5 minutes.

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :— আরেকটা বিষয় হচ্ছে সমস্ত গ্রামে কৃষি কার্য্য তত্বাবধানের জন্য ভি, এল, ডব্ল্যু রাখা হয়েছে ; ভি, এল, ডব্ল্যু'র কাজ হচ্ছে সার, বীজ ইত্যাদি বিলি করা। যদি এই সমস্ত ভি, এল, ডব্ল্যু সাত, আট ঘন্টা ষ্টোরে বসে সার, বীজ ইত্যাদি বিলি করে, তাহলে তারা কখন গ্রামে যাবেন। অতএব আমি কৃষি মন্ত্রী দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষণ করছি যাতে ঐ সব ভি, এল, ডব্ল্যুদের সার, বীজ ইত্যাদি বিলি থেকে রেহাই দিয়ে, সর্ব্বক্ষণ'এর জন্য তারা যাতে মাঠে গিয়ে কৃষকদের সহযোগিতা করে, কৃষকরা যাতে সেই সুযোগ সুবিধা পাইতে পারে, যেখানে তাদের অসুবিধা হয় সেই সব জায়গাতে তারা যাতে তাদের উপদেশ দিতে পারে তার ব্যবস্থা করা হউক। আরেকটা বিষয় হচ্ছে জলসেচ। জলসেচের পরিকল্পনা আছে। কিন্তু এই মাইনর ইরিগেশান এবং কৃষি বিভাগের মধ্যে খুব বেশী সংগতি আছে বলে আমি মনে করি না। কৃষি বিভাগ থেকে মাইনর ইরিগেশান কিছুটা আলাদা বলে আমি মনে করি। কারণ এই দুইটি বিভাগ'এর মধ্যে সংগতি যদি না থাকে, তা হলে ইরিগেশানের কাজ সুষ্ঠুভাবে হবে না। কৃষি বিভাগ যদি কোথায় জলসেচের সুযোগ সুবিধা রয়েছে সেটা অনুসন্ধান করতে না পারে, মাইনর ইরিগেশান নদী, নালার উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না করে, তাহলে জলসেচের ব্যবস্থা কার্য্যকরী হবে না। সেই দিকে আমি বিশেষ অনুরোধ রাখছি এই দুইটি বিভাগের মধ্যে যাতে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কৃষি বিভাগের পরিকল্পনার উপর বা কৃষি বিভাগের ব্যবস্থাপনার উপর মাইনর ইরিগেশানের যে সমস্ত কাজ আছে, সেইগুলি করা হয়। এইদিকে থেকে আরও দুই একটি বক্তব্য আমি রাখছি। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে টাকা ব্যয় হয়েছে কিন্তু আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। কারণ যেখানে একটি ছড়া আছে, সেখানে একটি বাঁধ হবে, যে সিসটেমেই হউক না কেন, এবং বাঁধ দেওয়ার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য ৫০।৬০ টাকা বেতন দিয়ে একজন লোক রাখা হল। সে তার অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকে। হয়ত মাঝে মাঝে টুকিটাকি রিপোর্ট দিয়ে তার এই কাজ শেষ করল যে এটাতে এই রকম জল ইত্যাদি, এটার উপর নির্ভর করে সেই বাঁধের পরিকল্পনা করা হয়, যার ফলে আমরা দেখছি যে বাঁধ দেওয়া হলে সেখানে ১০০ দ্রোণ জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হতে পারত, সেখানে হয়ত পাঁচ দ্রোণ জমিতে জলসেচ হচ্ছে। বিলোনিয়াতে তিনটি বাঁধ দেওয়া হয়েছে, তিনটি বাঁধের একই অবস্থা। যেখানে একশত দ্রোণ জমিতে জলসেচ হওয়ার কথা, সেখানে পাঁচ, সাত দ্রোণ জমিতেও জলসেচ হয় না এবং বছর দু'বছর পর সেটা ভেঙ্গে যায়, কিছুদিন পর পর মেরামত করতে হয়। বাইকুড়া কালাছড়া প্রভৃতি জায়গার বাঁধ দেওয়া হয়েছে। সবগুলির একই অবস্থা। সেখানে দেখতে হবে কোথায় গলদ কেন এই অবস্থার সৃষ্টি হল। অর্থ ব্যয় হয়ে গেছে কিন্তু কৃষক তা থেকে উপকৃত হল না। আমি সেই জন্য বলছি যে অর্থ ব্যয় হয়, পরিকল্পনার কাজও শেষ হয় কিন্তু আমাদের যে টারগেট সেটা আমরা পূরণ করতে পারি না। আমি সেই দিকে কৃষি মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Mr. Speaker :— This is our time for recess. The House stands adjourned till 2 P. M. The Member speaking will have the floor.

Shri Suresh Chandra Chowdhury :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Minor Irrigation এর কাজ করবার পূর্ব্বে যে সমস্ত নদীর উপর বাঁধ বা sluice gate হবে, সেইসব

অঞ্চলের কৃষকদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে নদীর অবস্থা বুঝে যদি কাজ করা হয় তাহলে তা ফলদায়ক হবে বলে আমি মনে করি। Minor Irrigation এর কাজ করার মত যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা রয়েছে। ত্রিপুরাতে ছোট ছোট নদী, নালা আছে। ঐ সমস্ত নদী, নালাগুলি control করে যদি মাঠে জল নেওয়া যায় তাহলে 50·/· land এর উপর জল সেচের ব্যবস্থা হতে পারে। বিলোনীয়া বিভাগের ঋষ্যমুখ তহশীলে যে কয়েকটি ছোট মাঝারী ধরণের ছড়া আছে সেগুলিতে পাকা বা কাঁচা বাঁধের দ্বারা জল সেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেমন গঙ্গাছড়া, গজারিয়া ছড়া এইগুলিতে gate systemএ বাঁধ হতে পারে। যদি এই দুটি কাঁচ্চা বাঁধ দেওয়া যায় তাহলে ঐ সমস্ত অঞ্চলের জমিগুলিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কাচ্চা বাঁধও কয়েকটী ছড়ার উপর করা যেতে পারে। যেমন গুরিয়া ছড়াতে গত বছরে দুইটী বাঁধ দেওয়া হয়েছে, মহামায়া ছড়াতে ২।৩ বৎসর আগে একটী কাচ্চা বাঁধ দেওয়া হয়েছে। তার ফলে ঐসব অঞ্চলে ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষকেরা ধান ছাড়া অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যও ফলাতে পেরেছে। এ ছাড়া যদি আরো ছোট ছোট নদীগুলিতে যেমন মোক্ষ-নদী, মতাই ছড়াতে যদি বাঁধ দেওয়া হয় তাহলে ঐ সমস্ত অঞ্চলের কৃষকরা অনেক সুযোগ সুবিধা পাবে। বিশেষ করে মুহুরীপুর তহশীলে পিলাক ছড়াতে যে gate systemএ বাঁধ দেওয়া হয়েছিল, আমি বলেছিলাম, সেই ছড়ার জল বিস্তৃর্ণ জমির উপর দিয়া প্রবাহিত হয়েছে। সেই ছড়ার উপর আরো ২।৩টী বাঁধ দেওয়া যেতে পারে। এইভাবে যদি বাঁধগুলি হয় তাহলে জুলাইবাড়ীর পিলাক অঞ্চলে বিস্তৃর্ণ এলাকায় জলসেচের ব্যবস্থা হতে পারে। আমি এই বিষয়ে সংশ্লিস্ট মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জলসেচের ব্যবস্থা করা হলে এখন যেমন কৃষকেরা ছয় মাস কাজ করে জলের অভাবে আর ছয়মাস বসে থাকে, তা আর থাকতে হবে না। জলসেচের ব্যবস্থা থাকলে কৃষকেরা বৎসরের সব সময়েই কৃষি কার্য্যে ব্যস্ত থাকবে। অনেক সুযোগ সুবিধা পাবে। আজকে আমরা যেখানে কৃষকদের নিরাপত্তার কথা বলি, কৃষকদের ঋণ দেওয়ার কথা বলি, আমরা আজকে যেখানে বলছি সরকার যে ধান ক্রয় করছে সেই ধানের দাম কম। কিন্তু যদি ফলন বাড়িয়ে দেওয়া যায়, যদি কৃষকদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যায় তাহলে আজকে যে জমিতে ১০ মণ ধান হচ্ছে, সেই জমিতে যদি ২০ মণ ফলে তাহলে তার উৎপাদন খরচ কম পড়বে এবং দাম কম এর কথা তারা বলতে পারবে না। সেইজন্য আমি জলসেচের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে বলছি। যদি জলসেচের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে কৃষকেরা এক ফসলের জায়গায় দুই ফসল, তিন ফসল ফলাতে পারবে। ধান ছাড়া অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য যথা—আলু, আক প্রভৃতির কথা বলব। শুধু ধান করলে কৃষকদের চলবে না, নগদ টাকারও দরকার। যদি আলুর চাষ করে, তাহলে তিন মাসে আলুর ফসল উঠে। সেই আলু চাষের যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা আজ কৃষকেরা পেতে পারে এবং আমি দেখেছি জুলাইবাড়ী,. মুহুরীপুর, বাইখোরা অঞ্চলে যথেষ্ট আলুর ফলন হয়। বাইখোরা অঞ্চলের এক কৃষক গত বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যের শ্রেষ্ঠ কৃষক হিসাবে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। এবারেও তার ফলন সবচেয়ে বেশী হয়েছে, ১৮০ মণের উপর তার ফলন হয়েছে। এবারে সে Tripura Stateএ প্রথম পুরস্কার পাবে বলে স্থির হয়েছে। এইসব কৃষকের সুযোগ সুবিধা দিতে হলে অত্র অঞ্চলের একটি

Cold storage করা দরকার। Cold storage হলে পরে তাদের উৎপন্ন ফসল তারা Cold storage এ রাখতে পারে। গত একমাস পূর্ব্বে এখানে একমণ আলুর দাম ছিল ১১।২০ টাকা আর এখন হচ্ছে ২৭।২৮ টাকা। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, যখন আলু ক্ষেত থেকে উঠে তখন আলুর দাম কম থাকে। অল্প সময়ের মধ্যে কাচা মাল পঁচে যায় বলে কৃষকেরা বেশী দিন তা আটকিয়ে রাখতে পারে না অথবা ঘরে উঠিয়ে রাখলে তার ওজন কমে যায় সেইজন্য ক্ষেতের থেকে উঠিয়েই তা বিক্রি করে ফেলতে হয়। আর Cold storage থাকলে, Cold storageএ রাখা যায়। Cold storageএ রাখতে পারলে ক্রেতা যারা তাদের সুযোগ সুবিধা হয় আর যারা উৎপাদন করে তারা উপযুক্ত দাম পেতে পারে।

আরেকটি বিষয় হল.........আমাকে আরেকটু সময় দেওয়া হউক।

Mr. Speaker :—Only two minutes.

Shri Suresh Chandra Chowdhury—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমাকে আরো পাচ মিনিট সময় দেওয়া হউক তা না হলে আমার বক্তব্য শেষ হবে না।

Mr. Speaker :—You are allowed only two minutes.

Shri Suresh Chandra Chowdhury—আরেকটি বিষয় হল যে, যে কৃষকেরা আলুর চাষ করে, বীজের জন্য তাদেরকে অপেক্ষা করতে হয়। যদি Cold storage হয় তাহলে তাদের উৎপাদিত বীজ Cold storageএ রাখতে পারবে এবং তা থেকে এনে তারা সময় মত আলুর চাষ করতে পারে। একদিকে তারা কম পয়সায় আলুর বীজ পেতে পারে, আর যারা নিজেরা বীজ রাখে তাদের পক্ষেও সুবিধা হয়। আজকে দেখা যাবে যে, সরকার এই খাতে প্রচুর টাকা ব্যয় করেছেন। শিলং থেকে আলুর বীজ এনে subsidy দিয়ে এক টাকা কেজি বিক্রি করতে হয়। আর যদি Cold storageএ কৃষকেরাই রাখে বা অন্য কেউ কিনেও রাখে তাহলেও এক টাকার কমে তারা আলুর বীজ পেতে পারে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি মাননীয় সংশ্লিস্ট মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি—বিলোনীয়াতে একটি Cold storage করার জন্য।

আরেকটি কথা আমি Minor Irrigation সম্বন্ধে বলছি। প্রত্যেক V. L W.এর underএ যদি দুটি করে Pumping set দেওয়া যায় তাহলে উঁচু জমিতেও জলসেচের দ্বারা ফসল ফলানো যায়। কৃষকরা গরীব, তাদের দ্বারা উঁচু জমিতে জলসেচ করা কঠিন। একমাত্র সরকারী পর্য্যায়ে ঐ সমস্ত এলাকাতে জলসেচ করা যায়। এখন কথা হচ্ছে যে চাষের জন্য আমাদের একমাত্র লাঙ্গলের উপর নির্ভর করতে হয়। আমাদের গরু আগের তুলনায় অনেক ছোট হয়ে গেছে গায়ে শক্তি ও কম। তাই লাঙ্গলের দ্বারা কর্ষন করলে জমিতে মাটি কম উঠে, যার ফলে ফসল উৎপাদন কমে যায়। আর তার পরিবর্ত্তে যদি আমরা power tiller ব্যবহার করি তাহলে গভীর ভাবে কর্ষণ করা সম্ভব হবে এবং ফসল ও অনেক বৃদ্ধি পাবে। ইহা পরিলক্ষিত হয় যে সমস্ত জমি লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করা হয় সেহ সমস্ত জমির উৎপাদন ক্ষমতা কোদাল দিয়ে যে জমিতে কর্ষণ করা হয় তার তুলনায় অনেক কম হয়। যে সমস্ত এলাকাতে জমি বেশী আছে সেই সব এলাকাতে সরকার থেকে power tiller ব্যবহার করে যদি চাষ করা হয় তাহলে কৃষকদের সুযোগ সুবিধা হয় এবং উন্নত ধরণের চাষের দিকে কৃষকদের নজর পড়বে। এর ফলে যারা অর্দ্ধশিক্ষিত, বেকার, চাকুরীর জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের চাকুরীর একটা পথ হবে এবং বেকার সমস্যার ও একটা সমাধান হবে। তাই আমি বলছি যাতে কৃষকেরা power tiller ও অন্যান্য উন্নত ধরণের কৃষি

যন্ত্রপাতি পেতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ। আরেকটি কথা হচ্ছে যে মাছের চাষের জন্য বছরে বহু টাকা ঋণ দেওয়া হয়। আমি বিলোনীয়ার কথা বলছি। গত কয়েক বছর ধরে কয়েকটি ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা ঋণ নেয় তারা মাছের চাষ করে কিনা বা সেটাকা কাজে লাগায় কিনা সেটার খোঁজ খবর কেউ নেন না। গত বছরে দুইজনে ৫।৬ হাজার টাকা করে পেয়েছে। কিন্তু আজও মাছের চাষ হয়েছে কি না সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে কি না সেটা আমি বুঝতে পারিনা ; এই দিক দিয়ে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসের সামনে মাননীয় অর্থমন্ত্রী কৃষির উপর যে ডিমাণ্ড রেখেছেন, তাকে সমর্থন করে এখানে আমার বক্তব্য রাখছি। কৃষি বিভাগ, কৃষি ও কৃষকদের পক্ষে একটা মূল্যবান বিভাগ তাতে কোন সন্দেহ নেই। গত পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে কৃষি খাতে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল আজকের বাজেটে তার মধ্যে কিছুটা তারতম্য লক্ষ্য করছি। বরাদ্দকৃত অর্থের প্রায় অর্দ্ধেক অংশ agricultural research ও instrument ইত্যাদির জন্য ধরা হয়েছে। Research এর প্রয়োজনীয়তা আছে, কেননা আজকে আমরা যদি ত্রিপুরার মাটিতে তাইচুং এবং various yielding products এর গড় পড়তা উৎপাদন দেখি তাহলে সহজে অনুমেয় হবে। আর এই কারণে ত্রিপুরার মাটিতে অধিকতর ফসল উৎপাদনের সুযোগ অনেক বেড়ে গেছে। এবং আমাদের স্থানীয় কৃষকেরা ও তা গ্রহণ করেছে। এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণের ব্যাপারে আমার একটা বক্তব্য আছে। সেটা হল কৃষকেরা যে এই পদ্ধতি গ্রহণ করল, তার সাথে যদি আমরা জলসেচ ইত্যাদির ব্যবস্থা না করতে পারি তবে কৃষির উন্নতির পক্ষে বিরাট বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমরা Union Territory Govt. কেন্দ্রের কাছে নানা ভাবে ধর্না দিয়ে আমাদের প্রয়োজনে টাকা মঞ্জুর করে আনতে হয় অথচ ডিপার্টমেন্টের অসহযোগ মনোভাবের দরুণ আমাদের ঐ Scheme গুলির implementation না হওয়ায় প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা আমাদের ১৯৬৭-৬৮ সনের বাজেটে ফেরত দিতে হয়েছে। এই বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছে তার জন্য আমাদের অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে কার্য্যতঃ আমাদের Scheme গুলির যদি implementation না হয় তা হলে বছর বছর আমাদের টাকা ফেরত দিতেই হবে। ইহা আমাদের ও কৃষকদের পক্ষে অত্যন্ত আক্ষেপের ব্যাপার। কাজেই আমার অনুরোধ হল কাজগুলি implement করে বাজেটের বরাদ্দকৃত অর্থের যেন সৎ ব্যবহার করা হয়। আর যদি বেশী প্রয়োজনও হয় তবে revised budgetএ provision করার ব্যবস্থা তো রয়েই গেছে এং প্রসঙ্গে আমার আর একটা কথা হল যে এই কৃষি বিভাগ থেকে Agri. B. Sc. Course পড়ার জন্য অনেক ছেলেকে বাহিরে Stipend দিয়ে পাঠানো হয়। অথচ আমাদের Education Deptt.এর Higher Secondary School গুলিতে অনেক Agri. B. Sc.এর দরকার হয়। Education Deptt. advertise করে ও প্রয়োজনীয় লোক না পাইয়া Agriculture Depttকে অনুরোধ করেছিলেন যে তোমরা কিছু Agri. B. Sc Diploma নেওয়া লোক দাও"। কিন্তু Agriculture Deptt. বলে ছিল "যেহেতু

আমরা এই লোকদিগকে আমাদের ডিপার্টমেণ্ট থেকে Stipend দিয়ে training দিয়ে এনেছি সেহেতু তারা আমাদের ডিপার্টমেণ্টের কাজে নিয়োজিত থাকবে. আমরা তাদেরকে অন্য ডিপার্টমেণ্টে দিতে পারব না"। তাই আমার অনুরোধ হল Agriculture Deptt. থেকে যে সব লোক Agri. B. Sc. Diploma নিয়ে আসে, তাদেরকে যেন Education Depttএর Sr. Basic School গুলিতে পড়াবার জন্য spare করা হয়। তাতে করে preliminary stageএ আমাদের ছাত্রদের মধ্যে যদি agriculture সম্পর্কে theoritically or practically through some demonstration, incentives grow করা যায় তাহলে আমার মনে হয় ঐসব ছাত্রদের মধ্যে যারা নাকি mostly came from farmers family তাদের practical and theoritical agriculture সম্পর্কে একটা ভাল Knowledge হতে বাধ্য। আমি এখানে অপ্রাসঙ্গীক কিছু বলছি না। আমি যখন দিল্লী গিয়েছিলাম, তখন সেখানে একটা Sr. Basic Schoolএ দেখতে পেয়েছি যে আমাদের এখানকার Demonstration Farmএ যে সমস্ত Agricultural instrument আছে, এমন কি fertilizer irrigation facilities ইত্যাদি in-to to সেই স্কুলে আছে, যার ফলে all the students of the school হাতে কলমে যে গুলি শিখতে শুরু করেছে। কাজেই এদিকে এবিষয়ে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে আমাদের এখানকার Sr. Basic School গুলিতে ও যেন এই ধরণের agricultural facilities দিয়ে কাজ করানো যায় কি না সেটা দেখার জন্য। আর একটা কথা হল utiligation of our V.L.W. and technical staff in the field. এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীসুরেশ চৌধুরী মহাশয় অভিযোগ করেছেন যে তাদেরকে নাকি manure distribution এর জন্য store এ আটকে রাখা হয়। একথা সত্য। কিন্তু আমরা Co-operative থেকে সরকারের কাছে লিখেছিলাম যে Co-operative এর মাধ্যমে যেন Seeds and manure distributionএর ব্যবস্থা করা হয়। সরকার Co-operativeকে লিখে জানালেন যে অন্যান্য ডিপার্টমেন্টকে এই বীজধান ও সার Distribution এর পর Sub-sidy দেওয়া হয়ে থাকে, তা Co-operativeকে দিলে আর দেওয়া হবে না। এই কারণে সমবায় সমিতিগুলি এটা গ্রহণ করতে পারছে না। তাই আমি এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার Capital outlay on the schemes of agricaltural improvement & research facilities কৃষকদের মাথায় আঘাত দেওয়ার কথা যেহেতু minor irrigation এর জল না পেলে তাইচুং ধানের চাষ হবে না। কারণ তাইচুং ধান চাষ করতে হলে বৈজ্ঞানিক প্রথায় করতে হবে কারণ এই চাষ করতে হলে জলের ব্যবস্থা করতে হবে, তা না হলে তাইচুং ধান হবে না। আমরা যখন ধর্মনগর গিয়েছিলাম তখন দেখেছি যে চম্পকনগর অঞ্চলে হাওড়া নদী থেকে lifting করে যে ভাবে তাই-চুং ধান ক্ষেতে জল দেওয়া হচ্ছে তাতে মনে হয় যে minor irrigationএর কাজ সত্যি বুঝি চলছে। এভাবে যদি আমরা কৃষকদের irrigation facilities দিতে পারি, তাহলে তারা তাদের কাজে অনেক অগ্রসর হতে পারে। তাই আমার প্রস্তাব হলো ৩।৪ বছর আগে যেসব জায়গাতে minor irrigationএর বাঁধ হয়েছে অথচ সেগুলি failure হয়েছে—তাকে আবার investigation করে নূতন যেন করা হয়। সেদিনও আমার

বাজেট বক্তৃতায় কাঞ্চনমালার কথা বলেছি—সেখানে জনসাধারণের এই কৃষি বিভাগ তথা সরকারের উপর একটা বিতৃষ্ণার ভাব বজায় আছে। তারা সেখানে চক্ষের সামনে দেখতে পাচ্ছে যে হাজার হাজার টাকা খরচ করে বাঁধ সরকার তৈরী করেছে অথচ সেগুলি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে—তাদের কোন কাজেই লাগছে না। তারা Chief Minister, Chief Commissionerএর নিকট হাজার হাজার দরখাস্ত দিয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন action নেওয়া হচ্ছে না। কাজেই আমার প্রস্তাব হ'ল তাদের মনে যে Deparcation, এই যে হাজার হাজার টাকা খরচ করে বাঁধ তৈরী করা হল অথচ তাদের কোন কাজে আসছে না, সেগুলোকে নতুন ভাবে তৈরী করে সব রকম Agricultural facilities দিয়ে, তাদের কৃষিজীবন পুনর্জীবিত করার অনুরোধ জানিয়ে এবং এই Demand গুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :-Now I would call on Hon'ble Member Shri Ghanashyam Dewan

Shri Ghanashyam Dewan :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার পূর্ববর্তী বক্তারা Agriculture Demand No. 17 সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে যে খাদ্য সমস্যা আমাদের একটি জাতীয় সমস্যা, গত Chinese agressionএর সময় আমাদের অস্ত্রের যেমন প্রয়োজন হয়েছিল, খাদ্যেরও আমাদের সেই রকম প্রয়োজন আছে। খাদ্যের ব্যাপারে আমরা পরমুখাপেক্ষী। খাদ্য আমাদের সর্বাগ্রে দরকার। স্বর্গত প্রধান মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী একবাণী রেখে গিয়েছেন যে "জয় জোয়ান, জয় কিষাণ।" আমরা চীনের আক্রমণ প্রতিহত করেছি, পাকিস্তানের আক্রমণ প্রতিহত করেছি। জোয়ানরা এখন বিশ্রাম করছে। কিন্তু কিষাণরা বসে নেই। খাদ্য যোগানের ভার কৃষকদের উপর। যে কৃষকরা আমাদের খাদ্য যোগাবে সর্বাগ্রে দেখতে হবে তাদের জমি আছে কি না। ত্রিপুরা পার্বত্য অঞ্চল, এখানে লোঙ্গা জমি প্রচুর আছে কিন্তু নাল জমির পরিমাণ খুবই কম, বেশীর ভাগ জমিই উচু-নীচু আর টিলা ভূমি। নদীগুলিতে বাঁধ দিলেও ঐ সমস্ত উচু জমিতে জল সেচ করা সম্ভব নয়। কাজেই প্রথমেই আমাদের চিন্তা করতে হবে যদি agricultureকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে চাই তাহলে development of land এবং reclamation of land করতে হবে জমিকে সমতল করতে হবে, অনাবাদী জমিকে আবাদ করতে হবে। বর্তমানে আমরা ভূমিহীনদের যে পুনর্বাসন দিচ্ছি, আরও ১৩ হাজার ভূমিহীনকে আমরা আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে পুনর্বাসন দেবো তাহাদিগকে আমরা সমতল ভূমি দিতে পারব না, আমরা তাদেরকে টিলাভূমিতে পুনর্বাসন দিচ্ছি। যে সমস্ত ভূমি উদ্বাস্তু ও জুমিয়াকে দেব যারা একেবারে নিঃস্ব, কিছুই নেই, তাদেরকে ঠকিয়ে দেব এমন হতে পারে না। তাদেরকে বলব যে, তাইচুং ধানের চাষ কর, উন্নত ধরণের ফসল ফলাও, ইহা একটি অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং development of land, reclamation of land এর দায়ীত্ব সরকারকে নিতে হবে। সরকার যদি পুনর্বাসন দিতে চান তাহলে সে landless হউক আর জুমিয়াই হউক দেখতে হবে তার জমি ঠিকমত আছে কিনা। অনেক সময় দেখা যায় যে, Minor Irrigation থেকে অনেক বড় বড় বাঁধ দেওয়া হয়েছে কিন্তু জলসেচের কোন ব্যবস্থা নেই। Most of the people are not getting the benefit of bund. এইসব বাঁধের প্রয়োজনীয়তা নেই বা কোন কাজে লাগছে না এমন কথা আমি বলছি না। তবে টিলাভূমিতে, সমতলভূমিতে জলসেচ করতে হলে Pumping setএর প্রয়োজন। আমাদের কৃষকেরা গরীব, Pumping set কিনার মত ক্ষমতা তাদের নেই। কাজেই বেশী পরিমাণে তাদেরকে subsidy দিতে হবে। Irrigation, Pumping setএর জন্য মাত্র ৪০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। Development of land, reclamation of landএর জন্য রাখা হয়েছে মাত্র ১১ হাজার। প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রচুর। Agriculture খাতে মাত্র ৬০,২৫,০০০ টাকা ধরা হয়েছে, যা সমস্ত ত্রিপুরার landএর development করতে হলে অতি অপ্রচুর বলেই আমার মনে হয়। আমাদের যে Public Account Committee ছিল, সে Committeeর member হিসাবে tourএ গিয়েছিলাম চন্দ্রাইপাড়া, জহরনগর কলোনী for

landless and Jumia. সেখানে দেখেছি ১০।৮০টি পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানকার একটি মাত্র বাঙ্গালী পরিবার কিছু পরিমাণ জায়গা আবাদ করে বেগুন ক্ষেত করেছে। এই বেগুন গাছ ছারা আর কিছুই আমরা সেখানে দেখতে পেলাম না। আর যেখানে landless Jumiaদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে সেখানে ঘরগুলির পর্য্যন্ত চিহ্ন নেই। আর বাঙ্গালী পরিবারকে যেখানে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে, যারা সত্যিকারের কৃষক তাদের হালের বলদও নেই, জমিতে জলসেচের কোন ব্যবস্থাও নেই সেখানেত ছড়ার মধ্যে বাঁধ দিয়ে উচু জমিতে জলসেচ করা যায় না, সুতরাং pumping set প্রচুর পরিমাণে দরকার ও তাদেরকে subsidy দেওয়া দরকার। আপনারা যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে, অনেক কৃষকেরই গরু নেই, ঘরে বীজ আছে, জমি আছে কিন্তু গরু না থাকলে সে চাষ করবে কি দিয়ে। হালের বলদ কিনা আজকে কৃষকদের একটি মস্ত বড় সমস্যা। সুতরাং land to agriculturists— গরু কিনবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ টাকা বরাদ্দের প্রয়োজন ছিল। এখানে Miscellaneous খাতে দেখলাম loan to cultivators যে টাকা ধরা হয়েছে তাও প্রয়োজনের তুলনায় অতি কম। আমরা বলি, "খাদ্য সমস্যার সমাধান কর, তাইচুং ধান বিতরণ কর, দেশকে বাঁচাও", কিন্তু এইসব বললে কি হবে? Ration Shopএর যে Q দেখা যায় তাতেই বুঝা যায় যে, খাদ্য সমস্যার আমরা কতটুকু সমাধান করতে পেরেছি। যখনই আমরা দেখতে পাব Ration Shop গুলাতে আর ভীড় নেই—তখনই আমরা বুঝব আমাদের agriculture successful এবং যা কৃষকের প্রয়োজন তা সরকার দিতে পেরেছে। আমার প্রস্তাব হল এই, প্রথমে তাদের land, tructor দিয়ে develop কর, কোদাল দিয়ে এ কাজ হবে না। যারা কৃষক তারা জানে একর একর জমি আবাদ করতে গেলে বিরাট বিরাট গাছ, বিরাট বিরাট বাঁশ বাগান পরিষ্কার করতে তাদেরকে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়। Landless Jumia Colony গুলি tructor দিয়ে সহজেই সমতল করা যায়। সমতল করে তারপর তাদেরকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া উচিত। যেখানে ছড়ার জল বাঁধ দিয়েও জলসেচ করা যায় না, সেখানে pumping set দিয়ে জলসেচ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। গত কয়েক বৎসরে Agriculture যে সমস্ত Pumping set দিয়েছে তা মেরামত করার কোন উপায় নেই। ঐ সমস্ত যন্ত্রপাতি ত্রিপুরাতে পাওয়া যায় না। বোম্বাই, মাদ্রাজে বোধহয় পাওয়া যায়, কৃষকরা জানেনা। সুতরাং ঐগুলি অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তারা pumping set কোন কাজেই লাগাতে পারল না। ঐগুলি দিয়ে এখন rice mill চালাচ্ছে। সুতরাং যে উদ্দেশ্যে Rehabilitation department থেকে শত শত pumping set দেওয়া হয়েছে, কেবলমাত্র technicianএর অভাবে, মেরামতের অভাবে ঐগুলি অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কৃষককুল হল ঋণগ্রস্ত আর জমিতে দেওয়া গেল না জল। কাজেই আমাদেরও দেখা দরকার, যে purposeএ pumping set দেওয়া হয়েছে সেই purposeএ তা ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা। এখানে দেখা যায় ৪৪ হাজার টাকা seeds কেনার জন্য রাখা হয়েছে। সুতরাং বাজেটের মধ্যে কৃষকদের জন্য বীজ ধান, হালের বলদ এবং জলসেচের জন্য কত টাকা রাখা হয়েছে এবং তারা কত টাকা পাচ্ছে সেটা দেখা উচিত। বাজেটের মধ্যে যে টাকা রাখা হয়েছে তার মধ্যে দেখা যায় ৯০% টাকা গাড়ী মেরামত, ভ্রমণ ভাতা এবং অন্যান্য staff maintenanceএর কাজে চলে যায়। বাকী ১০% দিয়ে কৃষকের উন্নতি করা অসম্ভব বলে আমি মনে করি। মন্ত্রী মহোদয়কে আমি অনুরোধ করছি, এ বিষয়ে ওনারা যেন দৃষ্টি দেন। তাইচুং ধানের ফসল যে করবে, তাদের জমি কোথায়? তাইচুং ধানের ফলন হউক—সেটা ভাল কথা। কিন্তু আমি অনুরোধ করছি, তাইচুং ধান ফলাবার পূর্ব্বে জমি আবাদ করতে হবে। জমি develop করো। জঙ্গলের মধ্যে তাইচুং ধান করলে ফলন হবে না। তাইচুং ধান করতে হলে প্রচুর পরিমাণে subsidy চাই, pumping machine চাই। তাহলেই আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারব। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জি :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে Demand No. 17 and 38 এর বাজেট দাখিল করেছেন। এই দুটি Demand এর প্রতি আমার সমর্থন জানাচ্ছি।

মাননীয় স্পীকার, আজ ত্রিপুরার যে অবস্থা, কৃষির যে অবস্থা সে সম্বন্ধে বলতে গেলে অনেক সময়ের প্রয়োজন। যেহেতু সময় অত্যন্ত কম, সেহেতু আমি এই অল্প সময়ের মধ্যে যতটুকু পারি বলতে চেষ্টা করবো।

ত্রিপুরা একটি অনগ্রসর অঞ্চল এবং এর বেশীর ভাগ লোকই কৃষক। তাই ত্রিপুরার উন্নতি করতে হলে কৃষিজাত দ্রব্যের উপর নির্ভর করে গড়ে তুলতে হবে শিল্প ও বাণিজ্য। কৃষি আমাদের একটী জীবন মরণ সমস্যা। ভারতবর্ষ সমস্যাকীর্ণ। আমাদের ত্রিপুরার সমস্যাও বহু। যদি মানুষ পেট ভরে খেতে না পায় তা হলে দেশের শাসন ব্যবস্থা শান্তিপূর্ণভাবে চলতে পারেনা। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান যখন আমাদের দেশ আক্রমণ করলো তখন শাস্ত্রীজী বলেছিলেন, যে অপমান জনক সর্ত্তে আমরা খাদ্য আমদানী করব না। তার চাইতে একবেলা না খেয়ে থাকতে রাজী আছি। দেখলাম সেই দিন জাতি কিভাবে জেগে উঠেছিল এবং কৃষি সম্পদ বাড়ানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার মৃত্যুর পর আবার সেই উৎসাহে ভাটা পড়ল। কাজেই দেখা যাচ্ছে, উপলব্ধিই হচ্ছে আসল জিনিষ যা না থাকলে পরে দেশের কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে পারে না। আজ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান সম্মতভাবে কৃষিকাজ করার জন্য আজ দেশের কৃষকদের মনে উৎসাহ দিতে হবে। তাদের উপলব্ধি করাতে হবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করলে তারা লাভবান হবে। শুধু বড় বড় কথা বলে আমাদের মন্ত্রী পরিষদের চিন্তাধারা বা সরকারের নীতি রূপায়ন করা যাবেনা। তাই আমি দেখি, যে কোন কোন স্থানে জলসেচ ব্যবস্থার জন্যে যে সব বাঁধ দেওয়া হয়েছিল সেগুলো অকেজো হয়ে গেছে তাতে খুঁত থাকার জন্যে। প্রকৃতির উপর নির্ভর করে আমরা বসে থাকতে পারিনা। হয় খরায় ফসল নষ্ট হবে নয়তো ফ্লাডে। এই অবস্থায় যদি প্রতিকার করতে হয় এবং অসহায় কৃষকদের যদি বাঁচাতে হয় তাহলে এই খেয়ালী প্রকৃতিকে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তাই বিজ্ঞানের মাধ্যমে আমরা প্রকৃতিকে জয় করবো।

সমস্যার সমাধান করতে হলে করতে হবে খাদ্যের ব্যবস্থা। এই সমস্যা, একটি ব্যক্তি বা অঞ্চলের সমস্যা নয়। এই সমস্যা সারা ভারতের। কাজেই এই সমস্যাকে আজ বিজ্ঞান সম্মতভাবে সমাধান করতে হবে।

কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন যদি বাড়াতে হয় তাহলে মাটী পরীক্ষার প্রয়োজন। সাধারণ কৃষক জানে না কোন মাটীতে কি রকম সার দিতে হবে। এই যে অনভিজ্ঞতা, সেটা তাকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাবে। তার জন্যই মাটী পরীক্ষা করে সেই জমিতে যে সার দেওয়া প্রয়োজন তা তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে জলসেচ ব্যবস্থার সুযোগও তাকে দিতে

হবে। ত্রিপুরার আর্থিক সম্পদ সীমিত। কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ঐ সীমিত অর্থের বরাদ্দের উপর নির্ভর করেই যতটুকু সম্ভব আমাদের করতে হবে ঠিক ঠিক ভাবে।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী কাজুবাদাম চাষের জন্যে রেখেছেন ২৫০ একর। আর এক জায়গায় দেখেছি যে for development of cashewnut ১০ হাজার টাকা রেখেছেন। আমার একটি প্রশ্ন মনে জাগে। আমরা চাষীদের উৎসাহ দিলাম যে কাজুবাদামের চাষ করো। দেশের নেতৃবৃন্দের আহ্বানে মানুষ এগিয়ে আসলো কাজুবাদাম চাষের জন্যে। চাষ তারা করলো এবং ফলও ধরলো। কিন্তু সে ফল বিক্রির ব্যবস্থা নেই। তার জন্য কৃষককুলের মনের মধ্যে এই চাষ আর প্রেরণা জোগালো না। তাই আজকে যদি এই কাজুবাদাম চষের উন্নতি করতে হয় এবং কৃষককুলকে এই চাষে উৎসাহিত করতে হয় তাহলে প্রয়োজন গ্রাইণ্ডিং মেসিনের। যদি এই মেসিন আমরা স্থাপন করতে না পারি এবং ঐ ফলগুলো বিক্রির ব্যবস্থা না হয় তা হলে এই চাষ কৃষকদের উপর একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।

ইক্ষু চাষের কথা বলছি। ধর্মনগর ইক্ষু চাষের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। মহারাজার আমলে ধান চাষে যদি ৫ লক্ষ টাকা আয় হতো তাহলে ইক্ষু চাষে হতো ৭ লক্ষ টাকা। এতে কৃষকদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে একটা আইন করে এক সাবডিভিশনের উৎপন্ন গুড় অন্য সাবডিভিসনে রপ্তানি করা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হলো। তাই ঐ গুড়ের একমাত্র বিক্রয় কেন্দ্র ছিল পাকিস্তানের মেথীগঞ্জ, মালাগঞ্জ, শিলেট ও করিমগঞ্জ। ফলে আখচাষ প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। আজ দেখলে মনে হবে যে ধর্মনগরে আখ চাষ হয় না। আমার মনে হয় চেষ্টা করলে পরে পুনরায় আখ চাষ ধর্মনগরে হতে পারে। যদি অধিকাংশ কৃষক এক জায়গায় পড়ে তাহলে চাষের জমির ফসল রক্ষা করতে সুবিধা এবং ব্যয়ও কম পড়বে। তাই আমি মনে করি যে, ফরেষ্টের প্রটেক্টেড ল্যাণ্ডগুলিকে এই চাষের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া যেতে পারে। কারণ একটা বিরাট এলাকা জুড়ে এক সাথে চাষ করা চলবে এবং তা অল্প খরচে রক্ষা করা চলবে।

আমি একটা সাজেশন রাখছি যে, কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট, এগ্রিকালচার ও ইরিগেশন বিভাগগুলোকে একটি ডাইরেক্টোরেটের তত্ত্বাবধানে আনা দরকার। কারণ একটি অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটি ডিপার্টমেণ্ট একটি কাজের প্রয়োজন বেশী অনুভব করলো অথচ অন্যটি সমান গুরুত্ব দিল না—ফলে কাজ বিলম্বিত হলো। কাজেই ঐ সব ডিপার্টমেণ্টগুলোকে নিয়ে একটা Directorate করা দরকার।

আমি মাননীয় মন্ত্রী পরিষদকে অনুরোধ করবো যে, State Agriculture, Soil Conservation, Soil Testing এক Unit থাকা দরকার। তাহলে সমস্ত কাজগুলো ত্বরান্বিত হবে।

হরটিকালচারের জন্য যে ঋণ আমরা কৃষকদের দেই সেই ঋণ যাতে কৃষক ঠিক ঠিক ভাবে ব্যবহার করে তার জন্য ব্লক Authorityর দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। আমি এ সম্বন্ধে ধর্ম্মনগরের কয়েকটি ঘটনার প্রতি মন্ত্রী পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। গত বাজেটের সময়ে আমি বলেছি যে আমাদের মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয়ের ত্রিপুরার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমন সারা ত্রিপুরার কৃষকদের মনে একটা উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। সেই সময় উপমন্ত্রী মহোদয় কতকগুলো কাজ করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু গত বৎসর সেই কাজগুলো হয়নি। ফলে কৃষকদের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। আমি তাই আবার বলব, যে কৃষকদের ভিতর উপলব্ধি জাগাতে হবে।

ধর্ম্মনগরের লুলুয়া, কুর্ত্তী, সাপান, রাঙ্গামাটির ভূমিক্ষয় ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সত্বর ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য কৃষিমন্ত্রীর নিকট আমি আবেদন রাখছি।

লুলুয়া এবং দেওছড়া দুটি জায়গায় লিফ্‌ট ইরিগেশনের মাধ্যমে রবিশস্য এবং ধানের চাষ করা যায়। সেখানে ২টি নদী আছে। তাই লিফ্‌ট ইরিগেশনের মাধ্যমে ঐ দুটো ফসলের চাষ ওখানে করা যাবে। সেই ব্যবস্থা করার জন্যও আমি মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর নিকট অনুরোধ রাখবো।

আমার সময় কম। আমি এই আবেদন রাখবো যে কৃষি ক্ষেত্রে বিপ্লব আনতে হলে চাই কৃষকদের ভিতর ফসল উৎপাদনের প্রেরণা। সেই প্রেরণা সরকারকে আজ জাগাতে হবে, যদি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হয়। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী Demand No.—17 and 38 এর ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করেছেন। এর একটিতে ৬০,২৫,০০০ টাকা আর একটিতে ৭,১২,০০০ টাকা।

আমরা জানি যে গত বৎসরের ব্যয় বরাদ্দের চাইতে এ বৎসরের ব্যয় বরাদ্দ বেশী রাখা হয়েছে। দেখা যায় গত বৎসরের তুলনায় শতকরা বিশ ভাগ বেশী অর্থ ব্যয় বরাদ্দের দাবা করা হয়েছে আগামী বছরের জন্য। এই যে অর্থ মঞ্জুরীর দাবী তা সমর্থন করি এই জন্যে যে, এর পেছনে আছে আগামী বছরের ফসল উৎপাদের প্রচেষ্টা। প্রাক স্বাধীনতার যুগে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তারা জনসাধারণকে মোটা ভাত, কাপড় দিবে, তাতে স্বাধীনতার ২০ বৎসর পর সেই প্রতিশ্রুতি কতটুকু রূপায়ণ করা সম্ভব হয়েছে তার বিশ্লেষণ দরকার। এই ত্রিপুরার কথাই যদি আমরা দেখি তবে দেখব যে এখানে লক্ষ লক্ষ লোক দু'বেলা দুটি ভাত খেতে পায় না। তার অনেকগুলি কারণ আছে। জনসংখ্যা আগে যা ছিল সেই তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। আপনারা বাজেট যদি দেখেন তবে লক্ষ্য করবেন সরকার সার, বীজ ইত্যাদিতে সাবসিডি দিয়ে সব রকম প্রচেষ্টাই করে যাচ্ছেন। এত সব করার পরও শতকরা ৯০ জন কৃষক আকাশের দিকে চেয়ে থাকে কবে বৃষ্টি হবে, তবে চাষাবাদ

হবে। এখন সব চেয়ে প্রয়োজন হল জলসেচের ব্যবস্থা করা। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি জলসেচের জন্য যে মেসিন আছে সেইগুলি প্রায়ই নষ্ট হয়ে যায়, তাছাড়া এগুলি দিয়ে বেশী জমির জলসেচ দেওয়াও যায় না। কমলপুরের সন্নিকটে ফুলছড়িতে বাঁধ আছে, মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে পরে ঐগুলির কিছু সংস্কার করা হয়। কৃষকরা বার মাসই সেখান থেকে জল পায়। ত্রুটি বিচ্যুতি যদি ডিপার্টমেন্টের কানে পৌঁছে দেওয়া হয় তাতে কাজ হয়। মাইনর ইরিগেশনের কাজের জন্য যাতে সেখানকার স্থানীয় লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করে বাঁধ দেওয়া হয় সেজন্য আমি অনুরোধ করব। ফুলছড়িতে একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেখানে Irrigation Engineer যখন বাঁধ দিতে যান তখন স্থানীয় জনসাধারণ তাকে বাধা দিয়ে বলেছিল—এই জায়গাতে জল উঠবে না, কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার বলেন যে তারা কি বুঝে? এই যে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য একটা ভাব সেটা ঠিক নয়। শুধু বাঁধ দিলেই আমরা কৃষিকার্যে উন্নতি বা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করতে পারব না। কৃষির প্রধান শত্রু হল বন্যা। বন্যার হাত থেকে কৃষিকে রক্ষা করতে হবে। মহারাজার আমলে নদীর পারে ও ছড়ার ধারে কতকগুলি গুল্ম জাতীয় আগাছা জন্মাইত। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এবং উদ্বাস্তু আগমনের ফলে সেই সব পতিত জমিতে এখন চাষাবাদ হচ্ছে এবং বন্যার সময় নদীর পাড় দিনের পর ভেঙ্গে যাচ্ছে। এগুলি রোধ করা দরকার। মৎস্য সম্বন্ধে আমি বলতে চাই যে বর্ত্তমানে ত্রিপুরাতে যে সব মাছ বাজারে আসে তার শতকরা ৭০/৮০ ভাগই ত্রিপুরার মাছ, সেই দিক দিয়ে মৎস্য চাষ বাবদে আমরা যে টাকা গত কয়েক বৎসর ব্যয় করেছি তা সার্থক হয়েছে বলা যায়। কিছুদিন আগে দিল্লী থেকে একজন অফিসার এসেছিলেন। তার সঙ্গে ত্রিপুরা সরকারের খোয়াই ও কমলপুর মহকুমার যে সব নদী আছে সেইগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করে দেওয়া যায় কিনা সেই সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা হয়েছে। আমার মনে হয় তা হলে বন্যার জল অন্য দিকে সরে যাবার সুবিধা পাবে এবং যে সব জমিতে বন্যার জল প্রবেশ করে ফসলের নষ্ট করে তা থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। আমার বক্তব্য এইখানে শেষ করলাম।

Shri Munchur Ali, Deputy Minister :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে বাজেট এখানে রাখা হয়েছে আমি তাহা সমর্থন করছি। এই বাজেট ত্রিপুরার আর্থিক সঙ্গতির দিকে সামঞ্জস্য রেখে রচনা করা হয়েছে। আমার মাননীয় বন্ধুরা বাজেট সম্পর্কে কয়েকটি বক্তব্য রেখেছেন—সে সম্বন্ধে আমি দু-একটি কথা বলতে চেষ্টা করব। Minor Irrigation ও flood Protection এর কাজ এখানে সবে মাত্র আরম্ভ হয়েছে এবং কিছু কিছু কাজ করা হয়েছে। Kailashahar, Krishnanagar, Howrah ইত্যাদি জায়গায় কাজ হয়েছে। ধর্ম্মনগরের flood protection সম্পর্কে মাননীয় সদস্য বলেছেন। এখানের কয়েকটি কাজ মঞ্জুর হয়েছে কিন্তু কাজ আরম্ভ করতে গেলে পরে কতকগুলি সমস্যার সম্মুখীন আমাদের হতে হয়। যেমন ধর্ম্মনগরের জন্য ২ বার টেণ্ডার ডেকেও কোন কনট্রাক্টার নিযুক্ত করা সম্ভবপর হয় নি। এটা শুধু ধর্ম্মনগরের কথা নয়। সমস্ত জায়গাতেই কাজ আরম্ভ হতে দেরী হয়—কারণ কনট্রাক্টার নিযুক্ত করতে বেশ দেরী হয়। কৈলাসহর, ধর্ম্মনগর ও খোয়াইতে

Irrigationএর ব্যবস্থা করা হয়েছে। Sonamura—Rudrasagar, Jamjuri ইত্যাদি জায়গায় sluice gate এর কাজ আরম্ভ হয়েছে। Udaipurএর আমতলীতে flood protection এর বাঁধের কাজ প্রায় শেষ হচ্ছে। মহাবাণীতে একটা বাঁধ আরম্ভ হয়েছে। এই ভাবে ত্রিপুরার সমস্ত মাইনর ইরিগেশনের মাধ্যমে জল সরবরাহ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ চলছে। টিলাতে ধান হয় না এ কথা এক মাননীয় সদস্য বলেছেন। যেখানে ধান হবে না, সেখানে অন্য কোন জিনিষ ফলে তার দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, কারণ শুধু ধান উৎপন্ন করলেই ত্রিপুরার সমস্যার সমাধান হবে না। আমরা আলুর বীজ বাহির হতে আনি। এখানে ঠাণ্ডা ঘর থাকলে আলুর বীজ এখানেই করতে পারি। এটা এখানে সম্ভব নয় কারণ যে বিদ্যুতের প্রয়োজন তা এখানে নাই। তবে যেভাবে বিদ্যুৎ বাড়াবার কাজ চলছে সেই ভাবে যদি চলতে থাকে হবে ঠাণ্ডা ঘর আমরা এখানে করতে পারব। মাননীয় একজন সদস্য বলেছেন যে Agri. Deptt.এর একজন B.Sc. Agri. Trained লোককে কোন স্কুলে শিক্ষকতা করার জন্য নাকি তারা Spare করেন নাই। মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই জানেন না যে আমাদের Spare করার মত কোন লোক নাই। আমাদের Trained লোকের অভাব বলেই বাহির হতে ঐ সব লোক আনছি। আর একটি কথা মাননীয় সদস্য বলেছেন যাতে Senior Basic ও Junior Basicএ Agri. Training দিবার ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের আর্থিক সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রেখে সেটা কতদূর করা যায় তা আমরা ভেবে দেখব।

আমাদের আর্থিক সঙ্গতি কতটুকু আছে তা ভাবতে হবে। সেই চিন্তা ধারা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে, ভাবতে হবে। আর একটি কথা মাননীয় সদস্য বলেছেন যে Pumping set দিতে হবে। একথা অতীব সত্য। তবে আমরা Pumping set অনেক জায়গায়ই দিয়েছি। তারপর উনি Pumping Machine Subsidy দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। কিন্তু উনি বোধ হয় জানেন না যে, আমরা অহরহ Pumping set Subsidy দিয়ে থাকি। বৎসর শেষ হয়ে যায় তবু Pumping Manhineএর জন্য দরখাস্ত বহু জায়গা থেকে পাই নাই। আবার বীজের কথা বলা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে তাইচুং ধানের বীজ পূর্বে কেউ নিতে চাহিত না। কৃষি বিভাগ থেকে অনেক প্রচার করার পরে কিছু কিছু বীজ কৃষকরা নিতে আরম্ভ করেছে। এখন ফলন ভাল হওয়াতে সব জায়গা থেকেই তাইচুং ধানের বীজের জন্য আবেদন আসছে এবং আমরা তা দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের যতদূর সঙ্গতি আছে আমরা তাইচুং ধানের বীজ দিয়ে যেতে চেষ্টা করবো। গতবার যারা তাইচুং ধান করেছেন তাদেরকেও আমরা অনুরোধ করেছি তারা যেন ঐ ধান না খেয়ে বীজের জন্য রেখে দেন এবং পাড়া প্রতিবেশীকে তাইচুং ধান ফলানোর জন্য বন্টন করে দেন। এই দিক দিয়ে যাতে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হয় তারজন্য কৃষি বিভাগ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। মাননীয় সদস্যদের কাছে আমার অনুরোধ উনারা সবাই যেন এই বিষয়ে সহযোগীতা করেন। গত বৎসর যেসব কাজ হয়েছে তা যদি তারা দেখেন তা হলে একথা বলতে পারবেন না যে কৃষি বিভাগ কিছুই করেন নাই।

কৃষির উন্নতির জন্য আমরা সারে সাবসিডি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি এবং এতে দেখা গেছে গত বারের তুলনায় এ বৎসর অনেক বেশী সার বিক্রী হয়েছে। কেলসিয়াম C. N. ৫০০ মেঃ টন সুপার ফসপেট এবং বোনডাষ্ট ২১৫ মেঃ টন এ সমস্ত সার গত বৎসর আমরা কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করেছি এবং ময়লা সার প্রচুর উৎপাদন করেছি, তাও কৃষকদের দিয়েছি। শুধু সার দিয়েই আমরা ক্ষান্ত থাকিনি, গত বৎসর আমরা বিদেশ থেকে অনেক উন্নত ধরনের বীজ এনে সাবসিডি রেইটে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করেছি। আমরা কৃষকদের মধ্যে বিনা পয়সায় পাট চাষের জন্য ১১৫ টন সার দিয়েছি, যাতে তারা পাট চাষের জমিগুলি উর্বর করতে পারে। শুধু তাই নয় তাদেরকে আমরা ৪০টা স্প্রে মেশিন বিনা ভাড়ায় দিয়েছি। আমরা তাদেরে ৪০টা কূপ খনন করে দিয়েছি জল সেচের সুবিধার জন্য। কৃষকদের উৎসাহ দিবার জন্য আমরা অনেক ব্যবস্থা নিয়েছি। তারা যাতে কৃষি কাজে উৎসাহ পায় তারজন্য প্রতিটি ব্লকের মাধ্যমে কৃষি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছি। তবে আমি একথা বলতে পারি যে কৃষি বিভাগের চেষ্টার ত্রুটি নাই। তবে একটি কথা যে কেবল মাত্র কৃষি বিভাগের উপর নির্ভর করলেই চলবে না, জনসাধারণকেও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। কোন কোন জায়গায় দেখা গেছে যে কৃষকগণ নূতন ধরনের বীজ নিতে চান না, সুতরাং সেই জায়গার জনসাধারণের উচিত উন্নত ধরনের চাষে কৃষককে উৎসাহিত করা। অভাব অভিযোগ আছে তা আমি অস্বীকার করি না কিন্তু কৃষক এবং জনসাধারণকে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের V. L. W. রা নিজেরা তাইচুং ধানের চাষ হাতে কলমে কৃষকদেরে দেখিয়ে দিয়েছে যাতে তারা সহজে বুঝতে পারে। তারপর রিচার্স-এর কথা বলা হয়েছে। ত্রিপুরার সমস্ত মাটি রিচার্স করা এখনই সম্ভব নয়, তবে সরকারের যতটুকু সাধ্য সেই ভাবে মাটি পরীক্ষা করে জল সরবরাহ করা হচ্ছে। গত বৎসর আমরা যখন বাজেট করেছি তখন আমাদের লোকসংখ্যা ছিল সাড়ে তের লক্ষ আর এখন লোক সংখ্যা হচ্ছে প্রায় সাড়ে ষোল লক্ষ, প্রায় তিন লক্ষ বেশী। কিন্তু সেই হারে আমাদের উৎপাদন এক বৎসরেই বাড়া সম্ভব নয়। ১৯৫১-৫২ সনে ত্রিপুরায় ১ লক্ষ ৩৫ মেট্রিক টন খাদ্য উৎপন্ন হয়। আর বর্ত্তমানে আমাদের উৎপাদন হচ্ছে ২ লক্ষ ৭ মেট্রিক টন। কিন্তু আমাদের আরও ৫০ হাজার মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যের প্রয়োজন। আমাদের হিসাব ছিল ১৩।। লক্ষ লোকের। কিন্তু লোকসংখ্যা যে ৩ লক্ষের মত বেড়ে গেছে তাদের প্রয়োজনেই আমাদের বিরাট ঘাটতি; এই ঘাটতি পূরণ করতে হলে আমাদের বাহির থেকে খাদ্য আমদানী করতেই হবে। যদিও আমাদের পূর্ব্বের বাজেট অনুযায়ী ঘাটতি বিশেষ হয় না। সেই বাজেট মতে এটাকে আমরা বিরাট ঘাটতি বলতে পারি না। কয়েকটা পরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষির উন্নতি আমরা করতে পেরেছি। কিন্তু যে ঘাটতি বর্ত্তমানে দেখা যাচ্ছে তার কারণ হচ্ছে পাকিস্তান হতে হাজার হাজার উদ্বাস্তু আসার ফলে, উদ্বাস্তুদের আমরা গ্রহণ করতে বাধ্য। কাজেই যে পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়ছে তার চেয়ে বেশী হারে বাড়ছে উদ্বাস্তু আগমন। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে খাদ্যে কিছু ঘাটতি দেখা

যাচ্ছে। কৃষির উন্নতির জন্য আমরা জলসেচের ব্যবস্থা করেছি এবং আরও করছি। জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট বাঁধ দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া আমরা ডুম্বুর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। সেই পরিকল্পনা কার্যে রূপায়িত হওয়ার পর আমাদের যে তিনটি Sub-division এর উপকার হবে। তা হচ্ছে উদয়পুর, সোনামুড়া এবং অমরপুর। কৃষক ভাইদের সুবিধার জন্য জল সেচের ব্যবস্থা যাতে করা যায় সেই চিন্তাধারা নিয়েই ডুম্বুর বাঁধের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কাজেই আমাদের সদস্যদের অনুরোধ করব তারা যেন ধৈর্য্য ধরে একটু অপেক্ষা করেন। যে আশা নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে তা অদূর ভবিষ্যতেই ফলবতী হবে। তখন আমরা খাদ্য সমস্যা পুরাপুরি মিটাতে পারব আশা করি। তারপর বলা হয়েছে reclamation করতে হবে। অর্থাৎ পঁচা ডোবা জমিগুলিকে আবদ্ধ করতে হবে। সেই চেষ্টা যে করা হচ্ছেনা তা নয়। আমরা ৫৬৯ একর জমি reclamation করেছি। পতিত জমি ২২৮ একর, লুঙ্গা জমি reclamation করেছি ৪৮৭ একর, ৪৮০ নূতন plantation আমরা করেছি, গত বাজেটে আমরা এটা করেছি। আমরা সমস্ত দিক দিয়েই এগিয়ে গেছি। যাতে আমাদের কৃষক ভাইয়েরা জমি পায় এবং ভালভাবে ফসল উৎপাদন করতে পারে তার সমস্ত ব্যবস্থাই আমরা করেছি। community development এর মাধ্যমেও আমরা এই সমস্ত কাজ করছি। প্রতিটি ব্লকের মাধ্যমে পতিত জমি ও লুঙ্গা জমি উদ্ধার করা হচ্ছে। ব্লকের মাধ্যমে সমস্ত কৃষকদের সার, আলুর বীজ ইত্যাদি দেওয়া হয়। ট্রাইবেলদের free of cost ও অন্যান্যদের অর্দ্ধেক দামে আলু বীজ দেওয়া হয়। সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা সাবসিডি দিয়ে এই আলুর বীজ সরবরাহ করছেন, এর কারণ কি ? কারণ কৃষকরা যাতে আরও অধিক ফসল ফলাতে উৎসাহিত হয় সেজন্য এভাবে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যে পরিমাণ কৃষকদের দেওয়া প্রয়োজন সেই পরিমাণ বীজ আমরা দিতে পারছি না। তার জন্য এই ব্যাপারে কিছু অভাব থেকে যাচ্ছে। তাড়াহুড়া করে কিছু করা কোন সরকারের পক্ষেই সম্ভব নয়। কাজেই আমাদের কিছু অপেক্ষা করতেই হবে। তারপর বলেছেন জীপের কথা কিন্তু যদি জীপ দেওয়া না হয় তবে কাজ চলবে কি করে ? আজকে যদি ৫০ মাইল দূরে যেতে হয় তবে জীপ ছাড়া যাবে কি করে ? হেঁটে গেলে তো পাহাড়ী পথে তিনদিন লাগবে। কাজেই তাড়াতাড়ি কোন কাজ করতে হলে জীপের প্রয়োজন আছে। এই গতিশীল যুগে পুরাণো দিনের মত কাজ চলতে পারে না। তা যদি না হবে তবে আমরা ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল লাইন দাবী করছি কেন ? কাজেই মাননীয় সদস্যদের আমি অনুরোধ করব উনারা যেন এরূপ সমালোচনা করেন যাকে ভিত্তি করে আমরা সুষ্ঠুভাবে একটা কাজ করতে পারি। কোন সদস্য যদি বলতেন যে এই কাজটা করলে দেশের ভাল হবে, তবে আমরা নিশ্চয়ই সেটা করার চেষ্টা করতাম। এখানে বলা হয়েছে যে lift irrigation এ বৎসরে ৲/২২ হাজার টাকা খরচ করে ২ একর জমিতেও জলসেচের ব্যবস্থা হয় না। মাননীয় সদস্য যদি সেই বিশেষ জায়গাটার কথা বলেন তবে আমরা নিশ্চয়ই সেটা অনুসন্ধান করে দেখব। এই বলেই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker :— The discussion is over. Now I am putting the demand to vote as there is motion for reduction of grant. Demand for Grant No. 17. (Major head 31 – Agriculture). The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 60,25000, (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 17—Agriculture.

The motion was put to vote and passed.

I am now putting the Demand for Grant No. 38 (Major head '95' Capital outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research). The question before the House is that a sum not exceeding Rs. ˜,12,000, [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 38—Capital outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research.

The motion was put to vote and passed.

Now I would call on Hon'ble Finance Minister to move his motion for Demand No. 18 (Major Head '33'—Animal Husbandry).

Shri Krishnadas Bhattacharjee—(Finance Minister) :— Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 31,61,000. [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 18 (Major Head '33'—Animal Husbandry).

Mr. Dy. Speaker :— Now I call on Hon'ble member Shri Kshitish Chandra Das.

শ্রীক্ষীতিশচন্দ্র দাশ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নং ১৮—Animal Husbandry খাতে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী মাননীয় অর্থমন্ত্রী হাউসে রেখেছেন আমি তা সমর্থন করছি। আমি এই প্রসঙ্গে দু'একটি বক্তব্য রাখব।

কৃষির উন্নতি করতে হলে গো সম্পদের একান্ত প্রয়োজন। গরু কৃষকের একটা বড় সম্পদ। আজকাল গরুর খাদ্যের খুব অভাব দেখা দিয়াছে। ফলে নানাবিধ রোগে গোজাতি আক্রান্ত। এইসব রোগের যে ধরণের চিকিৎসার প্রয়োজন অনেক সময় মফঃস্বল ডিসপেন্সারী গুলিতে ঔষধের অভাবে সেই ধরণের চিকিৎসা হয় না।

আজকালকার দিনে গরুর যে দাম, সেই গরু যদি মারা যায় তা'হলে দরিদ্র কৃষকের পক্ষে আবার গরু কেনা সম্ভব হয়ে উঠে না। কাজেই মফঃস্বলগুলিতে যাতে আরও ভেটেরিনারী ডিসপেনসারী খোলা হয় এবং নানা ধরণের Vaccination দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আমি মাননীয় পশুপালন বিভাগের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গো-চিকিৎসার উপকারিতা সম্বন্ধে অশিক্ষিত গ্রাম্য কৃষকদের অবহিত করার জন্য চলচ্চিত্র বা অন্যান্য ধরণের প্রচারের ব্যবস্থা করা হয় সেজন্যও আমি অনুরোধ করছি।

আর একটা কথা হলো এই যে, উপযুক্ত সবল স্বাস্থ্যবান ষাঁড়ের অভাবে আমাদের গো-সম্পদ উন্নত হচ্ছে না। শুধু তাই নয় সবল সুস্থ ব্রিডিং বুলের অভাবে আমাদের গাভী-গুলোর দুধ কমতে পারে।

কমলপুরে ভালো ব্রিডিং বুল নাই। আমি তাই মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে মাননীয় পশুপালন বিভাগের মন্ত্রীমহোদয়ের নিকট অনুরোধ রাখবো যেন কমলপুর Vety. Dispen-saryতে যেন একটি ভালো উন্নত ধরনের ব্রিডিং বুল দেওয়া হয়। মফঃস্বলের অনেক জায়গায় গো-প্রজননের injuction এর কোন ব্যবস্থা নাই। ফলে এরাঞ্চলের কৃষকদের খুব অসুবিধা। তাই তাদের অনেক দিনের দাবী একটা ব্রিডিং বুল। আমি জানি কাঞ্চনপুরে একটি মাত্র ডিস্‌পেন্সারী আছে। কিন্তু দশদা আনন্দবাজারে কোন ডিস্‌পেন্সারী নাই। সে সব জায়গাতে যাতে ডিস্‌পেন্সারী খুলে গো-চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হয় সেজন্য আমি অনুরোধ করবো। গো-চিকিৎসার উপর আমাদের আরও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

অনেক সময় দেখা যায় সুদূর গ্রামাঞ্চলে গোমড়ক দেখা দেয়। কিন্তু নিকটবর্তী কোন গো-চিকিৎসালয় না থাকাতে প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিতে বিলম্ব হয় এবং অনেক গরু মারা যায়। আর ডিস্‌পেন্সারীগুলিতে কর্মচারীর সংখ্যা কম থাকায় ঠিক সময়মত তারা খবর পেয়েও লোক পাঠাতে বিলম্ব হয়। এদিকেও আমি মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এই কথা বলেই আমি বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আলোচনা শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :—Now I call on Hon'ble Member Shri Binoy Bhusan Banerjee.

শ্রীবিনয় ভূষণ বানার্জী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডিমাণ্ড নং ১৮ এবং ৩৭ খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ এই হাউসে পেশ করেছেন তা আমি সমর্থন করছি। একথা বাস্তব সত্য যে আমাদের দেশের গো-সম্পদের উন্নতির প্রয়োজন। আজকাল কিছু কিছু উন্নত ধরণের গরু আমরা ত্রিপুরার সর্বত্রই দেখতে পাই। Animal Husbandry Department যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তা প্রশংসনীয়। তবে যে পরিমাণ উন্নত ধরণের গরু আমাদের প্রয়োজন তা আজও মিটেনি। আমার মনে হয় এর কারণ হচ্ছে--কৃষকরা সব সময় দূরবর্ত্তী গো-প্রজনন কেন্দ্রগুলিতে তাদের গাভী নিয়ে আসতে পারে না। তার ফলে বাছুর

প্রসবও বিলম্ব হয়। ফলে দুধেরও ক্ষতি হয়। ওদিকে দেশী ষাঁড়গুলোর প্রজনন ক্ষমতা সরকার থেকে রহিত করার ফলে তারা দেশী ষাঁড় দিয়ে প্রজনন ব্যবস্থা করতেও পারে না। কাজেই প্রজনন কেন্দ্রগুলি যাতে আরও বেশী করে গ্রামাঞ্চলে খোলা হয় সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে আমি পশুপালন বিভাগের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আরেকটি কথা আমি বলতে চাই যে দুগ্ধ আমাদের অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য। ধর্ম্মনগরের ও কৈলাসহরের যেসব মহিষ আছে সেগুলি দেখতে বেশ বড় ও উন্নত ধরনের। ঐসব মহিষের দুধ যদি সরবরাহ করা হয় তা'হলে আমাদের দুধের সমস্যা কিছু মিটতে পারে। এই জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী পরিষদকে অনুরোধ করবো যেন মহিষ ও উন্নত ধরণের ষাঁড় এখানে আনা হয়। তা' হলে উন্নত ধরণের মহিষ আমরা cross breeding এ পাবো এবং দুধও বেশী পাওয়া যাবে।

আমি ধর্মনগরের একটি মর্মান্তিক ঘটনার কথা বলবো। সেটা হচ্ছে পানিসাগরের ডাকারী সম্বন্ধে। যে ডাকারী স্থানীয় লোকেরা চেয়েছিল। তারজন্য ঘরও করা হয়েছে। কিন্তু আজও ডাকারী চাষ আরম্ভ হয় নি। আজ খাদ্যে প্রোটিনের অভাব। সেই অভাব পূরণের জন্য উন্নত ধরনের হাঁসের চাষের প্রয়োজন আমরা উপলব্ধি করেছিলাম। কিন্তু পানিসাগরে অর্থই ব্যয় করা হয়েছে কোন ফল হয়নি। তাই আমি মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে অনুরোধ করবো যেন ধর্ম্মনগরে একটি ডাকারি খোলা হয়।

এনিম্যাল হাজবেণ্ড্রীর ডিসপেন্সারী আরও বেশী করে স্থাপন করা দরকার গ্রামের অভ্যন্তরে যাতে কৃষকেরা তাদের গরু বাছুরের সুচিকিৎসা করাতে পারে। কারণ গরু তাদের একমাত্র সম্পদ। কাজেই তারা যাতে তাদের গো-সম্পদের সুচিকিৎসা করতে পারেন তার জন্য আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি।

শ্রীনিশিকান্ত সরকারঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী এই হাউসে এনিম্যাল হাজবেণ্ড্রীর জন্য যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করেছেন তা সমর্থন করছি। সমর্থন করতে গিয়ে আমি দু'একটি কথা বলছি।

আজকে যে সংস্থাকে এই অর্থ দিতে যাচ্ছি সেটাও কৃষকের একটি সংস্থা। যদি আমরা grow more foodকে কার্য্যকরী করতে চাই তা' হলে প্রথমেই দরকার গরুর। আমার পূর্ব্ববর্তী বক্তা বলেছেন যে কৃষকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো গো-সম্পদ। আমি লক্ষ্য করেছি যে, ত্রিপুরাতে পূর্ব্বে যে পরিমাণ গো-সম্পদ এবং মহিষ ছিল সেই তুলনায় এখন যেন অনেকটা কমে গেছে। আর একটা সুখবর এই যে, উন্নত ধরণের গরু আজকে এনিম্যাল হাজবেনড্রি উৎপন্ন করেছে, এটা সত্যি। তবে আমার মনে হয় আজকে grow more food-এর জন্য যে ভাবে চেষ্টা চলছে, সে ভাবে গো-সম্পদ বৃদ্ধির ও তার রক্ষার জন্যও চেষ্টা করা উচিত এবং ব্যয় বরাদ্দ আরও বাড়ানো উচিত।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গ্রামাঞ্চলে আমি দূরে ঘুরে দেখেছি, সেখানকার লোকদের গরু চিকিৎসা করানোর জন্যে ১০।১২ মাইল দূর থেকে সহরাঞ্চলে আসতে হয়। এতে তাদের খুব অসুবিধা। তাই আমি অনুরোধ রাখছি যে প্রতিটি সাব-ডিভিশনে যেন ৫।৬ মাইলের ব্যবধানে গো-প্রজনন কেন্দ্র খোলা হয়। আর একটা কথা হচ্ছে, গরুর নানান ধরণের রোগ হয়। দেশী গরুর এক রকম এবং কৃত্রিম প্রজননে যে সকল বাছুর হয় তাদের অন্য রকম নতুন ধরনের রোগ হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বাছুর মারা যায়। আমার দুটো বাছুর মারা গেছে। ডাক্তার গিয়ে ছিলেন। প্রথম ২।৩ দিন কিছুই খায় না। তারপর মাথা ও পেট ফুলে যায় এবং পরে মারা যায়। আমার মনে হচ্ছে যে ধরনের ঔষধ দিয়ে ঐ সব রোগ চিকিৎসা করা হয়, সে ধরণের ঔষধ আমাদের এখানে আমরা প্রচুর পরিমাণে আনতে পারিনি।

আর একটা কথা হল যে, বাছুরগুলির মধ্যে মেয়ে বাছুরগুলি দেখতে সুন্দর ও বেশ বড় হয়, যেমন আমার ঘরে আছে। দেখা গেছে যে সাধারণতঃ ঐ সব কৃত্রিম প্রজননের বাছুর-গুলির ৪ বৎসরেই প্রজনন ক্ষমতা হয়। কিন্তু ঐসব গাভীগুলি বাচ্চা দেওয়ার পর ২।৩ বছর আর বাচ্চা দেয় না। সময় মত ডাকে এবং হাসপাতালেও আনা হয় কিন্তু গর্ভধারণ ক্ষমতা তার হয় না। সে সম্বন্ধেও আমি আলাপ করে জানতে পেরেছি যে, গর্ভধারণ ক্ষমতা হওয়ার জন্য যেসব ঔষধ প্রয়োজন তা এখনও ত্রিপুরায় আনা হয়নি। তাই অনেককে দেখেছি সেইসব উন্নত ধরণের গাভীগুলিকে বাচ্চা দেওয়ার ২।৩ বছর পর বিক্রী করে ফেলে। তাই আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি যেন এসব ঔষধের ব্যবস্থা করে গো-সম্পদ বৃদ্ধি করেন। অনেক সময় দেখেছি মফঃস্বলের ডিসপেন্সারীগুলিতে ঔষধ ঠিক প্রয়োজন মত পাঠান হয় না। ঔষধের জন্য মফঃস্বল থেকে রিকুইজিশন পাঠানোর পর ২।৩ মাস আর কোন জবাব পাওয়া যায় না। ফলে যে রোগে যে ঔষধের প্রয়োজন সেই ঔষধের অভাবে মফঃস্বল ডিসপেন্সারীগুলিতে অন্য ঔষধ ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় বিকল্প ঔষধ কার্যকরী হয় না। তাই আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করবো, যাতে মফঃস্বল ডিসপেন্সারী-গুলিতে ঔষধপত্র সহজলভ্য হয় তার ব্যবস্থা করার জন্যে। ভেটেরিনারীর কর্মচারীর সংখ্যা আরও বাড়ানো দরকার। তাদের বেতনও কম। ভেটেরিনারীর একজন সার্জ্জনের বেতন স্বাস্থ্য দপ্তরের সার্জ্জনের চাইতে অনেক কম। আমি মনে করি মানুষের চিকিৎসা করতে ডাক্তারদের যে বিদ্যার প্রয়োজন, গো-চিকিৎসক ডাক্তারদেরও গো-চিকিৎসার জন্য সমান বিদ্যা প্রয়োজন হয়। কাজেই আমি মনে করি ভেটেরিনারী ডাক্তারদের বেতনের স্কেল স্বাস্থ্য দপ্তরের ডাক্তারদের বেতনের স্কেলের সমান হওয়া উচিত।

আর একটা কথা হলো যে, ভেটেরিনারী Unitগুলির জন্য আজ পর্যন্ত সরকারী ভাবে বাড়ীঘর তৈরী করা হয়েছে কিনা জানি না। আমার সাব-ডিভিশনে যেসব ডিসপেন্সারী ঘর আছে সেগুলি ভাড়া করা। অনেক ক্ষেত্রে Public থেকে donation হিসাবে ঘর দেওয়া

হয়েছে ডিসপেন্সারী করার জন্য। আর বাকী সবগুলির জন্যও নাম মাত্র দু'চার টাকা ভাড়া দেওয়া হয়ে থাকে। আমি তাই আবেদন রাখছি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেন এগুলোর দিকে দৃষ্টি রাখেন এবং এইসব অসুবিধাগুলো দূরীকরণের ব্যবস্থা করেন। এই ডিমাণ্ডের প্রতি আমার সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

Mr. Speaker : -Now the Hon'ble Minister concerned may give his reply to the debate.

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ডিমাণ্ড, নম্বর 18এর উপরে যে বিতর্ক হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় সদস্যরা আলোচনা করতে গিয়ে গো-চিকিৎসা এবং এনিম্যাল হাজবেন্‌ড্রি ডিপার্টমেন্টের কতগুলো সমস্যার উল্লেখ করেছেন। মাননীয় সদস্য ক্ষিতীশ বাবু কমলপুরে গো-চিকিৎসা কেন্দ্র সম্বন্ধে বলেছেন। তিনি বলেছেন যে কৃষির উন্নতির কথা ভাবতে গেলে গবাদি পশুর উন্নতির কথা অপরিহার্য্য ভাবে আমাদের ভাবতে হয় এবং পরবর্ত্তী দু'জন মাননীয় সদস্য গো-চিকিৎসা এবং তার রক্ষণাবেক্ষণেরও উন্নতির জন্য কতগুলো প্রস্তাব করেছেন। সেই বিভাগের কার্য্য ও বাজেট সম্পর্কে যে গুরুত্ব তারা আরোপ করেছেন আমার বিশ্বাস সেই গুরুত্ব দিয়েই সেই ডিপার্টমেন্টের কার্য্য পরিচালনা করতে পারব।

প্রসঙ্গতঃ মাননীয় সদস্য ক্ষিতীশ বাবু তাঁর এলাকা কমলপুরে breeding bull এর যে দাবী রেখেছেন, সে সম্বন্ধে আগে এ ধরণের একটা representationও আমি পেয়েছি। যাতে ওখানে সত্বরাই একটা Breeding Bull দেওয়া যেতে পারে সে ব্যবস্থা করার চেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। উপরন্তু সেখানকার চিকিৎসা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করার জন্য সেলেমাতে একটা Centre ওপেন করা হয়েছে।

এছাড়াও মাননীয় সদস্য বাবু ... মহাশয় পানিসাগরে ডাকারি কথা উল্লেখ করেছেন। আমার জানা নেই পানিসাগরে এমন কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কি না। যদি ডিপার্টমেন্ট থেকে এরকম স্কীম না নেওয়া হয়ে থাকে তা' হলে কিভাবে কে সেই স্কীম নিলো তা আমার জানা নেই। যদি সত্যই ডিপার্টমেন্ট এমন কোন স্কীম নিয়ে থাকেন, তা কেন drop করা হলো তার কারণ এখনই আমি বলতে পারছি না। তবে ভবিষ্যতে দেখা যাবে, শুধু ধর্মনগরেই নয় সারা ত্রিপুরায় ডাকারি স্কীম কিভাবে extension করা যেতে পারে সেটা ভেবে দেখব।

উনি স্বীকার করেছেন যে, সেখানে দেশী গরুর পরিবর্ত্তে উন্নত ধরনের গরু আজকাল দেখতে পাচ্ছেন। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, দীর্ঘদিন যাবত গবাদি পশুর উন্নতি, সুচিকিৎসা এবং বর্দ্ধনের দিকে আমাদের দেশের মানুষের বিশেষ নজর ছিল না। যদিও কৃষিপ্রধান এই দেশে এদিকটা আমাদের দেখা দরকার। গবাদি পশুর দিকে নজর

না দেওয়ার ফলে কৃষির ক্ষতিসাধন হয়েছে। তাই জাতীয় সরকার ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গাতে গবাদি পশুর উন্নতির জন্য কল্প তৈরী করে কাজ করছেন। ত্রিপুরাতেও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের সাথে সঙ্গতি রেখে গো-সম্পদ উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এই ডিপার্টমেন্ট ১৯৬৩ সালের পূর্বে Agriculture Deptt. এর একটা Section হিসাবে কাজ করছিল। ডিপার্টমেন্ট হিসাবে একটা রূপ নিয়েছে মাত্র ১৯৬৩ সালের পর থেকে। আমরা জানি পশুচিকিৎসা ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যে যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ করতে পারা গেছে, তা আপনাদিগকে Statistics দিলেই আশা করি বুঝতে পারবেন। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ভেটেরিনারী হসপিটেল ১টি, ভেটেরীনারী ডিসপেনসারী ১৩টি বিভিন্ন সাবডিভিশনে করা গেছে এপর্যন্ত। রুর‍্যাল ভেটেরীনারী ডিসপেনসারী ৫টা, Stockmen Centre—17,Vety. Unit—7,Mobile Vety. Unit—2, All India pattern অনুযায়ী প্রতি ২৫ হাজার গবাদি পশুর জন্য ১টি করে Vety. Unit থাকার কথা, সেটা আমরা তৃতীয় পরিকল্পনা কালেই achieve করেছি। ত্রিপুরা রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, নদী নালা বেশী এবং কৃষকরা দরিদ্র বলে এবং বর্ষাকালে নদী নালা পার হয়ে কৃষকদের দূর থেকে আসতে অসুবিধা হয় বলে আমরা Vety. unit বাড়ানোর চেষ্টা করছি। ফোর্থ প্লেনএ আরও ৫টা Vety. dispensary এবং ২০ টি stockmen centre করার পরিকল্পনা আমাদের আছে। এছাড়াও বর্ত্তমানে ৫টি Key Viliage Block, সেখানে আমাদের all aspect of Vety. Block, all aspect of increasing cattle population এসব বর্ত্তমানে আমাদেয় Key village Block এ আছে। প্রত্যেকটি Key Village Block এর অধীনে ১০০০০ গাভীর মাধ্যমে যাতে উন্নত ধরণের গরু প্রজনন করা হয় তার ব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আর একটা Block মেলাঘরে করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও প্রত্যেকটি Key Village Block এর আওতায় আরও ৮টা করে unit আছে। এর উপরেও আছে Vety. Hospital, Dispensary ও stockmen centre. প্রত্যেকটি centreএ insemination ছাড়াও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। তবুও মাননীয় সদস্যরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে সরকার থেকে যে ধরণের সাহায্য ও সহানুভূতির আশা করছেন, সরকার থেকে তাদের সেই আশা পূরণের চেষ্টা করা হচ্ছে।

এছাড়াও মাননীয় সদস্য বানার্জি মহাশয় বলেছেন যে, দেশী ষাঁড়গুলোর প্রজনন শক্তি রহিত করে দেওয়া হচ্ছে। আমি বলব যে আমাদের দেশের নিকৃষ্ট ধরণের গরুর পরিবর্তে উৎকৃষ্ট ধরণের গরুর উৎপাদন করার জন্যই সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিদেশ থেকে উন্নত জাতের breeding bull এনে cross breeding করে উন্নত ধরণের গরুর উৎপাদনের চেষ্টা করা হচ্ছে। কাজেই শুধু নিকৃষ্ট ধরণের ষাঁড়ের প্রজনন ক্ষমতা রহিত করাই হচ্ছে না। তার পরিবর্তে উন্নত ধরণের breeding bull এনে গো-সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টাও চলছে।

Buffalo যাতে inseminationএর মাধ্যমে আরও উন্নত করা যায় তার চেষ্টা করা হচ্ছে। যাতে আমাদের দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি হয়। আমরা অলরেডি সেরকম একটা স্কীম নিয়েছি।

মাননীয় সদস্য সরকার মশাই তার উদয়পুরের কয়েকটি centreএর irregular ঔষধ সাপ্লাইয়ের কথার উল্লেখ করেছেন। মফঃস্বল ডিসপেনসারীগুলো থেকে ঔষধের requisition পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঔষধ পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। তবে সে ঔষধ মফঃস্বল ডিসপেনসারিগুলোতে পৌঁছতে নানা কারণে বিলম্ব হতে পারে। যেমন রাস্তা ঘাট ভাল না থাকার ফলে বা যে requisition পাঠায় তা বিলম্বে এসে পৌঁছার ফলে। সেটা অত্যন্ত মাইনর। অনেক সময় এমন ঔষধও চাওয়া হয় যাহা বাহির থেকে জোগাড় করতে হয়। অনেক সময় টেণ্ডার ডাকা হলেও ঠিক সময়মত কনট্রাক্টার জিনিষ সাপ্লাই দিতে পারে না। তবে ওদিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে যাতে ঔষধ সাপ্লাইয়ের জন্য কাজের ত্রুটি না হয়। ভেটেরিনারী সার্জ্জনদের পে স্কেল সম্পর্কে মাননীয় সদস্য বলেছেন। এ সম্পর্কে আমি জানাতে চাই যে এখানকার বর্ত্তমানে যে পে স্কেল তাহা পশ্চিমবঙ্গের হারেই আছে এবং পশ্চিমবঙ্গে পে স্কেল যখনই বাড়ানো হয় তখন এইখানেও তাহা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হবে। তাদের পে স্কেল সম্পর্কিত ব্যাপারে আমরা সহানুভূতির সঙ্গে চিন্তা করব। মাননীয় সদস্যরা এই বিভাগের নানা দিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং তাতে বিভিন্ন দিকে যেসব বক্তব্য রেখেছেন তার জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গো-সম্পদের প্রয়োজনীয়তার কথাও আমরা খুব উপলব্ধি করছি। মানুষের রোগের জন্য মানুষ যেমন সচেষ্ট সেইরূপ গরুর চিকিৎসার জন্যও আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। প্রত্যেক গ্রামে চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকলেও আমরা সচেষ্ট হলে পরে গরুর রোগের হারও কমাতে পারব। গরু বাছুরের রোগ হলে অনেকেই এখন ভেটেরিনারী হাসপাতালে নিতে চান না, তারা হাতুড়ে ডাক্তার দিয়ে কাজ করাতে চান। এ সম্পর্কেও আমাদের জনগণকে ঠিক ঠিক উপদেশ দিতে হবে। আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

Mr. Speaker :—The Debate on this Demand is over. I am now putting the demand to vote.

The Demand not exceeding Rs. 31,61,000/- in respect of Demand No. 18 (Major Head—33 Animal Husbandry) was put to vote & passed.

Mr. Speaker :— I would now call on the Hon'ble Finance Minister to move his Demand Nos. 30, 31 & 44 together.

Shri Krishnadas Bhattacharjee, Finance Minister :— (a) Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 8,00,000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 30 —Pension and other Retirement Benefits.

(b) Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,35,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of pay men

during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 31—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers.

(c) Mr. Speaker, Sir on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 30,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the appropriation (vote on account) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 44—Payment of Commuted value of Pension.

Mr. Speaker :—Any Member willing to participate in the debate ? None. Then I am putting the Demands to vote one by one—The following Demands were put to vote & passed without division.

(a) A sum not exceeding Rs. 8,00,000/- in respect of Demand No. 30—Pension & other Retirement Benefits.

(b) A sum not exceeding Rs. 2,35,000/- in respect of Demand No. 31—Privy Purses & Allowances of Indian Rulers.

(c) A sum not exceeding Rs. 30,000/- in respect of Demand No. 44—Payment of Commuted Value of Pension.

Mr. Speaker :—I would now request the Finance Minister to move his Demand No. 36—Expenditure connected with National Emergency.

Shri Krishnadas Bhattacherjee (Finance Minister) :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 11,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on account) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 36—Expenditure connected with National Emergency.

Shri J. K. Majumder :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই Demand সমর্থন করি। তবে এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে চীনের ও পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের যেরকম সম্পর্ক, বিশেষ করে পাকিস্তান ভারতের দিকে যে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, সেই খাতে মাত্র ১১ হাজার টাকার বরাদ্দ আছে। Emergency কে শক্তিশালী করার জন্য আমার মনে হয় এই খাতে আরোও বেশী ব্যয় বরাদ্দ রাখা উচিত। বাজেটের নানা বরাদ্দ আলোচনার সময় অনেক সদস্যই বাজেট সমর্থনে কথা বলেছেন। এই সম্পর্কে মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে মাননীয় সদস্যরা যাহা বলেন তাহা চিন্তা ভাবনা করিয়া বলেন না। আমার মনে হয় কথাটা বোধহয় উনার মুখ দিয়ে হঠাৎ বের হয়ে গেছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে আমি অনুরোধ করব এই হাউসে মাননীয় সদস্যরা যে বক্তব্য রেখেছেন সে সম্বন্ধে যেন গভীরভাবে চিন্তা করেন ও উপদেশ দেন।

Mr. Speaker :—Now I call on Hon'ble Minister-in-charge to give his reply.

Shri Tarit Mohan Dasgupta :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Emergency খাতে যে টাকাটা ধরা হয়েছে সেটা Token amount হিসাবেই রাখা হয়েছে, যদি প্রয়োজন দেখা দেয় তবে Revised Budget করে তা বৃদ্ধি করা যায়। এই রকম অঙ্ক বাজেটের অনেক Demand-ই আছে, যেগুলিতে সাধারণতঃ বেশী টাকার প্রয়োজন হয় না কিন্তু প্রয়োজনবোধে বাড়ানো যায়। সরকার এই সমস্যা সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ। নানারকম trainingএর মাধ্যমে কাজ চালানো হচ্ছে, এবং প্রয়োজন হলে অর্থের জন্য কোন অভাব হবে না। আমার বক্তব্য এই বরাদ্দ সমর্থনে এখানেই শেষ করলাম, আশা করি এই হাউস তাহা সমর্থন করবেন।

Mr. Speaker:—The discussion on the Demand is over. I am now putting the Demand to vote.

The Demand No. 36—Expenditure connected with National Emergency for a sum not exceeding Rs. 11,000/- was put to vote & passed without division.

The House was adjourned till 11 A. M. on 3.4.68.

STARRED QUESTION NO. 806
By—Shri Aghore Deb Barma.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

১) সদর উত্তর বড়াখা এলাকাতে গত আর্থিক বৎসরে উপজাতীয় জুমিয়াদের কলোনী করার কোন পরিকল্পনা ছিল কি না ;

২) যদি পরিকল্পনা থেকে থাকে এই পরিকল্পনা মতে কতজন জুমিয়া বা ভূমিহীন উপজাতীয়দের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

১) হ্যাঁ।

২) বিভিন্ন অসুবিধার জন্য পরিকল্পনা কার্যাকরী করা যায় নাই।

STARRED QUESTION NO. 922
By—Shri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state —

১) আগরতলা বেকারী কারখানার শ্রমিকরা কি গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী ধর্মঘট করিয়াছিলেন ?

২) যদি ধর্ম্মঘট করিয়া থাকেন, তবে তাহাদের দাবী কি;

৩) সরকার কি তাহাদের শ্রমবিরোধ মীমাংসার জন্য কোন ত্রিদলীয় বৈঠক ডাকাইয়াছিলেন ;

৪) যদি ডাকিয়া থাকেন, তবে তাহার ফলাফল কি ;

৫) ত্রিদলীয় বৈঠক না ডাকিয়া থাকিলে উহা ডাকিবেন কি ?

ANSWER

১) হ্যাঁ।

২) আগরতলার একটি বেকারীর মালিক ঐ বেকারীর একজন কর্মীকে গালাগালি ও মারধর করিয়াছে এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া উহার প্রতিবাদে আগরতলার বেকারীতে নিযুক্ত কর্মীরা ২৫।২।৬৮ ইং ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

৩) হ্যাঁ।

৪) কয়েকটি ত্রিদলীয় বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনার পর উভয় পক্ষকেই আপোষ মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য সম্মত করানো হইয়াছে এবং তন্মুলে উক্ত বিরোধীত বিষয়টির মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

৫) নিষ্প্রয়োজন।

STARRED QUESTION NO. 945
BY SHRI ABHIRAM DEB BARMA.

QUESTION

Will the Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

১) সদর বিভাগের শ্রীনগর অঞ্চলে আগরতলা সহরের রাজরাজেশ্বরী হোটেলের মালিক শ্রীমাখন কর এবং তাহার বন্ধু শ্রীপ্রমোদ বানার্জি নামক দুই ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বে গার্বদী, প্রভাপুর এবং শ্রীনগর এলাকার এক বিস্তীর্ণ এলাকায় যাহা এতদিন উপজাতীয়দের দখলে, প্রাক্তন রাজনৈতিক কর্মীদের কলোনী করার কোন প্রচেষ্টা করা হইতেছে কিনা ; এবং

২) এই অজুহাতে সেই ভূমির দখলকার উপজাতীয়দের উচ্ছেদ করার প্রচেষ্টা চলিতেছে কিনা ?

৩) যদি চলিতে থাকে, উক্ত সখশ্রী প্রমোদ বানার্জি এবং মাখন করের অবৈধ কার্য্য-কলাপে ত্রিপুরা সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন আছে কিনা ?

৪) উপরোক্ত এলাকায় যেসব ভূমিহীন উপজাতি জমি আবাদ করিয়া চাষাদি করিতেছে, সেই ভূমিতে তাহাদের পুনর্ব্বাসন দানের ব্যবস্থা করা হইবে কিনা ?

ANSWER

১) সদর বিভাগের শ্রীনগর মৌজার ১০৮ জন প্রাক্তন রাজনৈতিক নির্য্যাতিত কর্ম্মীকে সরকারী খাসভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার একটি প্রস্তাব আছে।

২) না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

৪) ভূমিহীন জুমিয়া উপজাতীয়দের পুনর্ব্বাসনের পরিকল্পনাও আছে।

STARRED QUESTION NO. 955
BY SHRI BIDYA CHANDRA DEB BARMA

QUESTION

Will the Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

১) ১৯৬৭-৬৮ সালের আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরার কত ভূমিহীন বা জুমিয়া উপজাতী পরিবারকে পুনর্ব্বাসন বাবত আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে;

২) প্রত্যেক পরিবারকে মোট কত টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে এবং এই সাহায্যের সামগ্রিক স্কেলের হার কত?

৩) সাহায্য প্রাপ্তির যোগ্যতার মাপকাঠি কিভাবে নির্ণয় করা হয়, স্থানীয় জনগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত কোন কমিটি কিংবা সংস্থার সহযোগিতা গ্রহণ করা হয় কিনা;

৪) স্থানীয় নির্ব্বাচিত সংস্থা বা কমিটির সহযোগিতা ভিন্ন অবাঞ্ছিত লোক বাছাই করার কোন স্কোপ আছে কিনা?

ANSWER

১) ১৯৬৭-৬৮ আর্থিক সনে ১০৩১ জন জুমিয়া ও ৪৫৫ জন উপজাতি ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্ব্বাসন বাবত আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে;

২) জুমিয়া পুনর্ব্বাসন স্কীমে নগদ ৫০০ টাকা ও ভূমিহীন উপজাতীয়দের ৩০০ টাকা স্কেলে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকে;

৩) স্থানীয় মহকুমা শাসক কর্ত্তৃক সাহায্য প্রাপ্তির যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ণয় হইয়া থাকে, অন্য কোন সংস্থার সহযোগিতায় নহে।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 935
BY SHRI ABHIRAM DEB BARMA

QUESTION	ANSWER
১) Preventive Detention Act 1950 অনুসারে যে ১০ জন আটকবন্দী আগরতলা জেলে "সি" শ্রেণীভুক্ত আছেন তাহাদের জ্বালানী কাঠের মূল্য বাবত জেল কর্ত্তৃপক্ষ এ পর্য্যন্ত কত টাকা কাটিয়া রাখিয়াছেন?	১। ৯১ টাকা ৪১ পয়সা।
২) এই আটক বন্দীদের রেশনের সরকারী নির্দ্ধারীত মূল্যে চাউল সরবরাহ হয় কিনা?	২। হ্যাঁ।

৩) এই বন্দীদের যে চিনি সরবরাহ করা হয় তাহা কি দরে ?

৩) বাজার দর অনুযায়ী।

৪) উহা সরকার নির্দ্ধারিত মূল্য অপেক্ষা কয়গুণ বেশী ?

৪) ২·৩ গুণ।

৫) সরকারী নির্দ্ধারিত মূল্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সরবরাহের কি ব্যবস্থা হইবে ?

৫) যে সব দ্রব্য সরকারী ব্যবস্থাপনা হইতে পাওয়া যায় তাহা সরবরাহ করা হইতেছে সরকার নির্দ্ধারিত মূল্যে। সরকার হইতে পারিবারিক প্রয়োজনে শুধুমাত্র চিনি সরবরাহ হয় কাজেই জেল হইতে নির্দ্ধারিত মূল্যে পাওয়ার সুবিধা নাই।

STARRED QUESTION No. 833.
BY SHRI AGHORE DEB BARMA.
QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state :—

(1) Total number of Scheduled Tribe Government employees in Tripura ;

(2) and its ratio to the total number of other Government employees.

ANSWER

(1) 2191.

(2) 8·3%

STARRED QUESTION No. 928.
BY SHRI BIDYA CHANDRA DEB BARMA.
QUESTION

Will the Minister-in-charge of the Medical Department be pleased to state :—

১। সম্প্রতি কৈলাসহর মহকুমায় নাতিনমন্ড এবং সাক্রমের সোনাইছড়িতে বসন্ত মহামারী দেখা দিয়াছিল কি ?

২। যদি দেখা দিয়া থাকে তবে কত জনের মৃত্যু হইয়াছে ?

৩। বসন্ত নির্ম্মূল পরিকল্পনা ঐ সকল এলকায় কার্য্যকরী হইয়াছিল কি ?

৪। যদি করা হইয়া থাকে তবে মহামারী দেখা দেওয়ার কারণ কি ?

ANSWER

১। কৈলাসহর মহকুমার নাতিনমনু এলাকায় বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় কিন্তু সাক্রমের সোনাইছড়ি এলাকায় এ রোগের কোন বিস্তার ঘটিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

২। নাতিনমনু এলাকায় ১১ জন লোক বসন্ত রোগে প্রাণ হারাইয়াছে।

৩। হ্যাঁ, জাতিয় বসন্ত নির্মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী টিকাদারগণ টীকা দিবার জন্য ঐ সমস্ত অঞ্চলে কার্য্যরত থাকেন কিন্তু খুব কম লোকই ইহাতে সাড়া দেয়।

৪। যেহেতু ঐ গ্রামের অধিবাসীরা বসন্ত প্রতিষেধক টীকা দেয় নাই।

STARRED QUESTION No. 885.
BY SHRI AGHORE DEB BARMA.

QUESTION	ANSWER
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state :—	
1. whether the Govt. has established a farm for supplying milk at Agartala at Durga Chowdhury para (near Khayerpur) ;	1. Yes.
2. if so, the date of establishment and total amount incurred from begining to upto date ;	2. December, 1965. (Date of Estb) Rs. 1,55,567 (amount incurred upto February, 1968)
8. what are the details of plan including milk cows and present strength of supplying of milk ?	3. Rupees One lakh was provided under the plan for the year 1965-66 for distributing cows to the interested cultivator for the purchase of cows with a view to augmenting the milk supply to Agartala Milk Supply Scheme. This was, with the approval of the Govt. of India, converted into Cattle Colony with the same purpose in view.

The number of animals in the farm at prsent is as follows .—

Cows	... ...	28
Heifer	... ...	13
Bull Calves ..	...	20

On an average about 55 litres of milk are being supplied by this farm daily to the Agartala Milk Supply Scheme.

STARRED QUESTION No. 844.
BY SHRI AGHORE DEB BARMA.

QUESTION — **ANSWER**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Animal Husbandary Department be pleased to state—

Question	Answer
1. whether vehicle No. TRA-608 was purchased for use in the Animal Husbandary Department ;	1. Yes.
2. if so, why and for what purpose the vehicle is being used by the Hon'ble Minister for Jails ?	2. No, Minister, Animal Husbandary Department is using the vehicle temporarily.

UNSTARRED QUESTION No. 1024
BY SHRI RABINDRA CH. DEB RANKHAL.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Trible welfare Department be pleased to state—

Question

১। ডুম্বুরনগর ও অমরপুর ব্লকের ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার বিভাগ হইতে ১৯৬৫-৬৬ ও ৬৬-৬৭ইং পর্য্যন্ত কতটি রাস্তা হইয়াছে সেগুলির নাম কি কি ? কতটাকা ঐ বৎসরে রাস্তার কাজে ব্যয় হইয়াছে তাহার হিসাব (রাস্তা ভিত্তিক)।

Answer

১। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার বিভাগ হইতে ১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৬-৬৭ইং সনে ১৭টী রাস্তা অমরপুর ও ডুম্বুরনগর টি, ডি ব্লক হইতে করা হইয়াছে। উক্ত রাস্তাগুলির নাম ও রাস্তা ভিত্তিক খরচের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ক্রমিক নং	রাস্তার নাম	১৯৬৫-৬৬ ইং সনের ব্যয়	১৯৬৬-৬৭ ইং সনের ব্যয়	মোট
১।	অমরপুর বহুমুখী উন্নয়ন সংস্থা টাইডু হইতে সিংলোম স্কুল পর্য্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	২,১০৯·০০	১,৬৫১·০০	৩,৭৬০·০০
২।	সিংলোম স্কুল হইতে পূর্ণহরি বাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	২,০৩১·০০	১,৭১৮·০০	৩,৭৪১·০০
৩।	গোবিন্দ বাড়ী হইতে তহিরাম রিয়াং বাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তা।	২,৭০৪·০০	—	২,৭০৪·০০
৪।	তহিরামবাড়ী হইতে মাষ্টারবাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তা।	২,৪৬৫·০০	—	২৪৬৫·০০
৫।	পূর্ণহরিবাড়ী হইতে দিলুরাম বাড়ী রাস্তা।	—	৩৬৬৩·০০	৬৩৬৩·০০
৬।	তীর্থমুখ হইতে রাইমা ও নুতন বাজার রাস্তা।	৪,৮৯৮·০০	—	৪,৮৯৮·০০
৭।	নুতন বাজার হইতে চেলাগাং পর্য্যন্ত রাস্তা মেরামত।	—	৫১৮·০০	৫১৮·০০
৮।	জলইয়া রাস্তা হইতে সাতরাই উচাইবাড়ী এবং খাসলোমবাড়ী হইয়া কন্যাবাড়ী পর্য্যন্ত গোপাট নির্ম্মাণ।	—	৪,৯৯৭·০০	৪৯৯৭·০০
৯।	ধনেশ্বরবাড়ী হইতে ধন্যাহাবাড়ী চেলাগাং হইয়া জানাজাবাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণ।	—	৪৯৯·০০	৪৯৯·০০
১০।	অমরপুর তেলিয়ামুড়া রাস্তা হইতে সোনামুড়া ছৈড়া আদর্শ উপজাতি কলোনী হইয়া অনন্ত জমাতিয়াপাড়া পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণ।	—	৬০০·০০	৬০০·০০

১	২	৩	৪
১১।	টাইডু হইতে দলকা গ্রেড—১ পর্য্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	৩২২৯·০০	৩২২৯·০০
১২।	টাইডু হইতে পলকা গ্রেভ—২ পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণ।	৩২৩২·০০	৩২৩২·০০
	ডুম্বুরনগর উপজাতি উন্নয়ন সংস্থা।		
১৩।	বোলংবাসা হইতে দলপতি পাড়া রাস্তা।	৬৪৩৯·০০	৬৪৩৯·০০
১৪।	রাইমা বাজার হইতে দীন সিং নারায়ণ বাড়ী রাস্তা নির্ম্মাণ।	৪৬৭১·০০	৪৬৭১·০০

STARRED QUESTION NO. 995
BY SHRI ABHIRAM DEB BARMA.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে জেল ডিপার্টমেন্ট ১৯৬৫ সালে ২৮টি ডিটেল্ড কনটিনজেন্ট বিলস দাখিল করেন নাই ?	না।
২। যদি সত্য হয় তবে উহার কারণ কি ?	প্রশ্নই উঠে না।
৩। সরকার ঐ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?	প্রশ্নই উঠে না।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

April 3rd, 1968.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Wednesday, the 3rd April, 1968.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, Chief Minister, four Ministers & Nineteen Members.

Mr. Speaker :—Today in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Questions. Shri Aghore Deb Barma, Shri Monoranjan Nath.

Shri Abdul Wazid :—I am interested in asking the question of Shri Monoranjan Nath.

Mr. Speaker :—Afterwards please. Shri Abhiram Deb Barma, Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal :—Question No. 1022.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, question No. 1022.

QUESTION

১। ডুম্বুরনগর ব্লক এলাকায় একটি ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নাই, সরকার হইতে উক্ত এলাকায় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

২। যদি থাকে তবে কোন সন হইতে মঞ্জুরী লাভ করিবে ;

৩। অম্পি ও গণ্ডাছড়ায় উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের কোন আবেদন আছে কি না ; যদি থাকিয়া থাকে তবে সরকার ঐ দুই স্থানে স্কুল স্থাপনের কথা চিন্তা করেন কি ?

ANSWER

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। (ক) অম্পিনগর সম্পর্কে আবেদন আছে।

(খ) গণ্ডাছড়ার সম্পর্কে নাই।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৯০২।

শ্রী এস, এল, সিংহ :- কোয়েশ্চান নাম্বার ৯০২ স্যার।

BY SHRI MONORANJAN NATH.

QUESTION

a) Is it a fact that a sanction was given long age for the extension of Dharmanagar Girls' Higher Secondary School buildings to provide accommodation for increasing number of students ;

b) If so, what is the reason for not commencing the work uptil now ?

ANSWER

a) No.

b) Does not aries.

Mr. Speaker :— There is one Unstarred Question today. The Minister may lay on the table of the House the reply of the Unstarred Question.

GOVERNMENT BUSINESS (FINANCIAL)

Mr. Speaker :— Next item in the list of Business 5 Demands viza. Demand Nos. 20—Industries, 39—Capital Outlay on Industrial and Economic Development. 29—Famine Relief, 32—Stationery and Printing and 47—Charges on Account of Repayment of Debt are to be disposed of.

Members have received the List of Business along with the Appendix showing Demands to be moved by the Finance Minister. Now the Finance Minister will move his demands standing in his name one by one when called by me and as soon as the Finance minister has moved his demands, there will be discussion on the Demands. Thereafter when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I am also informing the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister to move the Demand Nos. 20 & 39 together and I shall have one general debate on these demands as they are of allied nature : of course, I shall dispose of the demands separately.

Now I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand Nos. 20—Industries and 39—Capital Outlay on Industrial and Economic Development together.

Shri Krishnadas Bhattacharjee —Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 31,93,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 20—Industries.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator. I beg to move that a sum not exceeding Rs.7,20,000/ [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 3Ist day of March, 1969 in respect of Demand No. 39-Capital Outltay on Industrial and Economic Development.

Mr. Speaker—Now debate will start. I would request Hon'ble Member Shri P. R. Das Gupta to participate in the debate.

Shri P. R. Das Gupta—মিঃ স্পীকার, স্যার, ডিম্যাণ্ড নাম্বার ২০ এবং ডিম্যাণ্ড নাম্বার ৩৯, ইনডাষ্ট্রি, এর উপর আমি আলোচনা করছি। প্রথমে আমি এই ডিম্যাণ্ডগুলিকে সমর্থন জানাচ্ছি। এখানে আমরা দেখছি যে ইনডাষ্ট্রির যে এবারকার বাজেট, ১৯৬৭-৬৮'এ যেখানে ছিল ৩৭,২২,০০০টাকা, সেখানে এইবার রাখা হয়েছে ৩১,৯৪,০০০। অর্থাৎ গতবার থেকে কি প্ল্যান, কি নন-প্ল্যান, বাজেটের অংক বেশ কিছু কমান হয়েছে। আমি প্রথমতঃ একটা জিনিষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে ত্রিপুরার জনসংখ্যা আজকে ১৬ লক্ষ হয়েছে কিন্তু আমাদের যে এ্যাগ্রিকালচারেল ল্যাণ্ড, তা খুব সীমিত, ৬ লক্ষের বেশী নয়। এই অবস্থায় যদি ত্রিপুরার এই বার্নিং আনএমপ্লয়মেন্ট এর যে প্রশ্ন, যেখানে পাঁচ শত'এর উপর গ্রেজুয়েটই আনএমপ্লয়ড্ অবস্থায় আছে, তারপর রেজিষ্টার্ড আনএমপ্লয়ডের সংখ্যা প্রায় ১৬ হাজার, তদুপরি ননরেজিস্টার্ডও অনেক আনএমপ্লয়ড রয়েছে কিছু, সেখানে আজকে শিল্পের দিকে যদি আমরা ত্রিপুরাকে উন্নত করতে না পারি, তাহলে ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ খুবই অন্ধকার। প্রথমতঃ আনএমপ্লয়মেন্ট এবং তার সাথে ইকনমিক যে ইম্প্লিকেশান এই ইনডাস্ট্রিয়েল ডেভলাপমেন্টের সাথে জড়িত। কারণ বর্ত্তমানে যে রেভিনিউ সেই রেভিনিউ হচ্ছে এ্যাগ্রিকালচারেল রেভিনিউ। আর কোন রকম রেভিনিউ ত্রিপুরায় নাই। ত্রিপুরার সেই রেভিনিউর অবস্থা কি? প্রতিবৎসর কোটি কোটি টাকা সেণ্ট্রাল থেকে আনতে হয়, সেই অবস্থায় আজকে ত্রিপুরার এই রেভিনিউ বাড়ানোর জন্য ইনডাস্ট্রির দিকে লক্ষ দেওয়া বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। কিন্তু আজকে ত্রিপুরা ইনডাস্ট্রির যে বাজেট, সেই বাজেটকে আলোচনা করতে যেয়ে, ত্রিপুরার যে শিল্পের অগ্রগতি, সেটাকে যদি আমি তুলনামূলক ভাবে দেখি,

তাহলে আমি দেখব যে ত্রিপুরায় শিল্পের অগ্রগতি বিশেষ কিছু হয় নাই। হয় নাই এই জন্য যে শিল্পের যে অগ্রগতি হওয়া তার বিশেষ প্রতিবন্ধক হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিসিটি নাই, আমাদের রেলওয়ে নাই। যে রেলওয়ের দাবী আজকে বারবার আমাদের এই এ্যাসেম্বলী হাউসে প্রতিধ্বনিত হয়েছে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার বিশেষভাবে সেই রেলওয়ের জন্য চেষ্টা করছেন এবং সেইদিক দিয়ে আমার মনে হয় আমাদের রেলওয়ে এবং পাওয়ার না থাকায় আজকে আমাদের ত্রিপুরার অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছে। তবে আমরা দেখছি যে ১৯৬৪-৬৫ সালে, আমাদের ত্রিপুরা সরকারের সাথে ভারত সরকারের যে আলোচনা হয়েছিল, ত্রিপুরায় শিল্পের অগ্রগতির জন্য, সেই আলোচনায় বিশেষ কয়েকটি ব্যাপারে ভারত সরকার বিশেষ করে শিল্পের ব্যাপারে কনভিন্সড হয়েছিল এবং সেইদিক থেকে ত্রিপুরাতে যাতে স্থাপন করা হয় সেই সম্বন্ধে তাদের সম্মতি জানিয়েছিল।

আমরা দেখেছি একটা পেপার প্ল্যান্ট সম্বন্ধে প্রজেক্ট রিপোর্ট যেটা ন্যাশন্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোম্পানি প্রিপেয়ার করেছিল, সেটা সম্বন্ধে আজকে আমরা বলতে পারি না যে কি অবস্থায় সেটা আছে। আর একটা হচ্ছে কেপিট্যাল আউটলেতে স্পিনিং মিল, জেনারেল ইকনমিক ডেভেলাপমেন্টে একটা টাকা ধরা হয়েছে, প্রাইভেট সেক্টারে যেটা করা হবে। তারপর আমরা দেখেছি প্লাই উড ফ্যাক্টরী করবার জন্য ত্রিপুরায় সার্ভে হয়েছিল এবং সার্ভে হওয়ার পর তার প্রিলিমিনারী ওয়ার্ক অ্যাণ্ডার প্রগ্রেস ছিল। বর্তমানে সেটা কি এবং ত্রিপুরার ফরেষ্টও আমাদের সাফিসিয়েন্ট আছে এবং সেই সব দিক দিয়ে প্লাই উড ফ্যাক্টরী তৈরী করা চলে। তারপর আর একটি ছিল ন্যাশন্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কর্পোরেশন লিমিটেড যেটা তারা ঠিক করেছিল, ত্রিপুরায় তারা একটা জুট মিল করতে চেয়েছিল, কারণ এটা সবারই জানা আছে যে পশ্চিবঙ্গ এবং আসামের পরেই ত্রিপুরার স্থান পাট উৎপাদনের দিক দিয়ে। এমন কি ইউ, পি, তেও জুট মিল আছে, কিন্তু ইউ, পি,তে ত্রিপুরার চেয়ে অনেক কম পাট উৎপাদন হয়। উড়িষ্যায় সুগার মিল আছে, কিন্তু সুগারের প্রডাক্শন ত্রিপুরার চেয়ে কম। এই অবস্থায় আমাদের ন্যায্য দাবী আছে যে ত্রিপুরতে সুগার মিল কিংবা জুট মিল করতে হবে। জুট মিল যদি আমরা করতে পারি তাহলে ত্রিপুরার অনেক বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারব এবং ত্রিপুরার বেশ পরিমাণ টাকা ত্রিপুরায় থেকে যাবে, যে টাকা অন্যত্র চলে যায়।

তারপর সেখানে আলোচনা হয়েছিল যে ইঞ্জিনীয়ারিং এবং অন্যান্য ইণ্ডাষ্ট্রি সম্বন্ধে, যেমন কার্ডবোর্ড ম্যানুফেকচারিং, তারপর ফ্রুট ক্যানিং আমাদের ত্রিপুরায় একটি মাত্র আছে। ত্রিপুরায় এটা সবারি জানা আছে যে ত্রিপুরার আনারস ভারতে বিখ্যাত এবং ত্রিপুরার এই আনারসের যে প্রডাকশন হচ্ছে সেটা আমাদের এনকারেজ করা দরকার, যেহেতু একটা মাত্র ক্যানিং ফ্যাক্টরী আছে। তার কনজামশনের পরিমাণ আমার মনে হয় ম্যাইক্রোসকফিক পারসেন্ট ত্রিপুরার প্রডাকশনের তুলনায় এবং সেই দিক দিয়ে আর একটা জিনিষ এবার দেখা গিয়েছে একটা পার্টি এসেছিল ত্রিপুরার বালি দিয়ে গ্লাস ফ্যাক্টরী করবার জন্য। ত্রিপুরার বালি নাকি গ্লাস তৈরী করবার উপযোগী। এই কতগুলি বিষয় সম্বন্ধে ভারত সরকারের স্বীকৃতি

৬৪—৬৫ এই পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেটা রূপায়িত হয় নি। অবশ্য রূপায়ণে যে প্রধান বাধা সেটা হচ্ছে পাওয়ার এবং রেলওয়ে, তথাপি ত্রিপুরার যে আন এমপ্লয়মেন্টের প্রশ্ন, ত্রিপুরার যে রেভেনিউ এর প্রশ্ন সেই দিক দিয়ে আমি প্রথমেই বলব যে এই সমস্ত মিডিয়াম এবং স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রিগুলির উপর বিশেষ জোর দেওয়া উচিত।

তারপর কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে বলছি যে—অনেক মিডিয়াম এবং স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রি—কারণ আমরা জানি একটা প্ল্যান যদি করতে হয় তাহলে ২।৪ বছর সময় লাগে। কারণ কতগুলি ফ্যাক্টর আছে, এমন কি মেশিনারী ইমপোর্ট করতে হয়, সেখানে ভারত সরকারের কাছ থেকে সম্মতি এনে, পার্টস্ এনে এইগুলি যদি করে তাহলে কম সে কম ২।৪ বছর লাগতে পারে। আজকে আমরা দেখতে পাই আমাদের উমিয়াম থেকে পাওয়ার আসছে এবং আশা করি আমাদের ডুম্বুর হাইডেল প্রজেক্টও কার্য্যকরী হয়ে যাবে ২।৩ বছরের মধ্যেই। আমি বলব ত্রিপুরার বর্ত্তমান অবস্থায় প্রাইভেট সেক্টারেই এইগুলিকে এনকারেজ করা উচিত। আমরা জানি যে মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় বড় বড় শিল্পপতিদের কাছে আবেদন করেছেন যে যথাসম্ভব সুবিধা সুযোগ তোমাদিগকে দেব, তোমরা এখানে ইনভেষ্ট কর। এমন কি যে কমিউনিষ্ট পার্টি প্রাইভেট সেক্টারের নাম শুনলেই নাক সিটকায় এবং যারা পাবলিক সেক্টারের কথা বলে সেই কম্যুনিষ্ট পার্টির নাম্বুদ্রিপাদ কেরালায় বিড়লাকে নিয়ে গেছে প্রাইভেট সেক্টারে ইণ্ডাষ্ট্রি করবার জন্য। কারণ আজকে আমাদের কেপিট্যাল যদি অ্যাকুমুলেটেড না হয় ত্রিপুরায় তাহলে ত্রিপুরার ডেভেলাপমেন্ট হওয়ার পথে বিরাট বাঁধা আসতে পারে এবং এই যে সোশ্যালিজম আমরা বলি এবং প্রাইভেট সেক্টরের একটা রোল আছে, সেটা স্বীকার করতেই হবে এবং সেটাকে স্বীকার করে আজ ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কেপিটালিষ্টদের সব রকম সুযোগ সুবিধা দিয়ে যাতে তাদের আমাদের ত্রিপুরায় আনতে পারি এবং তাদের দিয়ে ইণ্ডাষ্ট্রি গড়তে পারি সেই চেষ্টা করা উচিত। তার কারণ ত্রিপুরার যে বেকার সমস্যা, ত্রিপুরার যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সেই সমস্যাকে আমাদের শীঘ্রই সমাধান করতে হবে, নতুবা তার ফল বিশেষ শুভ হবে না সমাজের পক্ষে। কারণ শিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত যে বেকার সে সমাজের পক্ষে সাংঘাতিক, কারণ তার বেকারত্ব না ঘুচলে সে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায় এবং সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর হয়ে উঠে। তাই আমি অনুরোধ রাখব যে আমাদের পাওয়ার আসছে এবং রেলওয়ের দাবীও আমরা করেছি, সেই দিক দিয়ে চিন্তা করে আমাদের মিডিয়াম স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রিগুলি যাতে হয় তার ব্যবস্থা করা উচিত। প্লাই উড সম্বন্ধে আমি জানি যে বিড়লা এখানে প্লাই উড ফ্যাক্টরী করতে চেয়েছিল, আমি জানি না বর্ত্তমানে এটা কি অবস্থায় আছে। আজকে ত্রিপুরায় যদি প্লাইউড ফ্যাক্টরী করা হয় তাহলে কম সে কম ২।১ হাজার শ্রমিককে স্থান দিতে পারব। তাই আমি অনুরোধ করব যে সেটা বিশেষ বিবেচনা করবার জন্য। কারণ ত্রিপুরার বন সম্পদ অনেক মূল্যবান, অনেক মূল্যবান গাছ গাছড়া আছে। সেগুলি যাতে শিল্পে রূপান্তরিত হতে পারে তার প্রচেষ্টা করা দরকার।

রাবার প্ল্যান্ট সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব যে এই রাবার প্ল্যান্ট বিদেশী ডলার আনে এবং ত্রিপুরার সয়েল এই রাবার প্ল্যান্টকে অসম্ভবভাবে রেসপন্‌স করে। ত্রিপুরায় ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে এই রাবার প্ল্যান্টের চাষ করা হচ্ছে কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে ত্রিপুরার যে ভবিষ্যত অগ্রগতি এই রাবার প্ল্যান্টকে ভিত্তি করে হতে পারত, আজকে কিছু সংখ্যক সমাজদ্রোহীর হস্তক্ষেপের ফলে সেটা ব্যাহত হচ্ছে। যদি এই রাবার প্ল্যান্ট করা যেত তা'হলে সেখানে ইণ্ডাষ্ট্রী গড়ে উঠতে পারত। শুধু তাই নয়, তার মধ্যে হাজার হাজার উপজাতি এবং অন্যান্যরা সেখানে কাজ করতে পারত এবং তাদের অন্ন সংস্থান এবং আর্থিক সমস্যা সমাধান হত। এই দিকে চিন্তা করেই এখানে প্ল্যান রাখা হয়েছে। কিন্তু সেখানে আমরা দেখছি যে এই রাবার প্ল্যান্টকে ধ্বংস করছে এক শ্রেণীর সমাজবিরোধী লোক। তাতে ত্রিপুরার শিল্পীর অগ্রগতিকে ব্যাহত করা হচ্ছে। তাই আমি আবেদন করব, ত্রিপুরার বর্ত্তমান শিল্পের যে অবস্থা সেই দিকে নজর রেখে, ত্রিপুরার ভবিষ্যত শিল্পের অগ্রগতির দিকে নজর রেখে, রাবার প্ল্যান্টকে যাতে কোন অবস্থায় নষ্ট করা না হয়। এইগুলি করে আমাদেরই সম্পদ নষ্ট করা হচ্ছে, দিজ ইজ ডেস্ট্রাক্‌টিভ এ্যাটিচুড, ইট ইজ নট দি কনষ্ট্রাক্‌টিভ এ্যাটিচুড।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, তারপর ত্রিপুরার যে বর্ত্তমান কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রী, বর্ত্তমান এই কম্পিটীটীভ যুগে যদি আমরা এই কুটীর শিল্পকে মডার্ণাইজ না করতে পারি, তার টেকনিক যদি ইম্প্রুভ করতে না পারি, ভবিষ্যতে যদি পাওয়ার আসে, পাওয়ারের মাধ্যমে যদি আমরা কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রীকে ডেভলাপমেন্ট করতে না পারি, তা'হলে কম্পিটীটীভ মার্কেটে এই কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রী কোন অবস্থায়ই টিকবে না। তাই সারা ভারতবর্ষের পলিসী হচ্ছে, লক্ষ্য হচ্ছে এই ইণ্ডাষ্ট্রীকে মডার্ণাইজ করা, এবং তার টেকনিককে ইম্প্রুভ করা এবং তার সাথে সাথে পাওয়ারের মাধ্যমে পরিচালনা করা। তা'হলে সাধারণতঃ আমরা রুর‍্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীগুলি গ্রো করাতে পারব। যদি আমরা সেইভাবে রুর‍্যাল ইণ্ডাষ্ট্রী তথা কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রীগুলিকে গ্রো করাতে পারি, তা'হলে গ্রামের অনেক সংখ্যক যুবকের কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা আমরা করতে পারব। অতএব আমি আবেদন রাখব, কটেজ ইণ্ডাস্ট্রীর টেকনিক্যাল ইম্প্রুভমেন্ট এবং অন্যান্য দিকে যাতে লক্ষ্য রাখা হয়। কিন্তু ত্রিপুরা সরকারের সেই দিকে দৃষ্টিভঙ্গী আমি দেখছি না। মাননীয় স্পীকার, মহোদয় এই শিল্প খাতে আমার বক্তব্য রাখতে যেয়ে ত্রিপুরার ইণ্ডাস্ট্রীয়াল এস্টেট সম্বন্ধে আমি দুই একটা কথা বলব, সেটা হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরায় অরুন্ধুতিনগরে একটি ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যাল এস্টেট আছে, তার জন্য বেশ একটা মোটা টাকা এখানে রাখা হয়েছে। কিন্তু তার বাস্তব অবস্থাটা কি? তার অবস্থা হচ্ছে যেখানে লেদার ট্যান করা হয়, সেখানে তিনজন টেকনিক্যাল ষ্টাফ এবং তিনজন শ্রমিক, এই হচ্ছে তার অবস্থা। শুধু তাই নয়, এইসব লেদার ফ্যাক্টরীতে যেখানে হাজার টাকার অর্ডার পুলিশ বা অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট থেকে আসে, সেগুলি পর্য্যন্ত সাপ্লাই করবার ক্ষমতা, মুনাফা করবার ক্ষমতা এই লেদার ফ্যাক্টরীর নাই। কারণ কোথায় শ্রমিকের সংখ্যা ছিল পাঁচশত, এখন দিনের পর দিন কমে সেটা ১৫ জন হয়েছে। এই যে একটা অবস্থা, এই অবস্থার মধ্যে শিল্পের যে দৃষ্টিভঙ্গী, তার কোথায় যেন গলদ আছে বলে মনে

হয়। আমি আবেদন করব যে এই বিষয়ে বিশেষ সমীক্ষা করে এবং দরকার হলে কমিটি সেট আপ করে সেটা দেখা উচিত কেন আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রীগুলির কর্মধারা অগ্রগতির দিকে না গিয়ে পেছনের দিকে যাচ্ছে। তা না হলে মানুষের মনে এই ইন্ডাষ্ট্রী সম্পর্কে একটা বিরূপ মনোভাব দেখা দিবে। এখানে কতকগুলি এক্সটেন্শান অফিসার ইত্যাদির জন্য টাকা ধরা হয়েছে। একজন ইন্ডাষ্ট্রি অফিসারের বেতন তিন থেকে চার হাজার ইন্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সেই ভদ্রলোক যে ভদ্রলোককে ব্লকে রাখা হয়েছে, কি ডেভেলাপ-মেন্ট তারা করেছে সেটা সমীক্ষা করে দেখা উচিত। কারণ ইন্ডাষ্ট্রিয়্যাল এক্সটেনশান অফিসারের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ব্লকের মধ্যে আমাদের যে গ্রামীন শিল্প সেগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, যেখানে কুটীর শিল্প হতে পারে, যেখানে উইভিং হতে পারে কিংবা অন্যান্য শিল্প হতে পারে, সেইসব সম্পর্কে এন্কোয়ারী করা, ইন্ভেসটিগেশান করা এবং যারা পাকিস্তান থেকে এসেছে তাদের যার যা প্রফেশান সেখানে ছিল যেমন ব্ল্যাকস্মিথ, কেউ হয়ত তাঁত করত, পটারী ইত্যাদি করত, সেইসব দেখে তাদের দিয়ে সেইসব শিল্প যাতে গড়ে উঠতে পারে, যাতে সেইসব শিল্পের অগ্রগতি হয়, সেটাকে কার্য্যকরী করাই হচ্ছে তার বিশেষ উদ্দেশ্য। কিন্তু আমি বলব এটা টোটালি ফেইলিওর হয়েছে। কাজেই এই দিক থেকে আমাদের চিন্তা করতে হবে। কারণ আমরা সেন্ট্রাল থেকে ত্রিপুরার জন্য টাকা আনছি, সেই টাকার এক পাইও যেন সত্যকার কাজে রূপায়িত হয়, টাকাটা যেন ওয়েষ্ট না করা হয় সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। কিন্তু আমি বলব যে এই ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল এষ্টেটের কার্য্যক্রম এন্কারেজিংত নয়ই, বরং মানুষের মনে একটা ফ্রাষ্ট্রেশান এনেছে। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, তারপর আমি ইন্ডাষ্ট্রি খাতে এবার যে টাকা রাখা হয়েছে, সেই সম্বন্ধে দু চারটি কথা বলব। সেটা হচ্ছে যে এই ব্যজেটে যে যে খাতে টাকা রাখা হয়েছে, তাতে আমি দেখছিনা যে এমন কিছু আছে যার দ্বারা ইন্ডাষ্ট্রির ডেভেলাপমেন্ট করা যেতে পারে। অর্থাৎ ডেভেলাপমেন্ট খাতে কোন টাকা নাই, কতকগুলি বিলডিং কন্ষ্ট্রাকশান করা ছাড়া অন্য খাতে কোন টাকা ধরা হয় নাই। কোন একটা ফ্যাক্টরী, স্মল স্কেল ইন্ডাষ্ট্রি এইসব করার কোন বরাদ্দ এখানে রাখা হয় নাই। তারপর আমরা দেখেছি যে রুর‍্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ডেভেলাপমেন্টের জন্য ২,১০,০০০ টাকা ধরা হয়েছে। তবে সেই সম্বন্ধে আমার মনে হয় একটা ইভ্যালুয়েশনের দিন এসেছে কারণ রুর‍্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়েলের টাকা যে আমরা প্রতি বছর ব্যয় করছি সেজন্য কতদূর আমরা ডেভে-লাপমেন্ট করব তার একটা ইভ্যালুয়েশনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তারপর যে টাকা রাখা হয়েছে সেম্পল সার্ভে ইন ইণ্ডাষ্ট্রি সেটাকে আমি সমর্থন করে বলছি যে আমাদের সার্ভে হওয়া দরকার যে ত্রিপুরাতে কোন্ কোন্ জায়গায় আমরা ইণ্ডাষ্ট্রি করতে পারি। তারপর আর একটা হচ্ছে কেলেনডারিং প্ল্যান্টস্। এরজন্য বরাদ্দকৃত টাকা যেটা ধরা হয়েছে তাকেও আমি সমর্থন করি। ত্রিপুরায় এটা অনেক আগেই চালু করা উচিত ছিল। যাই হোক যখন এটা এখানে চালু করা হচ্ছে সেটাকে সমর্থন জানিয়ে আমাদের পাওয়ারলুমের যে ফ্যাক্টরীগুলি সেগুলি যাতে তাড়াতাড়ি হয় তার জন্য অনুরোধ করব। কারণ পাওয়ালুরেমর

ফ্যাক্টরীগুলি আমি জানি যে সরকার এইখান থেকে আমাদের পাওয়ারলুম করবার জন্য টাকা দিয়েছেন এবং সেটা যাতে আমরা তাড়াতাড়ি ডেভেলাপ করতে পারি সেই চেষ্টা করা দরকার। এছাড়া কো-অপারেটিভভিত্তিক টাকা দিচ্ছি, সেগুলি কি অবস্থায় আছে, সেটা আমি যতদূর জানি যেসব কো-অপারেটিভ সোসাইটীগুলিতে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলাপমেণ্টের জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে তার বোধ হয় ফিফটি পারসেণ্টের উপর ডিফাংকট অবস্থায় আছে। সেগুলি কেন ডিফাংকট হল তার তদন্ত হওয়া দরকার। আজকে ২০ বছরের পর স্বাধীনতার ফাষ্ট প্ল্যান, সেকেণ্ড প্ল্যান, থার্ড প্ল্যান এবং ফোর্থ প্ল্যানে আমরা এসেছি, সেই ফোর্থ প্ল্যানে কো-অপারেটিভ মারফত যে ইণ্ডাষ্ট্রি এবং রুর‍্যাল ইণ্ডাষ্ট্রি সেগুলি সম্বন্ধে ইভ্যালুয়েশন করা এবং সেগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার দিন এসেছে। তারপর আমরা দেখেছি এখানে স্পিনিং মিলের জন্য সাড়ে তিন লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে এবং রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের জন্য দেড় লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে এবং রোড ট্রেন্সপোর্ট কর্পোরেশন এবং স্পিনিং মিলের কাজ যাতে তাড়াতাড়ি আরম্ভ হয় সেজন্য চেষ্টা করা উচিত। তার সাথে সাথে আমরা দেখি শেয়ার কেপিট্যাল, প্রাইমারী কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটী সেই যে শেয়ার কেপিট্যাল, কনট্রিবিউশন টু দি স্মল স্কেল সোসাইটীজ এইগুলি আছে। এর পূর্ব্বেই সেই শেয়ার কেপিট্যাল, এপেক্স মার্কেটীং সোসাইটীজ এইগুলি আছে। সেগুলি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে একটা লোকে যখন শেয়ার কেপিট্যাল, পারচেজ করে তখন সে মনে করে যে ডিভিডেণ্ড আমি পাবই। লোকসান দেবার জন্য কেউ শেয়ার পারচেজ করে না এবং যে প্রতিষ্ঠানের শেয়ার পারচেজ করে সেখানে ধরে নেওয়া হয় যে তার ভবিষ্যৎ আছে, তার পসিবিলিটী আছে।

তাই সরকারও যখন পারচেজ করেন তখন আমরা ধরে নিই যে সরকার কনজিউমার্স ষ্টোরের যে শেয়ার কিনেছে, সেগুলির ডিভিডেণ্ট পাচ্ছেন। সরকার যখন এতগুলি টাকা ইনভেষ্ট করেছেন, তখন এই কো-অপারেটিভের প্রফিট এণ্ড লস্ অ্যাকাউণ্ট সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করা দরকার এবং তার সাথে সাথে আমি এইটুকু বলব যে এইসব শেয়ার কিনবার আগে আর একটা দিক সরকার থেকে চিন্তা করা উচিত যে এইসব কো-অপারেটিভের যে অডিট হয় সেটা ইনডিপেনডেণ্ট অডিটার দিয়ে করানো উচিত। কো-অপারেটিভের অডিটার দিয়ে অডিট করালে ইনডিপেনডেণ্ট অডিট করা হয় না এবং অ্যাকচুয়াল পজিশন অব দি কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ উইল নট কাম আউট। সেইদিক দিয়ে আমি আবেদন করব সেগুলি যেন ইনডিপেনডেণ্ট অডিটার দিয়ে অডিট করানো হয়। তারপর শেয়ার কেপিট্যাল কনট্রিবিউশন, ফার্মিং সোসাইট্রিজ, সেটা আমি জানতাম না যে কোন ফার্মিং সোসাইটী আছে। কারণ ত্রিপুরায় অ্যাগ্রিকালচার‍্যাল ফার্মিং সোসাইটীজ তো নাই এবং সেই অ্যাগ্রিকালচার‍্যাল ফার্মিং সোসাইটীজ সম্বন্ধে আমি আবেদন করব যে সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের ওয়াকিবহাল করলে পরে আমরা বিশেষ উপকৃত হব যে আমাদের ফার্মিং সোসাইটীজের কি অবস্থা। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই বক্তব্য হাউসের সামনে রেখেই আমি আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—মিষ্টার স্পীকার, স্যার, ইণ্ডাষ্ট্রি খাতে ডিমাণ্ড নং ২০ এবং ৩৯— কেপিট্যাল আউটলে অন ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড ইকনমিক ডেভেলাপমেন্ট, এই দু'টি হেডে যে ব্যয় বরাদ্দ মাননীয় অর্থমন্ত্রী রেখেছেন তাকে আমি সমর্থন জানাই। সমর্থন জানাই এই জন্য যে শিল্প ভাণ্ডার যদি ত্রিপুরার পরিপূর্ণ করতে হয় তাহলে যথেষ্ট টাকা পয়সার প্রয়োজন। তাই বেকারত্ব ঘুচাতে হলে' ত্রিপুরায় শিল্পীদের বাঁচাতে হলে এবং তাদের অর্থনৈতিক মানোন্নয়ন করতে হলে এবং রেভিনিউ যদি আমাদের কিছু আদায় করতে হয় তাহলে শিল্পকে আমাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে কৃষির সংগে সংগে। তাই এই ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য প্রমোদ দাশগুপ্ত যে চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন বাস্তবিক সেটা লক্ষ্যণীয়। আজকে শিল্পের দিক দিয়ে আমরা কত পিছিয়ে আছি। অন্যান্য জায়গার সঙ্গে তুলনা না করলেও ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার সংগে তুলনা করলেও ত্রিপুরাতে কিছুই নাই। যদিও যথেষ্ট টাকা পয়সা খরচ হচ্ছে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেসব শিল্পে পাওয়ার দরকার সেই সব শিল্পের কথা বাদই দিলাম কিন্তু কুটির শিল্প, যেমন বয়ন শিল্পের দিক দিয়ে আমাদের অগ্রগতি আমাদের যতদূর হওয়া উচিত ছিল ততদূর আমরা এগোতে পারি নি। তার কয়েকটা কারণ মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি উল্লেখ করছি। ত্রিপুরার যে হস্তচালিত তাঁতশিল্প আছে, তার সংখ্যা যথেষ্ট। কিন্তু র-মেটেরিয়েলসের অভাবে অথবা সেই র-মেটেরিয়ালসের অত্যন্ত দাম থাকায় আজকে এই শিল্পের শিল্পীরা এই দিকে উৎসাহ পাচ্ছে না। আমরা দেখেছি, এই যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সোসাইটিগুলি আছে যেমন, তাঁতশিল্পী সমবায় সমিতির সংগে আমি পরিচিত। আমি জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখেছি তাদের অবস্থা এই যে তাঁতীগুলি, তারা মরে আছে। বাস্তবিক তারা নামমাত্র কাজ করছে। কিন্তু তাদের চাহিদা অনুসারে, তাদের ছেলেমেয়ের খরচের জন্য, তাদের সংসার পরিচালনার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সারা দিন খেটেও তারা সেই তুলনায় কিছুই পায় না। তার কারণ অনেক। আমাদের ত্রিপুরাতে একটা স্পিনিং মিল হবে বলে বাজেটে দেখছি। সেটা খুব ভাল কথা, আনন্দের কথা, গর্বের কথা। কিন্তু আজকে দেখছি তাঁতীরা যারা সোসাইটি করে আছে, তারা যে মুজুরী পাচ্ছে, সেটা কম পাচ্ছে। কম পাচ্ছে এই জন্যে যে র-ম্যাটেরিয়্যালসের দাম, রংএর দাম এত বেশী পড়ে যে তারা যে কাপড় বুনে, সেই কাপড়ের ঠিক ঠিক মত মুজুরী তারা পায় না। ত্রিপুরার বাইরে যদি এই কাপড় যায় তাহলে এইগুলি কম্পিটিটিভ মার্কেটে স্থান পায় না। নবদ্বীপএর সাধারণ কাপড় যেগুলি আমাদের ত্রিপুরার বাজারে যথেষ্ট চাহিদা, সেগুলি ত্রিপুরার কাপড়ের সঙ্গে একই কোয়ালিটি, কিন্তু ত্রিপুরার কাপড়ের দাম বেশী পড়ে। এইসব কাপড় নবদ্বীপ থেকে আসে এখানে অতিরিক্ত মুনাফা করে কিন্তু আমাদের হস্তচালিত তাঁতের বস্ত্রের চেয়ে সেগুলির দাম কম। তাই বিদেশে যাওয়া দূরের কথা, ত্রিপুরাতেই বাইরের মাল অনেক খরিদ হচ্ছে আমাদের এখানকার তাঁতীদের তৈরী বস্ত্রের চাইতে। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমরা ১৯৬৮-৬৯ বাজেটে এখানে ৫২৮ হাজার টাকা রাখা হয়েছে মেইনলি ফর

কনসট্রাকশান অব সেলস এম্পরিয়াম ইন নিউ দিল্লী এণ্ড ক্যালকাটা। কিন্তু নিউ দিল্লীতে, ক্যালকাটায় যদি আজ পর্যন্তও সেলস এম্পরিয়াম না হয়ে থাকে সেটা অত্যন্ত দুঃখের কথা আজকে যেখানে মণিপুর রাজ্য থেকে তারা মনিপুরের বাইরে সেলস এম্পরিয়াম করে এই তাঁত শিল্পকে উন্নত করার জন্য, অন্যান্য রাজ্যে পরিচিত করবার জন্য সেই সমস্ত জায়গায় তারা সেলস এম্পরিয়াম করেছে। আমাদের ঠিক তেমনিভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন মার্কেটে সরকারী ব্যয়ে সেলস এম্পরিয়াম করে এখানকার যে বস্ত্র উৎপাদিত হচ্ছে সেগুলি নিয়ে সেখানে কমপিটিটিভ মার্কেট যাচাই করা দরকার। এইজন্য দরকার যে বাস্তব ক্ষেত্রে যদি ত্রিপুরার তাঁতশিল্পকে প্রসারিত, সম্প্রসারিত করতে চাই, উন্নত করতে চাই, যদিও আমি বলব এইগুলি কম্পিটিটিভ মার্কেটে টিকে না তা হলেও সাবসিডি বা রিবেট যদি দেওয়া হয়, তাহলে নিশ্চয়ই সেটা টিকবে। তারপর যখন ক্যালেণ্ডারিং মেশিন, স্পিনিং মিল আমরা করব, যখন আমরা র-মেটেরিয়্যালসের যোগান দিতে পারব তখন নিশ্চয়ই সেটা কম্‌পিটিটিভ মার্কেটে টিকবে। তাই বস্ত্র শিল্পকে, বয়ন শিল্পকে যদি উন্নত করতে চাই, তাহলে আমাদের এই সমস্ত জিনিষগুলি প্রয়োজন আছে। আরেকটা কথা হচ্ছে আগরতলায় যে সেলস এম্পরিয়াম আছে, বিগত ২৯শে নভেম্বর বা ৩০শে নভেম্বর, সেই সেলস এম্পরিয়াম পুড়ে গেল, সেখানকার জিনিষপত্র তাঁতীদের সম্পত্তি, ত্রিপুরার জনসাধারণের সম্পত্তি, তাঁতশিল্প সমবায় সমিতির ৫/৭/১০/১৫ হাজার টাকার মাল ছিল সেখানে। সেই একটা সোসাইটির মূলধন কত মাননীয় স্পীকার স্যার? কিন্তু এই যে তাদের মালগুলি পোড়া গেল, আজ পর্য্যন্ত কান্নাকাটি করে, দরবার করেও এইগুলি হদিস তারা পাচ্ছে না যে তারা এর কমপেনসেশান পাবে কিনা। তাদের এমনিতেই মূলধন কম, তারপর এইভাবে যদি তাদের মূলধনের একটা অংশ আটক হয়ে থাকে, ঐ সব সোসাইটির ক্ষমতা নাই আর বেশী শেয়ার ক্যাপিটেল সঞ্চয় করে। তাই এই যে অসুবিধা, সেই অসুবিধা বিভিন্ন স্তরে দেখা যায় যে আজকে তাঁতীদের এই যে মূলধন আটক পড়ে আছে তার দরুন তাদের যথেষ্ট টাকা নাই, যা দিয়ে তারা বাইরে থেকে মাল কিনতে পারে। এদিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে তাঁতশিল্প, তাকে রক্ষা করতে হলে পরে এইসব দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিভিন্ন জায়গায় আদিবাসীরা আছেন, তারা তাঁতের কাজ জানে, তারা পাছুরা ইত্যাদি তৈরী করেন। সেইসব আদিবাসীদের মধ্যে আমরা যদি আজকে তাদের আর্থিক মান উন্নীত করতে চাই তাহলে তাদের এই ব্যাপারে উৎসাহিত করা দরকার এবং বিভিন্ন জায়গায় আদিবাসীদের মধ্যে কো-অপারেটিভ সৃষ্টি করে তাদের যদি এই শিল্পে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, তাহলে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে পারি। মণিপুরী একটি সম্প্রদায় আছে তাদের মধ্যে এইসব তাঁত এবং বয়ন কার্য্য অনেকে জানে। আমরা দেখেছি যে তাদের মধ্যে কতকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল কিন্তু আজকে সেগুলি টিকে নাই; তার একমাত্র কারণ আর্থিক সংগতি এবং র-মেটেরিয়ালসের দাম, সেইজন্য

এই সোসাইটিগুলি এগুতে পারে নাই। শিল্প জগতে তাদের যদি রক্ষা করতে হয়, প্রথমে তাদেরকে সাহায্য করতে হবে, টেক্‌নিক্যাল গাইডেন্‌স, আর্থিক সাহায্য দিয়ে মাসে বা বছরে একবার করে গিয়ে নয়, মাননীয় সদস্য প্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয় এক্সটেনশান অফিসারদের কথা বলছেন, আমি তাদের দোষ দিচ্ছি না, সকলেই এইরকম। যদি আমাদের কনষ্ট্রাকৃটিভ ওয়েতে এইগুলি করতে হয়, তাহলে শিল্পীদের কাছাকাছি যেতে হবে, বুঝাতে হবে নানাভাবে এদের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করতে হবে, খাটতে হবে। স্পীকার স্যার, এই যে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এষ্টেট আছে, যেমন আমি একটার নাম উল্লেখ করছি, সেটা হচ্ছে খয়েরপুর মৃৎ শিল্প সমবায় সমিতি, রাস্তার পাশে, সেই মৃৎ শিল্প সমবায় সমিতি আজকে যদি দেখেন, সেটা এখন মৃত। কারণ সেই কোথায় সেক্রেটারী মহাশয় টাকা মেরে চলে গেছেন, সেইজন্য জনসাধারণ ভুগছে, মামলামকদ্দমা চলছে, বহু আবদেন নিবেদন তারা রেখেছে ডিপার্টমেণ্ট-এর কাছে কিন্তু এই যে লোকগুলি আছে, তারা গরীব জনসাধারণ, তারা কাজ করতে চায়, তারা খেতে পরতে চায় অন্যাদের মত, তারা সেইদিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কারণ তারা সরল মানুষ, সেজন্য তারা ভুগছে। তাই আমি বলছি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয় এদিকে দৃষ্টি রেখে, সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টকে যেন বলে দেন কি করে তাদেরকে বাঁচান যায়, সেটাকে কি করে আবার পুনর্গঠন করা যায় সেইদিকে যাতে নজর দেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আই, টি, আই'তে যে সমস্ত ছাত্ররা শিক্ষা নিয়েছে তারা এখন না পারে গৃহস্থি করতে, তরিতরকারী হাটে এনে বেচতে, না পারে কোন কিছু কাজ করতে। তারা বেকার। তারা মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই যে একটা অবস্থা, এই অবস্থায় তাদের মধ্যে একদিন নিশ্চয়ই বিক্ষোভ দেখা দেবে, সেটা অস্বাভাবিক নয়। তাই আমি বলছি তাদেরকে কি করে কাজে লাগান যায় সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

অনেক সময় শুনা যায় তাদের বলা হয় আমরাও বলার খাতিরে বলে থাকি যে শিখে এসেছে, খুব ভাল। এখন নিজেরা একটা কিছু কর। কিন্তু কোথায় পাবে তারা কেপিট্যাল, কোথায় পাবে তারা অর্থ, কোথায় পাবে জায়গা? তাই আমি বলি সরকারী পর্য্যায়ে আমাদের যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এস্টেট আছে যেখানে এই ধরনের ওয়েলডিং বা অন্যান্য বিভাগ আছে, সেইসব বিভাগে তাদিগকে নিয়োগ করে ত্রিপুরার শিল্পকে অগ্রগতির পথে আমরা নিয়ে যেতে পারি।

মাননীয় স্পীকার- স্যার, সেরিকালচার ডেভেলপমেণ্ট সম্পর্কে দুটি কথা আমি রাখছি যে বড় বড় শিল্প আমাদের দেশে কখন গড়ে উঠবে কিনা আমি জানি না, পাওয়ার কখন আসবে, এলে পরে হবে হয়ত। তখন আমরা বেকারত্ব ঘুচাব। কিন্তু আজকে ছোটখাট একটা জিনিষ, সেরিকালচার, সেটা বিনা মূলধনে, খুব বেশী একটা পরিশ্রম না করে সাবসিডিয়ারী ইনকাম হিসাবে যিনি বসে বসে হুঁকো টানেন বাড়ীতে তিনিও মাসে ৫০।৬০ টাকা উপার্জ্জন করতে পারেন। আজকার দিনে সেটাই মন্দ কি। কিন্তু সে দিকে আমাদের দৃষ্টি কম। আমাদের

মাননীয় সদস্য শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কাছ থেকে শুনলাম, সমস্ত কথা আমি বলতে চাই না। বগাফাতে সেরিকালচার ফার্মের অবস্থা সম্পর্কে তিনি খুব উৎসাহী। এটার বহুবার অনেক প্রশ্ন করেছেন। কারণ হচ্ছে সেখানে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে সেই পরিমাণে না কি কিছুই কাজ হচ্ছে না। জনসাধারণকে এড়ি পোকার ডিম দেওয়া হয়, ভেরেণ্ডা গাছের ডাল দেওয়া হয়, বীজ দেওয়া হয় ইত্যাদি অনেক কথা আছে। কিন্তু সেখানে নাকি সত্যিকারের কিছুই নাই। এটা একটা প্রহসনের বিষয় বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। তাই আমি বলছি গ্রামীন জনসাধারণকে যদি কিছু দিতে হয় তাহলে সেরিকালচারের মাধ্যমে আমরা সেটা দিতে পারি। কারণ আনাচেকানাচে যদি আমরা ভেরেণ্ডার গাছ লাগাই, সেই গাছ থেকে পাতা আহরণ করে আমরা পোকা পালন করে ৫০।৬০ টাকা উপার্জ্জন করতে পারি। সেটা আমি জানি, কারণ আমি নিজে পোকা রিয়ারিং করি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে এবং আমরা নিজেরাও সবাই মিলে যেন এই দিকে জনসাধারণকে উৎসাহিত করি। কিন্তু চেষ্টা করে দেখা গেছে যে জনসাধারণ যারা গরীব, তারা যে গুটি উৎপাদন করবে সেই গুটি তারা বেচবে কোথায়? এখন কয়েকটি সংস্থা আছে, ডিপার্টমেন্টের পরামর্শক্রমে তারা কিনছে। কিন্তু অন্যান্য জায়গার তুলনায় তারা দাম দিচ্ছে অনেক কম। আসামে কে, জি, ১১ টাকা করে আর এখানে কে, জি, হচ্ছে ৭ টাকা ৬ টাকা করে। তাই তারা উৎপাদন করে কি করবে যদি তাদের কিছু লাভ না হয়? তারপর গুটি উৎপাদন করলেও সেটা বিক্রী না হলেও তারা এই গুটি দিয়ে সূতা কাটে। অবশ্য সরকার থেকে চরকা দেওয়া হয়েছে সাবসিডি বেসিসে। সেজন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু চরকা দিলে কি হবে, সুতা কাটার ব্যাপারে যদি জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া না হয়? আমি জানি একটা ক্যাম্পেন হয় মাত্র ১৫।২০ দিনের। সেখান থেকে কিছু কিছু শিখে হয়ত গেল, কিন্তু সেই শিক্ষায় চাহিদামত চরকা দেওয়া যায় না। তাই আমি বলছি ডিপার্টমেন্টে সংশ্লিস্ট টেকনিক্যাল মেন এই বিষয়ে যারা আছে তারা গ্রামে গিয়ে প্রত্যেকটি জনসাধারণকে, যারা রিয়ারিং করে তাদের যদি পরামর্শ দেয় এই বিষয়ে তাহলে ভাল হয়। অনেক সময় দেখা যায় একটা ফার্ম আছে সেই ফার্ম থেকে ডিম দেওয়া হয়। সেটা নাম মাত্র। অনেক সময় ২০ লিনক ডিম লিখে নিয়ে যাবে কিন্তু দেখা যায় দেওয়া হয়েছে মাত্র ৩ লিনক। এটা প্রত্যক্ষদর্শীর কথা। যদি আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে তাহলে কি করে আমরা এগিয়ে যাব এবং জনসাধারণকে বলব যে তোমরা এই কর সেই কর? যদি শিল্পকে বাঁচাতে হয় তা হলে আমাদের বিরাট পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে সকল দিকেই নজর দিতে হবে এবং প্রতিটি জনসাধারণ যেমন এগিয়ে আসবে তেমনি সরকারী কর্মচারীদেরও এগিয়ে যেতে হবে। আজকে তাদের মনে করতে হবে যে আমরা দেশের সেবক এবং জনসাধারণের সঙ্গে মিশে যেতে হবে এবং শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য জাগিয়ে তুলতে হবে মানুষকে।

এখানে একটা খাতে আছে প্রপাগাণ্ডা ইত্যাদির জন্য ব্যয়। একজিবিশন তো আগরতলায় হচ্ছে। কিন্তু প্রপাগাণ্ডা হিসাবে টাকা রাখা হয়েছে ফিল্ম শো'এর জন্য। কিন্তু

ফিল্ম শো যে কোথায় হচ্ছে সেটা দেখা যায় না। আমি একটা মাত্র ফিল্ম শো দেখেছি এবং সেটা কোথায় দেখেছি ঠিক মনে নেই। গ্রামে ফিল্ম শো হয় না বললেই চলে। আমাদের শুধু বুঝালেই চলবে না ফিল্মের মধ্য দিয়ে তাদের দেখিয়েও দিতে হবে কি করে এইগুলি করতে হয়, অন্যান্য দেশের লোক সেটা কিভাবে গ্রহণ করছে। সেটা বাস্তবিক নামে মাত্র না দেখিয়ে এবং শুধু রাস্তার কাছে না দেখিয়ে ইন্টিরিয়রেও দেখানো উচিত যাতে মানুষ এই কাজে প্রলুব্ধ হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আরও সদস্য আছেন বলার জন্য, তাই আমি এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Shri Kshitish Ch. Das—মাননীয় স্পীকার, স্যার, Demand No.20—Industry মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তার প্রতি সমর্থন জানাচ্ছি এবং সমর্থন করতে গিয়ে আমি কয়েকটা বক্তব্য রাখব। ত্রিপুরায় অধিকাংশ হল কৃষক। ত্রিপুরাতে যে ভূমি আছে তার ৭০ ভাগ হল টিলা এবং বাকীটা হল সমতল। কাজেই এই দিক থেকে চিন্তা করলে যে ভাবে আমাদের এখানে লোকজন বাড়ছে এবং পাকিস্তান থেকে যে ভাবে লোক influx করছে সেই কথা চিন্তা করলে কৃষিভিত্তিক শিল্প যাতে দেশে গড়ে উঠে সেই দিকে আমাদের চিন্তা করতে হবে। Rubber industryতে একমাত্র কেরালা ১৩ কোটি টাকা income করছে। খুব বড় রাজ্য না হলে এই রকম একটা রাজ্যে ১৩ কোটি টাকা income করা কম কথা নহে। আমাদের এখানে Rubber চাষ যে হচ্ছে না সেটা আমি বলছি না। তবে যাতে আমাদের এখানে শিল্পে দ্রুত উন্নতি হয় সেদিকে আমাদের নজর দিতে হবে। আমাদের এখানে আর্থিক অবস্থা যে রকম চলছে তাতে শিল্পের অগ্রগতি ছাড়া এই আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। কাজেই দেশে কৃষিভিত্তিক Industry যাতে গড়ে উঠতে পারে সেজন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষের মারফতে আবেদন রাখছি। তা ছাড়া যেসব তাঁতের কাপড় এখানে বুনা হয় তার market এখানে নেই। আমি পাকিস্তানের ঢাকা এবং ত্রিপুরা জিলাতে দেখে আসছি মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা যারা কোন দিনই তাঁত বুনত না তাদের এখন ৬০% তাঁত বুনে। সরকার থেকে যে তারা উৎসাহ পেয়েছে তা নয়। তারা কাপড় বুনে স্থানীয় বাজার পেয়েছে। তাই তারা উৎসাহ পেয়েছে। কিন্তু আমাদের এখানে তাঁতীরা সেই রকম বাজার পাচ্ছে না। আমি জানি পাকিস্তান থেকে তাঁত শিল্পে, Carpentryতে, মৃৎ শিল্পে, অভিজ্ঞতা নিয়ে বহু লোক এখান এসেছে। কিন্তু আসলে কি হবে তাদের অভিজ্ঞতা পর্যন্ত হারাতে বসেছে। তারপরে কথা হচ্ছে ত্রিপুরাতে ৫২টি চা বাগান আছে। ত্রিপুরার মত একটা ছোট রাজ্যে ৫২টি চা বাগান industry এটা কম কথা নয়। চা বাগানের প্রয়োজনীয় এমন অনেকগুলি জিনিষ আছে। যেমন কোদাল, খন্তি, কাঁচি প্রভৃতি, সেগুলি আমরা supply দিতে পরছি না। এইগুলো আমাদের এখানে তৈরী হয়; কিন্তু যেহেতু এগুলোর দাম বেশী পড়ে বা quality সেই রকম নয় সেইজন্য তাদের এগুলো supply দিতে পারা যায় না। যেসব জিনিষ আমরা তৈরী করি তা শুধু প্রদর্শনীর জন্য তৈরী করলে চলবে না। যাতে বাজার দর পাই সেই ব্যবস্থা করতে হবে এবং বাজার দর পেতে হলে

communication এর ব্যবস্থা করতে হবে। মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত মহাশয় সেই সম্বন্ধে বলেছেন। Railway communication সম্বন্ধে যা তিনি বলেছেন সেটা আমি সমর্থন করি। মালপত্র নিতে হলে আসাযাওয়ার যে বেশী খরচ পড়ে এটাও একটা কারণ। বহুদিন থেকে ডুম্বুর জল প্রকল্প এবং আসামের উমিয়াম থেকে Electricity আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। আজকে আগরতলায়ও বিদ্যুতের অভাব। বিদ্যুতের অভাবে বাতি টিম্ টিম্ করে জ্বলে। আগের থেকে আমরা উন্নত হয়েছি সেটা আমরা অস্বীকার করছি না। এমন এক দিন ছিল যে সময় আমরা কাপড় পরতাম না, দাঁড়ি কামাতাম না। সেই তুলনায় আমরা অনেক উন্নত হয়েছি। কিন্তু এই উন্নতিকে আরও দ্রুত থেকে দ্রুততর করতে হবে। কাজেই বিদ্যুৎ যাতে সহজ ভাবে কৃষি এবং শিল্পে ব্যবহার করা যেতে পারে সেই দিকে আমাদের নজর দেওয়া দরকার। কারণ বিদ্যুতের সাহায্যে অনেক শিল্প গড়ে উঠতে পারে। পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে অনেক মৎস্যজীবী এখানে এসেছে। মৎস্যজীবীদের মধ্যে অনেকে জাল বুনাতে বেশ অভিজ্ঞ, আমি মনে করি যারা মৎস্যজীবী আছে Industryর মারফতে তাদের দিয়ে জাল বুনে marketএ চালু করা যায় কিনা সেই সম্বন্ধে চেষ্টা করা দরকার যাতে এইগুলি supplyএর জন্য অন্য স্থানেও বাজার পাওয়া যায়।

Blockএর মধ্যে আমাদের Extension Officerরা আছেন। Houseএর মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের নিকট আমার অনুরোধ হল Extension Officerরা তাদের বিভিন্ন এলাকায় খোঁজ খবর নিয়ে কোথায় কোন industry আছে এবং কি কি industry গড়ে তোলা যায় সেই সম্বন্ধে একটা সমীক্ষা করে তাদের departmentএর কাছে যেন পেশ করেন। এই বলেই এখানে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Shri Ghanashyam Dewan :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, Demand No. 20—Industryতে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা অনেক কিছু বলেছেন। আমি এই Demandটি সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখব। ত্রিপুরার Industry কি ভাবে প্রসার লাভ করে এবং কি ভাবে আর্থিক উন্নতির সহায়ক হয় সেই সম্বন্ধে মাননীয় সদস্যরা আলোচনা করেছেন। ত্রিপুরাতে একদিন শিল্প ছিল। উপজাতি মেয়েরা ত্রিপুরাতে, প্রায় শতকরা ১০০ জনও বলা চলে তাঁত শিল্পে অভিজ্ঞ। অবশ্য বর্তমানে চিত্তরঞ্জন তাঁত বা হস্ত চালিত তাঁতে ত্রিপুরার মেয়েরা অভিজ্ঞ নয়। অতি পুরানো দিনের পরিচালিত তাঁতে পাহাড়িয়া মেয়েরা অভিজ্ঞ। সেই তাঁত দিয়ে তারা তাদের পরিবারের, নিজের এবং ছেলেমেয়েদের কাপড় তৈরী করত। এমন একদিন ছিল যখন সুতো পাওয়া যেতো না। তখন তারা নিজেরাই চরকা দিয়ে সুতো তৈরী করে কাপড় বুনতো। আজও জুমিয়া পরিবারের মেয়েরা নিজেরা চরকার সুতো কেটে তাদের নিজেদের পরনের কাপড় তৈরী করে, আজও তাদের পরবার পাছরা মিলে তৈরী হয় না। তাই তারা নিজেরাই পাছরা তৈরী করে পরে।

আজ আমরা যেসব কলোনীতে জুমিয়া পুনর্বাসন দিচ্ছি, দেখা গেছে পুনর্বাসনের পর তাদের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ে। কারণ তারা হাল চাষে অভ্যস্ত নয়। ওদিকে আবার জুম

চাষ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে কার্পাস চাষও বন্ধ। ফলে কার্পাসের অভাবে তারা সুতোও কাটতে পারে না। মিলের সুতো দিয়ে কাজ করতে হয়। তাই আমি অনুরোধ করবো, খাদি এণ্ড ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রি থেকে যেন অম্বর চরকা তাদের দেওয়া হয়। অথবা হাতের যে তাঁত আছে বা পুরানো চরকা আছে তা আরও উন্নত করা যায় কিনা সেটা দেখা দরকার। বা বর্ত্তমানে যে সব অন্যান্য উন্নত ধরণের তাঁত বা লুম আছে সেগুলো তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় কিনা তা দেখা দরকার।

এখানে Training-cum-Production Centre এর জন্য ১ লক্ষ টাকা ধরা আছে। খুব সুখের কথা, কিন্তু Tribal Development Block গুলোতে Training-cum-Production Centre খোলা হয়। সেখানে আদিবাসী মেয়েদের তাঁতশিল্প শেখানো হয়। দেখা যায় যে, ২।১ বৎসর বা ৩।৪ বৎসর চলার পর সেগুলো বন্ধ হয়ে যায়। ছামনু ব্লকের কথা আমি জানি। সেখানে B. D. O. সাহেবের অফিসের সামনেই Training-cum-Production সেণ্টারটা ছিল। ২ বৎসর পর সেটা বন্ধ হয়ে যায়। এখন তার কোন চিহ্নও নাই। জানা যায় যে সেখানকার Traineeরা এখন আর আসে না। প্রায় ৮ বৎসর পূর্ব্বে আমি দামছড়াতে গিয়েছিলাম, সেখানে একটা Centre ছিল। সে ঘরখানায় বড় বড় আলমারী, চেয়ার টেবিল ইত্যাদি পড়ে রয়েছে। Instructor মাত্র ১ জন এবং ট্রেইনিও ১ জন। চারদিক জঙ্গলে ঘেরা।

কিছুদিন পূর্ব্বে P.A.C. কমিটি থেকে আমরা সাব্রুমে গিয়েছিলাম। সেখানে কালাটেপা কলোনী আছে। সেই কলোনীতে গিয়ে দেখলাম এরকম একটা Training-cum-Production Centre. কিন্তু সেখানে দেখলাম Tribal মেয়েদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য।

কয়েকদিন পূর্ব্বে ছামনু ব্লকের ধুমাছড়াতে গিয়ে দেখেছি যে সেখানে পাহাড়ী মেয়েদের ট্রেইনিং কয়েকদিন দেওয়ার পর আর পাহাড়ী মেয়েরা আসে না।

করমছড়াতেও এমন একটি Training-cum-Production Centre ছিল সেটাও এখন বন্ধ হয়েছে। কি কারণে Tribal এরিয়াতে ট্রাইবেল মেয়েরা Training এ যেতে চায় না এটা চিন্তা করার বিষয়। কারন যে আদিবাসী মেয়েরা অতীত কাল থেকে তাঁত শিল্পে অভ্যস্ত, নিজের কাপড় নিজেরা তৈরী করে পড়তো, তারা কেন আজ তাঁতশিল্পে ট্রেইনিং নিতে চায় না, আগ্রহী নয় আমি বুঝতে পারছি না। তাই এটার সমীক্ষা করা প্রয়োজন। কাজেই আজকে তাঁতশিল্পের এই বিপর্য্যয়ের ফলে তাঁতীদের এবং আদিবাসীদের অর্থনীতি ভেগে পড়েছে।

আজকে I. T. I.তে যেমন লোহার কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে তেমনি প্রত্যেক ব্লকে কারুশিল্প ট্রেনিং সেণ্টার খোলা যায় কিনা সেটা আমাদের বিবেচনা করা দরকার.। কারণ পাহাড়াঞ্চলে যেখানে আদিবাসীরা বাস করে সেখানেই কাঠ সহজলভ্য। আদিবাসীদের যদি ঐ সব ব্লকে বৃত্তি দিয়ে ট্রেনিং দেওয়া হয় তাহলে তারা কাঠের কাজ করে তাদের

জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে এবং এর ফলে তাদের অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় থেকে তারা রক্ষা পাবে। তাই আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় শিল্প মন্ত্রীকে অনুরোধ করবো, তিনি যেন Tribal Development Blockগুলোর Carpentry Training Centre খোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

আর আদিবাসী মেয়েদের যদি আমরা তাঁতশিল্পে Training নিতে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারি. তা হ'লে আমি বিশ্বাস করি তারা নিশ্চয়ই সেই Training নিবে এবং Training এর পর তারা নিজেদের পরিবারের তথা এলাকার কাপড়ের চাহিদা মিটাতে পারবে এবং নিজেরাও স্বাবলম্বী হবে। সুদূর পাহাড়াঞ্চলে, যেখানে বাজার করতে হলে ২।৩ দিনের পথ অতিক্রম করতে হয়; সেসব জায়গায় মিলের কাপড় পাওয়া গেলেও সেই কাপড় অত্যন্ত দুর্মূল্য এবং আদিবাসীদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। তাই আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে, মাননীয় শিল্পমন্ত্রীকে অনুরোধ করবো, যেন আদীবাসী রমণীদের মধ্যে তাঁত শিল্পে ট্রেনিং নেওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি করে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়, উপযুক্ত সমীক্ষা করে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Hon'ble Member, I have just received a request from the Hon'ble Health Minister that he likes to make a statement on Malaria Control Programme. If the House agrees, I may acced to his request. I think the House agrees to this proposal.

Shri Tarit Mohan Dasgupta (Health Minister) :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়,

Malaria Control Programme was started in the year 195? and continued till 1957. In the year 1958, Malaria Eradication Programme was taken up and the budget provision was increased to fight with the menace of Malaria throughout the Territory once for all. With that Programme work was taken up in Tripura. As part of Eradication Programme active Surveillance was taken in the later part of 1966. The active Surveillance programme has revealed that the parasite load in the community is still high (parasite rate of 3 per 1000/- year). Though this result is satisfactory in terms of control, the programme is far from the criteria required under Malaria Eradication Programme. The whole position was reviewed with the help of senior officers of Delhi and the local Health Directorate.

2. So long the spraying schedule was from 1st March to 31st May and another round from 15th August to 30th September. In view of the changed circumstances it has been considered essential that the spraying schedule should be changed from 1st May to mid-June and second round from mid-August to the end of September. This change in the spraying schedule has been very recently introduced in the neighbouring States of

Assam and Manipur. So, it has been decided that the programme which was started on 1st March should be stopped forthwith. The temporary spraying personnel who will be released now will be re-appointed from 31st May. Measures would be taken to gear up strict supervision and ensure complete spray.

3. Reviewing the present status of malaria incidents in this State it has been considered essential to re-model the surveillance staff and to utilise them in various other duties, such as, augmentation of supervision of spraying and augmentation of collection of blood smear of fever case attending the Hospitals, Dispensaries, Primary Health Centres and to augment the laboratory staff. Posting of Surveillance staff should be changed accordingly.

Mr. Speaker :— Any member wants to have any clarification he may get it from the Hon'ble Minister. Hon'ble Minister may clarify it.

Shri T. M. Dasgupta (Minister) :— এতদিন পর্য্যন্ত Malaria programme এ একটি schedule ছিল যে 1st March থেকে 31st March পর্য্যন্ত spray করা হবে। 15th August থেকে 30th September পর্য্যন্ত 2nd round spray হবে। এখন দেখা যাচ্ছে যে এ কাজ করার পরেও যে অবস্থার সৃষ্টি হল surveillance করার পরেও দেখা যাচ্ছে যে Number of death—3% per thousand per year. অতএব eradication programme যদি পুরোপুরি successful করতে হয় তবে এই ধরণের যে ম্যালেরিয়ার কেস্ after surveillance work সেটা এসে per thousand এ 5% হওয়া উচিৎ। অর্থাৎ প্রতি দু'হাজারে একটি লোক আক্রান্ত হওয়া উচিত। কিন্তু 1966 এ যখন surveillance করা হল তখন দেখা গেল 3% per thousand detected আসছে। ত্রিপুরাতে দেখা যাচ্ছে মাচ থেকে এপ্রিল পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া বাবদ খরচ মাথা পিছু ২ টাকা পর্য্যন্ত হয়ে যায়। এখন দেখা যাচ্ছে চৈত্র মাসে spray করার পর সংক্রান্তি উপলক্ষে লোকে ঘরটাকে লেপে দেয়। যার ফলে যে resistivity grow করার কথা যাতে contamination না হতে পারে যার জন্য দেওয়ালে spray করা হয়েছে কিন্তু ঘরটাকে লেপে দেওয়ার দরুণ সেই কাজগুলি আর হচ্ছে না। এই ব্যাপারে দিল্লী থেকেও লোক এসেছিলেন। তারাও দেখেছেন যে এই সময়টা spray করার পক্ষে ঠিক নয়। আসামে ও মণিপুরেও এই সময়টাকে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরাও সমস্ত দিক বিবেচনা করে এই spray করার সময়টাকে পিছিয়ে 1st May থেকে করেছি।

আরেকটা হচ্ছে যে surveillance work যেটা হচ্ছে সেখানে প্রায় ৩০০ শতের মত—Surveillance Inspector ৬৬ জন ও Surveillanee workere ২৫৪ জন কাজ করছেন। তাদের কাজ হচ্ছে গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে দেখা কোথায়ও ম্যালেরিয়া incident

আছে কিনা। যদি কোথায়ও ম্যালেরিয়ার incident পাওয়া যায় তবে রক্ত নিয়ে তা পরীক্ষা করে এবং সেই মতে চিকিৎসা করে। এখন এই ধরণের লোকদের কাজকে remodaling করা হচ্ছে। তারা শুধু এই কাজ করবে তা নয়, তারা যেখানে ম্যালেরিয়া incident পাবে সেই pocket এ কাজ করবে এবং Primary health centre বা dispensary গুলিতে duty দেওয়া হবে। কারণ আমরা দেখছি যে যদিও বাড়ী বাড়ী থেকে আনা হয় কিন্তু হাসপাতালে যে case গুলি আসছে অনেক ক্ষেত্রে সেগুলি ঠিকভাবে detection হয় না, ম্যালেরিয়ার point থেকে। কাজেই কিছু লোককে হাসপাতালে Primary health centre বা dispensary তে কাজ দেওয়া হবে। তারা এই কাজগুলি করবে পূর্ব্বের কাজগুলির বদলে। এখন আমাদের যে সমস্ত technician আছেন, যারা blood test করেন, যার arrangement আগরতলাতে আছে এবং তাদের সংখ্যা ৯ জনের মত। এর strengthও আমরা বাড়িয়ে দেব। এবং তাদের আমরা সমস্ত sub-division এ ছড়িয়ে দেবো। তারা যাতে সেই spotই যদি positive Malaria germ পায় তবে যেন ঠিকমত চিকিৎসা করতে পারে তারও ব্যবস্থা করা হবে। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would now request Hon'ble member Mrs. Renu Chakraborty to participate in the debate.

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় Demand No. 20. Industries এবং Demand No. 39—Capital outlay on Industrial and Economic Development এ যে ব্যয় বরাদ্দ এখানে অর্থমন্ত্রী রেখেছেন তা আমি সমর্থন করি। সমর্থন করতে গিয়ে আমি বেশী detailsএ যাব না। ২/১টি কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব। কারণ অনেক সদস্যই এই ব্যাপারে আলোচনা করেছেন এবং আরও অনেকে আলোচনা করবেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একমাত্র শিল্পের মাধ্যমেই আর্থিক বিপ্লব সৃষ্টি করা সম্ভব। আমারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছি কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এখন লাভ করতে পারি নাই তারজন্য আমাদের একটা বিপ্লবের প্রয়োজন। আমারা যে বিপ্লবের মাধ্যমে ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়িয়েছিলাম এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছিলাম ঠিক সেই রকম ভাবে বিপ্লব সৃষ্টি করে আমাদের অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা লাভ করতে হবে। আমাদের জনসংখ্যা যে কোন দেশের তুলনায় যথেষ্ট এবং প্রাকৃতিক সম্পদও যথেষ্ট আছে। কিন্তু সেই তুলনায় আমাদের জনসাধারণের মাথা পিছু আয় অত্যন্ত অল্প। যে কারণে আমাদের জনসাধারণ দিনের পর দিন দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে এবং একটা অস্বাভাবিক অর্থ নৈতিক চাপে পড়ছে। শিল্প প্রসারে দরকার জনসাধারণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের সমন্বয় সাধন। সেই জন্য আমাদের শিল্পের প্রসারের জন্য প্রয়োজন মূলধন সরবরাহ। যানবাহন ব্যবস্থা উন্নত করণ, বৈদ্যুতিক শক্তির বিকাশ সাধন এবং উৎপাদিত জিনিষ যাতে বাজারে নিয়ে যাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা

অনেক সময় দেখি আমাদের দেশে শিল্প গড়ে উঠে কিন্তু মূলধনের অভাবে বা কাঁচামালের অভাবে তা সঠিক রূপ নিতে পারে না। যানবাহনের জন্যও আমরা দেখছি অনেক সময়ই এখানকার জিনিষপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে। এখানে কাগজের কল, চিনির কল, পাটের কল ইত্যাদি হবার কথা ছিল কিন্তু কোনটাই এখানে রূপ নিতে পারছে না। যেহেতু ত্রিপুরা চতুর্দ্দিক দিয়ে পাকিস্তান পরিবেষ্টিত সেইহেতু আমার মনে হয় Private Sectorএ কেহ এখানে টাকা খাটাবার জন্য নিরাপত্তা বোধ করেন না। এই রাজ্যে উদ্বাস্তু আগমন, আদি-বাসীদের দুরবস্থা এবং রেল লাইনের কোন সুযোগ সুবিধা না থাকায় Industry Grow করার পক্ষে সুবিধা হচ্ছে না—কাজেই এ রাজ্যের জন্য Special Consideration এর প্রয়োজন। রেল লাইনের সম্পর্কে যদিও আমরা Resolution নিয়েছি কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কোন আশ্বাস এখনও আমরা পাচ্ছি না। কাজেই রেল লাইন সম্প্রসারণের জন্য কেন্দ্রকে চাপ দেওয়া দরকার।

তারপর বৈদ্যুতিক শক্তি। তারজন্য আসাম থেকে বিদ্যুৎ আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং আমাদের ডুম্বুরের কাজও এগিয়ে চলছে। আমরা আশা করি আসাম থেকে বিদ্যুৎ আনয়নের কাজ শীঘ্র শেষ হবে এবং তাতে শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হবে। ত্রিপুরায় শতকরা ৭৫ জন লোকই গরীব। কাজেই শুধু বড় শিল্প গড়ে তুললেই চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে কুটির শিল্পও গড়ে তুলতে হবে। ছোট ছোট শিল্পে অনেকে ঋণ করে কাজ আরম্ভ করে বটে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মহাজনের টাকা না পরিশোধ করতে পেরে অনেক শিল্পই নষ্ট হয়ে যায়। যদিও কো-অপারেটিভের ও অন্যান্য সরকারী পরিকল্পনার মাধ্যমে loan দিবার ব্যবস্থা আছে তথাপি কো-অপারেটিভগুলি এখানে মোটেই উন্নতি করতে পারছে না। এ দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার। এখন স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী loan দিবার জন্য কোন Industrial Bank থাকলে আমার মনে হয় ত্রিপুরার Industry Grow করতে পারবে। কুটির শিল্পে চাউল, চিড়া ইত্যাদি ঢেকিতে করার ব্যবস্থা ও সঙ্গে সঙ্গে মিলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তারা যাতে কাজ করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থার দরুন এখানের বনজাত দ্রব্যাদি আনার জন্য খুব বেশী দাম পড়ে যায়। এবং জিনিষগুলিও নষ্ট হয়ে যায়। যে যে জায়গায় কাঁঠাল, আনারস ইত্যাদি প্রচুর উৎপন্ন হয় সেই সেই জায়গায় যদি ক্ষুদ্র কুটির শিল্প গড়ে তুলা যায় তা হলে জিনিষগুলিও নষ্ট হবে না আর স্থানীয় জনসাধারণও কিছুটা কাজ পাবে।

এখানকার যে তাঁতের কাপড় তৈরী হয় সেইগুলি বিক্রী করে তাঁতীরা ন্যায্য মত মূল্য পাচ্ছে না এবং তাঁতের পরিশ্রম মত লাভ হয় না। এখানের তাঁতীদের তৈরীর জিনিষগুলি স্কুল কলেজে কার্য্যতা মূলকভাবে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করলে আমার মনে হয় ভাল হয়। Calender machineএর অভাবে এখানে তাঁতবস্ত্রগুলি ঠিকমত বাজারে প্রতিযোগিতা করতে পারছে না। Allocation of Industry একটা মস্তবড় জিনিষ, কোন জায়গায় কোন Industry গড়ে তুলতে হবে এবং কোন কোন লোক দ্বারা কিভাবে সেগুলি চালনা করতে

করতে হবে সেই দিকে আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে, নতুবা শিল্পগুলি উন্নতি করতে পারবে না। মাননীয় সরকারকে অনুরোধ করব ঐ সব দিকে যেন তারা লক্ষ্য করেন। আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

Mr. Speaker :—I would now request Hon'ble Member, Shri Suresh Chandra Choudhury

Shri Suresh Chandra Choudhury :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্যরা অনেক দিক দিয়ে বলেছেন। আমি মনে করি শিল্প সংস্থাতে অফিসের কলেবর বেড়েছে, যথেষ্ট সংখ্যক কর্ম্মচারী আছে ও দালান বাড়ীও আছে। সেই দিক দিয়ে যত টাকা খরচ হচ্ছে তার তুলনা করলে শিল্পের উন্নতি এখানে কিছুই হয় নাই বলে আমি মনে করি। আমি একটি জিনিষের দৃষ্টি আকর্ষণ করব, যেমন তাঁত শিল্প। গত কয়েক বৎসরে তাঁত শিল্পের কাজ জানা যথেষ্ট লোক পাকিস্তান থেকে এখানে এসেছে। কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় যে গামছা আমরা ব্যবহার করি, বাজারে গেলে দেখব তাও কলিকাতা, হাওড়া হইতে তাহা এখানে আসে। তাঁত বস্ত্র প্রায় সকলেই ব্যবহার করে। আমরা ইচ্ছা করলে অতি সহজেই এই তাঁতশিল্পকে শক্তিশালী করতে পারতাম। এই শিল্পের যদি উন্নতি হত, তাহলে বহু লোকের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা হত। আজকে আমরা বৃহৎ শিল্পের কথা চিন্তা করছি কিন্তু তাতে বড় লোকের বা অবস্থাপন্ন লোক যারা তাদেরই সুযোগ সুবিধা বেশী হবে। তাঁত শিল্প এমনই একটী সংস্থা যাতে বেশী সংখ্যক লোকের কর্ম্মসংস্থান হতে পারে এবং ব্যক্তি বিশেষকেও সুযোগ সুবিধা দেওয়া যেতে পারে। এখানকার Sales Empuriumগুলিতে যদি যাই তবে দেখি এখানে কলিকাতা ও বাহিরের তৈরী অনেক কাপড় ও পাওয়া যায়। সরকারী উদ্যোগে বাহির থেকে কাপড় এনে এখানে বিক্রী করা হচ্ছে। আমরা আবার ভাবি দিল্লী, কলিকাতা যাব Sales Empurium খুলতে। আমি মনে করি আমাদের ত্রিপুরাতে যে সকল জিনিষের প্রচলন আছে, সেগুলি যদি আমরা তৈয়ার করি তাহলে আমাদের মার্কেটের জন্য বাহিরে যেতে হয় না।

Mr. Speaker :— Now the member will continue his specch.

Shri Suresh Ch. Choowdhury :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় Industryতে অনেক training centre আছে। যেমন আগরতলাতে I. T.I. ও অন্যান্য sub-division এও training centre আছে। Trining centreএ stipend বাবদ traineeদের টাকা দেওয়া হয় তারা training নেওয়ার পর সরকারী অথবা বে সরকারী কোন কাজই পায় না। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে প্রতি বছরই training এর জন্য বহু অর্থও বরাদ্দ করা হয়; কিন্তু তা কোন কাজেই লাগে না। যারা training প্রাপ্ত হন weaving & carpentryতে তাদেরকে সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য দিয়ে Production করার সুযোগ দিলে তাদের কর্ম্ম সংস্থানের একটি ব্যবস্থা হতে পারে এবং training এর স্বার্থকতা আছে এই কথা তখনই আমরা উপলব্ধি করব। রেশম শিল্প খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। বিলোনীয়ার বগাফা অঞ্চলে গত দুই বছরে

রেশম শিল্পে যে সমস্ত সরকারী কর্মচারী আছে তাদের বেতন, ভাতা এবং other establishment এর জন্য ২০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। লাভ লোকসানের খতিয়ান দেখলে বুঝা যায় লাভের ঘরে কিছু নেই, সেটা নাকি demonstration এর জন্য করা হয়েছে যা দেখে লোকে শিক্ষালাভ করবে এবং গুটি পোকার চাষ গ্রামে প্রচলন হবে, এবং তাতে গ্রামের লোকের আর্থিক সঙ্গতি বাড়বে। কিন্তু একটি গ্রামের পাঁচটি পরিবারই রেশম চাষে অভ্যস্ত হয়েছে কি না দেখা যায় না। আমি জানি ত্রিপুরার আদিবাসীদের মধ্যে রেশম চাষ প্রচলন করা সম্ভব। আদিবাসীরা সূতা কাটতে অভ্যস্ত, তাঁত বুনতে অভ্যস্ত। তাদের যেখানে বাড়ী সেখানে রেশম পোকার খাদ্য যোগানোও সম্ভব। ভেরেণ্ডা গাছ টিলা জমিতে করা খুবই সহজ। এ ছাড়া এককেটি কেন্দ্রের অধীনে যদি বৎসরে ৫ পাঁচটিপরিবারের মধ্যে যদি একটি পরিবারকে এ গুটী পোকার চাষে অভ্যস্ত করা যায় তা'হলে কিন্তু পরিবার কিছু আয়ের সন্ধান পেত। সেই দিক থেকেও কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় না। এখন যা হচ্ছে তা অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না, আমি এই ব্যাপারে শিল্প বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমাদের দেশে আদিবাসীরা যারা সূতা বুনা তাঁত চালানো ইত্যাদি ব্যাপারে অভ্যস্ত তাদের মধ্যে গুটি পোকার চাষের প্রচলন করলে আমার মনে হয় কিছু সুফল পাওয়া যাবে। কৃষি ভিত্তিক শিল্প মাঝারী ধরণের হতে পারে মাঝারী ধরনের শিল্প করতে গেলে বিশেষ করে প্রয়োজন রেল লাইনের। আজ ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল লাইনের যদি ব্যবস্থা হয় তবে মাঝারী ধরনের শিল্পের জিনিষপত্রের আমদানী রপ্তানীর সুবিধা হবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত রেল লাইন না হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত শিল্পের জন্য জিনিষপত্র আনা এবং উৎপাদিত জিনিষ রপ্তানী করা কষ্টসাধ্য। রেল লাইন স্থাপনের ব্যাপারেও আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাঝারী ধরণের শিল্পের মধ্যে পাটজাত শিল্পই প্রধান। কারণ ত্রিপুরাতে বেশ পরিমাণ পাট উৎপন্ন হয়। সেই পাট বিক্রী করে ত্রিপুরার কৃষকরা পয়সা পায় না। কম মূল্যে ত্রিপুরার বাইরে পাঠাতে হয়। বড় ব্যবসায়ীর খপ্পরে পড়ে কৃষকরা সর্বস্বান্ত হয়। যদি ত্রিপুরাতে এই জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় তবে কৃষকরা সরাসরি পাট বিক্রী করে কিছু পয়সা পেতে পারে। ত্রিপুরাতে আখের চাষের সম্ভাবনা আরও প্রচুর রয়েছে। কাজেই ত্রিপুরাতে যদি চিনির কল স্থাপন করা যায় তবে ভালভাবে চলবে বলে আমি মনে করি। সূতার কলের কথা অনেক বলা হয়েছে। ত্রিপুরার মাটীতে ভাল তুলা হতে পারে। ত্রিপুরাতে যে তুলা হয় তা মোটা fibre এর তুলা ত্রিপুরাতে সরু fibre এর তুলাও হতে পারে। কাজেই বৃহদাকারে যদি তুলার চাষ করা হয় তবে ভাল তুলা হবে বলে আমি মনে করি। ত্রিপুরাতে যদি সূতার কল স্থাপিত হয় তবে পাহাড়ের টীলায় বেসরকারী পর্যায়ে তুলার চাষ করা যেতে পারে। পরিশেষে আরেকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সেটা হ'ল রবার শিল্প। গত এক বছরে সমাজ বিরোধী কার্য্যকলাপে বহু রবার বাগান নষ্ট হয়ে গেছে। আমি মনে করি এটার বিকল্প ব্যবস্থা করা যেতে পারে যদি এই রবার বাগান বেসরকারী পর্য্যায়ে করা হয়। আদিবাসীদের যে টীলাভূমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে সেই অঞ্চলে যদি আংশিক জায়গাতেও রবারের

চাষ যদি করা যায় এবং ব্যক্তিগত মালীকানায় যদি সেটা করার ব্যবস্থা করা হয় তবে বাগানের মালীকই সেটা রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং সমাজবিরোধীরাও তা নষ্ট করতে পারবে না। কেরালাতে বেসরকারী পর্য্যায়েই রবার বাগান হচ্ছে। ২।৩টা পরিবারের যদি একটি করে বাগান থাকে তবে খাওয়া পড়ার জন্য তাদের অন্য চিন্তা করতে হবে না। যে সমস্ত জায়গাতে রবার বাগান কিছু কিছু হয়েছে সেই সমস্ত জায়গাতে যদি সরকারের ভাল machinery দিয়ে করানো হয় তবে তা সহজ সাধ্য হবে বলে আমি মনে করি।

কাজু বাদামের যে সমস্ত গাছ করা হয়েছে সেগুলিতে এখনও Processing আরম্ভ হয় নি। বেসরকারী পর্য্যায়ে যে সমস্ত বাগান হয়েছে সেগুলিকেও কোন কাজে লাগাতে পারছে না। একমাত্র বন বিভাগের যে সমস্ত গাছ আছে সেগুলিকে নিজের কাজে ব্যবহার করা হয়। সেগুলিকে Processing এর ব্যবস্থা করা হয় তবে কাজু বাদামের চাষও বৃদ্ধি পাবে বলে আমার ধারনা। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Radhika Rn. Gupta.

Shri Radhika Rn. Gupta :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে Demand No. 20 & 39এ যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে তা আমি সমর্থন করছি। আমাদের ত্রিপুরা কৃষি প্রধান দেশ। কিন্তু সমস্ত কিছুর ব্যাপারই কৃষির উপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না। আজকে জনসাধারণ যাতে শুধু কৃষির উপর নির্ভর না করে অন্য কিছুকে অবলম্বন করে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তার জন্য শিল্প অপরিহার্য্য। শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ত্রিপুরাতে যথেষ্ট আছে ; বিশেষ করে তার বনজ সম্পদ এবং কৃষিজাত সম্পদ। Minerals কি আছে তা আমরা সঠিক জানি না। তবে ত্রিপুরার যে প্রকৃতি, যে ভৌগোলিক অবস্থা তার থেকে অনুমান হয় ত্রিপুরার মাটীর নীচে মূল্যবান ধাতব পদার্থ থাকা সম্ভব। কিন্তু এই যে শিল্প প্রচেষ্টা—এই প্রচেষ্টা আজকে দুইভাবে হতে পারে, একটা হল Private sector আরেকটা হল Public sector. Public sector থেকে এখানে আজ পর্য্যন্ত বৃহৎ শিল্প তো দূরের কথা, কোন মাঝারী শিল্পও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। যদিও আমরা দেখছি স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ব্ব থেকেই এখানে Private sector এ কিছু চা বাগান আছে। এর পর থেকে অর্থাৎ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে Private sector বা Public sector থেকে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় নি। আমরা যতটুকু জানি বা শুনি যে ত্রিপুরায় যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার দরুনই নাকি Private sector এর মালীকরা এখানে শিল্প গড়ে তুলতে উৎসাহ বোধ করেন না। যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য এখানকার চা শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমরা আসাম ও ত্রিপুরার বাগানের যদি তুলনা করি তাহলে দেখব যে এই দুই প্রদেশের বাগানের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। ত্রিপুরার বাগান তুলনামূলকভাবে নিকৃষ্ট হওয়ার কারণই হল যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধা। ভাল চা তৈরী করতে গেলে যেমন ভাল মেসিনারী কম খরচে আনতে হবে সেই রকম চা বাইরে পাঠাতে গেলেও কম খরচে পাঠাতে হবে। তার জন্য আজকে সবচেয়ে প্রয়োজন হচ্ছে ত্রিপুরায় রেল লাইনের সম্প্রসারণ। আমি যতটুকু শুনেছি যে ধর্ম্মনগর

থেকে যদি আগরতলায় রেল লাইন স্থাপিত হয় তাহলে সেটা ১০ মাইলের বেশী হবে না। ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত যে রেল লাইন এসেছে তার থেকে রেল কর্তৃপক্ষ বৎসরে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা মুনাফা করছেন। সেই লাইন যদি আগরতলা পর্য্যন্ত আসে তবে আমার অনুমান বৎসরে অন্ততঃ তারা ১½ কোটি টাকা মুনাফা করতে পারবে। কিন্তু এতদ্‌সত্বেও আমরা দেখছি যে ত্রিপুরাতে রেল লাইন বসানোর ব্যাপারে তারা একটা গড়িমসি আরম্ভ করেছে। যদি এই হয় যে টাকার অভাবে আজ তারা ত্রিপুরাতে রেল লাইন সম্প্রসারণ করতে পারছে না তবে আমি বলব বেসরকারী পর্য্যায়ে রেল লাইন সম্প্রসারণ করা যায় কিনা চিন্তা করে দেখা দরকার। কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থা যদি আমরা উন্নত করতে না পারি তবে সরকারী পর্য্যায়েই হউক বা বেসরকারী পর্য্যায়েই হোক সেখানে শিল্পে টাকা বিনিয়োগ হবে না। গত বিশ বৎসরের ইতিহাসে আমরা সেটা স্পষ্টই বুঝতে পারছি। যদিও আমরা শুনছি Paper Millএর কথা, Sugar Millএর কথা Spinning millএর কথা কিন্তু আজ বাস্তবে কোনটাই রূপায়িত হচ্ছে না যদি না আজকে ত্রিপুরাতে রেল লাইন সম্প্রসারিত হয় ও অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়। তারপর আমাদের ত্রিপুরার পল্লীগ্রামে অনেক ছোট ছোট শিল্প আছে যা হাজার হাজার বৎসর যাবৎ traditionally শিল্পীরা করে আসছেন। আমাদের গ্রামে তাঁত শিল্প আছে, মৃৎ শিল্প আছে এগুলিকে উন্নত করার জন্য আমাদের সুসংবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আজকে আমরা জানি যে ত্রিপুরাতে যে সমস্ত ব্লক আছে সেই প্রত্যেক ব্লকেই শিল্পের উন্নতির জন্য একজন Extension officer আছেন। কিন্তু আমরা যখন গ্রামে যাই তখন দেখতে পাই যে সেই extension officer এর কোন কাজ নেই। কি extension তারা করবেন তা তারা নিজেরাই জানেন না। সেই ক্ষেত্রে আজকে প্রয়োজন ত্রিপুরায় যাতে শিল্প গড়ে উঠতে পারে তার জন্য একটা সমীক্ষা করা। সেই সমীক্ষা অনুযায়ী যাতে শিল্প স্থাপিত হয় তার জন্য প্রয়োজন শিল্পীদের সাহায্য করা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যেহেতু আমরা বলছি আমাদের সরকারের নীতি হচ্ছে কৃষি ও বনজ সম্পদের উপর ভিত্তি করেই আমাদের শিল্প গড়ে উঠবে সেইজন্য আমি সরকারকে বলব যে এমন ফসল উৎপাদন করতে হবে যাতে তার উপর ভিত্তি করে শিল্প গড়ে উঠতে পারে। আমি জানি কৈলাসহর ও ধর্ম্মনগরে হাজার হাজার মণ আখের গুড় তৈরী হতো কিন্তু গুড়ের বাজার ভাল যাচ্ছে না বলে আখের চাষ বন্ধ হয়ে গেল। আজকে যদি সেই জায়গাতে planned wayতে আখ চাষ করা যায় তবে আমার ধারণা ত্রিপুরাতে একটা চিনির কল স্থাপিত হতে পারে। কাজেই সেজন্য আমি বলব কৃষি বিভাগ ও শিল্প বিভাগ মিলে অর্থাৎ একটা Co-ordination করে যেন ধর্ম্মনগরে ও কৈলাসহরে আখ চাষ আরম্ভ করা হয় এবং কৃষকদের এই ব্যাপারে সাহায্য করা হয় ও উৎসাহিত করা হয় যাতে করে আমরা ত্রিপুরাতে চিনি শিল্পের একটা ভিত্তি স্থাপন করতে পারি। সেই উদ্দেশ্যে কৃষকদের অনুপ্রাণিত করার জন্য যেন সরকার আত্মনিয়োগ করেন। তদুপরি কথা হচ্ছে, যে সমস্ত শিল্প বেঁচে আছে সেগুলি সংরক্ষণের জন্য আমাদের যে প্রচেষ্টা তা খুব-দূর প্রসারী

নয়। আমাদের তাঁতীরা তাদের উৎপাদিত কাপড়ের ন্যায্য দাম পায় না। যদিও একটা কেলেণ্ডারীং মেশিন এখানে স্থাপিত হচ্ছে। কিন্তু মফঃস্বলের যে সমস্ত তাঁতী আছেন তাদের কাপড় বিক্রি করার জন্য বড় বড় ব্যবসায়ীদের দরজায় দরজায় ঘুরতে হয় যার ফলে তারা ঠিক ঠিক দাম পায় না। কাজেই ঠিক ঠিক দাম যাতে তারা পেতে পারে অর্থাৎ marketing facility যাতে তারা পায় তার জন্য চেষ্টা করতে আমি অনুরোধ জানাব। তারপর কথা হল যে আমাদের ত্রিপুরার পাহাড়ে অনেক medicinal herbs আছে যেগুলি ত্রিপুরার বাইরে যায়। সেগুলির উপর নির্ভর করে বা সেইগুলি সংগ্রহ করে আমরা এখানে ছোট ছোট শিল্পের প্রতিষ্ঠা করতে পারি। কাজেই যেখানে Private Sectorএ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান এখানে এগিয়ে আসছে না সেখানে আমি বলব সরকার যেন Public Sectorএ শিল্প প্রতিষ্ঠা করার জন্য মনোযোগ দেন। সরকার যদি আজ শিল্প প্রতিষ্ঠা করেন তবে আমার মনে হয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও এই ব্যাপারে এগিয়ে আসবে। কাজেই সরকার যেন ত্রিপুরাতে শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রথম ইতিহাস রচনা করে ত্রিপুরাকে সমৃদ্ধশালী করার চেষ্টা করেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would now call Shri Bendy Bhusan Banerjee.

শ্রীবিনয়ভূষণ বানার্জী— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ডিমাণ্ড নং ২০ এবং ৩৯ এর ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করেছেন তা সমর্থন করি। আমি এই প্রসঙ্গে দু'একটি কথা বলব।

এই ত্রিপুরার জনসংখ্যা, বেকার সমস্যা ও অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা শিল্প ও বাণিজ্য গড়ে তুলতে না পারি, তাহলে সমস্যার তীব্রতা বাড়বে এবং স্বাভাবিক শাসন শৃঙ্খলা ব্যাহত হবে। ত্রিপুরার শিল্প ও বাণিজ্য, কৃষি ও বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল। ত্রিপুরার ভূগর্ভে কি সম্পদ আছে জানি না। মনে হয় তার সন্ধানের চেষ্টা করছেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বে-সরকারী ক্ষেত্রে শিল্প গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করছেন। ত্রিপুরায় ভারী শিল্প গড়া নির্ভর করে ত্রিপুরার ভৌগলিক, যোগাযোগ ও ক্রয় বিক্রয় বাণিজ্যের অবস্থার উপর। প্রথমতঃ শিল্প যে কোন জায়গায় গড়ে উঠে না। তার জন্য চাই যোগাযোগ ব্যবস্থা ও শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয় ব্যবস্থা।

ত্রিপুরায় সমস্ত রকমের শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব কি না এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। তথাপি ত্রিপুরায় কয়েকটি শিল্প গড়ে তোলা যায় বলে আমি মনে করি। এই শিল্পের মাধ্যমে আমরা বেকার সমস্যা সমাধান করতে পারি। আমি আগেই বলেছি যে, ত্রিপুরার শিল্প, কৃষি ও বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল। তুলা এখানে খুব ভালো উৎপাদন হয়। সেই তুলাজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান আমরা গড়ে তুলতে পারি এবং সেই শিল্পজাত দ্রব্য ত্রিপুরার বিভিন্ন হাসপাতালগুলিতে সাপ্লাই দিতে পারি।

আর একটি কথা হলো যে weights and measures এর জিনিষ পত্র গুলি আমরা Assam Industrial Corporation থেকে কিনে আনছি।কিন্তু আমার মনে হয় ত্রিপুরায়

যে সব blacksmith আছে, বিশেষ করে ধর্মনগরে, তাদের যে সমস্ত বিশেষজ্ঞ কারিগর আছেন তারা এসব জিনিষ তৈরী করতে পারেন। তাহলে এই লক্ষ লক্ষ টাকার weights & measures এর জিনিষগুলি আসাম থেকে না এনে এখানেই তৈরী করা সম্ভব। কাজেই ত্রিপুরায় আমরা যদিও ভারী শিল্প গড়ে তুলতে না পারি তবুও যেটুকু পারি, সমীক্ষা করে সেটুকুই আমাদের করতে হবে। কাজেই এখানে তুলা শিল্প এবং weights and measures এর জন্য শিল্প গড়ে তোলার জন্য মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে মন্ত্রীমণ্ডলীকে অনুরোধ করবো।

এখানে মৃৎশিল্প যা আছে তাকে আরো ভালোভাবে গড়ে তোলা যায়। এই শিল্পের মধ্যে টালি প্রস্তুত হচ্ছে। এই টালি যদি আমরা বেশী করে প্রস্তুত করতে পারি তাহলে তা দিয়ে ছনের পরিবর্তে ঘরের ছানি দেওয়া যেতে পারে এবং তাতে আগুনের ভয়ও কমবে এবং টিনের যে অভাব তাও অনেকাংশে দূর হবে। এই টালি বাজারে বিক্রয় করতে খুব অসুবিধা হবে বলে আমি মনে করি না।

কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রি সম্বন্ধে আমি বলব যে, শহরে আমরা কুটির শিল্পের প্রসার দেখি। কিন্তু গ্রামের লোকেরা যারা বেকার হয়ে বসে আছে, যাদের নাম employment exchangeএ নাই, যারা এই বেকার জীবনের দুর্বিসহ জ্বালা ভোগ করছে তাদের উন্নতিকল্পে আমরা গ্রামগুলিতে কুটির শিল্প গড়ে তুলতে পারি। তাই আমি অনুরোধ করব রামনগর খাদি এবং অম্বর চরকার যে ইণ্ডাষ্ট্রী আছে, সেই ইণ্ডাষ্ট্রি যদি আমরা গ্রামাঞ্চলে প্রসারিত করি, তাহলে ঐখানকার যেসব মণিপুরী পরিবার আছে যারা দিশেহারা, বেকার, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা কিছুটা স্বচ্ছল হতে পারে এবং তাদের সময়ের অপচয় রোধ হবে। কাজেই আমি মাননীয় শিল্প মন্ত্রীকে অনুরোধ করবো, রামনগরে একটা খাদি ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তোলার জন্য।

আর একটি কথা বলব, সেটা হচ্ছে কাজু বাদামের চাষ, আমরা ত্রিপুরায় শিল্প গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কাজু বাদাম এবং রাবার চাষ করছি। আমি দেখেছি সরকারী প্রচারের ফলে অনেক লোক কাজু বাদামের চাষ করেছেন এবং তারা ফলও বেশ পাচ্ছেন। কিন্তু কাজুবাদামের বাজার না থাকাতে তারা কাজুবাদাম বিক্রী করতে পারছেন না। শুধু তাই নয়, কাজুবাদাম processing করারও কোন ব্যবস্থা ত্রিপুরাতে না থাকাতে আজ কাজুবাদাম চাষের প্রতি জনসাধারণ নিরুৎসাহী হয়ে পড়েছে। আমরা পরিকল্পনা করেছি কাজুবাদামের চাষ করে, কাজুবাদাম বিক্রী করে দেশের চাষীদের একটা আর্থিক স্বচ্ছলতা আনবো। ডলার আয় করবো। যদি সত্যি আজ সেই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে হয় তাহলে কাজুবাদাম বিক্রির একটা ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। কাজেই আমার মনে হয়, যতদিন পর্য্যন্ত processing machine আমরা স্থাপন করতে না পারছি ততদিন পর্য্যন্ত কাজুবাদামগুলোকে সমস্ত মহকুমাগুলো থেকে সংগ্রহ করে এনে, একজন experienced লোকের দ্বারা processing করিয়ে বাজারে বিক্রি করার ব্যবস্থা করা উচিত। তাহলে কাজুবাদাম চাষীরাও অর্থ পাবে এবং তারা উৎসাহিত হয়ে ঐ চাষ বৃদ্ধির চেষ্টা করবে এবং বর্ত্তমানের যে স্তিমিত ভাব তা কেটে যাবে।

এখানে Plywood এর একটি কারখানা হলে অনেকের জীবিকার সংস্থান হতে পারে। অনেকে ধান ভেঙ্গে জীবিকা অর্জন করত। কিন্তু এখন তাদের সেই পেশা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। তাই আমি বলব যে এখানে কামার, ছুতার প্রভৃতি যারা আছে তাদের জন্য ছোট ছোট গ্রামীন শিল্প গড়ে তুললে তাদের জীবিকার সংস্থান হতে পারে। আমি ধর্ম্মনগরের Black smithএর কথা জানি। এটা আমি দেখেছি। তাতে আমার মনে হয় যদি কেউ মনে করে যে এই শিল্পকে আমি একটি সুন্দররূপ দেবো, তা'হলে তা সে পারে। Black-smith unitটী প্রায় ধ্বংসের মুখে পেঁাছেছিল সেই Blaksmith unitটী এখন সরকারী প্রচেষ্টায় লাভজনক পর্য্যায়ে পেঁাছেছে। কাজেই আমি এটাকে প্রশংসা করি। তার যে স্বল্প জায়গায় বহু মুল্যবান যন্ত্রপাতি আছে সেটাকে যদি একটা সুন্দর পরিবেশ ও প্রশস্ত জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে আমি মনে করি এই সরকারী প্রতিষ্ঠানটী একটী লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। তারা যে বালতি তৈরী করে তার চাহিদা বাজারে প্রচুর, supply দিতে পারে না এবং আমার মনে হয় যদি সত্যিকারের শিল্প প্রচেষ্টা নিয়ে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে এবং সুচিন্তিতভাবে এটাকে পরিচালনা করা যায় তাহলে এটা শিল্পের ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে। আর একটী জিনিষ আমি উপলব্ধি করি যে শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রেল লাইন একটী অপরিহার্য অঙ্গ। এই রেল লাইন ধর্ম্মনগর থেকে সাবরুম পর্য্যন্ত গড়ে তোলা প্রয়োজন। যোগাযোগের অপ্রতুলার জন্যই অনেক ক্ষেত্রে শিল্প বাণিজ্য গড়ে তোলা সম্ভব হয় না বা অনেকেই উৎসাহিত হয় না, ধর্ম্মনগরে একটী সুবিধা আছে ত্রিপুরার অন্যান্য জায়গা থেকে—এখানে রেলের যোগাযোগ আছে, তাছাড়া আসামের শিলচর, কাছাড় আছে। তাই কাছাকাছি যদি শিল্পদ্রব্যের বাজার না থাকে বা যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকে তাহলে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এদিক দিয়ে আমি মনে করি ধর্ম্মনগরে Industrial State হওয়ার সম্পূর্ণ সুযোগ আছে এবং সেটা হলে পরে তা সম্পূর্ণ লাভজনক অবস্থায় চলতে পারবে। আমার আগে অনেক বক্তাই এই বিষয়ে অনেক কিছু বলেছেন। তাই আমি আর বিশেষ কিছু বলতে চাই না। তবে কি কি শিল্প এখানে গড়ে উঠতে পারে সে বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা দরকার। আর যেগুলি হয়নি, ব্যর্থ হয়েছে সেগুলি সমীক্ষা করে কিভাবে আবার পুনর্জীবিত করা যায় তাও দেখতে হবে। আমি আশা করব যে এরূপে অগ্রসর হলে আমরা গ্রামীণ শিল্প অন্তত: কিছু কিছু গড়ে তুলতে পারব।

Mr. Speaker :—Now I call on Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :—Hon'ble Speaker, Sir আজকে আমাদের অর্থমন্ত্রী House এ যে Demand No. 20—Industries and Demand No. 39 Capital outlay on Industrial and Economic Development রেখেছেন তার সমর্থনে আমি আমার দু'একটি বক্তব্য Houseএ রাখতে চাইছি। প্রথমে আমি জনজীবনের অর্থনৈতিক কাঠামোর এবং মানুষের কর্ম্মপদ্ধতির যে Employment Potentiality, শিল্প তার একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। কৃষির পরেই শিল্পের স্থান। কিন্তু ত্রিপুরাতে যদি আমরা দেখতে

যাই তাহলে Geographically Politically ভারতের অন্যান্য জায়গার আগে ত্রিপুরার স্থান। যেভাবে ত্রিপুরার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ভারতের অন্য কোন জায়গায় এর নজীর নেই। Geographically, আমাদের ত্রিপুরার মত তিনদিকে পাকিস্তান পরিবেষ্টিত এমন জায়গা পৃথিবীর দু'একটি স্থানে মাত্র আছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরাকে উন্নত করার যে প্রচেষ্টা তাকে রূপ দিতে গেলে যোগাযোগ ব্যবস্থার যে অসুবিধা তা আমাদের মাননীয় সদস্যেরা অনেকেই বলেছেন এবং বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীরাও তা উপলব্ধি করছেন। কিন্তু আজকে ত্রিপুরাতে রেল লাইনের জন্য এত আন্দোলন, আবেদন-নিবেদন করা সত্বেও একমাত্র ত্রিপুরার ধর্মনগরে একটি রেল স্টেশন হয়েছে। বাস্তবক্ষেত্রে যদি আমরা নজর রাখি তাহলে দেখতে পাব যে, ত্রিপুরার উত্তরখণ্ডে ধর্মনগরে কেবলমাত্র রেল লাইন এসে স্পর্শ করেছে। কিন্তু actually ত্রিপুরার জনসাধারণের যে benefit পাওয়ার কথা তা তারা পাচ্ছে না। কয়েকদিন আগে যুগান্তর, অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহাশয় এখানে বলেছেন যে, রেলগাড়ী তো পেয়েছেন! তবে ভারতের কোথাও যদি যেতে হয় তাহলে চাউল, ডাল পুট্‌লি বেঁধে নিয়ে রেলগাড়ীতে চড়ে বসুন, যেতে পারবেন। তাই সত্যিকারের Rail Lineএর benefit আমরা পাইনি। এ ক্ষেত্রে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, এখানে ত্রিপুরার উন্নতির কথা বলতে গিয়ে, Industryর উন্নতির কথা বলতে গিয়ে, যেহেতু আমরা Union Territory, যেহেতু আমরা Home Ministryর underএ, অতএব ত্রিপুরার Industry বা শিল্প করতে গেলে respective Ministryর Sanction এনে তবে আমরা কাজ করতে পারি। Industry করতে গেলে আগে যাব Home Ministryতে, তারপরে Industry Ministryতে, তারপরে Finance Ministryতে এরা যদি release করেন, Finance যদি অর্থ মঞ্জুর করেন, তবে আমরা কাজে হাত দিতে পারব। এমন একটা দৃষ্টান্তের খবর আমরা পেয়েছি যে, ত্রিপুরাতে একটি Industry গড়ে তোলার জন্য নানা প্রস্তাব এসে গেছে। এখানে Forestএর কাঠ এনে সেই Industry গঠন করা হবে। পরস্পর শুনতে পেলাম, দিল্লীতে Forest Ministry বলেছেন—"হোগা" আর Industry Ministry বলছেন—"হবে না", Finance Ministry বলছেন—""ঠিক"। আমার মনে হয় যে আমরা একটা Bottle neckএর মধ্যে আছি। রেল লাইনের উপরে একটা বৈমাতৃসুলভ মনোভাব আমাদের ত্রিপুরাতে কিছু কিছু দিচ্ছে, কিছু কিছু দিচ্ছে না এরকম একটা মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। সেদিক দিয়ে আমি ভারত সরকারের তথা মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলী অবশ্য চেষ্টা করছেন এবং চেষ্টা করছেন বলেই আজকে Mill কথাটা আমাদের বাজেটে বসাতে পেরেছি। এখানে যে Spinning Mill হবে তার তুলা নিশ্চয়ই বাইরে থেকে আসবে, কারণ ত্রিপুরায় যে তুলা হয় তা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সেটা নিকৃষ্ট ধরণের। তাই এটা দিয়ে commercially & Economically আমরা compete করতে পারব না। তারপর রাস্তাঘাটের জন্যও দেখা যায় যে, পাথর আছে কিন্তু সত্যিকারের mature পাথর নেই। Jute সম্বন্ধে দেখা গেল, যে পরিমাণ বেল আমরা উৎপন্ন করছি তা দিয়ে Mill চালানো যায় না। Cotton পাওয়া যাচ্ছে এখানে কিন্তু

সেই Cotton দিয়ে আমরা Mill চালাতে পারছি না। তবুও আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলী যে চেষ্টা নিয়ে পরিকল্পনানুযায়ী ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন তার জন্য আমি তাঁদের অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ ক্ষেত্রে একটি বিষয়ে আমি Houseএর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। Small Scale Industry বিশেষ করে Hand loom Industry সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী বক্তরা বলেছেন। এই Hand loom Industry ত্রিপুরার একটি Original Small Scale Industry. আমার মনে আছে Industry সম্পর্কে মহারাজার আমলে আমার বাবার পরিচালনায় বর্তমানে যেখানে Craft Teachers' Training Institute আছে সেখানে শিল্পাশ্রম বলে একটা Institution ছিল। সেটার পূর্ব্বে নাম ছিল Wood burn artician School. সেটার নাম বদলে দিয়ে মহারাজা 'শিল্পাশ্রম' নাম দিলেন। সেখানে মহারাজার আমলে এখানকার ট্রাইবেল, মণিপুরী, বাঙ্গালী যারা ছিল তাদের মাসে দু'টাকা করে stipend দেওয়া হত কাজ শেখার জন্য। সেখানে Theoretical কোন Training দেওয়া হ'ত না। Practical Training দেওয়া হ'ত। ২।৩ বৎসর সেখানে থাকার পর যখন দেখা যেত যে সত্যিকারের Fieldএ গিয়ে কাজ করে রোজগার করার মত অবস্থা হয়েছে তখন তাকে certificate দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হ'ত। তখন ২।৩ বৎসরের course থাকলেও কর্মদক্ষতা না হলে certificate দেওয়া হ'ত না। কোন course Fixed ছিল না। কিন্তু এখন পাকা হলো কি হলো না, তার কোন ঠিক নেই। তোমার course শেষ হয়েছে, তুমি চলে যাও। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, এখানকার Industrial Training Industitute থেকে বা Industry Deptt. থেকে যারা Training নিচ্ছে তাদের course শেষ হলে certificate দেওয়া হলেই তারা Original Craftsman বা weaver তাদের সঙ্গে competitionএ টিকতে পারে না। তাই এই যে Training, এই Trainingএ কোন লাভ হয় না। কারণ তাকে যদি ১০ হাজার টাকা দিয়ে Industry গড়ে তোলতে বলা হয় তাহলে সেটা সে ঠিক ঠিক মতে করে উঠতে পারবে না। কারণ এই Trainingএ তার confidence বা নিজের শিল্প সম্বন্ধে আস্থা আসে না। এখানে আমাদের একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, ৪০।৫০টা চা বাগান আছে। আমি দেখেছি যে, ঐ শিল্পাশ্রম থেকে ঐ চা-বাগানের চা কাটার যে দা, Special Design যেটা পূর্ব্বে কুমিল্লা থেকে আনতে হত তা হাজারে হাজারে ঐ চা-বাগানে supply দিয়েছে। আমার মনে আছে মহারাজা যখন সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করে এলেন তখন তার মনে একটা চিন্তা জাগল যে, দেশীয় জিনিষ কিভাবে বেশী ব্যবহার করা যায়। তখন গান্ধীজির Social movement আরম্ভ হয়েছে। মহারাজ আমার বাবাকে ডেকে তার মনের ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। আমার বাবা Secretariatএ Stationery goods যা ব্যবহৃত হয় যেমন—বাঁশের টেবিল, বাঁশের রটার, বাঁশের দোয়াত, কলম ইত্যাদি তৈরী করে Secretariatএর full set supply দিয়েছিলেন এবং মহারাজা order দিয়েছিলেন যে, সরকারী অফিসের যাবতীয় stationery জিনিষ শিল্পাশ্রম থেকে নিতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তখনকার আমলেও Red tapsimএর জন্য সেই শিল্পাশ্রম বন্ধ হয়ে যায়। তাই দেখা যায় যে, ত্রিপুরায় বাঁশের ব্যবহার কেবল ঘরবাড়ী তৈরী করার জন্যই নয়, শিল্পকর্ম্মে নিয়োজিত হতে পারে। তার দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি বলব যে, এবারও ত্রিপুরার একজন শিল্পী বাঁশের

কাজের জন্য রাষ্ট্রপতি পদক পেয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই শিল্পকে আমরা কুটির শিল্প হিসাবে রোজিরোজগারের পথে পরিচালিত করতে পারছি না। আমি একটি জিনিষ Houseএ রাখতে চাই—Training আমরা দিচ্ছি কাকে ? Tribal এবং মণিপুরী তারা শিল্পী। বিশেষ করে তারা তাঁত শিল্পে দক্ষ। কিন্তু তাদের নিজেদের যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই তারা তৈরী করে। কিন্তু রোজগারের জন্য বা বাজারের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করার মত উৎপন্ন করে না। কারণ ঐরূপ কাজের যে বৃহৎ যন্ত্রপাতী প্রয়োজন তাতে তারা অভ্যস্ত নয়। আমরা যখন Industryর কথা ভাবি তখন তাদের Tradition এর কথা ভাবিনা। তাই তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয় Big Big looms এতে ফল হয় যে ১০।১৫টি সমিতি যেখানে তাঁত আছে সেখানে Stipend দেওয়ার সময় তাঁত ঘাটানো থাকে। অন্য সময় কোন কাজ হয় না। এ বিষয়ে কেউ চিন্তাও করেনা। যেহেতু It is not their own tradition ঘড়ে যখন ফিরে যায় তখন তাদের নিজস্ব যে তাঁত তা দিয়েই কাজ চালায়। তাই planner যারা, যারা পরিকল্পনা করছেন তারা এ বিষয়ে চিন্তা করছেন না এবং তাই পরিকল্পনাগুলি ঠিক ঠিকভাবে রূপ দিতে পারছেন না। আমি এইমাত্র দেখেছি মণিপুরের Chief Minster একটা statement দিয়েছেন যে ভারতের বড় বড় জায়গায় Hand Loom Industry Emporium করার জন্য এবং সম্প্রতি কলিকাতায় একটা Emporium খোলা হচ্ছে মণিপুরের গভর্ণমেন্টের প্রস্তাবক্রমে। আজকে মণিপুরের Hand Loom Industry এত Develope হলো কেন ? মণিপুরের যে community আসামে এবং ত্রিপুরাতে ও সেই community তাদের যদি মণিপুরে Practical Training দিয়ে আনি তাহলে আমরা কিছুটা লাভবান হবো বলে মনে করি। আমি recently মণিপুরে গিয়াছিলাম। সেখানে দেখলাম যে একটি মেয়ে সুতা ববিনে গুটাচ্ছে সেখানেই তার কাজ শেষ। অপর একজন Framing করছে। এ ভাবে individually কাজ করছে। কোন organisation নেই। পরে এই টুকরো টুকরো কাজগুলি একজনের বাড়ীতে যায়। সে কাপড় বুনে বাজারে বিক্রী করছে। এ ভাবে প্রত্যেকেই রোজগার করছে। যেহেতু মণিপুরী মেয়েরা বড় লোমে কাজ করতে পারে অতএব এখানেও সেই কাজ তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দাও। সে পারুক আর না পারুক। তাই আমি House এর এবং মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলির কাছে একটি প্রস্তাব রাখতে চাই যে Tribal এবং মণিপুরি Communityর যে সব তাঁত বস্ত্রের প্রয়োজন যেমন পাছরা সেগুলি কিভাবে Lean Loom এর পরিবর্ত্তে বড় Loomএ তৈরী হতে পারে তার জন্য চেষ্টা করা উচিৎ কারণ আমি দেখেছি এখানে যে কাপড় তাঁতে তৈরী হতে ৭ দিন লাগে সে জায়গায় মণিপুরে ৩ দিনে করে। অতএব কিভাবে Eeonomically তাঁত বস্ত্র তৈরী করা যায় এবং এই Tribal এবং মণিপুরি Community-কে Economic benefit দেওয়া যায় সেদিকে চিন্তা করতে আমি মন্ত্রিমণ্ডলিকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আর একটা কথা হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরায় হাজার হাজার তাঁতী আছেন। নানা ধরণের তাঁতবস্ত্র তারা উৎপাদনও করছেন। তা সত্ত্বেও আজ বাজারে দেখা যায় যে বাহির থেকে

তাঁতবস্ত্র আমদানী করা হচ্ছে। এই আমদানা করার কারণ কি? দেখা গেছে যে বাহির থেকে যে সব তাঁতবস্ত্র আসে তার quality আমাদের ত্রিপুরার তাঁতবস্ত্রের qualityর চাইতে অনেক ভালো।

ট্রেইনিং দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা করেছি। কিন্তু কারা সেই ট্রেনিং নিচ্ছে? ট্রেনিং দিচ্ছি তাদের যারা class VIII/IX পর্য্যন্ত পড়েছে সে ধরণের তাঁতীর ছেলেদের। যারা কোন কালে তাঁতের কাজ করেনি তাদের। ফলে তাঁতবস্ত্রের quality improve করা দূরের কথা day-to-day deteriorate করছে। এদিকে ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, যারা তাঁতী তারা তাদের production এই competitive marketএ বিক্রি করতে পারে না। আজ তাদের তাঁতশিল্প, যা তারা বংশ পরম্পরায় করে এসেছে সেই trade ছেড়ে দিয়ে দিন মজুরী করছে। তাই আমি মনে করি যারা সত্যিকারের তাঁতশিল্পে কাজ করছেন সেই সব তাঁতীদের যদি আমরা উপযুক্ত ট্রেইনিং দিতে পারি তাহলে তাঁতবস্ত্রের quality improve করবে এবং হাজার হাজার তাঁতীর বাঁচবার উপায় হবে। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি। আজ যারা তাঁতশিল্পে নিযুক্ত আছেন কেন তারা এই ট্রেইনিং নিতে এগিয়ে আসছেন না? তার কারণ, তারা যখন ট্রেনিং নিতে আসবে তখন তাদিগকে ৩ মাস থাকতে হবে। এই ৩ মাস তারা তাদের পরিবার ভরণ-পোষণের টাকা পাবে কোথায়। তাই তাদের যদি একটা stipend দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তারা এগিয়ে আসবে। যারা নাকি vagabond বাপ-মায়ের উপর ডিপেনডেট রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় তাদের stipend দিয়ে ট্রেনিং দেওয়া হবে। অথচ যারা সত্যিকারের কর্মী, যারা তাঁতশিল্পে জীবিকা নির্বাহ করে তাদের বেলায় ৩০৲ টাকার বেশী stipend দিতে সরকার রাজী নয় অর্থাৎ সত্যিকারের তাঁতীদের ট্রেনিংএর পথ বন্ধ করে রাখা হয়েছে। এদিকে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ত্রিপুরায় যে সুতো আনা হয়, তা মাত্র কয়েক হাজার টাকার নয়, লক্ষ লক্ষ টাকার। কিন্তু যে Sales Emporiumএর মাধ্যমে Co-operative Societyগুলি সুতো এনে কাপড় তৈরী করে, সেই Sales Emporiumএর working capital রাখা হয়েছে only 50 thousand rupees. একদিকে Co-operative Societyগুলোকে বলা হচ্ছে তোমরা কাপড় তৈরী করে Sales Emporiumএর মাধ্যমে বিক্রি করো। আর একদিকে Co-operative Societyগুলো যখন সুতো চায় তখন বলা হয় যে সুতো নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মণিপুরে যে ধরণের সুতো ব্যবহার করা হয়, সে ধরণের সুতো এখানে আনার ব্যবস্থা করা দরকার। কারণ আমি দেখেছি যে একটা কাপড়ের দাম ৩।৪ শত টাকা। কাজেই সেই কাপড়ও এখানে যাতে তৈরী করা যায় তার জন্যে সেই ধরণের সুতো এখানে আনা দরকার। বছরে এক লক্ষ থেকে দেড় লক্ষ টাকার মণিপুরী কাপড় এখানে বিক্রি হচ্ছে। এখানকার তাঁতীরা চেষ্টা করেছে ঐ ধরণের কাপড় তৈরী করার জন্য কিন্তু উপযুক্ত qualityর সুতোর অভাবে তারা সে কাপড় তৈরী করতে পারছে না। কাজেই যে টাকার provision

রাখা হয়েছে সে টাকা আরও বেশী করে রাখা দরকার। এখানকার তাঁতীরা Sales Emporium থেকে যে সুতো পায় তার উপর মানুষের এবং তাদের নিজেদের কনফিডেন্স নাই। তাই তাঁতীরা বাজার থেকে সুতো কেনে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পরশুরামের চিড়া খুব প্রসিদ্ধ চিড়া। এখানে ত্রিপুরা রাজ্যেও মণিপুরীদের চিড়া প্রসিদ্ধ চিড়া। সরকার থেকে বলা হয়ে থাকে যে 'তোমরা কো-অপারেটিভ" করে চিড়া উৎপাদন করো। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা ত্রিপুরা রাজ্যে অনেকগুলো চিড়া মিল চালু হয়েছে। এক একটা মিলের উৎপাদন দৈনিক ২৫ মণ। সেই ২৫ মণ ১০।১২টা পরিবারের production. এবিষয়ে আমি Hon'ble Chief Ministerএর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। দেখা গেছে যে, একটা চিড়ার মিল অলরেডি লাইসেন্স পেয়ে গেছে আর বাকী দুটো পায়নি। Inspector সেখানে গিয়ে ঐ চিড়ার মিলটিকে বন্ধ করে দিয়ে এসেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় রাত্রিকালে কখনও কখনও আবার সেই চিড়ার মিলে কাজ হয়। দিনের বেলা বন্ধ থাকে। কিন্তু লাইসেন্স ছাড়াই অন্তরালে মিলের উৎপাদন চলছে। যদি সত্যিই আমরা চিড়া উৎপাদনকারী পরিবারগুলোকে বাঁচাতে চাই তাহলে ঐ সব চিড়ার মিলগুলো বন্ধ করে দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

কো-অপারেটিভ করতে গিয়ে দেখা গেল—দরিদ্র দশজন লোকে মিলে ১০৲ টাকা করে Share দিয়ে ১০০৲ টাকা দিয়ে একটা Co-operative করা হ'লো। সেই টাকা দিয়ে ধান কিনতে যখন গেল তখন Food Development থেকে licenseএর দরকার হয়ে পড়লো। কাজেই দরিদ্র গ্রামবাসী, কৃষক যারা চিড়া উৎপাদন করে তাদের অন্য কোন রকমের সাহায্য করার উপায় আছে কিনা তা দেখবার জন্যে আমি স্পীকারের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Rice mill এরিয়া declare করে একটা Act সারা ভারতে চালু করা হয়েছে। ত্রিপুরা ছোট একটা Territory. এখানেও Rice mill করা যাবে না বলে সেই আইন চালু করা হয়েছে। Rice mill করলে পর দেখা যায় যে, সেই এলাকার ৪।৫ মাইলের মধ্যে সমস্ত ঢেঁকি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে যে সমস্ত দরিদ্র লোক ঢেঁকির সাহায্যে রোজগার করতো তাদের সেই রোজগার বন্ধ হয় এবং তারা বেকার হয়ে পড়ে। আমি কতগুলি প্রস্তাব সরকারের নিকট করেছিলাম। সরকারের উর্দ্ধতন মুখপাত্র আমাকে বললেন আমাদের চাউলের যে demand এটা তারা এই মিল দ্বারা production করতে পারছে না। তখন বলেছিলাম interior গ্রামে যেন আর Millগুলি না রাখা হয় এবং যার দ্বারা economic employment এর ব্যাপারে ধাক্কা না করা হয়। এই দিক দিয়ে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর একটা কথা হল Industrial Estate করা হয়েছে। এখানে খুব ভাল ভাল জিনিষ production করা হয়, তা দেখলেও আনন্দ লাগে, এমন কতগুলি high quality জিনিষ, implements, valuable যন্ত্রপাতি ত্রিপুরা Industryতে আনতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু এইগুলি proper utilisation, management

চালু করার কোথায় যেন গলদ থাকার দরুণ আমরা যেন ঠিকমত এই Industryগুলি চালাতে পারছি না। যদি চালাতে পারতাম তাহলে আগরতলা বাজারে যে সমস্ত জুতার দোকান আছে সেইগুলিতে বহু জুতা supply দিতে পারতাম। পূর্ব্বে যেখানে ৫০০ Labourএ কাজ করত সেখানে আজ ২০।২৫জনে দাঁড়িয়েছে। এই ব্যপারে একটা সমীক্ষা করা দরকার। এই ব্যাপারে আমরা ভারত সরকার থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা আনছি, কিন্তু Industryর ব্যাপারে বিশেষ কোন employment করতে পারছি না। মাননীয় Speaker, Sir, আমি যা বক্তব্য রেখেছি সেই দিক দিয়ে বলতে হলে ত্রিপুরাতে শিল্পে উন্নতি করতে হলে অন্ততপক্ষে আগরতলা পর্য্যন্ত Railway line সম্প্রসারণ করা দরকার, সেই দিক দিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই Demandএর সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker :—Now I request the Hon'ble Minister concerned to give reply to the debate.

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— Hon'ble Speaker, Sir, এখানে Industry বিভাগের demandএর সমর্থন করতে গিয়ে বিভিন্ন বক্তা তার সমালোচনা করেছেন এবং অনেক বক্তা এ বিষয়ে বলেছেন। আমি তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে ত্রিপুরা রাজ্যে এর আগে Industry বিভাগ বলে কোন বিভাগ ছিল না এবং Industry নাম বলে কোন কিছু ছিল না। স্বভাবতঃই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিশেষভাবে যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা আমাদের অগ্রগতির কথা চিন্তা করি, তেমনি Industry বা শিল্পের ক্ষেত্রে তার যে আশানুরূপ অগ্রগতি তার জন্য জোর দেওয়া। কাজেই সরকারের যে Industry বিভাগ সেই বিভাগের এটা দায়িত্ব নয় যে সবক্ষেত্রে সে উৎপন্ন করুক। এই বিভাগের দায়িত্ব হল সমস্ত জিনিষটা জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা। কি কি অসুবিধার জন্য সেগুলি develop করতে পারছে না তাঁর যে bottle neck বা অসুবিধা আছে সেগুলি বিদূরীত করা। বিচার করতে হলে দেখতে হবে এখানকার যে Industry বিভাগ সেই দিক দিয়ে তারা সেই সুযোগ, তার training জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে পেরেছে কিনা, তার জন্য তারা প্রচেষ্টা করেছে। কাজেই আজকে কোন দোষ ত্রুটী নেই একথা আমি বলছি না। যেটা আছে এটা সামগ্রিকভাবে আজকে যদি Industryর কথা বলা যায় তাহলে বিভিন্ন দিক দিয়ে Industryর যে ঋণের ব্যবস্থা, সরকারের তরফ থেকে এই কয়েক বৎসরে প্রায় ১৬ | ১৭ লক্ষ টাকার মত বিভিন্ন খাতে Industryর ঋণ দেওয়া হয়েছে। সেই গুলো হচ্ছে marketএ যে ছোট Industry হবে তার জন্য ঋণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও Co-oparative খাতে Trlbal welfare ইত্যাদি খাতে তাঁতীদের সুযোগ সুবিধা দিয়ে, ঋণ দিয়ে শিল্পের সম্প্রসারণ করার জন্য এই বিভিন্ন খাতে ছোট ছোট ঋণ দেওয়া হয়েছে এবং Industrial Corporation গঠিত করা হয়েছে। এখন কথা হয়েছে যারা Industry গড়বে তাদের অন্তত: কিছু মূলধনথাকা দরকার, তার যদি কিছু মূলধন না থাকে তাহলে সরকার এতটাকা বিশ্বাস করে তাকে দিতে পারে না। Department ও ঋণ দিচ্ছে। এ ছাড়াও একটা Corporation গঠিত হয়েছে।

তাদের কাছে এবং তার পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়েছে যে যারা এই ধরণের ছোট বা মাঝারী Industry করতে চায় তারা তাদের পরিকল্পনা নিয়ে এলে তাদের তা দেওয়া হবে। কাজেই টাকা দিয়ে যে সাহায্য করা সরকারের তরফ থেকে সেই চেষ্টা করা হচ্ছে।

আজকে Industry করতে হলে, Marketing facility. Competition ইত্যাদির দিক বিবেচনা করে তা করতে হবে। এই প্রতিযোগিতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে যে সমস্ত Technical knowledge এর দরকার সে সমস্তও Industry Deptt. থেকে দেওয়া হচ্ছে। যিনি Industry করবেন তার উপরই তার Industry করার যে মনোবৃত্তি—তার উপরই তার সফলতা নির্ভর করবে। ত্রিপুরা রাজ্যে Paper plant করার জন্য একটা প্রচেষ্টা গত কয়েক বৎসর যাবৎই চলছে। আমরা চাই যে এখানে Paper Mill হউক কিন্তু তার জন্য একটা Report তৈয়ার করা হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যে সব expert আছেন তাদের দ্বারা সেটা পরীক্ষা করা হয়। তারা বলেছেন যে এত বড় একটা Project যদি এখানে হয়, তার জন্য যে সব প্রয়োজনীয় রসদ তার যোগান দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। এখানে যদি দৈনিক গড়ে একশত টন কাগজ তৈরী করতে হয়, তারজন্য দৈনিক তিনশত টন বাঁশ লাগবে। কাজেই এই পরিমাণ বাঁশ এখানে দৈনিক সরবরাহ করা যাবে কিনা এবং এইভাবে বাঁশ লাগালে ভবিষ্যতে বাঁশ সেই পরিমাণে জন্মাবে কিনা সে সবই পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কাজেই তারা পরীক্ষা করে দেখছেন আসাম, ত্রিপুরা ও নাগাভূমির কেন্দ্রস্থলে কোন জায়গা বেছে নেওয়া যায় কিনা যাতে একস্থানে সরবরাহের অভাব হলে অন্য স্থান থেকে মাল সরবরাহ করা যায়। কাজেই এখানকার Industry বিভাগ থেকে তার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। চিনির মিলের জন্যও চেষ্টা চলছে। যারা করতে চান তাদের থেকে আবেদন ডাকা হচ্ছে এবং ২।১টি কোম্পানী এসেছে। Industry Deptt. থেকে তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কাজেই এতবড় একটা বিরাট কাজ যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ হবে যেখানে বিশেষভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে কাজ করা যায় না। সেদিকে কাজ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে, চুক্তিপত্র হয়েছে এবং মেশিন ইত্যাদির জন্য সেই কোম্পানী চেষ্টা করছে। এমন কি জুট মিল করার জন্যও প্রচেষ্টা চলছে কিন্তু foreign exchange পেতে অসুবিধা ঘটায় এ সম্পর্কে বেশী এগুনো সম্ভবপর হচ্ছে না। Fruit Canningএর জন্য আরো ২।১টি প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছেন এবং Industry বিভাগ এ সম্পর্কে যথেষ্ট কাজ করেছেন। এখানে একটি গ্লাস ইনডাষ্ট্রী গড়ে তুলবার জন্যও এখানকার বালি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। এই নানা রকম সমস্যাই ত্রিপুরার আছে। এখানে বন জঙ্গল আছে, অথচ কলিকাতায় যে দরে কাঠ পাওয়া যায় তার চেয়ে দাম এখানে বেশী। এখানে কিছু কয়লা ও পেট্রোলিয়াম দ্রব্যও আছে বলে জানা যায় কিন্তু তার পরিমাণ খুবই কম এবং উত্তোলন খরচ বাবদ যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হবে তাতে সেটা লাভজনক হয় না। Power loomএর ব্যাপারেও কিছু কিছু কাজ হচ্ছে এবং trainingএর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিছু দিন আগে পশ্চিম বঙ্গের যিনি উপদেষ্টা তিনি এসে এখানকার

অবস্থা দেখে গেছেন এবং উনার উপদেশ মত কাজ করা হচ্ছে। এখানকার কোন এক মাননীয় সদস্য দুঃখ করে বলেছেন যে ত্রিপুরাতে একটি মৃৎশিল্পের ব্যবসা গড়ে উঠেছিল কিন্তু এখানকার সেক্রেটারীর জন্য তা নষ্ট হয়ে গেছে। আমি জানাচ্ছি যে যিনি এর জন্য দায়ী তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। Industry বিভাগের তরফ থেকে তার জন্য কোন ত্রুটি হচ্ছে না।

মাননীয় শ্রী ঘনশ্যাম দেওয়ান ও শ্রীকমলজিৎ সিংহ মহাশয় Handloom সম্পর্কে একটা কথা বলেছেন। স্বাধীনতা লাভের পর আমরা অনেক কল্পনাই করেছি কি করে আমাদের দেশকে উন্নতি করা যায়। আমাদের যারা পথ প্রদর্শক তারাও ভেবে ছিলেন এই উন্নত ধরণের তাঁত দিয়ে তারা আরো সহজে কাপড়ের বয়নের কাজ করতে পারবেন এবং শিল্প ক্ষেত্রে আমাদের আদিবাসিরা আরো এগিয়ে যাবেন। কিন্তু কোথায় যেন একটু ভুল হয়ে গেছে। আগের তাঁতে তাদের হাতে কাজ করতে হত কিন্তু এখনকার তাঁতে হাতে ও সঙ্গে সঙ্গে পায়েও ঐ কাজ করতে হয়। যাই হোক বিষয়টি আরো পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। শিক্ষার ন্যায় শিল্প ক্ষেত্রেও একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন করতে গিয়ে এই রকম ত্রুটী বা ভুল হতে পারে কিন্তু আমরা শিক্ষার মনোভাব নিয়ে যদি এগিয়ে আসি তা হলে সব কাজেই আয়ত্ব করতে পারব বলে আমার ধারণা।

কুঠির শিল্পের উন্নতির জন্য Khadi Commission এখানে এসেছেন এবং তাদের মাধ্যমে কিছু কিছু কাজ হচ্ছে। তাঁত শিল্প আজ একটা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তা সত্য। সরকার থেকে Calender machine designer ইত্যাদির দ্বারা তাকে আরো কিভাবে সমৃদ্ধশালী করে তোলা যায়, সরকার সেদিকে লক্ষ্য রাখছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁতীদের ঘর তোলার জন্য, তাঁত কেনার জন্য ঋণ ও সাহায্য দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেই টাকা যদি তারা উপযুক্তভাবে সদ্ব্যবহার না করেন তাহলে তার দায়িত্ব শুধু Industry Deptt. কে দেওয়া চলে না। তার কারণ হচ্ছে যে সব সুযোগ সুবিধা আছে তার সবই Industry Deptt. থেকে তাঁতীদের দেওয়া হচ্ছে।

আর একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে কেন নতুন করে তাঁতীদের Training এর সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। এর একটা সাইকোলোজিকেল দিকও আছে। কারণ এতে তাঁতীদের আর্থিক প্রশ্নও জড়িত। যদি কোন তাঁতা মোটা কাউন্টের সূতোর কাপড় তৈরী করে রোজগার করতে পারে তাহলে চট করে তাকে চিকন কাউন্টের কাজে নেওয়া যায়না। এই সূক্ষ্ম কাজ করতে বিশেষ Training এর দরকার। সেই Training অনেকের অর্থ নৈতিক কারণে দেওয়া যায় না। অনেকে বলেছেন যে Training এর জন্য Stipend এর টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হউক; কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। বর্তমানে এই Training এর জন্য প্রত্যেককে ২৫।৩০ টাকা করে দেওয়া হয়ে থাকে। একটি বয়স্ক লোককে এই ২৫।৩০ টাকা Stipend দিলে তাতে তার সংসার খরচ চলতে পারে না এবং তাই সে আসবেও না। কাজেই তাকে জীবিকার মধ্যে রেখে যতখানি সম্ভব উপদেশ নির্দেশ দেওয়ার ব্যবস্থা ডিপার্টমেন্ট

থেকে করা হচ্ছে। কিন্তু তাহলেও এই সুক্ষ্ম কাজ করে জীবিকা অর্জনের জন্যও তাঁতীদের একটা সাময়িক প্রস্তুতি প্রয়োজন। শুধু বক্তৃতা দিলেই সুক্ষ্ম কাজে তারা মনোনিবেশ করবেন না; কারণ জীবনের মধ্যাহ্ন সময়ে যদি কোন তাঁতীকে নতুন করে সুক্ষ্ম কাজে Training দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় তাকে জীবিকার মধ্যে রেখে, তাহলেও এতদিন যে কাজ করে তিনি অভ্যস্ত সেই কাজ ছেড়ে আবার নতুন করে শিক্ষা গ্রহণে তিনি ততটুকু আগ্রহী হবেন না। বিভাগীয় উপদেষ্টা যারা আছেন সময় পেলেই তারা তাঁতীদের উপদেশ দিয়ে থাকেন। সহরে যারা বসবাস করে তাদের একটা বিশেষ রুচি আছে। কাজেই যদি তাঁতীরা তাদের উৎপন্ন বস্ত্র সেই রুচি অনুযায়ী তৈরী করতে না পারেন তাহলে সেই উৎপন্ন বস্ত্র ত্রিপুরার বাজারে চলবে না। এখন ত্রিপুরার তাঁতবস্ত্র যদি কলকাতায় পাঠিয়ে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে খরচ বেশী পড়ে এবং সেখানকার বাজারে বিক্রয় করে লাভবান হওয়া যায় না। এখানকার মানুষ তাদের রুচিমত, পছন্দ অনুযায়ী তাঁতবস্ত্র খরিদ করে থাকেন। যদি ত্রিপুরার তাঁতবস্ত্রের চাইতে বাইরে থেকে আমদানী করা তাঁত বস্ত্র চাকচিক্য বা কোয়ালিটিতে ভাল হয় তাহলে লোকেরা বাইর থেকে আমদানী করা তাঁতবস্ত্রই কিনেন। কারণ ত্রিপুরার বস্ত্রে জৌলস ও চাকচিক্যের অভাব।

আমি নিজেও জানি যে একবার হাসপাতালের জন্য লোক্যাল কিছু লোহার খাট আনা হয়েছিল এবং তার মধ্যে কিছু কিছু ভেঙ্গে গেছে। যদি তাদের একথা জানান যায় হাসপাতাল থেকে, তখন বলা হবে যে, কলকাতা থেকে পার্টস এনে তারা এগুলো তৈরী করছে। কলকাতা থেকে খারাপ জিনিষ দিলে তাদের কিছু করার নাই। কাজেই একটা সমস্যার পর সাথে সাথে আর একটা সমস্যা দেখা দেয়। এর ফলে যারা ত্রিপুরার উৎপন্ন মাল কিনতেন তারা মনে করেন যে, ত্রিপুরার মাল কিনে এত পরীক্ষা নিরিক্ষার দরকার নেই। তার চাইতে বাইরে থেকে মাল নিয়ে আসাই ভালো।

আমি আগেই বলেছি এক উদ্বাস্ত ভদ্রলোক এখানে মেচ ফ্যাক্টরী করেন। তিনি নিজে অনেক টাকা লগ্নি করেছেন এই ফ্যাক্টরীতে, Industry থেকেও অনেক টাকা লোন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেখা গেল ত্রিপুরা রাজ্যে মেচের যে পরিমাণ চাহিদা তার এক চতুর্থাংশ মাত্র তার ফ্যাক্টরীতে তিনি উৎপাদন করতে পারেন maximum production যদি হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। তার ফ্যাক্টরীর ঐ ম্যাচ বাজারে বিক্রী হয় না। অথচ আমি নিজেও দেখেছি সেই ম্যাচ দিয়ে কাজ চলে। তবে দেখতে ততটা সুন্দর নয়। বাজারে আগে ঘোড়া মার্কা ম্যাচ চলত। এখন হাতি, গণ্ডার, হরিণ ইত্যাদি বহু প্রকারের ম্যাচ বাজারে এমন চাপের সৃষ্টি করেছে যে আনারস মার্কা ম্যাচ এখন আর কম্পিটিশনে টিকে থাকতে পারছে না। কাজেই আমাদের দিক থেকেও এ ব্যাপারে কিছুটা করার আছে। এমন একটা বাতাবরণ আমাদের সৃষ্টি করতে হবে যাতে এখানকার উৎপাদন দ্রব্য কিছুটা খারাপ হলেও আমরা সেই দ্রব্যগুলি ক্রয় করে নিজেদের স্থানীয় শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখি।

অনেকে বলে থাকেন যে বাহির থেকে ম্যাচ আনা বন্ধ করে দেওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। কোন জিনিষেরই আমরা এখানে আসাটা বন্ধ করতে পারি না। যদি পশ্চিমবঙ্গের জিনিষ এখানে আসতে দেওয়া না হয় এখানকার স্থানীয় শিল্পীকে বাঁচানোর জন্য, তাহলে ওখানকার লোকেরাও ত্রিপুরার উৎপন্নদ্রব্য সেখানে বিক্রি করতে দেবে না। কাজেই একাজ আমরা করতে পারি না। আমি আরও দেখেছি যে, এখানকার মালিকেরা অনেকেই আমায় বলেছেন যে এখানকার মজুরী পশ্চিমবঙ্গের মজুরীর চাইতেও বেশী। কাজেই এখানকার শিল্পজাত দ্রব্য সামগ্রীর দাম বেশী পড়ে এবং বাজারে compete করতে পারে না। অথচ আবার মজুররা বলেন যে তাদের মজুরী কম। কাজেই মালিক, শ্রমিক ও সরকারকে একযোগে সহযোগিতার মাধ্যমে এমন একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করা দরকার যাতে এখানে নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠতে পারে এবং যে শিল্পগুলো আছে সেগুলো ক্রমোন্নতির পথে যেতে পারে।

কাজেই সমস্যাটা হচ্ছে বাজারের। বাজারে যাতে ত্রিপুরার উৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রি হতে পারে তার বাতাবরণ সৃষ্টির প্রয়োজন প্রথমে অপর একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে মণিপুরের তাঁত বস্ত্র ৩০০ টাকায় পর্য্যন্ত বিক্রি হয় কারণ তার quality খুব ভাল এবং দেখতে সুন্দর। এখানে ত্রিপুরাতেও যাতে সেই quality ও design এর তাঁত বস্ত্র উৎপন্ন করা যায় সেই চেষ্টা করার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু কথা হলো একখানা কাপড়ের মূল্য ৩০০ টাকা হলে সেই কাপড় ত্রিপুরায় কতটা চলবে? তদুপরি ঐ কাপড় তৈরী করতে তাঁতীদের অনেক মূলধন আটক পড়বে এবং এতে কর্ম্ম-সংস্থানের সুযোগ বন্ধ হবে। তাছাড়া হঠাৎ করে সেই সুক্ষ্ম কাজে তাঁতীদের নিয়োগ করলে অতীতে যে ভুল ত্রুটী হয়েছে তা পুনরায় হতে পারে।

ধর্ম্মনগরে খাদি শিল্প প্রয়োজনের জন্য একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে Rural Development Scheme আছে তার থেকেও ধর্ম্মনগরে কিছু কিছু লোকও দেওয়া হচ্ছে। একটা রোলিং মিল ধর্ম্মনগরে স্থাপন করার জন্য একটা Company বাহির থেকে এসেছেন এবং ইতিমধ্যে স্থানও নির্ব্বাচন করেছেন। ঘর দুয়ার তৈরী করার জন্য লোহার যে সমস্ত জিনিষের প্রয়োজন হয় ঐগুলো এই মিলে তৈরী হবে। কাজেই Industryর বিভিন্ন যে ধারাগুলি আছে সেই দিকে বিভাগীয় দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে এবং অতীতে যে সমস্ত ভুল ত্রুটী হয়েছে সেগুলি ধাপে ধাপে সংশোধন করার প্রচেষ্টা চলছে। কোন বন্ধু এখানে বলেছেন যে herb এর অভাবে এখানে কবিরাজী ওষুধ হচ্ছে না, কিন্তু একথা ঠিক নয়। তবে যে সমস্ত herb কবিরাজী ঔষধে প্রয়োজন সেগুলি দিয়ে কোন Industry গড়ে উঠতে পারে কিনা সেটাও বিবেচনার মধ্যে আছে। তারপর আমার মাননীয় বন্ধু Rice mill এর কথা বলেছেন তার একটা বিরাট যৌক্তিকতা আছে আবার একটা বাস্তব দিকও আছে। আগে চালের বাজার ছিল খোলা, গ্রামাঞ্চলে যে সকল চাল বিক্রয় হতো সেটা তারা নিজেরাই সিদ্ধ করে বাজারে নিয়ে আসতো, কাজেই তখন

Paddy husking এর কাজটা চলতো। কাজেই অনেক দিন পূর্বে থেকে প্রায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে আমাদের চালের উৎপাদন কমে যাচ্ছে কাজেই যখন ফসলটা উৎপন্ন হয় অতি দ্রুত তাকে চালে রূপান্তরিত করার এবং Stock করারও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কাজেই এটা নীতি হিসাবে নেওয়া হয়েছে যে চালের ব্যবসা কোন private business manকে করতে দেওয়া হবে না। এই যে সিদ্ধান্ত ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে এসে পৌঁচেছে তার মধ্যে কতকগুলো সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। তার কারণ হচ্ছে যে, বিরাট সংখ্যক চাল যদি আজ stock করতে হয়, তাহলে যে চাল procure করতে হবে ধান হিসাবে তা করতে হবে এবং সেগুলাকে মজুত করে রাখতে হবে। তারপর ধানটা কোন একটা মিলে নিয়ে ভাঙ্গিয়ে এনে তার কাজগুলি করতে হবে। সেগুলি যদি গ্রামাঞ্চলে বা সহরে একটু একটু করে বিলি করে দেওয়া হয় তাহলে সেগুলির procurement cost অনেক বেশী পড়ে যায়। খাদি বোর্ড থেকেও এরূপ একটা পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কোন কোন জায়গায় ভাল কাজ হয়েছে এবং চাল সংগ্রহ হয়েছে আবার কোন কোন জায়গা থেকে অভিযোগ এসেছে যে, যাকে চাল করতে দেওয়া হয়েছে তিনি হয়তো কিছুটা চাল খেয়ে বসে আছেন। কাজেই চাল দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই সমস্ত পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে আমাদের উপর এত লোকের খাওয়ানোর দায়িত্ব সেখানে একসঙ্গে সমস্ত মিল বন্ধ করে দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। মিলগুলা একটা দু'টির শিল্পের মতো কাজেই সেটাকে রক্ষা করতে হবে এবং এতে আমি একমত। কাজেই খাদ্যের দিক যদি রক্ষা করতে হয় তবে মিলগুলির দিকে দেখতে হবে। কাজেই সেই ধানগুলোকে milling করার জন্য ছোট ছোট জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া যায় না। কাজেই সেইক্ষেত্রে তাকে storingএর জন্য ধান সংগ্রহ করা এবং পরে সেটাকে milling করতে গেলে পরে বড় একটা মিলে করা স্বভাবতঃই এক একটা নীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকার জন্যে কিছু কিছু সমস্যার উদ্ভব হয়ে যায়। সেই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে কতকগুলি জিনিষ ইচ্ছা না থাকলেও বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাজ করতে হয়। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি আমার বক্তব্যের মধ্যে মোটামুটি যে কথাগুলো উঠেছে, তার আমি উত্তর দিতে পেরেছি। কোন জিনিষই ত্রুটী হীন নয়। কাজ যেখানে হবে সেখানে কিছু ত্রুটী থাকবেই এবং স্বভাবতঃই যে অভিজ্ঞতা তার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তা দিয়ে ভবিষ্যতে যাতে ত্রিপুরার যে সমস্যা আছে তাকে দ্রুত সমাধান করা যায়। তার জন্যে আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে আমাদের মাননীয় সদস্যদের এবং সেই সঙ্গে ত্রিপুরার জনসাধারণের সহযোগিতা আমি কামনা করবো। এমন একটি পরিকল্পনা যে Industry শিল্প গঠন করা সেটার মধ্যে আমাদের দিক থেকেও অতি সক্রিয় একটা সহযোগিতা মত তৈয়ার করা এবং ত্রিপুরায় উৎপন্ন যে দ্রব্য সেগুলো আমরা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে যদি খরিদ করতে প্রস্তুত না থাকি তাহলে শুধু চিৎকারের দ্বারা, সরকারের প্রচেষ্টার দ্বারা বা শুধু ব্যবসায়ীর প্রচেষ্টার দ্বারাও সেটা পরিপূর্ণভাবে সম্ভবপর হওয়া সম্ভব নয়। কারণ হচ্ছে ত্রিপুরা অনেক বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, যোগাযোগের দিক দিয়ে তার একটা বিরাট অসুবিধা। কলকাতায় যে একটা যোগাযোগ আছে তা একটা বিরাট পথ দিয়ে যেতে হয় এবং নিকট ভবিষ্যতে এটাকে সহজ করে তোলাও

সম্ভবপর নয়। কাজেই মাননীয় সদস্যরা যে রেলের দাবী করেছেন, সেটা আমিও করি কিন্তু রেল হলেও সে সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ হচ্ছে, আজ যে রেলগাড়ী আছে। ত্রিপুরার খাদ্যশস্যের যে প্রয়োজন হয় তার জন্য যে ওয়াগন সাপ্লাই করা হয়, সেটাই আজ রেলের পক্ষে সম্ভব হয় না এবং তার জন্য ত্রিপুরার প্রয়োজন মেটাবার জন্যে সরাসরি কেন্দ্রের সঙ্গে রেলমন্ত্রীর সঙ্গে, খাদ্য মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করে খাদ্যশস্য আমদানী করার ব্যবস্থা করতে হয়। কাজেই এমতাবস্থায় আসাম ঘুরে আমাদের উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী বাহিরে পাঠাব, এইটা যতখানি সহজ বলে আমরা মনে করছি ঠিক ততখানি সহজ নয়। কাজেই ত্রিপুরার উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী যে দিন আমরা ত্রিপুরায় বিক্রি করার মত অবস্থায় পৌঁছাব তখন ত্রিপুরায় শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব হবে। তার জন্যে আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে সকলের সহযোগিতা কামনা করি, এই বলেই আমি বাজেটকে আমার সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—The discussion on Demands is over. Now am I putting the Demands to vote one by one.

There is no motion for reduction of Demand for Grant No. 20.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 31,94,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 20—Industries.

(The Demand was put to vote and passed).

There is no motion for reduction of grant for Demand No. 39—Capital Outlay on Industrial and Economic Development.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 7,20,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 39—Capital Outlay on Industrial and Economic Development.

(The Demand was put to vote and passed),

Now I call on the Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 29.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 25,00,00/- [inclusive of the sums specified in Columns of the schedule to the

Appropriation (Vote on Account) Bill 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1969 in respect of Demand No. 29—Famine Relief.

Mr. Speaker :—I think there will be no debate on this Demand. Now I am putting this Demand to vote. There is no motion for reduction of grant for Demand No. 29—Famine Relief.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 2,50,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1968], be granted to defray the Charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1969 in respect of Demand No. 29—Famine Relief.

The Demand was put to vote and passed.

I would now call on the Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 32.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 15,43.000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1969, in respect of Demand No. 32—Stationery and Printing.

Mr. Speaker :—I think there will be no debate on this Demand. Now I am putting this Demand to vote.

There is no motion for reduction of grant for Demand No. 32.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 15,43,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1969, in respect of Demand No. 32—Stationery and Printing.

The Demand was put to vote and passed.

Mr. Speaker :—I would now call on the Hon'ble Finance Minister to move his Demand for grant No. 47.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding

Rs. 24,08,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 47—Charges on account of Repayment of Debt.

Mr. Speaker :—I think there will be no debate on this Demand. I am putting this Demand to vote. There is no motion for reduction of grant for Demand for grant No. 47—Charges on account of Repayment of Debt.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 24,08,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1969 in respect of Demand No. 47—Charges on account of repayment of Debt.

The Demand was put to vote and passed.

The House stands adjourned till 11 A.M. on Thursday the 4th April, 1968.

STARRED QUESTION NO. 941.
BY SHRI ABHIRAM DEB BARMA.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Excise Department be pleased to state—

QUESTION

১। আগরতলার মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়ার জন্য সর্বশেষ কবে tender call করা হইয়াছে ?

২। ইহা কি সত্য যে একই ব্যক্তিকে বিনা টেণ্ডারে ৫ বছরের লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে এবং রেট ১·২৩ পয়সা লিটার হইতে বাড়াইয়া ১·৭০ এবং তাহার বেশী করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে ;

৩। ইহা কি সত্য যে ঐ সম্পর্কে দুর্নীতি দপ্তরে অভিযোগ করা হইলে অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে ;

৪। যদি সত্য হয়, সরকার ঐ লাইসেন্স দেওয়ার ফলে কত টাকা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন এবং ঐ লাইসেন্স বাতিলের জন্য কি ব্যবস্থা হইতেছে ?

ANSWER

১। টেণ্ডার আহ্বান করিয়া মদের দোকানের জন্য লাইসেন্স দেওয়ার কোন প্রথা নাই ;

২। পাঁচ বৎসরের জন্য কোন লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয় নাই এবং রেট বাড়ান হয় নাই ;

৩। না ;

৪। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 842.
BY SHRI AGHORE DEB BARMA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

QUESTION

১। ইন্দ্রনগর বি, টি, ট্রেনিং কলেজের আবাসিক গৃহটির (Residential Boarding) চতুর্দিকে দেওয়াল দেওয়ার জন্য কোন Representation রাজ্য সরকার পেয়েছেন কিনা ?

২। যদি কোন Representation প্রাপ্ত হয়ে থাকেন এই সম্পর্কে রাজ্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

ANSWER

১। হাঁ।

২। হাঁ।

STARRED QUESTION NO. 840.
By Shri Aghore Deb Barma.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Deptt. be pleased state :—

১। বেসিক ট্রেনিং কলেজ ও এম, বি, বি, কলেজের কোন কোন লেকচারারের বেতন নূতন পে-স্কেল মতে কার্য্যকরী হওয়ার পর অবধি ৪।৫ বৎসর Increment বন্ধ আছে কি না ?

২। যদি Increment বন্ধ থাকে, ইহার কারণ এবং কবে Regularise করা হবে ?

ANSWER

A. | Materials are under collection.
B. |

STARRED QUESTION NO. 845.
By Shri Aghore Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ঈশানচন্দ্রনগর হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল গৃহ নির্মাণের জন্য স্কুল কমিটি স্থানীয় ৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি Building Construction Sub-Committee গঠন করেছিল কিনা ?

২। যদি করা হ'য়ে থাকে সেই ব্যক্তিদের নাম ?

৩। ইহা কি সত্য যে, সেই ৫ জন সাব-কমিটির তিনজন সদস্যদের অজ্ঞাত রেখে Education Minister শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য Audit কার্য্য সমাধা করেছেন ?

৪। যদি Audit কার্য্য সমাধা হয়ে থাকে, স্কুল কমিটি ও স্থানীয় জনসাধারণ এবং Building Construction Sub-Committee র অপর তিনজন সদস্যদের গৃহ তৈয়ারীর হিসাব জানাতে কি বাধা আছে ?

ANSWER

১। হাঁ।

২। (ক) শ্রীরতন চন্দ্র সিংহ।

(খ) শ্রীমুরারী মোহন রায়।

(গ) শ্রীস্বরূপ দাস মোহন্ত।

(ঘ) শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী।

(ঙ) যোগেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক।

৩। না।

৪। স্কুল ম্যানেজিং কমিটি ও Building construction Sub-committeeকে জানাতে বাধা নাই। জনসাধারণের অডিট রিপোর্ট দেখা সম্পর্কে বোর্ডের কোন নিয়ম বা নির্দ্দেশ নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 936.

By Shri Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

ক) চম্পকনগর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়টিকে উচ্চ বুনিয়াদী করিবার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

খ) এই এলাকার জনসাধারণের পক্ষ হইতে সরকার কোন দরখাস্ত পাইয়াছেন কি না ;

গ) পাইয়া থাকিলে সরকার কি পরিকল্পনা করিয়াছেন ?

ANSWER

ক) বর্ত্তমানে নাই।

খ) হাঁ।

গ) বিবেচনাধীন আছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963.

4th April, 1968.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Thursday, the 4th April, 1968.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, four Ministers and Twenty members.

QUESTIONS

Mr. Speaker :—To-day in the List of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question Shri Sunil Ch. Dutta.

Shri Sunil Ch. Dutta :—Question No. 698.

Shri S. L. Singh :—Question No. 698, Sir.

QUESTION

(১) গত দুই বছরে ত্রিপুরায় মোট কতটি মোটর ও ট্রাকে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে (জানুয়ারী ১৯৬৮ পর্য্যন্ত) ;

(২) এই মোটর দুর্ঘটনার সংখ্যা কি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে ;

(৩) যদি বৃদ্ধি পায় কি কি কারণে বৃদ্ধি পাইতেছে ;

(৪) দুর্ঘটনা নিরোধের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ?

ANSWER

(১) ২১৭টি।

(২) হ্যাঁ।

(৩) বেপরোয়া ও অসতর্ক গাড়ী চালনা, যান্ত্রিক গোলযোগ এবং জন সংখ্যা ও মোটর গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধির হেতু।

(৪) ভ্রাম্যমান বিচার আদালতের বন্দোবস্ত এবং কঠোরতর যানবাহন নিয়ন্ত্রণ।

শ্রী সুনীলচন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক ট্রাফিক পুলিশ আছে কি?

শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ :—ট্রাফিক পুলিশ আছে এবং সেই অনুসারে কাজ চলছে।

শ্রী সুনীলচন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, দুর্ঘটনার এই কি একটা কারণ যে গাড়ী চালকরা স্পীড লিমিট মান্য করেন না?

শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ :—এখানে বলাই হয়েছে যে বেপরোয়া ও অসতর্ক গাড়ী চালনা, যান্ত্রিক গোলযোগ এবং জনসংখ্যা ও মোটর গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি এই সমস্ত কারণে দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :—ত্রিপুরাতে বিভিন্ন গাড়ী যেমন ট্রাক, জীপ ইত্যাদি গাড়ীর স্পীড লিমিট সহরে কত এবং পল্লী অঞ্চলে কত?

শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই, স্যার।

শ্রী রাজকুমার কমলজিৎ সিং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি পুরাণ মোটর সময় মত রিপেয়ার না হওয়ার দরুণ এবং রাস্তায় চলে বলেই এই দুর্ঘটনার একটা কারণ।

শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ :—এখানে আগেই বলা হয়েছে যে বেপরোয়া ও অসতর্ক গাড়ী, যান্ত্রিক গোলযোগ এবং জনসংখ্যা ও মোটর গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি, এইগুলি হচ্ছে দুর্ঘটনার কারণ।

শ্রী আবদুল ওয়াজিদ :—এইসব দুর্ঘটনার ফলে কি পরিমাণ লোক নিহত হচ্ছে?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে অনেক পুরাণ মডেলের গাড়ী ১৯৩০/১৯৩৫/১৯৪০ সালের পুরানো মডেলের গাড়ী চালনা করা হয় বলে রাস্তা ঘাটে সেগুলি নষ্ট হয়ে যায় এবং দুর্ঘটনা ঘটে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যর প্রশ্ন হচ্ছে বোধ হয় এই যে যান্ত্রিক গোলযোগ আছে, এইসব গাড়ীকে লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—লাইসেন্স যখন দেওয়া হয়, তার পূর্ব্বে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হয়। যান্ত্রিক গোলযোগ থাকলে লাইসেন্স দেওয়া হয় না।

শ্রী সুনীল চন্দ্র দত্ত :—আগরতলা সহরে যে দুর্ঘটনা ঘটে তার এই কি একটা কারণ যে রাস্তাগুলি বিভিন্নভাবে অবরুদ্ধ থাকে, যেখানে সেখানে গাড়ীগুলি পার্ক করে রাখা হয়?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—একমাত্র এটাই কারণ বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কতকগুলি জিনিষ মিলিয়ে যেমন বেপরোয়া অসতর্ক গাড়ী চালনা, যান্ত্রিক গোলযোগ এবং জনসংখ্যা ও মোটর গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি, নানা রকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এই সমস্ত মিলিয়ে একটা এক্সিডেন্ট হওয়া সম্ভব।

শ্রী ঘনশ্যাম দেওয়ান :—যান্ত্রিক গোলযোগে যে সমস্ত দূর্ঘটনা ঘটেছে তার সংখ্যা কত ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রী রাধিকারঞ্জন গুপ্ত :—একটা গাড়ী কতদিন পর্যান্ত ফিট থাকতে পারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার :—ইট ইজ নট পসিবল ফর মিনিষ্টার টু গিভ রিপ্লাই।

শ্রীএর্সাদ আলি চৌধুরী।

শ্রী এরসাদ আলি চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৮৯।

শ্রী তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৮৯, স্যার।

QUESTION	REPLY
১) Indian Forest Act এর (Indian Forest Act, XVI of 1927) 26 (1)(a), 33(1)(a), 33(1) (ac) 42 ধারা মতে ত্রিপুরার বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন ফৌজদারী আদালতে কতকগুলি ফৌজদারী মোকদ্দমা ১৯৬৭ইং সনে দায়ের করা হইয়াছিল এবং উহাতে কত ব্যক্তি জড়িত ছিল ?	৫২৬টি মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছিল। ৯৪৭ জন ব্যক্তি জড়িত ছিল।

শ্রী এরসাদ আলী চৌধুরী :—এই ৯৪৭ জনের মধ্যে কতজন ট্রাইবেল আর কতজন নন্-ট্রাইবেল আছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—এর মধ্যে কোন ট্রাইবেল নন্-ট্রাইবেলের ভাগ রাখা হয় না।

শ্রী এরসাদ আলী চৌধুরী :—এই ৫২৬টির মধ্যে কতগুলি এখন পেণ্ডিং আছে আর কতগুলি নিষ্পন্ন হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—নোটিশ চাই।

শ্রী সুনীলচন্দ্র দত্ত :—ফরেষ্টের মামলায় জড়িত আদিবাসী যারা তারা সরকার থেকে সাহায্য পান কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—নোটিশ চাই।

Mr. Speaker :—Shri Naresh Roy.

Shri Naresh Roy :—Question No. 1011.

Shri S. L. Singh : — Mr. Speaker, Sir, materials are under collection.

Mr. Speaker :—Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal. Shri Monomohan Deb Barma.

Shri Monomohan Deb Barma :—Question No. 1031.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 1031.

QUESTION	ANSWER
১) সদর এলাকার সেকেরকোট এবং বিশালগড়ের মধ্যে বাস ভাড়ার কোন পার্থক্য নাই—ইহা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ;	১) জানা আছে।
২) ভাড়া কমানোর জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট যে কোন ভাবে কোন আবেদন আসিয়াছিল কি না ;	২) হ্যাঁ।
৩) যদি করা হইয়া থাকে, তার জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে কি ?	৩) বিবেচনাধীন আছে।

শ্রী মনোমোহন দেববর্মা :—বাস ভাড়া কমানোর কোন রকম বিবেচনা আছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—ইট ইজ আণ্ডার কনসিডারেশন।

শ্রী মনোমোহন দেববর্মা ঃ—এই বাস ভাড়া কতদিন ধরে চলছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—নোটিশ চাই।

শ্রী মনোমোহন দেববর্মা :—যারা বিশালগড়ের যাত্রী তাদের অতিরিক্ত বাস ভাড়া দিতে হয় কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আগেই বলেছি যে বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।

Mr. Speaker :—Shri Jatindra Kr. Mazumder.

Shri Jatindra Kr. Mazumder :—Question No. 1039.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, materials are under collection.

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র দেব রাংখল।

শ্রী রবীন্দ্রচন্দ্র দেব রাংখল :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০২৬।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০২৬, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ডুম্বুর জল বিদ্যুৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইলে উহার জলাধারের আয়তন ও সীমানা কত হইবে।	
২) উক্ত জলাধারের জল গণ্ডাছড়া, বলংবাসা ও রাইমা এলাকার কোন কোন অংশ প্লাবিত হইবে কি না,	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
৩) হইয়া থাকিলে উহার মোট পরিমাণ কত বলিয়া অনুমিত হইয়াছে ?	

Mr. Speaker :— Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal :—Question No. 1027

Shri S. L. Singh :— Mr. Speaker, Sir, Question No. 1027.

QUESTION.	ANSWER.
১। অমরপুর হইতে শম্মা পর্য্যন্ত জীপ চলাচলযোগ্য রাস্তা তৈরীর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না, যদি থাকিয়া থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত কাজ আরম্ভ হইবে ?	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রী রবীন্দ্রচন্দ্র দেব রাংখল। ইউ হ্যাভ গট এ্যানাদার কোয়েশ্চান।

শ্রী রবীন্দ্রচন্দ্র দেব রাংখল ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০২৮।

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০২৮ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ধর্মনগর বিভাগের মাছমারা হইতে কৃষ্ণটীলা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা পূর্ত্তবিভাগের আছে কি না ;	
২) যদি থাকিয়া থাকে তবে কখন উহার কাজ আরম্ভ হইবে ;	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
৩) ধামছড়া হইতে খেদাছড়া পর্যান্ত রাস্তা তৈরীর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না, যদি থাকিয়া থাকে তবে কোন সময় উহার কাজ আরম্ভ হইবে ?	

Mr. Speaker :—There are 3 Unstarred Questions to-day. The Ministers may lay on the Table of the House the reply to the Unstarred Questions.

CALLING ATTENTION

Mr. Speaker :—The Calling Attention given notice of by Shri Ershad Ali Choudhury on 25th March, 1968 to which the Minister concerned agreed to make a statement to-day the 4th April, 1968 on the subject.

"About a motor accident on 18. 3. 68 near Lungthungchhera on U. S. road between Bagafa and Bisramganj under Sadar Sub-Division."

I would call on the Hon'ble Minister in-charge to make a statement.

Shri S. L. Singh :— On 18.3.68 one accident between a Private Truck No. TRL 417 and a Jeep TRT 380 took place at Lungthungcherra i. e. 37 K. M. post from Agartala. Mechanical examination in connection with the above incident has been undertaken and report is still awaited. But it is revealed from investigation that rash driving of TRL 417 is responsible for the accident.

Shri Uba Ram Reang S/O. L. Sukha Ram Reang of Ullacherra, P. S. Khowai died at the spot and another person named Shri Pyari Mohan Deb Nath S/o. Late Hari Charan Deb Nath of Bagarbassa P. S. Radhakishorepur died in G. B. Hospital. Seven persons were injured out of whom one was discharged from Bishalgarh Primary Health Centre after treatment and the remaining injured persons are still under treatment in G. B. Hospital.

In connection with the above incident, a case U/S 279/304(A) I. P. C. has been registered at Bishalgarh P. S. vide P. S. case No. 6(3)68 and investigation has been started. The drivers of the above vehicles (Shri Hira Lal Saha s/o. L. Pyari Mohan Saha of Banamalipur driver of TRL—417 and Shri Santi Bhusan Saha s/o. Shri Girish Ch. Saha driver of the Jeep TRT:380) were arrested and subsequently released on bail. The vehicles involed in the accident were seized and subsequently released on bail.

Shri Ershad Ali Choudhury :—On point of clarification Sir. T. R. T. তে কতজন লোক ছিল ?

Shri S. L. Singh :—I want notice of it Sir.

Mr. Speaker :—There is another Calling Attention given notice of by Shri Promode Rn. Das Gupta on 27th March, 1968 to which the Minister concerned agreed to make a statement to-day the 4th April, 1968—on the subject—

"Taking away of Shri Kinkar Debnath on 19. 3. 68. from Rangutia P. S. Sidhai by the Pakistani People and Pak Police and felling down of trees within Gopalnagar Garden by the Pakistani People under Sidhai P. S.

I would now call on the Hon'ble Minister-in-charge to make a statement.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, on 19.3.68 at about 1730 hours, three armed E. P. R. personnel intruded into Indian territory at village Gopalnagar under Sidhai Police Station and Kidnapped Indian national Kinkar Deb Nath. S/O. Late Shankar Deb Nath of Gopalnagar while he was working in his field within Indian territory.

A protest on this incident has already been lodged by our Sector Commander with the Sector Commander, EPR, Sylhet on 25.3.68 against intrusion of E. P. R, personnel into Indian territory and kidnapping of the innocent Indian national. In the protest Note our Sector Commander has demanded immediate return of the kidnapped Indian national and drastic action against the delinquents with a view to stopping recurrence of such incidents in future. Protest on this incident has also been lodged at the State level demanding release of the Indian national. The District Magistrate has been advised to lodge a protest with his Pakistani counterpart. It may be added that with a view to curbing the illegal activities of the Pakistanis inside Indian territory, our Border Security Force personnel are patrolling the Border areas vigorously.

In regard to the incident of felling of trees by Pakistani from Gopalnagar Tea Garden. the facts are that on 28.2.68, four Pakistani nationals trespassed into the Garden area and removed some trees after felling. On 3.3.68 a written report was received by the Sidhai Police Station from the Manager of the Tea Garden to the effect that Pak Miscreants are removing valuable trees from the garden after felling during night. On the report of the Manager of the Garden, a case has been instituted in the Sidhai Police Station and necessary enquiry has been made by the Police. During enquiry the Manager of the Garden stated that previously also the Pakistanis removed some trees from the Garden area and that about 50/60 trees have been removed by Pakistanis.

On 4.3.68, signal has been sent to the Officer-in-charge of the Mohanpur B.O.P. by the Officer-in-charge of the Sidhai Police Station to take preventive measures against such removal of trees.

The matter is under further enquiry and a protest on the incident will be lodged after further enquiry.

Mr. Speaker :—Next business of the House, the Appropriation (No. 3) Bill, 1968 (Bill No. 3 of 1968) is to be introduced in the House. I shall request the Hon'ble Krishnadas Bhattacherjee, Finance Minister to move his motion for leave to introduce the Bill.

Shri Krishnadas Bhattacherjee :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the Appropriation (No. 3) Bill, 1968 (Bill No. 3 of 968).

(The motion is put to vote and passed).

Mr. Speaker :— The leave to introduce the Appropriation (No. 3) Bill, 1968 (Bill No. 3 of 1968) is granted.

(The Secretary read the title of the Bill).

Mr. Speaker :—I shall call on the Hon'ble Krishnadas Bhattacherjee Finance Minister to move his motion to introduce the Appropriation (No. 3) Bill, 1968 (Bill No. 3 of 1968).

Shri Krishnadas Bhattacherjee :—Mr. Speaker, Sir, I beg to introduce the Appropriation (No. 3) Bill, 1968 (Bill No. 3 of 1968).

(The motion is put to vote and passed).

The Appropriation (No. 3) Bill, 1968 (Bill No. 3 of 1968) is introduced.

Mr. Speaker :— The Members are requested to collect their copies from the Notice Office.

The House stands adjourned till 11 A. M. on Friday, the 5th April, 1968.

UNSTARRED QUESTION NO. 993.
BY—SHRI AGHORE DEB BARMA.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state : –

1) Total acres of Agricultural land receiving irrigation facilities under Minor Irrigation Schemes, so far constructed ;
2) and its percentage to the total agricultural land under cultivation ;
3) total cost so far incurred in constructing all minor irrigation schemes ?

ANSWER

The information is under collection.

STARRED QUESTION NO. 923.
BY—SHRI BIDYA CHANDRA DEB BARMA.

QUESTION

Will the Minister in-charge of Labour Department be pleased to state :—

১) আগরতলার Saw Mill শ্রমিকরা কি শ্রমিক ছাটাই-এর বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করিয়াছিলেন ;

২) যদি ধর্ম্মঘট করিয়া থাকেন তবে ঐ শ্রমবিরোধ মীমাংসার জন্য সরকার কি কোন ত্রিদলীয় বৈঠক ডাকিয়াছিলেন ;

৩) যদি ডাকিয়া থাকেন, তাহার ফলাফল কি ;

৪) ঐ ধর্মঘট সম্পর্কে শ্রমিক ইউনিয়নের কোন নেতা বা কর্ম্মী গ্রেপ্তার হইয়া থাকিলে তাহাদের মুক্তি দেওয়া হইবে কি ?

ANSWER

১) হঁ্যা ।

২) হঁ্যা ।

৩) এখনও আপোষ মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই ।

৪) ধর্ম্মঘটের জন্য কোন শ্রমিক বা নেতাকে গ্রেপ্তারের বিষয় জানা নাই ।

STARRED QUESTION NO. 856.
BY—SHRI AGHORE DEB BARMA.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

1. The year in which the construction of Ambassa-Bogafa road was started.
2. Whether any target date was fixed for completion of this road.
3. What amounts were sanctioned for completion of different items of works for this road ? What is the progress of the works and what amounts have been spent ?

ANSWER

1. Approximate length of the road is 91 miles out of which works on 50 miles of road in three sectors were taken up in Feb/64, Feb/65, and Nov/67.
2. No.
3. The amounts so far sanctioned and the expenditure against each item of works are shown below :

ITEM OF WORK	SANCTIONED AMOUNT	EXPENDITURE
(i) Formation for 50 miles—	Rs. 37·61 lacs.	Rs. 17·12 lacs.
(ii) S. P. T. bridges & culverts for 24 miles —	Rs. 14·16 lacs.	Rs. 2·74 ,,
(iii) Soling & metalling for 24 miles.	Rs. 21·87 lacs.	Rs. Nil.

Progress of works :— Out of 50 miles of formation works so far taken up 14 miles have been completed, 9 miles nearing completion and works on 27 miles are in progress Works for construction of S. P. T. bridges and culverts from Bogafa to Amarpur are in progress. Collection of bricks for soling and metalling of 4 miles in sector—I Bogafa to Amarpur is also in progress.

STARRED QUESTION NO. 832.
BY SHRI AGHORE DEB BARMA.

QUESTION

Will the Minister-in-charge of the Development Department be pleased to state :—

Whether the Govt. of Tripura has sanctioned any amount to construct bunds over the Larmacherra at Pakuyajal under the supervision of Bishalgarh, Block Development Officer :

2) if so, the total amount of the scheme and when the construction work will be started ?

ANSWER

1) No.

2) Does not arise.

STARRED QUESTION No. 824.
BY SHRI AGHORE DEB BARMA.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

1. Whether the Govt. of Tripura proposed to deal with "Union Hydro-Electric Project" of Assam for having 1,500 KW. quantity from them and whether the Govt. has already proposed to produce 10,000 quantity of KW power from Gumti Velly Project at Dumbur ?

2. If so, what are the total cost of both respectively and what are the detail schemes for consuming this total quantity of 25,000 KW quantity of power within next 10 years ?

ANSWER

1. The Government has no proposal to deal with Union Hydro-Electric Project of Assam. The Govt. has, however entered into a deal with the Assam state electricity board for obtaining supply of bulk power from Assam at Stages varying from 750 KW to 8000 KW per year. The proposed Gumti Hydro-Electric Project provides for Generation of 860 Kw at 50% load factor.

2. The sanctioned estimated cost for obtaining bulk supply of power from Assam is Rs. 215·02 lacs and that for the Gumti Hydro-Electric Project is Rs. 309·61 lacs.

Power obtainable from both these schemes does not aggregate to 25,000 K.w in any year.

STARRED QUESTION No. 771.
BY SHRI MONORANJAN NATH.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

a) What is the total number of works for which tenders have been invited after the joining of the present Executive Engineer Northern

Division, Dharmanagar and what is the total value thereof? Out of those how many works have been started?

b) Out of the works started by him, how many will be completed within 31st March and what is the value thereof?

ANSWER

a) Tenders have been invited for 24 Nos. of works the aggregate estimated cost of which is Rs. 30,41,410/-. 7 out of 24 Nos. of works have been started.

b) 6 out of 7 works already started are expected to be completed by 31st March. The estimated cost of those works is Rs. 80,000/-

STARRED QUESTION NO.—770.
BY SHRI MONORANJAN NATH.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Development Department be pleased to state—

(ক) কৈলাসহর সাবডিভিশনে জগন্নাথপুর গ্রামে মনু নদীর তীরে গত বৎসর কুমারঘাট ব্লক কর্তৃক কোন বাঁধের কাজ হইয়াছে কি?

(খ) যদি হইয়া থাকে ঐ কাজ যে ব্যক্তি করাইয়াছেন তাহাকে টাকা দেওয়া হইয়াছে কি?

(গ) ঐ বাঁধ কোন সময় complete হইবে?

ANSWER

(ক) হাঁ।

(খ) না।

(গ) কয়েক দিনের মধ্যেই।

UNSTARRED QUESTION NO.—785.
by Shri Ghanashyam Dewan.

QUESTION	REPLY
১) ত্রিপুরার সংরক্ষিত বনাঞ্চলে কত পরিবার উপজাতি অদ্যাবধি জুম চাষ করিতেছে?	২,৬৪৫ পরিবার।

QUESTION.	REPLY.
২) তাহার বিভাগ ভিত্তিক সংখ্যা ?	কমলপুর — ১৫৭ পরিবার
	খোয়াই— ১০৪ ,,
	অমরপুর— ১৯৮ ,,
	কৈলাসহর—১৭৪ ,,
	বিলোনীয়া—২৭০ ,,
	সাব্রুম — ৩০৫ ,,
	ধর্ম্মনগর — ১২৯ ,,
	সোনামুড়া—১০০ ,,
	সদর — ২০০ ,,
	উদয়পুর— ৯৮ ,,
	১,৬৪৫ পরিবার।
৩) টাঙ্গিয়াদেরও বিভাগ ভিত্তিক সংখ্যা ?	কমলপুর — ৯৯ পরিবার
	খোয়াই— ৫০ ,,
	কৈলাসহর— ৪১ ,,
	অমরপুর— ১২৯ ,,
	ধর্ম্মনগর— ৮০ ,,
	সদর— ৩৫ ,,
	উদয়পুর— ২৫ ,,
	বিলোনীয়া— ৭ ,,
	সাব্রুম— ২২৩ ,,
	৬৮৯ পরিবার।

STARRED QUESTION NO.—730.
BY SHRI ABHIRAM DEB BARMA.

প্রশ্ন

কৃষি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলিবেন :—

১) কৃষি অধিকর্ত্তা কি ১৯৬৫ সনের মার্চ মাসে কমিউনিটি প্রাইজের জন্য ৫০,০০০ টাকা ড্র করিয়াছিলেন ?

২) যদি ড্র করিয়া থাকেন ঐ অর্থ কিভাবে খরচ হইয়াছে ?

উত্তর

১) হাঁ।

২) ঐ অর্থ বুরাতলী (সাতচাঁদ ব্লক), সোনাতলা (মোহনপুর ব্লক) ও বড় সুরমা (কমলপুর ব্লক) এই তিনটি গ্রামে কৃষি বিষয়ক উন্নতির জন্য খরচ করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 693.
By Shri Abhiram Deb Barma.

QUESTION.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Development Department be pleased to state—

(১) ইহা কি সত্য যে এই বৎসর (১৯৬৬-৬৭) আলুর বীজ কেন্দ্রায় ব্লক অফিসে সরবরাহ করা হইয়াছে এবং ভি, এল, ডবলিওদের কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয় নাই;

(২) যদি সত্য হইয়া থাকে উহার কারণ কি ?

(৩) এই বছর প্রতি ব্লকে কত আলুর বীজ সরবরাহ করা হইয়াছে এবং গত বছরের তুলনায় কত বেশী বা কম;

(৪) সরবরাহ যদি কম হইয়া থাকে তাহার কারণ ?

ANSWER

১)	
২)	তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।
৩)	
৪)	

কোয়েশ্চান নাম্বার —৭২৯—**শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।**

প্রশ্ন	উত্তর
১) আগরতলা ডিভিশন নং ২তে ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারী হইতে ডিসেম্বরের মধ্যে ৪০,০০০ সি, এফ, টি ষ্টোন চিপ্‌ সাপ্লাই করার জন্য কি কোন কন্ট্রাক্টরকে অ্যাপ্রোচ রোড তৈয়ার করার উদ্দেশ্যে ৬,০০০ টাকা অ্যাডভান্স করার ব্যবস্থা হয়।	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
২) যদি তাহা হইয়া থাকে, তবে ঐ কন্ট্রাক্টরের নাম কি।	
৩) এই কন্ট্রাক্টরকে মোট কত টাকা অ্যাডভান্স করা হয়।	
৪) এই কন্ট্রাক্টর মোট কত টাকার ষ্টোন চিপ সরকারকে সাপ্লাই করিয়াছিল।	
৫) ঐ কন্ট্রাক্টরের নিকট কত টাকা পাওনা আছে, এবং উহা আদায় করার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে ?	

কোয়েশ্চান নাম্বার *৯২৪—**শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা**

প্রশ্ন	উত্তর
১) গত ১৬-২-৬৮ তারিখে কাঞ্চনপুর নবিহামপাড়া রাস্তার উপরে একটি ব্রীজ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া কোন লোকজন হতাহত হইয়াছে কি, যদি হইয়া থাকে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।	
২) ইহা কি সত্য যে কিছুদিন আগে শুকনাছড়ায় এবং কাঞ্চনপুর থানার অনতিদূরে আরো দুটি ব্রীজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
৩) যদি (১) এবং (২) সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে সরকার ঐ অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাঘাট মেরামত করার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ?	

কোয়েশ্চান নাম্বার *৯৫৩—**শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা**

প্রশ্ন	উত্তর
১) কল্যাণপুর চা বাগান হইয়া আথড়া মৌজা ভূমিহীন কলোনীতে যাইতে যে জীপ চলাচল যোগ্য রাস্তা আছে তাহার উপর দিয়া চা বাগানের কর্ত্তৃপক্ষের বিনা অনুমোদনে জীপ গাড়ী যাইতে চা বাগান কর্ত্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোন বাধা দেওয়া হয় কি না ?	
২) দেওয়া হইয়া থাকিলে ইহার কারণ কি ?	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
৩) যদি আইনগত কোন অসুবিধা থাকিয়া থাকে তবে চা বাগান কর্ত্তৃপক্ষের সাথে এই সম্পর্কে একটা সুরাহা করিয়া উক্ত রাস্তার উপরে অবাধে প্রাইভেট জীপ চলাচলের ব্যবস্থা বিধান করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে কি ?	

UNSTARRED QUESTION No. 1019
BY SHRI PROMODE RANJAN DAS GUPTA,
M. L. A.

QUESTION

1. Total money was allotted on the head of Tribal Welfare in 1967-68 under Mohanpur Block;
2. the break up of the alloted money on different works (scheme) under tribal Welfare at Mohanpur Block in 1967-68 ;
3. no. of roads completed under T. W. S. in '67-68 with names ;
4. no. of bunds completed under T. W. S. in '67-68 with names ?

ANSWER

1. Rs. 54,000/- (Rupees fifty four thousand) only.
2. a) roads—Rs. 25,000/- (rupees twenty five thousand) only.
   b) S. P. T. Bridges—Rs. 10,000/- (rupees ten thousand) only.
   c) R. C. C. Wells—Rs. 16,300/- (rupees sixteen thousand and three hundred) only.
   d) Tube-wells—Rs. 2,700/- (rupees two thousand and seven hundred) only.
3. Names of the completed 8 Nos. of road.
   a) Construction of road from 79 Tilla to Kamalghat road via Kunjaban.
   b) Construction of road from Uttar Debendranagar.
   c) Construction of road Salbagan to via Chandaniatilla.
   d) Construction of road from Nabagram to Daragamura (Gr. 1)
   e) Construction of Brajanagar Road Gr. 1.
   f) Construction of Brajanagar Road Gr. II.
   g) Construction of Binodinipur to Sidhai Road Gr. I
   h) Construction of Binodinipur to Sidhai Road Gr. II.
4. No bunds were constructed at Mohanpur Block under Tribal Welfare Scheme during 1967-68.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

APRIL 5, 1968.

The House met in the Assembly Chamber, Agartal at 11 A. M. on Friday, the 5th April, 1968.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair. The Chief Minister, Four ministers, & Twentyone members.

QUESTIONS & ANSWERS

Mr. Speaker :— Today in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Questions. Shri Bidya Ch. Deb Barma, Shri Abhiram Deb Barma. Shri Monoranjan Nath, Shri Nishi Kanta Sarkar.

Shri Nishi Kanta Sarkar :— Question No. 789.

Shri S. L. Singh :— Mr. Speaker, Sir, question No. 789.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supply Department be pleased to state :—

১) বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় প্রদত্ত রেশনের চাউল ও গমের দর কখন হইতে ও কি কারণে বৃদ্ধি করা হইয়াছে ;

এই গম ও চাউলের ষ্টকটি বর্দ্ধিত হারের পূর্বের কি পরের ?

ANSWER

১) কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের ষ্টক হইতে প্রদত্ত চাউল ও গমের দর ১।১।৬৮ ইং সন হইতে বর্দ্ধিত করায় ত্রিপুরা সরকার ও সেই তারিখ হইতেই চাউল ও গমের দর কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশ অনুযায়ী বর্দ্ধিত করিয়াছে।

১৯৬৮ ইং সনের জানুয়ারী মাসের ১লা তারিখ প্রত্যুষে যে স্টক ছিল তাহা বর্দ্ধিত হারের পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছিল।

Mr. Speaker :— Shri Aghore Deb Barma, Shri Promode Rn. Dasgupta.

Shri P. R. Dasgupta :— Question No. 881.

Shri S. L. Singh :— Mr. Speaker, Sir, question No. 881.

QUESTION

1) Whether it is a fact that some L. D. Clerks under the District Magistrate Administration have been promoted to the U. D. Clerk without taking into consideration of the legitimate claim of the senior L. D. Clerks under the District Magistrate Administration now deputed to the other Department under the Tripura Administration in 1966, 1967 and upto February, 1968 ;

2) if so, the reason of supersession ?

ANSWER

1) Yes.

3) Selection af candidates for promotion was made by the Departmental Promotion Committee taking into consideration the relative merits of the eligible candidates.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— যেসব কর্মচারীকে ডেপুটেশনে পাঠানো হয়েছে তাদের মেরিটস্ সম্বন্ধে এবং কোয়ালিফিকেশন সম্বন্ধে কনসিডারেশন নেওয়া হয়েছিল কিনা ?

Shri S. L. Singh :— D. P. C. will think about efficiency and seniority. All these were taken into consideration.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— যারা ডেপুটেড এল, ডি, সি, তাদের সিনিয়রিটি তো আছেই। কিন্তু তাদের এফিসিয়েন্সী সম্বন্ধে কনসিডারেশন করা হয়েছিল কিনা ?

Shri S. L. Singh :– Departmental Promotion Committee has taken into consideration the relative merits of the eligible candidates.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— যখন ডিপার্টমেন্টাল ক্যানডিডেটদের সিনিয়রিটি অ্যাণ্ড আদার মেরিটস্ সম্বন্ধে কনসিডার করা হয়েছিল তখন এই সমস্ত এল, ডি, সি,দিগকে ইনক্লুড করা হয়েছিল কিনা ?

Shri S. L. Singh :— I want notice.

Mr. Speaker :— Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal :— Question No. 1025.

Shri S. L. Singh :— Mr. Speaker, sir, question No. 1025.

QUESTION

১। ত্রিপুরার আদিবাসীদের মধ্যে সম্প্রদায় হিসাবে বার্ষিক ঘর চুক্তির খাজনার পরিমাণের কোন তারতম্য আছে কি ?

২। যদি কোন তারতম্য থাকে তবে কোন সম্প্রদায় কত করিয়া ঘর চুক্তি খাজনা দেয়।

৩। ত্রিপুরার বিভিন্ন সাব-ডিভিসনে ঘর চুক্তি বা আড্ডা, খাজনা দাখিলের জন্য কোন আবেদন পত্র আছে কি ;

৪। যদি করা হইয়া থাকে তাহার সংখ্যা কত ? আবেদন করিতে কত কোর্টফি দিতে হয় ; এবং

৫। এই আবেদন মঞ্জুর হইতে কত বৎসর লাগে ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। ঘর চুক্তি করের হার সম্প্রদায় বিশেষে নিম্নে দেওয়া হইল।

সাম্প্রদায়ের নাম	ঘর চুক্তির হার
ক) বংশুল দফা, সাইফ দফা, নরিফাং দফা, কলই দফা, দাড়হলা, কুকি, রুপিনী দফা, রাংখল দফা, কাইফাং দফা, কারবং দফা, ভুংরু দফা, জমাতিয়া দফা, প্রত্যেক	৩·৫০ টাকা (সারে তিন টাকা)
খ) পুরাণ ত্রিপুরা, কুকি—	৪·০০ টাকা (চারি টাকা)
গ) নোয়াতিয়া, রিয়াং, মগ, চাকমা,	৫·০০ টাকা (পাঁচ টাকা)

৩। হ্যাঁ।

ক্রমিক নম্বর	বিভাগের নাম	ঘর চুক্তির দরখাস্ত প্রাপ্তির সংখ্যা	আড্ডার দরখাস্ত প্রাপ্তির সংখ্যা
১।	ধর্ম্মনগর	১	২
২।	কৈলাসহর	১৪১	২৫০
৩।	কমলপুর	৪০	১৬০
৪।	খোয়াই	—	—
৫।	সদর	—	—
৬।	সোনামুড়া	—	৫
৭।	উদয়পুর	—	—
৮।	অমরপুর	৩৫	৪৫
৯।	বিলোনিয়া	—	৯৫
১০।	সাবরুম	—	—
		মোট—২১৭	৫৫৭

আড্ডা ও ঘর চুক্তির প্রতি দরখাস্তে ·৭৫ পয়সার কোর্টফি দিতে হইবে।

৫। ঘর চুক্তি ও আড্ডা কর ধার্যের দরখাস্ত নিষ্পত্তির জন্য কোন সঠিক সময় নির্ণয় করা সম্ভব নহে যেহেতু ইহাতে বহু প্রকার বিষয় বিবেচনা করিতে হয়।

শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আদিবাসীদের একই উপজাতির মত বিবেচনা করিয়া সকলের ঘরচুক্তি খাজনার হার সমান করবেন কি না?

শ্রী এস, এল. সিংহ—এটা মহারাজার আমল থেকেই চলছিল, সেটাই আমরা ফলো করছি। এখন আমরা চেষ্টা করব টু বিং দেম টুগেদার অ্যান্ড মেক দি রেট সেম। ইট ইজ আণ্ডার কনসিডারেশন।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান—এটা আমরা কখন আশা করতে পারি?

Shri S L. Singh—As soon as we will be able to get the information from the Centre, this will be done.

শ্রী যতীন্দ্র কুমার মজুমদার—এই ঘর চুক্তির জন্য আবেদন করতে হয় কি না?

শ্রী এস, এল. সিংহ—ঘরচুক্তির একটা নিয়ম আছে যে যারা জুমিয়া তাদের সেটা প্রমাণ করতে গেলে পরে ঘর চুক্তি দিতে হয়। তাই আমার মনে হয় যে এই দরখাস্তের একটা ফিরিক শুরু হয়েছে।

শ্রী যতীন্দ্র কুমার মজুমদার এই ঘর চুক্তির আবেদন করতে কোর্টফি লাগে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী এস, এল. সিংহ—কোর্ট ফি ১০ পয়সা দিতে হয়।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ানঃ- যাহারা ঘরচুক্তি খাজনা দেয়, তাহারা সবাই কি জুম চাষ করে?

শ্রী এস, এল, সিংহঃ যারা ঘর চুক্তি দরখাস্ত দেয়, তারা দরখাস্তের মধ্যে সেটা বলেন নাই।

শ্রী যতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সদরে এইসব ঘর চুক্তি নিতে যে কোর্ট ফি লাগে, সেটা সাবডিভিশনে লাগে কি না?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রী ঘনশ্যাম দেওয়ান—যাহারা জুম করে তারা ঘরচুক্তি দেয় না যাহারা জুম করেনা তারা ঘরচুক্তি দেয়?

শ্রী এস, এল, সিংহ—ঘরচুক্তি যাহারা দিচ্ছে, তাহারা নিশ্চয়ই জুম করে এই জন্যই তারা দেয়।

শ্রী ঘনশ্যাম দেওয়ান—যারা জুম করে না, তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার কোন আইন আছে কি না?

শ্রী এস. এল, সিংহ—আমি আগেও বলেছি যে ঘর চুক্তি যারা দেয়, তাদের বিশেষ কতকগুলি স্বার্থ আছে, সেই জন্যই এখন দরখাস্তের একটা হিড়িক পড়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রী মনমোহন দেববর্মা।

শ্রী মনমোহন দেববর্ম্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৩৭।

শ্রী এস, এল, সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৩৭।

QUESTION

1) Is it a fact that 80% temporary posts of a Cadre of an Establishment under the Government of Tripura which have been continuing for more than three years are generally taken into consideration for being declared permanent.

ii) If so, whether after 80% of posts of a Cadre are declared permanent annual review is made for declaring the remaining 20% posts continuing for more than 3 years permanent.

iii) If the answer to item No. (ii) is in the affirmative, the names of Departments where such review was made and result thereof

iv) If the answer to item (ii) is in the negative, the reasons thereof.

ANSWER

i) Yes, this is done in permanent departments and where the posts are permanently required.

ii) Yes.

iii] Review has been made in the following Departments :
Civil Secretariat, District Administration, Education, Public Works Department, Employment Exchange, Fire Services, Statistical, Co-operative, Assembly Secretariat, Agriculture— and 80% of the temporary posts have been converted into permanent ones in all the above Departments except P. W. D. (Co-operative and Legislative Assembly Secretariat where conversion of the remaining posts is under active consideration. Time for review in the Departments other than these named above has not yet been due.

iv] Does not arise.

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ— কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৪০।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ— কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৪০ স্যার।

QUESTION

A) How many roads have been taken up by the Public Works Department under Jirania Block ;

B) Whether Ranirbazar-Rajchandra Chantai Road have been taken up by the Public Works Department under that Block.

C) Whether the S. P. T. bridge over River Ghoramara have been constructed by the Public Works Department on that Road ;

D) What is the reason for leaving the bridge incomplete ?

ANSWER

A) One.

B) No.

C) Yes.

D) The bridge in question was almost completed except some earth filling in the eastern approach at that time the western abutment was completely scoured by flood on 7-7-67. This is owing to the fact that the course of the river Ghoramara has been slightly changed in this place

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে বর্ষার পূর্বে বাকী কাজটুকু করা হবে কি না।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আমি আগেই বলেছি যে নদীর গতি পথে এই ব্রীজটা এখন রাখা সঙ্গত হবে কি না সেটা এখন চিন্তা করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৪৭।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৪৭ স্যার

প্রশ্ন

১। ১৯৬৭ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৬৮ইং সনের up-to-date উদয়পুর S. D. O, officeএ ভেণ্ডারগণ কর্ত্তৃক কত টাকার Non-Judicial Stamp ক্রয় করার জন্য Requisition করা হইয়াছে ;

২। এর মধ্যে কত টাকার Non-Judicial Stamp তাহাদিগকে (ভেণ্ডারগণকে) দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১। ১,০৯,৫৫৭.২৫ পয়সার নন্-জুডিসিয়েল ষ্ট্যাম্প পাওয়ার জন্য উদয়পুর এস, ডি, ও অফিসের ভেণ্ডারগণ রিকুইজিসন দিয়াছিলেন।

২। ১৯৬৭ইং সন হইতে ১৯৬৮ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্যান্ত ভেণ্ডারদের রিকুইজিসন কৃত বিভিন্ন মূল্যের নন্-জুডিসিয়েল ষ্ট্যাম্প দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, চাহিদা অনুযায়ী নন-জুডিশ্যাল ষ্ট্যাম্প না পাওয়ার কারণ কি?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আগেই বলা হয়েছে যে এটা এখানে হয় না। অতএব এটা যেখান থেকে সাপ্লাই দেওয়া হয়, সেখান থেকে না আসলে পরে পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব যাহা পাওয়া যায় তাহাই সর্ব্বত্র দেওয়া হয়।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— রিকুইজিশান অনুসারে সরকার ননজুডিশ্যাল ষ্টাম্প না দেওয়াতে সরকারী আয়ের ঘাটতি হচ্ছে এটা সত্য কি না।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— যাহা আমরা পাই, তাহাই আমরা দেই। বেশী থাকলে পরেই বেশী বিক্রী হবে তা নয়। সেটা ডিম্যাণ্ড এবং সাপ্লাইর উপর নির্ভর করে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— ইহা কি সত্য যে ভেণ্ডারগণ যখন মফঃস্বল থেকে এখানে এসে বাইরে থেকে কিনে নিয়ে যায় তখন ষ্ট্যাম্প পাওয়া যায়?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, যে সমস্ত নন-জুডিশ্যাল ষ্ট্যাম্প পাওয়া যাচ্ছে, সেটা ত্রিপুরার সমস্ত সাবডিভিশনে ইকুয়েল ডিষ্ট্রিবিউট করা হয় কি না?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— চাহিদা অনুসারে ডিষ্ট্রিবিউট করা হয়।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯০।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯০ স্যার।

প্রশ্ন

১) উদয়পুরের ফুলকুমারী ১২২ নং গুজাস্তা জোতের কি পরিমাণ ভূমি কিসারীর জন্য খাস করা হইয়াছে?

উত্তর

১) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

Mr. Speaker ;—Shri Promode Rn. Dasgupta.

Shri Promode Rn. Dasgupta :—Question No. 1020.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 1020.

QUESTION

1. Whether the Government is aware of the Working and non-working Journalists Wage Board ;
2. Whether the Govt. has been instructed by the Central Government to implement the minimum wages for them here ;
3. whether any tripartite meeting was held on minimum Wage ;
4. If so, the result thereof ?

ANSWER

1. Yes.
2. No minimum rates of wages have been fixed.
3. No.
4. Does not arise.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—ট্রিপারট্রাইট মিটিংে যে আলোচনা হয়েছিল তার রেজালট কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—হিমাচল এবং অন্যান্য প্রদেশে নন-ওয়ার্কিং জার্ণালিষ্ট ওয়েজ বোর্ড করা হয়েছে এবং তা ইমপ্লিমেণ্ট করা হয়েছে। ত্রিপুরায় করার জন্য প্রতিবন্ধক আছে কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি মিনিমাম ওয়েজ নির্দ্ধারিত নাই। অতএব সেই অনুসারে ফলো করছি।

শ্রী প্রমোরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মিনিমাম ওয়েজ নির্দ্ধারিত করার জন্য প্রচেষ্টা করা হয়েছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—নো ?

Mr. Speaker :—Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal :—Question No 1038.

Shri S. L. Singh : Mr. Speaker Sir, question No 1038.

QUESTION	ANSWER
১। খোয়াই মহকুমার মৌজায় মালছড়ার উপর বাঁধ ও নালা নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?	
২। ঐ বাঁধ ও নালা নির্মিত হইলে কত একর পরিমিত শস্য ক্ষেত্রে জলসেচ করা যাইবে ;	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
৩। ঐ বাঁধ ও নালা নির্মাণের জন্য কোন আবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয় পাইয়াছেন কি ;	
৪। যদি পাইয়া থাকেন, তাহার জন্য কি ব্যবস্থা হইতেছে ?	

Mr. Speaker :—Shri Nishikanta Sarkar.

Shri Nishikanta Sarkar :—Question No. 798.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 798.

QUESTION	ANSWER
১) উদয়পুর বিভাগে জুডিসিয়াল ও নন্-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্প ও সেমি না পাওয়ার কারণ কি ?	১) উদয়পুর সাবডিভিশনে জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্প বাঁ চাহিদামত পাওয়া যায়। নাসিকস্থ সিকিউরিটি প্রেস হইতে নন-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্পের ইনডেন্ট সরবরাহ করা হইয়া থাকে এবং সেই অনুসারেই সেটা বিলি করা হয়।

Mr. Speaker :—Now anybody interested in the questions of absent members ?

Shri P. R. Das Gupta :—Mr. Speaker, Sir, I am interested in the question of Shri Monoranjan Nath. Question No. 764.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 764.

QUESTION

১) ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনে জমি বন্দোবস্তের নজরানা Premium কিস্তিতে বন্দোবস্তকারী দিবার বিধান থাকা সত্বেও এবং সেটেলমেন্ট বিভাগ কিস্তি মঞ্জুর করা

সত্বেও ধর্মনগরের তহশীল অফিস বিশেষতঃ কাঞ্চনপুরের তহশীল অফিস থেকে বন্দোবস্তকারীকে কোন কিস্তি না দিয়া লোকজনকে একসঙ্গে নজরানার টাকা দিবার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া আদায় করার কারণ কি ;

২) ১৩৭৩ বাংলা সনে জায়গা বন্দোবস্ত হয় এবং পরচায় ১৩৭৩ বাং সন হইতে ধার্য্য খাজনা আদায় করার কার্য্য উল্লেখ থাকা সত্বেও কাঞ্চনপুর তহশীল ১৩৭০বাং হইতে ধার্য্য হারে খাজনা একসংগে আদায় করার কারণ কি ?

ANSWER

১) ইহা সত্য নহে যে, যে সকল ক্ষেত্রে বন্দোবস্ত কার্য্যকারক জমাবন্দীতে নজরের টাকা কিস্তিতে দেওয়ার আদেশ দিয়াছেন সে ক্ষেত্রে নজরের টাকা একসঙ্গে লওয়া হইতেছে ;

২) জমাবন্দী তালিকানুসারে ১৯৬০ইং সনের ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনের ১৪ ধারা মতে যাহাদিগকে অতিরিক্ত জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে মাত্র জমির খাজনা ১৩৭০ বাং সন হইতে লওয়া হইতেছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে ১৩৭৩বাং হইতে জমির খাজনা নূতন খাজনা ধার্য্যানুসারে লওয়া হইতেছে ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত : —মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই বিষয়ে তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যা সত্য নহে তা তদন্ত করার কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করি না।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—এই বিষয়ে মাননীয় সরকার কোন রিপ্রেজেনটেশন পেয়েছিলেন কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

Mr. Speaker :—Shri Monoranjan Nath has got two other questions.

Shri P. R. Dasgupta :—1021.

শ্রী এস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০২১ স্যার ।

QUESTION

1. Whether the local Journalists are accredited to the State Government Under Accredition Rules, 1954.
2. Is there any system of accrediting them ;
3. if not, why ;
4. Whether the Publicity Department has received any letter from any working Journalist to accredit him or his fellow working Journalist ;
5. Whether the Govt. is going to implement the Accreditation Rules, 1954 here ;
6. if so, when ?

ANSWER

1. No.
2. Yes.
3, Does not arise.
4. Yes.
5. The Rules for Accreditation to the Tripura Administration of Correspondents representing Tripura Newspapers and other Indian Newspapers and News Agencies came into force with effect from 1st November, 1962.
6. Does not arise.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কোয়েশ্চান নাম্বার ৪'এ আছে—"Whether the Publicity Department has received any letter from any working Journalist to accredite him or his fellow working Journalist" এই ওয়ার্কিং জার্ণেলিষ্টের কাছে কোন চিঠি গেছে কি না পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে এবং Working Journalist এর পক্ষ থেকে কোন উত্তর পাওয়া গেছে কি না ?

Shri S. L. Singh :—A letter No. F. 2/DGA/67-68/120 dated the 16th May, 1967 was received from the News Editor, 'Dainik Gana-Abhijan' regarding introduction of press Accreditation or similar sorts of press identification for daily Newspaper men.

Shri P. R. Das Gupta :—এই উত্তরের কনটেক্সটে কোন ষ্টেপ নেওয়া হয়েছে কি না ?

Shri S. L. Singh :—Tripura Press Accreditation Advisory Committee has not yet been constituted as provision of para 3 of the Rules for Accreditation to the Tripura Administration of Press Correspondents representing Tripura Newspapers and other Indian Newspapers and News Agencies, 1962, who will advise the ex-officio Secretary of the Committee in regard to the issue of Accreditation Card. The rules are required to be ammended in the light of the changed circumstances (since the coming in of the popular Ministry) and these are under examination of this Government.

Mr. Speaker :—Hon'ble Member Promode Das Gupta, are you interested in the question of Shri Monoranjan Nath ?

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত – ইয়েস স্যার। কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৬

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৬ স্যার।

প্রশ্ন

ক) ১৯৬৮ইং সনে ত্রিপুরায় কি পরিমাণ চাউল ও গমের প্রয়োজন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কি পরিমাণ দাবী করিয়াছেন ?

খ) কেন্দ্রীয় সরকার কি পরিমাণ চাউল ও গম দিবেন ?

উত্তর

ক) [illegible] টন চাউল ও [illegible] টন গমের প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এই পরিমাণ চাউল ও গমের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

খ) জানা যায় নাই।

শ্রী প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে পরিমাণ চাউল এবং গমের দাবী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে করা হয়েছে, তার মধ্যে টী গার্ডেনের ওয়ার্কাসরা ইনক্লুডেড কি না?

শ্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ—সব নয়, একটা পোরশান ইনক্লুডেড।

শ্রী প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—এটা কি ভিত্তিতে করা হয়েছে?

শ্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ—অনেকগুলি গার্ডেনের জমি আছে, জমি থেকে ফসল উৎপাদন করে সেই অনুসারে সেটা স্থিরিকৃত করা হয়েছে।

শ্রী প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—যে সমস্ত গার্ডেনের মালিক তাদের জমি থেকে ফসল উৎপাদন করে না, তাদের ওয়ার্কাসদের ধরা হয়েছে কি না?

শ্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ—এমন কোন গার্ডেন নেই ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে জমি নেই।

শ্রী প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—যেসব গার্ডেনের শ্রমিকরা সেই সমস্ত জমি করে, মালিক পক্ষ থেকে কোন ফসল উৎপাদন করা হয় না, সেই সমস্ত ওয়ার্কাসদের ইনক্লুড করা হয়েছে কি না?

শ্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ—ফার্স্ট এ্যাণ্ড ফোরমোস্ট আমরা জমির পরিমাণ দেখব, তার উৎপাদন দেখব, তা দেখে তারপর আমরা দেব।

মিঃ স্পীকার—শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রী প্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯০৩।

শ্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯০৩ স্যার।

QUESTION

a) How much salt is at present lying in the Buffer Stock of the Tripura Govt

b) Is it a fact that a huge quantity of salt has been lying in the stock a long time, undergoing a considerable damage.

ANSWER

a) 750 M. T.

b) Out of 750 M. T. salt 525 M. T. stored since 1966-67 and 225 M. T. stored in 1967-68 But no quantity is damaged.

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER REGARDING PRESIDENT'S ASSENT TO THE BILLS :

Mr. Speaker :— The following Bills received the Assent of the President on dates as mentioned against each —

1) The Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968 (Bill No. 1 of 1968). — 30th March, 1968.

2) The Appropriation (No. 2) Bill, 1968 (Bill No. 2 of 1968). — 30th March, 1968.

These are for information of all Members.

GOVERNMENT BUSINESS (LEGISLATION)

Mr. Speaker :— Next business of the House the Appropriation (No. 3) Bill, 1968 (Bill No. 3 of 1968) is to be taken into consideration, I shall request the Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee, Finance Minister to move his motion for consideration of the Bill.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Appropriation (No. 3) Bill, 1968 (Bill No. 3 of 1968) be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : —Now debate will start. Only principles of the Bill and its general provisions may be discussed, but the details of the Bill shall not be discussed further than is necessary to explain its principles. I would now request the Hon'ble Member Promode Rn. Das Gupta to start the debate.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে যে বাজেট ডিসকাশন করেছি এবং আমরা এই যে এ্যাপ্রোপ্রিয়েশনের মধ্যে নাম্বার ওয়ান থেকে নাম্বার ফোর্‌টি-সেভেন ডিমাণ্ড পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের আলোচনা আমাদের হাউসে রেখেছি। আজকে এই আলোচনা করতে গিয়ে হু'চারটি কথা রাখব। প্রথমে আমি সমর্থন জানাচ্ছি যে, আজকে ত্রিপুরায় ১৯৬৮-৬৯ সালের যে কাজ সেই কাজকে বাস্তবে রূপায়িত করতে গেলে এবং শাসনযন্ত্রকে ঠিকমত চালু করতে গেলে আজকে আমাদের এই টাকার প্রয়োজন যে টাকা আমাদের বাজেটে ধরেছি। তবে আমরা বিশ্বাস করি যে, আমরা আমাদের ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিতে পারব এবং তার সাথে সাথে কতগুলি জিনিষের প্রতি নজর দেবার জন্য আমি বিশেষভাবে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নিকট আবেদন রাখছি। সেটা হচ্ছে এগ্রিকালচার। এই সম্বন্ধে হুয়েকটি কথা বলব যে মাইনর ইরিগেশন যেটা এখন পি, ডবলিউ, ডি,র আণ্ডারে আছে সেটাকে এগ্রিকালচারের সাথে অ্যাটাচ করা যায় কিনা চেষ্টা করে দেখতে হবে। কারণ আজকে কৃষি উৎপাদন জলসেচের উপর নির্ভর করে। যদি জলসেচ আমরা ঠিকমত না

করতে পারি তাহলে যতই আমরা বক্তৃতা দিই না কেন ফসল ত্রিপুরাতে বৃদ্ধি হবে না। মাইনর ইরিগেশনটা যদি এগ্রিকালচারের সংগে অ্যাটাচ করে দেওয়া হয় তাহলে কো-অর্ডিনেশনটা ভালভাবে চলবে। কারণ আমরা দেখি যে কো-অর্ডিনেশনের অভাবে ইম্প্লিমেন্টেশন ব্যাহত হয়। ত্রিপুরার ভূমির যে চেহারা সেই চেহারায় সয়েল কনজার্ভেশণ করে ভূমিকে যদি সমান না করা হয় তাহলে জলসেচেও অসুবিধা আছে। আমাদের ত্রিপুরার কর্ষণযোগ্য ভূমি মাত্র ৬ লক্ষ একর। সুতরাং সেই কর্ষণযোগ্য ভূমিও বাড়াতে হবে। আজকে সেইজন্য বলছি যে এক্সটেনসিভ কাল্টিভেশনের চেয়ে ইনটেন্সিভ কালটিভেশনের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। এইভাবে যেখানে অ্যাভারেজ উৎপাদন ৭ থেকে ৮ মণ সেখানে তাকে বাড়াতে হবে এবং সেই উৎপাদনের একটা টারগেট থাকা দরকার। আমাদের দেশের চেয়ে পার একর উৎপাদন অন্যান্য দেশে অনেক বেশী। ইটালী এবং জাপানের তুলনায় চার ভাগের এক ভাগ উৎপাদন আমাদের দেশে হয় এমন কি চীন থেকেও আমাদের উৎপাদন কম হয়। অতএব আমাদের যে খাদ্য সমস্যা সেটাকে যদি আমরা বিচার করে দেখি তাহলে আমাদের এই যে সাড়ে বার পারসেন্ট ডেফিসিট সেটাকে যদি কাভার আপ করতে হয় তাহলে আমাদের ইনটেনসিভ কালটিভেশন এবং সায়েনটিফিক বেসিসে কাজ করতে হবে। সেখানেও দরকার কো-অর্ডিনেশনের। আমাদের গরীব কৃষকদের হালের বলদ, বীজধান কিনবার জন্য যে লোন আমরা দিচ্ছি সেই লোনটা যদি আমরা ইন টাইম দিই তাহলে তাদের উপকার হয়। কিন্তু কার্যতঃ সেটা হচ্ছে না। মাইনর ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্ট হল পি, ডবলিউ, ডি, এর হাতে আর লোনের ব্যাপারটা হল এস, ডি, ও'র হাতে। এই যে তিনটি ডিপার্টমেণ্ট হাতে নিয়েছে সেই জায়গায় আমি বলব যে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে যাতে আমরা লোনগুলি দিতে পারি এবং মাইনর ইরিগেশনকে যাতে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের সাথে মিশিয়ে দিতে পারি তার ব্যবস্থা করতে হবে। জ্যৈষ্ঠ মাসে যদি আমরা আউস ধানের বীজ দিই আর শ্রাবণ মাসে যদি আমন ধানের বীজ দিই তাহলে হবে না। আমাদের বাজেটের একটা বিরাট অংক কেন্দ্রীয় সরকারকে খাদ্যের জন্য প্রতি বছর আমাদের দিতে হচ্ছে যেটা আমরা ত্রিপুরার উন্নয়নমূলক কাজে লাগাতে পারতাম। আর একটি কথা আমি এগ্রিকালচার সম্বন্ধে বলব। কেশুনাটের জন্য একটা টাকা এগ্রিকালচারের হেড়ে রাখা হয়েছে, আর একটা রাখা হয়েছে পাইন অ্যাপলসের ব্যাপারে। আমি বলব যে এখন যে ফ্রুট হচ্ছে তাকে প্ল্যান্ট থেকে লোকে প্যাকিং করছে না। কেন করছে না? যেখানে ত্রিপুরার কেশুনাট বিক্রী হচ্ছে ৬ আনা থেকে ৮ আনা পার কে, জি, সেখানে কেশুনাট উৎপাদনের এবং প্যাকিং এর যে খরচ সেটা তার উঠছে না। তাই অনেকে আশংকা করছেন যে এইগুলি হয়ত জংগলেই পড়ে থাকবে। যদি আমরা প্রসেসিং এর ব্যবস্থা না করতে পারি তাহলে এমন কি কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রির ভিত্তিতেও তাকে আমরা সাপোর্ট না দিতে পারি তাহলে কেশুনাট উৎপাদন ব্যাহত হবে। আর একটা হচ্ছে পাইন অ্যাপলস্। প্রত্যেক সাবডিভিশনেই এর জন্য আরও বেশী ফ্যাক্টরী খোলা উচিত। আর পটেটোর চাষ সম্বন্ধে বলতে গেলে এই কথা বহুবার বলা

হয়েছে যে কোল্ড স্টোরেজ করা দরকার। আগের বাজেটে বিলোনীয়াতে একটি কোল্ড স্টোরেজ এবং কুমারঘাটে আর একটি কোল্ড স্টোরেজ খোলার কথা ছিল। এই দিকে আমি আবেদন রাখব যে এইসব কোল্ড স্টোরেজ পাবলিক সেকটরেই হোক বা প্রাইভেট সেকটরেই হোক যাতে এইগুলি তরান্বিত করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

আর একটা দেখা যায় গ্রান্ট নাম্বার ৩৪ এ যে উজ্জয়ন্ত প্যালেসে আমাদের ১০,০০০ টাকার পাওয়ার প্রতি বছর সাপ্লাই করতে হয়। এটা তাঁদের প্রিভিলেজ। একদিকে হচ্ছে তাদের প্রিভি পার্সেস আর একদিকে প্রিভিলেজ। আজকাল গণতান্ত্রিক দেশে এইরকম প্রিভিলেজের প্রভিশন থাকা উচিত কিনা সেটা সকলেই ভেবে দেখবেন। আর এটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়। তবুও আমি এই বিষয়ে কিছু বক্তব্য রাখলাম। কারণ এটা আমাদের বাজেটে ধরা হয়েছে।

আর একটা হচ্ছে পাবলিসিটি অ্যাণ্ড প্রপাগাণ্ডা, রুর‍্যাল রেডিও ফোরাম। ফিল্ম শো। এগুলির দরকার আছে যাতে আমাদের বর্ডার পিপলদের মধ্যে পাকিস্তানের যে অবস্থান এবং তাদের যে আক্রমণাত্মক মনোভাব, তদুপরি যে স্মাগলিং এবং ব্ল্যাক মার্কেটিং এইসবের মধ্যে ভিলেজগুলিতে পিপলদের মধ্যে সাহস এবং পেট্রিয়টিজম যাতে সঞ্চারিত হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই জন্য কম সে কম প্রতিটি পঞ্চায়েতে রুর‍্যাল রেডিও ফোরাম রাখা দরকার যাতে গ্রামের লোকেরা দেশের এবং আবহাওয়ার সংবাদ পেতে পারে।

তারপর আমি আর একটি কথা রাখব হেলথের উপর। সেটা হচ্ছে মেডিক্যাল অ্যাণ্ড পাবলিক হেলথ। আমাদের একটা হেলথ অফিসার নাই। ত্রিপুরায় হেলথ অফিসার এখন পর্য্যন্ত নেই। কিন্তু আমরা এবার দেখেছি যে ত্রিপুরায় স্মল পক্সের আক্রমণ সাংঘাতিকভাবে হয়েছিল এবং তার সাথে সাথে আমাদের ওয়াটার সম্বন্ধে যে চিত্র বক্তৃতার মাধ্যমে অনেক সদস্য তুলেছেন সেই দিক দিয়ে নজর দেওয়া উচিত। তারপর আমার বক্তব্যের মধ্যে ইন্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলব। ত্রিপুরায় ৫২টি চা বাগান, তার মধ্যে ১২টি চা বাগানের এগজিস্টেন্স নাই। আর বাকীগুলির অবস্থাও খুবই খারাপ। কিন্তু আমরা এখানে দেখছি যে, Payment of Tripura Government share of the subvention paid by Assam Government to the Assam Financial Corporation. সেখান থেকে আমরা শেয়ার কিনছি এবং সেখান থেকে এইসব বাগানগুলি যাতে লোন পেতে পারে ফর ইন্ডাসট্রিয়েল ডেভেলাপমেন্ট, তার প্রচেষ্টা করা দরকার। তার সাথে সাথে আরও কতকগুলি কোয়েশ্চান এরাইজ করেছে সেটা হচ্ছে এই যে ল্যাণ্ড রেভিনিউ এবং ল্যাণ্ড রিফরমস্ এ্যাক্ট ১৯৬০ অনুসারে বাগানগুলির যে তপশীল তালুকের জায়গা, সেগুলি খাস করা হয়েছে কিন্তু এইসব বাগান কি পরিমাণ জমি রাখতে পারবে এটা আজ পর্য্যন্ত বাগানগুলিকে জানান হচ্ছে না। তাতে ডেভেলপমেন্টের, একস্পানশান করার কাজ ব্যহত হচ্ছে। ব্যাহত হচ্ছে এইজন্য যে, টী বোর্ডকে যদি কি পরিমাণ একস্পানশান হবে তার আইডিয়া না দেওয়া যায় তাহলে কোন পথে একস্পানশান হবে সেটা ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

তাদের যে পরিমাণ জমিই দেওয়া হউক না কেন সেটা ৫০ একরই হউক, ৫০০ একরই হউক আর ৬০০ একরই হউক সেটা তাদের জানিয়ে দেওয়া উচিত। কারণ টা প্ল্যান্টেশানের সাথে সাথে ফ্যাক্টরী প্রভৃতির জন্য জায়গার প্রয়োজন। কাজেই কি পরিমাণ জায়গা দেওয়া হবে তার ডিসিশান ইমিডিয়েটলি নেওয়া দরকার, নতুবা চা বাগানগুলিকে সাসপেনশান অবস্থায় রাখলে পরে ডেভেলাপমেন্ট ব্যাহত হবে। বাগানগুলির কাছে যে সমস্ত খাস জমি আছে তাতে অনেক সময় খাস বলে লোক বসে যায়। তাতে এভিকশানের প্রশ্ন এসে পড়ে। কাজেই আমরা চাই যাতে এই চিন্তা কাজ থেকে বাগানগুলি রেহাই পেতে পারে তার জন্য বাগানগুলির জায়গা নির্দ্ধারণ করে দেওয়া হউক এই আবেদন আমি এখানে রাখছি।

তারপর আমার বক্তব্য হচ্ছে পেনশান সম্বন্ধে। পেনশান সম্বন্ধে আমি আবেদন করব যে, আমি দেখছি এবং পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির রিপোর্ট থেকে এই জিনিষটা বেরিয়ে এসেছে যে অনেকে হয়ত পেনশান পেয়েছে। পেনশান হওয়ার এক, দুই, তিন বছর পরেই, আবার অনেকে মারা যাওয়ার পরও পেনশান কেস্ রেগুলারাইজড হয় নাই। পেনশান হোলডাররা যাতে তাড়াতাড়ি পেনশান পেতে পারে, সেইদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। এ. জি'র রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, রেসপেক্টিভ ডিপার্টমেন্ট থেকে কাগজপত্র পাঠাতে বছরের পর বছর চলে যায়, সেগুলি যাতে ত্বরান্বিত করা হয়, সেই ব্যবস্থা করা দরকার। এডুকেশান ডিপার্টমেণ্ট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি বলব, আগেও আমি বলেছি যে প্রাইভেট স্কুলগুলির জন্য একটা সেপারেট ডাইরেকটরেট, ডিপুটি ডাইরেক্টারের আণ্ডারে করা হউক। সেপারেট ডাইরেক্টোরেট এই জন্য বলছি যে সমস্ত ইনসপেক্টরেট আছে, সেগুলি গভর্ণমেন্ট স্কুল নিয়েই সব সময় ব্যস্ত থাকে। প্রাইভেট স্কুলগুলির যে রিপ্রেজেন্টেশান এবং তাদের যে টাকা পয়সার ব্যাপার, তাদের অডিট, সমস্ত কিছুই যাতে ত্বরান্বিত করা যায়, তার জন্য একটা আলাদা ডিপুটি ডাইরেক্টোরেট দরকার যাতে প্রত্যেকটি প্রাইভেট স্কুল গভর্ণমেন্ট স্কুল থেকে সম্পূর্ণ ভাবে আলাদা করা হয় এইজন্য আবেদন রাখছি। আরেকটা আবেদন আমি এখানে রাখছি, ওয়েষ্ট বেঙ্গলেও যেটা আছে সেটা হচ্ছে ট্রেভেলিং অডিটর। এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের আণ্ডারে একজন ট্রেভেলিং অডিটর থাকে যারা প্রত্যেকটি স্কুল ঘুরে ঘুরে সেই সমস্ত স্কুলের ফিনানশ্যাল পজিশন, ডিসবার্স মেণ্ট এবং রাঁসিট সবগুলি চেক করতে পারে। তাতে অনেক সময় যে গোলমালের সৃষ্টি হয়, সেগুলি এভয়েড করতে আমরা পারব। এই বলে, এই যে বাজেটের উপর আমার আলোচনা সেটা এখানেই শেষ করছি। শেষ করার পূর্ব্বে আমি আবেদন রাখব ত্রিপুরাকে যদি ইনডাষ্ট্রিয়েলাইজ করতে হয়, ত্রিপুরার রেলওয়ে এবং পাওয়ারের উপর জোর দিয়ে ত্রিপুরাতে যাতে রেলওয়ে আসতে পারে তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী চেষ্টা করছেন এবং করবেন এবং ত্রিপুরার যে জনমত সেটাকে দাবী করছে এবং না দেওয়ার জন্য বিক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছে সেটা যেন তিনি সেখানে পৌঁছে দেন। রেলওয়ে এবং পাওয়ার যদি আসে তা হলে প্রাইভেট ইনডাসট্রি গড়ে উঠতে পারে, যাতে প্রোবলেম অব অ্যান এমপ্লয়মেন্ট সমস্যা সমাধান হতে পারে। এই বলেই এপ্রপ্রিয়েশান বিলের প্রতি আমার সমর্থন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker : — Next I would request Shri Sunil Ch. Dutta to discuss on the Appropriation Bill.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের সামনে যে এ্যাপ্রপ্রিয়েশান বিল নাম্বার ৩ এসেছে, সেটা আমি সমর্থন করছি। আজকে এর উপর আলোচনা করবার কোন দরকার ছিলনা। কারণ দীর্ঘদিন আমরা এই বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করেছি, তবুও আলোচনার শেষ দিনে দুই একটি কথা বলা দরকার। মাননীয় সদস্যরা সরকারী কাজের সমালোচনা করেছেন, সরকারের ত্রুটি বিচ্যুতি দেখিয়েছেন এবং সমাধানের পথেরও নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই মাননীয় সদস্যদের যে সমালোচনা সেটা কনষ্ট্রাক্টিভ, ডেষ্ট্রাক্টিভ নয়। আমাদের সরকার রচিত যে বাজেট আমরা পাশ করতে চলেছি এই বিলের মাধ্যমে, তাতে আমি শুধু একটি কথাই বলব যে ত্রিপুরার উন্নতি অগ্রগতির জন্য যে—

Mr. Speaker:— I would request the Hon'ble Member to discuss on the principle of the Bill.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— আমি বাজেট সম্পর্কেই বলছি যেটা আমরা এই বিলের মাধ্যমে পাশ করতে যাচ্ছি, ত্রিপুরার উন্নতি, অগ্রগতির জন্য যে বাজেট সেটা শুধু মাত্র কৃষির উপর জোর দিলে হবে না, সঙ্গে সঙ্গে ইণ্ডাষ্ট্রির উপরও জোর দিতে হবে। ইণ্ডাষ্ট্রির কথা বলতে হলে প্রথমতঃ ত্রিপুরার তাঁতি সম্প্রদায়ের কথা বলতে হয়, যারা তাঁত বস্ত্র উৎপাদন করছেন, তারা সরকার থেকে যদিও সাহায্য পাচ্ছে, রিবেট ইত্যাদি দেওয়া হয়, তবুও তাতে তাদের সংকুলান হয় না। কারণ যেটুকু রিবেট দেওয়া হয়—

Mr. Speaker .— All these things have been discussed at the time of Budget discussion. I would request the Hon'ble Member to discuss on the principle of the Bill. You need not to go in details.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত : — আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না। আমি শুধু একথা বলতে চাই যে আমাদের সমস্যা সমাধানের যে চেষ্টা, এই যে বাজেট রচনা, যে যে জায়গায় আমাদের জোর দেওয়া দরকার, সেই সম্পর্কে আমি বলছি। হেভি বা বড় বড় ইণ্ডাষ্ট্রি বা মাঝারি ইণ্ডাষ্ট্রি করা আমাদের সম্ভাবনা নাই যেহেতু আমাদের রেলওয়ে এবং পাওয়ার নাই। তাই আমাদের যে তাঁতি সম্প্রদায়, যারা পাকিস্তান থেকে ত্রিপুরাতে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের সাহায্য দেওয়ার জন্য আমি বলছি। আরেকটা কথা বলব যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় রেখেছেন যে বিকলাঙ্গ যারা, তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা সেখানে আছে। তবুও সেটাকে আরও সম্প্রসারিত করা দরকার। বহু বিকলাঙ্গ ছাত্র আছে তারা সাহায্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথা বলা দরকার যে আমাদের আতুর আশ্রম আছে, সেখানে বিধবা, অনাথা যারা আছেন তাদের আশ্রয় দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে আমি বলব যে আমাদের এখানে যারা ভিক্ষুক আছে, তাদের মধ্যে সকলেই অসমর্থ তা নয়, তাদের মধ্যে অনেক যুবক, যুবতী আছে। তাদের প্রতি আমাদের সরকারেরও দায় দায়িত্ব আছে, কর্ত্তব্য আছে।

এই কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা যেমন স্বাধীন ভারতের নাগরিক তারাও তেমনি স্বাধীন ভারতের নাগরিক। তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব আছে, কর্তব্য আছে। তাদের মধ্য থেকে বাছাই করে নিয়ে হোমগার্ড করা যায় কিনা সেই দিকে নজর দেওয়া উচিত।

আর একটি কথা আমি বলব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বেশী সময় নেব না। আমরা অনেক কিছু আলোচনা করেছি। কিন্তু একটা বিশেষ সমস্যা ত্রিপুরার এবং বর্তমানে ভারতের। ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে এখন একটা উশৃঙ্খলতার প্রবণতা দেখা যায়। সেই সমস্যা কিভাবে নিরোধ করা যায় সেটা ভাবতে হবে। আমাদের দেখতে হবে তাদের উশৃঙ্খলতার কারণটা কি? কারণটা হল, আমার যা মনে হয়, যেসব বিদ্যায়তন আমরা প্রতিষ্টা করেছি সেগুলিতে আমরা উপযুক্ত শিক্ষক দিতে পারি নাই। দুঃখের বিষয় শিক্ষার জন্য যে প্ল্যান করা হয় তাতে একটা মারাত্মক ত্রুটি থেকে যায়। আমি ঠিক শিক্ষাবিদ নই। আমার মুখে এই কথা শোভা পায় কিনা জানি না। কিন্তু আমাদের শিক্ষার একটা 'হেড' আছে যে 'হেড' থেকে আমরা শিক্ষকদের খরচ বহন করি এবং শিক্ষক নিয়োগ করি। আমার মনে হয় আমরা শিক্ষক নিয়োগ করি শুধু বেকার সমস্যা কমাবার জন্য। এটা অত্যান্ত ভুল হয়েছে। কারণ এই বেকার সমস্যা কমাতে গিয়ে শিক্ষকদের যোগ্যতার উপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব দেই না। বেকারকে নিয়ে কেরাণী করা যায় বা অন্যান্য কাজে নিয়োগ করা যায়। কিন্তু তাকে ভাল রকম পরীক্ষা না করে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা যায় না। এটা একটা মারাত্মক ভুল হয়েছে এবং তার ফল আমরা হাতে হাতে পাচ্ছি। এই গলদকে আমাদের দূরীভূত করতে হবে। পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখা যায় যে যা তাদের পড়ানো হয়েছে তার বাইরে তাদের প্রশ্ন আসে। তার বিষময় ফল এখন সমগ্র ভারতবর্ষ ভোগ করছে। আজকের দিনের যারা ছাত্র, তারা স্বাধীন ভারতে জন্মগ্রহণ করেছে। তারা যে আশা করে সেই আশা তাদের ন্যায্য। আমরা স্কুল খুলি, কলেজ খুলি, আমাদের এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে, পলিটেকনিক কলেজ আছে, কিন্তু আমরা উপযুক্ত শিক্ষক দিতে পারি না। যদি আমরা তা দিতে না পারি তাহলে এইগুলি বন্ধ করে দেওয়া উচিত। উপযুক্ত শিক্ষক ছাড়া যে তারা পাশ করে যাচ্ছে তাতে আমাদের আনন্দিত হওয়াই উচিত এবং উপযুক্ত শিক্ষক ছাড়া যদি তারা বিপথগামী হয় তাহলে সেটা খুব অন্যায় নয় বলেই আমি মনে করি। তার সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাব। এইসব ছাত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস জানে না। আমি শিক্ষা মন্ত্রীকে অনুরোধ করব তারা যাতে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস কলেজে এবং স্কুলে যাতে জানাতে পারে তার ব্যবস্থা যেন তিনি করেন। এটা যদি তারা জানে তাহলে বুঝতে পারবে যে কি কষ্টের মধ্যে দিয়ে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি এবং তার মূল্য কত। আগে দেশে কত লোক ছিল আর এখন কত লোক হয়েছে, সেটাও তাদের জানা উচিত। ভারত বিভাগের সময় অবিভক্ত ভারতে ছিল ৩৭ কোটি মানুষ।

দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ পাকিস্তানে থাকলো এবং আমাদের বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ৫০ কোটি। এই যে লোক বৃদ্ধি এটা শুধু পাকিস্তান থেকে যে উদ্বাস্তু এসে বৃদ্ধি হয়েছে তা নয়। বৃটিশের স্বার্থে যারা একদিন ভারতবর্ষ ছেড়ে বিদেশে গিয়েছিল তারাও এখন উদ্বাস্তু হয়ে এখানে আসছেন। কাজেই এই বিরাট জনসমষ্টির সমস্যা বিরাট। এই বিরাট সমস্যার সমাধান সহজ নয়, সে কথাটাও ছাত্রদের বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের স্বার্থে যেভাবে ছাত্রদের ব্যবহার করছে, রাজনৈতিক ভাবেই তার উত্তর দেওয়া উচিত মনে করলেই চলবে না, সরকারী ভাবে তার উত্তর দিতে হবে। স্বাধীনতার পূর্ব্বে শিক্ষার জন্য, খাদ্য উৎপাদনের জন্য এবং সমৃদ্ধির জন্য কত ব্যয় হত আর আজকে কত ব্যয় হয় এবং দেশের প্রতিরক্ষার খাতিরে কত ব্যয় হয় তাও তাদের জানানো উচিত। এই শিক্ষা যদি আমরা ছাত্রদের দিতে না পারি তাহলে ছাত্রদের যে উশৃঙ্খলতা সেটাকে রোধ করা যাবে না। এর জন্য মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীকে অনুরোধ করব, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস যাতে ছাত্রদের পাঠ করা হয় তার জন্য ব্যবস্থা সরকার অবলম্বন করবেন। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Discussion on the Bill is over. The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee, Finance Minister that the Appropriation (No. 3) Bill, 1968 (Bill No. 3 of 1968) be taken into consideration at once.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

(Voices—Ayes)

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

(No Voice).

AYES have it, Ayes have it.

The motion is carried.

Mr. Speaker :—CL. do stand part of the Bill.

(put to vote and passed by voice vote)

CL do stand part of the Bill,

(put to vote and passed by voice vote)

Schedule do stand part of the Bill.

(Put to vote and passed by voice vote)

CL_1 do stand part of the Bill.

(Put to vote and passed by voice vote)

The Tittle do stand part of the Bill.

(Put to vote and passed by voice vote)

Next business is the Passing of the Appropriation (No. 3) Bill, 1968 (Bill No. 3 of 1968). I shall request the Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee, Finance Minister to move his motion for Passing of the Bill.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Appropriation (No. 3) Bill, 1968 (Bill No. 3 of 1968) as settled in the Assembly be passed.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিলটি পাশ করার আগে মাননীয় সদস্যরা যেসকল বক্তব্য পেশ করলেন তার একটা রিপ্লাই আমাদের লীডার অব দি হাউস দিলে ভাল হয়।

Mr. Speaker :—Now the Hon'ble Chief Minister may please give reply to the discussion.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যেখানে এপ্রোপ্রিয়েশন বিল সম্বন্ধে যে যে সুপারিশ মাননীয় সদস্যরা হাউসে করেছেন, আমি এই বিষয়গুলিকে অভিনন্দিত করি। কিন্তু এই জায়গাতে কতগুলি ডিফিকালটিজ আমাদের সদস্যদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। মাইনর ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টকে এগ্রিকালচারের সংগে একটা ডিপার্টমেন্ট যদি করতে হয় তাহলেও একটা সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনীয়ার লাগে তখনও সেখানে তাকে পাঠাতে হবে। এখন সেখানে মাইনর ইরিগেশনের জন্য কতগুলি ব্লক লেভেলে কাজ হচ্ছে এবং সেই অনুসারে তারা সেটা করতে পারেন। এস. ডি. ও. যারা, তাদের ফিনানসিয়াল পাওয়ার আছে, সেই অনুসারে তারা কাজ করছেন। তার উপর হলে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের কাছে আসে, তার উপর হলে সুপারইনটেন্ডিং ইঞ্জিনীয়ার তা করেন এবং তার উপরে গেলে প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনীয়ার করেন। অতএব এইভাবে কাজ চলছে। এখন কিন্তু মাইনর ইরিগেশানের কাজই চলছে কারণ আমরা মেজর ইরিগেশান স্কীম এখনও গ্রহণ করিনি। মেজর ইরিগেশান স্কীম সম্পর্কে হাউসের সামনে আমি বলেছি যে হাই ম্যাপ বেরেজ সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করতে হবে। মেজর ইরিগেশনের সাথে সাথে আসবে ফ্লাড প্রটেকশান এবং ইরিগেশান ই স্ট্রেংদেন দি মোর ফুড ক্যাম্পেন। অতএব সেটা খুব বিরাট পরিকল্পনা এবং সেইগুলি করতে গেলে যে আর্থিক সচ্ছলতা দরকার, মাননীয় সদস্যরা প্রত্যেকেই তা অবগত আছেন। তবে আমরা রিসেন্টলি ডুম্বুর পরিকল্পনা নিয়েছি। মাননীয় সদস্যরা অবগত আছেন যে কাজ আমরা শুরু করেছি, যার ফলে ফ্লাড প্রটেকশান ইরিগেশান, সাপ্লাই অব পাওয়ার আমরা পাব। সেটা গড়ে উঠলে আমাদের কিছুটা আর্থিক সুবিধা হবে। ছোট ছোট স্লুইচ গেট সম্পর্কেও আমরা চিন্তা করছি। কারণ এই ফ্লাড প্রটেকশান এবং ইরিগেশান স্কীম যদি নেওয়া হয় তাহলে সেগুলির কার্যকারিতা আমাদের থাকছেনা। তবুও আমরা যখন রিসেন্টলি এই স্কীমকে কার্যকরী করতে পারছিনা, কিছু কিছু ছোটখাট কাজ আমরা করিয়ে নিচ্ছি। সায়েনটিফিক এগ্রিকালচারের কথা যেটা বলা হয়েছে সেটা উইদআউট পাওয়ার ইম্পসিবল এবং সেটা ডিজেল পাওয়ার নয়, সেটা হতে হবে হাইডেল পাওয়ার। অতএব সেইদিক দিয়ে ও আমরা অনেক পশ্চাদপদ আছি। আমরা চেষ্টা করছি হাইডেল পাওয়ার এনে সায়েনটিফিক

এগ্রিকালচারকে যাতে জনযুক্ত করতে পারি এবং তার জন্য একটা পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এর সঙ্গে আরও আমরা চিন্তা করছি ছড়া, নদী থেকে সেই জল তুলে আমরা করব, না মাটির নীচ থেকে পুঞ্জিত জল নিয়ে তা করব সেটাকে আমাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হচ্ছে। তার সাথে ফরেষ্ট সম্বন্ধেও আমাদের চিন্তা করতে হবে। ইরিগেশান স্কীম যখন করব সায়েনটিফিক এগ্রিকালচার, তখন আমরা সেই পাহাড়, জঙ্গল সম্বন্ধেও চিন্তা করব। যে সমস্ত বৃক্ষাদি মেঘকে টেনে আনে, এইরকম বৃক্ষাদিও আমাদের রোপণ করতে হবে এবং তারজন্য কত পার্সেন্ট ফরেস্ট থাকবে সেটা চিন্তা করতে হবে। সেই অনুসারে পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের কাজ সুরু হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা সয়েল কনজার্ভেশানের কথা বলেছেন। সয়েল কনজার্ভেশান মেথড আমাদের সুরু হয়েছে। যারা এক্সপার্ট আছেন তাদের দিয়ে কাজ আমরা সুরু করেছি। অতএব সায়েনটিফিক এগ্রিকালচার আরম্ভ করতে গেলে ভূমি ক্ষয় নিবারণ করা বা হাইড্রেল পাওয়ার, সীডস্, মেনিউরস সেগুলি তার চাহিদা অনুসারে আমাদের দিতে হবে। হাইডেল পাওয়ারের সাথে সাথে ভারতবর্ষে কেমিক্যাল মেনিউরের কারখানা গড়ে উঠেছে এবং সেই অনুসারে ভারতবর্ষের প্রতিটি জায়গায় সেটা বিলি করা হচ্ছে। এখানে যে একটা সেপারেট ডিপার্টমেন্ট এগ্রিকালচারের জন্য করার কথা বলা হয়েছে, কাজকে স্পীড আপ করার জন্য, সেটা আমার মনে হয় স্পীড আপ হবে না। যদি তাদের সাংশানিং পাওয়ার না থাকে তাহলে কাজ ত্বরান্বিত হবে না। বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা আছে, তাদের রেসপনসিবিলিটি আছে, সেই দায়িত্ব নিয়ে তারা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তার দ্বারাই সায়েনটিফিক এগ্রিকালচার পসিবল হবে এবং হাইডেল পাওয়ার আসলে পরে অসংখ্য লোক সেখানে কাজ করবে। আমাদের এখানে এক্সপার্ট লোক নেই কাজেই বাইরে থেকে সমস্ত লোক আনতে হচ্ছে। অতএব মাননীয় সদস্যগণকে সব দিক দিয়ে চিন্তা করতে বলব। মহারাজার ইলেক্টি ট্রিসিটি সাপ্লাই সম্বন্ধে বলা হয়েছে। সেটা আমরা জানি যে ইট ইজ একর ডং টু এগ্রিমেন্ট বিটুইন মহারাজা এবং ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট এবং সেই অনুসারে এই সর্ত বাধ্য করা হয়েছে।

পাবলিসিটি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, ফিল্ম এমনভাবে রচিত হওয়া দরকার যাতে করে কারেজ এণ্ড মর‍্যাল অব দি পিপ্‌ল ইনক্রীজড হতে পারে টু ফেস দি রিয়েলটি, বাস্তবের সম্মুখীন হতে পারে এবং সেই অনুসারেই ফিল্ম রচিত হচ্ছে। এখানেও আমাদের অসুবিধা আছে, অর্থের অভাব আছে। আমাদের সাধ আছে, সাধ্য নাই। অল ইণ্ডিয়া বেসিসে সে চিন্তা চলছে। রিসেন্টলি বোর্ড অব পাবলিসিটি থেকে লোক ত্রিপুরায় এসেছিল, মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। ত্রিপুরার পরিবেশে কি রকম পাবলিসিটি হবে তারা সেই বিষয়ে বিষদভাবে আলাপ আলোচনা করেছেন। আশা করি আমরা সেই অনুসারে অগ্রসর হতে পারব।

হেলথ্ সার্ভিস সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে হেলথ সার্ভিসের ডিরেক্টার নাই। ডিরেক্টার রিসেন্টলী এসেছেন এবং কার্য্যভার গ্রহণ করেছেন। দুইটি জোনে হেলথের জন্য দুইজন নিযুক্ত আছেন হেলথ অফিসার টি, টি, সি, এর আমল থেকেই এবং এখনও তারা সেই কাজ পরিচালনা করে যাচ্ছেন। অতএব হেলথ সার্ভিস কেবলমাত্র এক্সপার্টের উপর নির্ভর করেনা, দেশের জনসাধারণের মনে যদি আমরা এনথুসিয়াজম ক্রিয়েট করতে না পারি তাহলে গ্রো মোর ফুড কেম্পেনকেও জয়যুক্ত করতে পারব না। লোকের মনে এই ধারণারও সৃষ্টি করতে হবে যে আমরা যদি ইনটেনসিভ কালটিভেশন না করে কেবল এক্সটেনসিভ কালটিভেশন করি তাহলে খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে পারব না। আমাদের হাতে যা আছে তাই নিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হবে, এই সাইকোলজিটা মাননীয় সদস্যরাও ক্রিয়েট করতে সহযোগিতা করবেন, এই আশা করি এবং তাহলেই সেটা সম্ভবপর হবে। আমাদের কতকগুলি কুসংস্কার আছে যে কলেরার টিকা নেব না, বসন্তের টিকা নেব না, এই সাইকোলজিটাকে আমাদের বদলাতে হবে। জনসাধারণের মনের দোদুল্যমান অবস্থাকে আমাদের দূর করতে হবে। সেই দিক দিয়ে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তারপর বসন্ত সম্বন্ধে বলা হয়েছে। মাননীয় সদস্যরাও জানেন যে এটা এপিডেমিক ইয়ার। তিন বৎসর পরেই এর কাজ চলছে। এই রোগ এখন আর নাই বললেও চলে। তবে আমাদের এখানে পাকিস্তান থেকে বিরাট মাইগ্রেশন হচ্ছে এবং তারা যদি টিকা না নিয়ে এখানে আসে তবে বসন্ত হবে এবং এইভাবেই এখানেও বসন্ত ছড়িয়ে পড়ছে। যাকে জলবসন্ত বলে, সেটা টিকা নিলেও হয়। তার জন্য খাদ্যে এবং বস্ত্রে যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তবে সেটা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আমাদের ইণ্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে সেটা ডিমারকেট হয়নি, কিন্তু আমি জানি যে সেটা ডিমারকেট হয়ে গেছে এবং উদ্বৃত্তও কতটা জমি তাদের দিতে হবে সেটা এখনও নির্দিষ্ট হয় নি। সেই দিক দিয়ে আমরা যথাসাধ্য করব। তারপর পেনসন অ্যাফেয়ার্স সম্বন্ধে বলা হয়েছে। পেনসন অ্যাফেয়াস আগে যতটা ছিল এখন আর ততটা নাই। সেটাকে তরান্বিত করার জন্য আমরা একটা উয়িং করেছি। এডুকেশন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে প্রাইভেট স্কুলের জন্য একটা ডেপুটি ডিরেক্টর করা। প্রাইভেট স্কুল আমাদের এখানে খুব বেশী নেই। অতএব যেগুলা আছে সেটাকে দেখবার জন্য একটা ইউনিট আছে তারা তা দেখছেন এবং দেখে যাতে তরান্বিত হতে পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে ট্রেভেলিং অ্যাকাউনটেন্টের কথা। আমাদের ইনসপেক্টর যারা আছেন তারা সেই সমস্ত জায়গাতে যেতে পারেন। সেইজন্যই সেই কার্য্যগুলিকে গ্রহণ করা হয়েছে। সাব-ইন্সপেক্টর, ইনসপেক্টর নিজেদের ও আমাদের অ্যাকাউনটেন্ট আছে, ডিপার্টমেন্টাল অ্যাকাউনটেন্ট। তারা সেই সমস্ত যথাসম্ভব দেখছেন এবং তা প্রশমিত করার চেষ্টা করেছেন।

তারপর রেলওয়ে' পাওয়ার। এটা সত্যি রেলওয়ে অ্যাণ্ড পাওয়ার আর দি মোস্ট ইম্পোরটেন্ট ফ্যাক্টার ইন দি ফিল্ড অব ইণ্ডাস্ট্রি। অতএব তার ব্যবস্থা যাতে তাড়াতাড়ি

হতে পারে সেজন্য আমাদের দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা দরকার এবং সেই অনুসারে আমাদের অগ্রসর হওয়া দরকার।

বিকলাঙ্গদের সাহায্যের জন্য বলা হয়েছে। বিকলাঙ্গদের জন্য আমাদের একটা হেডে টাকা ধরা আছে এবং যুবক যুবতীদের যারা বেকার আছে তাদের সমস্যা সমাধানের জন্যও ব্যবস্থা আছে। তবে সেটা নির্ভর করে দেশের জনসাধারণের সাইকোলজিক্যাল ডেভেলাপমেন্টের উপর। কেবলমাত্র গভর্ণমেন্টের উপর নির্ভর করে সেটাকে প্রশমিত করা চলে না। সেটা ডিপেণ্ড করবে টু ক্রিয়েট দি সাইকোলজি অব দি পিপল্। তাদের শ্রমের মর্য্যাদা দিতে হবে। সেই মর্য্যাদা দিলেই তারা কাজে নামবে। এমন অনেক ডিলিংকুয়েন্ট আছে যারা সমাজের মধ্যে হয়। অতএব এটা সাইকোলজিক্যাল অ্যাফেয়ারস্। অতএব এই সাইকোলজি সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা করতে হবে তাহলে আমরা যেমন বিকলাঙ্গদের সমস্যার সমাধান করতে পারব তেমনি ভিক্ষাবৃত্তিও বন্ধ করতে পারব। আমরা সবেমাত্র ফ্রিডোম পেয়েছি এবং এটা অজ্ঞ, অশিক্ষিত এক দেশ ছিল। অতএব অশিক্ষিত এক দেশকে গঠন করার জন্য যে মনোভাব সৃষ্টি করা দরকার জনসাধারণের মধ্যে, তা আমাদের করতে হবে যাতে ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ হয়, পরিশ্রম আমাদের করতে হবে এবং শ্রমের মর্য্যাদা দিতে হবে। এই মর্য্যাদাবোধ যদি আমরা জাগ্রত করতে পারি তাহলে ভিক্ষাবৃত্তিও আমরা অনেকটা কমিয়ে দিতে পারব। বিকলাংগদের ক্যাম্প আছে, স্কুল আছে এবং তাদের সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। এই জায়গাতে কেবল মাত্র সরকারী সাহায্য নয়, জনসাধারণের মধ্য থেকে ও কতকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে যার মাধ্যমে এই জিনিষগুলি দূর করা যায়। যখন জনসাধারণ এই সমস্ত কাজে সাহায্যের জন্য অগ্রসর হয়ে আসবে, তখনই আমরা এ সমস্ত সমস্যাগুলির সম্মুখীন হতে পারব বলে আমার বিশ্বাস। তাই আমি এই কতকগুলি কথা বলে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that the Appropriation (No. 3) Bill, 1968 (Bill No. 3 of 1968) as settled in the Assembly be passed.

The Motion is put to vote and passed by voice vote.

The Bill is passed.

Mr. Speaker:— Then—I have it in command from the Administrator that the Assembly do now stand prorogued.

STARRED QUESTION NO. 255

By Shri Aghore Deb Barma.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Panchayat Department be pleased to state :—

1. Whether Shri Rakesh Chandra Dutta after completion of Panchayat training received offer of appointment No. F. 2(1)-Panch-65, 11th November, 1965, has not been posted as Panchayat Secratary :
2. if so, the reasons thereof.

ANSWER

1. Yes.
2. Due to failure on part of Shri Dutta to produce School leaving certificate to vouchsafe his date of birth or age alongwith the attestation form duly filled in, as was called for.

UNSTARRED QUESTION NO. 958
By Shri Bidya Chandra. Deb Barma. M.L.A

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Food & Agriculture Deptt. be pleased to state—

১) চলতি সনে ত্রিপুরায় সর্ব্বমোট কতটি পরিবারের উপর লেভীর ধান সংগ্রহের নোটিশ দেওয়া হইয়াছে ?

২। কতটি ক্ষেত্রে নোটিশ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের আবেদন মূলে re-assessment করা হইয়াছে ?

৩। এ যাবত সর্ব্বমোট কত পরিমাণ লেভীর ধান সংগৃহীত হইয়াছে।

ANSWER

১। ৮,১১৯

২। ১,২৮৯

৩। ৭,৪৯,৭৯২ কেজি ধান। ৭৬,৬৬৬ কেজি চাউল।

STARRED QUESTION NO. 668
By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state :—

১) গণযোগ পত্রিকার ১ম, ৪র্থ এবং ৫ম সংখ্যায় সেটেলমেন্ট অফিসার শ্রী এ, কে লোধের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছে সরকার তাহা দেখিয়াছেন কি ?

২) যদি দেখিয়া থাকেন ঐ সম্পর্কে কোন তদন্ত করিবেন কি ?

৩) শ্রী লোধের বিরুদ্ধে ইতিপূর্ব্বে কোন এম, এল, এর নিকট হইতে সরকার কোন লিখিত অভিযোগ চাইয়াছেন কি ?

৪) যদি পাইয়া থাকেন তবে ঐ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে

ANSWER

১) হ্যাঁ।

২) হ্যাঁ।

৩) হ্যাঁ;

৪) বিষয়টি পরীক্ষাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 682

By Shri Bidya Chandra Deb Barma

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state :—

১) ত্রিপুরার কোন মহকুমায় সরকারী রাজস্ব কত বকেয়া পড়িয়া আছে তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব;

২) এই বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ কি বৃদ্ধি পাইতেছে, যদি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে তাহার কারণ কি;

৩) সরকার রায়তদের আর্থিক সংকটের কথা চিন্তা করিয়া এই বকেয়া রাজস্ব মকুব করিবেন কি ?

ANSWER

১)

মহকুমার নাম		টাকার পরিমাণ
ধর্মনগর	টাঃ	১,৯১,৯০৭·৭৪
কৈলাসহর	,,	১,৫০,৬১১·৪০
কমলপুর	,,	১,৮১,৭৪৪·৪৯
খোয়াই	,,	৩,৮৬,০৫৩·১৬
সদর	,,	৮,৪০,০৬৩·৯৫
সোনামুড়া	,,	১,৯৪,২৯৬·৬৬
উদয়পুর	,,	৩,১৫,০১০·০০
অমরপুর	,,	৫০,৪৯৬·৯০
বিলনীয়া	,,	৪,৭১,২৫২·৭১
সাবরুম	,,	১৭,১৭৮·৯৪

২) হ্যাঁ, নিম্নলিখিত কারণাধীনে :—

ক) প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়।

খ) খাদ্য শস্যের নিদারুণ অভাব

গ) দীর্ঘদিন ব্যাপী অনাবৃষ্টি।

ঘ) বর্ত্তমান সেটেলমেন্ট রেকর্ড অনুযায়ী তৌজি লেখার আনুষ্ঠানিক কার্যে আবশ্যকীয় সময় লাগা হেতু খাজানা গ্রহণের সুবিধা না থাকায়।

৩) পরীক্ষাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 681
By Shri Bidya Chandra Deb Barma

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state :—

১। কারা মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাসকে কি জয়নগর তাহার বাড়ীর সংলগ্ন কোন সরকারী খাস ভূমি (জমি) বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে;

২। যদি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়া থাকে, তবে জমির পরিমাণ কত এবং কি কারণে বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে ;

৩। যদি বন্দোবস্ত দেওয়া না হইয়া থাকে, ঐ খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য কোন দরখাস্ত বিবেচনাধীন আছে কি ?

৪। যদি বিবেচনাধীন থাকে, তবে ঐ সম্পর্কে সরকার কি সিদ্ধান্ত লইবেন।

ANSWER

১। হ্যাঁ

২। •'১২ একর বাড়ীর নিমিত্ত।

৩। ও ৪। প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 1001
By Shri Abhiram Deb Barma

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in charge of the Land Revenue Department be pleased to state—

১। Tripura Land Revenue and Land Reforms Rules 1961 এর ১৯ ধারা অনুসারে Administrator কোন কোন মহকুমায় কোন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ভূমি রাজস্ব দায় হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন ;

২। এই ধরণের অব্যাহতি লাভের জন্য কতটি আবেদন পাওয়া গিয়াছে ?

ANSWER

১। না, ভূমি রাজস্ব কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে মাপ দেওয়া হয় নাই।

২ ৩ (তিনটী)।

UNSTARRED QUESTION NO. 959
by Shri Bidya Chandra Deb Barma

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১। ১৯৬০ সালের ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ত্রিপুরা ভূমি সংস্কার আইন ত্রিপুরায় চালু থাকা সত্বেও উপজাতীর জমি অ-উপজাতির নিকট আইনী ও বে-আইনী হস্তান্তর বন্ধ করা গিয়াছে কি?

২। না গিয়া থাকিলে জানিতে পারি কি এই আইন ত্রিপুরায় চালু হইবার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত কতটী উপজাতি পরিবারের জমি বিনা রেজিষ্টিতে অ-উপজাতির নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে।

৩। কতটি ক্ষেত্রে এ ধরণের হস্তান্তর সরকারী অনুমোদন গ্রহণক্রমে আইন সিদ্ধ করা হইয়াছে?

৪। যে কোন অবস্থাতেই হস্তান্তর করা হউক না কেন, ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের জমি নন্ ট্রাইবেলদের নিকট হস্তান্তর আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ (Cognisable offence) গণ্য হইবে, এই মূলে ত্রিপুরা সরকার কোন আইন প্রনয়ণ করিবেন কি?

৫। না করিলে এই হস্তান্তর কিভাবে বন্ধ করিবেন?

ANSWER

১) ১৯৬০ইং সনের ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন চালু হওয়ার পর উক্ত আইনের ১৮৭ ধারার বিধান মতে এডমিনিষ্ট্রেটরের আদেশ ভিন্ন উপজাতির জমি অ-উপজাতির নিকট হস্তান্তর বে-আইনী এবং উক্ত আদেশ মতে ভূমি হস্তান্তর হইলে তাহা বন্ধ করার প্রশ্ন উঠেনা। উপজাতির জমি অ-উপজাতির নিকট বে-আইনী হস্তান্তর গোপনভাবে হইয়া থাকিলে ঐ প্রকার হস্তান্তর হওয়ার সময় তাহা বন্ধ করার কোন সুবিধা নাই।

২) ১৯৬০ইং সনের ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনের ১৮৭ ধারার বিধান মতে অনুমতি গ্রহণে হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন উঠে না। এ পর্য্যন্ত ১২০০টা ক্ষেত্রে উপজাতির জমি বেআইনী হস্তান্তর সরকারের গোচরীভূত হইয়াছে।

৩) ১৯৬০ইং সনের ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনে বেআইনী হস্তান্তর আইনসিদ্ধ করার কোন বিধান নাই।

৪+৫) আইনানুযায়ী হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রশ্নের উল্লিখিতরূপ কোন আইন প্রনয়ন করার প্রশ্ন উঠে না। বেআইনী হস্তান্তরের ক্ষেত্রে উক্ত আইনের ১৮৭ ধারা সংশোধন করার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তাহা সরকারের পরীক্ষাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 1005
By Shri Bidya Ch. Deb Barma.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state—

১) Tripura Land Revenue and Land Reforms Rules, 1961 এর ১৬ধারা মতে ত্রিপুরার কোন মহকুমায় কত জমি Protected Forest অথবা Reserved Forest গঠনের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে ;

২) ঐ জমিতে Indian Forest Act 1927 এর বিধান অনুসারে কোন Protected Forest বা Reserved Forest গঠন করা হইয়াছে কিনা; গঠন করা হইয়া থাকিলে কবে গঠন করা হইয়াছে ?

ANSWER

১ ও ২) ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব এবং ভূমি সংস্কার নিয়মাবলী ১৯৬২ইং এর ১৬ ধারা মতে কোন ভূমি রাখা হয় নাই । ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের ২৯-৭-১৯৫২ইং তারিখের ১৩নং ঘোষণাপত্রমূলে সরকারের শ্রেণীবিহীন যে সমস্ত অরক্ষিত বন রক্ষিত বন হিসাবে গঠন করা হয় নাই এবং রাজস্ব বিভাগের আদেশ বলে আবাদ করা হয় নাই ; সরকারের সেই সমস্ত শ্রেণীবিহীন অরক্ষিত বনগুলিকে রক্ষিত বন হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে । ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাক্ট ১৯২৭এর ২০ ধারা অনুসারে রিজার্ভ ফরেষ্ট গঠন করা হইতেছে ।

UNSTARRED QUESTION NO. 1002
by Shri Bidya Chandra Deb Barma

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in charge of the Land Revenue Department be pleased to state—

১) ত্রিপুরা Land Revenue & Land Reforms Rules 1961 এর ১৬৮ধারা অনুসারে কোন মহকুমায় কতজন under rayats compensation পাইয়াছিল এবং তাহার মোট পরিমাণ কত ;

২) Compensation দেওয়ার আপত্তি জানাইয়া খোয়াই এর under rayat রা কি কোন Representation পাঠাইয়াছেন ;

৩) যদি পাঠাইয়া থাকেন সরকারের ঐ সম্পর্কে বক্তব্য কি ?

ANSWER

১) ত্রিপুরার ভূমি রাজস্ব এবং ভূমি সংস্কার ১৯৬১ইং আইনের ১৬৮ ধারা অনুসারে কোন under rayat কে কোন ক্ষতিপূরণ অদ্যাপি দেওয়া হয় নাই।

২) হ্যাঁ।

৩) বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 1006.
By Shri Bidya Chandra Deb Barma, M. L. A.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state—

১) Tripura Land Revenue & Land Reforms Rules, 1961 এর 52 ধারা অনুসারে প্রত্যেক গ্রামের জন্য separate settlement Register তৈরী করা হইয়াছে কিনা;

২) যদি তৈরী করা হইয়া থাকে, উহা কাহার নিকট রাখা হইয়াছে;

৩) যদি তৈরী করা না হইয়া থাকে, তাহার কারণ কি?

৪) কবে পর্য্যন্ত তৈরীর কাজ শেষ হইবে?

ANSWER

১) শুধু যে যে মৌজার চূড়ান্ত স্বত্বলিপি প্রকাশিত হইয়াছে সেই সেই ক্ষেত্রে প্রস্তুত করা হইয়াছে;

২) সেটেলমেণ্ট বিভাগের যাঁঞ অফিসে রাখা হইয়াছে;

৩) মৌজার চূড়ান্ত স্বত্বলিপি প্রকাশিত হওয়ার পর রেজিস্টারী প্রস্তুত করা হইয়া থাকে;

৪) সমস্ত মৌজার স্বত্বলিপি প্রকাশিত হওয়ার পর।

STARRED QUESTION NO. 854.
By Shri Aghore Deb Barma, M. L. A.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state—

1. What is the specific reason for fire devastation at Teliamura Bazar;
2. Number of Godowns and shops insured including total amount respectively:
3. Relief measures taken by the Govt.?

ANSWER

1. The fire originated from a Tea Stall and it spread orver the Bazar within a few munites.

2. 25 (Twentyfive) shops-cum godowns and 2 godowns were insured involving Rs. 2,59,000/- and Rs. 11,000/- respectively. Total amount involved is Rs. 2,70,000/-.

3, The following relief measures were taken (just after the occurence) :—

(a) Cash grant... ... ...Rs. 4,500/- only.

(b) 370 KG of Chira and 100 KG of Gur distributed to the deserving fire victims.

(c) 390 Nos. blankets, 75 Nos. Dhutis and 50 Nos. Sarees also were distributed to the deserving victims of the fire accident.

UNSTARRED QUESTIQN NO. 1004
By Shri Bidya Chandra Deb Barma, M. L. A.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land Revenue Department be pleased to State—

১) Tripura Land Revenue & Land Reforms Rules, 1961 এর ৩৮ ধারা অনুসারে value of Land এবং profits of Agriculture এর কোন Register রাখা হয় কিনা ;

২) যদি রাখা হইয়া থাকে উহা কিভাবে তৈরী করা হয় ?

ANSWER

১)
২) } তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION No. 1008
By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরা Land Revenue & Land Reforms Rules 1961 এর ৮ (ii) ধারায় যে forest Rules এর কথা বলা হইয়াছে তাহা কি তৈরী হইয়াছে।

২। যদি তৈরী হইয়া থাকে, তাহার সারমর্ম ?

ANSWER

১। এই রুলে নূতন 'ফরেষ্ট রুল' তৈরীর আবশ্যক হয় না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION No. 883.
By Shri Aghore Deb Barma.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। জিরানীয়া ব্লক এলাকায় বড়জলায় গ্রামে Engineering College করার ব্যাপারে মোট কত একর জমি acquired করা হয়েছিল ;

২। মোট acquired জায়গাতে কত একর ব্যক্তিগত মালিকানার জোতভুক্ত ছিল ?

৩। যাহাদের জায়গা acquired করা হয়েছে তাহাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কি না এবং কত একর কত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

১। ৪৩৩.৫৪ একর খাস জমি কলেজের জন্য নির্বাচন করা হইয়াছে এবং ১৬.৪২ একর জোত জমি acquired করার প্রস্তাব আছে।

২। ১৬.৭২ একর জোত জমি প্রস্তাবিত অবস্থায় আছে।

৩। ক্ষতি পুরণের প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION No. 1007.
By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১) Tripura Land Revenue & Land Reforms Rules 1961 এর ১২ এবং ১৩ ধারা অনুসারে ত্রিপুরায় কত জমি কোন মহকুমায় Pasturage হিসাবে decleared হইয়াছে ?

ANSWER

১। বিভাগের নাম	১৩ ধারার বিধান মতে সংরক্ষিত ভূমির পরিমান।
ক) সদর	১.০০ একর
খ) কমলপুর	১৪.২২ ,,
গ) ধর্মনগর	২৭৩.২৪ ,,
মোট	২৮৮.৪৬ ,,

UNSTARRED QUESTION NO. 1003,
By—Shri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Land Revenue Department be pleased to state :—

১) ত্রিপুরা Land Revenue and Land Reforms Rules, 1961 এর 89 ধারা অনুসারে Administrator কোন কোন মহকুমায় কোন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের Revenne Rates কমাইয়া দিয়াছেন ;

২) Revenue Rates কমাইবার জন্য Administrator এর নিকট কোন মহকুমায় কতজন আবেদন করিয়াছিলেন ?

ANSWER

১) ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব এবং ভূমি সংস্কার ১৯৬১ ইং আইনের ৪৭ ধারায় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের খাজানার হার কমাইবার বিধান নাই।

২) প্রশ্ন উঠে নাই।

STARRED QUESTION NO. 745.
By—Shri Abhiram Deb Barma;

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Land Revenue Department be pleased to state :—

১) ইহা কি সত্য যে সাব্রুমের অন্তর্গত গুয়া চাঁদের শ্রীসতীশ নন্দীর পরিবারকে সেটেলমেন্ট অফিসার ভূমি আইনের ৯৫ ধারা অনুসারে ঐ মৌজার Record of Rights এর final Publication এক বছর পরে ৩০ একরের বেশী জমি তাহার জোতের অন্তর্গত করিতে আদেশ দিয়াছেন।

২) ঐ জমি জোতের অন্তর্গত করার পূর্ব্বে ঐ পরিবারের জোতে মোট কত জমি ছিল।

৩) ঐ অতিরিক্ত জমি জোতের অন্তর্গত করার পক্ষে যুক্তি কি এবং উহা বৈধ হইয়াছে কি না ?

ANSWER

১) হ্যাঁ।

২) ১৩৫.১৩ একর।

৩) হ্যাঁ উক্ত ভূমি ১২ নং জোতের সুনির্দ্দিষ্ট চৌহদ্দীর অভ্যন্তরে ও তাহা দরখাস্তকারীগণের নিজ দখলে থাকায় এবং তৎ দরুণ নিয়মিত ভাবে ভূমি রাজস্ব দিতেছে বিধায়

STARRED QUESTION NO. 736.

By—Shri Abhiram Deb Barma.

QUESTION

কো-অপারেশান দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলিবেন :—

১) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটির ১৯৬৬ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯৬৭ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত সময়ের হিসাব পত্রের খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না।

২) ইহা কি সত্য যে সর্ব্বশেষ অডিট নোটে সোসাইটির হিসাবপত্র সম্পর্কে অনেকগুলি অবজেকসন দিয়াছেন।

৩) যদি সত্য হইয়া থাকে তবে ঐ অডিট অবজেকসনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

ANSWER

১) এই সংবাদ সত্য নয়।

২) Audit এখনও Final হয় নাই।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 1000

BY SHRI ABHIRAM DEB BARMA.

QUESTION.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state—

১) Tripura Land Revenue and Land Reform Rules 1961 এর ২০ এবং ২১ ধারা অনুসারে কোন মহকুমায় কত জমির alluvion অথবা deluvion এর জন্য ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধি করা অথবা কমানো হইয়াছে ?

২) যদি না করা হইয়া থাকে তাহার কারণ ?

ANSWER

২) এ পর্য্যন্ত "এলুভিয়েন" অথবা "ডিলুভিয়েন" ভূমির জন্য ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধি কমানো হয় নাই।

২) ১৯৬৩ সনের ত্রিপুরা ভূমি-রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনের ১৭ ও ১৮ ধারা মতে কেবল মাত্র এক একরের বা তদাতিরিক্ত ভূমির এলুভিয়েন ও ডিলুভিয়েন ক্ষেত্রে ভূমির মালিকদের খাজনা যথাক্রমে বৃদ্ধি ও কমানো যাইতে পারে। কোনও ভূমির মালিকের ক্ষেত্রে ঐ পরিমাণ ভূমি এলুভিয়েন বা ডিলুভিয়েনের কোন সংবাদ না থাকায় তজ্জনিত খাজনা বৃদ্ধি বা হ্রাস করার কোন প্রশ্ন উঠে নাই।

UNSTARRED QUESTION NO, 999.
BY SHRI ABHIRAM DEB BARMA.

QUESTION.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state—

১) পাক্ হামলার ফলে ত্রিপুরার যে সকল সীমান্ত এলাকায় কৃষকরা জমি চাষ করিতে পারে না সেখানে Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1961 এর ২৬ ধারা অনুসারে খাজনা মকুব করা হইয়াছে কি?

২) যদি করা হইয়া থাকে, কোথায় করা হইয়াছে ?

ANSWER

১) "ত্রিপুরা ভূমি-রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার অ্যাক্ট—১৯৬১" নামীয় কোন এ্যাক্ট নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 975.
BY SHRI ABHIRAM DEB BARMA, M. L. A.

প্রশ্ন	উত্তর
১) কল্যাণপুর বাজারের পার্শ্ববর্তী স্থানের বদর মোকামের জমি বাঙ্গালীদের কর্তৃক জোর দখল করা হইয়াছে এবং হইতেছে কি না ?	কল্যাণপুর বাজারের নিকট বদর নামীয় কোন মোকাম নাই।
২) এই পীঠস্থানে ট্রাইবেলরা পূজা করে কি না ?	প্রশ্ন উঠে না।
৩) বাঙ্গালীদের দ্বারা এই পীঠস্থানের জমিতে অনধিকার প্রবেশের (এনক্রোচমেন্ট) ফলে তথায় ট্রাইবেলদের আসিয়া পূজা ইত্যাদি করতে দারুণ অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে কি না, হইয়া থাকিলে সরকার হইতে প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে কি ?	প্রশ্ন উঠে না।
৪) বদর মোকামের এলাকাভূক্ত জমি কাহাকেও বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে কি না ?	প্রশ্ন উঠে না।

———

Printed by the Superintendent, Government Printing
Tripura Government Press, Agartala. Tripura.

TGPA—24-6-68—150.